Maha bharata . Bengali

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

V. 1

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

Mahābhārata

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ-দ্বারা

28/5637

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON, D.C.

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
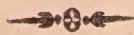
শকাব্দাঃ ১৭৮৪।

1862

PK 3635
.B4
1862
Orien
Beng

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ভূমিকা।

এই ভূমণ্ডলে যত প্রকার কীর্ত্তিকর কার্য্য বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নই যে সর্ব্ব-প্রধান, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। ভারতবর্ষীয় সূর্য্যবংশ্য ও চন্দ্রবংশ্য অতীত নৃপতিগণ চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভের উদ্দেশে যে কত প্রকার সৎ কার্য্য করিয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না; কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগের সেই সমস্ত সৎ কার্য্যের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। যদি আদিকবি-মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ ও কবিকুলচূড়ামণি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বিরচিত মহা-ভারত প্রাচীন নৃপতিগণের কীর্ত্তি ঘোষণা না করিত, তবে এত দিনে তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। আহা! যখন যিনি এই ধরামণ্ডলের আধিপত্য লাভ করেন, তখন অবশ্যই তিনি দৃঢ়রূপে মনোহর নগর, সুরম্য হর্ম্ম্য, সুশোভন উপবন, দুর্গ, সেতু ও বাপী কূপ তড়াগাদি নানাবিধ জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কালের পরি-বর্ত্তিনী শক্তিদ্বারা কোন বস্তুরই দৃঢ়তা বা শোভা চির কাল সমভাবে থাকে না। পরন্তু কবিতা বনিতা কাল-দশনে চির-চর্ব্বিতা হইলেও তাহার কোমল শরীর কখনই বিরূপ হয় না; কবিতা যতই প্রাচীনা হউক, নিত্য নূতন নূতন বেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া ভাবুক পুরুষের নয়ন-নিকটে নূতনরূপেই নৃত্য করে।

ধন্য এই ভারতবর্ষ, যাহাতে কোন এক সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন! যাঁহাদিগের কবিত্বকীর্ত্তি অসঙ্খ্য নৃপতির সৎকীর্ত্তির সঞ্জীবনী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যেমত বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ ভারতবর্ষান্তর্গত নানাদেশে দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভারতভূমির পূর্ব্বতন-সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করি-তেছে, তদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ এক্ষণ পর্য্যন্ত নানাদেশ-ব্যাপী হইল না! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, ভারতে ভারতরূপ কল্পবৃক্ষ থাকিতেও তাহার অমৃতময় ফলাস্বাদে ভারতবর্ষীয় অসঙ্খ্য ব্যক্তি অদ্যাপি বঞ্চিত আছে! কবে এমত সুদিন উদিত হইবে, যৎকালে রামায়ণের ন্যায় ভারতেরও নানা ভাষায় অনুবাদ হইয়া মহাভারত যে কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে! ইহা সত্য বটে যে, পূর্ব্বকালে এদেশে মুদ্রা-যন্ত্রের বিশেষ প্রচার না থাকাতে কোন এক খানি সামান্য পুস্তকও হস্তাক্ষরে লিখিয়া প্রচার করিতে হইলে বহু ব্যয়, আয়াস ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত, সুতরাং দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অপরিসীম বিত্তব্যয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও অতি বৃহৎকায় মহাভারতের অনুবাদ করিয়া প্রচার করা মনুষ্যের অসাধ্য ছিল; অগত্যা কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্তু এক্ষণে এমত সুসময় উপস্থিত হইয়াছে যে, নানা দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিলে এই মহৎ কার্য্য মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ও অল্প আয়াসেই সুসিদ্ধ হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

কোন এক ব্যক্তির চেষ্টায় দেশের কোন বিষয়েরই অভাব মোচন হইতে পারে না, অনেকের সংহত চেষ্টাতেই অভাব মোচন হয়; এবং মনুষ্যের ঐকান্তিকী চেষ্টাও কখন বিফল হয় না; চেষ্টার অসাধ্যও এই জগতে অতি অল্প বিষয়ই আছে। যখন শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর বহুবিত্তসাধ্য এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন আমরা বিস্ময় রসে অভিভূত হইয়াছিলাম, ইহা যে কত দিনে সম্পন্ন হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে; ক্রমে সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিতে পারিলেই হয়। যদি মূল পুস্তক সংশোধন করিয়া পৃথক্ মুদ্রিত করিতে না হইত, তবে এত দিনে শ্রীমন্মহা-রাজের সঙ্কল্প সিদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিত। কি করি, সংস্কৃত পুস্তকের এমত দুর্দ্দশা ঘটিয়া রহিয়াছে যে, দুই খানি পুস্ত-কেরও পাঠের প্রায় ঐক্য নাই; যত পুস্তক দেখা যায়, প্রায়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠ অবলোকিত হয়; সুতরাং সেই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ পাঠের সদসদ্বিবেচনা করিয়া পাঠ স্থির না করিলে, মহাভারত কি, তাহাই স্থির হয় না, অনুবাদ কি রূপে হইবে? যদিও বিরুদ্ধ পাঠ রাশির মধ্যে কোন্‌টি ব্যাসমুখ-বিনিঃসৃত, তাহা নিরূপণ করা নিতান্তই অসাধ্য, তথাপি সাধ্য-মত চেষ্টা না করিয়া কোন এক খানি পুস্তকের প্রতি নির্ভর করা সঙ্গত বোধ হয় না। বহুকালসাধ্য বৃহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত

হইয়া কালবিলম্বের ভয় করিলে কি হইবে ! যত দূর সাধ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের উৎকৃষ্টতা সম্পাদন করাই উচিত ; তবে মনুষ্য-বুদ্ধি কদাচই ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য হয় না, সুতরাং ভ্রম বা প্রমাদ বশত যে সকল দোষ ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহা অবশ্যই মহানুভব সাধুগণের ক্ষমার যোগ্য এবং প্রত্যাশাও করি তাঁহারা তাহা ক্ষমা করিবেন ; পরন্তু পরদোষান্বেষী ব্যক্তিদিগের মনে ঈশ্বরকৃত কার্য্যই নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতীত হয় না, মনুষ্য-কার্য্য যে নির্দ্দোষরূপে গণ্য হইবে, এমত প্রত্যাশা কি আছে ! যাহা হউক, আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগের মহারাজ বাহাদুরের এই দেশোপকার ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করুন ; এবং উত্তর পশ্চিম দেশীয় মহৈশ্বর্য্যশালী মহারাজেরাও আমাদিগের মহারাজের এই দৃষ্টান্তের অনুগামী হউন ইতি।

শ্রীশ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশস্য।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের সূচীপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
মহাভারতের উপক্রমণিকা	১	১	১
সমন্তপঞ্চকের বৃত্তান্ত	১২	২	২৭
অক্ষৌহিণ্যাদি-পরিমাণ	১৩	ঐ	৭
মহাভারতীয় শত পর্ব্ব সংগ্রহ	১৪	১	২৩
ভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত এবং শ্লোক ও অধ্যায়ের সঙ্খ্যা কথন	১৫	২	৮
মহাভারতের মাহাত্ম্য ও ফলশ্রুতি	২৪	১	১৭
জনমেজয়ের প্রতি সরমার শাপ	ঐ	২	৩২
ঐ শাপ নিবারণার্থ জনমেজয়ের পুরোহিত-বরণ	২৫	১	২৯
আয়োদধৌম্য এবং আরুণি, উপমন্যু ও বেদনামক তৎ শিষ্যত্রয়ের উপাখ্যান	ঐ	২	৩০
উতঙ্কের উপাখ্যান	২৯	ঐ	৪
পৌষ্যোপাখ্যান	৩০	২	১৫
ভৃগুবংশ কথন	৩৫	১	৩০
পুলোমার উপাখ্যান	ঐ	২	২৮
চ্যবনোৎপত্তি ও রক্ষোবিনাশ	৩৬	ঐ	২০
অগ্নির প্রতি ভৃগুর শাপ	৩৭	১	১১
অগ্নির ক্রোধপ্রকাশ	ঐ	২	৩১
ব্রহ্মকর্ত্তৃক অগ্নির সান্ত্বনা	৩৮	১	১৫
রুরু ও প্রমদ্বরার জন্ম	ঐ	২	১২
তাহাদের বিবাহপ্রসঙ্গ ও প্রমদ্বরার সর্পাঘাত	৩৯	১	৩৫
রুরুর খেদ ও দেবদূতের সহিত কথোপকথন	ঐ	২	৬
প্রমদ্বরার পুনর্জীবন	৪০	১	৭
রুরুর সহিত প্রমদ্বরার বিবাহ	ঐ	ঐ	২০
রুরু ডুণ্ডুভ-সংবাদ	ঐ	২	৪
ডুণ্ডুভোপাখ্যান	ঐ	ঐ	৩০
জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রস্তাব	৪১	২	১০
পিতৃগণের সহিত জরৎকারু ঋষির কথোপকথন	৪২	১	১৯
জরৎকারুর বিবাহ	৪৩	ঐ	১৪
আস্তীকের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক সর্পরক্ষার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত	ঐ	২	৮
কদ্রু ও বিনতার বরপ্রাপ্তি	৪৪	১	৫
অরুণের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক বিনতার প্রতি শাপ	ঐ	২	৭
দেবগণের সমুদ্রমন্থন-মন্ত্রণা	৪৫	১	৪

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
সমুদ্রমন্থন	৪৫	২	১০
চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ, পারিজাত, অমৃত-কমণ্ডলুধারি ধন্বন্তরি, ঐরাবত ও কালকূটের উৎপত্তি	৪৬	ঐ	২১
দেবগণের অমৃত পান ও দেবাসুরের যুদ্ধ	৪৭	১	২৩
কদ্রু ও বিনতার পণ এবং সর্পগণের প্রতি কদ্রুর শাপ	৪৮	২	১২
কদ্রু ও বিনতার সমুদ্র দর্শন	৪৯	১	২৫
নাগগণ-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করণ	৫০	ঐ	১
বিনতার দাসীত্ব, গরুড়ের উৎপত্তি ও দেবগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব	ঐ	ঐ	২৬
গরুড়ের তেজঃসম্বরণ	৫১	২	১০
সর্পবহন-পূর্ব্বক সূর্য্যসন্নিকট দিয়া সুপর্ণের গমন ও ইন্দ্রের সর্পরক্ষণ	৫২	ঐ	১
গরুড়ের দাসত্ব কারণ জিজ্ঞাসা	৫৩	ঐ	৩০
বিনতার দাসীত্ব মোচন জন্য অমৃত আহরণার্থে সর্পগণ-কর্ত্তৃক গরুড়ের নিয়োগ	৫৪	১	১০
গরুড়ের অমৃতাহরণার্থ যাত্রা ও নিষাদগণ ভক্ষণ	ঐ	২	২৩
গরুড়ের সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ মোচন ও কশ্যপ সমীপে খাদ্যপ্রার্থনা	৫৫	১	১১
গজকচ্ছপের ইতিহাস	ঐ	২	১৯
গরুড়-কর্ত্তৃক বটশাখা ভঙ্গ ও বহন	৫৬	ঐ	২৮
গরুড়ের গজকচ্ছপ ভক্ষণ	৫৭	ঐ	৩২
বালিখিল্ল ঋষিগণের যজ্ঞদ্বারা পক্ষীন্দ্রের জন্ম বিবরণ	৫৮	ঐ	২৩
সুরগণের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ	৬০	১	১১
অমৃত হরণ	৬১	ঐ	১৫
ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের সখ্য ও সর্পভক্ষণ বরপ্রাপ্তি	৬২	ঐ	ঐ
বিনতার দাসীত্ব মোচন ও ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অমৃত প্রত্যাহরণ	ঐ	২	৩০
নাগগণের নাম কীর্ত্তন	৬৩	১	২৫
অনন্তের তপস্যা ও পৃথিবীধারণ	ঐ	২	২৬
নাগগণের সর্পযজ্ঞ নিবারণার্থ পরামর্শ	৬৫	১	১
নাগগণের প্রতি এলাপত্রের বাক্য	৬৬	২	৯
জরৎকারুকে ভগিনী দানার্থ সর্পগণের প্রতি বাসুকির নিয়োগ	৬৭	১	৩২

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
পরিক্ষিৎ-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকণ্ঠে মৃতসর্প প্রদান	৬৮	১	২৫
পরিক্ষিতের প্রতি ঋষিকুমারের শাপ	৬৯	২	১
মুনি-শিষ্যমুখে পরিক্ষিতের শাপ শ্রবণ	৭১	১	২৬
তক্ষক কাশ্যপ-সংবাদ	৭২	২	৪
তক্ষক-কর্ত্তৃক পরিক্ষিতের দংশন	৭৩	১	১৭
পরিক্ষিতের মৃত্যু	ঐ	২	৩০
জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক ও বিবাহ	৭৪	১	১২
জরৎকারু যাযাবর-সংবাদ	ঐ	২	৩
জরৎকারুর বিবাহ জন্য কন্যা প্রার্থনা	৭৬	১	২২
জরৎকারুর বিবাহ ও সগর্ভস্ত্রী পরিত্যাগ	ঐ	২	২৮
স্বীয় ভগিনীর সহিত বাসুকির কথোপকথন	৭৮	২	১০
আস্তীক জন্ম	৭৯	১	১৩
জনমেজয়-কর্ত্তৃক পরিক্ষিতের শাপ শ্রবণ	ঐ	২	৪
পিতৃমৃত্যু শ্রবণান্তে জনমেজয়ের খেদ ও ক্রোধ	৮০	ঐ	২৪
জনমেজয়ের সর্পসত্র-মন্ত্রণা	৮২	ঐ	৩৩
সর্পযজ্ঞারম্ভ	৮৩	ঐ	৯
সর্পযজ্ঞের বিবরণ	ঐ	ঐ	৩১
সর্পসত্র নিবারণ জন্য আস্তীকের আগমন	৮৪	ঐ	২৬
আস্তীক-কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ, জনমেজয় এবং ঋত্বিক্-প্রভৃতির প্রশংসা	৮৬	১	১০
সর্পযজ্ঞ নিবারণার্থ আস্তীকের বর প্রার্থনা	৮৭	ঐ	৮
সর্পসত্রে নিহত প্রধান সর্পগণের নাম কথন	৮৮	২	৩
সর্পযজ্ঞ নিবৃত্তি ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্তি	৮৯	১	১৯
মহাভারত শ্রবণ জন্য শৌনকের প্রশ্ন	৯০	২	৭
ব্যাস জনমেজয়-সংবাদ	৯১	১	১
ভারত কথনার্থ ব্যাস-কর্ত্তৃক বৈশম্পায়নের নিয়োগ	ঐ	২	১
পাণ্ডবগণের জন্মাবধি রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত কথন	ঐ	ঐ	২৯
বিস্তৃতরূপে তৎ শ্রবণার্থ জনমেজয়ের প্রশ্ন	৯৩	ঐ	২৭
মহাভারতের মাহাত্ম্যাদি কথন	৯৪	১	২৬
উপরিচর রাজার উপাখ্যান	৯৫	২	২৬
মৎস্যগন্ধার জন্ম বিবরণ	৯৭	১	১৮
বেদব্যাসের জন্ম বিবরণ	৯৮	২	৪
ভীষ্মাদির উৎপত্তি কথন	৯৯	১	৩১
ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়োৎপত্তি কথন ও মানব যোনিতে অসুরাদির জন্ম বিবরণ	১০০	২	১৪
ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ স্বীকার	১০২	১	৬
দেবদানবাদির উৎপত্তি-প্রশ্ন	ঐ	২	১৬
ব্রহ্মর্ষি-প্রভৃতির উৎপত্তি	১০৩	১	৫
সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি	১০৪	ঐ	৩৩
বিস্তৃতরূপে অংশাবতরণ কথন	১০৭	ঐ	৫
দুষ্মন্ত রাজার উপাখ্যান	১১২	ঐ	৪

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
দুষ্মন্তের মৃগয়া	১১২	২	১৪
কণ্বমুনির আশ্রম বর্ণন	১১৩	ঐ	৩০
ঐ আশ্রমে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের কথোপকথন	১১৫	ঐ	২১
শকুন্তলার জন্ম বর্ণন	১১৬	১	৩২
দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার গান্ধর্ব্ববিবাহ	১১৮	ঐ	২৯
ভরতের জন্ম ও সর্ব্বদমন নামপ্রাপ্তি	১২০	ঐ	১
শকুন্তলার স্বামীর নিকটে গমন ও ভরতের রাজ্যলাভ	ঐ	ঐ	২২
দক্ষপ্রজাপতির বংশাবলি কথন	১২৫	২	ঐ
কচের উপাখ্যান	১২৮	১	১
দেবযানী ও কচের পরস্পর শাপ	১৩১	ঐ	৩৩
শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর বিরোধ ও শর্ম্মিষ্ঠা-কর্ত্তৃক দেবযানীর কূপে নিক্ষেপ	১৩২	২	৭
শুক্র ও দেবযানীর কথোপকথন	১৩৪	১	১৭
দেবযানীর শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীকরণ	ঐ	২	২৬
যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ	১৩৬	১	২১
দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রজন্ম	১৩৮	ঐ	৫
যযাতির প্রতি শুক্রের শাপ	১৩৯	ঐ	২৩
পূরুর প্রতি যযাতির জরাসংক্রমণ	১৪১	ঐ	২১
যযাতির জরাগ্রহণ ও পূরুর রাজ্যাভিষেক	১৪২	২	ঐ
যযাতির স্বর্গারোহণ	১৪৩	১	১৮
ইন্দ্রের সহিত যযাতির কথা	ঐ	২	৩২
স্বর্গ হইতে পতনকালে অষ্টকাদির সহিত যযাতির কথোপকথন	১৪৫	ঐ	১৩
যযাতির স্বর্গভোগ বর্ণন	১৪৬	ঐ	১
অষ্টকাদি ও যযাতির উক্তি প্রত্যুক্তি	১৪৭	ঐ	২৭
অষ্টকাদির সহিত যযাতির পুনঃস্বর্গারোহণ	১৫২	১	১২
পূরুবংশাবলী কীর্ত্তন	১৫৪	ঐ	১
মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ ও বসুগণের সহিত গঙ্গার কথোপকথন	১৬০	ঐ	২০
গঙ্গা প্রতীপ-সংবাদ	১৬১	ঐ	১৮
প্রতীপের পুত্রোৎপত্তি ও শান্তনুর প্রতি আদেশ	ঐ	২	৩২
শান্তনুর মৃগয়া ও গঙ্গাদর্শন	১৬২	১	২২
শান্তনুর গঙ্গাসম্ভোগ ও বসুগণের জন্ম	ঐ	২	১২
গঙ্গা-কর্ত্তৃক শান্তনুর নিকট বসুগণের শাপ ও আত্ম বিবরণ কথন	১৬৩	ঐ	১৭
শান্তনুর পুনর্গঙ্গাদর্শন ও ভীষ্মের পিত্রালয়ে আগমন	১৬৫	ঐ	৬
শান্তনুর সত্যবতী দর্শন ও দাশের সহিত কথোপকথন	১৬৭	১	১৬
ভীষ্মের দাশরাজের নিকটে প্রতিজ্ঞা ও সত্যবতী আনয়ন-পূর্ব্বক পিতাকে প্রদান	ঐ	২	১৭

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম, শান্তনুর স্বর্গারোহণ, গন্ধর্ব্বযুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু ও বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যাভিষেক	১৬৯	২	১৯
কাশিরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বরে ভীষ্ম-কর্ত্তৃক রাজগণের পরাজয় এবং বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ ও মৃত্যু	১৭০	১	২৩
বংশরক্ষার্থ ভীষ্মের সহিত সত্যবতীর পরামর্শ	১৭৩	ঐ	৪
ভীষ্মকর্ত্তৃক সত্যবতীর নিকটে পরশুরাম ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান কথন	১৭৪	ঐ	১১
ব্যাস-সত্যবতী-সংবাদ ও ব্যাসের ভারত-বংশ রক্ষণ-স্বীকার	১৭৭	ঐ	১৭
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরের জন্ম	১৭৮	২	৬
অণীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান	১৭৯	ঐ	২১
ধর্ম্মের প্রতি মাণ্ডব্য-শাপ	১৮০	১	৩১
পাণ্ডুর রাজ্যপ্রাপ্তি	১৮১	ঐ	১০
গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ	১৮২	ঐ	৮
কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তি ও কর্ণের জন্মাদি-বিবরণ	ঐ	২	২৭
কুন্তীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডুর সহিত বিবাহ	১৮৪	১	১০
পাণ্ডুর মাদ্রীর সহিত বিবাহ ও দিগ্বিজয়	ঐ	২	৯
পাণ্ডুজিত-ধনবিভাগ ও তাঁহার বন-বিহার এবং বিদুরের বিবাহ	১৮৬	১	২০
গান্ধারীর শত পুত্রোৎপত্তি	ঐ	২	২৫
দুঃশলার জন্ম-বিবরণ	১৮৮	ঐ	৬
দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার নামকীর্ত্তন	১৮৯	১	২৭
পাণ্ডুকর্ত্তৃক মৃগরূপিমুনিবধ ও তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডুর শাপ	ঐ	২	৩০
স্ত্রীদ্বয়ের সহিত পাণ্ডুর বানপ্রস্থাশ্রম প্রবেশ ও শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে তপস্যা	১৯১	১	২৯
পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনার্থ তাপসগণের সহিত মন্ত্রণা	১৯৩	ঐ	৩০
কুন্তীর প্রতি অপত্যোৎপাদনার্থ পাণ্ডুর আদেশ	১৯৪	২	৭
কুন্তীকর্ত্তৃক ব্যুষিতাশ্ব ও ভদ্রার উপাখ্যান কথন	১৯৫	১	৩০
পাণ্ডু-কর্ত্তৃক শ্বেতকেতুর নিয়ম-বর্ণন ও কুন্তীর প্রতি পুনর্ব্বার আদেশ	১৯৬	২	৩৩
যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জন্ম-বিবরণ	১৯৮	ঐ	১৮
নকুল ও সহদেবের জন্ম-বিবরণ	২০১	১	৩২
পাণ্ডুরাজার পরলোক প্রাপ্তি ও মাদ্রীর সহগমন	২০২	২	২০
কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগের হস্তিনাগমন	২০৪	১	১৯
পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতক্রিয়া	২০৫	২	৭
সত্যবতীপ্রভৃতির বনগমন ও দেহত্যাগ	২০৬	ঐ	১৯
ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের বাল্যক্রীড়া	২০৭	১	২১
ভীমের বিষভক্ষণ ও নাগলোকে গমন	ঐ	২	২২
যুধিষ্ঠিরাদির বিলাপ ও ভীমের নাগ-লোক হইতে আগমন	২০৯	ঐ	৯
কৃপ ও কৃপীর জন্ম-বিবরণ	২১১	১	১৪
দ্রোণ ও দ্রৌণির জন্ম-বৃত্তান্ত এবং দ্রোণের দিব্যাস্ত্রাদি লাভ কথন	২১২	ঐ	১১
দ্রোণ ও দ্রুপদের কথোপকথন	২১৩	২	২৩
দ্রোণের হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও ভীষ্ম-সমীপে আত্মবিবরণ কথন	২১৪	১	৩৩
দ্রোণের নিকটে কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা	২১৭	ঐ	২৯
একলব্যের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা দান	২১৮	২	৭
দ্রোণের শিষ্য-পরীক্ষা	২১৯	ঐ	৩১
অর্জ্জুনের দ্রোণ-নিকটে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তি	২২১	১	১৩
ভীষ্মাদির নিকটে কৌরবাদির অস্ত্র-শিক্ষা-পরিচয় প্রদান	ঐ	২	১৬
অর্জ্জুনের অস্ত্র-পরীক্ষা	২২৩	১	১৫
কর্ণের অস্ত্রপ্রদর্শনাদি ও অঙ্গ-রাজ্যাভিষেক	২২৪	২	৭
অধিরথের আগমন ও অস্ত্র-পরীক্ষা-সমাপ্তি	২২৬	১	২৭
দ্রোণের দক্ষিণা-প্রার্থনা	২২৭	২	১
দুর্য্যোধনাদির সহিত পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ	ঐ	ঐ	৩১
গজানীকের সহিত ভীমের যুদ্ধ	২২৮	ঐ	৭
দ্রুপদাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও দ্রুপদকে ধৃতকরণ	ঐ	ঐ	২৪
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সামাত্য দ্রুপদকে দ্রোণ-সমীপে সমর্পণ করণ এবং দ্রোণ ও দ্রুপদের সখ্য	২২৯	ঐ	২৬
যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যাভিষেক ও পাণ্ডব-গণের উন্নতি	২৩০	ঐ	৬
কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা	২৩১	ঐ	১৭
সংক্ষেপে জতুগৃহ-দাহ কথন	২৩৬	ঐ	৬
দুর্য্যোধনের পাণ্ডবগণের প্রতি ঈর্ষা ও ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আক্ষেপ	২৩৭	১	১৯
পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে বিবাসন কর-ণের মন্ত্রণা	২৩৮	ঐ	১৭
পাণ্ডবদিগের প্রতি বারণাবত-গমনাদেশ	২৩৯	ঐ	২২
পুরোচনের প্রতি জতুগৃহ-নির্ম্মাণাদেশ	২৪০	ঐ	৫
পাণ্ডবগণের বারণাবতযাত্রা ও বিদুরের স্থানে উপদেশ প্রাপ্তি	ঐ	২	২৪
পাণ্ডবাদির জতুগৃহে বাস	২৪২	১	২৯
খনকের দ্বারা সুরঙ্গ খনন	২৪৩	২	১৫

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
জতুগৃহ-দাহ এবং পৃথা ও পাণ্ডবগণের পলায়ন	২৪৪	২	১০
বিদুর-প্রেরিত নাবিকদ্বারা পাণ্ডবগণের গঙ্গা উত্তরণ	২৪৫	ঐ	৭
বারণাবত-বাসিবর্গের বিষাদ ও হস্তিনায় সংবাদ-প্রেষণ এবং পাণ্ডবাদির উদক-ক্রিয়া	২৪৬	১	২০
যুধিষ্ঠিরাদি-সকলকে লইয়া ভীমের গমন	২৪৭	ঐ	৪
যুধিষ্ঠিরাদিকে বনে স্থাপন-পূর্ব্বক ভীমের জলানয়ন, খেদোক্তি এবং জাগরণ	ঐ	ঐ	২৯
হিড়িম্বের পাণ্ডবদর্শনে আনন্দ ও পাণ্ডবানয়ন-জন্য হিড়িম্বার প্রতি আদেশ	২৪৯	ঐ	২২
হিড়িম্বা ও ভীমের কথোপকথন	ঐ	২	৩০
হিড়িম্বের আগমন ও হিড়িম্বার মানবীরূপ দর্শন	২৫০	ঐ	২৭
ভীম ও হিড়িম্বের উত্তর প্রত্যুত্তর	২৫১	ঐ	২০
হিড়িম্বরাক্ষসের সহিত ভীমের যুদ্ধারম্ভ	২৫২	১	৩৪
কুন্তী ও হিড়িম্বার উক্তি প্রত্যুক্তি	ঐ	২	২৪
ভীম ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি	২৫৩	১	২৫
হিড়িম্ব-বধ	ঐ	২	ঐ
হিড়িম্বার সহিত ভীমের সংসর্গ এবং ঘটোৎকচের জন্ম	২৫৪	১	৩১
পাণ্ডবগণের ব্যাস-দর্শন ও একচক্রা নগরীতে বাস	২৫৬	ঐ	২১
ব্রাহ্মণের ক্রন্দন শ্রবণে কুন্তীর করুণা	২৫৭	ঐ	১৪
ব্রাহ্মণের খেদোক্তি	ঐ	২	২৮
ব্রাহ্মণীর খেদোক্তি	২৫৯	১	১২
বিপ্রকন্যার খেদোক্তি	২৬০	২	২৭
ব্রাহ্মণ-কুমারের উক্তি	২৬১	ঐ	২০
কুন্তী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন	২৬২	১	৫
যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর কথোপকথন	২৬৩	ঐ	২৩
বকরাক্ষসের সহিত ভীমের যুদ্ধ	২৬৫	ঐ	১০
বকবধ ও একচক্রাবাসিবর্গের আহ্লাদ	২৬৬	ঐ	ঐ
পাণ্ডবাদির নিকটে অভ্যাগত ব্রাহ্মণের কথারম্ভ	ঐ	২	৩১
দ্রোণ ও দ্রুপদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন	২৬৭	ঐ	১
দ্রুপদের পুত্রোৎপত্তি-জন্য যাজোপযাজের যাগ	২৬৮	ঐ	২০
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম-বিবরণ	২৭০	ঐ	৫
পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল নগরে গমনোদ্যোগ	২৭১	১	২৭
পাণ্ডব-সমীপে ব্যাসের গমন ও দ্রৌপদীর পূর্ব্ব-বিবরণ কথন	ঐ	২	২৮
পাণ্ডবগণের পাঞ্চালযাত্রা এবং অঙ্গারপর্ণ ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি	২৭২	ঐ	৯
অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বের রথদাহাদি	২৭৩	ঐ	৩০
গন্ধর্ব্ব ও অর্জ্জুনের সখ্য-সংস্থাপন	২৭৪	১	১৯
তপতীর ইতিহাসারম্ভ	২৭৬	ঐ	২২
সম্বরণের মৃগয়া ও তপতী দর্শন	২৭৭	১	১১
সম্বরণ ও তপতীর কথোপকথন	২৭৮	ঐ	৯
সম্বরণের সূর্য্যারাধনা	২৭৯	ঐ	১৪
বশিষ্ঠকর্ত্তৃক তপতীর আনয়ন ও তপতীর সহিত সম্বরণের বিবাহ	ঐ	২	১২
সম্বরণের স্বরাজ্যাগমন ও কুরুর উৎপত্তি	২৮০	১	৩৩
বশিষ্ঠমুনির বিবরণ	২৮১	ঐ	৬
বশিষ্ঠকর্ত্তৃক সসৈন্য বিশ্বামিত্রের আতিথ্য-সৎকার	ঐ	২	১৪
বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ	২৮২	ঐ	৬
বশিষ্ঠধেনু-কর্ত্তৃক সৈন্য সৃষ্টি এবং বিশ্বামিত্রের পরাজয় ও তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ	২৮৩	১	ঐ
কল্মাষপাদের প্রতি শক্তির শাপ	ঐ	২	১৬
কল্মাষপাদের প্রতি ব্রহ্মশাপ	২৮৪	ঐ	৭
কল্মাষপাদ-কর্ত্তৃক বশিষ্ঠপুত্র-ভক্ষণ এবং বশিষ্ঠের শোক-বশত প্রাণত্যাগোদ্যোগ	২৮৫	১	১১
কল্মাষপাদের শাপ বিমোচন ও অশ্মকের জন্ম	২৮৬	২	১৬
পরাশরের জন্ম ও পিতৃমৃত্যু শ্রবণে ক্রোধ	২৮৭	ঐ	১৩
ঔর্ব্বমুনির উৎপত্তি কথন	২৮৮	১	৭
ঔর্ব্বের ক্রোধ	ঐ	২	২১
ঔর্ব্বের ক্রোধশান্তি ও বাড়বাগ্নির সঞ্চার	২৮৯	ঐ	২০
পরাশরের রাক্ষসযজ্ঞ	২৯০	ঐ	২৩
কল্মাষপাদের প্রতি ব্রাহ্মণীর শাপ বিবরণ	২৯১	ঐ	১৮
পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক ধৌম্যের পৌরোহিত্যে বরণ	২৯২	ঐ	২৪
ব্রাহ্মণগণের মুখে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণ	২৯৩	১	২৬
পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল নগরে প্রবেশ ও কুম্ভকার-গৃহে বাস	২৯৪	ঐ	১৫
লক্ষ্যবেধপণ ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরঘোষণা	ঐ	ঐ	৩৩
স্বয়ম্বর-সমাজে রাজগণের সমাগম ও দ্রৌপদী-প্রবেশ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের উক্তি	ঐ	২	১২
স্বয়ম্বরে সমাগত প্রধান প্রধান রাজগণের নাম-কীর্ত্তন	২৯৫	ঐ	১৫
রাজগণের লক্ষ্যভেদে যত্ন ও দুরবস্থা	২৯৬	১	২৫
অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক লক্ষ্যভেদ	২৯৭	ঐ	৩৩
রাজগণহইতে ভীত দ্রুপদের ব্রাহ্মণ-সমীপে শরণাগত হওয়া, ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধোপক্রম ও রামকৃষ্ণের কথোপকথন	২৯৮	২	১৪
অর্জ্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ	২৯৯	ঐ	২৭
ভীমকর্ত্তৃক শল্যকে ভূতলে পাতন	৩০০	ঐ	২২

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
শ্রীকৃষ্ণবাক্যে রাজগণের যুদ্ধ-পরিহার	৩০১	১	২৮
কুন্তীর চিন্তা ও ভীমার্জ্জুনের কুলালগৃহ-প্রবেশ	৩০১	২	১৪
কুন্তীর নিকট ভীমার্জ্জুন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-রূপ ভিক্ষাপ্রাপ্তি-কথন ও পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতি তদ্ভোগার্থ কুন্তীর আদেশ	ঐ	ঐ	৩১
যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের উক্তি প্রত্যুক্তি	৩০২	১	১৮
পাণ্ডবগণের দ্রৌপদী দর্শন	ঐ	২	৩
ভার্গব-কর্ম্মশালায় রামকৃষ্ণের আগমন	ঐ	ঐ	২৪
ধৃষ্টদ্যুম্নের গুপ্তভাবে পাণ্ডব-বৃত্তান্ত-বিজ্ঞান	৩০৩	১	২৬
দ্রুপদ সমীপে ধৃষ্টদ্যুম্নের পাণ্ডববৃত্তান্ত-কথন	৩০৪	ঐ	২২
দ্রুপদ-পুরোহিতের যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমন ও উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি	৩০৫	ঐ	১৫
পাণ্ডবাদির পাঞ্চালভবনপ্রবেশ	৩০৬	ঐ	৯
দ্রুপদের নিকটে পাণ্ডবগণের পরিচয়	ঐ	২	৩০
দ্রৌপদীর বিবাহবিষয়ে বাদানুবাদ	৩০৭	ঐ	১৯
ব্যাস-সমীপে দ্রুপদাদির উক্তি	৩০৮	১	২৯
ব্যাস-কর্ত্তৃক পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান কথন	৩০৯	২	১
দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দ্রুপদের পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্ব্বদেহ দর্শন	৩১১	ঐ	২১
ব্যাসকর্ত্তৃক শঙ্করের ঋষিকন্যার প্রতি বরদান কথন	৩১২	১	১০
দ্রুপদের পঞ্চ পাণ্ডবকে কন্যাদান স্বীকার	ঐ	২	৭
পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত পাঞ্চালীর পরিণয়	ঐ	ঐ	৩১
পাঞ্চালীর প্রতি পৃথার আশীর্ব্বাদ	৩১৩	ঐ	১৮
কৃষ্ণের যৌতুক প্রেরণ	৩১৪	১	১৫
রাজগণের পাণ্ডব-বৃত্তান্ত শ্রবণ	ঐ	ঐ	৩৩
দুর্য্যোধনাদির আক্ষেপ ও হস্তিনায় প্রতিগমন	ঐ	২	২৪
ধৃতরাষ্ট্রের দ্রৌপদীস্বয়ম্বরসংবাদ শ্রবণ	৩১৫	১	১১
দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা	ঐ	২	২৯
কর্ণের মন্ত্রণা	৩১৬	ঐ	৩২
ভীষ্মের মন্ত্রণা	৩১৮	১	১০
দ্রোণের মন্ত্রণা	৩১৯	ঐ	৪
কর্ণ ও দ্রোণের উক্তি প্রত্যুক্তি	ঐ	২	৬
বিদুরের মন্ত্রণা	৩২০	১	২৪
পাণ্ডবাদিকে আনয়নার্থ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞা	৩২১	২	১৩
বিদুরের পাঞ্চাল নগরে গমন	ঐ	ঐ	৩১
পাণ্ডবগণের হস্তিনাপুরে গমন	৩২৩	১	১৭
পাণ্ডবগণের অর্দ্ধ রাজ্যপ্রাপ্তি ও খাণ্ডবপ্রস্থে বাস	ঐ	২	২১

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
যুধিষ্ঠিরের সমীপে নারদের আগমন	৩২৪	২	২২
সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যা ও বরলাভ	৩২৫	ঐ	ঐ
সুন্দোপসুন্দের দিগ্বিজয়	৩২৭	১	১৪
তিলোত্তমার সৃষ্টি	৩২৮	ঐ	২৩
তিলোত্তমার নিমিত্ত সুন্দোপসুন্দের মৃত্যু	৩২৯	২	১০
দ্রৌপদী-নিমিত্তে পাণ্ডবদিগের নিয়ম-নির্দ্ধারণ	৩৩০	ঐ	১৫
অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের গোরক্ষা এবং অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য ও বনবাস	৩৩১	১	৫
অর্জ্জুনের গঙ্গাদ্বারে বাস	৩৩২	২	৯
অর্জ্জুনকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক উলূপীর পাতালপুরে প্রবেশ ও উভয়ের সংসর্গ	ঐ	ঐ	২৩
অর্জ্জুনের বহুবিধ তীর্থদর্শন	৩৩৪	১	১০
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ	ঐ	২	৯
অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পঞ্চগ্রাহ-মোচন ও নারীতীর্থ-বিবরণ শ্রবণ	৩৩৫	১	১৫
শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের দ্বারকা গমন	৩৩৭	ঐ	ঐ
অর্জ্জুনের সুভদ্রা-দর্শন ও সুভদ্রাহরণে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা-কথন	৩৩৮	ঐ	১
সুভদ্রাহরণ ও যাদবাদির যুদ্ধ-সজ্জা	৩৩৯	ঐ	ঐ
শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে যাদবগণ-কর্ত্তৃক সান্ত্ব-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আনয়ন ও সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন	৩৪০	ঐ	১১
ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণ, বলরাম ও যাদববর্গকর্ত্তৃক পাণ্ডবাদিকে যৌতুক প্রদানাদি	৩৪১	ঐ	২৩
অভিমন্যুর জন্ম ও অস্ত্র-শিক্ষাদি	৩৪২	২	৮
পঞ্চপাণ্ডব হইতে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রোৎপত্তি ও ঐ পুত্রগণের অস্ত্র-শিক্ষা	৩৪৩	১	ঐ
যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-শাসন	ঐ	২	ঐ
কৃষ্ণার্জ্জুনাদির যমুনাতীরে বিহার	৩৪৪	১	৩৩
কৃষ্ণার্জ্জুন-সমীপে বুভুক্ষুব্রাহ্মণ-বেশে অগ্নির আগমন	ঐ	২	১৩
অগ্নির খাণ্ডববন দাহনজন্য কৃষ্ণার্জ্জুন-সমীপে সাহায্য-প্রার্থনা	ঐ	ঐ	৩৩
শ্বেতকি রাজের যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও দুর্ব্বাসাদ্বারা যজ্ঞ-সমাপ্তি	৩৪৫	ঐ	৯
অগ্নির দৌর্ব্বল্য ও ব্রহ্মার আদেশে খাণ্ডবদাহার্থ উদ্যোগ	৩৪৭	১	২৭
অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার উক্তি	৩৪৮	ঐ	১

প্রকরণ	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ	পংক্তি
অগ্নির নিকটে অর্জ্জুনের যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি প্রার্থনা	৩৪৮	১	২১
অগ্নি ও বরুণ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনকে যুদ্ধোপকরণ-প্রদান	ঐ	২	১৬
অগ্নি-কর্ত্তৃক খাণ্ডবদাহ	৩৪৯	ঐ	৩২
খাণ্ডবদাহে পলায়মান প্রাণিগণের কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিনাশ	৩৫০	১	১২
ইন্দ্রের আজ্ঞায় জলদগণ-কর্ত্তৃক বারি-বর্ষণ	ঐ	২	২৭
ইন্দ্রকর্ত্তৃক অশ্বসেনের রক্ষা ও ইন্দ্রাদির সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ...	৩৫১	১	১১
ইন্দ্রাদি-দেবগণের পরাজয়	৩৫৩	ঐ	২৪
অগ্নির রোগশান্তি	৩৫৪	ঐ	১০
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ময় দানবের রক্ষা ...	ঐ	২	১৮
মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান	৩৫৫	১	৭
অর্জ্জুনের নিকটে ইন্দ্রের দিব্যাস্ত্র প্রদানে অঙ্গীকার	৩৬২	ঐ	২৮
আদিপর্ব্ব সমাপ্তি	ঐ	২	২৬

শ্রীশ্রীজগদীশোজয়তি।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে প্রণাম করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে স্থতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক স্থতকুলানন্দন উগ্রশ্রবাঃ, বিনয়াবনত হইয়া কুলপতি-শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক-সত্রে দীক্ষিত ও সুখোপবিষ্ট মহর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যবাসি ঋষিদিগের আশ্রমে সমাগত হইলে তপস্বীরা আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। সৌতি সেই সমস্ত মুনি ও তপস্বিগণকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোবৃদ্ধির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুগণও তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত তপস্বীরা উপবেশন করিলে লোমহর্ষণপুত্র বিনীতভাবে নিরূপিত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহাকে সুখাসীন ও বিশ্রান্ত দেখিয়া কোন ঋষি, কথা প্রস্তাব ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলপত্রাক্ষ স্থতনন্দন! আমি জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে তুমি কোথা হইতে আগমন করিতেছ? কোন্ স্থানেই বা এতাবৎকাল অতিবাহিত করিলে বল? বাক্‌পটু উগ্রশ্রবা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশুদ্ধাত্ম-মুনিগণের সেই বিস্তীর্ণ-সভাতে তাঁহাদিগের চরিত্রানুযায়ি-বাক্য উত্তম ও প্রকৃতরূপে কহিতে লাগিলেন।

সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবি মহর্ষিগণ! মহানুভাব রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রসময়ে বৈশম্পায়নমুনি, পার্থিবেন্দ্র পরিক্ষিৎ-তনয়ের নিকটে যে সমস্ত বেদব্যাসোক্ত-নানাবিধ-পবিত্র মনোজ্ঞ কথা যথাবিধি কহিয়াছিলেন, আমি সেই সকল বিচিত্রার্থযুক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিয়া নানাতীর্থ ও নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেই সমন্তপঞ্চক নামক পবিত্র ও ব্রাহ্মণ-সেবিত দেশে গমন করিয়াছিলাম; যেস্থানে পূর্ব্বে কৌরব পাণ্ডব ও অন্যান্য সমস্ত নৃপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তথা হইতে দর্শন কামনায় আপনাদিগের নিকটে এই আশ্রমে আগমন করিয়াছি, হে সূর্য্যানলতুল্য তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ দ্বিজগণ! আমার বোধ হয়, আপনারা সকলেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন, এবং কৃতস্নান ও শুচি হইয়া জপহোম সমাপন পূর্ব্বক আসনে সুখাসীন রহিয়াছেন, আমি কি এই সময়ে ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত পৌরাণিকী পবিত্র কথা এবং মহানুভাব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস বর্ণন করিব?

ঋষিগণ কহিলেন, মহর্ষিদ্বৈপায়ন যে পুরাণ কীর্ত্তন করেন; যাহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন; সর্পসত্রকালে বেদব্যাসের আজ্ঞানুসারে বৈশম্পায়নমুনি সন্তোষ পূর্ব্বক মহারাজ-জনমেজয়ের নিকটে যে উপাখ্যান-শ্রেষ্ঠ, বিচিত্র পদ ও পর্ব্ববিশিষ্ট, সূক্ষ্মার্থ-প্রতিপাদক, যুক্তি-

যুক্ত, বেদার্থ-বিভূষিত, ইতিহাসাত্মক-মহাভারতের গ্রন্থার্থ-সংযুক্ত, নানাশাস্ত্র-সম্মত, সংস্কৃত, পবিত্র-কথা যথাবিধি কীর্ত্তন করেন; আমরা অদ্ভুত কর্ম্মকারি-বেদব্যাস-প্রণীতা চতুর্ব্বেদার্থ-প্রতিপাদিনী, পাপ-ভয়-নিবারিণী, সেই পুণ্যসংহিতা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি বিশ্বের আদিপুরুষ ও ঈশ্বর, যাঁহার উদ্দেশে অনেকে হোম ও স্তব করিয়া থাকেন, যিনি অদ্বিতীয়, সত্য, অবিকৃত, ব্যক্তাব্যক্তাত্মক, সনাতন, ব্রহ্মস্বরূপ, যাঁহার সৃষ্ট বিশ্ব অসৎ, সদসৎ ও সদসৎ হইতে ভিন্ন, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম নিখিল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরম পুরাণ, অবিনাশি, মঙ্গলবীজ, মঙ্গলমূর্ত্তি, বিশ্বব্যাপি, বিশ্ব-বন্দ্য, দোষহীন, বিশুদ্ধস্বভাব, ইন্দ্রিয়াধীশ, চরাচর-গুরু হরিকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বলোক-পূজিত, মহানুভাব, অদ্ভুতকর্ম্মকারি-মহর্ষি-বেদব্যাসের পবিত্র মত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই।

ভূমণ্ডলে কোন কোন পণ্ডিতেরা এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি কীর্ত্তন করিতেছেন, ভবিষ্যৎ কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। অশেষ-জ্ঞানদায়ক এই ইতিহাস ত্রিলোকে প্রশংসিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা ইহাকে সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই মহাভারতগ্রন্থ, নানাবিধ ছন্দে ও উত্তম উত্তম শব্দে এবং দৈব ও মানুষ উভয় লোক-সিদ্ধ শব্দশক্তি-সমূহে ভূষিত হইয়াছে; অতএব পণ্ডিতেরা ইহার অতিশয় সমাদর করেন।

এই জগৎ, দশদিকে মহান্ধকারে আবৃত আলোক-শূন্য ও নিষ্প্রভ ছিল, সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রাণিদিগের উৎপত্তির অক্ষয়-বীজস্বরূপ এক বৃহদণ্ড উৎপন্ন হইল, পণ্ডিতেরা তাহাকেই মহৎ ও দিব্য কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। শ্রুত হওয়া যায়, যিনি অদ্ভুত, অব্যক্ত, অচিন্ত্যনীয়, সর্ব্বত্র-সমভাবাপন্ন, অনির্ব্বচনীয়, সত্যসনাতন জ্যোতির্ম্ময়, সেই পরব্রহ্ম ঐ অণ্ডে সূক্ষ্ম-কারণরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাঁহা হইতে লোকের পিতামহ, অদ্বিতীয় প্রভু, প্রজাপতি-ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর স্বায়ম্ভুবমনু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দশসংখ্যক-প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুত্র, এই এক-বিংশতি সংখ্যক প্রজাপতি জন্মিলেন। সমস্ত ঋষিরা যাঁহাকে যোগ-বলে দর্শন করেন, সেই বিরাট্-পুরুষ ও বিশ্বদেবগণ, দ্বাদশ-আদিত্য, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যক্ষ-গণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও প্রশান্তচিত্ত-ব্রহ্মর্ষিগণ এবং রাজর্ষিগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং যথাক্রমে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবা, রাত্রি ও লৌকিক আর আর সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইল।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রলয়-কালে পুনর্ব্বার তিরোহিত হইবে, যেমন বসন্তাদি প্রত্যেক ঋতুতে, ঋতু-চিহ্ন-স্বরূপ বিবিধ কুসুমাদি আবির্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তিরোহিত হয়, সেইরূপ যুগারম্ভে সমুদায় পদার্থ সৃষ্ট হইয়া প্রলয়কালে পুনর্ব্বার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে অনাদি, অনন্ত, সৃষ্টি-সংহার-কারি সংসার-চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎশত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষুঃ, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, বিবস্বান্, মহ্য, ইহাঁরা অদিতির পুত্র। তন্মধ্যে মহ্য সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র দেব-ভ্রাট্, তৎ পুত্র সুভ্রাট্; সুভ্রাটের বিদ্যাসম্পন্ন বহু-পুত্রশালী পুত্রত্রয় জন্মিলেন; তাঁহাদের নাম দশ-জ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ ও সহস্রজ্যোতিঃ। মহানুভাব দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষপুত্র ও সহস্রজ্যোতির দশলক্ষ সন্তান; তাঁহাদের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রা-

জর্ষি-বংশের উৎপত্তি হয়, এবং সেই উৎপন্ন-বংশ-সকল এই ক্ষণে সুবিস্তীর্ণ হইয়াছে।

দুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদায় জীবস্থান, ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য, বেদচতুষ্টয়, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এবং ধর্ম্মার্থ কাম-বিষয়ক নানাবিধ শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সমুদায় সংসার-যাত্রা-বিধায়ক শাস্ত্র, বেদব্যাসঋষি জানিতেন। ঐ সমস্ত বিষয় ও ব্যাখ্যার সহিত সমুদায় ইতিহাস এবং নানাবিধ শ্রুতি এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থের লক্ষণ।

কোন কোন বিদ্বান্ সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছা করেন, কেহ বা বিস্তাররূপে জানিতে চাহেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ বেদব্যাস, এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। নানা পণ্ডিত নানা স্থানে সংহিতারম্ভ বোধ করেন; কেহ কেহ "নারায়ণং নমস্কৃত্য" এই মন্ত্র হইতে, কেহ বা আস্তীকপর্ব্ব হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন; পণ্ডিতেরা নানাপ্রকারে সংহিতা-জ্ঞানের উদ্দীপন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ উত্তম ব্যাখ্যা করিতে পারেন, কেহ বা ইহার অর্থ উত্তমরূপে ধারণা করিতে সমর্থ।

পরাশরাত্মজ বিদ্বান্ ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি সত্যবতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে সনাতন বেদের বিভাগ করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন; রচনার পূর্ব্বে সেই ক্ষমতাবান্ দ্বৈপায়ন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়া কিরূপে শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। দ্বৈপায়নঋষির তাদৃশ চিন্তা অবগত হইয়া লোকগুরু ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্যাসের সন্তোষের নিমিত্ত ও লোকের হিতানুষ্ঠান বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস তাঁহার দর্শনমাত্র সমস্ত মুনিগণের সহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রণত হইলেন এবং তাঁহার উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। হিরণ্যগর্ভ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে সত্যবতীনন্দন তাঁহার সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরমেষ্ঠি-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-লোচনে ও সহাস্য-বদনে তাঁহার আসন-সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল পরে মহাতেজস্বী বেদব্যাস ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি এইরূপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ, এই কালত্রয়ের নিরূপণ, জরামৃত্যুভয় ব্যাধি ভাব ও অভাবের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের নানাপুরাণোক্ত আচার বিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র তারা ও যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দান-ধর্ম্ম, পাশুপত-ধর্ম্ম এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ দেশ নদী পর্ব্বত বন সমুদ্র দিব্যপুরী, দুর্গ সেনা ব্যূহরচনাদি-যুদ্ধকৌশল, বাক্য বিশেষ, জাতি বিশেষ, লোকযাত্রাবিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইবেন, কিন্তু এই ভূমণ্ডলে ইহার উপযুক্ত কোন লেখক নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার রহস্য-জ্ঞান থাকাতে তুমি দুষ্কর তপঃশালী কুলশীল-সম্পন্ন সমুদায় ঋষিকুল হইতে শ্রেষ্ঠতম; আমি জানি যে তুমি জন্মাবধি সত্য ও ব্রহ্ম-বিষয়ক বাক্যই কহিয়া থাক, সুতরাং যখন তুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, তখন ইহা কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইবেক। যেমন সমুদায় আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থা-

শ্রম সর্ব্ব-প্রধান, সেইরূপ সমুদায় কাব্যের মধ্যে তোমার এই কাব্য শ্রেষ্ঠতম হইবে; কোন কবিই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারিবেন না। এই ক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি এই কাব্যের লেখক হইবেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীনন্দন ব্যাস, হেরম্বকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবাঞ্ছিত-পূরক বিঘ্নবিঘাতক গণনায়ক স্মৃতিমাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি ব্যাস কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস কহিলেন, হে অনঘ গণনায়ক! আমি মুখে বলিয়া যাই, আপনি আমার মনঃ সঙ্কল্পিত মহাভারত-গ্রন্থের লেখক হউন, ইহা শ্রবণ করিয়া গণপতি কহিলেন, আমি লিখিতে আরম্ভ করিলে যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাস কহিলেন, আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া লিখিবেন না, গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেদব্যাস এই নিমিত্তই কুতূহলাক্রান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রন্থগ্রন্থি অর্থাৎ দুর্জ্জেয় শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই মহাভারতে এরূপ নিগূঢ়ার্থ অষ্টসহস্র অষ্টশত শ্লোক আছে, যাহার প্রকৃত অর্থ আমি জানি, শুকদেবও জানেন, সঞ্জয় জানেন কি না সন্দেহ। সেই সমস্ত গূঢ়ার্থ ব্যাসকূটের বিষম দুর্ব্বিগাহ-অর্থ অদ্যাপি কেহ বিনীত শিষ্যের নিকটেও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। যেসকল শ্লোক লিখিবার সময়ে গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্ষণকাল ভাবিতেন ও সেই অবকাশে ব্যাসদেব অন্যান্য বহুশ্লোক রচনা করিতেন। মহাভারতরূপ-সূর্য্য মানবগণের তমো নাশ করিয়াছে, এই পুরাণরূপ-পূর্ণচন্দ্র, শ্রুতিরূপ-জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধিরূপ কুমুদ-বনের প্রকাশ করিতেছে। এই ইতিহাসরূপ-প্রদীপ, মোহরূপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া অখিল ভুবন-রূপ-গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। মেঘ যেমন প্রজা-বর্গের উপজীব্য হয়, সেইরূপ এই অক্ষয় মহাভারত-বৃক্ষ, সমুদায় প্রধান প্রধান কবিগণের উপজীব্য হইবেক। যে ভারতবৃক্ষের সংগ্রহাধ্যায় বীজস্বরূপ, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব মূলস্বরূপ, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধস্বরূপ, সভা ও বনপর্ব্ব বিটঙ্কস্বরূপ, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সার-স্বরূপ, ভীষ্মপর্ব্ব মহাশাখাস্বরূপ, দ্রোণপর্ব্ব পত্র-স্বরূপ, কর্ণপর্ব্ব শুক্লপুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সৌরভ-স্বরূপ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐষীকপর্ব্ব ছায়াস্বরূপ, শান্তিপর্ব্ব মহাফলস্বরূপ, অশ্বমেধপর্ব্ব অমৃতরসস্বরূপ, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব আধারস্বরূপ, মৌষলপর্ব্ব দীর্ঘ শাখার প্রান্তভাগস্বরূপ হইয়াছে। প্রশান্তচিত্ত দ্বিজগণ সেই মহাভারত-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, আমিও সেই বৃক্ষের দেবদুর্লভ, সুস্বাদ ও পবিত্র রসযুক্ত নিত্যধর্ম্মরূপ-পুষ্প এবং মোক্ষরূপ-ফলের বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বকালে মহাবীর্য্যশালী, ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, জননীর ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজস্বি তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন সন্তান উৎপাদন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার আশ্রমে গমন করেন। পরে ঐ পুত্রেরা বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাস মনুষ্যলোকে মহাভারত প্রচার করিলেন। অনন্তর জনমেজয়ের সর্পসত্রে সহস্রসহস্র ব্রাহ্মণ ও স্বয়ং জনমেজয়, আগ্রহাতিশয় সহকারে মহাভারত জিজ্ঞাসু হইলে বেদব্যাস, সমীপোপবিষ্ট স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে তাহা শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রত্যহ যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে বৈশম্পায়নমুনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া সভামধ্যে সভ্যগণের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

ভগবান্ দ্বৈপায়নঋষি এই মহাভারতে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবগণের সত্যনিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের দুর্ব্বৃত্ততা বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তিনি উপাখ্যানভাগ ত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক-দ্বারা ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোককেই ভারত বলিয়া থাকেন। অনন্তর বেদব্যাস সমুদায় পর্ব্ব ও বৃত্তান্তের সংক্ষেপ করিয়া সার্দ্ধশত শ্লোকদ্বারা অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ ইহা স্বসুত-শুকদেবকে অধ্যয়ন করান, পরে উপযুক্ত শিষ্যগণকেও প্রদান করেন। অনন্তর তিনি ষষ্টিলক্ষ শ্লোকময়ী অপর এক সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে, আর এক লক্ষ শ্লোক মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারদ দেবগণকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে এবং শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে, তৎ সমুদায় শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সর্ব্ববেদ-বিশারদ ধর্ম্মাত্মা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, এই নরলোকে জনমেজয়ের সর্পসত্রে লক্ষ শ্লোকময়ী যে ভারতসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

দুর্য্যোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন তাহার সমৃদ্ধ ফলপুষ্প, অজ্ঞানান্ধ এবং প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূলস্বরূপ। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ; অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও সহদেব তাহার সমৃদ্ধ ফলপুষ্প, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূলস্বরূপ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, ভীমসেনের নাম কীর্ত্তনে পাপ নাশ হয়, অর্জ্জুন-নাম কীর্ত্তনে শৌর্য্য বৃদ্ধি হয়, নকুল ও সহদেব-নাম কীর্ত্তনে আরোগ্য লাভ হয়।

পাণ্ডুরাজা বুদ্ধি ও বিক্রম-দ্বারা বহু দেশ জয় করিয়া পরিশেষে মৃগয়াশীল হইয়া অরণ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন; তিনি, সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ বনে আপদ্ধর্ম্মানুসারে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, এই পঞ্চ দেবতার ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্ম ও যথাক্রমে সদাচার-বিহিত জাতকর্ম্মাদি সমস্ত নির্ব্বাহ হইল। পাণ্ডবগণ, পবিত্র অরণ্যমধ্যে মহাতপস্বিগণের পুণ্যাশ্রমে তাপসকুলের সহিত কুন্তী ও মাদ্রী-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে ঋষিগণ, জটিল ব্রহ্মচারি রাজ-লক্ষণাক্রান্ত ঐ শিশুগণকে স্বেচ্ছানুসারে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে লইয়া গেলেন। পরে ঐ মুনিগণ "এই পাণ্ডুপুত্রেরা তোমাদের পুত্র ভ্রাতা শিষ্য ও সুহৃৎ," এই বাক্য কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মুনিগণ পাণ্ডবদিগকে সমর্পণ করিয়া গমন করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সাধুশীল কৌরব ও নানাজাতীয় পুরবাসি-সকলে হর্ষ বশতঃ কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল, ইহারা পাণ্ডুতনয় নহে, কেহ বা বলিলেন, হাঁ ইহারাই পাণ্ডুপুত্র, কেহ কেহ বলিল, পাণ্ডুরাজা বহুকাল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিপ্রকারে তাঁহার পুত্রোৎপত্তি হইল? এই সময়ে সর্ব্বত্র পুরবাসিগণের এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল যে, "অদ্য আমরা সর্ব্বথা শুভাগমন করিয়াছি; যেহেতু সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্তানগণকে দেখিলাম, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ত কুশলে আসিয়াছ বল"? এই শব্দ উপরত হইলে সর্ব্বদিক্ শব্দায়মান করত অলক্ষ্য দেবগণের তুমুল শব্দ সম্ভূত হইল। পাণ্ডবগণ পুরপ্রবেশ করিলে আশ্চর্য্যরূপে পুষ্পবৃষ্টি, সুগন্ধসঞ্চার ও শঙ্খ-দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, সেই আমোদে পুরবাসি সকলের মহান্ কীর্ত্তিবর্দ্ধন গগনতলস্পর্শী হর্ষধ্বনি উৎপন্ন হইল। পাণ্ডবগণ বিবিধ শাস্ত্র ও নি-

খিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া বহুসম্মানে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধাচারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, নকুল-সহদেবের বিনয়ে এবং কুন্তীর গুরু-শুশ্রূষায় পরম প্রীত হইল; বিশেষতঃ, পঞ্চভ্রাতার শৌর্য্যগুণে সকল লোকেরই সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরস্থলে অসঙ্খ্য রাজার সমাগম হইলে অর্জ্জুন সুদুষ্কর লক্ষ্যভেদ করিয়া ঐ রাজনন্দিনীকে লাভ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তদবধি এই ভূলোকে ধনুর্দ্ধারিগণের পূজ্য ও রণস্থলে আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাজগণ ও মহাবীরগণকে জয় করিয়া যুধিষ্ঠির রাজার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সুনীতি ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে অপরিসীম অন্নদান ও অপর্য্যাপ্ত দক্ষিণাদানাদি সর্ব্বাঙ্গ-সমুন্নত রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। ঐ যজ্ঞে বল-গর্ব্বিত জরাসন্ধ ও দৃপ্ত শিশুপালের বিনাশ হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ দুর্য্যোধনের নিকটে নানাস্থান হইতে মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বসন, শিবির, জবনিকা, কম্বল, উৎকৃষ্ট মৃগ-চর্ম্ম, রঙ্কুমৃগ-রোম-বিনির্ম্মিত আস্তরণ, এই সমস্ত উপঢৌকন আসিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের সেই সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে ঈর্ষা-জনিত ক্রোধের আবির্ভাব হইল। সেই যজ্ঞে তিনি ময়দানব-কর্ত্তৃক-বিনির্ম্মিত বিমান-সদৃশ পাণ্ডবদিগের আশ্চর্য্য সভা দেখিয়া অতিশয় পরিতাপ যুক্ত হইলেন। সেই সভায় দুর্য্যোধন ভ্রম বশতঃ স্খলিত-গতি হইলে ভীম, কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহাকে সামান্য লোকের ন্যায় অবজ্ঞা পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন বিবিধ রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াও মনোদুঃখে ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ইহা কথিত হইলে তিনি দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন। তচ্ছ্রবণে বাসুদেবের অতিশয় কোপের উদয় হইল, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিবাদের অনুমোদন করিলেন এবং বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ ও শারদ্বত কৃপাচার্য্যের অসম্মতিতে প্রবৃত্ত সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের পরস্পর বিনাশের নিমিত্ত ভয়ানক দ্যূতাদি রূপ নানাবিধ কুনীতির উপেক্ষা করিলেন। পাণ্ডবগণ জয় প্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র সেই মহতী অপ্রিয় বার্ত্তা শ্রবণে দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করত বহুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয়! আমি সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীতে মহামান্য, অতএব আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না, দেখ, বিগ্রহে আমার মত ছিল না, এবং কুলক্ষয় হইলে যে আমি সন্তুষ্ট হই এমত নহে, আমার পুত্রে ও পাণ্ডুপুত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ঈর্ষা-পরবশ পুত্রেরা আমাকে বৃদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করে, আমি নেত্রহীন ও দীন, সুতরাং পুত্রস্নেহে সমুদায় সহ্য করি, অচেতন দুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হই। ক্ষত্রিয়-বংশোৎপন্ন দুর্য্যোধন, রাজসূয় যজ্ঞে মহাপ্রভাবশালি যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এবং সভারোহণ কালে তাদৃশ উপহাস প্রাপ্ত হইয়া সহ্য করিতে পারে নাই; এবং সংগ্রামে স্বয়ং পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মী-প্রাপ্তি-বিষয়ে নিরুৎসাহ হইল, পরে গান্ধার রাজের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। তখন আমি যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ কর, হে সূততনয়! আমার বুদ্ধিযুক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যথার্থ বুদ্ধিজীবী বলিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছে ও সমুদায় রাজগণের সমক্ষে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের

আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া মাধবানুজা সুভদ্রাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিয়াছে, অথচ বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়েই ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, খাণ্ডবদাহে দেবরাজ বৃষ্টি করিলে অর্জ্জুন দিব্য শরদ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া অগ্নিকে সন্তৃপ্ত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এবং বিদুর তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রঙ্গমধ্যে লক্ষ্য-ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ করাতে মহাবল পরাক্রান্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন, ক্ষত্রিয়মধ্যে তেজস্বি মগধেশ্বর জরাসন্ধকে বাহুবল-দ্বারা বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্রেরা দিগ্বিজয়ে সমুদায় ভূপালকে বল পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাক্রতু সম্পাদন করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রোরুদ্যমানা, একবসনা, দুঃখিতা, রজস্বলা, সনাথা-দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীতা হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্ব্বুদ্ধি ধূর্ত্ত দুঃশাসন সেই সভামধ্যে দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে রাশীকৃত বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বস্ত্রের শেষ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি অক্ষক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়া রাজ্য হরণ করিলেও মহাপ্রভাবশালি সহোদরেরা যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়া আছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ বনপ্রস্থান করিয়া জ্যেষ্ঠের সন্তোষার্থ বিবিধ ক্লেশে বিবিধ চেষ্টা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র সহস্র মহানুভাব স্নাতক ও ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ, বনস্থ ধর্ম্মরাজের অনুগত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, কিরাতরূপি দেব-দেব মহাদেবকে সংগ্রামে পরিতুষ্ট করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, প্রশংসনীয় ও সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় দেবলোকে গমন করিয়া সাক্ষাদ্দেব রাজের নিকটে যথা বিধানে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, বরদান গর্ব্বিত, দেবগণের অজেয়, পুলোমপুত্র কালকেয় নামক দুর্দ্দান্ত অসুরগণকে জয় করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুনাশক কিরীটী অসুর বধার্থ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও পাণ্ডবেরা মনুষ্যের অগম্য দেশে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ-মতানুযায়ি মৎ পুত্রেরা ঘোষযাত্রায় গমন করত গন্ধর্ব্বগণ-কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম, যক্ষরূপে যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে আসিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিরাট্-রাজ্যে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতেছিল,

কিন্তু আমাদের পক্ষীয় কোন লোক তাহাদিগের সন্ধান পায় নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাত্ম পাণ্ডবগণের বিরাট্-নগরে বাস কালীন, একরথ-ধনঞ্জয়, অস্মৎ পক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মৎস্যরাজ অর্জ্জুনকে নানালঙ্কার-ভূষিতা উত্তরা নাম্নী কন্যা প্রদান করিলে, অর্জ্জুন নিজ পুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত ঐ কন্যা গ্রহণ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্ব্বাসিত ও স্বজন-রহিত হইয়াও সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, এই ভূলোক যাঁহার এক পদ পরিমিত হইয়াছিল, সেই মধুবংশাবতীর্ণ বাসুদেব সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবগণের হিত-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নর নারায়ণের অবতার, তাঁহাদিগকে তিনি ব্রহ্মলোকে উত্তমরূপে দেখিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোক-হিতার্থে সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ-চেষ্টা করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেবের গমন কালে একাকিনী, কাতরা কুন্তী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং ভারদ্বাজ দ্রোণ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন কর্ণ ভীষ্মকে "তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না," এই কথা বলিয়া সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও অপ্রমেয়-গাণ্ডীব ধনুঃ, এই তিন উগ্রবীর্য্যপদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রথস্থ অর্জ্জুন মোহাভিভূত ও অবসন্ন হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অমিত্র নাশক ভীষ্ম, রণস্থলে প্রতিদিন অযুতরথি বিনাশ করিয়াও, শত্রুপক্ষের মধ্যে বিখ্যাত এক ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে পারেন নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, গঙ্গানন্দন ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে আপনার মৃত্যুর উপায় আপনিই পাণ্ডবগণকে বলিয়া দিলেন ও তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে সেই উপায় অবলম্বন করিল, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া রণ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর ভীষ্মকে আহত করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃদ্ধ বীর ভীষ্মদেব, সোমক সৈন্য-সকলকে অল্পাবশিষ্ট করিয়া স্বয়ং শিলীমুখ সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরতল্পে শয়ন করিয়া অর্জ্জুনকে জল আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া জলদ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিল, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের

জয়ের নিমিত্ত অনুকূল হইয়া রহিয়াছেন, এবং শ্বাপদগণ নিত্য আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আশ্চর্য্য-যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য, সমর-ভূমিতে নানাবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল দেখাইয়াও, পাণ্ডব-পক্ষীয় শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করেন না, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎ-পক্ষীয় সংসপ্তক নামক সৈন্যগণ, অর্জ্জুন-বধের নিমিত্ত ব্যূহ রচনা করিয়া আপনারাই অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক যুদ্ধে হত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্বিতীয় বীর অভিমন্যু, সশস্ত্র দ্রোণাচার্য্য-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও অন্যের অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ যোদ্ধৃগণ, অর্জ্জুনকে বধ করিতে না পারিয়া বালক অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক বধ করিয়া অতিশয় প্রফুল্ল-হৃদয় হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বীরগণ অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে বিমূঢ় হইয়া কোলাহল করিলে, অর্জ্জুন ক্রোধাভিভূত হইয়া জয়দ্রথ-বধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন, জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুমধ্যে সেই সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয়ের অশ্বগণ শ্রান্ত হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া জলপান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা পূর্ব্বক গমন করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বগণ অক্ষম হইলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন একাকী রথোপরি থাকিয়া অস্মৎ-পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে পরাভব করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃষ্ণিবংশোদ্ভব সাত্যকি, হস্ত্যারূঢ় সৈন্যদ্বারা সুদুঃসহ দ্রোণ-সৈন্য ভেদ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকটে গিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ, ভীমকে বধ না করিয়া ধনুঃকোটিদ্বারা পীড়িত করত "মূর্খ ঔদরিক" ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা ও বীরবর মদ্ররাজ প্রতীকার করিতে না পারিয়া জয়দ্রথ-বধ সহ্য করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মাধব, ইন্দ্রদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপ ঘটোৎকচ-রাক্ষসে প্রয়োগ করাইয়া ব্যর্থ করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ, ঘটোৎকচের যুদ্ধে অর্জ্জুন-বধের নিমিত্ত স্থাপিত দিব্যশক্তি ত্যাগ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, একাকী দ্রোণাচার্য্য রথোপরি অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্ট হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মাদ্রীতনয় নকুল যুদ্ধ-মণ্ডলে ভ্রমণ করত সর্ব্বজন-সমক্ষে অশ্বত্থামার সহিত সমানরূপে দ্বৈরথ-যুদ্ধ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা দিব্য নারায়ণাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও পাণ্ডবদিগের বিনাশ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, রণস্থলে ভীমসেন, ভ্রাতৃ-দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, এবং তাহাকে অন্য কেহ নিবারণ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সেই দৈব-নিয়োজিত ভ্রাতৃ-যুদ্ধে অর্জ্জুন, রণদুর্দ্ধর্ষ মহাবীর কর্ণকে বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর দ্রোণ-পুত্র ও দুঃশাসন এবং উগ্রস্বভাব কৃতবর্ম্মাকে জয় করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে মদ্ররাজ কৃষ্ণের সহিত সংগ্রাম করিতে স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই রণবীর মদ্ররাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুপুত্র সহদেব, অক্ষক্রীড়া ও কলহের প্রধান-কারণ পাপিষ্ঠ মায়াবি শকুনিকে সংগ্রামে সংহার করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, একাকী হীনবল বিরথ শ্রান্ত দুর্য্যোধন হ্রদে গিয়া জলস্তম্ভ করিয়া রহিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত হ্রদ-সমীপে গমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মৎপুত্র অসহিষ্ণু দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, গদাযুদ্ধে বিবিধ বিচিত্র-কৌশল-প্রদর্শী দুর্য্যোধন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে বাসুদেবের পরামর্শে অন্যায়রূপে আহত হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি, রজনীতে নিদ্রিত পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদী-পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও অযশস্কর কর্ম্ম করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম, পুত্রবধে ক্রোধান্ধ হইয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, অশ্বত্থামা ঐষীক নামক পরমাস্ত্র ত্যাগ করিয়া উত্তরার গর্ত্ত বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা অর্জ্জুন-বধার্থ ব্রহ্মশিরো নামক অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুন "স্বস্তি" এই বলিয়া অস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা তাহাকে মণি রত্ন দান করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্র-দ্বারা বিরাট-তনয়ার গর্ত্ত পাতন করিলে, দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ উভয়ে তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। এইক্ষণে গান্ধারী, পুত্র পৌত্র বন্ধু পিতৃ ভ্রাতৃ-বিহীনা হইয়া শোচনীয়া হইয়াছে, পাণ্ডবেরা অসাধ্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, হায়! কি কষ্ট! শুনিলাম, অস্মৎপক্ষের তিন জন ও পাণ্ডবপক্ষের সাত জন সমুদায়ে এই দশ জনমাত্র জীবিত আছে, আর এই ভয়ানক সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়াছে, হে সূত! আমি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার আর চৈতন্য থাকে না, মনঃ যেন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া এইপ্রকার বহুবিলাপ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে এই বাক্য কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার ঈদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে যে, এক্ষণে অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, আমার আর জীবন ধারণে কিঞ্চিন্মাত্রও ফল দেখিতে পাই না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দীন-ভাবাপন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইপ্রকার কহিয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ মোহাভিভূত হইলে, ধীমান্ সঞ্জয় তাঁহাকে মহার্থযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, মহারাজ! আপনি ধীসম্পন্ন নারদ ও বেদব্যাসের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যে, মহারথ শৈব্য, জয়শীল সৃঞ্জয় সুহোত্র ও রন্তিদেব; মহাপ্রভাব কাক্ষীবান্ বাহ্লীক ও দমন; অমিত্র-

নাশক শর্য্যাতি অজিত নল ও বিশ্বামিত্র; মহাবল অম্বরীষ, মহাভাগ মরু, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, পরশুরাম, রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য ও জনমেজয়; এবং স্বয়ং দেবতারা যাঁহাকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, ও যাঁহার যজ্ঞীয় যূপ সমূহে সকানন মহীমণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই শুভকর্ম্মা-যযাতি; ইহাঁরা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শক্রসম তেজস্বী ও দিব্যাস্ত্র-বিশারদ হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে ধরণীমণ্ডল জয় করত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে অপরিসীম যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বকালে শৈব্যরাজা পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে দেবর্ষি-নারদ তাঁহার নিকটে ঐ চতুর্ব্বিংশতি রাজার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন অতিশয় বলশালী মহারথ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাত্মা বহুসংখ্যরাজা পূর্ব্বে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। শ্রুত হওয়া যায় যে, পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, মহাদ্যুতি, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, বিক্রমীরঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুন্দ্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, অনঘ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, মহোৎসাহ, বিনীতাত্মা সুক্রতু, নৈষধ নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, প্রভু জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভৃত্য, শুচিব্রত, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত রাজা ও অন্যান্য শত শত, সহস্র সহস্র, পদ্মসংখ্যাত ধীশক্তি-সম্পন্ন, মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণ আপনকার পুত্রগণের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। কৃতবিদ্য সৎকবিগণ পুরাণে যাঁহাদিগের অসাধারণ কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্যনিষ্ঠা, শৌচ, দয়া, সরলতা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহাধন মহাত্মারাও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনকার পুত্রেরা দুরাত্মা, অসূয়া-পরবশ, লুব্ধ ও অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল, অতএব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীতে অতিশয় মান্য; যাঁহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রানুগামিনী হয়, তাঁহারা কখন মোহাভিভূত হয়েন না। আপনি যে পাণ্ডবগণের প্রতি নিগ্রহ ও পুত্রগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ত জানেন? অন্য কেহ যে পুত্র-রক্ষার নিমিত্ত আপনকার ন্যায় যত্ন করিয়াছে, এমত শ্রুত হওয়া যায় না, তবে যাহা ভবিতব্য তাহাই হইয়াছে, অতএব তজ্জন্য অনুশোচনা করিবেন না। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা বুদ্ধি-কৌশলে কোন্ ব্যক্তি নিবারণ করিতে পারে? বিধাতৃ-বিহিত পথ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ভাব, অভাব, সুখদুঃখ, সকলই কাল সহকারে ঘটিয়া থাকে; কাল জীবগণের সৃষ্টি করিতেছেন, আবার কালই তাহাদিগকে সংহার করিতেছেন, কাল প্রজাসকলকে দগ্ধ করিতেছেন, পুনর্ব্বার কালই তাহাদিগকে শান্ত করিতেছেন। নিখিল ভুবনমণ্ডলস্থ শুভাশুভ সমুদায় পদার্থ কাল হইতেই সৃষ্ট হইতেছে, কালেতেই লোক সকল লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কাল হইতেই পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতেছে, সমুদায় জীব নিদ্রিত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, কাল অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বভূতেই সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই কাল-বিনির্ম্মিত, ইহা জানিয়া আপনকার মোহাভিভূত হওয়া উচিত হয় না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সঞ্জয়, শোকার্ত্ত জনাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুস্থ করিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিষয়ে পরম পবিত্র

উপনিষৎ কহিয়াছেন; যাহা বিদ্বান্ ও সৎকবিগণ লোকমধ্যে ও পুরাণে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই ভারত পাঠে ঈদৃশ পুণ্য যে, যদ্যপি কেহ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ইহার এক চরণ কবিতাও পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র হয়। এই ভারতে নিষ্পাপ ও সৎকর্ম্মান্বিত দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহোরগ এবং যক্ষগণের কীর্ত্তন আছে। যিনি সত্য ও ঋতস্বরূপ, পবিত্র ও পবিত্রকারী, নিত্য ও নির্ম্মল, জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন পরব্রহ্ম; পণ্ডিতগণ যাঁহার লোকাতীত কার্য্যের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; যাঁহা হইতে অনির্ব্বচনীয় কার্য্য-কারণাত্মক এই বিশ্ব ও হিরণ্যগর্ব্ভাদিরূপে বিশ্বের বিস্তার, যাগাদি কর্ম্ম প্রবৃত্তি, জন্ম মৃত্যু এবং পুনরুৎপত্তি হইতেছে; যিনি অধ্যাত্মরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা ও অব্যক্তাদি নিখিল বস্তু হইতে পৃথক্রূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং জীবন্মুক্ত যতিপ্রবরগণ ধ্যান যোগ-বলে আদর্শস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় যাঁহাকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন, সেই সনাতন ভগবান্ বাসুদেব এই গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপরায়ণ নর, নিয়ম ও শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথম হইতে নিয়ত শ্রবণ করিলে কোন ক্লেশে অবসন্ন হয়েন না। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে এই অনুক্রমণিকাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে দিবা-রাত্রি-সম্ভূত সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। এই অনুক্রমণিকাধ্যায়, মহাভারতের সত্য ও অমৃতময় দেহস্বরূপ হইয়াছে। যেমন দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদপ্রাণীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পাদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ইতিহাসের মধ্যে এই মহাভারত প্রধান। যেব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে এই অধ্যায়ের অন্ততঃ এক চরণও শ্রবণ করায়, তাহার প্রদত্ত অন্ন ও পান পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু বেদ অল্প-বিদ্য-ব্যক্তির নিকটে এই ভয়ে ভীত হন যে, এব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবেক। পণ্ডিতেরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ প্রাপ্ত হন, ও নিশ্চয়রূপে ভ্রূণহত্যাদি পাপরাশি ভস্মসাৎ করেন। যেব্যক্তি শুচি হইয়া পর্ব্বে পর্ব্বে এই অধ্যায় পাঠ করে, আমার বিবেচনায় তাহার সমুদায় ভারত পাঠের ফল হয়। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঋষি-প্রণীত এই অধ্যায় নিত্য শ্রবণ করে, সেব্যক্তি দীর্ঘ-পরমায়ুঃ ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া অন্তে দেবলোকে গমন করে। পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবগণ মিলিত হইয়া একদিকে চারি বেদ ও একদিকে এই ভারত রাখিয়া তুলা-দণ্ডে ধারণ করিয়া পরিমান করেন, তাহাতে সরহস্য চতুর্ব্বেদ হইতে ইহাই গুরুতর হইল। তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত বলিয়া থাকে। ইহা মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক, সুতরাং মহত্ত্ব ও গুরুত্ব হেতু ইহা মহাভারত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যেব্যক্তি মহাভারত শব্দের যথার্থ অর্থ অবগত হয়, সে সর্ব্ব পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। তপস্যা অধ্যয়ন সন্ধ্যা বন্দনাদি সমস্ত বেদ বিধি এবং রাজগণের যুদ্ধ ও নগর আক্রমণ কদাপি পাপ-জনক হইতে পারে না; কিন্তু তাহা অসদভিপ্রায়ে দূষিত হইলেই পাপ-জনক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে সমন্তপঞ্চক দেশের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। সূত-তনয় কহিলেন, হে সত্তমগণ! আমি সমন্তপঞ্চক তীর্থের সমুদায় বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।

ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ে অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ভগবান্ পরশুরাম ক্রোধ-পরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ

সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি-সমতেজস্বী রাম, স্বভুজ-বীর্য্যবলে ক্ষত্র-কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের রুধিরে সমন্তপঞ্চকে পাঁচটি হ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধা-ভিভূত হইয়া সেই রুধিরময় হ্রদে রুধিরদ্বারা পিতৃ-লোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃলোক আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহা-ভাগ মহাতেজস্বি ভৃগুনন্দনরাম! তোমার এই পিতৃভক্তিতে ও বিক্রমে আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর," পরশুরাম কহিলেন, যদ্যপি আ-মার পিতৃলোক প্রীত হইয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে এই বর প্রার্থনা করি যে, আমি রোষ-পরবশ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছি, সেই পাপ হইতে যেন নির্ম্মুক্ত হই, এবং মৎকৃত এই রুধিরময় পঞ্চ হ্রদ ভূমণ্ডলে যেন বিখ্যাত তীর্থস্বরূপ হয়। অনন্তর পিতৃগণ "তাহাই হইবেক" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে "ক্ষমস্ব" এই বাক্যে ক্ষত্রিয়কুল উৎসেধে নিষেধ করিলেন, এবং তিনিও তাহা হইতে বিরত হইলেন। সেই শোণিত-সলিলময় হ্রদ-পঞ্চকের সমীপে যে দেশ আছে, তাহা পবিত্র সমন্তপঞ্চক নামেই বিখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু যে দেশে যে চিহ্ন আছে, পণ্ডিতেরা সেই চিহ্ন দ্বারাই সেই দেশের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে সেই সমন্তপঞ্চক দেশে কুরু-পাণ্ডব সৈন্যের সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই ভূদোষ-বর্জ্জিত ধর্ম্মময় দেশে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ কামনায় গমন করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ! তাহারা তথায় মিলিত হইয়া সেই স্থলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ব্রতপরায়ণ সাধুশীল ব্রাহ্মণ-গণ! আমি আপনাদিগের নিকটে যে পুণ্য ও রম-ণীয় দেশের কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহার যেরূপে সমন্তপঞ্চক নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে তৎসমস্ত কহি-লাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌ-হিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে, আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এক অক্ষৌহি-ণীতে কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, কত হস্তী থাকে, তৎসমুদায় তুমি অবগত আছ, অতএব আমা-দিগের নিকটে তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ জন পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী হয়, তিন বাহিনী একত্র হইলে, পৃতনা কহা যায়, তিন পৃতনাতে এক চমু, তিন চমুতে এক অনীকিনী হয়, দশ অনীকিনী মিলিত হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকে এক অক্ষৌহিণী কহিয়া থাকেন। হে দ্বিজসত্তম-গণ! সংখ্যাগণন-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অক্ষৌহিণী সৈ-ন্যের এই সংখ্যা করিয়াছেন যে, (২১,৮,৭০) এক-বিংশতি সহস্র, অষ্টশত, সপ্ততি রথ, তৎসংখ্য গজ, (১,০৯,৩,৫০) একলক্ষ, নয়সহস্র, তিনশত, পঞ্চাশৎ পদাতি, এবং (৬৫,৬,১০) পঞ্চষষ্টিসহস্র, ছয়শত, দশ সংখ্যক অশ্বে এক অক্ষৌহিণী হয়। হে তপোধন-গণ! আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি, কুরু পাণ্ডবদিগের এই-রূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সেই দেশে মিলিত হইয়াছিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা কৌরব-দিগকে উপলক্ষ করিয়া অদ্ভুত কার্য্যকারি কাল সহ-কারে সেই দেশেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। পর-মাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম দশদিবস যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্রো-ণাচার্য্য পঞ্চদিবস কুরুসৈন্য-রক্ষা করেন, শত্রু-সৈন্য-বিনাশক কর্ণ দুইদিন, আর শল্য অর্দ্ধদিবস যুদ্ধ করি-য়াছিলেন, অনন্তর অর্দ্ধদিবস ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়। সেই দিবস রজনীতে অশ্বত্থামা কৃত-বর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য, এই তিনজন যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ত ও নিদ্রিত সৈন্য-সকলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হে শৌনক! আমি আপনকার যজ্ঞে যে উৎকৃষ্ট ভারতোপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, ব্যাসশিষ্য-ধী-

মান্ বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিস্তাররূপে কহিয়াছিলেন। ইহাতে রাজগণের যশঃ ও বীর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, ইহার আদিতে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, এই তিন পর্ব্ব আছে। ইহাতে বিচিত্র পদ, আখ্যান ও নানাবিধ আচারাদি প্রকাশিত হইয়াছে, মোক্ষার্থি পুরুষেরা যেমন বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন, সেইরূপ প্রাজ্ঞলোকেরা এই ভারতকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যেমত জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে আত্মা ও প্রিয়তম বস্তুর মধ্যে জীবন, সেইরূপ প্রধান বিষয়ক এই ইতিহাস, সকল আগমের মধ্যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যেমত আহার ব্যতীত শরীর ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই আখ্যানের আশ্রয় ব্যতীত ভূমণ্ডলে আর কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই। যেমত উদরাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ, সৎকুলজাত রাজাকে আশ্রয় করে, সেইরূপ কবিগণ এই ভারতকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমন লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সমুদায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ ইতিহাসশ্রেষ্ঠ এই ভারত, হিতসাধিনী বুদ্ধির আধার হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা অশেষ প্রজ্ঞানিলয় বিচিত্র পদ ও পর্ব্বযুক্ত, সূক্ষ্মার্থ ন্যায়যুক্ত ও বেদার্থে-বিভূষিত ভারতীয় ইতিহাসের পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন।

প্রথমতঃ অনুক্রমণিকাপর্ব্ব (১), দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব (২), পরে পৌষ্যপর্ব্ব (৩), পৌলোমপর্ব্ব (৪), আস্তীকপর্ব্ব (৫), ও আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব (৬), অনন্তর যৎশ্রবণে রোমহর্ষ হয়, সেই বিচিত্র সম্ভবপর্ব্ব (৭), পরে জতুগৃহ দাহপর্ব্ব (৮), তৎপরে হৈড়িম্বপর্ব্ব (৯), তদনন্তর বকবধপর্ব্ব (১০), চৈত্ররথপর্ব্ব (১১), পরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরপর্ব্ব (১২), তৎপরে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বৈবাহিকপর্ব্ব (১৩), অনন্তর বিদুরাগমনপর্ব্ব (১৪), পরে রাজ্যলাভ পর্ব্ব (১৫), পরে অর্জ্জুনের বনবাসপর্ব্ব (১৬), তৎপরে সুভদ্রাহরণপর্ব্ব (১৭), সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণ পর্ব্ব (১৮), অনন্তর খাণ্ডবদাহপর্ব্ব, যাহাতে ময়দানবের দর্শন হয় (১৯), অনন্তর সভাক্রিয়াপর্ব্ব (২০), পরে মন্ত্রণাপর্ব্ব (২১), অনন্তর জরাসন্ধ-বধপর্ব্ব (২২), তদনন্তর দিগ্বিজয়-পর্ব্ব (২৩), দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয়িকপর্ব্ব (২৪), পরে অর্ঘ্যাভিহরণপর্ব্ব (২৫), তৎপরে শিশুপালবধ-পর্ব্ব (২৬), অনন্তর দ্যূতপর্ব্ব (২৭), পরে অনুদ্যূত-পর্ব্ব (২৮), অনন্তর অরণ্যযাত্রাপর্ব্ব (২৯), পরে কির্ম্মীর-বধপর্ব্ব (৩০), তৎপরে অর্জ্জুনাভিগমন-পর্ব্ব (৩১), পরে ঈশ্বরার্জ্জুনের যুদ্ধ-বিষয়ক কৈরাত-পর্ব্ব (৩২), অনন্তর ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব (৩৩), পরে ধর্ম্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যানপর্ব্ব (৩৪), তৎপরে কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, তাহাতেই জটাসুরবধ উক্ত হইয়াছে(৩৫), পরে যক্ষযুদ্ধ-পর্ব্ব (৩৬), তৎপরে নিবাতকবচ-যুদ্ধপর্ব্ব (৩৭), অনন্তর আজগরপর্ব্ব (৩৮), পরে মার্কণ্ডেয় সমাস্যাপর্ব্ব (৩৯), তৎপরে দ্রৌপদী সত্যভামা-সম্বাদ-পর্ব্ব (৪০), অনন্তর ঘোষযাত্রাপর্ব্ব, তাহাতে মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও মুদ্গলঋষির ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান আছে (৪১)। পরে দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব, তাহাতেই জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ, পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে (৪২)। পরে কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব (৪৩), তৎপরে আরণেয়পর্ব্ব (৪৪), অনন্তর বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবগণের প্রবেশ ও সময়-পালনপর্ব্ব (৪৫), পরে কীচকবধপর্ব্ব (৪৬), অনন্তর গোগ্রহণপর্ব্ব (৪৭), পরে অভিমন্যু ও উত্তরার বৈবাহিকপর্ব্ব (৪৮), অনন্তর অতি অদ্ভুত সৈন্যোদ্যোগপর্ব্ব (৪৯), পরে সঞ্জয়যানপর্ব্ব (৫০), তৎপরে চিন্তান্বিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরপর্ব্ব (৫১), অনন্তর গুহ্যতম অধ্যাত্মজ্ঞান-বিষয়ক সনৎসুজাত-পর্ব্ব (৫২), পরে যানসন্ধিপর্ব্ব (৫৩), তৎপরে ভগবদ্যানপর্ব্ব, যাহাতে মাতলীয় উপাখ্যান, গালবচরিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিদুলাপুত্র-শাসন বর্ণিত আছে(৫৪)। পরে কৃষ্ণ ও মহানুভাব কর্ণের বাদানুবাদ-পর্ব্ব (৫৫), তৎপরে কুরুপাণ্ডবের সৈন্য

নির্যাণপর্ব্ব (৫৬)। তদনন্তর রথাতিরথসংখ্যা-পর্ব্ব (৫৭)। পরে কোপবর্দ্ধন উলূক-দূতাভিগমন-পর্ব্ব (৫৮), তৎপরে অম্বোপাখ্যানপর্ব্ব (৫৯), অনন্তর অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেকপর্ব্ব (৬০), পরে জম্বূদ্বীপ-সন্নিবেশপর্ব্ব (৬১), অনন্তর দ্বীপবিস্তার কীর্ত্তনাত্মক ভূমিপর্ব্ব (৬২), পরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব (৬৩), তৎপরে ভীষ্মবধপর্ব্ব (৬৪), অনন্তর দ্রোণাভিষেকপর্ব্ব (৬৫), পরে সংসপ্তক-বধপর্ব্ব (৬৬), তৎপরে অভিমন্যুবধ-পর্ব্ব (৬৭), অনন্তর প্রতিজ্ঞাপর্ব্ব (৬৮), পরে জয়দ্রথবধপর্ব্ব (৬৯), তৎপরে ঘটোৎকচবধপর্ব্ব (৭০), অনন্তর লোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ব্ব (৭১), পরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগপর্ব্ব (৭২), তৎপরে কর্ণপর্ব্ব (৭৩), অনন্তর শল্যবধপর্ব্ব (৭৪), পরে হ্রদ-প্রবেশপর্ব্ব (৭৫), তৎপরে গদাযুদ্ধপর্ব্ব (৭৬), অনন্তর সারস্বত তীর্থ-বংশানুকীর্ত্তনপর্ব্ব (৭৭)। তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিকপর্ব্ব (৭৮), পরে সুদারুণ ঐষীকপর্ব্ব (৭৯), তৎপরে জলপ্রাদানিকপর্ব্ব (৮০), অনন্তর স্ত্রীবিলাপ-পর্ব্ব (৮১)। পরে কুরুদিগের ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব (৮২), তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারি চার্ব্বাক রাক্ষসের বধপর্ব্ব (৮৩), অনন্তর ধীমদ্ধর্ম্মরাজের আভিষেচনিকপর্ব্ব (৮৪), অনন্তর গৃহ প্রবিভাগপর্ব্ব (৮৫), পরে শান্তিপর্ব্ব (৮৬)। পরে রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্ব (৮৭), অনন্তর আপদ্ধর্ম্মপর্ব্ব (৮৮), পরে মোক্ষ-ধর্ম্মপর্ব্ব, যাহাতে শুক-প্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন.দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়ার সহিত কথোপকথন আছে (৮৯), তৎপরে আনুশাসনিকপর্ব্ব, তাহাতে ধীমদ্ভীষ্মের স্বর্গারোহণ কথিত আছে (৯০)। পরে সর্ব্বপাপ-প্রণাশক আশ্বমেধিক পর্ব্ব (৯১), তৎপরে অধ্যাত্ম-বিষয়ক অনুগীতাপর্ব্ব (৯২), অনন্তর আশ্রমবাসপর্ব্ব (৯৩), পরে পুত্রদর্শনপর্ব্ব (৯৪), তৎপরে নারদাগমনপর্ব্ব (৯৫), অনন্তর ঘোররূপ সুদারুণ মৌষলপর্ব্ব (৯৬)। পরে মহাপ্রাস্থানিক-পর্ব্ব (৯৭), তৎপরে স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব (৯৮), অনন্তর খিলনামক হরিবংশ পর্ব্বান্তর্গত বিষ্ণুপর্ব্ব, যাহাতে শিশুচর্য্যা ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক কংসবধ উক্ত হইয়াছে (৯৯)। পরে অতি অদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব (১০০), মহাত্মা ব্যাসদেব এই শতপর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে সংক্ষেপে যথাক্রমে অষ্টাদশপর্ব্ব কীর্ত্তন করেন, সেই সংক্ষিপ্ত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ কথিত হইতেছে।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহদাহ, হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, খাণ্ডবদাহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্ব্বের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য-বর্ণনা আছে। পৌলোমপর্ব্বে ভৃগুবংশের বিস্তার কীর্ত্তিত হইয়াছে। আস্তীকপর্ব্বে গরুড় ও সমুদায় সর্পের উৎপত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ-তনয়ের সর্প-সত্রানুষ্ঠান-কালে ভরতবংশীয় মহাত্মগণ সংক্রান্ত মহাভারতীয় কথা বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবপর্ব্বে রাজগণ ও অন্যান্য শূরগণ এবং মহর্ষি-দ্বৈপায়নের বিবিধপ্রকার উৎপত্তি; দেবতাদিগের অংশাবতার; দৈত্য-দানব, নাগ, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য বিবিধ প্রাণীর উৎপত্তি এবং যে ভরতের নামানুসারে ভারতবংশ লোকে বিখ্যাত হইয়াছে, যিনি মহাতপস্বি মহর্ষি-কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বৃত্তান্ত; শান্তনুরাজের গৃহে গঙ্গার গর্ভে মহানুভাব বসুদিগের উৎপত্তি, পুনঃ স্বর্গারোহণ ও তেজোভাবাপত্তি; ভীষ্মের জন্ম এবং তাঁহার রাজ্য-ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ও প্রতিজ্ঞা-পালন; ভীষ্মকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদের রক্ষা ও চিত্রাঙ্গদ হত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা এবং রাজ্যে স্থাপন; অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্মের

নরযোনিতে উৎপত্তি; বরদান-বলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম এবং পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি; পাণ্ডবদিগের বারণাবত যাত্রা-বিষয়ে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ও তৎ-কর্তৃক পাণ্ডবগণের নিকটে পুরোচনের প্রেরণ; হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত পথিমধ্যে বিদুর-কর্তৃক ম্লেচ্ছ ভাষায় ধীমদ্ধর্ম্মরাজের প্রতি হিতোপদেশ প্রদান; বিদুরের বাক্যে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ; পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচনের জতুগৃহে দাহ; ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবগণ-কর্তৃক হিড়িম্বা-রাক্ষসী-দর্শন ও মহাবল ভীম-কর্তৃক হিড়িম্ব বধ; ঘটোৎকচের উৎপত্তি; পাণ্ডবগণের মহাতেজস্বি-মহর্ষিব্যাসদর্শন ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে একচক্রা-নগরীতে ব্রাহ্মণালয়ে অজ্ঞাত বাস; বক রাক্ষস-বধ এবং তদ্দর্শনে নগরবাসিদিগের বিস্ময়; দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম; ব্রাহ্মণ-প্রমুখাৎ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের আদেশানুসারে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদী-প্রার্থনায় স্বয়ম্বর দর্শনার্থ পাঞ্চালদেশাভিমুখে গমন; গঙ্গাকূলে অঙ্গারপর্ণ নামক গন্ধর্ব্বকে জয় করিয়া তাহার সহিত অর্জ্জুনের সখ্য এবং তাহার মুখে তপতী বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের উত্তম আখ্যান শ্রবণ; পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল নগরে গমন; তথায় সমস্ত রাজগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করিয়া অর্জ্জুনের দ্রৌপদী-লাভ এবং তাহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভীমসেন ও অর্জ্জুন-কর্তৃক শল্য কর্ণ ও আর আর সমস্ত ক্রোধান্ধ ভূপতিগণের পরাজয়; ভীমার্জ্জুনের সেই অলোক-সামান্য অপ্রমেয় বীর্য্য দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত মহাবুদ্ধিশালি বলরাম ও কৃষ্ণের ভার্গব গৃহে গমন; দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হইবেক বলিয়া দ্রুপদ রাজার বিমর্ষ; তাহাতে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান; দ্রৌপদীর দৈবকৃত অমানুষ বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক পাণ্ডবগণসমীপে বিদুরকে প্রেরণ; বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণ দর্শন; পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও অর্দ্ধরাজ্য শাসন; নারদের আজ্ঞানুসারে দ্রৌপদীর নিকট-গমনে পঞ্চভ্রাতার নিয়ম করণ; সুন্দোপসুন্দের আখ্যান; দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে নির্জ্জন গৃহে ছিলেন, সেই গৃহে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্র আনয়ন করত বিপ্রের গোধনপ্রত্যাহরণ করিয়া নারদ-কৃত নিয়ম রক্ষার্থ বীরবর অর্জ্জুনের বনে গমন; পার্থের বনবাস-কালে নাগকন্যা উলূপীর সহিত পথিমধ্যে সমাগম ও পুণ্যতীর্থ গমন; বভ্রুবাহনের জন্ম; অর্জ্জুনকর্তৃক তপস্বিব্রাহ্মণের শাপে গ্রাহ-যোনিতে জাত পঞ্চ সুরূপা অপ্সরার শাপ বিমোচন; প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত পার্থের সমাগম; কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দ্বারকাতে অর্জ্জুন-কর্তৃক কামযানদ্বারা সাভিলাষা সুভদ্রার হরণ; দৈবকীনন্দন কৃষ্ণের যৌতুক লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন; সুভদ্রাতে তেজঃপুঞ্জ অভিমন্যুর জন্ম; দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলবিহারের জন্য যমুনাতে গমন করিলে তথায় চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি; খাণ্ডবদাহ; ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নি হইতে রক্ষা; শার্ঙ্গীর গর্ভে মন্দপাল নামক মহর্ষির তনয়োৎপত্তি; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত বহু বিস্তীর্ণ আদিপর্ব্ব প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা মহর্ষি-বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুইশত সপ্তবিংশতি অধ্যায় সংখ্যা করিয়াছেন; এবং ইহাতে অষ্ট সহস্র,অষ্টশত চতুরশীতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বহু বৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় পর্ব্বের নাম সভাপর্ব্ব। পাণ্ডবদিগের সভা-নির্ম্মাণ; কিঙ্কর-দর্শন; দেবলোকদর্শি নারদকর্তৃক লোকপাল-সভাবর্ণন; রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ; জরাসন্ধ বধ; কৃষ্ণকর্তৃক গিরিদুর্গে নিরুদ্ধ রাজগণের মোক্ষণ; পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়; রাজসূয় মহাযজ্ঞে উপঢৌকন লইয়া ভূপালগণের সমাগম; অর্ঘ্যদান নিমিত্তক বাদানুবাদকালে শিশুপালবধ; যজ্ঞের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া দুঃখ ও অসূয়াযুক্ত দুর্য্যোধনের প্রতি সভামধ্যে ভীম-কর্তৃক

উপহাস; তাহাতে দুর্য্যোধনের ক্রোধোদয় ও সেই হেতুক দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান; ধূর্ত্ত শকুনি-কর্ত্তৃক পাশক্রীড়ায় ধর্ম্মপুত্র-যুধিষ্ঠিরের পরাজয়; অর্ণব মগ্ন নৌকার ন্যায় দ্যূতার্ণবে নিমগ্না পরমদুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর, মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক উদ্ধার; তাহা দেখিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের আহ্বান; তাহাতে জয়ি-দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের বনবাসার্থে প্রেরণ; মহাত্মা ব্যাস সভাপর্ব্বে এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই পর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় এবং দুইসহস্র, পঞ্চশত, একাদশ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

ইহার পর আরণ্যক-নামক অতি বিস্তীর্ণ তৃতীয়-পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মপুত্রের পশ্চাতে পশ্চাতে পুরবাসিগণের গমন; ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে অনুগত ব্রাহ্মণগণের ভরণার্থ অন্ন ও ওষধির নিমিত্ত মহানুভাব যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সূর্য্যের আরাধনা; সূর্য্য-প্রসাদে অন্নপ্রাপ্তি; ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক হিতবাদি-বিদুরের পরিত্যাগ ও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বিদুরের পাণ্ডবগণ-সমীপে গমন, এবং ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন; কর্ণের উৎসাহবাক্যে বনবাসি-পাণ্ডবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা; সেই দুষ্টভাব জানিতে পারিয়া ব্যাসের শীঘ্র আগমন, এবং দুর্য্যোধনের প্রতি বন-গমনে নিষেধ; সুরভির উপাখ্যান; মৈত্রেয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ, এবং দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান; ভীমসেন-কর্ত্তৃক সংগ্রামে কির্ম্মীরবধ; শকুনি ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে জয় করিয়াছে, ইহা শুনিয়া বৃষ্ণিগণ ও পাঞ্চালগণের যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ক্রোধান্বিত কৃষ্ণের ক্রোধশান্তি; কৃষ্ণের নিকটে দ্রৌপদীর বিলাপ; কৃষ্ণকর্ত্তৃক দুঃখার্ত্তা পাঞ্চালীর আশ্বাসন; সৌভ-বধাখ্যান; কৃষ্ণকর্ত্তৃক পুত্রসহিত-সুভদ্রার দ্বারকাপুরী-প্রাপণ; ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-তনয়গণের পাঞ্চাল দেশে নয়ন; পাণ্ডবগণের রমণীয়-দ্বৈতবনে প্রবেশ; যুধিষ্ঠির ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথন; পাণ্ডুপুত্র-সমীপে মহর্ষি-বেদ-ব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি-নামক বিদ্যাদান; ব্যাস গমন করিলে পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রবেশ; দিব্যাস্ত্রলাভের নিমিত্ত অপরিমিত-তেজস্বি-অর্জ্জুনের প্রবাস; কিরাতরূপি মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ; অর্জ্জুনের লোকপাল-দর্শন ও অস্ত্রপ্রাপ্তি, এবং অস্ত্রশিক্ষার্থ মহেন্দ্র-লোকে গমন; তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয়-চিন্তা; যুধিষ্ঠিরের পরমার্থজ্ঞানি-বৃহদশ্ব নামক মহর্ষি-দর্শন; তাঁহার নিকটে অতি কাতর হইয়া যুধিষ্ঠিরের পরিতাপ ও বিলাপ; ধর্ম্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যান; যাহাতে নলের চরিত ও দময়ন্তীর বিপৎকালেও মর্য্যাদা-পালন বর্ণিত আছে। মহর্ষি বৃহদশ্ব হইতে যুধিষ্ঠিরের অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যাপ্রাপ্তি; স্বর্গ হইতে পাণ্ডবগণের প্রতি লোমশ-ঋষির আগমন এবং বনবাসি-মহানুভব পাণ্ডবগণের নিকটে স্বর্গস্থ অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত-কথন; অর্জ্জুনের সমাচার পাইয়া পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা; তীর্থযাত্রার ফল ও পুণ্যকীর্ত্তন; মহর্ষি-নারদের পুলস্ত্য-তীর্থযাত্রা ও মহানুভাব পাণ্ডবগণেরও সেই তীর্থে গমন; কুণ্ডল প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রার্থনা হইতে কর্ণের মুক্তি; গয়াসুরের যজ্ঞ; অগস্ত্যের আখ্যান এবং বাতাপি-ভক্ষণ; সন্তানের নিমিত্ত অগস্ত্য-ঋষির লোপামুদ্রানাম্নী স্ত্রী-পরিগ্রহ; কৌমার ব্রহ্মচারি-ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র; জমদগ্নি-পুত্র মহাবীর্য্য পরশুরামের চরিত্র; কার্ত্তবীর্য্যবধ; হৈহয়-বধ; প্রভাসতীর্থে বৃষ্ণিগণের সহিত পাণ্ডবগণের সমাগম; সুকন্যার উপাখ্যান; শর্য্যাতির যজ্ঞে ভৃগু-বংশীয় চ্যবনমুনি-কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমার-যুগলকে যজ্ঞীয় সোমরসপ্রদান; অশ্বিনীকুমার-কর্ত্তৃক চ্যবন-মুনিকে যৌবনাবস্থায় স্থাপন; মান্ধাতার উপা-

খ্যান; জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান; সোমক-রাজ-কর্ত্তৃক বহুপুত্র-লাভার্থ পুত্রবিনাশদ্বারা যাগ ও শতপুত্র-প্রাপ্তি; অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেনকপতোপাখ্যান; ইন্দ্র অগ্নি ও ধর্ম্মকর্ত্তৃক শিবিরাজার পরীক্ষা; অষ্টাবক্রীয় উপাখ্যান; জনকরাজের যজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণাত্মজ-বন্দীর সহিত বিপ্রর্ষি-অষ্টাবক্রের বাদানুবাদ; মহাপ্রভাব অষ্টাবক্রের সহিত বিবাদে বন্দীর পরাজয়; জয়লাভ করিয়া অষ্টাবক্র-কর্ত্তৃক সাগরমগ্ন কহোড়নামক স্বপিতার উদ্ধার; যবক্রীতের আখ্যান; মহানুভাব রৈভ্যের আখ্যান; পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন-যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস; তথায় বাসকালে সৌগন্ধিক আহরণার্থ দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক নিযুক্ত মহাবাহু ভীমের পথিমধ্যে কদলীবন-মধ্যস্থিত মহাবল পবনপুত্র-হনূমদ্দর্শন; ভীমকর্ত্তৃক পদ্মবনভঙ্গ ও তথায় রাক্ষসগণ ও মণিমৎ প্রভৃতি মহাবীর্য্য-যক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ; বৃকোদর-কর্ত্তৃক জটাসুরনামক রাক্ষসের বধ; বৃষপর্ব্ব-নামক রাজর্ষির নিকটে পাণ্ডবদিগের গমন; পাণ্ডবগণের আর্ষ্টিসেনাশ্রমে গমন ও বাস; পাঞ্চালী-কর্ত্তৃক মহানুভাব ভীমের উৎসাহ-প্রদান; ভীমের কৈলা-সারোহণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মণিমৎ প্রভৃতি যক্ষ-গণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ; পাণ্ডবদিগের সহিত কুবেরের সমাগম; ভ্রাতৃবর্গের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম; সব্যসাচি-অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র-প্রাপ্তিপূর্ব্বক ইন্দ্র-কার্য্যার্থে হিরণ্যপুরবাসি-নিবাতকবচনামক সুরশত্রু ভীষণ দানবগণ ও পুলোমপুত্র কালকেয়গণের-সহিত মহাযুদ্ধ ও পার্থকর্ত্তৃক তাহাদিগের বধ; মহারাজ-যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রদর্শনোদ্দ্যোগ ও দেবর্ষি-নারদকর্ত্তৃক অস্ত্রপ্রদর্শন-নিষেধ; পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন হইতে অবরোহণ; সেই মহারণ্যে পর্ব্বতাকারশরীর-বিশিষ্ট প্রবল-ভুজঙ্গ-কর্ত্তৃক ভীমগ্রহণ; যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক প্রশ্নার্থকথন-পূর্ব্বক ভীমের উদ্ধার; মহাত্ম-পাণ্ডবগণের কাম্যক-বনে পুনরাগমন; পুরুষশ্রেষ্ঠ-পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে বাসুদেবের আগমন; মার্কণ্ডেয় সমাস্যা-ঘটিত নানা উপাখ্যান; ঐ মহর্ষি-কর্ত্তৃক বেণপুত্র-পৃথুরাজার উপাখ্যান বর্ণন; মহানুভাব তার্ক্ষ্যঋষি ও সরস্বতীর সংবাদ; মৎস্যোপাখ্যান; মার্কণ্ডেয় সমাস্যা ও পুরাবৃত্ত-কীর্ত্তন; ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান; ধুন্ধুমারের উপাখ্যান; পতিব্রতোপাখ্যান; অঙ্গিরার উপাখ্যান; দ্রৌপদী ও সত্যভামার সংবাদ-কীর্ত্তন; পাণ্ডবগণের পুনর্ব্বার দ্বৈতবন-প্রবেশ; ঘোষযাত্রা, তাহাতে গন্ধর্ব্ব-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন; অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে লজ্জাভিভূত মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মোচন; যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্ন-দর্শন ও কাম্যক-বনে পুনরাগমন; সুবিস্তর ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান; দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের মধ্য হইতে জয়দ্রথ-কর্ত্তৃক দ্রৌপদী-হরণ, ও ভীমসেনের তৎপশ্চাৎ বায়ুবেগে গমন; মহাবল পরাক্রান্ত ভীমকর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তৃত রামোপাখ্যান, যাহাতে রাম যুদ্ধে বিক্রম-পূর্ব্বক রাবণবধ করিয়াছিলেন; সাবিত্রীর উপাখ্যান-কথন; ইন্দ্রোদ্দেশে কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় পরিত্যাগ ও তাহাতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র-কর্ত্তৃক কর্ণকে একপুরুষ-ঘাতিনী শক্তি-দান; আরণেয় উপাখ্যান; ধর্ম্মকর্ত্তৃক স্বপুত্রের অনুশাসন; বরলাভানন্তর পাণ্ডবদিগের পশ্চিম-দিকে গমন; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত আরণ্যক-নামক তৃতীয় পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইশত, একোনসপ্ততি অধ্যায় এবং একাদশ সহস্র, অষ্টশত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিরাটপর্ব্বের বিবরণ শ্রবণ করুন। বিরাটনগরে গমনানন্তর শ্মশানমধ্যে অতি বৃহৎ সমীবৃক্ষ দর্শন করিয়া তাহাতে পাণ্ডবগণের আয়ুধ-স্থাপন; পুরঃপ্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ছদ্মবেশে বাস; কামাভিভূত দুর্ব্বৃত্ত কীচকের পাঞ্চালীর প্রতি সম্ভোগ-প্রার্থনা ও বৃকোদর-কর্ত্তৃক তাহার বধ; পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ নরপতি দুর্য্যোধন-

কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে সুচতুর দূত-প্রস্থাপন ও সেই দূত-গণ-কর্ত্তৃক মহাত্ম-পাণ্ডবগণের অনুদ্দেশ; প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তীয় সৈন্যকর্ত্তৃক বিরাটরাজের গোধন-হরণ ও তাহাদিগের সহিত বিরাটের লোমাঞ্চকর মহা-সংগ্রাম; ভীমকর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তহৃত-বিরাটের মোচন, এবং পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক গোধন-প্রত্যাহরণ; কৌরব-গণকর্ত্তৃক গোগ্রহণ; অর্জ্জুনের যুদ্ধে সমুদায় কৌ-রবগণের পরাজয়; কিরীটি-কর্ত্তৃক বিক্রমপ্রদর্শন-পূর্ব্বক গোধন-প্রত্যানয়ন; সুভদ্রার পুত্র শত্রুঘাতি-অভিমন্যুর পত্নী ও পার্থের স্নুষা হইবেক বলিয়া বিরাট-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উত্তরা-নাম্নী কন্যাদান; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত বিরাট-নামক চতুর্থ পর্ব্ব বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্ব্বে সপ্তষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে, এবং বেদবেত্তা মহর্ষি-ব্যাস ইহাতে দুই সহস্র, পঞ্চাশৎ শ্লোক-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য উদ্যোগ-নামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ জিগীষা-বশতঃ উপপ্লব্য-নামক স্থানে অবস্থিতি করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের বাসুদেব-সমীপে গমন, ও " আপনি উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন " এই প্রার্থনা, এবং তাহাতে "হে পুরুষর্ষভদ্বয়! যুদ্ধবিমুখ মন্ত্রণা-কার্য্যে নিযুক্ত আমি এবং এক অক্ষৌহিণী সেনা এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকে কি দিব? " মহা-মতি কৃষ্ণের এই উক্তি; মন্দভাগ্য দুর্ম্মতি-দুর্য্যোধ-নের সৈন্যবর-প্রার্থনা; অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অযুধ্যমান-কৃষ্ণের মন্ত্রিত্বেবরণ; মদ্ররাজ পাণ্ডবগণের নিকটে আসিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বঞ্চনাপূর্ব্বক উপহার প্রদানদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি যখন বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন দুর্য্যোধন উপস্থিত-সমরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে সাহায্য-দানে অঙ্গীকার করিয়া মদ্ররাজ-শল্যের পাণ্ডবগণ-সমীপে গমন; শল্যকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা ও ইন্দ্র বিজয়-বর্ণন; পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক কৌরব-সমীপে-পুরোহিত-প্রেরণ; পাণ্ডব-প্রেরিত পুরোহিত-মুখে ইন্দ্রবিজয়-বিষয়ক বাক্য-শ্রবণ করিয়া বিদুরের মন্ত্রণানুসারে শান্তি-স্থাপনাকাঙ্ক্ষি মহাপ্রতাপ ধৃত-রাষ্ট্র-কর্ত্তৃক সঞ্জয়-নামক দূতপ্রেরণ; বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরা-ষ্ট্রের নিদ্রাত্যাগ; বিদুরমুখে মনীষিধৃতরাষ্ট্রের বিচিত্র ও হিতবাক্য-শ্রবণ; সনৎসুজাত-ঋষিমুখে শোকা-কুল ও মনস্তাপান্বিত ধৃতরাষ্ট্রের অত্যুত্তম অধ্যাত্ম-বিষয়ক শাস্ত্র-শ্রবণ; প্রাতঃকালে রাজসভায় সঞ্জয়-কর্ত্তৃক বাসুদেব ও অর্জ্জুনের একাত্মভাব-কথন; মহামতি ও দয়ালু কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন করিতে আগ-মন; উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপ-নের প্রস্তাব করিলে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক তৎ প্রত্যা-খ্যান; দম্ভোদ্ভবের আখ্যান; মহাত্ম-মাতলিকর্ত্তৃক স্বীয় দুহিতার নিমিত্ত বরান্বেষণ; মহর্ষি-গালবের চরিত্র; বিদুলাপুত্রের অনুশাসন; কর্ণের ও দুর্য্যো-ধন-প্রভৃতির দুষ্টমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া রাজগণ-সমীপে কৃষ্ণের স্বীয় যোগেশ্বরত্ব-প্রদর্শন; কৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপণ ও সৎপরামর্শ-দান; মদগর্ব্বিত কর্ণকর্ত্তৃক কৌশল পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রত্যা-খ্যান; হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সমুদায় বৃত্তান্ত-বর্ণন; কৃষ্ণবাক্য শ্রবণান্তনর হিতকার্য্যের মন্ত্রণা স্থির করিয়া পাণ্ডবগণের সংগ্রাম-সজ্জা; হস্তিনাপুর হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি-গণের নির্য্যাণ; সৈন্যসংখ্যা; মহাযুদ্ধের পূর্ব্বদিবসে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক উলূকনামক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবগণের নিকটে প্রেরণ; রথাতি-রথসংখ্যা; অম্বোপাখ্যান; উদ্যোগ-নামক পঞ্চম পর্ব্বে সন্ধিবিগ্রহ-মিশ্রিত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, ইহাতে ষড়শীতি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। হে তপোধনগণ! উদারমতি মহানুভাব মহর্ষিবেদ-

ব্যাস এই পর্ব্বে ছয় সহস্র, ছয়শত, অষ্টনবতি শ্লোক-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব কহিতেছি। সঞ্জয়-কর্ত্তৃক জম্বূখণ্ড-নির্ম্মাণ-বর্ণন; যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-গণের অতিশয় বিষাদ; দশাহব্যাপি ঘোরতর সু-দারুণ যুদ্ধকালে যোগ-বিষয়ক নানা হেতুবাদদ্বারা মহামতি বাসুদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের মোহ-জনিত বি-ষাদনিবারণ; যুধিষ্ঠিরের হিতাকাঙ্ক্ষি উদারচিত্ত স্বয়ং কৃষ্ণের রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে প্রতোদ হস্তে-ভীষ্মবধার্থ গমন; বাক্যরূপদণ্ডদ্বারা কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অভিঘাত; সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ গাণ্ডীব ধনুর্ধারি-অর্জ্জুনকর্ত্তৃক শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিশিত শর সমূহাঘাতে রথ হইতে ভীষ্মকে ভূতলে পাতিত-করণ; ভীষ্মের শর-শয্যায় শয়ন; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত ভীষ্মপর্ব্বনামক বিস্তৃত ভারতীয় ষষ্ঠপর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। বেদবেত্তা বেদ-ব্যাস এই পর্ব্বে একশত, সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ-সহস্র ,অষ্টশত, চতুরশীতি শ্লোক-কীর্ত্তন করিয়া-ছেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত আশ্চর্য্য দ্রোণপর্ব্ব কহি-তেছি। প্রতাপশালি-দ্রোণাচার্য্যের সেনাপতি পদে অভিষেক; দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত মহাস্ত্রবিদ্-দ্রোণাচার্য্যের "ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আ-নিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা; সংসপ্তক-কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থল হইতে অর্জ্জুনের অপসারণ; মহারাজ-ভগদত্তের সুপ্রতীকনামক স্বীয় হস্তীর সহিত রণস্থলে ইন্দ্রতুল্য অধৃষ্য বিক্রম-প্রকাশ; অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভগদত্তবিনাশ; জয়দ্রথ প্রভৃতি মহারথ যোদ্ধৃগণ-কর্ত্তৃক মহাবল অপ্রাপ্ত-যৌবন বালক ও একাকি-অভিমন্যুর বধ; অভিমন্যু হত হইলে ক্রোধাভিভূত অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রণ-ভূমিতে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যবধ-পূর্ব্বক মদ্র-রাজ-জয়দ্রথবধ; মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে পার্থের অন্বেষণার্থ মহাবাহু ভীম ও মহারথ সা-ত্যকি-কর্ত্তৃক দেবগণের অলঙ্ঘনীয় কুরুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ; হতাবশিষ্ট সংসপ্তকদিগের যুদ্ধে বিনাশ; অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, জলসন্ধ, বীর্য্যশালী ভূরিশ্রবাঃ, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি অনেক বীরপুরুষের নিপাত; দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অমর্ষান্বিত অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় না-রায়ণাস্ত্র-প্রয়োগ; উত্তমরূপে রুদ্রমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন; ব্যাসদেবের আগমন; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাহাত্ম্যবর্ণন; এই সমস্ত বিষয় সুবিস্তীর্ণ সপ্তম পর্ব্বে কথিত হই-য়াছে। যে সকল পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভূপালগণের নির্দ্দেশ আছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই এই পর্ব্বে নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী পরাশর-পুত্র ব্যাস বিবেচনা পূর্ব্বক এই পর্ব্বে একশত, সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্টসহস্র, নয়শত, নয় শ্লোক-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণপর্ব্ব কহিতেছি। ধীমন্ম-দ্ররাজের সারথি-কার্য্যে নিয়োগ; পৌরাণিক ত্রিপুর-নিপাত-কীর্ত্তন; যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর বাক্‌কলহ; কর্ণের তিরস্কারার্থ শল্যকর্ত্তৃক হংস কাকীয় আখ্যান-কীর্ত্তন; মহাপ্রভাব অশ্বত্থাম-কর্ত্তৃক পাণ্ড্যরাজার বিনাশ; দণ্ডসেনবধ ও দণ্ডবধ; সর্ব্বধনুর্ধারি-ব্যক্তির সমক্ষে দ্বৈরথ-যুদ্ধে কর্ণকর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের জীবনসংশয়-প্রাপণ; যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পর কোপ; কৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের অনুনয়; বৃকোদরকর্ত্তৃক রণস্থলে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলভেদ-পূর্ব্বক শোণিতপান; দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বিষয় ব্যাস-কর্ত্তৃক অষ্টম পর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বেদব্যাস এই কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারিসহস্র, নবশত, চতুঃষষ্টি শ্লোক-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর বিচিত্রার্থ শল্যপর্ব্ব কথিত হইতেছে। কর্ণবধ হইলে মদ্রেশ্বর-শল্যের সেনাপতিত্বে বরণ; নানারথীর পৃথক্‌পৃথক্‌রূপে রথযুদ্ধ-বর্ণন; কৌরব-পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধৃগণের বিনাশ; মহানুভাব

ধর্ম্মরাজ-কর্তৃক শল্যবধ ; বহুসংখ্য সৈন্য হত হইলে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে দুর্য্যোধনের হ্রদ-প্রবেশ ও জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি; ব্যাধগণ-কর্ত্তৃক ভীমের নিকটে দুর্য্যোধনের সংবাদ-প্রদান ; ধী-সম্পন্ন ধর্ম্মরাজের তিরস্কার-বাক্যদ্বারা অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হ্রদমধ্য হইতে উত্থান ; যেস্থানে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়, তথায় সকলে সমবেত হইলে বলরামের আগমন ; সরস্বতীতীর্থ ও অন্যান্য নানাতীর্থের পুণ্যতা-কীর্ত্তন ; সেই রণ-ভূমিতে ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের তুমুল গদাযুদ্ধ ; যুদ্ধ-স্থলে ভয়ানক বেগবতী গদাদ্বারা ভীমকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মহারাজ দুর্য্যোধনের উরুদ্বয়ভঙ্গ ; এই সমস্ত বিষয়, অদ্ভুতার্থ-যুক্ত নবম পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে । কৌরবদিগের যশঃকীর্ত্তনকারী ব্যাসমুনি ইহাতে বহুবৃত্তান্তযুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তিনসহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর দারুণ সৌপ্তিকপর্ব্ব কহিতেছি। পাণ্ডবগণ রণক্ষেত্র হইতে গমন করিলে অমর্ষণ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া যেস্থলে পতিত ছিলেন, সেইস্থলে সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা কৃপ ও অশ্বত্থামা, এই মহারথত্রয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও সর্ব্বাঙ্গে রুধিরোক্ষিত হইয়া রণভূমিতে পতিত আছেন, তাহাতে মহারথ দ্রোণপুত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণ ও অমাত্য-সমেত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ না করিয়া তনুত্রাণ বিমোচন করিব না"। তদনন্তর ঐ মহারথত্রয় রাজাকে ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্য কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সূর্য্যাস্তের পর এক মহাবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক সেইস্থলে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, এক পেচক রাত্রিকালে বহুসংখ্য কাক বিনাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পিতৃবধ-স্মরণ করিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক মনে মনে এই কল্পনা করিলেন যে, পাঞ্চালগণ নিদ্রাভিভূত হইলে সমুদায়কেই সংহার করিব। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক গগণস্পর্শী প্রকাণ্ড দুর্দর্শনীয় ঘোররূপ রাক্ষস দ্বারে অবস্থিত আছে, ঐ রাক্ষস অস্ত্র-সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা করে দেখিয়া দ্রোণপুত্র তৎক্ষণাৎ বিরূপাক্ষ রুদ্রের আরাধনা করিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত শিবিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিশ্বস্ত-চিত্তে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সপরিবার সমস্ত পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী-তনয়গণকে সংহার করিলেন। কৃষ্ণের কৌশলক্রমে তাহাতে মহাধনুঃ সাত্যকি ও পঞ্চ পাণ্ডবমাত্র রক্ষিত হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট সকলেই নিধন-প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বত্থামা স্বহস্তেই পাঞ্চালগণকে বধ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাণ্ডবগণের নিকটে নিবেদন করিল। দ্রৌপদী পুত্রশোকার্ত্তা ও পিতৃভ্রাতৃ-বধে কাতরা হইয়া অনশনদ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া ভর্ত্তৃগণকে উপরোধ করিলেন। বীর্য্যবান্ ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর বচনানুসারে তাঁহার প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক গদাগ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। দ্রোণপুত্র, ভীমভয়ে অভিভূত ও দৈব-প্রেরিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক "পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক" এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ "এরূপ করিও না" বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। পাপাত্ম-অশ্বত্থামার বিদ্রোহাচরণ দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ-প্রদান করিলেন। জয়-শ্রীপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণপুত্র হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহা দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত-ঘটিত এই দশম পর্ব্বের নাম সৌপ্তিক-পর্ব্ব কথিত হইয়াছে। বেদবক্তা মহাত্মা ব্যাসমুনি ইহাতে অষ্টাদশ অধ্যায় কীর্ত্তন করেন, এবং

অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। উত্তম-তেজাঃ ব্যাস ঐষীকপর্ব্বকে এই পর্ব্বের অন্তর্গত করিয়াছেন।

অতঃপর করুণ-রসযুক্ত স্ত্রীপর্ব্ব কথিত হইতেছে। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপাল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া ভীমের বিনাশ কামনায় কৃষ্ণদত্ত দৃঢ়লৌহ-ময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিলেন। ধীসম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় শোক-সন্তপ্ত হইলে বুদ্ধিমান্ বিদুর মোক্ষ-বিষয়ক নানাহেতুবাদদ্বারা তাঁহার সংসারমায়া নিরাকরণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে, ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-বাসিনী সীমন্তিনীগণের সহিত শোকাকুল হইয়া রণভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন। বীরপত্নীগণ অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধাবেশ ও মোহ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়-মহিলাগণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শূরবীর পিতৃ ভ্রাতৃ ও পুত্রগণকে রণে হত ও পতিত দেখিতে লাগিলেন। গান্ধারী পুত্রপৌত্র-শোকে কাতরা হইয়া ক্রোধাভিভূতা হইলে কৃষ্ণ তাঁহার ক্রোধশান্তি করিলেন। ধার্ম্মিকবর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধে হত রাজগণের শরীর দাহ করাইলেন। রাজগণের জল-প্রাদানিক-তর্পণক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে গূঢ়োৎপন্ন স্বপুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রজ্ঞাবান্ পরমর্ষি ব্যাসদেব শোকবিহ্বল-কারক এবং সজ্জনগণের করুণাশ্রু-প্রবর্ত্তক ও মনোবৈক্লব্যকারক এই স্ত্রীপর্ব্ব-নামক একাদশ পর্ব্বে সপ্ত-বিংশতি অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়া সপ্তশত, সপ্ততি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর জ্ঞানবর্দ্ধন শান্তিপর্ব্ব-নামক দ্বাদশ পর্ব্ব কহিতেছি। ইহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র সম্বন্ধি মাতুল প্রভৃতি সমুদায় সংহার করাইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। ভীষ্মদেব শরশয্যায় পতিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে তত্ত্বজ্ঞানোপার্জ্জনাভিলাষি-রাজগণের যাহা অবশ্যজ্ঞেয়, সেই রাজধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন, এবং তৎকর্ত্তৃক হেতুপ্রদর্শী আপদ্ধর্ম্মও প্রকাশিত হইয়াছে। মানবগণ যাহা জানিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই বহুবিস্তৃত আশ্চর্য্য মোক্ষধর্ম্মও ইহাতে ভীষ্মকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজন-প্রিয় এই দ্বাদশ পর্ব্বের নাম শান্তিপর্ব্ব, ইহাতে তিনশত, ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে। হে তপোধনগণ! ধীমান্ পরাশরতনয় ব্যাস এই পর্ব্বে চতুর্দ্দশ সহস্র, সপ্তশত, সপ্ত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর উত্তম অনুশাসনপর্ব্ব জানিবেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথী-তনয় ভীষ্ম হইতে ধর্ম্ম-বিনির্ণয় শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যবহার, বিবিধ দানের পৃথক্‌পৃথক্ ফল, পাত্রবিশেষে দানের উৎকর্ষ বিধি, আচার ব্যবহার নিরূপণ, সত্যের পরাকাষ্ঠা, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, দেশকাল ভেদে ধর্ম্ম-রহস্য, এবং ভীষ্মের স্বর্গপ্রাপ্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম বিনির্ণায়ক বহুবৃত্তান্তযুক্ত ত্রয়োদশ পর্ব্বে একশত, ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে, এবং ইহাতে অষ্টসহস্র শ্লোক রচিত হইয়াছে।

তাহার পর আশ্বমেধিক নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্ব কথিত হইয়াছে। সম্বর্ত্ত ও মরুত্তের উত্তম উপাখ্যান; সুবর্ণকোষ-সম্প্রাপ্তি; পূর্ব্বে অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনঃসঞ্জীবিত পরীক্ষিতের জন্ম; যজ্ঞে অশ্বমোচন করিয়া তদনুগামি অর্জ্জুনের সহিত স্থানে স্থানে অমর্ষণ রাজগণের যুদ্ধ; চিত্রবাহন রাজার পুত্রিকা-চিত্রাঙ্গদার গর্ব্ভসম্ভূত স্বীয় তনয় বভ্রুবাহন-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের জীবন-সংশয় প্রাপণ; অশ্বমেধ মহাযজ্ঞসময়ে নকুলাখ্যান; এই সমস্ত বিষয় মহাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি ইহাতে একশত, তিন অধ্যায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তিনসহস্র, তিনশত, বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাস-নামক পঞ্চদশ পর্ব্ব কথিত হইয়াছে। এইপর্ব্বে গান্ধারীর সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র

ও বিদুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আশ্রম-বাসার্থে অরণ্যে গমন করেন। তাহা দেখিয়া গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণা সাধ্বী কুন্তী, পুত্রের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থিত-ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামিনী হন। তথায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে হত ও লোকান্তরগত পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য বীর রাজগণকে পুনরাগত দেখেন। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদাৎ এই উত্তম ও আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া গান্ধারীর সহিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান্ গবল্গণপুত্র মহাত্মা সঞ্জয় ও বিদুর, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ বৃষ্ণিগণের কুলক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই সকল বৃত্তান্ত মহাদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্যপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও একসহস্র, পঞ্চশত, ছয়শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর দারুণ মৌষলপর্ব্ব শ্রবণ-করুন। যাঁহারা রণস্থলে অনায়াসে অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতেন, সেই সর্ব্বপুরুষপ্রধান যাদবগণ ব্রহ্মশাপরূপ-দণ্ডে নিগৃহীত হইয়া দৈবনির্ব্বন্ধে সাগরকূলে সুরাপান-সভায় পানোন্মত্ত হইয়া পরস্পর এরকাতৃণরূপি-বজ্রাঘাতে আহত হন। এইরূপে রাম কৃষ্ণ, উভয়ে সমুদায় যদুবংশের উচ্ছেদ করিয়া আপনারাও সর্ব্ব সংহারকারি উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। পরে নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া যাদবশূন্য দ্বারকা দর্শনে অতিশয় মনোবেদনা ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের সংস্কার করিয়া সুরাপানসভায় যদুবংশীয় বীরগণের আত্যন্তিক বিনাশ সন্দর্শন করিলেন। পরে তিনি রাম ও কৃষ্ণ এবং যদুবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির শরীরসংস্কার করিলেন, এবং দ্বারকা হইতে আবাল বৃদ্ধ সমুদায় লইয়া আসিবার সময়ে পথিমধ্যে ঘোরতর আপদে পতিত হইয়া স্বীয় গাণ্ডীবধনুর পরাভব ও দিব্যাস্ত্রসকলের অপ্রসন্নতা দর্শন করিলেন। পরে যাদব-যোষাগণের অপহরণ ও পরাক্রমের অনিত্যতা দর্শনে, তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাগমন করত ব্যাস বাক্যানুসারে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের অভিলাষ করিলেন। এই ষোড়শপর্ব্ব মৌষলপর্ব্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী বেদব্যাস এই পর্ব্বে অষ্ট অধ্যায়, ও তিনশত, বিংশতি শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইহার পর মহাপ্রাস্থানিক-নামক সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত আছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীদেবীর সহিত রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন করেন; পরে তাঁহারা লোহিত সাগরকূলে গমন করিয়া অগ্নিকে দর্শন করিলেন। সেই স্থলে অগ্নির আদেশানুসারে অর্জ্জুন সেই মহাপ্রভাব অগ্নিকে পূজা করিয়া দিব্য উৎকৃষ্ট গাণ্ডীবধনুঃ প্রদান করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির সমুদায়ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করত মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া একাকী প্রস্থান করিলেন। এই সপ্তদশ পর্ব্বের নাম মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্ব, ইহাতে তত্ত্বদর্শী মহর্ষি তিন অধ্যায় ও তিনশত, ত্রয়োবিংশতি শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন।

অনন্তর অমানুষ আশ্চর্য্য স্বর্গপর্ব্ব জানিবেন। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ, স্বর্গ হইতে দেবযান উপস্থিত হইলে সদয়হৃদয় হইয়া স্বসমভিব্যাহারি-কুক্কুরকে ত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। মহাত্ম-যুধিষ্ঠিরের এইপ্রকার অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা অবলোকন করিয়া ধর্ম্ম, কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত স্বর্গারোহণ করিলে, দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল; তাহাতে তিনি অতিশয় উৎকট যাতনা প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই নরকে যমের বশবর্ত্তি-স্বীয় ভ্রাতৃগণের করুণ-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ইন্দ্র ও ধর্ম্ম উভয়ে যুধিষ্ঠিরকে "ঐশ্বর্য্য ভোগের এই

কল” ইহা বলিয়া ঐসমস্ত বিষয় দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গার সলিলে স্নানপূর্ব্বক মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত স্থান প্রাপ্তিপূর্ব্বক দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত পূজিত হইয়া পরমানন্দ সন্দোহ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেব স্বর্গারোহণনামক অষ্টাদশ পর্ব্বে এই সমস্ত বিষয় কহিয়াছেন, হে তপোধনগণ! মহাত্মা পরমর্ষি এই পর্ব্বে পঞ্চ অধ্যায় ও দুইশত, নব শ্লোক-রচনা করিয়াছেন।

এইরূপে সমুদায় অষ্টাদশপর্ব্ব কথিত আছে। ইহার পর খিল হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষিব্যাস তাহাতে দ্বাদশসহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের এই সমস্ত পর্ব্বসংগ্রহ কহিলাম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত মহাদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

যে ব্রাহ্মণ, চতুর্ব্বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষৎ-সমুদায় বিজ্ঞাত আছেন, অথচ এই মহাভারতীয় আখ্যান জানেন না, তাঁহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না। অপরিমিতবুদ্ধি-ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক এই মহাভারত অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র ও অতি বিস্তৃত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন পুংস্কোকিল কূজিত শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দশ্রবণে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য কিছু শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যেমত পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধলোকের উৎপত্তি হয়, সেই রূপ শ্রেষ্ঠতম এই ইতিহাস হইতে কবিত্ববুদ্ধি জন্মে। যেমত জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রজা অন্তরীক্ষের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ সমুদায় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্গত। যেমত আশ্চর্য্য মনঃক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ, সেইরূপ এই আখ্যান দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়ার ও শমদমাদিগুণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে। যেমত আহার ব্যতীত শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই আখ্যানের আশ্রয়ব্যতীত ভূমণ্ডলে কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই। যেমত অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্য সদ্বংশসম্ভূত ভূপালকেই অবলম্বন করে, সেইরূপ কবিবরেরা কবিত্বশক্তির উৎকর্ষ সাধনার্থ এই মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। যেমত অন্যান্য আশ্রম সদাচারযুক্ত গৃহস্থাশ্রমের তুল্য হইতে পারে না, সেইরূপ কোন কবিকৃত কাব্যই এই কাব্যের সদৃশ হইতে পারিবেক না। তোমরা সর্ব্বদা উদ্যোগী হও, এবং সতত তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, যেহেতু সেই এক ধর্ম্মই পরলোকে বন্ধু, অর্থ ও স্ত্রীপ্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসকল সুচতুর ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইলেও কখন আত্মীয় ও স্থিরতর হয় না। মহাভাগ্যদ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুট-বিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক ও পরমকল্যাণ-দায়ক এই মহাভারতপাঠকালে যিনি তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুষ্করতীর্থোদকে অভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়দ্বারা যেসকল পাপাচরণ করেন, সায়ংকালে মহাভারত-নামকীর্ত্তন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন, আর রজনীতে কায়মনোবাক্যদ্বারা যে পাপ করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত-নামকীর্ত্তনে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। যিনি সুবহুশ্রুত ও বেদবিদ্ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত শতসংখ্য গোদান করেন, এবং যিনি নিরন্তর পবিত্র ভারতকথা শ্রবণ করেন, সেই দুইজনেরই তুল্য ফল হয়। যেমত মনুষ্যেরা অর্ণবযানদ্বারা পরমসুখে বিস্তীর্ণ সমুদ্রপার হইতে পারে, সেইরূপ অগ্রে এই পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করিলে ইহাদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট মহার্থযুক্ত এই মহদাখ্যান-সাগর সুখে পার হওয়া যায়।

আদিপর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায় ও পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, শ্রুতসেন উগ্রসেন ও ভীমসেন, এই তিন ভ্রাতার সহিত পরীক্ষিৎপুত্র-

জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে এক কুক্কুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে জননীর সমীপে উপস্থিত হইল। জননী তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কে তোমাকে আঘাত করিয়াছে? জননীকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সারমেয় উত্তর করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে মারিয়াছেন। তাহার মাতা কহিল, বোধ হয় তুমি সেখানে কোন অপরাধ করিয়া থাকিবে, তাহাতেই তাঁহারা আঘাত করিয়াছেন। সারমেয় পুনরায় কহিল, না, আমি কোন অপরাধ করি নাই, যজ্ঞের ঘৃতও জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করি নাই, এবং তাহাতে দৃষ্টিপাতও করি নাই। তাহার মাতা ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইল, এবং যেস্থলে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া রোষপ্রকাশ-পুরঃসর জনমেজয়কে কহিল, আমার এই পুত্র তোমাদের নিকটে কোন অপরাধ করে নাই, যজ্ঞীয় ঘৃতও অবলেহন করে নাই, এবং তাহা দর্শনও করে নাই, তবে তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ? তাঁহারা কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতে সরমা তাঁহাদিগকে কহিল, যেহেতু তোমরা অনপরাধি-মৎপুত্রকে প্রহার করিয়াছ, অতএব তোমাদের অলক্ষিতভয় উপস্থিত হইবেক। দেবশুনী সরমা এইপ্রকার শাপপ্রদান করিলে জনমেজয় অতিশয় ত্রস্ত ও বিষণ্ণ হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, যিনি সরমাশাপমোচন করিতে পারেন, এরূপ অনুরূপ পুরোহিতের অন্বেষণার্থ হস্তিনাপুরে আসিয়া জনমেজয় যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া আপন রাজ্যমধ্যেই কোন এক প্রদেশে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রবা নামে এক ঋষি বাস করেন, তাঁহার সোমশ্রবা নামে পরমতেজস্বী এক পুত্র ছিলেন। পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয় সেই ঋষিপুত্রের নিকটে গমন করিয়া পৌরোহিত্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার পিতাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনকার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। জনমেজয় এরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি কহিলেন, হে জনমেজয়! আমার এই পুত্র মহাতপস্বী, সর্ব্বদা বেদাধ্যয়নে রত ও মদীয় তপোবীর্য্যসম্পন্ন। এক সর্পী আমার শুক্রপান করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তোমার সমুদায় শাপমোচন করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল মহাদেবশাপ-নিবারণ করিতে পারিবেন না। ইহাঁর এক নিগূঢ় নিয়ম আছে যে, কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর নিকটে যাহা যাচ্ঞা করিবেন, ইনি তাহাই তাঁহাকে দান করিবেন; যদি তুমি ইহাতে সাহস করিতে পার তবে আমার এই পুত্রকে লইয়া যাও। ঋষি এরূপ কহিলে রাজা জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভগবন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাই হইবেক। পরে তিনি পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে আসিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, এই ঋষিকুমারকে আমি পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাহা কহিবেন, তোমরা তাহা বিনা বিচারে তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ এরূপ আদিষ্ট হইয়া ঋষিকুমারের আজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতৃগণকে ঐরূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, এবং সেই দেশকে আপন বশীভূত করিয়া লইলেন।

যখন রাজা জনমেজয় তক্ষশিলাদেশ জয় করেন, সেই সময়ে আয়োদধৌম্য-নামক যে এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও বেদ এই তিনজন শিষ্য হইলেন। ঋষি একদা পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে "বৎস আরুণে! তুমি ক্ষেত্রে গমন

করিয়া তাহার আলিবন্ধন কর,” এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আরুণি গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তথায় গিয়া বহুক্লেশ-স্বীকার করিয়াও আলিবন্ধন করিতে পারিলেন না, পরিশেষে এক উপায় স্থির করিলেন, অর্থাৎ কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকিলেন, তিনি শয়ন করিলে জলের গতিরোধ হইল।

অনন্তর একদিন আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গমন করিয়াছে ? শিষ্যগণ উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আপনিই তাঁহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চল, যেখানে আরুণি গমন করিয়াছে, আমরা সকলে সেইস্থানেই যাই। পরে তিনি কেদারখণ্ডের নিকটে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস পাঞ্চাল্যআরুণে ! কোথায় আছ ? আগমন কর। আরুণি উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করত সেই কেদারখণ্ড হইতে সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্ ! আমি এই আসিয়াছি, আপনার কেদারখণ্ডের জল নির্গত হইতেছিল, কোনমতেই তাহার রোধ করিতে পারি নাই, পরিশেষে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই জলনিঃসরণ-রোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আপনকার শব্দশ্রবণে সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইলাম এবং অভিবাদন করিতেছি, আপনি আজ্ঞাকরুন, এক্ষণে কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবেক। আরুণির বাক্যাবসানে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস ! কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহা বলিয়া উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি কায়মনোবাক্যে আমার আজ্ঞা-প্রতিপালন করিয়াছ, অতএব তোমার মঙ্গল হইবে, এবং সমুদায় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার মনে প্রকাশমান থাকিবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

আয়োদধৌম্যের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম উপমন্যু। উপাধ্যায় তাঁহাকে “ বৎস উপমন্যো ! তুমি গোরক্ষা কর, ” এই বলিয়া গো-রক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের বচনানুসারে গোরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন সমস্ত দিবস গো-রক্ষা করিয়া সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমনপূর্ব্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিতেন। একদিবস উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন, বৎস উপমন্যো ! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকলেবর দেখিতেছি, তুমি কিরূপে আহারবৃত্তি নির্ব্বাহ করিয়া থাক ? উপমন্যু কহিলেন, আমি ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করি, উপাধ্যায় বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিও না। উপাধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, তৎসমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিতেন, উপাধ্যায় তাঁহার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে তিনি ইহাই হউক বলিয়া গো-রক্ষা করিতে যাইতেন। এইরূপে উপমন্যু প্রত্যহ সমস্তদিবস গো-রক্ষা করিয়া রাত্রিকালে গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিতেন। উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে সেইরূপ স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যো ! তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, এক্ষণে কিরূপে তোমার আহারবৃত্তি-নির্ব্বাহ হয় ? উপমন্যু কহিলেন, আমি পূর্ব্বকৃত ভিক্ষান্ন আপনাকে সমর্পণ করিয়া আর একবার ভিক্ষা করি, তাহাতেই আমার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসি-ব্যক্তির উপযুক্ত নহে, ইহাতে অন্য ভিক্ষোপজীবি-ব্যক্তির বৃত্তিহানি হয়, এরূপ করাতে তোমার অতিশয় লোভ প্রকাশ পাইতেছে। উপমন্যু “ আর এরূপ করিব না ” বলিয়া পূর্ব্ববৎ গো-রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং

সমস্তদিন গো-রক্ষা করিয়া সায়ংকালে গুরুগৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নমস্কার করিতেন। উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে সেইরূপ স্থূলদেহ দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস উপমন্যো! তুমি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, পুনর্ব্বারও ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ পুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণ কি আহার করিয়া থাক? উপমন্যু কহিলেন, এই গোসকলের দুগ্ধপান করত জীবন-ধারণ করি, উপাধ্যায় কহিলেন, আমি তোমাকে গো-দুগ্ধপান করিতে অনুমতি করি নাই, আমার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে তোমার দুগ্ধপান করা উচিত হয় না। উপমন্যু তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গো রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার গুরুগৃহে আসিয়া পূর্ব্ববৎ গুরুকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যো! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও কর না, দুগ্ধও পান কর না, তথাপি বিলক্ষণ পুষ্ট আছ, এখন কিরূপে আহারবৃত্তি-নির্ব্বাহ করিয়া থাক? উপাধ্যায় এরূপ কহিলে উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ যখন মাতৃস্তন্যপান করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে যে ফেন নির্গত হইয়া পতিত হয়, আমি তাহাই পান করিয়া জীবনধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, গুণবান্ এই সমস্ত বৎস তোমার প্রতি দয়া করিয়া প্রভূততর ফেন উদ্গিরণ করে, তুমি ফেনপান করিয়া বৎসগণের বৃত্তিরোধ করিতেছ, অতএব তোমার ফেনপান করাও কর্ত্তব্য নহে। উপমন্যু তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করত পুনর্ব্বার গো-রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে ভিক্ষান্ন ভোজন করেন না, পুনর্ব্বার ভিক্ষাও করেন না, দুগ্ধপান করেন না, উদ্গীর্ণফেনও পান করেন না, পরে একদা তিনি অরণ্যমধ্যে অতিশয় ক্ষুধায় কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষন করিলেন। ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণবিপাক, সেই অর্কপত্র ভক্ষণকরাতে উপমন্যুর নেত্রের দোষ জন্মিল; তিনি তাহাতেই অন্ধ হইলেন, পরে অন্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপমধ্যে পতিত হইলেন। দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি যখন উপমন্যু গৃহে আসিলেন না, তখন উপাধ্যায় শিষ্যগণকে কহিলেন, "উপমন্যু কেন আসিতেছে না?" শিষ্যগণ কহিলেন, উপমন্যু বুঝি গো-রক্ষার নিমিত্ত বনে গমন করিয়াছে। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি উপমন্যুর সমুদায় আহারের প্রতিষেধ করিয়াছি, তাহাতে সে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়াছে, সেই নিমিত্ত এখনও আসিতেছে না, অতএব তাহাকে অন্বেষণ করা উচিত। ইহা বলিয়া শিষ্যগণের সহিত অরণ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভোবৎস উপমন্যো! কোথায় আছ? আইস। উপমন্যু গুরুবাক্য-শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি এই কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে পতিত হইলে? উপমন্যু বলিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতেই কূপে পড়িয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব কর, তাঁহারা দেবচিকিৎসক, তোমাকে চক্ষুষ্মান্ করিবেন। উপাধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে উপমন্যু ঋগ্বেদ-বিহিত বাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে, এবং হিরণ্যগর্ভরূপে পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিলে; তোমরাই বিচিত্র প্রপঞ্চাকারে প্রকাশমান হইতেছ; দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদের ইয়ত্তা করা যায় না, একারণ আমি বাক্য ও তপস্যাদ্বারা তোমাদিগকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা বৃত্তি ও চৈতন্যরূপে দ্যোতমান হইতেছ; শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে আরোহণ করিয়াছ, এবং প্রকৃতিগত বিক্ষেপনী-শক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতেছ; তোমরা সত্ত্ব রজঃ তমঃ

এই গুণত্রয়ের অতীত এবং বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছ। তোমরা জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গরহিত পরব্রহ্মস্বরূপ ও লয়প্রাপ্ত-জগতের অধিষ্ঠান এবং ভ্রম ও ক্ষয়শূন্য হইয়াছ; তোমরা শোভন-নাসিকাযুক্ত অর্থাৎ শরীরধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়াও কালকে জয় করিয়াছ; তোমরা দিবাকর সৃষ্টি করিয়া দিবা ও রজনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণ তন্তুদ্বারা সংবৎসররূপ-বস্ত্র বয়ন করিতেছ। তাহাতেই কর্ম্মফলোপভোগের নিমিত্ত লোকের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছ। জীবরূপা পক্ষিণী পরমাত্মার কালশক্তিদ্বারা গ্রস্ত হওয়াতে তাহার মোক্ষরূপ-মহৎসৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমরা অশ্বিনীকুমার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছ। রাগাদি বিষয়াক্রান্ত অত্যন্ত মূঢ় পুরুষেরা যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের অধীনে বদ্ধ থাকে, সেপর্য্যন্ত সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত তোমাদিগকে শরীরী বোধ করে। অহোরাত্রিরূপ ত্রিশত ষষ্টিসংখ্যধেনু সর্ব্বোৎপাদক ও সর্ব্বসংহারক সংবৎসররূপ যে এক বৎস প্রসব করে, এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা যে বৎসদ্বারা নানা ক্রিয়াতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ-দুগ্ধদোহন করেন, তোমরা সেই বৎসের উৎপাদক হইয়াছ। সংবৎসররূপ যে এক চক্রনাভিতে অহোরাত্ররূপ সপ্তশত, বিংশতি অর, দ্বাদশমাসরূপ প্রধিকে আশ্রয় করিয়া আছে, তোমরা সেই অনিয়ত মায়াময় অক্ষয় কালচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, ঐ কালচক্র ইহ ও পরলোকস্থ সমুদায় প্রজাকেই স্পর্শ করিতেছে। মেষাদি রাশিরূপ দ্বাদশ অর, ঋতুরূপ ছয় নাভি ও সংবৎসররূপ এক অক্ষবিশিষ্ট এবং কর্ম্মফলরূপ আধারযুক্ত যে এক চক্র রহিয়াছে, কালাধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও যাহাতে স্থিত আছেন, তোমরা আমাকে সেই কালচক্র হইতে মুক্ত কর, আমি জন্মাদি দুঃখে অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। তোমরা বিষয়াদি সমুদায় প্রপঞ্চাত্মক, তোমরাই কর্ম্মফলস্বরূপ, তোমরাই আকাশাদির লয়ের কারণ, তোমরাই অনাদি অবিদ্যাদোষে ভোগ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়-সংযোগদ্বারা পরমহর্ষে ভ্রমণ করিতেছ, অথচ তোমরাই পরব্রহ্মস্বরূপ। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা অগ্রে দশদিক্, সূর্য্য ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিয়াছ; সেই সূর্য্যকৃত-দিক্কালানুসারে ঋষিগণ বেদবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, এবং দেবগণ ও মনুষ্যগণ আপন আপন অধিকারানুসারে ঐশ্বর্য্যভোগ করেন। তোমরা পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা নানারূপ বস্তু উৎপাদন করিয়াছ, এবং তাহাতেই এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাণিগণ দেহ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিরূপ বিকারের অনুগত হইয়া বিষয়-ভোগ করিতেছে, এবং দেবতা মনুষ্য ও পশ্বাদি সকলেই এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে। হে প্রসিদ্ধ অশ্বিনীকুমার-যুগল! আমি তোমাদিগকে পূজা করি, এবং তোমাদিগের সৃষ্ট অনন্ত আকাশের কার্য্যসকলকেও পূজা করি। কর্ম্মফল ব্যতিরেকে দেবতারাও কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; তোমরা সেই কর্ম্মফলের উৎপাদক ও নিত্যমুক্ত। তোমরা সূর্য্যরূপে রশ্মিদ্বারা জলরূপ গর্ব্ভধারণ কর, সেই রশ্মি জীবনহীন হইয়াও গর্ব্ভধারণ করিয়া প্রসব করে, সেই জলরূপ-গর্ব্ভ মেঘ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ভূলোকব্যাপী হইয়া উঠে। লোকের জীবনের নিমিত্ত তোমরাই সেই জীবন-রূপ গর্ব্ভত্যাগ করিয়া থাক।

উপমন্যু এইরূপ স্তব করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমরা তোমার স্তবে প্রীত হইয়াছি, তোমাকে পিষ্টক প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ কর। অশ্বিনীকুমার-কর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনারা কখন অনৃত বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া এই পিষ্টক-ভক্ষণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদের স্তব করিয়াছিলেন, আমরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ অপূপ প্রদান করাতে তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়াই তাহা

ভক্ষণ করিয়াছিলেন; তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্যু উত্তর করিলেন, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের নিকটে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, গুরুকে নিবেদন না করিয়া কখনই আমি এই অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, তোমার এতাদৃশ অবিচলিত গুরুভক্তি থাকাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার গুরুর কৃষ্ণলৌহময় দন্ত, কিন্তু তোমার হিরণ্ময় দন্ত হইবেক, অর্থাৎ তোমার গুরু, শিষ্যগণের প্রতি যেমত নির্দয় ব্যবহার করেন, তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়াবান্ হইবে। বৎস! তোমার উত্তম চক্ষুঃ হইবেক ও তুমি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে।

অশ্বিনীকুমারেরা এইরূপ বরপ্রদান করিলে উপমন্যুর উত্তম চক্ষুঃ হইল। পরে তিনি উপাধ্যায়ের সম্মুখে আগমন করিয়া নমস্কার করিলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। উপাধ্যায় তাহা শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীত হইয়া বলিলেন, অশ্বিনীকুমারেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহাই হইবেক, তুমি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, এবং সমুদায় বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার স্মৃতিপথে প্রতিভাত থাকিবে। গুরুভক্ত উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

উক্ত আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন যে, বৎস বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হইবেক। বেদ তথাস্তু বলিয়া বহুকাল গুরুকুলে থাকিয়া গুরুশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায়, বলীবর্দ্দের ন্যায় নিত্য তাঁহার উপর নানাপ্রকার ভারার্পণ করিতেন; তিনিও শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদায় দুঃখ সহ্য করিয়া এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূল না হইয়া বহুকাল-পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষা করিলেন। বহুকাল পরে উপাধ্যায় তুষ্ট হইলেন, তাহাতেই বেদ কল্যাণ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল। তিনি উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লইয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন।

স্বগৃহে বাসকালে তাঁহার তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যগণকে "কর্ম্ম কর বা গুরুশুশ্রূষা কর" কিছুই বলিতেন না, কারণ তিনি গুরুকুলবাসের দুঃখ বিলক্ষণরূপেই জানিতেন, সুতরাং শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না। একদা জনমেজয় ও পৌষ্য এই দুইজন ক্ষত্রিয় আসিয়া বেদকে উপাধ্যায়ত্বে বরণ করিলেন। বেদ একদা যাজন-কার্য্যোপলক্ষে গমন কালে উতঙ্ক-নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, হে উতঙ্ক! আমি ইচ্ছা করি, আমার অনুপস্থিতিকালে গৃহে যে বিষয়ের অপ্রতুল হয়, তুমি তাহা পূরণ করিয়া দিও। বেদ উতঙ্ককে এই আজ্ঞা করিয়া প্রবাসে গমন করিলেন। গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ-উতঙ্ক গুরু-নিয়োগানুষ্ঠান করিয়া গুরুকুলে বাস করিতে লাগিলেন। সেইসময়ে এক দিবস উপাধ্যায়ের গৃহস্থিত স্ত্রীগণ একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন, তোমার উপাধ্যায়ও গৃহে নাই, বিদেশে গমন করিয়াছেন, অতএব যাহাতে ইহাঁর ঋতু বন্ধ্য না হয়, তাহাই তুমি কর, কারণ ইনি অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছেন। উতঙ্ক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিব না, উপাধ্যায় আমাকে এমত আদেশ করেন নাই যে, "তুমি দুষ্কর্ম্মও করিবে"।

কিয়ৎকালপরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিলেন, এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? তুমি ধর্ম্মানুসারে আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, অতএব আমাদের পরস্পর প্রীতি বর্দ্ধিতা হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি গৃহে

গমন কর, তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবেক। উপাধ্যায় এরূপ কহিলে উতঙ্ক কহিলেন, আমি আপনকার কি প্রত্যুপকার করিব? কথিত আছে, যিনি বিদ্যাদান করিয়া দক্ষিণাগ্রহণ না করেন, এবং যিনি ধর্ম্মতঃ বিদ্যাঅধ্যয়ন করিয়া দক্ষিণাপ্রদান না করেন, সেই উভয়ের মধ্যে এক জন মৃত হন, ও পরস্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, অতএব আপনি অনুজ্ঞা করিলে আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে যত্নবান্ হই। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তবে কিছুদিন আমার গৃহে বাস কর, পরে বলিব।

কিয়দ্দিনপরে উতঙ্ক উপাধ্যায়কে কহিলেন, আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনি তুষ্ট হইবেন, আমি তাহা আহরণ করি। উতঙ্ক এরূপ প্রার্থনা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তুমি পুনঃপুনঃ আমাকে কহিতেছ যে, গুরুদক্ষিণা দিব, অতএব তুমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর যে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কি আহরণ করিতে হইবে? তিনি যাহা কহিবেন তাহাই আহরণ করিও। উপাধ্যায় এরূপ আদেশ করিলে উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি আপনার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা আহরণ করিয়া উপাধ্যায়ের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াই গৃহে গমন করিতে অভিলাষ করি। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত কি আহরণ করিব? উতঙ্ক এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! পৌষ্যরাজের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক ধৃত কুণ্ডল-দ্বয় ভিক্ষা করিয়া আনয়ন কর। আগামি চতুর্থ দিবসে পুণ্যক-নামক ব্রতোপলক্ষে উৎসব হইবেক; আমি সেইদিন ঐ দুই কুণ্ডল-দ্বারা অলঙ্কৃতা ও শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি এই কর্ম্মই সম্পন্ন কর, এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবেক, ইহার অন্যথা হইলে আর কিছুতেই শ্রেয়ো নাই। উপাধ্যায়ানী এরূপ আদেশ করিলে উতঙ্ক সেই কুণ্ডল আনিতে প্রস্থান করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একজন বৃহদাকার পুরুষ এক বৃহৎ প্রমাণ-বৃষভের উপর উপবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি উতঙ্ককে দেখিয়া কহিলেন, অহে উতঙ্ক! এই বৃষভের এই পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক পুরীষ-ভক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, উতঙ্ক! ভক্ষণ কর, বিচার করিও না, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ও ইহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তচ্ছ্রবণে উতঙ্ক সম্মত হইয়া বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিয়া উত্থান-পূর্ব্বক ভ্রমবশতঃ পথে চলিতে চলিতেই আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পৌষ্যনামক ক্ষত্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি আসনে অধ্যাসীন আছেন। উতঙ্ক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, আমি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার নিমিত্ত আপনকার নিকটে আসিয়াছি। পৌষ্য অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনকার ভৃত্য পৌষ্য, কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, আমি গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি, আপনার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, আপনি তাহা দান করুন। পৌষ্য কহিলেন, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার পত্নীর নিকটে যাচ্ঞা করুন। তাহা শুনিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পৌষ্যপত্নীকে দেখিতে না পাইয়া পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমাকে এরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে আপনকার ধর্ম্মপত্নী নাই; থাকিলে দেখিতে পাইতাম। পৌষ্য ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! স্মরণ করিয়া দেখুন, অবশ্য আপনি উচ্ছিষ্টমুখ আছেন। উচ্ছিষ্টদ্বারা অশুচি ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি পতিব্রত পরায়ণা,

তন্নিমিত্তই অশুচি-ব্যক্তির দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত হয়েন না। পৌষ্য এরূপ কহিলে উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, হাঁ আমি আসিবার কালে সহসা উত্থিত হইয়া গমন করিতে করিতেই আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ্য কহিলেন, আপনকারই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, গমন করিতে করিতে বা উত্থিত হইয়া আচমন করা বিধেয় নহে। উতঙ্ক তাঁহাকে "যথার্থ কহিয়াছেন" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করত নিঃশব্দে তিনবার ফেনরহিত অনুষ্ণ হৃদয়পর্য্যন্ত-প্রবেশযোগ্য জলপান করিয়া দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জন ও বিহিত ইন্দ্রিয়গণ-স্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় ক্ষত্রিয়াকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্য-বনিতা উতঙ্ককে দেখিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক নমস্কার ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবেক? উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত আমি আপনার এই কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে দান করুন। তাঁহার এই গুরুভক্তি দেখিয়া পৌষ্যপত্নী অতিশয় প্রীতা হইলেন, এবং "ইনি অতি সৎপাত্র, ইহাঁর প্রার্থনা ভঙ্গ করা উচিত নয়" এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে কুণ্ডল-মোচন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং কহিয়া দিলেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলদ্বয় অতিশয় প্রার্থনা করেন, অতএব অতিসাবধানে ইহা লইয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবতি! আপনার কোন চিন্তা নাই, তক্ষক আমার নিকট হইতে কুণ্ডল লইতে সমর্থ হইবেক না। ইহা কহিয়া পৌষ্য-বনিতাকে সম্ভাষণ করিয়া পৌষ্যের সমীপে আগমন করিলেন এবং কহিলেন, ভো পৌষ্য! আমি পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। পৌষ্য তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র পাওয়া যায় না, আপনিও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতিথি উপস্থিত আছেন, অতএব শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। উতঙ্ক উত্তর করিলেন, অপেক্ষা করিতেছি, আপনি যে অন্ন উপস্থিত আছে তাহা শীঘ্র আনয়ন করুন। পৌষ্য তাহা স্বীকার করিয়া উপস্থিত অন্ন আনিয়াই তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক শীতল ও কেশযুক্ত-অন্ন দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া পৌষ্যকে কহিলেন, যেহেতু তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিয়াছ, অতএব তুমি অন্ধ হইবে। পৌষ্য কহিলেন, তুমি অদূষ্য অন্নে দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে। উতঙ্ক কহিলেন অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া প্রতিশাপ দেওয়া উচিত নহে, এই অন্ন অশুচি কি না, তাহা আপনিই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, ইহা শুনিয়া পৌষ্য সেই অন্ন দেখিয়া তাহার অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিলেন।

অনন্তর সেই অন্ন মুক্তকেশীস্ত্রী-কর্ত্তৃক আনীত ও শীতল এবং কেশযুক্ত, অতএব অশুচি ইহা জানিতে পারিয়া পৌষ্য, উতঙ্কঋষিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ও বিনয়বচনে কহিলেন, ভগবন্! জানিতে না পারিয়াই শীতল ও সকেশ অন্ন আনিয়াছি, এক্ষণে আপনকার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমি অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন, আমার কথা মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হইয়া অতিশীঘ্র চক্ষুষ্মান্ হইবেন। আপনি আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা যেন আমার না হয়। পৌষ্য কহিলেন, আমি শাপ-প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ নহি, এখন পর্য্যন্তও আমার ক্রোধশান্তি হয় নাই, আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীত তুল্য, অল্পেই দ্রবীভূত হয়, এবং বাক্য তীক্ষ্ণধারক্ষুরের সদৃশ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এ উভয়ই বিপরীত, অর্থাৎ বাক্য নবনীত তুল্য কোমল ও হৃদয় তীক্ষ্ণধারক্ষুরের তুল্য। অতএব জাতিসিদ্ধ-তীক্ষ্ণহৃদয়তা-প্রযুক্ত সেই শাপের অন্যথা করিতে পারিব না, আপনি গমন করুন। উতঙ্ক কহিলেন, আপনি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ

করিয়া আমার অনুনয় করিয়াছেন, পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন যে, " দোষস্পর্শ-শূন্য অন্নে অশুচিত্ব দোষারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে," এক্ষণে যখন অন্নে দোষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তখন ঐ শাপ আমাকে লাগিবে না, এক্ষণে আমি চলিলাম, ইহা বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন নগ্ন ক্ষপণক মুহুর্মুহুঃ দৃশ্য ও মুহুর্মুহুঃ অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছে। অনন্তর উতঙ্ক ভূমিতে সেই কুণ্ডলদ্বয় রাখিয়া উদক-ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে ঐ ক্ষপণক ত্বরা-পূর্ব্বক আসিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া ধাবমান হইল। উতঙ্ক উদককার্য্য-সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেবতা ও গুরুকে নমস্কার-পূর্ব্বক মহাবেগে ক্ষপণকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যখন তাহার অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাহাকে ধরিলেন। তক্ষক ধৃত হইবামাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বিস্তৃত ভূগর্ত্তে প্রবেশ করিল। অনন্তর সেই মহাগর্ত্তদ্বারা নাগলোকে গমন করিয়া স্বভবনে উপস্থিত হইল। উতঙ্ক পৌষ্যরমণীর বাক্য-স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুগমনার্থ দণ্ডকাষ্ঠদ্বারা সেই বিল খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র, ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন দেখিয়া বজ্রকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, বজ্র! "যাও ঐ ব্রাহ্মণের সাহায্য কর"। অনন্তর বজ্র ঐ দণ্ডকাষ্ঠের অগ্রভাগে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল। উতঙ্ক সেই বিলদ্বারা প্রবেশ-পূর্ব্বক নাগলোকে গমন করিয়া নানাবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, গৃহচূড়া, দ্বার ও নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রীড়াস্থান সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ঐরাবত যে সকল সর্পের রাজা, যাঁহারা রণস্থলে শোভমান এবং বিদ্যুৎপবনতুল্য বেগবান্ হইয়া যেন অস্ত্রদ্বারা বর্ষণ করিতে থাকেন, এরূপ সুরূপ বহুরূপ এবং বিচিত্র কুণ্ডল-বিশিষ্ট ঐরাবতবংশীয় নাগগণ দেবলোকে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আছেন। গঙ্গার উত্তর তীরে বহুসংখ্য সর্পের বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য সেই মহৎনাগগণকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সূর্য্যরশ্মিরূপ সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারে? যখন ধৃতরাষ্ট্র গমন করেন, তখন তাঁহার সহিত অষ্টাবিংশ সহস্র ও অষ্টসংখ্য নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনুগমন করে। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী বা যাঁহারা তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী, ঐরাবতের সেই সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করি। যিনি পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে ও খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন, সেই নাগরাজ তক্ষককে কুণ্ডলের নিমিত্ত স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে পরস্পর নিত্যসহচর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস করিতেন। শ্রুতসেননামক তক্ষকের যে কনিষ্ঠভ্রাতা কুরুক্ষেত্রে নাগশ্রেষ্ঠতা-প্রার্থনা করিয়া সূর্য্যের আরাধনা করত অবস্থিত ছিলেন, আমি সেই মহাত্মাকেও নমস্কার করি। বিপ্রর্ষি-উতঙ্ক ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠগণকে এরূপ স্তব করিয়াও কুণ্ডলপ্রাপ্ত না হওয়ায় অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। তিনি নাগগণের স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল-প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন, দুইস্ত্রী উত্তম বেমাযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহার তন্তুসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। এবং ছয়টি বালক-কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট এক চক্র দেখিলেন, আর এক পুরুষকে ও সুদৃশ্য এক অশ্বকে দর্শন করিলেন। উতঙ্ক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রবাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন।

এই চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত সনাতন চক্রমধ্যে ত্রিশতষষ্টি তন্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে, ছয়জন কুমার ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপা যুবতীদ্বয় এই তন্ত্রে শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র প্রদান করিয়া সতত বস্ত্রবয়ন করত সমস্ত ভূত ও চতুর্দ্দশ ভুবনের পরিবর্ত্তন

করিতেছেন। যে মহাত্মা কৃষ্ণবর্ণবসন-যুগল পরিধান করেন ; যিনি বজ্রধর হইয়া নমুচি ও বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন ; যিনি ত্রিভুবনের রক্ষা করেন ; যিনি লোকে সত্য ও অনৃতের বিভাগ করিয়া থাকেন ; যিনি বৈশ্বানরতুল্য-তেজস্বি সিন্ধুজাত ঘোটককে বাহনরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সেই ত্রিলোকনাথ বিশ্বপতি পুরন্দরকে নমস্কার করি।

উতঙ্ক এইরূপ স্তব করিলে সেই পুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, তোমার এই স্তবে আমি প্রীত হইলাম, তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব ? উতঙ্ক তাঁহাকে কহিলেন, "সমুদায় সর্প আমার বশীভূত হউক"। সেই পুরুষ পুনর্ব্বার উতঙ্ককে কহিলেন, "এইঅশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর"।

উতঙ্ক সেইপুরুষ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলেন ; তাহাতে অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ্র হইতে সধূম-অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অগ্নি-শিখাদ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয়গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে সহসা নির্গত হইয়া উতঙ্ককে কহিল, "আপনি এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন"। উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিলেন, ও তাহা গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অদ্যই উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকব্রত, আমিও বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিরূপে যথাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব"। উতঙ্ক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই পুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "উতঙ্ক ! এই অশ্বে আরোহণ কর, তাহা হইলেই ক্ষণকালের মধ্যে গুরুগৃহে উপনীত হইতে পারিবে"। উতঙ্ক "তথাস্তু" বলিয়া সেই অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক উপাধ্যায়কুলে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক কেশসংস্কার করিতে করিতে, "উতঙ্ক এখনও আসিল না" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে শাপপ্রদান করিতে মানস করিতেছেন, ইত্যবসরে উতঙ্ক উপাধ্যায়-গৃহে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়ানীকে নমস্কার-পূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়ানী উতঙ্ককে কহিলেন, "বৎস উতঙ্ক ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি উত্তমসময়ে আসিয়াছ, ভাগ্যে আমি তোমাকে বিনাপরাধে শাপ দেই নাই, এক্ষণে তোমার শ্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি অভিলষিত-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর"। অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়কে প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক ! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল ? উতঙ্ক উত্তর করিলেন, নাগরাজ তক্ষক আমার কুণ্ডলানয়নে বিঘ্ন করিয়াছিল, আমি তন্নিমিত্ত নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম যে, দুইস্ত্রী তন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহাতে শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণের সূত্র সকল আছে, তাহা কি? আরো দেখিলাম, ছয়জনকুমার-কর্ত্তৃক দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাই বা কি ? এক পুরুষকে দেখিলাম, তিনিই বা কে ? এবং বৃহৎকায় এক অশ্বকে দেখিলাম, সেই বা কে ? পথে গমন করিবার সময় এক বৃষভকে দেখিলাম, তাহাতে এক পুরুষ অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি অনুনয়-পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "উতঙ্ক ! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায়ও ইহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন"। আমি তাঁহার বচনানুসারে ঐ বৃষভের পুরীষভক্ষণ করিলাম, যিনি আমাকে ঐ পুরীষ ভক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন, তিনিই বা কে? আমি আপনার নিকটে এই সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। উতঙ্ক ইহা জিজ্ঞাসা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন, "বৎস ! তুমি যে দুই স্ত্রীকে দেখিয়াছ, তাঁহারা ধাতা ও বিধাতা ; যেসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দেখিয়াছ, সেসকল দিবা ও রাত্রি ; আর যে চক্র দেখিয়াছ তাহা সম্বৎসর ; ও যে ছয় কুমার সেই দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু ; আর

যে পুরুষকে দেখিয়াছ, তিনি ইন্দ্র; যে অশ্বকে দেখিয়াছ, তিনি অগ্নি; পথে গমনকালে যে বৃষভকে দেখিয়াছ, তিনি নাগরাজ ঐরাবত; যিনি তাহাতে অধিরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর তুমি যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত; সেই অমৃত পান করাতেই তুমি নাগলোকে গমন করিয়াও নিধন-প্রাপ্ত হও নাই। সেই ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি তোমার ক্লেশদর্শনে অনুকম্পা-পরবশ হইয়া এরূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি কুণ্ডল লইয়া পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছ। অতএব হে সুশীল! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, গৃহে গমন কর, শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে”।

ভগবান্ উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকটে বিদায়প্রাপ্ত হইয়া তক্ষকের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকাতে তাহার প্রতীকার-বাসনায় হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরে আগত হইয়া মহারাজ জনমেজয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অপরাজিত মহারাজ জনমেজয় ইতিপূর্ব্বে তক্ষশিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তথায় জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক মন্ত্রিমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে আসীন আছেন। এই সময়ে উতঙ্ক তাঁহাকে দেখিয়া অবসর বুঝিয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ-পূর্ব্বক সাধুশব্দযুক্ত সুশোভিত বচনে কহিলেন, হে পার্থিব-সত্তম! তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া তুমি বালকের ন্যায় অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছ। উগ্রশ্রবাঃ কহিতেছেন, উতঙ্ক কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহারাজ জনমেজয় তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, আমি এই প্রজাগণ পালন করিয়া স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছি, এক্ষণে আপনি যদুপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মই কি তাহা আজ্ঞা করুন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিতেছেন, নরনাথের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় পুণ্যশীল দ্বিজোত্তম উতঙ্ক, সেই অহীনকান্তি মহারাজ জনমেজয়কে উত্তর করিলেন, হে নৃপতে! আমি তোমাকে তোমার স্বীয় কার্য্যসাধন করিতেই অনুরোধ করিতেছি। হে মহীপালশ্রেষ্ঠ! যে তক্ষক তোমার পিতাকে হিংসা করিয়াছিল, সেই দুষ্টাত্ম-সর্পের সমুচিত ফল প্রদান কর। হে রাজন্! এই বিধিদৃষ্ট-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমার সেই মহানুভাব জনকের যে অপকার হইয়াছে, তাহার প্রতীকার কর। সেই দুষ্টস্বভাব দুরাত্ম-তক্ষক-কর্ত্তৃক তোমার পিতা বিনা অপরাধে দষ্ট হইয়া বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যে পন্নগাধম তক্ষক বল ও অহঙ্কারে উদ্ধত হইয়া তোমার পিতাকে দংশন করিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে; এবং রাজর্ষি-বংশধর দেবতুল্য মহারাজ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাশ্যপ ধন্বন্তরি আসিতেছিলেন, তাঁহাকেও অর্থদান করিয়া যে পাপাত্মা নিবৃত্ত করিয়াছিল, হে মহারাজ! সেই পাপাত্মাকে সর্প-সত্রানুষ্ঠান করিয়া প্রজ্বলিত-হুতাশনে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য, সুতরাং ত্বরায় তাহার অনুষ্ঠান কর। এরূপ করিলে তোমার পিতার বৈরনির্যাতন এবং আমারও সুমহৎ প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইবেক। হে নিষ্পাপ পৃথিবীপতে! আমি গুর্ব্বর্থ আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে সেই দুরাত্মা আমার মহৎ বিঘ্ন করিয়াছিল।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নৃপতি জনমেজয় ইহা শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘৃতদ্বারা হুতাশন প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ উতঙ্কবাক্য-স্বরূপ-ঘৃতদ্বারা ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পরে অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রিগণকে পিতার স্বর্গ-প্রাপ্তির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি যখন উতঙ্কমুখে পিতার মৃত্যু বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তখনই একেবারে দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায় ও পৌষ্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

লোমহর্ষণপুত্র সৌতি পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বর্ষানুষ্ঠেয় সত্রে অভ্যাগত ঋষিগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? আমি কি বলিব? ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুত্র! আমরা যোগবিষয়ক-কথা-শুশ্রূষু হইয়া তোমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণন করিও। পরন্ত ভগবান্ কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি দেবতা অসুর সম্বন্ধীয় সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, এবং যিনি মনুষ্য উরগ ও গন্ধর্ব্বদিগেরও সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন। বিশেষতঃ যিনি এই যজ্ঞের কুলপতি ও বিদ্বান্, কার্য্যকুশল, ধীসম্পন্ন, কর্ম্মকাণ্ড-বিষয়ক শাস্ত্রে ও উপনিষদে অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শান্তি-নিরত, তপস্বী, ব্রতপরায়ণ, সুতরাং তিনি আমাদের সকলেরই মান্য, অতএব তাঁহার প্রতীক্ষা কর, তিনি পরমাসনে অধ্যাসীন হইয়া যাহা প্রশ্ন করিবেন, তুমি তাহাই বর্ণন করিও। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাই হউক, মহাত্মা গুরু শৌনক উপবিষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিলেই আমি বিবিধ-বিষয়ক কথা কীর্ত্তন করিব।

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনক, বাক্যদ্বারা দেবগণকে ও তোয়দ্বারা পিতৃলোককে তৃপ্ত করিয়া বিধানানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক যে স্থলে উগ্রশ্রবাঃ ও সিদ্ধ ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সভাসদগণ উপবিষ্ট হইলে কুলপতি শৌনক স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আদিপর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, লোমহর্ষণতনয়! পূর্ব্বে তোমার পিতা সমুদায় পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমি কি সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ? পুরাণেতে দেবগণের চরিত ও মহানুভব ব্যক্তিগণের আদিবংশ-বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তোমার পিতার নিকটে আমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, তুমি তাহা কীর্ত্তন কর, আমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি।

সৌতি কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যে সকল বিষয় পুরাণে শ্রবণ করিয়াছেন, ও বৈশম্পায়ন-প্রভৃতি দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যেসকল বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমি সেই সমস্ত বিষয়ই পিতার নিকটে সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছি; হে ব্রহ্মন্! আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। হে ভৃগুনন্দন! ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ ও মরুদ্গণ, যে শ্রেষ্ঠতর ভৃগুবংশের সম্মান করিয়া থাকেন, আমি প্রথমতঃ সেই ভৃগুবংশেরই যথাবৎ কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। শুনিয়াছি মহর্ষি ভৃগু বরুণের যাগানুষ্ঠান-সময়ে স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মকর্ত্তৃক হুতাশন হইতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন। ভৃগুর পরম স্নেহাস্পদ তনয়ের নাম চ্যবন; চ্যবনের ধার্ম্মিক-প্রবর-পুত্রের নাম প্রমতি; প্রমতির ঘৃতাচীজাত ঔরসপুত্রের নাম রুরু; রুরু হইতে প্রমদ্বরার গর্ব্ভে মহাশয়ের পূর্ব্ব পিতামহ বেদবিশারদ, ধর্ম্মশীল, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও মিতাচারী শুনক নামে পুত্র জন্মিয়াছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মহাত্মা ভৃগুনন্দন কিরূপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে অভিলাষ করি, বল।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহর্ষি ভৃগুর অতি প্রিয়তমা ত্রিলোক-বিশ্রুতা পুলোমা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন, তিনি ভর্ত্তৃসহবাসে গর্ব্ভবতী হইলেন, হে ভৃগুনন্দন! ধর্ম্মপরায়ণ অতিযশস্বী ভৃগু, সমস্বভাবা স্বীয় ধর্ম্মপত্নী পুলোমা গর্ব্ভবতী হইলে কোন একদিন স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই সময়ে পুলোমা-নামে এক রাক্ষস তথায় আসিয়া তাঁহার আশ্রমে প্রবিষ্ট

হইল, এবং আশ্রমের মধ্যে অনিন্দিতা রূপবতী ভৃগুপত্নীকে সন্দর্শন করিয়া মনোজ-পীড়ায় বিচেতন-প্রায় হইল। চারুদর্শনা পুলোমা রাক্ষসকে আশ্রমাগত দেখিয়া বন্যফলমূলাদিদ্বারা অতিথি-সৎকার করিলেন। হে ব্রহ্মন্! কামাভিভূত সেই রাক্ষস পরমরূপবতী সেই কামিনীকে দেখিয়া হরণ করিবার মানসে আহ্লাদিত হইতে লাগিল, ও মনে মনে "বুঝি আমার কর্ম্মসিদ্ধ হয়" এরূপ কহিতে লাগিল। কারণ ঐ রাক্ষস সেই চারুহাসিনী কামিনীকে পূর্ব্বে মনে মনে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল, পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্র-বিধানানুসারে ভৃগুকে সম্প্রদান করেন, এই অন্যায় কর্ম্ম রাক্ষসের মনে সদা জাগরূক ছিল, এক্ষণে সময় পাইয়া সে পুলোমাকে হরণ করিতে স্থির করিল। অনন্তর ঐ রাক্ষস অগ্নিগৃহে প্রজ্বলিত হুতাশন দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়াছ, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ করিয়া বল, আমি পূর্ব্বে এই বরবর্ণিনী রমণীকে মনে মনে ভার্য্যার্থ বরণ করিয়াছিলাম, তৎপরে ইহার জনক ইহাকে অন্যায়কারি-ভৃগুকে সম্প্রদান করিয়াছেন, আপনি সত্য করিয়া বলুন, এই নির্জ্জন-স্থানবাসিনী চারুনিতম্বিনী কি ভৃগুর ভার্য্যা? আমি এই আশ্রম হইতে ইহাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করি, কেননা আমি পূর্ব্বে এই সুমধ্যমাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ভৃগু অন্যায় করিয়া ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে ক্রোধরূপ-বহ্নি উদ্দীপিত হইয়া অদ্যাপি আমার হৃদয়দাহ করত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

সৌতি কহিলেন, এইরূপে ঐ রাক্ষস জ্বলিত-জাতবেদাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের অন্তরে পাপ পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছ, অতএব সত্য করিয়া বল, আমার পূর্ব্ববৃতা যে ভার্য্যাকে অন্যায়কারী ভৃগু হরণ করিয়াছে, সেই এই রমণী কি না? হে হুতাশন! তুমি তাহা সত্য করিয়া আমাকে বল, আমি তোমার সমক্ষেই এই ভৃগু-ভার্য্যাকে এই আশ্রম হইতে হরণ করিতে ইচ্ছা করি।

সৌতি কহিলেন, সেই রাক্ষসের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হুতাশন এক পক্ষে মিথ্যাকথন, পক্ষান্তরে ভৃগুর শাপ, এতদুভয় হইতে ভীত হইয়া অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণে মৃদুস্বরে কহিলেন। হে দানবনন্দন! তুমি পূর্ব্বে এই পুলোমাকে বরণ করিয়াছিলে, কিন্তু বেদ-বিধানানুসারে মন্ত্রপূর্ব্বক বরণ কর নাই। ইহার পিতা মহাযশাঃ সৎপাত্রলোভে এই যশস্বিনী কন্যাকে তোমারে না দিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং ভৃগুও বেদ-বিধানানুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, হে দানবশ্রেষ্ঠ! আমি জানি, তুমি পূর্ব্বে যাহাকে বরণ করিয়াছিলে, ইনি সেই পুলোমা, আমি মিথ্যাকথা কহিতে পারি না, কেননা লোকে কখনই মিথ্যাকথার সমাদর নাই।

আদিপর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর সেই রাক্ষস, অগ্নির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপধারণ-পূর্ব্বক বায়ু ও মনের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই পলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। হে ভৃগুকুলতিলক! এমত সময়ে পুলোমার গর্ব্ভস্থ বালক ক্রোধান্ধ হইয়া গর্ব্ভশয্যা হইতে চ্যুত হইলেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। মাতৃগর্ব্ভ হইতে বিনিঃসৃত সেই সূর্য্যসম তেজস্বি-বালককে দর্শন করিবামাত্র রাক্ষস, পুলোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে ভৃগুনন্দন! সেই কৃশদুঃখিতা বরারোহা ভৃগুপত্নী পুলোমা, চ্যবন নামক ভৃগুর সেই ঔরস পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আপন

পুত্রবধূ সেই পরমরূপবতী-ভৃগুভার্য্যাকে রোদন-পরায়ণা ও বাস্পনয়না অবলোকন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তপস্যাভিরত-ভৃগুর ধর্ম্মপত্নী পুলোমা যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বাস্পবারি-বর্ষণদ্বারা তথায় এক মহানদী উৎপন্ন হইল। অশ্রুবিন্দুভবা সেই নদী, বধূর সহিত আশ্রমাভিমুখ-গামিনী হইতেছে দেখিয়া, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন। প্রতাপশালী ভৃগুপুত্র এইরূপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

অনন্তর মহর্ষি ভৃগু, তদবস্থ-চ্যবননামক পুত্র ও পত্নীকে দেখিলেন এবং অতিশয় রোষপরবশ হইয়া পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুর-হাসিনি! তুমি আমার ভার্য্যা কি না তাহা রাক্ষস জানিত না, অতএব সে তোমাকে অপহরণ করিবার মানস করিলে তাহার নিকটে কে তোমার পরিচয় দিয়াছিল? তাহা তুমি যথার্থ করিয়া বল, আমার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইতেছে; আমি তাহাকে অভিসম্পাত করি; কোন্ ব্যক্তি এ অনিষ্টাচরণ করিয়াছে? কেই বা আমার শাপ হইতে ভীত নহে? পুলোমা কহিলেন, হে ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকটে আমার পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাক্ষস কুররীর ন্যায় রোদন-পরায়ণা আমাকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরিশেষে তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ঐ রাক্ষস ভস্মসাৎ হইল, তাহাতেই আমি ঐ দুরাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। সৌতি কহিলেন, ভৃগু পুলোমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধ-পূর্ব্বক "তুমি সর্ব্বভক্ষক হইবে" এই বলিয়া অগ্নিকে শাপপ্রদান করিলেন।

আদিপর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভৃগু শাপ প্রদান করিলে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি সহসা আমার প্রতি এ কি অনুচিত শাপপ্রদান করিলে? আমি সত্যবাক্য জিজ্ঞাসিত হওয়াতে ধর্ম্মানুসারে পক্ষপাতশূন্য হইয়া সত্যই কহিয়াছি, ইহাতে আমার অপরাধ কি? যে সাক্ষী যথার্থ বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও সাক্ষ্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তিও উক্ত পাপে লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মান্য করি, এই নিমিত্ত তাহা দিলাম না। হে ব্রহ্মন্! তুমি সমুদায়ই বিজ্ঞাত আছ, তথাপি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিভেদে অগ্নিহোত্র, সত্র, যজ্ঞ ও গর্ব্ভাধানাদি সমস্ত ক্রিয়াতে অধিষ্ঠান করিতেছি, বেদোক্ত বিধানদ্বারা আমাতে যে হবি আহুত হয়, তদ্দ্বারা দেবলোক ও পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া থাকেন। আমাতে হূয়মান সোমরস হবিঃ ও পয়ঃ প্রভৃতি দ্রব্য, দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়। দেবগণ ও পিতৃগণের নিমিত্ত দর্শ ও পৌর্ণমাসযাগ একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব দেবতাগণ ও পিতৃগণ পরস্পর অভিন্ন। তাঁহারা প্রতি পর্ব্বে কখন একত্র কখন বা পৃথক্পৃথক্রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে হবিঃ হুত হয়, তাহা দেবগণ ও পিতৃগণ ভক্ষণ করেন, সুতরাং আমিই সেই দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ হইয়াছি। অমাবস্যাতে পিতৃগণ ও পূর্ণিমাতে দেবগণ হূয়মান হইয়া মন্মুখ দ্বারাই হবিঃ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষক হইব?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর বহ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র, সত্র, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে প্রজাগণ অগ্নি ব্যতিরেকে ওঙ্কার, বষট্কার, স্বধা ও স্বাহাদি-

বিবর্জিত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহাতে ঋষিগণ অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে দেবগণের নিকটে গমন করিয়া এই বাক্য কহিলেন, "হে পাপস্পর্শ-শূন্য দেবগণ! অগ্নির নাশ হওয়াতে ত্রিলোকস্থিত প্রজাবর্গ অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়া-রহিত হইয়া ইতি-কর্ত্তব্য তাশূন্য হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, কালাতিপাতের সময় নাই।"

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও ব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াকলাপ-লোপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে মহা-ভাগ! কোন কারণ বশতঃ ভৃগু অগ্নিকে "তুমি সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া শাপ-প্রদান করিয়াছেন; যজ্ঞীয় অগ্রভাগভোক্তা হুতভুক্ দেবগণের মুখস্বরূপ হইয়া কিরূপে সর্ব্বলোকে সর্ব্বভক্ষক হইতে পারেন?

বিশ্বসৃক্ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষয়োদয়-রহিত ভূতভাবন-হুতাশনকে আহ্বান করিয়া মনোজ্ঞ-বাক্যদ্বারা কহিলেন, হে হুতাশন! তুমিই সর্ব্বলোকের কর্ত্তা, সংহর্ত্তা, রক্ষিতা ও অগ্নি-হোত্রাদিক্রিয়া-প্রবর্ত্তক, অতএব হে লোকনাথ হুতা-শন! যাহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার লোপ না হয় তাহা কর, তুমি লোকপাল হইয়াও কি নিমিত্ত এমত বিমূঢ় হইতেছ? তুমি পবিত্র ও সর্ব্বলোকের একমাত্র গতি হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্ব শরীর-দ্বারা সর্ব্বভক্ষ হইবে না। হে শিখিন্! তোমার অপানদেশে যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সর্ব্ব-ভক্ষা হইবেক, এবং তোমার যে মাংস-ভক্ষিণী তনু আছে, সেও সর্ব্বভক্ষা হইবেক। যেমন সূর্য্য কিরণদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে বস্তুমাত্রই বিশুদ্ধ হয়, সেই-রূপ তোমার অর্চ্চির্দ্বারা দগ্ধ হইলে সমুদায় বস্তুই পবিত্র হইবেক। হে অগ্নে! তুমি স্বপ্রভাব-বিনির্গত পরমতেজঃস্বরূপ হইয়াছ, অতএব স্বীয় তেজো-দ্বারাই ঋষির শাপকে সত্য কর, এবং তোমার মুখে আহুত দেবগণের ও আপনার ভাগ গ্রহণ কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বহ্নি ব্রহ্মাকে "এবমস্তু" বলিয়া স্বীকার করত তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ গমন করিলেন, এবং দেবগণ ও ঋষিগণও স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়া-কলাপ করিতে লাগিলেন; দেবলোকে দেবগণ এবং পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণিগণ আনন্দ-সন্দোহ-সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। অগ্নিও শাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পূর্ব্ব-কালে এইরূপে ভৃগু হইতে শাপ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। এই অগ্নিশাপ-বিষয়ক ইতিহাস, পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল।

আদিপর্ব্বে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন, সুকন্যানাম্নী ভার্য্যাতে প্রমতি-নামক তেজোরাশি এক মহাত্ম-পুত্র উৎপাদন করিলেন। প্রমতিও ঘৃতাচীর গর্ব্ভে রুরুনামক তনয় জন্মাইলেন। রুরু প্রমদ্বরার গর্ব্ভে শুনক-নামক সন্তান উৎপাদন করেন। হে ব্রহ্মন্! আমি সেই মহাতেজস্বি-রুরুর সমস্ত-চরিত বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বিপ্রর্ষে! পূর্ব্বে বিদ্বান্ তপঃপরায়ণ ও সর্ব্বভূত-হিতৈষী স্থূলকেশ নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, তৎকালে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সহবাসে মেনকা নাম্নী অপ্সরাঃ গর্ব্ভবতী হইয়াছিল। অনন্তর নির্দ্দয়া নিরপত্রপা মেনকা যথাকালে গন্ধর্ব্বরাজের ঔরস-জাত সেই গর্ব্ভ, স্থূলকেশ ঋষির আশ্রম-সন্নিহিত-নদীতীরে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পরে সেই তেজস্বী স্থূলকেশ ঋষি, নদীতীরে নির্জ্জনে পরি-ত্যক্তা, বন্ধুবর্জ্জিতা, পরমসুন্দরী দেবকন্যা-সদৃশী সেই কন্যাকে দেখিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ স্থূলকেশ, সদ্যঃ-প্রসূতা সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই বরারোহা কন্যা ঋষির পবিত্র-আশ্রমপদে বৃদ্ধি প্রাপ্তা হইতে লাগিল। মহাভাগ মহর্ষি স্থূলকেশ যথাক্রমে বিধিপূর্ব্বক

সুতনির্ব্বিশেষে তাহার জাতকর্ম্মাদি-ক্রিয়া সমাধান করিলেন। সেই কন্যা সত্ত্ব, রূপ, গুণাদিতে সমুদায় প্রমদা হইতে শ্রেষ্ঠা হইল, এই নিমিত্ত মহর্ষি তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

অনন্তর একদা ধর্ম্মশীল রুরু সেই আশ্রমে প্রমদ্বরাকে সন্দর্শন করিয়া মদনাভিভূত-চিত্ত হইলেন। পরে রুরু আপন প্রিয়-বয়স্যদ্বারা নিজ পিতার নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রমতিও যশস্বি-স্থূলকেশের নিকটে সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। প্রমদ্বরার পিতা স্থূলকেশ রুরুর নিমিত্ত সেই কন্যা প্রদান করিলেন। উত্তর ফল্গুনী-নক্ষত্রে তাঁহাদের বিবাহের দিনস্থির হইল। অনন্তর বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্বে অসামান্য রূপবতী সেই কন্যা সখীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার ক্রীড়াস্থানে বক্রভাবে এক দীর্ঘসর্প শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু প্রমদ্বরা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল-প্রেরিতের ন্যায় সেই ভুজঙ্গের উপর পাদক্ষেপ করিল, সর্পও সেই অনবহিতা বালিকার অঙ্গে বিষাক্ত দন্তদ্বারা দংশন করিল। প্রমদ্বরা সর্পকর্ত্তৃক দষ্টা হইবামাত্র বিবর্ণা, শ্রীশূন্যা, মুক্তকেশী, ভ্রষ্টাভরণা, অচেতনা, অদর্শনীয়া ও বিগতপ্রাণা হইয়া সহসা ভূমিতলে পতিত ও বন্ধুগণের শোকদায়িনী হইল। সর্পবিষে জর্জ্জরিতা সেই বালিকাকে যেন ভূমিশয্যায় নিদ্রিতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং মৃতা হইয়াও সেই তনুমধ্যমা পুনর্ব্বার সুন্দর শোভা ধারণ করিল। স্থূলকেশ ও অন্যান্য তপস্বিগণ পদ্মিনীর ন্যায় ভূতলে পতিতা ও সংজ্ঞাহীনা সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া তৎসন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, মহাযশস্বী ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আর্ষ্টিষেণ, গৌতম, প্রমতি, তৎপুত্র রুরু ও অন্যান্য বনবাসিগণ আসিয়া সেই কন্যাকে ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিতা ও গতপ্রাণা দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রুরু অতিশয় শোকাকুল হইয়া সেস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আদিপর্ব্বে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সেইস্থলে উপবিষ্ট হইলে রুরু অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া নিবিড়-অরণ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং অতিশয় শোকে অভিভূত হইয়া করুণস্বরে বহুবিলাপ করত প্রণয়িনী প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া শোকপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—আমার শোকবর্দ্ধিনী সেই কৃশাঙ্গী মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আছে, আমার ও বান্ধবগণের ইহার পর আর দুঃখ কি আছে! যদি আমি দান ও গুরুজনের উত্তম পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার প্রিয়া জীবিতা হউক, এবং যদি আমি জন্মপ্রভৃতি ব্রতনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকি, তবে অদ্যই এই সুন্দরী প্রমদ্বরা উত্থিতা হউক।

অরণ্যমধ্যে রুরু, ভার্য্যার নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্ রুরো! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যাহা যাহা বলিতেছ সকলই মিথ্যা, যেহেতু যাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, সে কখনই পুনর্জীবিত হয় না। এই অপ্সরার গর্ব্ভজাত গন্ধর্ব্বকন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব হে বৎস! তুমি শোক হইতে মনকে নিবৃত্ত কর, পরন্তু মহাত্মা দেবগণ ইহাতে এক উপায় স্থির করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রমদ্বরাকে পাইতে পারিবে।" রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবগণ কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথার্থরূপে বল, আমি তাহা শুনিয়া তদনুযায়ি-কার্য্য করিব, আমাকে রক্ষা কর। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন রুরো! তুমি ঐ কন্যাকে

আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ প্রদান কর, তাহা হইলেই তোমার ভার্য্যা প্রমদ্বরা উত্থিতা হইবেক। রুরু কহিলেন, হে খচরোত্তম! আমি সেই বিলাসিনী কন্যাকে পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ দান করিতেছি, আমার প্রিয়া প্রমদ্বরা শৃঙ্গাররূপ ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া পুনর্জীবিতা হউক।

সূত কহিলেন, অনন্তর দেবদূত ও গন্ধর্ব্বরাজ উভয়ে ধর্ম্মরাজের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে রুরুর ভার্য্যা মৃতা প্রমদ্বরা, রুরুর অর্দ্ধপরমায়ুঃ লাভ করিয়া কুশলিনী হইয়া উত্থিতা হউক। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে রুরুর ভার্য্যা প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতা হউক। ধর্ম্মরাজ এই বাক্য কহিলে বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুর্দ্বারা সুপ্তার ন্যায় উত্থিতা হইল। ভবিষ্যৎ কালেও ইহা লোকে দৃষ্ট হইবে যে, তেজোরাশি রুরুর, ভার্য্যার নিমিত্ত দীর্ঘ পরমায়ুর অর্দ্ধাংশ ক্ষয় হইয়াছিল।

অনন্তর রুরু ও প্রমদ্বরার পিতা প্রমতি ও স্থূলকেশ পরমাহ্লাদিত হইয়া অভিলষিত দিবসে তাঁহাদের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। সেই দম্পতিও পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রুরু পদ্মকেশরতুল্য-রূপবতী দুর্ল্লভা-ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া সর্পকুল-সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি ভুজঙ্গ-দর্শনমাত্রেই অতিশয় রোষপরবশ হইয়া যষ্টিগ্রহণ-পূর্ব্বক আত্মক্ষমতানুসারে বিনাশ করিতেন। একদা তিনি নিবিড়-বিপিন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি কুপিত হইয়া যমদণ্ড-তুল্যদণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে গমন করিলেন, তাহা দেখিয়া ডুণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন! অদ্য আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই, অতএব কি নিমিত্ত রোষপরবশ হইয়া আমাকে বিনাশ করিতেছ।

আদিপর্ব্বে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক সর্প আমার প্রাণসমা ভার্য্যাকে দংশন করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি এই ভয়ানক নিয়ম করিয়াছি যে, যখন যে সর্পকে দেখিতে পাইব, তখনই তাহাকে সংহার করিব, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছাকরিয়াছি, অদ্য তুমি জীবন হারাইবে। ডুণ্ডুভ কহিল, হে ব্রহ্মন্! যেসকল সর্প মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা অন্যজাতি, অতএব সর্পনামের গন্ধমাত্রে বিষহীন ডুণ্ডুভকে হিংসা করা উচিত নয়। ডুণ্ডুভজাতি অন্যজাতীয় সর্প হইতে পৃথক্‌রূপ সুখভোগ করে, এবং উভয়ের লাভের বিষয়ও পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু অমঙ্গল ও দুঃখভোগ করিবার সময় উভয়েই তুল্য, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া ডুণ্ডুভ জাতিকে হিংসা করা আপনার উচিত হয় না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহর্ষিরুরু সর্পের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বল ডুণ্ডুভ-বিবেচনায় তাহাকে বধ করিলেন না। ভগবান্ রুরু তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভুজগ! তুমি কে? ও কি নিমিত্তই বা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ? আমাকে বল। ডুণ্ডুভ কহিল, হে রুরো! আমি পূর্ব্বে সহস্রপাদ নামে ঋষি ছিলাম, পরে ব্রহ্মশাপে সর্পত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছি। রুরু কহিলেন, হে ভুজগোত্তম! ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া কি জন্য তোমাকে শাপপ্রদান করিয়াছেন? এবং কতদিনই বা তুমি সর্প-শরীর আশ্রয় করিয়া থাকিবে?

আদিপর্ব্বে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ডুণ্ডুভ কহিল, পূর্ব্বে খগমনামা সত্যবাদী তপোবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র যাগে আসক্ত আছেন, এমতসময়ে

আমি বালকস্বভাব-প্রযুক্ত ক্রীড়া করিতে করিতে এক তৃণময় সর্প নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলাম, তাহাতে তিনি একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই ব্রতনিষ্ঠ সত্যবাদী তপোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া যেন আমাকে কোপানলে দগ্ধকরত কহিলেন যে, "তুমি যেমন আমাকে বিভীষিকা দেখাইবার নিমিত্ত বীর্য্যহীন তৃণময় সর্প প্রস্তুত করিয়াছ, সেইরূপ আমার শাপে বীর্য্যহীন সর্প হইবে।" হে তপোধন! আমি তাঁহার তপস্যার সামর্থ্য অবগত ছিলাম, এজন্য তথন অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে সসম্ভ্রমে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বনবাসি-ঋষিকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি সখা বলিয়া কৌতুকের নিমিত্ত উপহাস করিতে করিতে এরূপ করিয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া এই শাপ নিবৃত্ত করুন। অনন্তর সেই তপোনিধি আমাকে অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত দেখিয়া পুনঃপুনঃ উষ্ণনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "হে তপোধন! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কদাপি মিথ্যা হইবার নয়, অতএব যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, হে অনঘ! আমার এই বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, প্রমতির রুরুনামে শুদ্ধাচার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই তোমার শাপমোচন হইবেক।" যাঁহার দর্শনে আমার শাপমোচন হইবে, আপনিই সেই প্রমতিতনয় সুবিখ্যাত রুরু; অতএব আমি এইক্ষণে নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিব। সৌতি কহিলেন, ইহা কহিয়া সেই যশস্বী দ্বিজবর সর্পরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ভাস্বরশরীর-প্রাপ্ত হইলেন, এবং মহাতেজস্বি-রুরুকে বলিলেন, হে সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ! অহিংসাই পরমধর্ম্ম, অতএব ব্রাহ্মণ হইয়া কখনই কোন প্রাণীর হিংসা করিবেন না। শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, প্রশান্তচিত্ত বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বভূতে অভয়দাতা হইবেন। অহিংসা, সত্যবচন, ক্ষমা ও বেদাভ্যাস এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম। দণ্ডধারণ উগ্রতা ও প্রজাপালনরূপ যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম তাহা আপনার পক্ষে ইষ্টসাধন নহে, উহা ক্ষত্রিয়েরই কর্ম্ম, হে দ্বিজোত্তম রুরো! আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে সর্পকুলের হিংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তপোবীর্য্যবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীকমুনি হইতে সেই ভয়ার্ত্ত সর্পকুলের রক্ষা হইয়াছিল।

আদিপর্ব্বে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজা জনমেজয় কি নিমিত্ত ও কিপ্রকারে সর্প-বিনাশ করিয়াছিলেন? ধীমান্ আস্তীকমুনিই বা কি নিমিত্ত তাহাদিগকে রক্ষা করেন? আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ঋষি কহিলেন, হে রুরো! তুমি ব্রাহ্মণমুখে সুমহৎ আস্তীক-চরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে। সৌতি কহিলেন, ইহা বলিয়া ঐ ঋষি অন্তর্দ্ধান করিলেন। রুরু ঐ ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন, পরিশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত ও বিচেতনপ্রায় হইলেন এবং মধ্যেমধ্যে ঐ ঋষির বিষয় পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকটে আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন, ও আস্তীকোপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহার পিতাও আনুপূর্ব্বিক তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন।

আদিপর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায় ও সর্পসত্র প্রস্তাবনা-নামক পৌলোমপর্ব্ব সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূততনয়! ভূপাল-কেশরী রাজা জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন? এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বী আস্তীকমুনিই বা কি নিমিত্ত প্রদীপ্ত-

হুতাশন হইতে সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছেন ? তৎসমুদায় প্রকৃতরূপে সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজর্ষি সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার তনয় ? এবং সেই দ্বিজবর আস্তীকই বা কাহার পুত্র ? তাহা আমাকে বল। সূততনয় কহিলেন, হে বাগ্মিন্! আমি সুবিস্তীর্ণ আস্তীক-চরিত সবিশেষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, পুরাতন ঋষি অতিযশস্বি ব্রহ্মপরায়ণ-আস্তীকের এই মনোহারিণী কথা বাহুল্যরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! ব্রাহ্মণগণ এই ইতিহাসকে পুরাণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ব্যাসশিষ্য মেধাবী সূতকুলোদ্ভব মৎপিতা লোমহর্ষণ, নৈমিষারণ্যবাসি-ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত এই আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার জিজ্ঞাসা অনুসারে সেই সর্ব্বপাপ-বিনাশক আস্তীকাখ্যান অবিকল সেইরূপেই বর্ণন করিতেছি।

আস্তীকের পিতার নাম জরৎকারু; তিনি ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাবশালী, ব্রহ্মচারী, নিয়মিতাহারী, মহাতপস্বী, সর্ব্বদা কঠোরতপস্যা-রত, ঊর্দ্ধরেতাঃ, যাযাবর-বংশতিলক, ধর্ম্মজ্ঞ, ব্রতপরায়ণ ও তপোবল-সম্পন্ন ছিলেন। সেই মহাত্মা মুনি সর্ব্বদা যত্রসায়ংগৃহ হইয়া (অর্থাৎ যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই খানেই অবস্থিতি করিয়া) ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেন; মধ্যেমধ্যে তীর্থে স্নান ও তীর্থপর্য্যটনও করিতেন। প্রজ্বলিত অনলতুল্য মহাতেজঃপ্রভাব-সম্পন্ন সেই ঋষি, কখন গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়া, কখন বা বায়ু আহার করিয়া, কখন আহার পরিহার-পুরঃসর শরীর-শোষণ করিয়া নিদ্রাবেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, স্বীয় পিতামহগণ এক মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া আছেন, তাঁহাদের চরণ ঊর্দ্ধদিকে ও মুখ অধোদিকে লম্বিত রহিয়াছে। জরৎকারু ইহা দর্শনমাত্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কি নিমিত্তই বা এই গর্ত্তে নিত্য-নিগূঢ়বাসি-মূষিককর্ত্তৃক ভক্ষিতপ্রায়-বীরণস্তম্বে অবলম্বিত হইয়া অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছ? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ ঋষি, হে ব্রহ্মন্! বংশলোপ সম্ভাবনায় আমাদের অধোগতি হইতেছে, পরন্তু এই মন্দভাগ্যগণের জরৎকারু নামে ভাগ্যহীন এক সন্তান আছে, সেই মূর্খ কেবল তপস্যাকেই আশ্রয় করিয়াছে, পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ করে না। অতএব বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে আমরা এই গর্ত্তে লম্বিত হইয়া রহিয়াছি। আমরা নাথসত্ত্বেও পাপিষ্ঠের ন্যায় অনাথ হইয়া অধোগামী হইতেছি। হে নিষ্পাপ সাধুশ্রেষ্ঠ! কে তুমি আমাদিগের বন্ধুর ন্যায় অনুশোচন করিতেছ? হে ব্রহ্মন্! আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে ও কি নিমিত্তই বা এখানে দণ্ডায়মান হইয়া শোচনীয় অবস্থাপন্ন-আমাদিগকে দেখিয়া শোক-প্রকাশ করিতেছ? জরৎকারু কহিলেন, আমারি নাম জরৎকারু, আপনারা আমার পিতৃপিতামহ-প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমাদের ও আপনার এবং ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া আমাদিগের বংশবৃদ্ধি কর। হে তাত! পুত্রবান্ ব্যক্তি যেরূপ সদ্গতি প্রাপ্ত হয়, অন্যে বহুকাল-সঞ্চিত তপস্যাদ্বারা অথবা অন্যান্য পুণ্য-ফলদ্বারা তাদৃশ-সদ্গতিলাভ করিতে পারে না। হে পুত্র! এই হেতু তুমি দারপরিগ্রহে ও সন্তানোৎপাদনে মনোনিবেশ কর, আমরা তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, ইহাই আমাদের পরম হিতজনক হইবেক। জরৎকারু কহিলেন, আমি ভোগের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জ্জন করিব না, তবে আপনাদের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত বিবাহ করিব। কন্যার যদ্যপি আমার সহিত সমান নাম

হয়, এবং তাহার বন্ধুগণ আমাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করে, তাহা হইলে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। এই নিয়মে যদি কন্যাপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আপনাদের আদেশ অন্যথা হইবেক না, আমি বিধিপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু হে পিতৃগণ! আমি দরিদ্র, আমাকে কে কন্যা সম্প্রদান করিবে? পরন্তু যদ্যপি কেহ দান করে, অবশ্যই আমি প্রতিগ্রহ করিব সন্দেহ নাই। তাহাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেক, সে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে, তাহাতে আপনারাও শাশ্বতসর্গলাভ করিয়া পরম আনন্দে সময় অতিবাহন করিবেন।

আদিপর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সেই ব্রহ্মচারী ব্রতপরায়ণ জরৎকারু, সংসারাশ্রমে প্রবেশার্থ দারপরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোনস্থানেই উপযুক্ত পত্নী প্রাপ্ত হইলেন না। একদা তিনি কন্যাভিক্ষার্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃবাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক অনুচ্চৈঃস্বরে তিনবার প্রার্থনাবাক্য-প্রয়োগ করিলেন, সেই সময়ে নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে স্বীয়ভগিনীপ্রতিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই কন্যাকে অসমান নাম্নী বিবেচনায় মহাত্মা জরৎকারু সহসা প্রতিগ্রহ না করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি কন্যা স্বনাম্নী হয়, এবং বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে দান করে, তাহা হইলেই গ্রহণ করিব, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ তপঃপ্রভাবশালী জরৎকারু বাসুকিকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! তোমার এই ভগিনীর নাম কি? সত্য করিয়া বল। বাসুকি কহিলেন, হে জরৎকারো! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি এই সুমধ্যমাকে দান করিতেছি, ভার্য্যার্থে গ্রহণ কর, হে দ্বিজোত্তম! আমি এই ভগিনীকে তোমার নিমিত্তই রাখিয়াছিলাম, প্রতিগ্রহ কর। বাসুকি এই বাক্য বলিয়া তাঁহাকে বরবর্ণিনী ভগিনী-সম্প্রদান করিলেন। জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে বিবাহ-বিহিত সংস্কার-কর্ম্ম করিয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

আদিপর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে বেদবিশারদ! পূর্ব্বে সর্পমাতা সর্পগণকে এই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, "মহারাজ জনমেজয়ের যজ্ঞে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন।" পন্নগরাজ বাসুকি সেই শাপশান্তির নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ তপস্বি-জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী-সম্প্রদান করেন। জরৎকারুও বেদবিধানানুসারে তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ কন্যার গর্ব্ভে আস্তীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ, তপস্বী, মহানুভাব, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ও পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক হইয়াছিলেন।

অনন্তর বহুকালপরে পাণ্ডবনন্দন নরনাথ জনমেজয়, বেদবিহিত সর্পসত্র-নামক মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। শ্রুত হওয়া যায়, সর্পকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত সেই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপস্বী আস্তীক, ভ্রাতৃগণ মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে সর্পমাতার শাপ হইতে রক্ষা করেন। এবং তিনিও সন্তানোৎপাদন ও তপস্যাদ্বারা পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া ব্রত অধ্যয়ন ও বংশবিস্তারদ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে অণৃন হইয়াছিলেন; এবং নানাবিধ দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগদ্বারা দেবগণের, ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ঋষিগণের ঋণ হইতেও মুক্ত হয়েন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! ব্রতনিষ্ঠ জরৎকারু এইরূপে পিতৃপিতামহের গুরুভার পালন করিয়া আস্তীক-নামক পুত্রলাভ করত ধর্ম্মোপার্জ্জন-পূর্ব্বক বহুকালপরে পিতৃপিতামহের সহিত শাশ্বতসর্গলাভ করিয়াছেন।

আমি এই আস্তীকাখ্যান যথাবৎ কহিলাম ; এক্ষণ আর কি কহিব আজ্ঞা করুন।

আদিপর্ব্বে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! সাধুস্বভাব আস্তীক-ঋষির চরিত পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে বর্ণন কর ; উহা শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা আছে, বিশেষতঃ তুমি যাহা বর্ণন করিতেছ, তাহা অতি মধুর ও সুললিত বোধ হইতেছে। তুমি যে, তোমার পিতার ন্যায় পুরাণ কীর্ত্তন করিতেছ, ইহাতে আমরা অতিশয় সন্তোষ লাভ করিতেছি, তোমার পিতা নিরন্তর আমাদিগের শুশ্রূষানুসারে যেরূপ পুরাণ কীর্ত্তন করিতেন, তুমিও অবিকল সেইরূপ বর্ণন কর।

সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবিন্! আমি এই আস্তীকাখ্যান পিতার নিকটে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে অদ্ভুতরূপবতী সুলক্ষণা দুই ভগিনী ছিলেন ; তাঁহারা দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপমুনির পত্নী। প্রজাপতিতুল্য কশ্যপ, সেই দুই ধর্ম্মপত্নীর প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত বরপ্রদান করিতে মানস করিলেন। তাঁহার পত্নীরাও স্বামি হইতে অভীষ্ট বর-প্রাপ্ত হইবেন শুনিয়া প্রীতি-প্রফুল্লান্তঃকরণ হইলেন। প্রথমতঃ কদ্রু প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার গর্ব্ভে সমানতেজা সহস্রনাগ উৎপন্ন হয়। বিনতা প্রার্থনা করিলেন যে, বল প্রভাব কান্তি ও বিক্রমদ্বারা কদ্রুপুত্রগণহইতে শ্রেষ্ঠ দুইটিমাত্র তনয় তাঁহার উৎপন্ন হয়। কশ্যপ বিনতাকে অভিলষিত পুত্র-বরপ্রদান করিলে তিনি কশ্যপকে "এবমস্তু" বলিয়া প্রার্থিত বরলাভে সন্তুষ্টা হইয়া যথাকালে অতিশয় বীর্য্যশালিতনয়দ্বয়-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কৃতার্থম্মন্যা হইলেন। কদ্রুও তুল্যপ্রভাবশালি-সহস্রপুত্র-বরলাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্যা বোধ করিলেন। অনন্তর মহাতপস্বী কশ্যপ, অভিলষিত বরলাভে সন্তুষ্টা পত্নীদ্বয়কে "তোমরা অতিপ্রযত্নে গর্ব্ভ ধারণ করিও" বলিয়া বনে গমন করিলেন।

সৌতি কহিলেন, বহুকালপরে কদ্রু সহস্রসংখ্যঅণ্ড ও বিনতা দুই অণ্ড প্রসব করিলেন। তখন পরিচারিকাগণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই সমস্ত অণ্ড উষ্মযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত রাখিল। অনন্তর কদ্রুর অণ্ড হইতে সহস্রতনয় উৎপন্ন হইল, কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। তাহাতে তপস্বিনী দেবী বিনতা লজ্জিতা হইয়া পুত্র-প্রাপ্তির নিমিত্ত একটি অণ্ড স্বয়ং ভগ্ন করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ শরীরমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, অপরার্দ্ধ দেহ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রুত হওয়া যায়, ঐ পুত্র রোষপরবশ হইয়া বিনতাকে এই শাপপ্রদান করিল যে, হে মাতঃ! তুমি পুত্রদর্শন-লোভে যেমত আমাকে বিকলাঙ্গ করিলে, সেইরূপ যাহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছ, সেই কদ্রুরই পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত দাসী হইয়া থাকিবে। জননি! যদি তুমি এই দ্বিতীয় অণ্ডকে ভগ্ন করিয়া ঐ যশস্বি-পুত্রকেও আমার ন্যায় অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই ভাবী পুত্র তোমাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিবে। হে মাতঃ যদি তুমি অণ্ডস্থিত পুত্রের বিশেষ বলপ্রার্থনা কর, তবে ধৈর্য্য-সহকারে পঞ্চশত বৎসরপর্য্যন্ত ঐ পুত্রের জন্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

অরুণ বিনতাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া আকাশমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক দিবাকরের সারথ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বদা প্রভাতকালে সেই অরুণকে সূর্য্যের রথে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে যথাকালে সর্পভক্ষক গরুড়ও উৎপন্ন হইলেন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! সেই পক্ষিরাজ জন্মমাত্রেই অতিশয় ক্ষুধাকুল হইয়া বিনতাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক

বিধাতৃ-বিহিত আহারের অন্বেষণার্থ আকাশ-পথে গমন করিলেন।

আদিপর্ব্বে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত কহিলেন, হে তপোধন! ঐ কালের মধ্যে একদিন কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী দেখিলেন যে, অমৃত-মন্থনকালে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল, সমস্ত দেবতারা যে প্রসন্নমূর্ত্তি-অশ্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন, যে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত অজর অমোঘবল-সম্পন্ন দেববাহন শ্রীমান্ অশ্বরাজ জগন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উচ্চৈঃশ্রবাঃ নিকট দিয়া আগমন করিতেছে।

শৌনক কহিলেন, হে সূত! দেবগণ কোন্ স্থানে, কি নিমিত্ত অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই মহাবীর্য্য ও মহাদ্যুতি অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হইয়াছে? তাহা আমাকে বল। সৌতি কহিলেন, জ্বলিত তেজোরাশি-সদৃশ সুমেরু নামে এক অত্যুত্তম পর্ব্বত, সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গদ্বারা সূর্য্য-প্রভারোধ করিয়া স্থিতি করিতেছে, গর্ত্ত-নিহিত বিচিত্র সুবর্ণই তাহার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে, সেই শৈলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থিতি করেন, তাহার ইয়ত্তা করিতে কোনব্যক্তিই সমর্থ হয় না। অধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তিরা তথায় পাদার্পণ করিতেও পারে না; ঐ গিরি ঘোররূপ ভয়ানক-সর্পে পরিব্যাপ্ত এবং দিব্যৌষধিসমূহে শোভিত আছে, সেই মহাগিরি উচ্চতায় গগণমণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কোন প্রাকৃতব্যক্তি সেখানে মনোদ্বারাও গমন করিতে সমর্থ হয় না, তথায় অসংখ্য নদ নদী বৃক্ষ সুশোভিত হইতেছে, এবং নানাবিধ পতঙ্গকুল সুমধুর কোলাহল-ধ্বনি করিতেছে। তপোনিয়ম-সম্পন্ন মহাতেজস্বী নাগলোকস্থ সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া সেই পর্ব্বতের আকাশতুল্য সীমারহিত ও বিবিধরত্নে-বিভূষিত মনোহর-শৃঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া অমৃত লাভের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবগণ চিন্তাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে মন্ত্রণা করিতেছেন, এমতসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এইবাক্য কহিলেন যে, সুরগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মহাসাগরকে কলসস্বরূপ করিয়া মন্থন করুন, সমুদ্রমন্থন করিলে অবশ্যই অমৃত উত্থিত হইবেক। তাঁহারা সকল ওষধি ও সর্ব্বরত্ন প্রাপ্ত হইলেও ক্ষান্ত না হইয়া মন্থন করিলে পরিশেষে অমৃত প্রাপ্ত হইবেন।

আদিপর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সমুদ্র-মন্থনের মন্থনদণ্ড করিবার নিমিত্ত সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া উত্তুঙ্গশৃঙ্গসজ্জ-সুশোভিত, লতাজাল-সমাকুল, বিবিধবিহঙ্গকুল-সঙ্কুল, করালব্যাল-কুলাকুলিত, কিন্নরদেব দেবাঙ্গনা-নিষেবিত, ঊর্দ্ধে একাদশ সহস্র যোজন উন্নত, নিম্নে একাদশ সহস্র যোজন পর্য্যন্ত প্রোথিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ-মন্দরকে উন্মূলন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত মন্দরপর্ব্বত উদ্ধরণে যত্নবান্ হউন, ও তাহার কোন সদুপায় স্থির করুন। সৌতি কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন। পরে অপ্রমেয় ভগবান্ পদ্মলোচন নারায়ণ ও ব্রহ্মা, সর্পরাজ অনন্তকে মন্দর উন্মূলন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অনন্ত উত্থিত হইয়া অরণ্য-সঙ্কীর্ণ ও করালব্যালকুল-সঙ্কুল সেই পর্ব্বতরাজ-মন্দরকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করিলেন। পরে দেবগণ তাঁহার সহিত সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন, এবং সমুদ্রকে কহিলেন, আমরা অমৃতের নিমিত্ত তোমার জলমন্থন করিব। জলধি বলিলেন, যদি আমাকে অমৃতের অংশ দিতে স্বীকার কর, তবে মন্দরাদ্রি-ভ্রমণসম্ভূত বিপুলমর্দ্দন সহ্য করিতে পারি।

সমুদ্রের এই কথায় দেবদানবগণ সম্মত হইলেন, এবং তাঁহারা সাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে কূর্ম্মরাজ! তুমি এই মন্দরের অধিষ্ঠান হইয়া থাক, নতুবা জলমধ্যে ইহা মগ্ন হইয়া যাইবেক। কূর্ম্মরাজ "তথাস্তু" বলিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরকে ধারণ করিলেন। ইন্দ্র, কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থ ঐ মন্দরপর্ব্বতকে যন্ত্রদ্বারা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দেবগণ ও অসুরগণ অমৃতের নিমিত্ত মন্দরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া বারিধিমন্থন করিতে লাগিলেন। যেদিকে বাসুকির মুখ সেইদিকে দানবগণ, ও যেদিকে পুচ্ছ সেইদিকে দেবগণ ধারণ করিয়া বিলোড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তদেব নারায়ণের মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণ অনন্তদেবের মুখ উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিষবেগ সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত বাসুকির মুখ হইতে মুহুর্মুহুঃ ধূম ও অগ্নিশিখাযুক্ত নিশ্বাস বায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ধূমরাশি বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘরূপে পরিণত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ও সন্তপ্ত-দেবগণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সুরাসুর সমূহের উপর মন্দরগিরি-শিখর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবদানবগণ-কর্ত্তৃক মন্দরদ্বারা মথ্যমানসমুদ্রের ঘনধ্বনি-সদৃশ মহানাদ উত্থিত হইতে লাগিল, এবং সমুদ্রস্থিত শতশত নানাবিধ জলচর জন্তু ও পাতালতলবাসী বরুণলোকস্থ জলীয়াংশপ্রধান-দেহ-বিশিষ্ট প্রাণিগণ মন্দর-কর্ত্তৃক বিলোড়িত হইয়া বিলয়-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই ভ্রাম্যমাণপর্ব্বত-শিখরস্থ বৃক্ষগণ পরস্পর বিঘট্টিত হইয়া বিহঙ্গকুল সমেত পতিত হইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুন্মালা-কর্ত্তৃক নীলনীরদ ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ বৃক্ষাদির সংঘর্ষজন্য প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্টঅগ্নি-কর্ত্তৃক মন্দরগিরি আবৃত হইল। সংঘর্ষজনিত সেই বহ্নি পর্ব্বতস্থ সমস্ত হস্তিগণ ও সিংহসমূহকে এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাণিগণকে দগ্ধ ও গতাসু করিতে লাগিল। অনন্তর অমরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, জলদ-নিঃসৃত জলদ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত দাহকারিঅগ্নিকে নির্ব্বাপণ করিতে লাগিলেন। পরে নানাবিধ বৃক্ষ-নির্যাস ও অপরিমেয় ওষধিরস সাগরসলিলে স্রুত হইতে লাগিল। সেই অমৃততুল্যরসরূপ সলিলের ও কাঞ্চন নিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব লাভ করিলেন। সাগরজল সেই উত্তমরসের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া দুগ্ধরূপে পরিণত হইলে সেই দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। অনন্তর দেবগণ সুখোপবিষ্ট বরপ্রদ-ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কেবল নারায়ণ ভিন্ন, কি দেবগণ কি দানবগণ, আমরা সকলেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, বহুকাল হইল সাগরমন্থন আরব্ধ হইয়াছে, এপর্য্যন্ত অমৃত উত্থিত হইল না। দেবতারা এইরূপ কহিলে ব্রহ্মা দেবদেব-নারায়ণকে কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি সুরাসুর সমূহের বলাধান কর, এ বিষয়ে তুমিই একমাত্র গতি। বিষ্ণু বলিলেন, যাহারা এই সমুদ্রমন্থন করিতেছ, তাহাদিগের সকলকেই আমি বল প্রদান করিতেছি, তোমরা সকলেই সাগররূপ-কলস বিলোড়িত কর, ও মন্দর পর্ব্বতকে ঘূর্ণিত করিতে থাক।

সূত কহিলেন, নারায়ণবাক্য-শ্রবণানন্তর দেবদানবগণ বলপ্রাপ্ত ও মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই সাগরজল অতিবেগে মন্থন করেন, তাহাতে সাগর হইতে অসংখ্য কিরণাবলী-বিরাজিত, উজ্জ্বল ও প্রসন্নমূর্ত্তি শীতাংশু সোম উৎপন্ন হইলেন। পরে ঘৃত হইতে পদ্মাসনস্থা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উৎপন্না হইলে ঐ ঘৃত হইতেই শ্বেতবর্ণ অশ্ব ও নারায়ণবক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ-নামক উজ্জ্বল মরীচিযুক্ত শ্রীমান্ দিব্যমণি এবং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ পারিজাত বৃক্ষ ও সুরভি উৎপন্ন হইল। হে ব্রহ্মন্! লক্ষ্মী, সুরা, সোম ও মনোজব অশ্ব, ইহাঁরা আদিত্য-পথানুসারী হইয়া যেস্থানে দেবতারা ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃতপূরিত শ্বেত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া "ইহা আমার হইবেক, ইহা আমার হইবেক," বলিয়া সকলেই মহাকোলাহল করিতে লাগিল। অনন্তর শ্বেতবর্ণ চতুর্দ্দন্ত ঐরাবতনামক প্রকাণ্ড হস্তী উৎপন্ন হইল, ও দেবরাজ তাহাকে অধিকার করিয়া লইলেন। দেবগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ মন্থন করাতে সধূম অগ্নির ন্যায় জগন্মণ্ডল আবৃত করিয়া কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। তাহার গন্ধ ঘ্রাণমাত্রেই ত্রিলোকস্থ লোক বিচেতন হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বর সেই কালকূট পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন, এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিশ্রুত হইলেন। দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া হতাশ্বাস হইল, পরে অমৃত ও লক্ষ্মীর নিমিত্ত দেবগণের সহিত অতিশয় শত্রুতাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর নারায়ণদেব মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া অপরূপ স্ত্রীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক দানবগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন, পরে সমস্ত দানবগণ সেই অপরূপ রূপবতী যুবতী-দর্শনে তদ্গতচিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে সেই অমৃত প্রদান করিল।

আদিপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর দৈত্যদানবগণ একত্র হইয়া তনুত্রাণ ধারণ-পূর্ব্বক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া দেবগণের অভিমুখে ধাবমান হইল। এদিকে বীর্য্যবান্ প্রভু নারায়ণ নরদেবের সহিত মিলিত হইয়া দানবগণের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া আনিলেন। দেবগণও সেই তুমুল সম্ভ্রমের সময়ে বিষ্ণুর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিলেন। ত্রিদশগণ অভিলষিত অমৃতপান করিতেছেন, এমতসময়ে রাহুনামক দানব দেবরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিল। অমৃত, রাহুর কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, এমতসময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ বিষয় ব্যক্ত করিলেন। রাহুর অসুরত্ব ব্যক্ত হইলে ভগবান্ চক্রায়ুধ, চক্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক সেই অমৃতপায়ি-রাহুর সুশোভিত-শিরশ্ছেদন করিলেন। সেই চক্রছিন্ন শৈলশৃঙ্গসদৃশ দানব-মস্তক আকাশে উঠিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ দৈত্যের নির্ম্মস্তকদেহ ধরণীতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হওয়াতে পর্ব্বত বন ও দ্বীপের সহিত পৃথিবীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। এই অবধিই রাহুমুখের সহিত চন্দ্রসূর্য্যের চিরন্তন শত্রুতা নিবদ্ধ হয়, তাহাতেই রাহু অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে। এই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু, অনুপম-স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভীষণ-অস্ত্রদ্বারা দানবদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলধিকূলে সুর ও অসুরগণের মহান্ ঘোরতর সংগ্রাম আরব্ধ হইল। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণধারপ্রাস ও সুতীক্ষ্ণাগ্র-তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। পরে অসুরগণ চক্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ খড়্গ শক্তি ও গদাদ্বারা আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। ও অসুরগণের তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ চিত্রিত মস্তকসকল সুদারুণ পট্টিশদ্বারা দ্বিধাকৃত হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর অসুরগণ শোণিতাক্ত কলেবর ও নিহত হইয়া ধাতুরঞ্জিত শৈলশৃঙ্গসমূহের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিল। সূর্য্য লোহিতবর্ণ হইলে সেই সমরক্ষেত্রে পরস্পর ছিদ্যমান-সুরাসুরগণের সহস্র সহস্র হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। রণভূমিতে দূর হইতে নিক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ লৌহময় পরিঘাস্ত্রদ্বারা এবং সন্নিকটে মুষ্টিদ্বারা পরস্পর প্রহারকারি-সুরাসুর সমূহের কোলাহল, গগণতল স্পর্শ করিতে লাগিল। "ছেদন কর, চূর্ণ কর, পশ্চাৎ ধাবমান হও, ভূমিতে পাতিত কর, স্বয়ং অগ্রসর হও," চতুর্দ্দিকে কেবল

এই সকল ঘোরতর শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। এই মহাভীষণ তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, এমতসময়ে নর ও নারায়ণদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের দিব্য শরাসন সন্দর্শন করিয়া স্বীয় দৈত্যকুল-বিনাশক চক্রকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র শত্রুপক্ষের সন্তাপজনক, সূর্য্যতুল্য মহাপ্রভাবশালী, অকুণ্ঠিত ও সংগ্রামস্থলে ভীমদর্শন সুদর্শন স্বর্গ হইতে সমাগত হইল। পরে করিকর-তুল্য বাহু-বিশিষ্ট উগ্র বেগবান্ ভগবান্ নারায়ণ প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ, ভয়ঙ্কর, প্রবল পর-নগর-বিদারক, অতিশয় প্রভাযুক্ত সেই উপস্থিত চক্রকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তখন প্রলয়-বহ্নি সদৃশ তেজস্বী সুদর্শন পুরুষোত্তম-কর্ত্তৃক ভুজদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সহস্রসহস্র দৈত্যদানবগণকে প্রবলবেগে বিদারণ করিয়া পুনঃপুনঃ পতিত হইতে লাগিল। কোথাও অগ্নির ন্যায় অবলেহন ও দাহ করিতে লাগিল, কোথাও বা সহসা অসুরগণকে ছেদন করিয়া ফেলিল, এবং পিশাচের ন্যায় রণভূমিতে ও আকাশমার্গে মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণ-পূর্ব্বক শোণিতপান করিতে লাগিল। জলহীন জলদ-সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত, সহস্র সহস্র সাহসী অসুরগণ গগণমণ্ডলে আরোহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ পর্ব্বত নিক্ষেপদ্বারা দেবগণকে বিমর্দ্দন করিতে লাগিল। নানারূপ মেঘসদৃশ সকানন ভীষণ ভূধরগণ পরস্পর অভিঘাতে ভগ্নসানু হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করত পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর তর্জ্জন পূর্ব্বক ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত-দেবদানবগণের রণভূমিতে, প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হওয়াতে সকানন ভূমণ্ডল অভিহত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর অসুরগণের সহিত সেই মহাভয়ঙ্কর-যুদ্ধে নরদেব সুবর্ণমণ্ডিত-বাণ দ্বারা গিরিশিখর বিদীর্ণ করিয়া শরনিকরে অম্বরতল আচ্ছাদিত করিলেন। পরে দানবগণ, দেবগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া এবং গগণ-বিহারি জ্বলিতহুতাশন-সদৃশ সুদর্শনকে পরিকুপিত দেখিয়া পৃথিবীমধ্যে ও লবণ-সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন দেবগণ জয়লাভ করিয়া মন্দরপর্ব্বতকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। মেঘগণও চতুর্দ্দিকে আকাশ ও স্বর্গ নিনাদিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পরে দেবগণ বিপুলহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া নরদেবের নিকটে সেই অমৃতভাণ্ড রক্ষণার্থ সমর্পণ করিলেন।

আদিপর্ব্বে ঊনবিংশতি অধ্যায় ও অমৃতমন্থন সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! যাহাতে অতুলবিক্রম শ্রীমান্ অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই অমৃতমন্থন-বৃত্তান্ত আপনাকে সম্পূর্ণরূপে কহিলাম। সেই উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিয়া কদ্রু, বিনতাকে কহিলেন, ভদ্রে! এই উচ্চৈঃশ্রবাঃ কোন্ বর্ণ শীঘ্র বল। বিনতা কহিলেন, আমার বোধ হয়, এই অশ্ব শ্বেতবর্ণ, হে কল্যাণি! তুমি কি অনুমান কর বল, পরে আমরা উভয়ে এ বিষয়ে পণ করিব। কদ্রু কহিলেন, হে চারুহাসিনি! বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, আইস এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যে হারিবেক সে চিরকাল দাসী হইয়া থাকিবেক। সৌতি কহিলেন, এইরূপে কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাসীত্ব-পণে আবদ্ধ হইয়া "কল্য অশ্ব দেখা যাইবেক" বলিয়া স্বস্ব গৃহে গমন করিলেন। পরে কদ্রু প্রতারণা করিবার মানসে স্বীয় সহস্রপুত্রকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ লোম হইয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দাসী হইতে না হয়,।" কদ্রু ইহা কহিলে যেসকল সর্প তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিল, তাহাদিগকে তিনি এই শাপপ্রদান করিলেন যে, পাণ্ডবনন্দন ধীসম্পন্ন রাজর্ষি-জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে

হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। কদ্রু যে,রোষপরবশা হইয়া দৈবক্রমে সর্পগণকে অতিক্রূরতর শাপপ্রদান করিয়াছেন তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রবণ করিলেন এবং সমস্ত দেবগণের সহিত কদ্রুর ঐ বাক্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন; কারণ দন্দশূক সর্পগণ তখন অতিশয় তীক্ষ্নবিষ ও মহাবীর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাদের সংখ্যাও অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। "পরপীড়ক সর্পগণের তীক্ষ্নবিষত্ব প্রযুক্ত স্বীয় জননী হইতেই এরূপ শাপপ্রাপ্ত হওয়া অযুক্ত হয় নাই, কেননা ইহা প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে। যাহারা নিরন্তর পরহিংসায় রত থাকে, তাহারা দৈব হইতেই প্রাণান্তিক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।" ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া কদ্রুকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া কশ্যপঋষিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে অনঘ! হে পরন্তপ! যেসকল তীক্ষ্নবিষ দন্দশূক মহাকায় সর্পগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দৈবগত্যা স্বীয় জননীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, বৎস! এ বিষয়ে কখনই তোমার ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে; দেখ, সর্পসত্রে সর্পকুলের বিনাশ হইবেক ইহা পুরাণেই প্রসিদ্ধ আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা, মহানুভাব প্রজাপতি-কশ্যপকে পূর্ব্বোক্ত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বিষহরীবিদ্যা প্রদান করিলেন।

আদিপর্ব্বে বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত কহিলেন, হে তপোধন! পরদিন প্রভাতে দিবাকর উদিত হইবামাত্র দাসীত্বপণে আবদ্ধা, ঈর্ষারোষপরবশা কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া অনতিদূরে তাঁহারা অতলস্পর্শ মহাসাগর সন্দর্শন করিলেন। যে সমুদ্র প্রবলবায়ু-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মহাশব্দ করিতেছে; যাহা কূর্ম্ম কুম্ভীর তিমি তিমিঙ্গিল মকরপ্রভৃতি সহস্র সহস্র নানারূপ প্রাণিকর্ত্তৃক সতত সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; যাহাতে ঘোরতরভয়ঙ্কর নানাবিধ বিকটাকার জলচরজন্তু থাকাতে কেহ অবগাহন করিতে পারে না; যে অপ্রমেয় অচিন্ত্য পবিত্রজলযুক্ত অদ্ভুত সরিৎপতি সর্ব্বরত্নের আকর, বরুণের আলয়, নাগগণের রমণীয় ও উৎকৃষ্ট আবাসভূমি, বাড়বাগ্নির আধার, অসুরগণের বন্ধু, স্থলচর প্রাণিবর্গের ভয়জনক, জলের অক্ষয়ভাণ্ডার, দেবভোগ্য অমৃতের কল্যাণকর উৎকৃষ্ট অলৌকিক আকর, জলচরজন্তুর ঘোরনিনাদে ভীষণ ও ভীষণস্বনযুক্ত, গম্ভীর আবর্ত্ত সমূহে দুষ্প্রবেশ্য, সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর, ও বেলান্দোলিত বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়াছে, এবং বায়ুবিক্ষোভ-জনিত বীচিনিচয়ে সমুন্নত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে তরঙ্গহস্ত সঞ্চালন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে; যে রমণীয় রত্নাকর চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সমূহে সমাকুল হয়; যাহা পাঞ্চজন্য শঙ্খের উৎপত্তিস্থান; অমিত-তেজা ভগবান্ নারায়ণ ভূমণ্ডল উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার অগাধ জলের পাতাল তলস্থ তল প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; অপরিমিত-তেজঃপুঞ্জ পদ্মনাভ বিষ্ণু প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া যেখানে শয়ন করিয়া থাকেন; যে পয়োধি, বজ্রপাত-ভয়ে ভীত মৈনাকপর্ব্বতের অভয়দাতা ও ভয়ধ্বনিযুক্ত যুদ্ধকাতর অসুরগণের একমাত্র আশ্রয় এবং বড়বামুখ-জাত প্রদীপ্ত-হুতাশনের জলরূপ ঘৃতাহুতি-প্রদ হইয়াছে; যে বিস্তীর্ণ অপ্রমেয় অপার সরিৎপতির তলস্পর্শ করা যায় না; বহুসহস্র মহানদী যে সরিৎপতির নিকটে অভিসারিকার ন্যায় স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর গমন করিতেছে; সেই জলরাশিপূর্ণ, ঊর্ম্মিদ্বারা নৃত্যমান, অতিগভীর, তিমিমকরাদি উগ্রজন্তু-সঙ্কুল, জলচরোগ্রনাদ-নিনাদিত, আকাশতুল্য বিস্তীর্ণ, অতলস্পর্শ অপার জলনিধি, কদ্রু ও বিনতার দৃষ্টি-বিষয়ীভূত হইল।

আদিপর্ব্বে একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এ দিকে নাগগণ পরামর্শ করিল যে "মাতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবেক, কারণ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না হইলে তিনি স্নেহশূন্যা হইয়া আমাদিগকে নষ্ট করিবেন। যদি তিনি প্রসন্না হন, তবে আমাদের এই শাপমোচন করিতে পারেন, অতএব নিঃসন্দেহই আমরা সেই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিব।" এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা উচ্চৈঃশ্রবার নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহার পুচ্ছে লোমের ন্যায় হইয়া থাকিল। হে দ্বিজোত্তম! এই অবসরেই সেই সপত্নী ভগিনীদ্বয় পণ করিয়া পরম সন্তোষপূর্ব্বক পারাবারের পরপারে যাত্রা করেন। যেসমুদ্র প্রবলপবনে সঞ্চালিত, মহাশব্দ-সঙ্কুল, তিমি তিমিঙ্গিল মকরাদি বহুসহস্র নানারূপ ভীষণ প্রাণি-সমাকীর্ণ, অতিভয়ানক, রত্নাকর, বরুণনিলয়, নাগালয়, তরঙ্গিণীনায়ক, বাড়বানল ও অসুরগণের আবাসভূমি, ভয়ঙ্কর প্রাণী ও জলের অক্ষয়ভাণ্ডার, দেবভোগ্য অমৃতের শুভ দিব্য ও উৎকৃষ্ট আকর, সেই অধৃষ্য, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, পবিত্র জলপূর্ণ, বহুসহস্র মহানদী-কর্ত্তৃক আপূর্য্যমাণ, অতিতরলতর ঊর্ম্মিমালা-সঙ্কুল, তরঙ্গদ্বারা নৃত্যমান, আকাশতুল্য বিস্তীর্ণ, বাড়বাগ্নিবিদীপিত মহাসাগর সন্দর্শন করিতে করিতে দক্ষকন্যা কদ্রু ও বিনতা, দ্রুতবেগে আকাশপথে চলিতে লাগিলেন।

আদিপর্ব্বে দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্রুতগামিনী কদ্রু ও বিনতা মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে উচ্চৈঃশ্রবার সমীপে উপনীতা হইলেন। তথায় উপস্থিতা হইয়া তাঁহারা উভয়ে সেই অতিশয় বেগযুক্ত ও নিশাকর-করনিকর-সদৃশ শ্বেতবর্ণ-অশ্বরাজের কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছ দেখিলেন। বিনতা অশ্বের পুচ্ছের লোম সকল কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণা হইলে, কদ্রু তাঁহাকে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা করিলেন; পণে পরাজিতা বিনতাও দুঃখসন্তপ্তা হইয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই অবসরে মহাতেজস্বী গরুড় কাল উপস্থিত হওয়াতে মাতৃসাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অণ্ডবিদারণ-পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবল, তড়িন্মালাবৎ পিঙ্গলাক্ষ, অতিভীষণ, কালানলতুল্য-প্রদীপ্ত, মহাঘোর, রুদ্রমূর্ত্তি, মহাকায়, প্রজ্বলিত-হুতাশনরাশি-সদৃশ অতি-ভয়ঙ্কর, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগতি ঐ বিহঙ্গম দশদিক্ প্রকাশ করত দ্বিতীয় বাড়বাগ্নির ন্যায় সহসা শরীর বৃদ্ধি করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে আকাশে আরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া সুখোপবিষ্ট বিশ্বরূপ-অগ্নির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে মানস করিয়াছ? ঐ দেখ তোমার সমিদ্ধ-তেজোরাশি আসিতেছে। তচ্ছ্রবণে অগ্নি কহিলেন, হে দৈত্যকুলনিসূদন দেবগণ! তোমরা যাহা মনে করিয়াছ তাহা নয়, ইনি আমার সদৃশ তেজস্বী মহাবল গরুড় জন্মপরিগ্রহ-পূর্ব্বক বিনতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। তোমরা তেজোরাশি-গরুড়কে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছ; কশ্যপনন্দন, মহাবলপরাক্রান্ত, সর্পকুলনাশক এই গরুড় দেবগণের হিতকারী ও দৈত্য দানব রাক্ষসগণের শত্রু হইবেন, তোমরা ভয় করিও না, আইস আমরা সকলে মিলিত হইয়া গিয়া ইহাঁকে দর্শন করি। অগ্নি এই বাক্য কহিলে দেবগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলেন, এবং দূর হইতেই গরুড়কে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবগণ কহিলেন, হে পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি মহাভাগ্য, তুমি দেবতা, তুমি প্রভু, তুমি তাপজনকসূর্য্য, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি আশুগ, তুমি জগৎপতি, তুমি আদিভূত, তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ

বিষ্ণু, তুমি মহত্তত্ত্ব, তুমি অহঙ্কারতত্ত্ব, তুমি নিত্য, তুমি বিকারশূন্য, তুমি মহদ্যশঃ, তুমি তেজঃ, তুমি বুদ্ধিবৃত্তি, তুমি আমাদের সর্ব্বপ্রধান ত্রাণকর্ত্তা, তুমি বলের সাগর, তুমি সাধু, তুমি প্রভূতসত্ত্ব-সম্পন্ন, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি অজেয়, হে অহীন-কীর্ত্তে! তোমা হইতেই আগত অনাগত সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। তুমি চিন্মাত্র, তুমিই দিবাকরের ন্যায় কর-নিকরে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছ, আবার তুমিই সূর্য্যপ্রভার পরাভব করিয়া এই চরাচর বিশ্ব বিলীন করিতেছ। হে হুতাশনপ্রভ! যেমত প্রলয়কালে দিবাকর পরিকুপিত হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করেন, তুমিও সেইরূপে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছ, এবং যুগ-পরিবর্ত্তন-কালে সৃষ্টিনাশক প্রলয়বহ্নি যেমত ভয়ঙ্কররূপে উত্থিত হইয়া সংহার করেন, তুমিও তদ্রূপ সৃষ্টিনাশ করিতেছ। হে মহাবেগ, অগ্নিসম-তেজস্বি, বিদ্যুত্তুল্যকান্তিযুক্ত, তমোনাশক, আকাশ-ব্যাপি, মহাবল, কার্য্যকারণস্বরূপ, বরপ্রদ, অজেয়-বিক্রম, গগণবিহারি খগেশ্বর! আমরা তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়া শরণাগত হইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তেজে এই সমস্ত জগৎ প্রতপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ-তেজোরাশিদ্বারা এই সমুদায় জগৎ ও সুরগণ এবং মহাত্মগণকে রক্ষা কর। দেখ, বিমানগামী দেবগণ তোমার তেজোরাশিদ্বারা পরাভূত ও ভয়-ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া বিপথগামী হইতেছেন। হে খগবর! তুমি, দয়ালু-মহানুভাব-কশ্যপঋষির পুত্র, অতএব রোষপরবশ হইও না, জগতের প্রতি পরমদয়া বিতরণ কর, তুমি সামর্থ্যবান্, সকলই করিতে পার, পরন্তু শান্তিআশ্রয় কর, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে পক্ষিরাজ! তোমার বজ্রস্ফুরিততুল্য শব্দদ্বারা দিক্ আকাশ স্বর্গ ও এই মেদিনী এবং আমাদের হৃদয় নিরন্তর বিচলিত হইতেছে, অতএব তুমি স্বীয় অগ্নিসদৃশ শরীর সম্বরণ কর। হে কুপিত কৃতান্তসদৃশ! তোমার দ্যুতি সন্দর্শন করিয়া আমাদের মন একেবারে অব্যবস্থিত ও বিচলিত হইতেছে, হে পতগপতে! প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ভগবন্! তুমি আমাদের সুখকর ও কল্যাণদাতা হও। গরুড়, ঋষিগণ ও দেবগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া আপনার তেজোরাশি-প্রতিসংহারে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আদিপর্ব্বে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

গরুড় দেবগণের এইসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও আপনার শরীর দেখিয়া তাহার প্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন, আমার দেহদর্শনে প্রাণিগণকে ভীত হইতে হইবেক না। তোমরা আমার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি স্বীয় তেজের সংহার করিতেছি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরে কামচারী কাম-বীর্য্য বিহঙ্গম স্বরূপ সম্বরণপূর্ব্বক স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর অরুণকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ করিয়া পিত্রালয় হইতে মহাসমুদ্রের পরপারে জননীর সমীপে গমন করিলেন। সেই সময়ে দিবাকর খরতর করনিকর বিস্তার-পুরঃসর ত্রিলোক দগ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত মহাদ্যুতি গরুড়, অরুণকে পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রুরু কহিলেন, ভগবান্ প্রভাকর কি নিমিত্ত তখন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে মানস করিয়াছিলেন? দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার ক্রোধোদয় হইল? প্রমতি কহিলেন, হে নিষ্পাপ! যখন চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর অমৃতপান-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের উপর বদ্ধবৈর হইয়াছিল। সেই শত্রুতাহেতুক যখন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি এই মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে, সুরকার্য্যের নিমিত্ত আমি রাহুর-

কোপে পতিত হইয়া অনিষ্টকর অনেক ক্লেশ-রাশি ভোগ করিতেছি, কিন্তু বিপৎকালে দেবতারা কেহই আমার সহায় হয়েন না, বরং যখন রাহু আমাকে গ্রাস করে, তখন তাঁহারা তাহা দেখিয়া হাস্য করিতে থাকেন, অতএব আমি সমস্তলোক সংহার করিব সন্দেহ নাই। সূর্য্য এইরূপ কৃত-সঙ্কল্প হইয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, এবং তথা হইতেই সংহারের নিমিত্ত লোকের সন্তাপ জন্মাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ দেবগণের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন যে, অদ্য অর্দ্ধরাত্র-সময়ে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ ত্রৈলোক্যবিনাশন মহা-দাহ উপস্থিত হইবেক। তচ্ছ্রবণে দেবগণ ঋষি-গণের সহিত ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! অদ্য একি দাহজন্য মহাভয় উপস্থিত হইল? এখনও ত সূর্য্য দৃষ্ট হইতেছেন না, তথাচ যেন সৃষ্টিলোপ হইতেছে, যখন তিনি উদিত হইবেন তখন কি হইবেক? পিতামহ কহিলেন, লোকসংহারের নিমিত্ত দিবাকর উদিত হইতে উদ্যত হইয়াছেন, তিনি প্রকাশমান হইয়াই সমস্ত-লোক ভস্মরাশি করিয়া ফেলিবেন, পরন্তু পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে; ধীমান্ মহা-কায় অরুণনামক মহাতেজস্বী কশ্যপনন্দন, সূর্য্যের পুরোবর্ত্তী হইয়া থাকিবেন। তিনিই দিবাকরের সারথ্য ও তেজোহরণ করিবেন, তাহাতেই দেব-গণ ঋষিগণ ও সমস্তলোকের মঙ্গল হইবেক। প্রমতি কহিলেন, পরে পিতামহের আজ্ঞানুসারে অরুণ তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, এবং সূর্য্যও অরুণ-কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া উদিত হইলেন। সূর্য্য যেজন্য কোপাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অরুণ যেনিমিত্ত তাঁহার সারথ্য অবলম্বন করেন, তাহা বর্ণন করি-লাম। এইক্ষণে পূর্ব্বোদাহৃত অপর প্রশ্নের কথা শ্রবণ কর।

আদিপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর মহাবীর্য্য, মহাবল কা-মচারী বিহঙ্গরাজ, মহোদধির পরপারে জননীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা ও অতিশয় দুঃখসন্তপ্তা এবং দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা কদ্রু গরুড়ের সমক্ষেই প্রণতা-বিনতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে বিনতে! সেই নির্জ্জন সমুদ্রমধ্যস্থিত সুদৃশ্য ও রমণীয় নাগালয়ে আমাকে লইয়া চল। তচ্ছ্রবণে গরুড়মাতা সর্প-মাতাকে বহন করিয়া সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। গরুড়ও জননীর আজ্ঞানুসারে সর্পগণকে বহন করি-য়া লইয়া চলিলেন, পরন্তু বহনকালে সেই বিনতা-নন্দন বিহঙ্গম সূর্য্যমণ্ডলের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্পগণ সূর্য্যরশ্মিতে সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। কদ্রু, পুত্র-গণকে তদবস্থ দেখিয়া দেবরাজের স্তব করিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বদেবেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি, হে বলসূদন! তোমাকে নমস্কার করি, হে নমুচিসূদন, সহস্রাক্ষ শচীপতে! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সূর্য্যকর্ত্তৃক সন্তাপিত সর্পগণকে জলবর্ষণ করিয়া রক্ষা কর, হে সুরোত্তম! তুমি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, হে পুরন্দর! তুমি অপরিমিত-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতে পার, তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি আকাশস্থ-তড়িন্মালা, তুমিই মেঘগণের সঞ্চালক, তুমিই প্রলয়কালীন মহামেঘ, তুমি অ-তুলঘোরবজ্র, তুমি গর্জ্জনকারী বারিবাহ, তুমি ত্রি-লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা, তুমি অজেয়, তুমি সর্ব্বভূতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বি-ভাবসু, তুমি আশ্চর্য্যভূত মহত্তত্ত্ব, তুমি রাজা, তুমি সুরোত্তম, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি পরাৎ-পরপরদেব, তুমি অমৃত, তুমিই পরমপূজিত সোম-দেব, তুমি মুহূর্ত্ত, তুমি তিথি, তুমি লব, তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কলা, তুমি কাষ্ঠা, তুমি ত্রুটি, তুমি সংবৎসর ঋতু মাস দিন ও

রজনী, তুমি উত্তম গিরিকাননযুক্ত-বসুন্ধরা, তুমি সূর্য্যযুক্ত নির্ম্মল আকাশমণ্ডল, তুমি তিমি তিমিঙ্গিল মীনমকরাদি বিবিধ জলচরাবৃত উর্ম্মিমান্ মহাসাগর, তুমি মহাযশাঃ, এই নিমিত্তই প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রফুল্লান্তঃকরণে সর্ব্বদা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তুমি মঙ্গলের নিমিত্ত যজ্ঞে স্তুত হইয়া বষট্‌কৃত ঘৃত ও সোমরস পান করিয়া থাক। হে অতুলবলশালিন্! বিপ্রগণ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বদা তোমার উদ্দেশে যাগ করিয়া থাকেন; এবং নিখিল বেদাঙ্গেই তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্নিমিত্তই যাগপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রগণ সর্ব্ব প্রযত্নে বেদাঙ্গের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

আদিপর্ব্বে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু এইপ্রকার স্তব করিলে ভগবান্ জীমূতবাহন নীলজীমূতনিবহে সমস্ত আকাশমণ্ডল আবৃত করিলেন, এবং মেঘগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা উত্তমরূপে জলবর্ষণ কর। মেঘগণ বিদ্যুন্মালায় সমুজ্জ্বল হইয়া পরস্পর অতিশয় গর্জ্জনপূর্ব্বক প্রভূতবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাদ্ভুত মহারব জলদগণ অসীম তোয়রাশি বর্ষণ করাতে আকাশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যুৎপবন-কম্পিত-মেঘ-স্তনিতরূপ বাদ্যধ্বনি সহকারে অসংখ্যধারা-তরঙ্গে আকাশও যেন নৃত্য করিতে লাগিল, এবং জলদকুল হইতে নিরন্তর জলধারা নিপতিত হওয়াতে অম্বরতল চন্দ্রসূর্য্য-বিহীনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দেবরাজ বর্ষণ করিলে সর্পগণ অসীম আনন্দ লাভ করিল; মহীমণ্ডল সলিল-সমূহে পরিপূরিত হইল; শীতল বিমল জল, পাতাল-তল-পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে ভূরি ভূরি বারি-তরঙ্গে পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইলে ভুজঙ্গগণ জননীর সহিত রামণীয়কদ্বীপে চলিল।

আদিপর্ব্বে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর গরুড়ারূঢ় সর্পগণ জলধারায় আপ্লুত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনতিবিলম্বে রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল। মকরগণের আবাস ভূমি ও বিশ্বকর্ম্ম-কর্ত্তৃক-বিনির্ম্মিত সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া নাগগণ প্রথমতঃ ভীষণাকৃতি লবণজলধি সন্দর্শন করিল; পরে গরুড়ের সহিত মনোরম-কাননে প্রবেশ করিল। ঐ কানন নিরন্তর সাগর-সলিলে অভিষিক্ত ও বিবিধ বিহঙ্গকুল-কোলাহলে শব্দায়মান এবং বিচিত্র ফলপুষ্পযুক্তবনরাজি-সমাকীর্ণ, সুরম্যহর্ম্ম্য ও রাজীবরাজি বিরাজিতজলাশয় এবং প্রসন্নসলিলপূর্ণ-দিব্যহ্রদ-সমূহে সুশোভিত হইয়াছে; ঐ বনে বিশুদ্ধ সুগন্ধ গন্ধবাহ মন্দ মন্দ বহিতেছে; বায়ুকর্ত্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত অত্যুচ্চ সুশোভিত চন্দনবৃক্ষবৃন্দ, পুষ্পবর্ষণ করিয়া অসীম-শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিবিধ পাদপ হইতে কুসুম সমস্ত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তত্রস্থ সর্পগণের উপর পুষ্পবর্ষণ হইতেছে; ঐ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রিয়, মধুমত্ত-মধুব্রতমণ্ডলী-গুঞ্জিত, মনোজ্ঞ দর্শন, দিব্য বিশুদ্ধ ও রমণীয় কাননের সর্ব্বজন-মনোহর-শোভা সন্দর্শন করিলে সকলেরই মনে আনন্দ-প্রবাহ উত্থিত হইতে থাকে; ঐ বিবিধ বিহঙ্গকুল-কূজিত রমণীয় কানন, কদ্রুপুত্র-পন্নগগণের প্রীতিজনক; অতএব তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিল, এবং মহাবীর্য্য-পতঙ্গরাজকে কহিল, "হে খেচর! তুমি আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ দেশ দেখিতে পাও, অতএব যেখানে নির্ম্মল সলিল ও রমণীয় স্থান আছে, এরূপ আর এক দ্বীপে আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া চল।" তচ্ছ্রবণে গরুড় কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বিনতাকে কহিলেন, "হে মাতঃ! আমি কি নিমিত্ত সর্পের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব?" গরুড় এরূপ কহিলে বিনতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাবল মহাবীর্য্য গগনবিহারি-স্বতনয়-গরুড়কে কহিলেন, "হে বিহঙ্গরাজ! আমি সর্পগণ-

কৃতছলদ্বারা মিথ্যাপণে পরাজিতা হইয়া দুর্দ্দৈব-বশতঃ সপত্নীর দাসী হইয়াছি।” গরুড়মাতা, দাসী হইবার কারণ ব্যক্ত করিলে গগনবিহারী গরুড় মাতৃদুঃখে দুঃখিত হইয়া সর্পগণকে কহিলেন, হে লেলিহগণ! আমি কি বস্তু আহরণ করিলে, কি বিষয় জানিয়া আসিতে পারিলে, কিরূপই বা পৌরুষ প্রকাশ করিলে, তোমাদের দাস্য হইতে মুক্ত হইতে পারি; তোমরা তাহা সত্য করিয়া বল। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পগণ গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, হে খেচর! তুমি বলদ্বারা অমৃত আহরণ কর, তাহা হইলেই দাস্য হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

আদিপর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড়, সর্পগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! আমি অমৃত আহরণার্থ গমন করিব, কিঞ্চিৎ আহার করিতে ইচ্ছা করি, কি আহার করিব বল। বিনতা কহিলেন, নির্জ্জনসমুদ্রমধ্যে নিষাদগণের উত্তম বাসস্থান আছে, তথায় সহস্র সহস্র নিষাদ বাস করে, তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আহরণার্থ গমন কর, কিন্তু কদাচ ব্রাহ্মণ বধ করিতে অভিলাষ করিও না; ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য, যেহেতু তিনি অগ্নিতুল্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের গুরু; তিনি কোপিত হইলে অগ্নি সূর্য্য বিষ ও শস্ত্রতুল্য হন, সাধুরা এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণের সমাদর করিয়া থাকেন, হে বৎস! তুমি রোষপরতন্ত্র হইলেও কোনমতে ব্রাহ্মণ-বধ করিও না, কখন ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণও করিও না, হে অনঘ! ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করেন, অগ্নি ও সূর্য্য সেরূপ ভস্ম করিতে পারেন না। এইসকল কারণে ব্রাহ্মণকে সম্মান করিবে; ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের অগ্রজ বর্ণশ্রেষ্ঠ পিতা এবং গুরু। গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রাহ্মণের কিরূপ রূপ, কিরূপ স্বভাব, কিরূপ পরাক্রম, তিনি কি অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান, অথবা সৌম্য দর্শন? হে মাতঃ! যেসকল শুভলক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিজ্ঞাত হইতে পারিব, তাহা আমাকে হেতু নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বল, আমি অগ্রে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি। বিনতা কহিলেন, হে তনয়! যিনি তোমার ভক্ষণকালে কণ্ঠপ্রাপ্ত হইবামাত্র বড়িশের ন্যায় গললগ্ন হইবেন, ও জ্বলিতঅঙ্গার-সদৃশ দগ্ধ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, তুমি ক্রুদ্ধ হইলেও কদাচ ব্রহ্মহত্যা করিও না। বিনতা অপত্যস্নেহে পুনর্ব্বার কহিলেন, “পুত্র! যিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।” সর্পগণ-কর্ত্তৃক প্রতারিতা পরম-দুঃখার্ত্তা সাধুশীলা বিনতা, পুত্রের অতুল বিক্রম জানিয়াও পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে পুত্র! বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, অগ্নি তোমার মস্তক রক্ষা করুন, বসুগণ তোমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন, হে বৎস! আমিও এখানে থাকিয়া তোমার শান্তি ও স্বস্তি পরায়ণা হইয়া মঙ্গল-চিন্তনে নিত্য-নিরতা রহিলাম, তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর মহাবল গরুড় জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার-পূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইলেন, এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া সংহারকারি-দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় নিষাদগণের নিকটে উপনীত হইলেন। তাঁহার নিষাদসংহারার্থ অবতরণকালে গগনস্পর্শী রজোরাশি উড্ডীয়মান হইতে লাগিল, ঐ ধূলিবৃন্দ নিপতিত হওয়াতে সাগরসলিল শুষ্কপ্রায় হইল, এবং তাঁহার অবতরণকালে সমীপস্থ পর্ব্বতীয় বৃক্ষসকল বিচলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভুজঙ্গভোজী পক্ষিরাজ গরুড়, প্রকাণ্ড আনন বিস্তার-পুরঃসর নিষাদগণের পথাবরোধ করিয়া থাকিলেন, নিষাদ-

গণও ভয়ে তাঁহার মুখমধ্যেই ত্বরাপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যেমন বনস্থ বৃক্ষগণ প্রবলবায়ুদ্বারা বিচলিত হইলে সহস্রসহস্র বিহঙ্গকুল ধূলি ও অনিলবেগে সমাকুল ও বিমোহিত হইয়া আকাশে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে থাকে; তদ্রূপ নিষাদগণ গরুড়ের অতি বিস্তৃত-আননমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে শত্রুতাপন মহাবল, বুভুক্ষাচঞ্চল বিহঙ্গরাজ, অসংখ্য-মৎস্য-জীবিগণকে বিনাশপূর্ব্বক বদন আকুঞ্চন করিলেন।

আদিপর্ব্বে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নিষাদগণের সহিত এক সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বলিত-অঙ্গারের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিতেছিলেন। গরুড় তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিতেছি, তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া যাও, ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপনিরত হইলেও আমার বধ্য নহেন। গরুড় এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, আমার ভার্য্যা এই নিষাদী আমার সহিত নির্গতা হউক। গরুড় কহিলেন, যাবৎ আমার তেজে জীর্ণ না হও, তাহার মধ্যেই তোমার নিষাদীকে লইয়া ত্বরায় বহির্গত হও। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিঃসৃত হইলেন, এবং গরুড়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন। ভার্য্যার সহিত ব্রাহ্মণ নির্গত হইলে মনোজব পক্ষিরাজ আকাশে পক্ষপুট বিস্তীর্ণ করিয়া উৎপতিত হইলেন, পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যথান্যায়ে সমুদায় কহিলেন। অমেয়াত্মা মহর্ষিকশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তোমরা ত কুশলে আছ? তোমার নিত্য ভোজন পর্য্যাপ্তরূপে হইয়া থাকে? এই ভূলোকে ত তোমার উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বহুপরিমাণে আছে? গরুড় কহিলেন, হে পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা নিত্যই কুশলে আছেন, আমিও কুশলে আছি বটে, কিন্তু আমার পর্য্যাপ্তভোজনপক্ষে নিত্যই অমঙ্গল। সম্প্রতি সর্পগণ আমাকে দুর্লভ অমৃত আহরণার্থে প্রেরণ করিয়াছে, আমিও মাতার দাস্য বিমোচন করিতে অমৃত আহরণ করিয়া আনিব। মাতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি নিষাদগণকে ভক্ষণ করিও, কিন্তু সহস্র সহস্র নিষাদ ভক্ষণ করিয়াও আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না, অতএব হে ভগবন্! আপনি আরও কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয় বস্তু কোথা আছে উপদেশ করুন; যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণে সমর্থ হইতে পারি, হে প্রভো! আপনি আমার ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান বলিয়া দিউন। কশ্যপ কহিলেন, এই যে সরোবর দেখিতেছ, ইহা মহাপবিত্র ও দেবলোকেও বিখ্যাত, এখানে এক হস্তী অধোমুখ হইয়া কূর্ম্মরূপি-জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে। যেকারণে উহাদের জন্মান্তরে শত্রুতা হইয়াছিল এবং উহাদের যত পরিমাণ, তাহার সমুদায় নিগূঢ়তত্ত্ব কহিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতিকোপন এক মহর্ষি এবং সুপ্রতীক নামে তাঁহার এক মহাতপস্বী কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। সুপ্রতীকের এমত ইচ্ছা ছিল না যে, পৈতৃকধন একত্র থাকে, সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে বিষয়-বিভাগের উল্লেখ করিতেন। একদা বিভাবসু স্বানুজসুপ্রতীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ! অনেকেই মুগ্ধ হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু তাহারা বিভক্ত হইলেই ধনমায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। স্বার্থপর ও অজ্ঞান ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ অংশ লইয়া পৃথক্ হইলেই অমিত্রগণ মিত্ররূপী হইয়া তাহাদিগের পরস্পর দ্বেষ জন্মাইয়া দিতে থাকে। পরে যখন তাহারা বদ্ধবৈর হয়, তখন শত্রুগণও ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে, সুতরাং অনতিবিলম্বেই তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এই নিমিত্তই সাধুরা গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অনাবদ্ধ পরস্প-

রাভিশক্তি-ভ্রাতৃগণের পৃথক্‌ভাবের প্রশংসা করেন না, "হে সুপ্রতীক! তুমি ভ্রাতৃভেদ করিয়া ধনাভিলাষ করিতেছে, এবং তোমাকে কোনমতেই নিবারণ করা যায় না, অতএব তুমি বারণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে।" সুপ্রতীক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, "তুমিও জলচর কচ্ছপ হইয়া জন্মিবে।" এইরূপে রোষ-দোষে পশুযোনি-প্রাপ্ত বিভাবসু ও সুপ্রতীক অর্থের নিমিত্ত মূঢ়বুদ্ধি হইয়া পরস্পরের শাপে গজ ও কচ্ছপ হইয়াছে। এই সরোবরেই সেই মহাবল গজকচ্ছপরূপী দুই ভ্রাতা অলৌকিক পরিমাণে ও বলে গর্ব্বিত হইয়া পূর্ব্ব বৈরানুসারে পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে। ঐ দেখ, সেই সুন্দরমূর্ত্তি মহাগজ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইতেছে; উহার বৃংহিত শ্রবণমাত্রেই জলমধ্যস্থিত প্রকাণ্ড কচ্ছপ, সমস্ত সলিল আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ঐ মহাবল গজও উহাকে দেখিবামাত্রই শুণ্ড কুণ্ডলাকার করিয়া দন্ত শুণ্ডাগ্র লাঙ্গূল ও চরণাদির বেগে মীননিকরাকুলিত সরোবর বিক্ষোভিত করিয়া জলে অবতীর্ণ হইল; বিক্রমশালী কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছে। ঐ গজ পরিমাণে ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত এবং তাহার মণ্ডল দশ যোজন। এক্ষণে উহারা উভয়ে পরস্পরের বধবাসনায় ঘোরসংগ্রামে মত্ত আছে, অতএব তুমি শীঘ্র উহাদিগকে আহার করিয়া আপনার অভিলষিত কার্য্যসাধন কর, মহামেঘসদৃশ কচ্ছপ ও মহাগিরিতুল্য ঘোররূপ হস্তীকে ভক্ষণ করিয়াই অমৃত আনয়ন করিতে যাও। সূত কহিলেন, কশ্যপ এই কথা বলিয়া গরুড়কে এইবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হে অণ্ডজ! দেবগণের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হইবে, পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর আর যেসমস্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে, তাহা তোমার মঙ্গলদায়ক হউক। যখন তুমি দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, যজ্ঞীয় বিশুদ্ধ ঘৃত, সমস্ত রহস্য ও অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ তোমার বলপ্রদান করুন। কশ্যপঋষি এইরূপ কহিলে গরুড় তথা হইতে গিয়া অদূরে সেই বিবিধ বিহঙ্গকুল-সমাকুল প্রসন্নসলিলযুক্ত সরোবর দেখিতে পাইলেন। পরে মহাবেগ বিহঙ্গম পিতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক এক নখে গজ ও এক নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া অতি উচ্চ আকাশে উড্ডীন হইলেন, এবং তিনি স্থান অন্বেষণ-পূর্ব্বক সুমেরুশৃঙ্গে গমন করিয়া দেববৃক্ষগণ-সমীপে উপনীত হইলেন। দিব্য কণকাচলস্থ বৃক্ষগণ পক্ষীর পক্ষপবনে আহত হইয়া ভগ্ন হইবার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। গরুড় অভীষ্ট-ফলদায়ক বৃক্ষগণকে কম্পিত কলেবর দেখিয়া অন্যান্য অতুলরূপ প্রকাণ্ডাকৃতি, বৈদূর্য্যমণিময়শাখা-সুশোভিত, কাঞ্চনময় ও রজতময় ফলরাজি-বিরাজিত, সাগর-সলিলে পরিপ্লুত ও শোভাযুক্ত মহাদ্রুমগণের নিকটে গমন করিলেন। সেখানে অতিপুরাতন বৃহদাকার এক বটবৃক্ষ, মনের ন্যায় দ্রুতগামি-বিহঙ্গরাজকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, গরুড়! তুমি আমার শতযোজন বিস্তীর্ণ এই যে এক মহাশাখা দেখিতেছ, ইহাতে বসিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। অনন্তর মহীধর-সদৃশ বৃহদাকার বেগবান্ বিহঙ্গরাজ অবতীর্ণ হইবামাত্র সহস্র সহস্র বিহঙ্গকুল-নিষেবিত সেই বৃক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং অবিরল পত্রসমূহ-যুক্ত সেই শাখাও ভগ্ন হইল।

আদিপর্ব্বে ঊনত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বলবান্ গরুড় চরণদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইলে তিনি তাহা ধারণ করিয়া রাখিলেন। পরে বিস্ময়পূর্ব্বক সেই ভগ্ন মহাশাখা নিরীক্ষণ করত দেখিলেন যে, তাহাতে বালখিল্য ঋষিগণ অধোমুখে লম্বমান আছেন। তপস্যারত লম্বমান-ব্রহ্মর্ষিগণকে দেখিয়া বিহঙ্গরাজ চিন্তা

করিতে লাগিলেন যে, "ঋষিগণ এই শাখায় লম্বমান আছেন, যাহাতে হত না হন তাহা করিতে হইবেক; যদ্যপি শাখা পতিত হয়, তাহা হইলে ইহাঁদের প্রাণবিয়োগ হইবেক।" এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক বীরবর খগপতি নখদ্বারা দৃঢ়রূপে গজকচ্ছপ ধারণ করিয়া ঋষিগণের বিনাশভয়ে সেই শাখাও চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া বিস্ময়াকুলিত-চিত্তে তাঁহার "গরুড়" এই নাম রাখিলেন; যেহেতু ঐ পন্নগভোজী বিহঙ্গরাজ গুরুভার বহন করিয়া উড্ডীন হইয়াছেন। অনন্তর গরুড় পক্ষপবনদ্বারা অচলকুল বিচলিত করিয়া অনতিবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে বালখিল্যগণের রক্ষার নিমিত্ত শাখা এবং গজকচ্ছপ লইয়া নানাদেশ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোনখানেই তদুপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে গমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত স্বজনককশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। ভগবান্ কশ্যপও সেই তেজোবীর্য্যবল-সম্পন্ন, মন ও বায়ুর তুল্য বেগবিশিষ্ট, দিব্যাকৃতি, শৈলশৃঙ্গসদৃশ, উদ্যতব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ, অচিন্তনীয়, অদ্ভুত, বিকটাকার, ভীষণমূর্ত্তি, মহাবীর্য্যশালি, সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত অগ্নি-তুল্য, রৌদ্রমূর্ত্তি, দেব দানব রাক্ষসগণেরও অধৃষ্য ও অজেয়, গিরিশিখর-বিদারক, সমুদ্রসলিল-শোষক, ত্রিলোকলোক-দলনক্ষম, ঘোরকৃতান্ত-সদৃশভীষণদর্শন-বিহঙ্গকে সমাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে পুত্র! সাবধান, সাহস করিও না, যেন সদ্যই যাতনা প্রাপ্ত হইতে না হয়, মরীচিপ বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর কশ্যপ, পুত্রের নিমিত্ত তপোবলে নিষ্পাপ মহাভাগ্য বালখিল্য-মুনিগণকে প্রসন্ন করিলেন ও কহিলেন, হে তপোধনগণ! গরুড় লোকহিতের নিমিত্ত যেকার্য্যে উদ্যত হইয়াছে এবং যে মহৎকার্য্য করিতে অভিলাষ করে, আপনারা তৎকর্ম্ম সাধনে উহাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এরূপ কহিলে বালখিল্য-মুনিগণ সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত সুপবিত্র-হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে বিনতানন্দন, শাখা-ব্যাকুলিতমুখে অস্পষ্ট বচনে কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি এই বৃক্ষশাখা কোথায় পরিত্যাগ করিব, কোথায় বা মনুষ্যবর্জ্জিত দেশ আছে তাহা আমাকে বলিয়া দিউন। তচ্ছ্রবণে কশ্যপ, হিমাচ্ছাদিতকন্দর, মনোদ্বারাও অন্যের অগম্য, নির্ম্মনুষ্য এক পর্ব্বত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহাপক্ষী তার্ক্ষ্য সেই অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উদ্দেশে গজকচ্ছপ ও ঐ শাখা লইয়া অতিবেগে গমন করিলেন। বিনতাতনয় যে মহতী বৃক্ষশাখা লইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাহা একশত-গোচর্ম্মনির্ম্মিত একাবলী-রজ্জুদ্বারাও বেষ্টন করিতে পারা যায় না। অনন্তর পতগেশ্বর গরুড়, শতসহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বেই পিতৃনির্দ্দিষ্ট সেই ভূধরে উপনীত হইয়া মহাশব্দ-পূর্ব্বক সেই মহাশাখা পরিত্যাগ করিলেন। গরুড়ের পক্ষপবনে আহত হইয়া সেই শৈলরাজ কম্পিত হইল, এবং তত্রত্য বৃক্ষগণ উন্মূলিত হইয়া পতিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। মণিকাঞ্চন-চিত্রিত যেসকল শিখর শিখরীকে বিভূষিত করিয়াছিল, তৎসমস্ত বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষগণ সেই মহাশাখাকর্ত্তৃক অভিহত হইয়া প্রচলিত কাঞ্চনময় কুসুমদ্বারা বিদ্যুন্মালাযুক্ত-মেঘের ন্যায় পরমা শোভাপ্রাপ্ত হইল। সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষসকল ভূমিতে পতিত ও ধাতুরাগে লিপ্ত হইয়া প্রাতঃকালীনসূর্য্য-কিরণে প্রতিরঞ্জিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনন্তর বিহঙ্গরাজ গরুড় পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সেই গজ ও কচ্ছপ উভয়কেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে

তিনি সেই কূৰ্ম্ম কুঞ্জর ভক্ষণ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ-হইতে মহাবেগে উড্ডীয়মান হইলেন। গরুড় আকাশপথে যাত্রা করিলে দেবগণের ভয়-সূচক উৎপাত হইতে আরম্ভ হইল। দেবরাজের প্রিয়তম বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; আকাশ হইতে সধূম শিখাবিশিষ্ট উল্কাপিণ্ড অজস্র পতিত হইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে দেবাসুরের সংগ্রামেও হয় নাই; বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণের স্ব স্ব অস্ত্রসকল পরস্পর উপদ্রব করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে নির্ঘাত বায়ু বহন করিতে আরম্ভ করিল; সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইতে থাকিল; এবং মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ মহাশব্দপূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল; যিনি দেবগণের দেব, তিনিও শোণিত-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; দেবগণের মাল্যসকল ম্লান ও তেজোরাশি বিনষ্ট হইল; ঘোররূপ উৎপাত-ঘনঘটা প্রচুর-পরিমাণে শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিল; রজোবৃন্দ উড্ডীয়মান হইয়া দেবগণের মুকুট মলিন করিল। অনন্তর ঐ সমস্ত দারুণ উৎপাত-দর্শনে ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত দেবরাজ শতক্রতু দেবগণের সহিত একত্র হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে ভগবন্! কি নিমিত্ত সহসা এই ঘোর উৎপাত উপস্থিত হইল? এমত কোন শত্রু ত দেখিতে পাই না, যে, আমাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে। বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ শতক্রতো! তোমার অপরাধ ও অনবধানতা-প্রযুক্ত মহাপ্রভাব বালখিল্য-মহর্ষিগণের তপোবলে বিনতাগর্ব্ভসম্ভূত কশ্যপতনয় কামরূপী বলবান্ পতঙ্গরাজ অমৃত হরণ করিতে আসিতেছে, সে অতিশয় শক্তিশালী, বোধহয় অমৃতহরণে সমর্থ হইবেক, ঐ বিহঙ্গমে কিছুই অসম্ভাবিত নহে, অনায়াসেই অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ইন্দ্র, গুরু-বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত-রক্ষকগণকে কহিলেন, দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষী অমৃত হরণে উদ্যত হইয়াছে, একারণ তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি, যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে, বৃহস্পতি কহিয়াছেন, "ঐ পক্ষী অতুল বলসম্পন্ন।" অমৃতরক্ষক-দেবগণ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক অমৃত বেষ্টন করিয়া থাকিলেন, প্রভাবশালী দেবরাজও তথায় বজ্রহস্তে অবস্থিতি করিলেন। মনস্বী সুরগণও সর্ব্বগাত্রে বিচিত্র, সুবর্ণময় মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি-খচিত কবচ ধারণ-পূর্ব্বক দৃঢ়শোভমান চর্ম্ম, এবং ঘোররূপ অসঙ্খ্য নানাবিধ শাণিত তীক্ষ্ণাগ্র শস্ত্রসকল উদ্যত করিয়া ধূমস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাযুক্ত চক্র, পরিঘ, ত্রিশূল, পরশু, বিবিধ তীক্ষ্ণশক্তি, নির্ম্মল করবাল ও স্ব স্ব দেহের অনুরূপ উগ্রদর্শন গদাগ্রহণ-পূর্ব্বক নানাবিধ দিব্যাভরণ ও দেদীপ্যমান-অস্ত্রসমূহে বিভূষিত হইয়া রহিলেন। অনুপমবলবীর্য্য-সম্পন্ন, পাপস্পর্শ-শূন্য, অসুরপুর-বিদারক, সমিদ্ধঅগ্নি-তুল্য, তেজোরাশি-রাজিত সমস্ত সুরগণ, মনঃসংযোগপূর্ব্বক অমৃত রক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিলেন। ঐ পরিঘ সহস্র-সমাকুল রণস্থল ও সূর্য্যকিরণ-প্রকাশিত বিগলিত-আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল।

আদিপর্ব্বে ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূততনয়! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও কিরূপ প্রমাদ হইয়াছিল; এবং গরুড়ই বা কিরূপে বালখিল্যমুনিগণের তপঃপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন; দ্বিজরাজ-কশ্যপেরইবা কিরূপে পক্ষি-রাজ পুত্র উৎপন্ন হইল, ও ঐ পুত্র কিরূপেইবা কামচারী, কামবীর্য্য, দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইয়া উঠিল; ইহা যদ্যপি পুরাণে বর্ণিত থাকে তবে কীর্ত্তন কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা পুরাণেরই বিষয়, আমি এসমস্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যখন

প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন, তখন দেবগণ ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যজ্ঞের সাহায্য করিয়াছিলেন। কশ্যপ যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণার্থ ইন্দ্র ও বালখিল্যমুনিগণ এবং অন্যান্য দেবগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, স্বীয় শক্ত্যনুসারে পর্ব্বত-প্রমাণ কাষ্ঠভার উত্তোলন করিয়া অক্লেশে আনয়ন করিতে লাগিলেন, এবং পথিমধ্যে দেখিলেন যে, অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ খর্ব্বাকৃতি ঋষিগণ একত্র মিলিত হইয়া একটি পলাশবৃন্তমাত্র বহন করিয়া অতিক্লেশে আগমন করিতেছেন। ঐ নিরাহার শীর্ণ কলেবর তপোধনগণ তপস্যাদ্বারা এরূপ দুর্ব্বল যে, গোস্পদস্থ জলেও মগ্ন হইয়া ক্লিশ্যমান হইতেছেন। বলদর্পিত পুরন্দর সেই সমস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উপহাস-পূর্ব্বক লঙ্ঘন করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। তাহাতে মহাতপা বালখিল্য-ঋষিগণ অতিশয় দুঃখিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রের ভয়জনক এক মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, হে শৌনক! আপনি শ্রবণ করুন। সেই যতব্রত ঋষিগণ "আমাদের ব্রত ও তপস্যার ফলে অদ্য কামবীর্য্য, কামচারী দেবরাজের ভয়জনক, ইন্দ্র-হইতে শতগুণ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন, মনোজব উগ্রমূর্ত্তি অপর এক ইন্দ্র দেবলোকে উৎপন্ন হউক," এই কামনায় উচ্চাবচ-মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ শতক্রতু ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং ব্রতপরায়ণ কশ্যপ-মুনির শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাজের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক বালখিল্য-ঋষিগণের নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনাদিগের ত কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে?" সত্যবাদী বালখিল্যগণ উত্তর করিলেন, "হাঁ হইয়াছে," কশ্যপপ্রজাপতি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! ইনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে ত্রিভুবনের ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনারাও দ্বিতীয় ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা করা আপনাদিগের উচিত হয় না, হে সত্তমগণ! আপনাদের অভীষ্ট সঙ্কল্পও মিথ্যা করিতে অভিলাষ করি না, আপনারা যাহাকে ইন্দ্র করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি পক্ষিগণের ইন্দ্র হউক, দেবরাজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনারা ইহাঁর প্রতি প্রসন্ন হউন। তপোধন বালখিল্যগণ, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ প্রজাপতি-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রজাপতে! আমরা সকলেই ইন্দ্রের উৎপত্তির নিমিত্ত এবং আপনার সন্তানোৎপাদনাভিলাষে এই যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছি, অতএব আপনিই আমাদের কর্ম্মফল প্রতিগ্রহ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহা করুন।

সৌতি কহিলেন, এই সময়ে শুভলক্ষণা কল্যাণী যশস্বিনী দক্ষকন্যা তপোরতা বিনতা, ঋতুস্নাতা ব্রতপরায়ণা ও শুচি হইয়া পুত্রকামনায় স্বামীর নিকটে গমন করিলেন, কশ্যপও তাঁহাকে কহিলেন, "হে দেবি! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা সফল হইবেক, আমার সঙ্কল্পে ও বালখিল্য-মুনিগণের তপঃপ্রভাবে তোমার গর্ব্ভে মহাভাগ্য-সম্পন্ন ত্রিভুবনাধিপতি দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়া ত্রিলোকে পূজিত হইবেক। ভগবান্ কশ্যপ পুনর্ব্বার বিনতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি অপ্রমত্তা হইয়া এই সুমহোদয় গর্ব্ভ যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিও, যেহেতু এই লোকমান্য মহাবীর কামরূপী বিহঙ্গদ্বয় সমুদায় পক্ষিগণের উপর আধিপত্য করিবে। অনন্তর কশ্যপ প্রজাপতি প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে দেবরাজকে কহিলেন, হে পুরন্দর! তোমার সাহায্যকারী দুই ভ্রাতা উৎপন্ন হইবেক, তাহাদের হইতে তোমার কোন অনিষ্টই হইবেক না, হে ইন্দ্র! তোমার সন্তাপ দূরিকৃত হউক, তুমিই চিরকাল ইন্দ্র হইয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি আর কখন ব্রহ্মবাদি, বাগ্বজ্র, ভৃশকোপন,

ব্রাহ্মণগণকে দর্পহেতুক অবজ্ঞা বা অপমান করিও না।” কশ্যপ এরূপ কহিলে ত্রিদশনাথ শঙ্কারহিত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। বিনতাও মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে আনন্দিতা হইলেন, এবং সময় উপস্থিত হইলে অরুণ ও গরুড় এই দুই সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু অরুণ বিকলাঙ্গ হইয়া সূর্য্যের সারথ্য অবলম্বন করিলেন; গরুড় বিহঙ্গগণের ইন্দ্রত্ব-পদে অভিষিক্ত হইলেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই পতগেন্দ্র-গরুড়ের অদ্ভুত কর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

আদিপর্ব্বে একত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণানন্তর দেবগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সুসজ্জ হইয়া থাকিলে পক্ষিরাজ গরুড় অতিবেগে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুরগণ, মহাবল-গরুড়কে দর্শন করিবামাত্র কম্পিতকলেবর হইলেন, এবং ভয়ে ইতিকর্ত্তব্যতাজ্ঞান-শূন্য হইয়া আপনারাই সর্ব্বপ্রহরণ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট অমেয়াত্মা মহাবীর্য্য বিশ্বকর্ম্মা অমৃতরক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মুহূর্ত্তকাল পতগেন্দ্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পক্ষতুণ্ডনখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। পরে পক্ষিরাজ পক্ষপবনদ্বারা সুমহৎরজোরাশি উদ্ধৃত করিয়া সমুদায় লোক আলোকশূন্য করিয়া ঐ ধূলিপটল-দ্বারা দেবগণকেও আচ্ছন্ন করিলেন। দেবগণ ধূলিরাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন, এবং অমৃত-রক্ষকগণও তাহাতে অন্ধপ্রায় হইয়া গরুড়কে দেখিতে পাইলেন না। বিহঙ্গরাজ এইরূপে ত্রিদশালয় আকুলিত করিলেন, এবং পক্ষতুণ্ড-প্রহারদ্বারা দেবগণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, শীঘ্র পবনকে আদেশ করিলেন “হে মারুত! তুমি ত্বরায় এই রজোবৃষ্টি অপসারণ কর, তোমারই ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।” তচ্ছ্রবণে বলবান্ বায়ু ত্বরায় রজোরাশি অপসারিত করিলেন, তাহাতে আকাশমণ্ডল অন্ধকার-শূন্য হইলে দেবগণ ঐ পক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। বলবান্ গরুড় দেবগণ-কর্ত্তৃক আহত হইয়া সর্ব্বভূতের ভয়োৎপাদন করত প্রলয়কালীন-মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং ঐ মহাবীর্য্য শত্রুনাশক-পক্ষিরাজ আকাশে উড্ডীয়মান হইলেন। কবচধারী ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ, অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান ও আপনাদিগের উপরিস্থিত-গরুড়কে পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র, সূর্য্যসদৃশ-চক্রপ্রভৃতি নানা অস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পক্ষিরাজ চতুর্দ্দিকে বিবিধশস্ত্র-প্রহার সহ্য করিয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, একবারও বিচলিত হইলেন না, প্রত্যুত তেজোদ্বারা যেন সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে সেই প্রতাপবান্ বিনতানন্দন পক্ষ ও বক্ষঃস্থলের আঘাতদ্বারা দেবতাদিগকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। পতগেন্দ্র গরুড়কর্ত্তৃক-বিক্ষিপ্ত ও নখতুণ্ডাঘাতে ক্ষতবিক্ষত যুধ্যমান মহাতেজস্বী দেবগণ নিতান্ত কাতর হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিলেন। এবং সম্যক্‌রূপে পরাজিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ পশ্চাৎদিকে অবলোকন করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্বদিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উত্তরদিকে গমন করিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড়, অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, পুলিন, এই সকল মহাবীরের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে পিণাকপাণি ক্রুদ্ধ হইয়া পিণাকদ্বারা সমস্ত সংহার করেন, সেইরূপ শত্রুমর্দ্দন বিনতানন্দন পক্ষনখতুণ্ডদ্বারা ঐ সকল বীরকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। মহাবল মহোৎসাহ সেই সমস্ত সুরগণ সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষি-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

পতগশ্রেষ্ঠ গরুড় ঐ সমস্ত বীরকে আহত করিয়া অমৃত আনয়নার্থ গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, অগ্নি অমৃতের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ঐ অগ্নির শিখাসমস্ত সর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে, বোধ হয়, যেন ঐ শিখা প্রচণ্ড সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া দিবাকরকেও দগ্ধ করিতেছে। তদ্দর্শনে বেগবান্ মহাত্মা শত্রুতাপন কামরূপী গরুড় গিয়া, অষ্টসহস্র একশত মুখ ধারণ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত মুখে তাবৎ-সঙ্খ্য-নদীর জলপান করিয়া পুনর্ব্বার মহাবেগে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সেই সমস্ত নদীদ্বারা প্রজ্বলিত-অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিলেন, এবং অগ্নি-নির্ব্বাণ করিয়াই অমৃত আহরণার্থ প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক অতিক্ষুদ্রতর কলেবর ধারণ করিলেন।

আদিপর্ব্বে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড়, কিরণাবলী-বিরাজিত স্থবর্ণময় ঐ শরীর ধারণ করিয়া জল-প্রবাহ যেমন সাগরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় বলপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, প্রজ্বলিত-প্রভাকরতুল্য, ঘোরভীষণ, লৌহময়, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক চক্র অমৃতের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরি-ভ্রমণ করিতেছে। দেবগণ, অমৃত-হরণেচ্ছুব্যক্তি-দিগের ছেদনার্থ ঐ ঘোররূপ যন্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিহঙ্গরাজ ঐ যন্ত্রমধ্যে যৎকিঞ্চি-ন্মাত্র প্রবেশ-স্থান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরীর সঙ্কু-চিত করিয়া অরমধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত-হুতাশন-সদৃশ দেদীপ্যমান, বিদ্যুন্মালার ন্যায় চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, দীপ্তবদন, দীপ্তলোচন, দৃষ্টিবিষ, মহা-ঘোর, সর্ব্বদাই রোষ-পরবশ, অতিশয় বলশালী, সদাসংরক্ত-নয়ন, নিত্যনির্নিমেষ-লোচন, ভীষণ ভু-জঙ্গদ্বয় অমৃতরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত আছে। সেই দুই সর্পবরের মধ্যে অন্যতর সর্প যাহার প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম-রাশি হইয়া যায়। বিনতানন্দন গরুড় সহসা ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া ঐ সর্পদ্বয়ের নয়ন আচ্ছাদিত করিলেন, ও নভোমণ্ডল হইতে অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের শরীরে প্রহার করিতে লাগিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অমৃতের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সেই বিনতা-তনয় যন্ত্র উন্মথিত করিয়া অমৃতকুম্ভ উৎপাটন-পূর্ব্বক স্বয়ং পান না করিয়াই গ্রহণ করত বহির্গমনান্তে মহা-বেগে উড্ডীন হইলেন, এবং এতাদৃশ যুদ্ধাদি-তেও পরিশ্রান্ত না হইয়া প্রভাকর-প্রভারোধ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে আকাশপথে বিষ্ণুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারায়ণ তাঁহার অমৃতপানে লোভশূন্যতা দে-খিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে খেচর! তুমি বর প্রার্থনা কর। বিহঙ্গরাজ কহিলেন, আমাকে এই বর দাও যে, আমি তোমার উপরে অবস্থিতি করি, এবং পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন যে, আমি অমৃত-পান না করিয়াও যেন অজর ও অমর হইতে পারি, বিষ্ণু "তথাস্তু" এই কথা বলিলেন। বিনতানন্দন গরুড় বরদ্বয় গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, তুমিও কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করি-তেছি। বিষ্ণু, মহাবলবীর্য্য-সম্পন্ন গরুড়ের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, "তুমি আমার বাহন হও।" পরে ভগবান্ নারায়ণ উপরে রাখিবার নিমিত্ত গরুড়কে ধ্বজায় থাকিতে কহিলেন। গরুড়, দেব-দেব নারায়ণকে "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুকে পরাভব-পূর্ব্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র, পক্ষিরাজ-গরুড়কে অমৃতহরণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করি-তে দেখিয়া ক্রোধভরে তদুপরি বজ্র-নিক্ষেপ করি-লেন। পতঙ্গরাজ গরুড়, বজ্রদ্বারা আহত হইয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে দেবরাজকে কহিলেন, "হে শতক্রতো! যে ঋষির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হই-য়াছে, তাঁহার সম্মানরক্ষার নিমিত্ত এবং তোমার ও

তোমার বজ্রের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি ইহারও অন্ত পাইবে না, দেখ, তোমার এই বজ্রপ্রহারে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও বেদনা বোধ হয় নাই।” পক্ষিরাজ এই কথা বলিয়া একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকলে সেই পরিত্যক্ত মনোহর-পক্ষের পরম সৌন্দর্য্য দেখিয়া গরুড়ের “সুপর্ণ” এই নাম রাখিলেন। সহস্রাক্ষ পুরন্দর, সেই মহদাশ্চর্য্য অবলোকন করিয়া “এই পক্ষী সামান্য নহে, নিশ্চয়ই এক মহাপ্রাণী হইবেক” ইহা মনে করিয়া কহিলেন, হে খগোত্তম! তোমার কত বল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এবং তোমার সহিত চিরকাল সখ্যস্থাপন করিতে আমার বাসনা হইতেছে।

আদিপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ পুরন্দর! তুমি আমার সহিত সখ্যস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই হইবেক। আমার বল অসহ্য ও অতিমহৎ, হে শতক্রতো! পণ্ডিতেরা আপনার বলের প্রশংসা বা আত্মগুণ-কীর্ত্তন করেন না, হে মিত্র! তুমি সখা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত বলি, নতুবা অকারণে আপনার প্রশংসাযুক্ত-বাক্য বলা অকর্ত্তব্য। আমি একপক্ষদ্বারা নগ নগর বন উপবন সাগরসলিল-সমেত পৃথিবীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি, তুমিও যদ্যপি ঐ পক্ষে উপবিষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলেও আমার ক্লেশবোধ হয় না, অধিক কি, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া এককালে বহন করিলেও আমি পরিশ্রান্ত হই না; এতদুরপর্য্যন্ত আমার বল আছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক! সর্ব্বলোকহিতৈষী প্রভু, কিরীটধারী, শ্রীমান্ দেবরাজ, বীরবর-গরুড়ের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গরুড়! তুমি যাহা যাহা কহিলে, সকলই তোমাতে সম্ভবে, এক্ষণ তুমি আমার সহিত মিত্রতা-সংস্থাপন কর, এবং যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ইহা আমাকে প্রদান কর, তুমি যাহাদিগকে অমৃত দান করিতে মানস করিয়াছ, তাহারা সর্ব্বদা আমাদের অনিষ্টাচরণ করে। গরুড় কহিলেন, আমি কোন বিশেষকারণে অমৃত লইয়া যাইতেছি, কিন্তু কাহাকেও এই অমৃত পান করিতে দিব না। হে ত্রিদিবেশ্বর সহস্রাক্ষ! আমি এই অমৃতকুম্ভ লইয়া যেখানে রাখিব, তুমি তথা হইতে তৎক্ষণাৎ ইহা হরণ করিয়া আনয়ন করিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে অণ্ডজ দ্বিজরাজ! তোমার এই বাক্যে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি আমার নিকটে যে বর ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই বাক্য শ্রবণান্তর গরুড় কদ্রুপুত্রগণের আচরণ স্মরণ করিয়া এবং মাতার দাস্যের হেতুভূত কদ্রুকৃত ছল স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি সকল বিষয়ে সমর্থ হইয়াও তোমার নিকটে অর্থিতা স্বীকার করিতেছি, হে শক্র! মহাবল সর্পসকল আমার ভক্ষ্য হউক। দানবসূদন ইন্দ্র, “তথাস্তু” বলিয়া যোগীশ্বর দেবদেব মহাপ্রভাব-হরির নিকটে গিয়া তৎসমস্ত নিবেদন করিলেন। হরি, গরুড়োক্ত সমস্ত বিষয়ের অনুমোদন করিলে ভগবান্ ত্রিদশনাথ গরুড়কে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি অমৃত নিক্ষিপ্ত করিলেই আমি উহা হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর গরুড় তৎক্ষণাৎ জননীর নিকটে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সর্পগণকে কহিলেন, হে পন্নগগণ! আমি তোমাদিগের নিমিত্তে এই অমৃত আনয়ন করিয়াছি এবং ইহা কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা স্নান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃতপান কর। তোমরা সকলে একত্র হইয়া যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিয়াছি, অতএব অদ্যপ্রভৃতি আমার মাতা দাস্য হইতে মুক্তা হউন। তচ্ছ্রবণে সর্পগণ গরুড়কে “তথাস্তু” বলিয়া বিনতার দাস্যমোচন করিয়া স্নান করিতে গমন করিল, এই অবকাশে ইন্দ্রও অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করি-

য়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। সর্পগণ প্রফুল্লচিত্তে স্নান জপ ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃতপান করিবার নিমিত্ত যেখানে কুশাসনোপরি অমৃতকুম্ভ স্থাপিত ছিল, সেইস্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, অমৃত-কুম্ভ অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, "আমরা যেরূপ ছলপূর্ব্বক বিনতাকে দাসীত্বে নি-য়োগ করিয়াছিলাম, গরুড়ও সেইরূপ প্রতারণা করিয়াই তাহার দাস্যমোচন করিয়াছে।" পরে সর্পগণ কুশাসনে অমৃত স্থাপিত ছিল বলিয়া, ঐ কুশ সকল অবলেহন করিতে লাগিল, তাহাতেই তাহা-দের জিহ্বা দ্বিধাকৃত হইল। অমৃতস্পর্শ হওয়াতে কুশও পবিত্র হইল। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতহরণ ও প্রত্যাহরণ করিয়া সর্পগণকে দ্বিজিহ্ব করিলেন। অনন্তর ঐ সুপর্ণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মা-তার সহিত সেই কাননে বাস করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত সর্পগণ-কর্ত্তৃক পরমপূজিত ও ভুজঙ্গ-ভোজী হইয়া অনন্যসাধারণ-কীর্ত্তিদ্বারা জননীর আনন্দ-সন্দোহ সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যে নর ব্রাহ্মণ-সভায় এই উপখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি, বিহঙ্গরাজ মহাপ্রভাব-গরুড়ের চরিত্র-কীর্ত্তন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া নিঃসন্দেহ দেবলোকে গমন করেন।

আদিপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশৎ অধ্যায়
সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মাতৃকর্ত্তৃক সর্প-গণের শাপ ও অরুণ-কর্ত্তৃক বিনতার শাপ, এতদু-ভয়েরই কারণ তুমি বর্ণন করিলে, এবং স্বামী-হইতে কদ্রু ও বিনতার বরপ্রাপ্তি-বর্ণনাপূর্ব্বক বি-নতা-পুত্রদ্বয়ের নামও নির্দ্দেশ করিয়াছ, পরন্তু হে সূততনয়! সর্পগণের নামোল্লেখ কর নাই, অন্ততঃ প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন কর, আমাদের তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়াছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণের বহুত্ব-প্রযুক্ত সকলের নাম কীর্ত্তন করিব না, তবে প্রধান প্রধান সর্পের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সর্ব্বপ্রথমে শেষনাগ জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর বাসুকি জন্মেন, তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কো-টক, ধনঞ্জয়, কালকেয়, মণিনাগ, পূরণ, পিঞ্জ-রক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সম্ব-র্ত্তক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বি-রজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর, এই সকল প্রধান প্রধান নাগ কীর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজসত্তম! বাহুল্য-ভয়ে অন্য সকল সর্পের নাম নির্দ্দেশ করিলাম না। হে তপোধন! ইহাদের পুত্রপৌত্রাদিও অসংখ্য, তন্নিমিত্ত তাহাদের কথাও বলিলাম না, বস্তুতঃ বহু সহস্র, বহু অযুত, বহু অর্ব্বুদ নাগ আছে, সে সক-লের সংখ্যাও করা যায় না।

আদিপর্ব্বে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি দুর্দ্ধর্ষবীর্য্য-শালি-সর্পগণের কথা কহিলে, পরন্তু তাহারা যে মাতৃশাপ শ্রবণ করিয়া পরিশেষে কি করিয়াছিল, তাহা বল। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তখন সর্পগণের মধ্যে মহাযশস্বী ভগবান্ শেষনাগ কদ্রুকে পরি-ত্যাগ করিয়া গন্ধমাদন, বদরিকা, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমালয়-প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করত তপোনিরত, ব্রতপরায়ণ, একান্তশীল, জিতে-

ন্দ্রিয় ও বায়ুভক্ষ হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে লাগিলেন। জটাচীরধারী হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে করিতে তাঁহার মাংস ত্বক্ ও স্নায়ু পরিশুষ্ক হইল। পরে পিতামহ-ব্রহ্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে অবিচলিত-ধৈর্য্যসহকারে তপস্যা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে শেষ! তুমি এ কি করিতেছ? প্রজাগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর, হে অনঘ! তুমি তীব্রতপস্যাদ্বারা প্রজাগণকে তাপিত করিতেছ, হে শেষ! তোমার মনে কি অভিলাষ আছে, তাহা আমাকে বল। শেষ কহিলেন, আমার সকল সহোদর ভ্রাতাই মন্দবুদ্ধি, তাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি না, অতএব আপনি তাহাই অনুমতি করুন। তাহারা পরস্পর শত্রুর ন্যায় নিরন্তর বিদ্বেষ করে, তন্নিমিত্ত আমি এই মনে করিয়া তপস্যা করিতেছি, যেন পুনর্ব্বার আর তাহাদিগকে দর্শন করিতে না হয়। তাহারা সতত বিনতা ও তৎপুত্রের অনিষ্টাচরণ করে, আমাদের বৈমাত্র ভ্রাতা বিনতানন্দন গরুড়, স্বীয় জনক মহানুভাব-কশ্যপ-প্রজাপতির বরপ্রভাবে অতিশয় বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার সহোদরেরা সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিয়া থাকে, অতএব আমি তপস্যাদ্বারা এই শরীরপাত করিব, যেন আর পরজন্মেও ঐ ভ্রাতৃগণের সহিত কোনমতে সংসর্গ করিতে না হয়। শেষ এই কথা কহিলে পিতামহ উত্তর করিলেন, হে শেষ! আমি তোমার সমস্ত ভ্রাতৃগণের ব্যবহার অবগত আছি, তোমার মাতার শাপে তাহাদের যে মহৎভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্তু পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার করা হইয়াছে, অতএব তুমি ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত শোক করিও না। হে শেষ! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে বরপ্রদান করিব, তোমার যাহা অভিরুচি হয় প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! সৌভাগ্যক্রমে তোমার চিত্ত ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব অশেষপ্রকারে তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়েই নিশ্চলা হউক। শেষ কহিলেন, হে দেব পিতামহ! প্রভো! আপনি আমাকে এই বরই প্রদান করুন যে, ধর্ম্মেতে শান্তিতে ও তপস্যাতে আমার মন রত হইয়া থাকুক; ইহাই আমার অভিপ্রেত। ব্রহ্মা কহিলেন, হে শেষ! আমি তোমার এই শান্তিগুণে প্রীত হইলাম, তুমি আমার আদেশানুসারে প্রজাগণের হিতের নিমিত্ত এই কর্ম্ম কর যে, নগ নগর বন উপবন সাগরসমেত এই পৃথিবীকে এমত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাক, যেন ইহা আর এক্ষণকার ন্যায় কোনমতে বিচলিতা না হয়। শেষ কহিলেন, হে দেব! আপনি বরপ্রদ, মহীপতি, ভূতপতি, প্রজাপতি ও জগৎপতি, অতএব যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি সেইরূপেই পৃথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া রাখিব। হে প্রজাপতে! আপনি এই পৃথিবীকে আমার মস্তকের উপর তুলিয়া দিউন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভুজঙ্গরাজ! তুমি মহীমণ্ডলের নিম্নে গমন কর, পৃথিবী আপনিই তোমাকে বিবর প্রদান করিবেন, হে শেষ! তুমি এই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিলে আমার মহৎপ্রিয় অনুষ্ঠিত হইবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকির অগ্রজ সর্পশ্রেষ্ঠ প্রভু অনন্ত "তথাস্তু" বলিয়া গর্ত্তে প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা ধরাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কহিলেন, হে ধার্ম্মিকবর নাগোত্তম শেষ! তুমি একাকী অনন্ত ফণামণ্ডলদ্বারা এই অবনীকে যেরূপে ধারণ করিয়াছ, আমি ও ইন্দ্র ব্যতীত আর কেহই এমত স্থিররূপে ইহা ধারণ করিতে পারে না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, প্রতাপশালী প্রভু অনন্ত ব্রহ্মার আদেশানুসারে তদবধি একাকী ধরণী-ধারণ করিয়া পাতালতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ সুরশ্রেষ্ঠ পিতামহ, বিনতানন্দন-সুপর্ণকে অনন্তের সাহায্য করিতে অনুমতি করিলেন।

আদিপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, পন্নগশ্রেষ্ঠ বাসুকিও মাতৃমুখে শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কিৰূপে সেই শাপবিমোচন হইবেক, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ঐরাবতপ্রভৃতি সমুদায় ধৰ্ম্মপরায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসুকি কহিলেন, হে নিষ্পাপ ভ্রাতৃগণ! জননী যে শাপপ্রদান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে, এক্ষণে আইস, সকলে মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাউক। দেখ, সকল শাপই অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই, বিশেষতঃ অব্যয়, সত্য ও অপ্রমেয় পিতামহের সমক্ষে এই শাপ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতেই আমার হৃৎকম্প হইতেছে, বোধ হয়, আমাদের নিঃসন্দেহ সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত, নতুবা শাপপ্রদানকালে অব্যয় দেবদেব পিতামহ কিনিমিত্ত জননীকে প্রতিষেধ করিলেন না? অতএব আইস, অদ্য সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে সর্পগণের কুশল হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করি, এক্ষণ আর কালাতিপাতের সময় নাই। এস্থলে যেসকল সর্প উপস্থিত আছেন, সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, সুতরাং সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলে অবশ্যই শাপমোচনের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যেমত পূৰ্ব্বকালে অগ্নি অন্তর্হিত হইলে দেবগণ তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য উপায় করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যাহাতে জনমেজয়রাজার সর্পসত্র না হয়, অথবা নিষ্ফল হইয়া যায় এমত কোন উপায় স্থির করা যাউক। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর মন্ত্রণাবুদ্ধি-বিশারদ কদ্রুতনয়েরা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার-পূৰ্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া অভিলষিত সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে মন্ত্রণাকালে কোন কোন সর্প কহিল, আমরা উত্তম ব্রাহ্মণ হইয়া জনমেজয়ের নিকটে এই ভিক্ষা করিব যে, তিনি সর্পসত্র না করেন। পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন সর্প কহিল, চল আমরা কেহ কেহ জনমেজয়ের নিকটে গিয়া তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সকলবিষয়েরই কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন, তৎকালে যাহাতে সর্পসত্র না হয় আমরা এইৰূপই পরামর্শ দিতে থাকিব। রাজা জনমেজয় অতিশয় বুদ্ধিমান্, আমরাও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়মন্ত্রী হইয়া থাকিব, পরে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিব কি না? আমরা তখনই বলিব, না, মহারাজ! এমত কৰ্ম্ম করিবেন না, ঐ সত্রে দারুণ ভয়ানক অনেক দোষ আছে, জীবহিংসা করিলে পরলোকে নিরয়গামী হইতে হইবেক এবং সর্পগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাসমস্তকে দংশন করিয়া মারিবে; এইৰূপ নানা হেতু প্রদর্শন-পূৰ্ব্বক ইহলোকে ও পরলোকে বিবিধ দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া যাহাতে যজ্ঞ হইতে না পায়, তাহাই করিব। অথবা সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ ও রাজকাৰ্য্য-তৎপর যে ব্রাহ্মণ সেই সর্পসত্রের উপাধ্যায় হইবেন, কোন সর্প গিয়া তাঁহাকেই দংশন করিবে, দংশন করিলেই তিনি কাল-সদনে গমন করিবেন, সুতরাং যজ্ঞকৰ্ত্তা উপাধ্যায় মরিলে আর যজ্ঞ হইবেক না। যদ্যপি তৎপরে আর কোন সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি পুরোহিত হয়েন, তবে তাঁহাকেও ঐৰূপে দংশন করিব, তাহা করিলেই আমাদের কাৰ্য্য-সিদ্ধ হইবেক। অনন্তর ধৰ্ম্মিষ্ঠ, দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত কতিপয় নাগ কহিলেন, তোমাদের ইহা দুৰ্ব্বুদ্ধিমাত্র, ব্রহ্মহত্যা করা অনুচিত, বিপৎকালে নির্দ্দোষ ও ধৰ্ম্মমূলক প্রতীকারই কল্যাণকর; অধৰ্ম্মজনক-কাৰ্য্যে সমস্তজগৎ উচ্ছিন্ন হয়। অন্যান্য কতকগুলি নাগ কহিল, আমরা বিদ্যুন্মালা-বিশিষ্ট মেঘৰূপ ধারণ করিয়া নিয়ত বারিবর্ষণ-পূৰ্ব্বক যজ্ঞীয় সমিদ্ধ হুতাশন নির্ব্বাপণ করিয়া দিব, এবং কোন কোন ভুজগোত্তম নিশাযোগে গমন করিয়া ঋত্বিগ্‌গণ অন্যমনস্ক হইলে সমুদায় যজ্ঞাঙ্গ স্রুগ্ভাণ্ড অপহরণ করিয়া আনিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন হইবেক, অথবা সেই

যজ্ঞারম্ভকালে শতসহস্র ভুজগ একত্র হইয়া সমুদায় লোককে দংশন করিতে আরম্ভ করিবে, তাহা করিলেই সকলের ত্রাস জন্মিবে। কিম্বা ভুজঙ্গগণ মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞীয় পবিত্র ভোজ্য সমস্ত দূষিত করিবে, তাহা হইলে সকল ভোজ্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যান্য কতকগুলি নাগ কহিল, চল আমরা গিয়া রাজার পুরোহিত হই, পরে "অগ্রে দক্ষিণা প্রদান কর" বলিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন করিব, তাহা করিলেই সেই রাজা অগত্যা আমাদের বশীভূত হইয়া আমরা যাহা বলিব তাহাই করিবেন। অপর কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া গৃহে বন্ধন করিয়া রাখিব, তাহা হইলেই আর সর্পসত্র হইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। পরে পণ্ডিতাভিমানী কতকগুলি নাগ কহিল, ওরূপেও কিছু হইবেক না, আইস আমরা জনমেজয়কে ধরিয়া আনিয়া দংশন করি, তাহা হইলেই আমাদের কার্য্য-সিদ্ধ হইবেক। যেহেতু তিনি কালপ্রাপ্ত হইলে একেবারে অনর্থের মূলোচ্ছেদ হইবেক। হে চক্ষুঃশ্রবঃ! বাসুকে! আমাদের এই পর্য্যন্তই বুদ্ধির সীমা, এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। নাগগণ পন্নগোত্তম বাসুকিকে এই বাক্য কহিয়া তাঁহার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। বাসুকিও বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত ভুজঙ্গমকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধ্যনুসারে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা আমার মতে নিতান্ত অকর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, ফলতঃ তোমরা সকলে যাহা যাহা কহিয়াছ, তন্মধ্যে কোন কথাই আমার মনোনীত হয় না, যেহেতু তাহাতে এমত কোন কর্ত্তব্য বিষয় নাই, যাহা করিলে তোমাদিগের হিতসাধন হইতে পারে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় মহানুভাব-কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমাদের কল্যাণকর। হে ভুজঙ্গগণ! জ্ঞাতিবর্গের ও নিজ আত্মার প্রতি অত্যাদরহেতু তোমাদের অভিপ্রেত ও কথিত কোন কর্ম্ম করিতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না, পরন্তু তোমাদের হিতানুষ্ঠান যাহাতে হয়, তাহা আমাকে করিতে হইবেক। আমি তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ সুতরাং আমাকেই সমুদায় দোষগুণের ভাগী হইতে হইবেক, তজ্জন্যই আমি অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি।

আদিপর্ব্বে সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর এলাপত্র নামক এক ভুজঙ্গম সমুদায় ভুজঙ্গগণের ও বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! সেই সর্পসত্র না হইবেক এমত নহে এবং যাঁহা হইতে আমাদের মহৎভয় উপস্থিত, সেই পাণ্ডবনন্দন রাজা জনমেজয়ও তাদৃশ সামান্য পুরুষ নহেন। বস্তুতঃ যে পুরুষ দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হয়, সে দৈবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার আর অন্য উপায় নাই, হে পন্নগশ্রেষ্ঠগণ! আমাদের এই ভয় দৈবমূলক, অতএব দৈবের আশ্রয় লওয়াই বিধেয়। তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। যখন জননী আমাদিগকে শাপপ্রদান করেন, তখন আমি সভয়চিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া চিন্তাকুল-দেবগণের এই বাক্য শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া পিতামহের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো দেবদেব পিতামহ! আপনার সমক্ষে তীক্ষ্ণরূপা কদ্রু স্বীয় পুত্রগণকে যেরূপ শাপপ্রদান করিল, অন্য কোন নারী প্রিয়সন্তান লাভ করিয়া ঈদৃশ তীক্ষ্ণশাপ প্রদান করিতে কখনই পারে না, তবে যে আপনি "তথাস্তু" বলিয়া ঐ কদ্রুবাক্যেরই অনুমোদন করিলেন, তাহাকে নিবারণ করিলেন না; ইহার কারণ কি আমরা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, বহুসংখ্য সর্প তীক্ষ্ণ বিষমবিষবিশিষ্ট ও ঘোররূপ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব আমি প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়

তখন কদ্রুকে বারণ করি নাই, বস্তুতঃ যেসকল সর্প ক্ষুদ্রাশয়, অত্যন্ত দংশনরত, পাপাত্মা ও তীক্ষ্ণবিষ, সর্পসত্রে তাহাদেরই বিনাশ হইবেক, পরন্তু যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। সেই সর্পসত্রের সময় উপস্থিত হইলে যে কারণে সেই মহাভয় হইতে সর্পগণের মুক্তি হইবেক তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

জরৎকারুনামে ধীশক্তি-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপস্যারত এক মহর্ষি যাযাবর বংশে উৎপন্ন হইবেন। আস্তীকনামে তপোনিরত তাঁহার এক তনয় জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহা হইতেই সর্পসত্রের প্রতিষেধ হইবেক, তাহাতেই যেসকল সর্প ধর্ম্মনিষ্ঠ তাহারা রক্ষা পাইবেক। দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বীর্য্য-সম্পন্ন মহাতপস্বী জরৎকারু, কাহার গর্ব্ভে সেই মহাপ্রভাব পুত্র উৎপাদন করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীর্য্যবান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারু সনাম্নী কন্যাতে সেই বীর্য্যশালি সন্তান উৎপন্ন করিবেন। সর্পরাজ-বাসুকির জরৎকারুনামে এক ভগিনী আছে, ঐ জরৎকারুর গর্ব্ভে জরৎকারুর ঔরসে সেই আস্তীকমুনি উৎপন্ন হইয়া নাগগণকে মাতৃ-শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। এলাপত্র কহিলেন, দেবগণ পিতামহকে "এবমস্তু" এই কথা কহিলেন, ভগবান্ বিরিঞ্চিও দেবগণকে এই সমস্ত কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। হে বাসুকে! আমি এই উপায় দেখিতেছি যে, যখন সেই ব্রতপরায়ণ মহর্ষি-জরৎকারু বিবাহার্থ কন্যা ভিক্ষা করিবেন, তখন তুমি সর্পগণের শাপশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে ভিক্ষা স্বরূপে জরৎকারু নাম্নী স্বীয় ভগিনী-সম্প্রদান করিও, আমি শুনিয়াছি যে মাতৃশাপমোচনের এই একমাত্র উপায় আছে।

আদিপর্ব্বে অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! সমুদায় সর্পগণ এলাপত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইল এবং সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বাসুকি তদবধি হৃষ্টচিত্ত হইয়া জরৎকারু নাম্নী স্বীয় ভগিনীকে কন্যাবস্থায় রাখিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালপরেই দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন, তাহাতে অতিশয় বলবান্ বাসুকি মন্থনরজ্জু হইলেন। পরে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে দেবগণ বাসুকির সহিত পিতামহের নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন হে ভগবন্! এই বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় আছেন; আপনি কৃপা করিয়া ইহাঁর জননী-শাপজন্য মানসিক শল্য উদ্ধার করুন, ইনি জ্ঞাতিকুলের হিতাভিলাষী হইয়াছেন। এই নাগরাজ সর্ব্বদা আমাদের হিতকারী ও প্রিয়কারী, হে দেবেশ! আপনি অনুকম্পা-প্রকাশপূর্ব্বক ইহাঁর মনোবেদনা দূর করুন। ব্রহ্মা কহিলেন হে অমরগণ! এলাপত্রনাগ পূর্ব্বে এই বাসুকির নিকটে যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই মনঃসঙ্কল্পিত বাক্য। আমি যেরূপ বলিয়াছিলাম কাল উপস্থিত হইলে বাসুকি সেইরূপই করুন, যেসকল নাগ নিয়ত পাপনিরত, তাহারাই সেই সর্পসত্রে নষ্ট হইবেক, যাহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, তাহারা বিনষ্ট হইবে না। সম্প্রতি সেই দ্বিজবর জরৎকারু ভূলোকে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বদা উগ্রতপস্যায় রত হইয়া আছেন, অতএব বাসুকি গিয়া যথাকালে তাঁহাকে জরৎকারু নাম্নী ভগিনী সম্প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্রনাগ, নাগগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সেইরূপই হইবেক, কদাচ অন্যথা হইবেক না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, শাপমোহিত বাসুকি পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জরৎকারু-ঋষিকে ভগিনীদানে উদ্যত হইয়া সমুদায় সর্পকে এই আদেশ করিয়া জরৎকারুর নিকটে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন যে, যখন জরৎকারু দারার্থী হইয়া কন্যা-ভিক্ষা করিবেন, তখন তোমরা আসিয়া আমাকে শীঘ্র সং-

বাদ প্রদান করিও, ইহা করিলেই আমাদের মঙ্গল হইতে পারিবেক।

আদিপর্ব্বে ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে জরৎকারুর বর্ণনা করিলে সেই মহানুভাব ঋষির কি কারণে "জরৎকারু" এই নাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল, তাহা আমি শুনিতে বাসনা করি। জরৎকারু শব্দের কিরূপ ব্যুৎপত্তি তাহা প্রকৃতরূপে বল। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দে দারুণ, জরৎকারুর শরীর অতিশয় দারুণ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুষ্ট ছিল। ধীমান্ জরৎকারু তীব্রতপস্যাদ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীর শোষণ করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই নিমিত্তই তিনি জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, বাসুকির ভগিনীর নামের ব্যুৎপত্তিও ঐরূপ। ধর্ম্মাত্মা শৌনক ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কহিলে ইহা সঙ্গত বটে। পরে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি পূর্ব্বে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছ, তৎসমুদায় আমার শ্রবণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আস্তীকমুনি যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি, উগ্রশ্রবাঃ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার আদেশানুসারে বাসুকি জরৎকারু-ঋষিকে ভগিনী-সম্প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমুদায় সর্পগণকে জরৎকারুর নিকটে নিযুক্ত রাখিয়া সাবধান হইয়া থাকিলেন। পরে বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু ধীমান্ ব্রতপরায়ণ উক্ত ঋষি ক্রমাগত তপস্যাতেই রত থাকিলেন, দারপরিগ্রহ করিতে মানস করিলেন না। সেই মহাত্মা কেবল জিতেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, স্বাধ্যায়রত, ঊর্দ্ধরেতাঃ ও তপঃপরায়ণ হইয়া সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, একবার মনোদ্বারাও দারপরিগ্রহের কল্পনা করিলেন না। হে ব্রহ্মন্ কিছুকাল পরে পরীক্ষিৎনামক রাজা কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই মহাবাহু-ভূপাল তাঁহার প্রপিতামহ-পাণ্ডুরাজার ন্যায় সংগ্রামে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও মৃগয়াশীল ছিলেন, সুতরাং তিনি মৃগ বরাহ তরক্ষু মহিষ ও অন্যান্য বিবিধ বন্যজন্তু বিনাশপূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া ভ্রমণ করিতেন। একদা পরীক্ষিৎ বিচিত্র শরদ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার অনুসরণে গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র দেবলোকে যজ্ঞমৃগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুষ্পাণি হইয়া অন্বেষণার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বিদ্ধমৃগের অনুসরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরীক্ষিৎ-কর্ত্তৃক বিদ্ধ কোন মৃগ পূর্ব্বে জীবিত থাকিয়া বনে পলাইতে পারে নাই, এই মৃগ যে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিল এবং তৎকর্ত্তৃক যে তিনি অতিদূরে গহনবনে নীত হইলেন, ইহা কেবল তাঁহার অতি শীঘ্র স্বর্গপ্রাপ্তির পূর্ব্বলক্ষণ। পরে পরীক্ষিৎ পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে দেখিলেন যে, এক মুনি গোপ্রচারস্থানে আসীন আছেন, এবং বৎসগণের দুগ্ধপান-কালে তাহাদের মুখনিঃসৃত প্রভূত ফেন পান করিতেছেন। রাজা-পরীক্ষিৎ ক্ষুধা ও শ্রমে কাতর হইয়া দ্রুতবেগে ব্রতপরায়ণ সেই মুনির নিকটে গমন করিয়া ধনুঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ, মৎকর্ত্তৃক বিদ্ধ এক মৃগ অদৃশ্য হইয়াছে, আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি না? মৌনব্রতাবলম্বী মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না, পরে রাজা রোষপরবশ হইয়া শরাসনের অগ্রভাগদ্বারা একটি মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার গলদেশে মালাকারে স্থাপন করিলেন। মুনি তাহা উপেক্ষা করিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা ঋষিকে সেইরূপ দেখিয়া ক্রোধ

পরিহার-পূর্ব্বক ব্যথিতহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ঋষিও তদবস্থই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষমাশীল মহামুনি, রাজশার্দ্দূল-পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্ম-নিরত বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত অপমানিত হইয়াও শাপপ্রদান করিলেন না। ভরতবংশাবতংস রাজশার্দ্দূল-পরীক্ষিৎও সেই মুনিকে তাদৃশ-ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন না, সেই নিমিত্তই ঈদৃশ ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন।

ঐ ঋষির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ তনয় ছিলেন; তিনি অতিশয় তেজস্বী, তপঃপরায়ণ ও ব্রতনিষ্ঠ, তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহার শান্তি করা দুঃসাধ্য হইত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সমাদর-সহকারে সুখোপবিষ্ট সর্ব্বভূত-হিতে রত, পিতামহ-ব্রহ্মার নিকটে গমন করিতেন। যে দিবস পরীক্ষিৎ তাঁহার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করেন, সেই দিন তিনি পিতামহ-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে আগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশনামক ঋষিকুমার ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাকে ধর্ম্মোপলক্ষে উপহাস করিয়া তাঁহার পিতৃবৃত্তান্ত কহিলেন। অতিশয় কোপন ঋষিতনয় শৃঙ্গী তাহা শ্রবণমাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া একেবারে বিষকল্প হইলেন। কৃশ কহিলেন, হে শৃঙ্গিন্! তুমি যেমন তপস্বী, সেইরূপই তেজস্বী, আর কখন অহঙ্কার প্রকাশ করিও না, তোমার পিতা একটা মৃতসর্প স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন, আমাদের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী সিদ্ধ তপস্বি ঋষিকুমারেরা কিছু বলিলেও তুমি আর কখন কিছু কহিও না, তোমার পুরুষাভিমান কোথায়? তোমার সেই সমস্ত অহঙ্কার-বাক্যই বা কোথায়? এখনি গৃহে গিয়া দেখিবে যে তোমার পিতা স্কন্ধে এক শবধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হে মুনিজনশ্রেষ্ঠ! তোমার পিতাকে কোন অপরাধ করিতে দেখি নাই, বিনাপরাধে ঈদৃশ অপমান হওয়াতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কৃশ ঐ কথা বলিলে সেই তেজস্বী শৃঙ্গী রোষপরবশ হইয়া পিতার মৃতসর্প-ধারণ শ্রবণে মনোব্যথায় সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন, পরে কৃশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুনৃতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প আসিল? কৃশ কহিলেন, অদ্য রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থে আসিয়া তোমার পিতার স্কন্ধে মৃতভুজঙ্গ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার পিতা সেই দুষ্টবুদ্ধি-রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতরূপে বল, এবং আমার তপোবল যে কতদূর পর্য্যন্ত তাহাও দেখ। কৃশ কহিলেন, অভিমন্যু-পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ করিয়া বাণদ্বারা শীঘ্রগামি এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া একাকী তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে যখন মহারণ্যে বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়াও মৃগকে দেখিতে পাইলেন না, তখন ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রমে কাতর হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত মৌনব্রতপরায়ণ তোমার পিতাকে দেখিবামাত্র ঐ পলায়িত মৃগের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমার পিতা মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতেই রাজা ধনুঃকোটিদ্বারা একটি মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন। হে শৃঙ্গিন্! ব্রতপরায়ণ তোমার পিতাও সেইরূপই আছেন, রাজা পরীক্ষিৎও আপনার রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়াছেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ঋষিকুমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপিত আছে শুনিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কোপনস্বভাব ও তেজস্বী ঐ ঋষিতনয় ক্রোধবেগে অভিভূত হইয়া জলস্পর্শ-পূর্ব্বক ভূপালকে এই শাপপ্রদান করিলেন যে, "যে পাপিষ্ঠ রাজা কৃচ্ছ্রব্রতপরায়ণ মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে, তীক্ষ্ণতেজা পন্নগরাজ তক্ষক মদ্বাক্যানুসারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণাপমান-

কারি কুরুকুল-পাংশুল রাজাকে সপ্তরাত্রির মধ্যেই যমসদনের অতিথি করিবেক।”

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, শৃঙ্গী ক্রোধভরে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা মৃতসর্প ধারণ করিয়া গোপ্রচারে উপবিষ্ট ছিলেন, শৃঙ্গী তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার রোষপরতন্ত্র হইয়া মনোদুঃখে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, হে তাত! দুরাত্মা রাজা পরীক্ষিৎ আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি ক্রোধে সেই কুরুকুল-পাংশুল ভূপালকে তাহার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, সপ্তম দিবসে পন্নগোত্তম তক্ষক তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেক। হে ব্রহ্মন্! শমীকঋষি তথাবিধ কোপসমন্বিত শৃঙ্গীকে কহিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা করিয়াছ তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট হইলাম, তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে, আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করিতেছি এবং তিনিও যথা ন্যায়ে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সেই হেতু তাঁহার দোষ ধর্ত্তব্য নহে। হে পুত্র! রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে আমাদের ক্ষমা করা উচিত, আমরা ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন। যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, আমরা আর যথাসুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না। হে বৎস! ধর্ম্মপরায়ণ রাজগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমরা বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকি, সুতরাং রাজা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ধর্ম্মের অংশভাগী হয়েন, অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হয়। বিশেষতঃ যেরূপে প্রজাগণকে পালন করা রাজার কর্ত্তব্য, পরীক্ষিৎ সেইরূপেই স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডু রাজার ন্যায় যত্ন-পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বোধ হয় সেই তপস্বী রাজা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার যে মৌনব্রত আছে তাহা না জানিয়াই এরূপ করিয়াছেন। বৎস! দেশ অরাজক হইলে সর্ব্বদা দস্যুভয় প্রভৃতি নানাদোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজাই দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের শাসন করেন, যখন সকলেই রাজদণ্ডভয়ে সাতিশয় ভীত হয়, তখনই শান্তি সংস্থাপিতা হইয়া থাকে। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ বা যাগাদি ক্রিয়া করিতে পারে না, সুতরাং রাজা হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ভূপালকর্ত্তৃক সমুদায় যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, এবং শস্যাদি হইতে প্রজাগণ জীবন ধারণ করে। রাজা রাজ্যরক্ষা করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের ধাতা হয়েন, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, রাজা দশ সংখ্য শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান মান্য। অতএব বোধ করি, তপস্বী পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার এই মৌনব্রত না জানিয়াই এরূপ করিয়াছেন, হে পুত্র! তুমি বালকস্বভাব প্রযুক্ত কি নিমিত্ত সহসা এমত দুষ্কর্ম্ম করিলে? রাজাকে শাপ দেওয়া আমাদের কোনমতেই কর্ত্তব্য হয় না।

একচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৃঙ্গী কহিলেন, হে পিতঃ! যদি পরীক্ষিৎকে শাপ দেওয়াতে আমার সাহস প্রকাশ বা দুষ্কর্ম্ম করা হইয়া থাকে হউক, এবং আপনিও তাহা প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু আমার কথিত বাক্য মিথ্যা হইবেক না। হে তাত! আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে কহিতেছি, কদাচ আমার ঐ বাক্য অন্যথা হইবেক না, আমার শাপ মিথ্যা হওয়া দূরে থাকুক আমি পরিহাস-স্থলেও কখন মিথ্যা কথা কহি না। শমীক কহিলেন, হে বৎস! তোমার প্রভাব যে অতিশয় উগ্র ও তুমি যে সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কথা কহ নাই এবং তোমার দত্ত এই শাপও যে মিথ্যা হইবেক না তাহা আমি

জানি, পুত্র বয়ঃস্থ হইলেও যাহাতে সে গুণবান্ ও যশস্বী হয়, তন্নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য। তুমিত বালক, সর্ব্বদা তপস্যাতেই রত আছ, মহাত্মগণেরও প্রভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে কোপও সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ধার্ম্মিকবর! তোমার বালকস্বভাব, ও দুঃসাহস দেখিয়া বোধ হয় যে, পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত তোমাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা-প্রদান করিতে হইবেক। হে পুত্র! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শমপরায়ণ হইয়া বন্যফলমূল আহার করত তপস্যাচরণ কর, এরূপে আর ধর্ম্মক্ষয় করিও না, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের বহু দুঃখে-সঞ্চিত যে ধর্ম্ম তাহা ক্রোধকর্ত্তৃক লুপ্ত হইয়া যায়, এবং ধর্ম্মলোপ হইলেই অভিলষিত-সদ্গতিলাভ হয় না। ক্ষমাশীল যতিগণের একমাত্র ক্ষমাই সিদ্ধির হেতু, ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তিরই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল হয়। অতএব তুমি নিরন্তর ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা কর, একমাত্র ক্ষমাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে, হে বৎস! আমি শান্তিকে আশ্রয় করিয়া অদ্য যত দূর সাধ্য তাহা করিব, অবশ্যই নৃপতির নিকটে এই বার্ত্তা কহিয়া পাঠাইব যে "হে রাজন্! তুমি যে আমার স্কন্ধে মৃতসর্প প্রদান করিয়া অপমান ক রয়া গিয়াছ, তদ্দর্শনে আমার অসহনশীল বালক-পুত্র অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে শাপপ্রদান করিয়াছে।"

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুব্রত মহাতপা শমীক দয়ার্দ্র-হৃদয় হইয়া গৌরমুখ-নামক সুশীল ও সাবধান শিষ্যকে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি রাজার নিকট গমন করিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত কহিবে। গৌরমুখ তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া দ্বারপালকর্ত্তৃক পূর্ব্বে নিবেদিত হইয়া কুরুকুলবর্দ্ধন রাজা পরীক্ষিতের ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে শ্রান্তি দূর করিয়া মন্ত্রিগণের সমক্ষেই রাজার নিকট শমীকমুনি-কর্ত্তৃক কথিত দারুণ কথা আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার অধিকারের মধ্যে পরমধর্ম্মপরায়ণ শান্ত দান্ত মহাতপাঃ শমীক-নামক এক মহর্ষি আছেন, হে নরব্যাঘ্র! তিনি মৌনব্রত, আপনি ধনুঃকোটি-দ্বারা একটি মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়াছিলেন, শমীকমুনি আপনার সেই কর্ম্মে রুষ্ট না হইয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা না করিয়া অদ্য পিতার অজ্ঞাতসারেই আপনাকে এই শাপ-প্রদান করিয়াছেন যে, সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক-সর্প মহারাজকে দংশন করিবে। শমীকঋষি পুত্রকে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন যাহাতে মহারাজের রক্ষা হয় তাহা কর, কিন্তু তিনি কহিলেন, কেহই সেই শাপ অন্যথা করিতে পারিবেক না। ঋষিবর কোন ক্রমেই কোপাবিষ্ট পুত্রের ক্রোধ-শান্তি করিতে পারিলেন না, এই নিমিত্ত আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কুরুবংশাবতংস তপস্বী রাজা পরীক্ষিৎ সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপকর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া অতিশয় সন্তাপযুক্ত হইলেন, বিশেষতঃ যখন শুনিলেন, সেই মহামুনি মৌনব্রত প্রযুক্ত উত্তর দেন নাই, তখন অধিকতর শোকে সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন, এবং ঈদৃশ দয়াস্বভাব শমীকমুনির অপমান করিয়াছেন ইহা আন্দোলন করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। দেবতুল্য রাজা পরীক্ষিৎ তাদৃশ ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ অনুতাপিত হইলেন, আপনার মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সেরূপ অনুতাপিত হইলেন না। অনন্তর ভগবান্ শমীকমুনি পুনর্ব্বার আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এই প্রার্থনা জানাইয়া গৌরমুখকে বিদায় করিলেন।

গৌরমুখ গমন করিলে পর রাজা উদ্বিগ্নমনা হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে

লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সুরক্ষিত এক-স্তম্ভযুক্ত এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, পরে রক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসক ও ঔষধ নিকটে রাখিলেন, এবং মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে শরীর-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। পরমধার্ম্মিক সেই পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিরক্ষিত হইয়া সেই স্থানেই সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সেই সুরক্ষিত প্রাসাদস্থ রাজার নিকট কেহই গমন করিতে পারিত না, অধিক কি, সর্ব্বত্রসঞ্চারী সমীরণও তথায় যাইতে পাইতেন না।

পরে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ কাশ্যপ, রাজাকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, পন্নগশ্রেষ্ঠ তক্ষক রাজা-পরীক্ষিৎকে যমসদনে প্রেরণ করিবে, তাহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, পন্নগরাজ রাজাকে দংশন করিলেই আমি বিষমুক্ত করিয়া আরোগ্য করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় লাভ হইবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে একমনা হইয়া কাশ্যপ গমন করিতেছেন, এমত সময়ে নাগরাজ তক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কহিল, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় গমন করিতেছেন? কোন্ কার্য্য সাধন করিতেই বা আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য নাগরাজ তক্ষক, কুরুকুলনন্দন, শক্রনাশক-রাজা-পরীক্ষিৎকে তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবে, হে সৌম্য! অনল-তুল্য তেজস্বী পাণ্ডবকুলতিলক মহাবল রাজাকে তক্ষক দংশন করিলেই আমি সদ্যঃ আরোগ্য করিব, এই অভিপ্রায়ে শীঘ্র গমন করিতেছি। তক্ষক কহিল, হে ব্রহ্মন্! আমিই তক্ষক, পরীক্ষিৎকে ভস্মাবশেষ করিব, আমি দংশন করিলে তুমি আরোগ্য করিতে পারিবে না, ফিরিয়া যাও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি রাজাকে দংশন করিলে আমি গিয়া বিদ্যাবলে নির্ব্বিষ করিতে পারিব, ইহা আমার নিশ্চিতরূপে বোধগম্য হইতেছে।

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

তক্ষক কহিল, হে কাশ্যপ! আমি দংশন করিলে যদি তুমি আরোগ্য করিতে পার এমত বোধ থাকে তাহা হইলে আমি এই বটবৃক্ষকে দংশন করি, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও, এবং যত দূর সাধ্য তোমার মন্ত্রবল প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিও না, হে দ্বিজোত্তম! দেখ তোমার সমক্ষেই এই বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি তোমার এমত বোধ থাকে যে, আমি আরোগ্য করিতে পারিব না তবে এই বৃক্ষকে দংশন কর, তুমি দংশন করিলে আমি ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিব। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা কাশ্যপ এই কথা বলিলে নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক সেই ন্যগ্রোধ-বৃক্ষ দংশন করিল, পন্নগ অতি যত্নসহকারে দংশন করিবামাত্র সেই বৃক্ষ আশীবিষ-বিষমবিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রজ্বলিত হইল। তক্ষক সেই বৃক্ষকে ভস্মাবশেষ করিয়া কাশ্যপকে পুনর্ব্বার কহিল,হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যতদূর সাধ্য যত্ন করিয়া এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত কর। সৌতি কহিলেন, কাশ্যপ তক্ষকের তেজে ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নগেন্দ্র! অদ্য এই বৃক্ষে আমার বিদ্যাবল দেখ, তোমার সমক্ষেই আমি ইহাকে সঞ্জীবিত করিতেছি। অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বিদ্বান্ ভগবান্ কাশ্যপ ভস্মীকৃত বৃক্ষকে বিদ্যাবলে সঞ্জীবিত করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ অঙ্কুর, পরে পত্রদ্বয়, তৎপরে মহাশাখা, শাখা, প্রশাখা, ও সমুদায় পত্র উৎপন্ন হইল। মহাত্মা কাশ্যপ বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন দেখিয়া তক্ষক কহিল, হে ব্রহ্মন্! তুমি যে আমার বা আমার সদৃশ অন্য সর্পের বিষম বিষ বিমোচন করিতে পার ইহা তোমার পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য নহে, পরন্তু

হে তপোধন ! তুমি কি প্রার্থনায় রাজাকে নির্ব্বিষ করিতে যাইতেছ বল, তুমি সেই রাজার নিকট হইতে যে দ্রব্য পাইতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা যদিও দুর্লভ হয়, তথাপি আমি প্রদান করিতেছি। হে বিপ্র ! বিপ্র-শাপাভিভূত সেই রাজার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, তুমি তথায় যাইলে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহস্থল ; অতএব যদ্যপি আরোগ্য করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ত্রিলোক-বিখ্যাত প্রদীপ্ত যশঃপ্রভাকর প্রভাহীন প্রভাকরের ন্যায় অন্তর্হিত হইবেক। কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজঙ্গম ! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় যাইতেছি, তুমি আমাকে তাহা দান কর ; আমি স্বর্ণ প্রাপ্ত হইলেই নিবৃত্ত হইব। তক্ষক কহিল, হে দ্বিজোত্তম ! তুমি রাজার নিকট যত ধন প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছ, আমি তাহা হইতেও অধিক প্রদান করিতেছি, নিবৃত্ত হও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাতেজা কাশ্যপমুনি তক্ষকের বাক্যশ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, পরে দিব্যজ্ঞানদ্বারা পাণ্ডবনন্দন নৃপতি পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া তক্ষক হইতে ইচ্ছানুরূপ ধন প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা কাশ্যপ উক্ত নিয়মে প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক ত্বরায় হস্তিনাপুরে গমন করিল, এবং পথিমধ্যে শ্রবণ করিল যে, বিষহর ঔষধ ও মন্ত্রদ্বারা রাজা অতি যত্নে পরিরক্ষিত হইতেছেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিল যে, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবেক, এক্ষণে কোন্ উপায় অবলম্বন করা যায়। অনন্তর সেই তক্ষক-নাগ অনুচর ভুজঙ্গগণকে, তাপস-রূপ ধারণ করিয়া ফল, দর্ভ ও উদক গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজার নিকট যাইতে আদেশ করিল, ও কহিল, তোমরা ব্যগ্রতা প্রদর্শন না করিয়া কোন কার্য্যচ্ছলে রাজার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ফল, পুষ্প ও উদক প্রদান কর। ভুজঙ্গগণ তক্ষকের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল এবং রাজার নিকট দর্ভ, ফল ও জল প্রদান করিল। বীর্য্য-সম্পন্ন রাজা পরীক্ষিৎ সে সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগের কার্য্যশেষ করিয়া গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাপসরূপী সর্পগণ গমন করিলে রাজা অমাত্য ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, তোমরা আমার সহিত তপস্বিকর্ত্তৃক উপনীত এই সুস্বাদু ফল ভক্ষণ কর। পরে তিনি সচিবগণের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে মানস করিলেন এবং ঋষিপুত্রের শাপক্রমে দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, যে ফলের মধ্যে তক্ষক ছিল, সেই ফল স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। হে শৌনক ! ভক্ষণ করিতে করিতে ফলমধ্যে একটি অণুপ্রমাণ হ্রস্ব, কৃষ্ণ-নয়ন ও তাম্রবর্ণ কীট দেখিতে পাইলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ সেই কীটকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, দেখ, দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছেন, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই ; অতএব এই কীট তক্ষক-প্রতিনিধি হইয়া আমাকে দংশন করুক, তাহা হইলে সেই মুনির বাক্যও সত্য হইবেক এবং আমারও শাপের পরিহার হইবেক। রাজা ইহা কহিয়া মুমূর্ষু ও হত-চেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই কীটকে গ্রীবাতে সংস্থাপন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বিধিনির্ব্বন্ধ-হেতু মন্ত্রিগণও তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। রাজা হাস্য করিতেছেন এমত সময়ে তক্ষক তাপস-প্রদত্ত সেই ফল হইতে নির্গত হইয়া শরীর-দ্বারা মহাবেগে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হে শৌনক ! পন্নগেশ্বর তক্ষক শরীর-দ্বারা মহীপালকে বেষ্টন করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন-পূর্ব্বক দংশন করিল।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষককর্ত্তৃক ভোগদ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ-বদন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে তক্ষকের গর্জ্জন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সক-

লেই পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুত রক্তবর্ণ পন্নগ-শ্রেষ্ঠ তক্ষক-নাগ আকাশ-পথে গমন করিতেছে এবং কামিনীর কৃষ্ণবর্ণ কেশ-পাশ-সদৃশ আকাশ-মধ্যস্থলে সিন্দুর-বিন্দু-সুশোভিত সীমন্তের ন্যায় শোভাসম্পাদন করিতেছে। এদিকে তক্ষকের বিষম-বিষ-জনিত অগ্নিদ্বারা সেই একস্তম্ভ-গৃহ সর্ব্বতঃ পরিবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন তাঁহারা সভয়-চিত্তে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করি-লেন। রাজাও বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন।

নৃপতি পরীক্ষিৎ তক্ষক-তেজোদ্বারা দগ্ধ হইলে মন্ত্রিগণ ও শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ রাজ-পুরোহিত-গণ রাজার সমস্ত ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পুরবাসিগণ মিলিত হইয়া শত্রু-নাশক কুরু-বংশ-প্রবীর জনমেজয় নামক পরীক্ষিতের শিশু-সন্তানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। আর্য্যমতি নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও সেই সমস্ত মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত স্বীয় প্রপিতামহ যুধিষ্ঠি-রের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে শত্রু-নাশক দেখিয়া কাশিরাজ সুবর্ণবর্ম্মার নিকটে গমন-পূর্ব্বক বপুষ্টমা নাম্নী কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। সুবর্ণবর্ম্মা কুরুপ্রবীর জনমেজয়কে ধর্ম্মতঃ পরীক্ষা করিয়া বপুষ্টমা নাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন। জন-মেজয় বপুষ্টমাকে লাভ করিয়া পরম প্রীত হই-লেন, অন্য নারীতে আর কখন অভিলাষ করেন নাই। যেমন পূর্ব্বকালে পুরূরবাঃ উর্ব্বশীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে বিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজশ্রেষ্ঠ বীর্য্যসম্পন্ন জনমেজয় প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বপুষ্টমার সহিত কখন প্রফুল্ল সরোবরে কখন বা বনে বিহার করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত-রূপা অন্তঃপুর-সুন্দরী পতিব্রতা বপুষ্টমাও সেই ভূ-পতিকে পতি প্রাপ্ত হইয়া বিহার-কালে সদ্ভাবা-তিশয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপা জরৎ-কারু ঋষি যত্রসায়ংগৃহ হইয়া সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছিলেন; মহাতেজা সেই মুনি পবিত্র তীর্থে স্নান-পূর্ব্বক অন্যের দুষ্কর ঘোরতর তপস্যা করিয়া কখন নিরাহারদ্বারা কখন বা বায়ু-ভক্ষণদ্বারা স্বশরীর পরিশুষ্ক করত ভ্রমণ করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ এক বীরণ-স্তম্ব আশ্রয়-পূর্ব্বক গর্ত্তের মধ্যে অধোমুখে লম্বমান আছেন; ঐ বীরণ-স্তম্বের এক তন্তুমাত্র অবশিষ্ট ছিল, গর্ত্তস্থ মূষিক তাহাও ক্রমশ ভক্ষণ করিতেছে। জরৎকারু তাঁহা-দিগকে নিরাহার, কৃশ, দীন ও আত্মত্রাণাভিলাষী দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নিকটবর্ত্তী হইয়া জি-জ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? কি নিমিত্ত এই বীরণস্তম্ব আশ্রয় করিয়া অবলম্বিত আছেন? এই বিলবাসী মূষিক প্রায় সমস্ত মূল ভক্ষণ করাতে এই উশীর-স্তম্ব অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে, ইহার একটি-মাত্র যে মূল অবশিষ্ট আছে, তাহাও এই মূষিক সুতীক্ষ্ণ দশনদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ছেদন করিতেছে, এই অল্পাবশিষ্ট মূলও অচিরাৎ ছিন্ন হইবে, তখন আপনারা অধোমুখেই এই গর্ত্তে পতিত হইবেন সন্দেহ নাই; আপনাদিগকে অধোমুখ ও বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, আমি আপনাদের কি উপকার করিব বলুন, আমার তপস্যার চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ অথবা অর্দ্ধাংশদ্বারা কিম্বা মদীয় সমস্ত তপস্যাদ্বারা আপ-নারা এই আপদ্ হইতে নিস্তীর্ণ হউন, ইহাতে আ-পনাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হইয়া আমাদের পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, পরন্তু আমাদের এই আপদ্ তপস্যা-

দ্বারা দূর হইবার নহে, হে বাগ্মিন্! আমাদেরও অনেক তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, হে ব্রহ্মন্! কেবল সন্তান না থাকাতেই এই অশুচি নরকে পতিত হইতেছি, যেহেতু ভগবান্ পিতামহ কহিয়াছেন যে, সন্তান উৎপাদন পরমধর্ম্ম। আমরা এখানে লম্বিত হইয়া অচৈতন্যপ্রায় রহিয়াছি, এ জন্য আপনি ত্রিলোকে বিখ্যাত-পৌরুষ হইলেও আমরা আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না, আপনি বৃদ্ধ ও মহাভাগ্য, এ কারণ এই সুদুঃখিত শোচনীয় অবস্থা-প্রাপ্ত আমাদিগকে দেখিয়া কারুণ্য প্রকাশ করিতেছেন, হে বিপ্র! আমরা কে তাহা শ্রবণ করুন। আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ ঋষি, আমাদের বংশলোপ প্রায় হওয়াতে সমুদায় তীব্র-তপস্যা নিষ্ফল হইয়াছে, এবং আমরা পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, আমাদের সন্তান নাই এমত নহে, পরন্তু আমরা অল্পভাগ্য, আমাদের একটিমাত্র মন্দভাগ্য সন্তান আছে, তাহার থাকা না থাকা সমান, তাহার নাম জরৎকারু। সেই সন্তান বেদবেদাঙ্গ-পরায়ণ, ব্রত-পারগ, জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা ও মহাতপস্বী; সে কেবল তপস্যাই আশ্রয় করিয়াছে, সেই কুসন্তান তপস্যার লোভে আমাদিগকে এই বিপদ্-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব কেহই নাই, সেই নিমিত্ত আমরা অনাথের ন্যায় হতচেতন হইয়া এই গর্ত্তে লম্বমান আছি। আপনি কৃপা বিতরণপূর্ব্বক জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবেন যে, "হে তপোধন! তোমার পিতৃলোক দীন ও অধোমুখ হইয়া গর্ত্তে অবলম্বিত আছেন, তুমি দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন কর, যেহেতু তুমি শিষ্ট ও একমাত্র কুল-তন্তু।" হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগকে যে বীরণ-স্তম্বে আশ্রিত দেখিতেছেন, ইহা আমাদের কুলবর্দ্ধন কুলস্তম্ব; ইহার যে সকল মূল দেখিতেছেন, ইহারা আমাদের সন্তান, সকলেই কাল-কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; এই যে অর্দ্ধভক্ষিত একটিমাত্র মূল দেখিতেছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত গর্ত্তের উপরে রহিয়াছি, ইহা সেই জরৎকারু, সে কেবল তপস্যা আশ্রয় করিয়াছে। এই যে মূষিক দেখিতেছেন, ইহা মহাবল কাল; এই কাল তপস্যায় রত, মন্দ, মন্দমতি, হতচেতন, ও তপোলুব্ধ সেই জরৎকারুকে ক্রমশ গ্রাস করিতেছে; হে সত্তম! তাহার তপস্যা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। দেখুন, এই মূল ছিন্ন হইলেই আমরা কালোপহত পাপীর ন্যায় পরিভ্রষ্ট হইয়া এই গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইব। আমরা বন্ধুগণের সহিত ইহাতে পতিত হইলে পর জরৎকারুও কালকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া এই স্থলে পতিত ও নিরয়গামী হইবেক। তপস্যা, যজ্ঞ বা অন্য যে সকল পাবন মহৎকর্ম্ম আছে, সে সমুদায় পুত্রোৎপাদনের তুল্য হয় না, আপনি যেমন যেমন দেখিলেন, তপোধন জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে বলিবেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদের নাথস্বরূপ হইয়া যাহাতে জরৎকারু দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করে, এরূপ করিয়া বলিবেন। হে সত্তম! বোধ হয়, জরৎকারুর বন্ধুগণের মধ্যে আপনি কেহ হইবেন, যেহেতু বন্ধুর অথবা আত্মকুলের ন্যায় আমাদিগকে দেখিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন?

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু পিতৃগণের এই সমস্ত কথা শ্রবণে অতিশয় শোকপরায়ণ হইয়া মনোবেদনায় বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিলেন, আপনারা আমারই পিতৃপিতামহ, আপনাদের অভীষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুন, আমিই আপনাদের পুত্র পাপাত্মা জরৎকারু, আমি অকৃতাত্মা, আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার দণ্ডবিধান করুন। পিতৃগণ কহি-

লেন, হে পুত্র! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের সৌভাগ্য-ফলে এই দেশে আসিয়াছ, বল দেখি তুমি কি জন্য দারপরিগ্রহ কর নাই? জরৎকারু কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমার হৃদয়-মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক আছে যে, আমি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া শরীর পাত করিব, কখন দারপরিগ্রহ করিব না, ইহাই আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম; হে পিতামহগণ! সম্প্রতি আপনাদিগকে এখানে পক্ষীর ন্যায় ঈদৃশ লম্বমান দেখিয়া আমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে মন নিবৃত্ত করিলাম, আমি আপনাদের প্রিয়-কর্ম্ম সাধন করিব, দারপরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলাম, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদ্যপি সনাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হই এবং সেই কন্যা আমার ভিক্ষাস্বরূপ স্বয়ং উপস্থিতা হয়, ও তাহাকে আমার ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা গ্রহণ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ! আমি সত্য বলিতেছি, ইহার অন্যথা হইলে আমার বিবাহ করা হইবেক না। সেই পরিণীতা পত্নীর গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক, সে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবেক, ও তাহা হইতে আপনারা নিত্য অব্যয় হইয়া স্বর্গবাস করিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক! সেই মুনি পিতৃগণকে এই বাক্য বলিয়া দারার্থী হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া কেহ তাঁহাকে কন্যা দান করিল না। পরে পিতৃগণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট জরৎকারু নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যপ্রবেশ-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্তমনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন উক্ত ঋষি পিতৃগণের হিত-কামনায় সেই অরণ্যমধ্যে অনুচ্চস্বরে তিনবার এই বাক্য কহিলেন যে, "আমি কন্যা ভিক্ষা করিতেছি; এই স্থানে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান আছ এবং যে সমস্ত ভূত অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি উগ্র-তপস্যায় রত আছি, পিতৃগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তুমি দারপরিগ্রহ কর। হে প্রাণিগণ! আমি বিবাহের নিমিত্ত সমুদায় ভূমণ্ডলে কন্যা ভিক্ষা করিতেছি, আমি অতিশয় দরিদ্র ও দুঃখশীল, পিতৃগণ আমাকে বিবাহে নিয়োগ করিয়াছেন, আমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি; পরন্তু আমি যাহাদের নিকটে এই প্রস্তাব করিলাম তাহাদের মধ্যে যদি কাহারও কন্যা থাকে প্রদান কর. কিন্তু ঐ কন্যা আমার সনাম্নী ও ভিক্ষারূপে উপস্থিতা হইবেক, এবং তাহাকে আমি পোষণ করিব না, যদ্যপি এরূপ হয় তাহা হইলে সম্প্রদান কর।" অনন্তর যে সকল নাগগণ জরৎকারুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা সেই সংবাদ লইয়া বাসুকির নিকট নিবেদন করিল।

নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষ শ্রবণমাত্র অলঙ্কৃতা ভগিনীকে লইয়া অরণ্য-মধ্যে সেই ঋষি-সমীপে গমন করিলেন, এবং সেই মহাত্মা মুনিকে ভিক্ষাস্বরূপ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন জরৎকারু সহসা তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কন্যা সনাম্নী না হইতে পারে এবং হয়ত ইহাকে ভরণ-পোষণ করিতেও হইবেক। মোক্ষপথস্থিত জরৎকারু এইরূপে দারপরিগ্রহ-বিষয়ে দ্বিমনা হইতে লাগিলেন। হে ভৃগুনন্দন! পরে ঐ ঋষি বাসুকিকে কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না।

ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকি জরৎকারু ঋষিকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তপস্বিনী এই কন্যা আমার ভগিনী ও তোমার সনাম্নী, তুমি ইহাকে ভার্য্যার্থে পরিগ্রহ কর, হে তপোধন! যথাশক্তি আমি ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব; হে মুনিবর! আমি তোমার নিমিত্তই এত দিন এই কন্যা রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, ভাল, আমার এই

নিয়ম থাকিল যে আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং এই কন্যা কখন আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিবেক না, করিলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকি, "আমি ভগিনীর ভরণপোষণ করিব" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলে জরৎকারু তখন বাসুকির গৃহে গমন করিলেন। মন্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ, তপোবৃদ্ধ, মহাব্রত, ধর্ম্মাত্মা জরৎকারু যথাবিধি মন্ত্র-পূর্ব্বক জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিলেন; পরে মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ভার্য্যার সহিত পন্নগরাজের অভিমত রমণীয় বাস-গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট আস্তরণ-যুক্ত পরিকল্পিত শয়নে পত্নীর সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ ঋষি ঐ বাসগৃহে ভার্য্যার সহিত এই নিয়ম করিলেন যে, তুমি কখন আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে বা অপ্রিয় বলিতে পারিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার গৃহে আর বাস করিব না, এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিব; আমি যাহা কহিলাম তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বাসুকির ভগিনী জরৎকারু অতিশয় উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইয়া "এবমস্তু" এই বাক্য বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন। পরে পতি-প্রিয়াভিলাষিণী যশস্বিনী নাগেন্দ্র-ভগিনী শ্বেতকাকীয় উপায়-দ্বারা অর্থাৎ কুকুর, হরিণ ও কাকের সতর্কতা, ভয়-শীলতা ও ইঙ্গিতজ্ঞতা রূপ স্বাভাবিক গুণ অবলম্বন করিয়া দুঃখশীল ভর্ত্তার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ঐ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু ঋতুস্নাতা হইয়া মহামুনি ভর্ত্তার নিকট যথা বিধানে গমন করাতে হুতাশন-সদৃশ দীপ্তিযুক্ত অতিশয় তেজোরাজি-বিরাজিত এক গর্ভ ধারণ করিলেন। শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় ঐ গর্ভ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন মহাযশা জরৎকারু নাগভগিনী জরৎকারুর উৎসঙ্গে মস্তক প্রদান করিয়া আক্লান্তের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন মনস্বিনী বাসুকিভগিনী দিবাবসান হওয়াতে ধর্ম্মলোপভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করিব কি না! তাহা করিলে দুঃখশীল ধর্ম্মাত্মা স্বামীর নিকট অপরাধী হইতে হইবেক, নিদ্রাভঙ্গ না করিলে এই ধর্ম্মশীল ভর্ত্তার ধর্ম্মলোপ হইবার সম্ভাবনা, নিদ্রাভঙ্গ করিলেও ইনি কুপিত হইতে পারেন, ইহাতে কি কর্ত্তব্য! যাহাতে ধর্ম্ম-লোপ না হয় তাহাই করি; নিদ্রাভঙ্গ করাতে কুপিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সন্ধ্যাতিক্রম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ধর্ম্মলোপ হইবেক। মধুরভাষিণী ভুজঙ্গ-ভগিনী মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া নিদ্রাভিভূত অনলতুল্য-দীপ্ততেজা ঋষিকে বিনয়গর্ব্ববচনে কহিলেন, হে মহাভাগ, ব্রতপরায়ণ, ভগবন্! দিবাকর অস্তমিত হইতেছেন, গাত্রোত্থান করিয়া জলস্পর্শ-পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনা করুন, দেখুন অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এই মুহূর্ত্ত দারুণ ও রমণীয়, হে প্রভো! দেখুন পশ্চিমদিকে সন্ধ্যা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

সহধর্ম্মিণী এই বাক্য কহিলে মহাতপা ভগবান্ জরৎকারু কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া এই বাক্য কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমাকে ঈদৃশ অবজ্ঞা করিলে? আমি তোমার নিকটে আর থাকিব না, যথা ইচ্ছা গমন করি, হে বামোরু! আমি নিদ্রিত থাকিলে দিবাকর কখনই যথাকালে অস্তগমন করিতে পারেন না ইহা আমি নিশ্চয়রূপে জানি। দেখ, অপমানিত হইয়া কোন ব্যক্তিই বাস করিতে চাহে না, বিশেষত আমি বা আমার তুল্য ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি অপমানিত হইয়া বাস করিবে, ইহা অসম্ভব। ভর্ত্তা হৃদয়-শোষণ এই বাক্য কহিলে, বাসুকির গৃহস্থিতা ভগিনী কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনকার অবজ্ঞা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, যাহাতে আপনকার ধর্ম্মলোপ না হয় তজ্জ-

ন্যই এরূপ করিয়াছি। ভুজঙ্গ-ভগিনী এই বাক্য কহিলে মহাতপা জরৎকারু রোষপরবশ ও ভার্য্যা-ত্যাগাভিলাষী হইয়া ভুজঙ্গমাকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, আমি যাইব, আমি পূর্ব্বে তোমার সহিত নির্জ্জনে এই নিয়ম করিয়াছিলাম; হে ভদ্রে! আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও যে, মুনি গমন করিয়াছেন, আর আমি এখানে যতদিন বাস করিয়াছি, ততদিন পরমসুখে ছিলাম; হে ভীরু! আমি যাইলে তুমি শোকবিহ্বলা হইও না। জরৎকারু-মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুশ্রোণী সুন্দরী-জরৎকারু একবারে শোকবিহ্বলা ও চিন্তাকুলা হইলেন; তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, বদনকমল পরিশুষ্ক হইল, এবং নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। বামোরু জরৎকারু তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্প-গদ্গদবচনে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এ নিরপরাধিনী পত্নীকে পরিত্যাগ করা আপনকার উচিত নহে, যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; বিশেষত আমি সদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনার শুশ্রূষা, হিতানুষ্ঠান ও প্রিয়সাধন করিতেছি। যে উদ্দেশে আমার ভ্রাতা আপনকার সহিত আমার পরিণয়-সম্পাদন করিয়াছেন, মন্দভাগ্যা আমি তাহাও লাভ করিতে পারি নাই, অতএব তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন যে, আপনার ঔরসে আমার গর্ব্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। আপনার ঔরসে পুত্র জন্মিলে আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হইবেক; হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন, আপনার সহিত আমার এ সম্বন্ধ নিস্ফল করিবেন না। হে সত্তম! আপনি মহাত্মা হইয়া এই অব্যক্ত রূপ গর্ব্ভাধান করিয়া কিরূপে নিরপরাধিনী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন! পত্নীর ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া তপোধন জরৎকারু তৎকালোপযুক্ত অনুরূপবাক্যে কহিলেন, হে সুভগে! বৈশ্বানর-তুল্য পরমধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ এক ঋষি তোমার গর্ব্ভে আছে। ধর্ম্মশীল মহর্ষি জরৎকারু ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার উগ্রতপস্যায় কৃত-নিশ্চয় হইয়া গমন করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! ভর্ত্তা গমন করিবামাত্র জরৎকারু ভ্রাতার সমীপে গমন-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভুজগশ্রেষ্ঠ বাসুকি সেই মহতী অপ্রিয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দীন-চিত্তে দীনা ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমাদের যাহা উদ্দেশ্য, ও যে অভিপ্রায়ে তোমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলাম তাহা তুমি জ্ঞাত আছ, পূর্ব্বে পিতামহ দেবগণের সহিত বলিয়াছিলেন যে, নাগগণের হিতের নিমিত্ত তোমার গর্ব্ভে সেই ঋষির ঔরসে যদি এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই বীর্য্যসম্পন্ন তনয় সর্পগণকে সর্পসত্র হইতে মুক্ত করিবেক; হে সুভগে! সেই মুনিসত্তম হইতে তোমার গর্ব্ভ হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছা যে তোমাকে যে উদ্দেশে দান করিয়াছি তাহা নিস্ফল না হয়। যদিও আমার ঈদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অন্যায্য হইতেছে, তথাপি ইহা আমাদের গুরুতর কার্য্য বলিয়াই এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতেছি। তোমার ভর্ত্তা মহাতপস্বী, কোনমতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবেক না, যদি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলে তিনি শাপ দিলেও দিতে পারেন। হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তার সমুদায় বিচেষ্টিত বিশেষরূপে ব্যক্ত কর এবং বহু-কালাবধি আমার হৃদয়স্থিত ঘোর শল্য উদ্ধার কর। জরৎকারু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তাপ-

তাপিত সর্পরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি সেই মহাত্মা মহাতপা ভর্ত্তাকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে "অস্তি" অর্থাৎ সন্তান গর্ব্ভে আছে এই কথা বলিয়া বন-গমন করিয়াছেন। আমার স্মরণ হয়, তিনি পরিহাসস্থলেও কখন মিথ্যা কথা কহেন নাই, তবে এই আপৎকালে কি নিমিত্ত মিথ্যা কহিবেন? হে ভ্রাতঃ! তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক; তপোধন ভর্ত্তা ইহা কহিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন; অতএব হে ভ্রাতঃ! তোমার এই মনোত্নঃখ দূর কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগেন্দ্র বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে "এবমস্তু" বলিয়া ভগিনী-বাক্য গ্রহণ করিলেন। অনন্তর অর্থদান-দ্বারা, সান্ত্বনাদ্বারা ও অনুরূপ পুরস্কারদ্বারা সেই সোদরা ভগিনীর সম্মান করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নভোমণ্ডলে উদিত শুক্লপক্ষীয় শশ-ধরের ন্যায় মহাপ্রভ, মহাতেজা সেই গর্ব্ভ দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল; হে ব্রহ্মন্! পরে সময় উপ-স্থিত হইলে সেই ভুজঙ্গ-ভগিনী পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক সাক্ষাৎ দেবতুল্য এক কুমার প্রসব করি-লেন। কুমার সেই নাগরাজ গৃহে প্রতিপালিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, এবং বালক-কালেই সত্ত্বগুণান্বিত ও ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অসা-ধারণ বুদ্ধি-প্রভাবে ভগবান্ চ্যবনের নিকট সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি "আস্তীক" এই নামে বিখ্যাত হইলেন; তিনি যখন গর্ব্ভস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা "অস্তি" এই কথা বলিয়া বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম আস্তীক হইল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ আস্তীক বাল্য-কালে নাগগৃহে বাস করিয়া বাসুকির প্রযত্নাতি-শয়ে পরিরক্ষিত হইয়া বিচরণ করত দীপ্তিমান্ ভগবান্ দেবদেব শূলপাণির ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধ-মান হইয়া সমস্ত সর্পগণকে হর্ষযুক্ত করিতে লাগি-লেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গা-রোহণ-বিষয়ে মন্ত্রিগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন তাহা পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে বল। উগ্র-শ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা মন্ত্রিগণকে যে-রূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিগণ পরী-ক্ষিতের পরলোক-প্রাপ্তি-বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করি-য়াছিলেন শ্রবণ করুন। জনমেজয় জিজ্ঞাসা করি-লেন, মন্ত্রিগণ! আমার পিতার যেরূপ চরিত্র ছিল এবং সেই মহাযশা কালসহকারে যেরূপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা সবিশেষ জ্ঞাত আছ; আমি তোমাদিগের নিকট পিতার সমস্ত চরিত্র শ্রবণ করিয়া যাহাতে শ্রেয় হয় তাহা করিব, কদাপি বিপরীত করিব না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা রাজা জনমেজয় এই প্রশ্ন করিলে ধর্ম্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ সচিবগণ কহিল, রাজন্! আপন-কার পিতা মহাত্মা পার্থিবশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিতের চরিত্র-বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি যে-রূপে পরলোক-গমন করেন তাহা শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, প্রজাপালক, আপনকার পিতা যেরূপ ছিলেন তাহা বর্ণন করিতেছি। ধর্ম্মশীল রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারের ন্যায় ধর্ম্মপথ অবলম্বন-পূর্ব্বক চতুর্বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিয়া প্রজা-পালন করিতেন; অতুলবিক্রম শ্রীমান্ পৃথিবীপতি পৃথিবীকে উত্তমরূপে রক্ষা করিতেন, তাঁহার দ্বেষ্টা কেহ ছিল না, তিনিও কোন ব্যক্তির দ্বেষ করি-তেন না; তিনি প্রজাপতির ন্যায় সকল প্রজাকেই সমান জ্ঞান করিতেন, কখন পক্ষপাত করিতেন না; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা রাজ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সুপ্রসন্ন মনে স্ব স্ব কর্ম্মেই রত থাকিত; তিনি বিধবা, অনাথ, দীন, ও দুঃখি-

দিগকে ভরণপোষণ করিতেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় প্রজাগণের লোচনানন্দ-দায়ক ছিলেন। সেই শ্রীমান্ সত্যবাদী দৃঢ়বিক্রম মহীপাল হইতে সকল লোকই তুষ্ট ও পুষ্ট হইত; হে জনমেজয়! ঈদৃশ গুণসম্পন্ন আপনার পিতা ধনুর্ব্বেদে শারদ্বতের শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিয়পাত্র ছিলেন, তিনি কাহারো অপ্রিয় ছিলেন না। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে সেই অভিমন্যুতনয় বলবান্ মহাযশা পরীক্ষিৎ উত্তরার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। রাজধর্ম্ম-নিপুণ, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্ম-সেবক, কামক্রোধাদির অবশীভূত, মহাবুদ্ধি, ও উত্তমনীতিশাস্ত্র-বিশারদ আপনার পিতা প্রজাপালন করিয়া ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে সর্ব্বলোককে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন করত পরলোক-গমন করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর আপনি কুরুকুলক্রমাগত বহুসহস্র বর্ষ-ব্যাপী এই রাজ্য ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বাল্যকালেই অভিষিক্ত হইয়া সমুদায় প্রজাবর্গ প্রতিপালন করিতেছেন। জনমেজয় কহিলেন, অলোকসামান্য কীর্ত্তিশালী পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া আমার বোধ হইতেছে যে, এ বংশে কখন এমন কেহ রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাগণের প্রিয় ও প্রিয়কারী হয়েন নাই, অতএব আমার পিতা তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত অকালে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, তোমরা আনুপূর্ব্বিক যথাবৎ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজহিতৈষী মন্ত্রিগণ রাজকর্ত্তৃক এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাবিধি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পিতা মহাবাহু মহীপাল পাণ্ডুর ন্যায় সর্ব্বশস্ত্র-বিশারদ, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ও সতত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা তিনি আমাদের প্রতি রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ বন-গমন করিলেন। পরে এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া গহন-বনে প্রবেশ করিল। তিনি খড়্গ তূণীর প্রভৃতি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া একাকী পদব্রজে সেই মৃগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৃগ কোথায় পলাইল দেখিতে পাইলেন না; তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলেন; পরে সেই মহারণ্যমধ্যে মৌনব্রতেস্থিত এক মুনিকে দেখিতে পাইয়া পলায়িত মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; মুনি মৌনী ছিলেন, সুতরাং জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর করিলেন না। রাজা একে ক্ষুধা ও শ্রমে কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখাশূন্যবৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট ঐ ঋষিকে কথা না কহিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইলেন; পরন্তু আপনার পিতা জানিতেন না যে, ঐ মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি ক্রোধ-পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত তাঁহার মানহানি করিলেন, অর্থাৎ ধনুষ্কোটিদ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃতসর্প উৎক্ষিপ্ত করিয়া সেই বিশুদ্ধাত্মা মুনির স্কন্ধে স্থাপন করিলেন; সেই মেধাবী মুনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, ক্রোধ প্রকাশও করিলেন না, সেইরূপ সর্প স্কন্ধে করিয়াই থাকিলেন।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার পিতা ক্ষুধায় কাতর হইয়া মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপনপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই ঋষির শৃঙ্গী নামে গোগর্ব্ভে-জাত মহাযশা মহাতেজা তিগ্ম-বীর্য্য অতি কোপনস্বভাব এক পুত্র ছিলেন; তিনি ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে স্বীয় বয়স্যের নিকট শুনিলেন যে, ঘোরতপস্বী, মুনিশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, অদ্ভুত কর্ম্মে নিবিষ্ট, তপস্যাদ্বারা

দেদীপ্যমান, যতাত্মা, সদাশুভাচারনিরত, সৎকথায় স্থিত, লোভশূন্য, সুস্থিত, অক্ষুদ্রাশয়, অসূয়াশূন্য, বৃদ্ধ, সর্ব্বভূতের শরণ্য ও মৌনব্রতেস্থিত তাঁহার পিতার অপমান করিয়া আপনার পিতা এক মৃতসর্প তুলিয়া তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন এবং ঐ বৃদ্ধ ঋষিও স্থাণুর ন্যায় ঐ মৃতসর্প স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন, অপকারী রাজার কোন প্রত্যপকার করেন নাই। মহাতেজা ঋষিকুমার বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষপরবশ হইলেন, এবং স্বীয় তেজোদ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়াই উদকস্পর্শ-পূর্ব্বক আপনকার পিতাকে অভিসন্ধি করিয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, যে পাপাত্মা নিরপরাধ মৎপিতার স্কন্ধে মৃতসর্প অর্পণ করিয়াছে, তাহাকে মহাতেজা আশীবিষ তক্ষক-নাগ মদীয় বাক্যবলে প্রেরিত হইয়া সপ্ত রাত্রির মধ্যে ক্রোধপূর্ব্বক তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবেক; হে বয়স্য! আমার তপোবল দেখ। শৃঙ্গী এই কথা বলিয়া যে স্থানে তাঁহার পিতা ছিলেন, তথায় গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই মুনিশার্দ্দূল শমীক গৌরমুখ নামক গুণবান্ সুশীল শিষ্যকে আপনকার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। গৌরমুখ এখানে আগমন-পূর্ব্বক বিশ্রামান্তে রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া গুরুর এই সন্দেশ জানাইলেন যে, "হে মহীপতে! আমার পুত্র তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে, সাবধান হও, হে মহারাজ! তক্ষক তোমাকে তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবেক।"

হে জনমেজয়! আপনকার পিতা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পন্নগোত্তম তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট আসিতে ছিলেন, পথিমধ্যে নাগরাজ তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাঁহাকে ত্বরান্বিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অহে দ্বিজ! তুমি ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় যাইতেছ? কি কার্য্য করিতে মানস করিয়াছ? কাশ্যপ উত্তর করিলেন, বিপ্র! অদ্য ভুজঙ্গরাজ তক্ষক কুরুকুল-প্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবেক, আমি সদ্য আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতেছি; আমি সেখানে যাইলে তক্ষক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারিবেক না। তক্ষক কহিল, ব্রহ্মন্! আমিই তক্ষক, আমি দংশন করিলে তুমি কি নিমিত্তে তাঁহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা করিতেছ? কখনই বাঁচাইতে পারিবে না, বরঞ্চ আমার অদ্ভুত বীর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ। তক্ষক এই বাক্য বলিয়া এক বৃক্ষকে দংশন করিল; পরে দংশনমাত্র ঐ বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। হে রাজন্! তখন কাশ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন; তক্ষক তাহা দেখিয়া কাশ্যপকে এই বলিয়া প্রলোভিত করিতে লাগিল যে, তুমি কি প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে রাজার নিকট যাইতেছ বল। কাশ্যপ উত্তর করিলেন, আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় যাইতেছি। অনন্তর তক্ষক সেই মহাত্মাকে মধুরবচনে কহিল, হে অনঘ! তুমি রাজার নিকট হইতে যত ধন পাইবার আশা করিয়াছ, আমি তাহা হইতেও অধিক ধন প্রদান করিতেছি, নিবৃত্ত হও। তক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মানবশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ প্রার্থনাতিরিক্ত ধন পাইয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরমধার্ম্মিক নৃপতিশ্রেষ্ঠ আপনকার পিতা সুরক্ষিত প্রাসাদস্থ ও সাবধান থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিষবহ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্মাবশেষ করিল। তাহার পরেই আপনি বিপক্ষবিজয়ের নিমিত্ত তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে নৃপসত্তম! আমরা যে সমস্ত দারুণ ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছি ও যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। হে নরনাথ! আপনার পিতার ও উতঙ্ক ঋষির পরাভব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর শত্রুকুল-বিনাশক

রাজা জনমেজয় সমস্ত মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তক্ষক যে বনস্পতিকে দগ্ধ করিয়াছিল এবং কাশ্যপ যে ঐ বৃক্ষের জীবন প্রদান করেন, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছ? আমার বোধ হয়, তক্ষক তখন ভাবিয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণের মন্ত্রদ্বারা বৃক্ষ বিষমুক্ত হইয়া জীবনপ্রাপ্ত হইল, অতএব আমি রাজাকে দংশন করিলে, এ ব্রাহ্মণ গিয়া যদ্যপি বাঁচাইয়া দেয়, তাহা হইলে লোকে এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিবেক যে, তক্ষকের আর তাদৃশ বিষ নাই। পন্নগাধম পাপাত্মা তক্ষক মনে মনে ইহাই চিন্তা করিয়া কাশ্যপকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; পরন্তু আমি যে উপায়ে হউক সেই পাপাত্মার এই পাপের প্রতিফল প্রদান করিব, কিন্তু আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি যে, নির্জ্জন বনমধ্যে কাশ্যপ ও তক্ষকের কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা কোন্ ব্যক্তি শুনিয়াছে, কোন্ ব্যক্তিই বা দেখিয়াছে, কি প্রকারেই বা তোমাদের কর্ণগোচর হইল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহাতে সর্পকুল-সংহার হয় তাহার চেষ্টা করিব। মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজন্! কাশ্যপ ও তক্ষকের সমাগম-বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি আমাদের নিকট যেরূপ বর্ণন করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এক ব্যক্তি কাষ্ঠের নিমিত্ত সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শুষ্ক শাখা সঞ্চয় করিতেছিল; উক্ত ব্রাহ্মণ ও তক্ষক বৃক্ষারূঢ় ঐ মনুষ্যকে দেখিতে পায় নাই, হে রাজন্! ঐ ব্যক্তি তক্ষকের বিষাগ্নিদ্বারা বৃক্ষের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছিল, পরে কাশ্যপের প্রভাবে বৃক্ষসমেত জীবিত হইল। সেই পুরুষ আমাদের নিকট আসিয়া তক্ষক ও ব্রাহ্মণের সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিল; হে রাজন্! আমরা যাহা দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে শ্রবণ করিয়া যাহা বিধেয় হয় করুন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণে অতিশয় দুঃখার্ত্ত ও পরিতাপযুক্ত হইয়া করদ্বারা করপেষণ করিতে লাগিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রাজীবলোচন লোচন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পিতৃশোকে রোদন করিতে করিতে তাঁহার বাষ্পবারি দুর্নিবার হইয়া উঠিল; অনন্তর তিনি যথাবিধি জলস্পর্শ করিয়া অমর্ষান্বিত চিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা-পূর্ব্বক মনে মনে কার্য্য নির্ণয় করিয়া মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন, আমার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি-বিষয়ে তোমরা যেরূপ কহিলে তাহা শুনিয়া আমি মনে মনে যাহা স্থির করিলাম, শ্রবণ কর। আমি বিবেচনা করিলাম, যে দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, সেই পাপিষ্ঠকে প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য, সেই দুরাত্মার কত দূর অত্যাচার দেখ, কাশ্যপ আসিতেছিলেন, তাঁহাকে সে ধন দিয়া নিবৃত্ত করিল, সেই ব্রাহ্মণ যদি আসিতেন, তাহা হইলে আমার পিতা জীবিত হইতেন, সন্দেহ নাই। কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিগণের বিনয়ে যদ্যপি রাজা জীবন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাহার কি ক্ষতি হইত? সেই অজেয় রাজাকে বাঁচাইবার নিমিত্তে দ্বিজোত্তম কাশ্যপ আসিতেছিলেন, সে মূঢ়তাহেতু কি জন্য তাঁহাকে নিবারণ করিল? ব্রাহ্মণ রাজাকে জীবন প্রদান না করেন ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে যে ধন দান করিয়াছিল, ইহাতে সেই দুরাত্মা তক্ষকের অতিশয় অত্যাচার প্রকাশ পাইতেছে; অতএব আমি উতঙ্কের, আমার ও তোমাদের সকলের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে পিতার বৈর-নির্যাতন করিব।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভরত-শার্দ্দূল

পরীক্ষিৎ-তনয় পৃথিবীপতি শ্রীমান্ জনমেজয় এই সমস্ত বাক্য কহিয়া মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া সর্পসত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অনন্তর সেই বচনসম্পন্ন ভূপতি পুরোহিত ও ঋত্বিক্গণকে আহ্বান করিয়া কার্য্যোপযোগী এই বাক্য কহিলেন যে, যে দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতাকে হিংসা করিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে মানস করিয়াছি, আপনারা বলুন, যাহাতে নাগরাজ তক্ষককে বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রদীপ্ত-হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি, এমত কোন উপায় বিদিত আছেন কি না? পূর্ব্বে তক্ষক যেমন বিষাগ্নিদ্বারা আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়াছিল, আমিও সেই পাপিষ্ঠকে সেইরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ঋত্বিক্গণ কহিলেন, হে রাজন্! পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্পসত্র নামে এক মহৎ-সত্র আছে; দেবগণ আপনকার নিমিত্তই সেই সত্রের সৃষ্টি করেন। পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন যে, আপনি ভিন্ন অন্য কোন রাজা সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না, হে মহারাজ! আমরাও তাহার প্রকরণ জ্ঞাত আছি।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সত্তম! রাজা ঋত্বিক্গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষককে প্রজ্বলিত হুতাশন-মুখে প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বিবেচনা করিলেন। পরে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, আমি সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আয়োজন করুন। হে দ্বিজসত্তম! বুদ্ধিমান্ বেদবিশারদ ঋত্বিক্গণ যজ্ঞায়তনের নিমিত্ত এক স্থান নিরূপণ করিয়া যথাবিধানে মাপাইলেন; পরে তাঁহারা বেদবিধি-অনুসারে পরম ঋদ্ধিযুক্ত দ্বিজগণ-নিষেবিত প্রভূত ধনধান্যাঢ্য ঋত্বিক্সমূহ-সেবিত ইষ্ট যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন; পরন্তু তখন সেই সর্পসত্রে যজ্ঞ-বিঘ্নকর এক মহৎ নিমিত্ত উদ্ভাবিত হইল। যখন যজ্ঞায়তন প্রস্তুত হয়, তখন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ বুদ্ধিসম্পন্ন স্থপতি পৌরাণিক সূত কহিল যে, যে দেশে ও যে সময়ে এই মাপ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, একজন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হইবেক। রাজা দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপালকে কহিলেন, যে আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দিও না।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর যথা বিধানানুসারে সর্পসত্র আরম্ভ হইল। যাজকগণ যথাবিধি স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক ধূম-ধূম্র-নয়ন হইয়া যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, ইহাতে সর্পগণের মন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর যাজকগণ যখন সর্পগণকে উদ্দেশ করিয়া অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করেন, তখন শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, স্থবির, শিশু, ক্রোশ-প্রমাণ, যোজন-প্রমাণ, গোকর্ণপরিমাণ শত সহস্র সর্পগণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পরস্পর পুচ্ছ ও মস্তকদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া কৃপণ-স্বরে পরস্পর আহ্বানানন্তর বিবিধ শব্দে চীৎকার-পূর্ব্বক বেষ্টমান হইয়া প্রদীপ্ত হব্যবাহনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শত সহস্র প্রযুত অর্ব্বুত নাগগণ হুতাশনে পতিত হইবামাত্র অবশাঙ্গ হইয়া বিনষ্ট হইল। অনন্তর তুরগ-প্রমাণ, করিশুণ্ড-প্রমাণ, পরিঘ-প্রমাণ, মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ মহাকায় ও মহাবল অসংখ্য নানাবর্ণ নানাবিধ বিষবিষম, ঘোররূপ, দন্দশূক, সর্পগণ মাতৃবাগ্দণ্ডে নিপীড়িত হওয়াতে অগ্নিমুখে পতিত হইতে লাগিল।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! পাণ্ডব-নন্দন ধীমান্ রাজা জনমেজয় সর্পগণের মহাভীতি-

জনক, অতিশয় বিষাদ-জনক, সুদারুণ যে সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন্ কোন্ পরমর্ষি ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, বিস্তার-রূপে বল, কারণ কোন্ কোন্ মুনি সর্পসত্রবিধানজ্ঞ ছিলেন, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যে সকল পণ্ডিতগণ রাজার সর্পসত্রে ঋত্বিক্ ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। চ্যবনবংশোৎপন্ন বেদবেত্তা, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা, বিদ্বান্ বৃদ্ধ কৌৎস নামক ব্রাহ্মণ উদ্গাতা, জৈমিনি মুনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল মুনি অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। পুত্র ও শিষ্য-সমেত ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, বৃদ্ধ শ্রুতশ্রবাঃ, জপ ও স্বাধ্যায় নিরত সুশীল কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গাল্য ও সমসৌরভ, এই সমস্ত এবং বেদবিশারদ অন্য অন্য অনেক ব্রাহ্মণ জনমেজয়ের ঐ মহাসত্রে সদস্য হইয়াছিলেন। ঋত্বিক্‌গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে ঘোর ভীষণ সর্পগণ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল, তাহাদিগের বসা ও মেদোদ্বারা নদী উৎপন্না হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের তুমুল পূতিগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল; অগ্নিতে পতিত আকাশমণ্ডলে স্থিত ও হুতাশনদ্বারা দহ্যমান ভুজঙ্গগণের চীৎকার শব্দ অনবরত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নাগরাজ-তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শুনিয়া পুরন্দর-পুরে গমন-পূর্ব্বক, স্বয়ং অপরাধী আছে বলিয়া সভয়চিত্তে পুরন্দরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করত শরণাগত হইল। তাহাতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ তক্ষক! সর্পসত্র হইতে তোমার কোন ভয় নাই, আমি পূর্ব্বেই তোমার নিমিত্ত পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি, অতএব তোমার ভয় নাই, মনোবেদনা দূর কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ভুজগোত্তম তক্ষক ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পরমসুখে ইন্দ্রসদনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ দিকে নাগগণ অজস্র হুতাশনে নিপতিত হওয়াতে বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে সন্তাপ-যুক্ত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সাতিশয় শোক উপস্থিত হইল, ও মন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর উক্ত পন্নগরাজ ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে, আমি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, আমার মন বিঘূর্ণিত হইতেছে, দৃষ্টিভ্রম হইতেছে, এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অদ্য অবশাঙ্গ হইয়া আমাকেও প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতে হইবে, সর্পকুল সংহারের নিমিত্ত জনমেজয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; বোধ করি, আমাকেও যম-সদনের অতিথি হইতে হইবেক। হে ভগিনি! যে নিমিত্ত জরৎকারু ঋষির সহিত তোমার পরিণয় সম্পাদন করিয়াছিলাম, এই সেই সময় উপস্থিত, এক্ষণে আমাকে বন্ধুগণের সহিত রক্ষা কর, হে ভুজগোত্তমে! পূর্ব্বে পিতামহ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক ঋষি তাহা নিবারণ করিবেন, অতএব হে বৎসে! এক্ষণে আমার ও আমার পরিবারগণের রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধসম্মত বেদবিশারদ ত্বদীয় বালকপুত্রকে বল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ভুজঙ্গভগিনী জরৎকারু নাগরাজ বাসুকির বচনানুসারে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য কহিলেন, পুত্র! ভ্রাতা আমারে যে নিমিত্ত তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার এই সময় উপস্থিত, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। আস্তীক কহিলেন, মাতুল কি নিমিত্ত আমার পিতাকে তোমারে দান করিয়াছিলেন, প্রকৃতরূপে বল, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া

তদনুরূপ কার্য্য করিব। অনন্তর বান্ধব-হিতৈষিণী ভুজঙ্গভগিনী জরৎকারু সুস্থিরা হইয়া পুত্রের নিকট কহিলেন, সমস্ত সর্পগণের মাতা কদ্রু যে কারণে রুষ্টা হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি বিনতার সহিত দাসীত্বে পণ রাখিয়া সর্পগণকে কহিয়াছিলেন যে, তোমরা শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ কর; তাহাতে সর্পগণ অস্বীকার করাতে তিনি শাপ দিলেন যে, "জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে হুতাশন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন, এবং তাহাতে তোমরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিবে।" কদ্রু এইরূপ শাপ দিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া "এবমস্তু" বলিয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; বাসুকিও সেই পিতামহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃত মন্থনের পর দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণ অসুলভ অমৃত প্রাপ্ত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন।

পরে সমস্ত সুরগণ ভুজঙ্গরাজ-বাসুকির সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে সর্পগণের মাতৃশাপ-মোচন হয় তন্নিমিত্ত পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এই নাগরাজ-বাসুকি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্তে অতিশয় দুঃখিত আছেন, অতএব যাহাতে সেই মাতৃদত্ত শাপমোচন হয় তাহা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু নামক ঋষি জরৎকারু নাম্নী যে ভুজঙ্গভগিনীকে বিবাহ করিবেক, তাহার গর্ব্বে এক শ্রীমান্ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়া সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবেক। হে তনয়! ভুজঙ্গরাজ-বাসুকি পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন, অতএব সর্পসত্রের সময় উপস্থিত না হইতেই তুমি আমার গর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে সেই ভীষণ সময় উপস্থিত, তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে হুতাশন-মুখ হইতে মুক্ত কর; পুত্র! আমি সর্পকুলের মুক্তির নিমিত্ত তোমার পিতার নিকট দত্তা হইয়াছিলাম, অতএব যে উদ্দেশে আমি দত্তা হইয়াছিলাম, তাহা যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহা কর; অথবা এ বিষয়ে তুমিই বা কিরূপ বিবেচনা করিতেছ বল। আস্তীক মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, পরে দুঃখসন্তপ্ত-বাসুকির জীবন প্রদান করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন, হে মহাসত্ত্ব পন্নগরাজ-বাসুকে! আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিব; হে রাজন্! তুমি সুস্থচিত্ত হও, তোমার ভয় নাই, যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ যত্নবান্ হইব, আমি পরিহাসস্থলেও মিথ্যা কহি না, কার্য্য-কালে কহিবার সম্ভাবনা কি? হে মাতুল! আমি সেই দীক্ষিত ক্ষিতিপতি জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া মঙ্গলযুক্ত বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব; হে সত্তম! যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবৃত্ত হয় তাহা করিব; হে মহামতে নাগেন্দ্র! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অসম্ভব বোধ করিও না, এবং তোমার মনে এমত জ্ঞান না হয় যে, আমাতে এ সমস্ত মিথ্যা হইতে পারে। বাসুকি কহিলেন, হে আস্তীক! আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, ব্রহ্মদণ্ডে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি। আস্তীক কহিলেন, হে পন্নগোত্তম! তুমি কোনমতে সন্তাপ-যুক্ত হইও না, আমি তোমার প্রজ্বলিত হুতাশন-জনিত ভয় দূর করিব, আমি প্রলয়-কালীন বহ্নির সমান তেজস্বী মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ড অপনয়ন করিব, তুমি এ বিষয়ে কোনমতে ভীত হইও না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর দ্বিজসত্তম আস্তীক মুনি বাসুকির ঘোর মনোব্যথা দূর করিয়া স্বয়ং সর্পকুল উদ্ধারের ভার লইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সর্ব্বগুণসম্পন্ন জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য দে-

দীপ্যমান অসংখ্য সদস্যগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত উত্তম যজ্ঞায়তন অবলোকন করিলেন। যজ্ঞস্থলে প্রবেশ-কালে দ্বারপাল-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে প্রবেশ-কামনায় সেই সর্পসত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা দ্বিজোত্তম আস্তীক মুনি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া অনন্তকীর্ত্তি ভূপাল, ঋত্বিক্, সদস্যগণ ও অগ্নিকে স্তব করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

আস্তীক কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! প্রয়াগে সোমের, বরুণের ও প্রজাপতির যেরূপ যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! দেবরাজ যে শতসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ অযুত যজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেব যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! গয়, শশবিন্দু ও বৈশ্রবণ-রাজা যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত! নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথ-তনয় রাজা রামচন্দ্র যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! অজমীঢ়-বংশোদ্ভব দেবপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ যেমন স্বর্গে বিশ্রুত হইয়াছিল, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! সত্যবতী-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইরূপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ-ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণ ছিলেন, তাহার ন্যায় আপনকার এই যজ্ঞে সূর্য্য-সমান তেজস্বী এই সমস্ত সদস্য অধ্যাসীন আছেন; ইহাঁদিগের জানিতে হয় এক্ষণে এমন কোন জ্ঞেয় বস্তুই বিদ্যমান নাই; অতএব ইহাঁদিগকে দান করিলে কখন বিনষ্ট হয় না; আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, ভগবান্ দ্বৈপায়ন-তুল্য ঋত্বিক্ ত্রিভুবনে নাই, যেহেতু ইহাঁর শিষ্যগণ স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষ এবং সর্ব্বকর্ম্মে ঋত্বিক্ হইয়া ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছেন। বিভাবসু, চিত্রভানু, মহাত্মা, হিরণ্যরেতা, হুতভুক ও কৃষ্ণবর্ত্মা, অগ্নি প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখা-বিশিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনের নিমিত্ত আপনার এই হব্য কামনা করিতেছেন। হে রাজন্! এই অবনীমণ্ডলে আপনার তুল্য প্রজাপালক রাজা আর নাই, আপনার ধৈর্য্য দর্শনেও আমি সর্ব্বদা প্রীতমনা আছি, আপনি বরুণ ও ধর্ম্মরাজ যমের তুল্য নিয়ন্তা; সাক্ষাৎ বজ্রপাণি দেবরাজের ন্যায় আপনি মর্ত্যলোকে প্রজাগণ রক্ষা করিতেছেন; হে পুরুষোত্তম! আপনি আমাদিগের সম্মান-ভাজন; আপনার তুল্য যাগশীল ভূপতি ইহলোকে আর নাই। আপনি খট্বাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপ নৃপতির তুল্য, আপনার প্রভাব যযাতি ও মান্ধাতার সদৃশ; আপনার তেজ সূর্য্যদেবের সমান এবং আপনি ভীষ্মদেবের ন্যায় ব্রতপরায়ণ হইয়া বিরাজমান হইতেছেন। আপনার বীর্য্য বাল্মীকির বীর্য্যের ন্যায় গুপ্ত, আপনার কোপ বশিষ্ঠের ন্যায় বশীকৃত, আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্রের সদৃশ এবং আপনার দ্যুতি নারায়ণ-দ্যুতির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আপনি ধর্ম্মরাজের ন্যায় ধর্ম্মবিনির্ণয়-কারী, কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লক্ষ্মীর আবাস-স্থল, ধনের ন্যায় যজ্ঞেরও অদ্বিতীয় আধার, দম্ভোদ্ভবের ন্যায় বলবান্, রামের ন্যায় শস্ত্রবিশারদ ও শাস্ত্র-

বেত্তা, ঔর্ব্ব ও ত্রিতের ন্যায় তেজস্বী এবং ভগীরথের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয় হইয়াছেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হুতাশন সকলেই এইরূপে স্তুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। রাজা জনমেজয় তাঁহাদের হৃদ্গত ভাব বুঝিয়া কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, এই বালক বৃদ্ধের ন্যায় কথা কহিতেছেন, কথাদ্বারা বোধ হইতেছে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইহাঁকে অভিলষিত বর দান করি; হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত বিধান করুন। সদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজার নিকট মান্য হয়েন; বিশেষত যিনি বিদ্বান্ তিনি বিশেষ পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব আপনি ইহাঁর অভিলষিত সমুদায় বর প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য তক্ষক শীঘ্র আইসে তাহা কর্ত্তব্য।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা বরদানে অভিলাষী হইয়া আস্তীক মুনিকে "বর প্রার্থনা কর" এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট-চিত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, এখনো তক্ষক আইসে নাই। জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হয় ও যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাশক্তি যত্নবান্ হউন, কারণ সেই তক্ষকই আমার শত্রু। ঋত্বিক্গণ কহিলেন, হে রাজন্! আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে এবং অগ্নিও ব্যক্ত করিতেছেন যে, তক্ষক ভয়পীড়িত হইয়া ইন্দ্রভবনে শরণাগত হইয়া আছে। মহাত্মা পৌরাণিক সূত লোহিতাক্ষ রাজ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তখনও পুনর্ব্বার সেই ভাবেই কহিলেন যে, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ বটে; আমি পুরাণ অনুসারে বলিতেছি, ইন্দ্র সেই তক্ষককে এই বর দিয়াছেন যে, "তুমি আমার নিকট গুপ্তভাবে অবস্থিতি কর, পাবক তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেক না।" যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা এই বাক্য শ্রবণানন্তর সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া হোতাকে কহিলেন যে, মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক তক্ষককে আহুতি দিউন। হোতা সাতিশয় যত্ন-সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান মহানুভাব দেবরাজ বিমানারোহণ-পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। মেঘগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার অনুগামী হইল; নাগরাজ-তক্ষক ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ ছিল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষক-বিনাশের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মন্ত্রবিৎ ঋত্বিক্গণকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে শরণাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে হুতাশনে পাতিত করুন। হোতা তক্ষকের নিমিত্ত জনমেজয়-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রসমেত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। হোতা এইরূপ আহুতি প্রদান করিবামাত্র ইন্দ্র তক্ষকের সহিত ব্যথিত-হৃদয় হইয়া আকাশমণ্ডলে দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। পুরন্দর সেই যজ্ঞ দেখিয়াই অতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বভবনে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্র এইরূপে প্রস্থান করিলে তক্ষক ভয়ে মোহিত এবং মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অবশাঙ্গ হইয়া যজ্ঞীয় হুতাশন-শিখা-সমীপে উপস্থিত হইল। তখন ঋত্বিক্গণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এক্ষণে আপনকার কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক হইল, এখন এই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে পারেন। জনমেজয় কহিলেন, হে অপ্রমেয় বালক! তুমি যেমত উপযুক্ত

পাত্র, আমি তোমাকে তদনুরূপ বর প্রদান করিব, তোমার যাহা মনে আছে ও যাহা অভিরুচি হয় প্রার্থনা কর, যদ্যপি আমার অদেয় হয় তথাপি প্রদান করিব। ইত্যবসরে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে নৃপ! ঐ দেখুন তক্ষক আপনার বশতাপন্ন হইয়া শীঘ্র আসিতেছে, এবং ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার করাতে উহার ভৈরব রব শ্রুত হইতেছে; নিশ্চয় বোধ হয়, বজ্রপাণি দেবরাজ উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, দেখুন ঐ পন্নগরাজ তীব্র-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশে ঘূর্ণায়মান ও হতচেতন হইয়া উপস্থিত হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ-তক্ষক হুতাশনে পতিত হইবেন, এমত সময়ে আস্তীক মুনি এই বর-প্রার্থনার অবকাশ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে জনমেজয়! যদ্যপি বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনার এই সর্পসত্র বিরত হয়, এবং সর্পগণ আর ইহাতে পতিত না হয়। হে ব্রহ্মন্! আস্তীকের এইরূপ বরপ্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিত্তনয় অনতিহৃষ্টমনে কহিলেন, হে বিভো! আপনি সুবর্ণ, রজত, গো, অথবা অন্য যাহা কিছু প্রার্থনা করেন, সমুদায়ই প্রদান করিতে পারিব কিন্তু আমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হইবেক না। আস্তীক উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি সুবর্ণ, রজত, গোপ্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা করি না, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হইবেক।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আস্তীক মুনি এইরূপ উত্তর করিলে পর বাগ্মী রাজা জনমেজয় পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি অন্য বর প্রার্থনা করুন, তাহাতে আপনকার পক্ষে মঙ্গল হইবেক; পরন্তু আস্তীক কোনমতেই অন্য বর যাচ্ঞা করিলেন না। অনন্তর বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ-কুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন! সেই সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! বহু সহস্র বহু নিযুত বহু অর্ব্বুদ সর্পগণ অগ্নিতে হুত হইয়াছিল, বহুত্বপ্রযুক্ত তাহাদের সংখ্যা করা যায় না, পরন্তু যতদূর স্মরণ হয় বলিতেছি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাসুকির বংশজাত, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, মহাকায়, ঘোর বিষবিষম, প্রধান প্রধান যে সকল সর্প মাতৃবাগ্‌দণ্ডে নিপীড়িত, অবশাঙ্গ ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া হুতাশনে হুত হইয়াছিল, তাহাদের নাম শ্রবণ করুন। কোটিশ, ভানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক ও কালদন্তক, বাসুকি-কুলসম্ভূত এই সকল এবং মহাবল ঘোররূপ অন্য অন্য সর্পগণও প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইয়াছিল। তক্ষককুলজাত নাগগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা ও মহাহনু, তক্ষক-কুলজাত এই সকল সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পারাবত, পারিপাত্র, পাণ্ডুর, হরিণ, কৃশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, প্রমোদ ও সংহতাপন, ঐরাবত-কুলোৎপন্ন এই সকল নাগ বহ্নিতে পতিত হইয়াছিল। হে দ্বিজোত্তম! এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতর ও আতক, কৌরব্যবংশজাত এই সমস্ত সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! ধৃতরাষ্ট্র-কুলোৎপন্ন বিষোল্বণ বায়ুতুল্য বেগবান্ সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, সুখসেচক,

পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, বেগবান্, নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ ও অরুণি, হে ব্রহ্মন্! এই সকল প্রধান প্রধান নাগগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বহুত্ব-প্রযুক্ত সকল নাগের নাম কীর্ত্তন করিলাম না; ইহাদের পুত্র ও ইহাদের পুত্রের পুত্র যাহারা প্রদীপ্ত পাবকে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন ত্রিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, প্রলয়কালীন অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট, ভীষণ, মহাকায়, মহাবেগ, শৈলশৃঙ্গতুল্যউচ্ছ্রিত, এক যোজন আয়ত, দ্বিযোজন আয়ত, কামরূপ, কামবল, প্রদীপ্ত অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট নানাবিধ শত সহস্র-সংখ্য সর্পগণ ব্রহ্মদণ্ড-সদৃশ মাতৃ-বাক্যে নিপীড়িত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছিল।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় সেইরূপ বরদানে উদ্যত হইলে আর এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল শ্রবণ করুন। নাগরাজ-তক্ষক ইন্দ্রের হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া আকাশেই অবস্থিতি করিতে লাগিল; তখন রাজা জনমেজয় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভয়বিহ্বল হইয়াও তক্ষক যথাবিধি হুত প্রদীপ্ত হুতাশনে কি জন্য পতিত হইল না। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত! সেই মনীষা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের মন্ত্র কি তৎকালে প্রতিভান্বিত হয় নাই যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পন্নগরাজ-তক্ষক অচৈতন্য হইয়া যখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া পতিত হইতেছিল, তখন আস্তীক মুনি "থাক, থাক, থাক," এই কথা তিনবার বলিয়াছিলেন; যেমত কোন ব্যক্তি আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তক্ষক বিষণ্নচিত্তে অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর সদস্যগণের অতিশয় অনুরোধে রাজা কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিতেছেন তাহাই হউক, সর্পসত্র সমাপন করুন, সর্পগণ নিরুদ্বিগ্ন হউক, এই আস্তীক মুনি প্রীত হউন, এবং সূতের বাক্য সত্য হউক। অনন্তর চতুর্দ্দিকে প্রীতি-দায়ক কোলাহল-ধ্বনি হইতে লাগিল; আস্তীক মুনিকে বরদান করাতে পাণ্ডবনন্দন রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞ উপরত হইল। পরে রাজা পরীক্ষিত্তনয় প্রসন্ন হইয়া ঋত্বিক্‌গণকে, সদস্যগণকে, এবং যাঁহারা সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শত সহস্র ধন দান করিলেন। যিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, একজন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সর্পসত্র নিবৃত্ত হইবেক, সেই স্থপতিসূত লোহিতাক্ষকেও বহুবিত্ত প্রদান করিলেন। অপ্রমেয়-পরাক্রম-রাজা প্রীতমনা হইয়া ঐ লোহিতাক্ষকে ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়া পরিশেষে বিধি অনুসারে যজ্ঞান্ত স্নান সমাপন করিলেন, পরে সন্তুষ্ট হইয়া কৃতকৃত্য ও প্রীত মনীষী আস্তীককে যথোচিত পূজা করিয়া স্বভবনগমনে অনুমতি করিলেন, এবং বলিলেন, আপনকার যেন পুনর্ব্বার আগমন হয়, আমি যখন অশ্বমেধ নামক মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিব, তখন আপনাকে সদস্য হইতে হইবেক।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আস্তীক এইরূপে অসামান্য স্বকার্য্য সাধন-পূর্ব্বক পরমপ্রীতমনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি প্রফুল্লচিত্তে মাতা ও মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেখানে যে সমস্ত নাগ উপস্থিত ছিল, তাহারা বীতভয় হইল, এবং আস্তীক মুনির প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া কহিল, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমাদিগকে মুক্ত করাতে আমরা সকলেই অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়

অনুষ্ঠান করিব? সর্পগণ পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, বৎস! তোমার কি অভিলষিত সম্পাদন করিব? আস্তীক কহিলেন, এই ভূমণ্ডলে যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে আমার এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেক, তাহাদের যেন তোমাদের হইতে কোন ভয় না থাকে। সর্পগণ প্রসন্নচিত্তে কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ, আমরা নম্র ও প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিব। "যিনি দিবাভাগে বা রাত্রিতে অসিত আর্ত্তিমান্ ও সুনীথকে স্মরণ করিবেন, তাঁহার সর্পভয় থাকিবেক না। যে মহাযশা আস্তীক জরৎকারুর ঔরসে জরৎকারুর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সর্পসত্রে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে মহাভাগ সর্পগণ! আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, আমাদিগকে আর হিংসা করিতে পার না, হে মহাবিষ সর্প! অপসৃত হও, তোমার মঙ্গল হউক, হে সর্প! চলিয়া যাও, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীক মুনি যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর; যে সর্প আস্তীক-বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত না হয়, শিংশবৃক্ষ-ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা ভিন্ন হইয়া যায়।"

প্রধান প্রধান ভুজঙ্গগণ মিলিত হইয়া বর প্রদান করিলে মহাত্মা দ্বিজবর আস্তীক অতিশয় প্রীত হইয়া লোকান্তর-গমন করিতে মানস করিলেন। ধর্ম্মাত্মা দ্বিজোত্তম আস্তীক এইরূপে সর্পগণকে সর্পসত্র হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌত্র রাখিয়া যথাকালে পরলোক-গমন করিলেন। এই আস্তীকাখ্যান আপনকার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম; ইহা কীর্ত্তন করিলে কখন সর্পভয় থাকে না। হে ব্রহ্মন্! আপনার পূর্ব্ব পুরুষ ভার্গবোত্তম প্রমতি স্বীয় তনয় রুরু-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতমনে যেরূপ কহিয়াছিলেন, এবং আমিও যেরূপ শুনিয়াছিলাম, কবিবর আস্তীকের শোভন চরিত সেইরূপ কীর্ত্তন করিলাম। হে ব্রহ্মন্! ডুণ্ডুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি ধর্ম্মবহুল পুণ্যবর্দ্ধন যে আস্তীকাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম; হে অরিন্দম! ইহা শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনকার সুমহৎ কৌতুহল অপনীত হউক।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্ত।

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশ প্রভৃতি যে মহৎ আখ্যান সমস্ত কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি; হে সূতনন্দন! তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, ব্যাস-সংক্রান্ত যে সকল কথা আছে, তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্ত্তন কর। সেই অতি দুস্তর সর্পসত্রে মহাত্মা সদস্যগণের অবকাশের সময়ে যে যে বিষয়ে যে সকল আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তিত হইয়াছিল, সে সমুদায় তোমার মুখে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, হে সৌতে! তুমি আমাদিগের নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রের অবকাশ-কালে ব্রাহ্মণেরা বেদাশ্রয় বিবিধ আখ্যান কহিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাসদেব মহাভারত নামক বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন। শৌনক কহিলেন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন জনমেজয়-কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া অবকাশমতে পাণ্ডবগণের যশোবর্দ্ধন মহাভারত নামক যে আখ্যান যথাবিধানে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই পবিত্র কথা যথাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে সাধুশ্রেষ্ঠ সূততনয়! মহানুভব মহর্ষির মনঃ-সাগর-সম্ভূত সেই কথামৃত কীর্ত্তন কর, আমার এপর্য্যন্ত শুশ্রূষাবৃত্তি নিবৃত্তি না হওয়াতে পরিতৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আপনার নিকট কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারত নামক অত্যুৎকৃষ্ট মহাখ্যান আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিব, হে দ্বিজ! আমি সমুদায় অশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন; ইহা কীর্ত্তন করিতে আমারও মহাহর্ষের উদয় হইতেছে।

ঊনষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন। যে পাণ্ডব-পিতামহ, শক্তি-পুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যা-কালেই তাঁহার গর্ব্ভে যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যে মহাযশা মহর্ষি জন্মমাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুসারে দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদবেদাঙ্গ ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন কি যজ্ঞদ্বারা কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; পরাৎ-পর পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞ, সত্যব্রত, অতীতদর্শী, শুদ্ধাচার, বেদবিশারদ যে ব্রহ্মর্ষি এক বেদ চতুর্ধা বিভাগ করিয়াছিলেন; পুণ্যকীর্ত্তি-মহাযশা যে মহর্ষি শান্তনুর বংশ রক্ষার্থে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের জন্ম দিয়াছিলেন; সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি-জনমেজয়ের যজ্ঞ-সভায় প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, যেমন দেবগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পুরন্দর অধ্যাসীন থাকেন, তাহার ন্যায় রাজা জনমেজয় অসংখ্য সদস্যগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত নানা জনপদেশ্বরগণ এবং ব্রহ্মতুল্য কর্ম্মদক্ষ ঋত্বিক্গণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া যজ্ঞ-সভায় উপবিষ্ট আছেন। ভরতবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয় সেই ঋষিকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে অনুচরবর্গের সহিত তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থান করিলেন। দেবরাজ যেরূপে বৃহস্পতিকে আসন প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় প্রভু জনমেজয় সদস্যগণ-কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া সমাগত মহর্ষিকে কাঞ্চনময় আসন প্রদান করিলেন, এবং তাহাতে উপবিষ্ট দেবর্ষিগণ-পূজিত সেই পিতামহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্মদ্বারা পূজা করত তাঁহার উপযোগ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও গো যথাবিধানে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ ব্যাস প্রীত-মনে পাণ্ডব-জনমেজয়ের নিকট সেই সমস্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অকারণে জীবহিংসা করা উচিত নয় বলিয়া গো বধ করিতে দিলেন না।

জনমেজয় প্রণয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেইরূপে প্র-পিতামহের পূজা করিয়া সমীপে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন; ভগবান্ ব্যাসদেবও তাঁহাকে কুশলবার্ত্তা কহিলেন; পরে সদস্যগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করাতে তিনিও তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর জনমেজয় সদস্যগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রপিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি কুরুপাণ্ডবগণের অশেষ চরিত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন, আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমার প্রপিতামহেরা সকলেই রাগদ্বেষাদি-শূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাঁহারা দৈব-বিড়ম্বিত হইয়া তাদৃশ মহৎশক্রতায় প্রবৃত্ত হইলেন? কি নিমিত্তই বা তাদৃশ ভূরিপ্রাণি-সংহারকারী মহাযুদ্ধ হইল? হে দ্বিজোত্তম! এ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক অশেষ-রূপে কীর্ত্তন করুন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপে উপবিষ্ট শিষ্য বৈশম্পায়নকে কহিলেন, পূর্ব্বে যেরূপে কুরুপাণ্ডবগণের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, এই ভূপতির নিকট অবিকল সেইরূপ বর্ণন কর। বিপ্রর্ষি বৈশম্পায়ন গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ জনমেজয়, সদস্যগন, ও সমস্ত রাজগণের নিকট কুরুপাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিরোধ ও সর্ব্ব-সংহার-প্রভৃতি-বিষয়ক প্রাচীন ইতিহাস সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমত গুরু-চরণে ভক্তি-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিদ্বান্ জনগণ ও সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া সর্ব্ব-লোক-বিশ্রুত ধীমান্ মহর্ষি মহাত্মা ব্যাসদেবের সমস্ত মত কীর্ত্তন করিতেছি; মহারাজ! আপনি এই ভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিবার যোগ্য-

পাত্র, এই গুরুর আজ্ঞা আমার মনকে উৎসাহিত করিতেছে; হে মহারাজ ভরতকুলতিলক! যেরূপে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, রাজ্যের নিমিত্ত যেরূপে দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবগণের বনবাস ও সর্ব্বসংহারকারী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ সমস্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুন।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সেই সমস্ত বীরগণ পিতার মৃত্যুর পর বন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প-কালমধ্যেই ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ও বেদবেত্তা হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা তাঁহাদিগকে রূপ, বল, বীর্য্য, উৎসাহ, শ্রী ও যশঃসম্পন্ন এবং পৌরগণের প্রিয়পাত্র দেখিয়া অমর্ষান্বিত হইল। অনন্তর ক্রূর দুর্যোধন কর্ণ ও শকুনি তাঁহাদের নিগ্রহ নির্ব্বাসন প্রভৃতি বিবিধ অহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এক দিবস পাপাত্মা-দুর্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করিতে দিয়াছিল, বৃকোদর তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। এক দিবস ভীম প্রমাণকোটিতে অর্থাৎ গঙ্গাতটে ক্রীড়াভবন-বিশেষে নিদ্রিত ছিলেন, ঐ সময় ঐ পাপাত্মা তাঁহাকে বন্ধন-পূর্ব্বক গঙ্গা-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। কুন্তীনন্দন মহাবাহু ভীমসেন যখন জাগরিত হইলেন, তখন স্ববলে বন্ধনচ্ছেদন-পূর্ব্বক গতব্যথ হইয়া উত্থিত হইলেন। আর এক সময়ে তিনি নিদ্রাভিভূত ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় কালসর্পদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করাইয়াছিল; শত্রুঘাতক ভীমসেন তাহাতেও প্রাণত্যাগ করিলেন না। যখন কৌরবগণ প্রতারণা-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রাণ-সংহারের চেষ্টা করিত, তখন মহামতি বিদুর তাঁহাদের মোক্ষণ-প্রতীকার ও রক্ষা-বিষয়ে যত্নবান্ থাকিতেন; যেমন দেবলোকস্থ দেবরাজ সর্ব্বলোকের পক্ষে সুখাবহ হইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় বিদুর পাণ্ডবগণের সতত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কৌরবগণ যখন দেখিল যে, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোন উপায়-দ্বারাই পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার হইল না, দৈবক্রমে তাঁহারা রক্ষা পাইতে লাগিলেন, তখন দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক জতু-গৃহ নির্ম্মাণ করাইল। পুত্র-প্রিয়-চিকীর্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য-ভোগাভিলাষে সেই পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিলেন। পাণ্ডবগণ সকলে একত্র হইয়া হস্তিনা নগর হইতে প্রস্থান করিলেন; গমনকালে বিদুর সেই মহানুভবগণকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহ হইতে মুক্ত হইয়া বনে পলায়ন করিলেন।

পরন্তপ মহাত্মা পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবত নগরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমত অতি সাবধান-পূর্ব্বক পুরোচন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞামতে এক বৎসর জতুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, পরে বিদুরের মন্ত্রণানুসারে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করাইয়া জতুগৃহে অগ্নি-প্রদান-পূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সভয়-চিত্তে জননীর সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অরণ্যমধ্যে হিড়িম্ব নামক ভীষণ এক রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া বধ করিলেন; পরে আত্মপ্রকাশের ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের ভয়ে ভীত হইয়া নিশাযোগে পলায়ন-পূর্ব্বক একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমসেনের নিকট উপগতা হওয়ায় ঘটোৎকচ নামক তাঁহার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ উক্ত নগরীতে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্রতপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারি-বেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণের গৃহে মাতার সহিত কিয়ৎকাল বাস করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর ভীমসেন সেই নগরীতে মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষুধাতুর বক নামক এক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন; পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর ভীমসেন স্বীয় বাহু-বল দ্বারা সহসা তাহার প্রাণবধ করিয়া নগরস্থ লোকের উদ্বেগ দূর করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ শ্রবণ করিলেন যে পাঞ্চাল-

নগরে পাঞ্চালরাজনন্দিনী স্বয়ম্বরাভিলাষিণী হইয়াছেন, ইহা শ্রবণমাত্র তাঁহারা তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিলেন। অরিন্দম পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া তথায় সংবৎসর বাস করিয়া অভিজ্ঞাত হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! যাহাতে তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধ না হয় তন্নিমিত্ত আমরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিবে; অতএব তোমরা মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নানা-জনপদ-যুক্ত, সুপ্রশস্ত-রাজপথ-সুশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিবার নিমিত্ত গমন কর। পাণ্ডবগণ তাঁহাদের এই বাক্যানুসারে সমস্ত সুহৃদ্গণের সহিত সমুদায় ধনসম্পত্তি লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ নগরে গমন করিলেন। পরমধার্ম্মিক, সত্যব্রতপরায়ণ, অপ্রমত্ত, উদ্যমসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, শত্রুগণের সন্তাপজনক পাণ্ডবগণ বহুবৎসর সেই স্থলে বাস করিয়া শস্ত্রপ্রভাবে সমস্ত ভূপালগণকে বশীভূত করিলেন। মহাযশা ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, বীর অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিম দিক্, ও শত্রুনাশক সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলকে বশীভূত করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধীশ্বর হইলেন। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, অপ্রতিহতবিক্রমশালী পঞ্চপাণ্ডবদ্বারা এবং আকাশমণ্ডলে-বিরাজমান এক সূর্য্যদ্বারা পৃথিবী যেন ষট্‌সূর্য্যবিশিষ্টা হইল। অনন্তর সত্যবিক্রম, তেজস্বী, ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির কোন কারণ বশতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ, গুণবান্, স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রাণাধিকপ্রিয়তম ভ্রাতা, সব্যসাচী, অর্জ্জুনকে বনবাসার্থ প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন (সৌরমাস গণনানুসারে) একাদশ বৎসর দশমাস বনে বাস করিলেন। সেই সময়ে একদা তিনি দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া কৃষ্ণের অনুজা রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী সুভদ্রাকে লাভ করিলেন। যেমন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তুষ্টা হইয়াছিলেন এবং যদ্রূপ লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইয়া হৃষ্টা হইয়াছিলেন, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সহিত সংযুক্তা হইয়া পরমপ্রীতা হইলেন। হে নৃপসত্তম! অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে তৃপ্ত করিলেন। দৃঢ়নিষ্ঠা-সহায় কৃষ্ণের যেমন শত্রুকুল বধ করা ভারবোধ হয় না, তদ্রূপ কেশব-সহায় অর্জ্জুনের কোন কর্ম্মই দুঃসাধ্য বোধ হইত না। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডবদাহে পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে উত্তম গাণ্ডীবধনু, অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ময় নামক অসুরকে খাণ্ডবদাহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ময়াসুর তাঁহাদিগকে সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত দিব্য এক সভাভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিল। মন্দবুদ্ধি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সেই সভাভবনে লুব্ধ হইয়া শকুনিদ্বারা অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করাইল। হে মহারাজ! ত্রয়োদশ বৎসর বিবাসের পর চতুর্দ্দশ বৎসর উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ স্বীয় সম্পত্তি যাচ্ঞা করিলেন কিন্তু প্রাপ্ত হইলেন না, তাহাতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর পাণ্ডবগণ ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস করণানন্তর দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া নিহতভূয়িষ্ঠ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। হে জয়শীল! রাগদ্বেষাদিশূন্য পাণ্ডবগণের এইরূপে আত্মবিচ্ছেদ, রাজ্যনাশ ও জয় হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের পুরাবৃত্তের বিবরণ এই।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি কুরুবংশীয়দিগের চরিত্র-বিষয়ক মহাভারত নামক মহৎ আখ্যান সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন; হে অনঘ তপোধন! সেই বিচিত্র উপাখ্যান পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন, আমার বিস্তাররূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া বর্ণন করুন; পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎ

চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি হয় নাই। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও যে অবধ্য জ্ঞাতি-কুটুম্বপ্রভৃতি বধ করিয়াছিলেন, অথচ সকল মনুষ্যই যে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন ইহা সামান্য ও অল্পকারণ-সম্ভূত নহে। নিরপরাধ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রতীকারক্ষম হইয়াও কি নিমিত্ত দুরাত্মাদিগের প্রযুক্ত নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন? হে দ্বিজোত্তম! দশসহস্র হস্তিতুল্য-বাহুবলসম্পন্ন বৃকোদর এতাদৃশ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াও কি জন্য ক্রোধাভিভূত হন নাই? দ্রুপদ-রাজদুহিতা সতী দ্রৌপদী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় হইতে তাদৃশ ক্লেশ পাইয়াও ক্ষমতা থাকিতে কি নিমিত্ত ক্রোধনয়নে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করেন নাই? দুরাত্মারা ভীম অর্জ্জুন নকুল ও সহদেবকে তাদৃশ দুঃখ দিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সেই চারিভ্রাতা কি কারণে দ্যূতক্রীড়াসক্ত যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন? ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্লেশ-সহনের অযোগ্য হইয়াও কি হেতু তাদৃশ দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন? এবং পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় একাকী কেবল কৃষ্ণকে সারথি করিয়া কিরূপে অস্ত্র-সঞ্চালনদ্বারা অসংখ্য সৈন্যকে যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত যে কারণে যেরূপে হইয়াছিল এবং মহারথ বীরগণ যখন যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই পবিত্র আখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, আমি ক্রমশ বলিতেছি; সর্ব্বলোকপূজিত অমিততেজা মহাত্মা মহর্ষি বেদব্যাসের সমস্ত মত কীর্ত্তন করিব; পরমতেজস্বী সত্যবতীনন্দন পবিত্র লক্ষ শ্লোকদ্বারা এই আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাভারত শ্রবণ করান এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন-পূর্ব্বক দেবতুল্য হয়েন। ঋষিপ্রণীত এই পুরাণ বেদের তুল্য পবিত্র ও উৎকৃষ্ট এবং সমুদায় শ্রাব্যবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই মহাপবিত্র ইতিহাস-মধ্যে অর্থ কাম ও মোক্ষ সমস্ত বিষয়ের উপদেশ আছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি অক্ষুদ্র, দানশীল, সত্যনিষ্ঠ, অনাস্তিক লোকের নিকট সমগ্রবেদ-প্রতিনিধি এই আখ্যান পাঠ করিয়া অর্থ লাভ করেন। এই ইতিহাস শ্রবণে ভ্রূণহত্যাদি সমস্ত পাপধ্বংস হয় সন্দেহ নাই; যেমন রাহু হইতে চন্দ্রমণ্ডল মুক্ত হয়, তাহার ন্যায় দারুণ দুরাচার পুরুষও এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এই ইতিহাসের নাম জয়, ইহা বিজিগীষু ব্যক্তির শ্রবণ করা কর্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবী জয় করিতে ও শত্রুপরাভব করিতে সমর্থ হন। ইহা শ্রেষ্ঠ পুংসবনস্বরূপ ও মহৎ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ। যুবরাজ মহিষীর সহিত পুনঃ পুনঃ ইহা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের বীরপুত্র বা রাজ্যাধিকারিণী কন্যা জন্মে। অপরিসীম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাসদেবের প্রণীত এই আখ্যান পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রস্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ অর্থশাস্ত্রস্বরূপ এবং মোক্ষশাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। সম্প্রতি কেহ কেহ মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন, ভবিষ্যৎকালেও অনেকে শ্রবণ করিবেন। পুত্রগণ ইহা শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞাবহ ও প্রিয়কারী হন। যিনি ইহা শ্রবণ করেন তিনি শারীরিক মানসিক ও বাচনিক সমুদায় পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। যিনি এই ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুণে দোষারোপ না করেন, তাঁহার পরলোক-ভয় হওয়া দূরে থাকুক, ব্যাধিভয়ও থাকে না। মহাত্মা পাণ্ডবগণের এবং প্রচুরধনসম্পত্তি ও প্রচুরতেজোবিশিষ্ট সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ লোকবিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি-প্রকাশের নিমিত্ত পুণ্যচিকীর্ষু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই ধন্য, যশস্য, আয়ুষ্য, স্বর্গ্য ও পবিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি ইহলোকে পবিত্র ব্রাহ্মণগণকে এই মহাপুণ্য মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার সনাতন ধর্ম্মলাভ

হয়। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া সতত কুরুদিগের প্রথিত-বংশ কীর্ত্তন করেন, তিনি লোকসমাজে পূজিত হন, ও তাঁহার নিরন্তর বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। যে ব্রাহ্মণ বর্ষা চারিমাস নিয়ত ব্রতপরায়ণ হইয়া এই পবিত্র মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন। যিনি ভারত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাকে বেদপারগ বলা যায়। এই মহাভারতে পাপস্পর্শশূন্য পবিত্র দেবগণ, রাজর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, কেশব, ভগবান্ ভূতপতি ও ভবানীর কীর্ত্তন আছে। ইহাতে ষান্মাতুর কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি-বিবরণ এবং গো-ব্রাহ্মণ-প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। সর্ব্ববেদস্বরূপ এই মহাভারত ধর্ম্মসঞ্চয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে ইহা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া দেবলোক জয় করিয়া শাশ্বত-ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যিনি শ্রাদ্ধের সময় অন্ততঃ ইহার একপাদও ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করান, তাঁহার সেই শ্রাদ্ধে তাঁহার পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি জন্মে। দিবসে ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনোদ্বারা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, মহাভারত শ্রবণমাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে কীর্ত্তিত আছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তিলভ্য-অর্থ অবগত আছেন, তাঁহার সমুদায় পাপধ্বংস হয়, যেহেতু ইহাতে ভরতকুলের মহাদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত আছে, তন্নিমিত্ত ইহা কীর্ত্তন করিলে মানবগণের মহাপাতক বিমোচন হয়। পূর্ণাভিলাষ কার্য্যক্ষম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি নিত্যোদ্যোগী ও শুদ্ধাচার হইয়া তিন বৎসর তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ নিয়মযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত উত্তম পবিত্র মহাভারতীয় এই আখ্যান কীর্ত্তন করিবেন এবং যাঁহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সৎকর্ম্ম করুন বা অসৎকর্ম্মই করুন, তথাপি পাপস্পৃষ্ট হইবেন না। ধার্ম্মিক মনুষ্য এই ইতিহাস সমুদায় শ্রবণ করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; মহা পবিত্র এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে যাদৃশ তুষ্টি জন্মে, মানবগণ স্বর্গলাভ করিয়াও তাদৃশ পরিতুষ্ট হন না। পুণ্যশীল মনুষ্য শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অদ্ভুত এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। যেমন ভগবান্ সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু সর্ব্বরত্নের আকর বলিয়া বিখ্যাত, এই মহাভারতও সেইরূপ। এই মহাভারত বেদতুল্য পবিত্র, উত্তম শ্রবণার্হ, শ্রুতিসুখ-জনক, পাবন ও শীলবর্দ্ধন হইয়াছে। হে রাজন্! যিনি যাচককে এই ভারত দান করেন, তাঁহার সাগর-মেখলা সমগ্রা পৃথিবী দান করা হয়। হে পরীক্ষিত্তনয়! পুণ্যের নিমিত্ত ও বিজয়ের নিমিত্ত আমি দিব্য আনন্দজনক এই সমগ্র আখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি তিন বৎসর সতত উদ্যোগী হইয়া এই অদ্ভুত আখ্যান মহাভারত রচনা করিয়াছেন; হে ভরতর্ষভ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে যাহা যাহা এই ভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়; যে বিষয় এই ভারতে নাই তাহা কোনস্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উপরিচর নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন; (তাঁহার আর এক নাম বসু) মৃগয়া-গমনে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। সেই পৌরবনন্দন বসুনৃপতি দেবরাজের উপদেশ-অনুসারে চেদি নামক রমণীয় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। একদা তিনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমে বাস করত উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ বিবেচনা করিলেন যে ইনি যেরূপ

তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া উক্ত রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সান্ত্বনাজনক বাক্যদ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে ভূপতে! এই ভূমণ্ডলে যাহাতে ধর্ম্ম সংকীর্ণ না হয় তাহা কর, তুমি ধর্ম্মরক্ষা করিলে সমস্ত ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম রক্ষিত হইবেক। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি সতত উৎসাহী ও সমাহিত হইয়া যাহাতে এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম রক্ষিত হয় তাহা কর, তাহা হইলে তুমি উত্তম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া শাশ্বত পবিত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে; তুমি মর্ত্যলোকে বাস কর আমি স্বর্গে থাকি, তথাপি তুমি আমার প্রিয়সখা হইলে; হে নরাধিপ! এই অবনীমণ্ডলের মধ্যে যে দেশ রমণীয়, পশুগণের হিতোপযুক্ত, পবিত্র, প্রভূতধনধান্যযুক্ত, স্বর্গতুল্যরক্ষণীয়, সৌম্য ও উত্তম ভূমিগুণযুক্ত হইবেক, তুমি তথায় বাস কর, হে চেদিপ! এই চেদিদেশ বিলক্ষণ সম্পত্তিযুক্ত ও অসংখ্য ধনরত্ন-সমন্বিত হইয়াছে, এখানে বসুধা বসুপূর্ণা, অতএব এই স্থানেই বাস কর। এতদ্দেশস্থ লোক ধর্ম্মশীল, সদা সন্তুষ্ট ও সাধু; এখানে পরিহাসস্থলেও কেহ মিথ্যা কথা কহে না, পুত্রগণ পিতার সহিত বিভক্ত হয় না, ও সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে; এস্থানে কেহ কৃশ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভারবহনে বা হলচালনায় নিযোজিত করে না। হে মানদ! এই চেদিদেশে সর্ব্বদা সকল মানবই স্বধর্ম্ম-নিরত থাকে। ত্রিলোকের মধ্যে যাহা যাহা হয় তাহা তোমার কিছুই অবিদিত নাই, আমি তোমাকে দেবোপভোগ্য, আকাশগামী, দিব্য, স্ফটিকময়, মহৎ বিমান প্রদান করিতেছি, ইহা সর্ব্বদা তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবেক। এই মর্ত্যলোকের মধ্যে তুমিই একজন বিমানে আরোহণ করিয়া সাক্ষাৎ শরীরবিশিষ্ট দেবতার ন্যায় উপরি বিচরণ করিবে। তোমাকে অম্লান-পঙ্কজা বৈজয়ন্তীমালা প্রদান করিতেছি, ইহা সংগ্রামস্থলে তোমাকে রক্ষা করিবেক, ইহা ধারণ করিলে তোমার শরীরে শস্ত্র প্রবিষ্ট হইবেক না; হে নরাধিপ! এই মালা ইন্দ্রমালা বলিয়া বিখ্যাত হইবেক এবং ইহা তোমার উৎকৃষ্ট, প্রতিমা-রহিত, মহৎ চিহ্নস্বরূপ হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র প্রীতিদান-উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে শিষ্টপালনী এক বংশযষ্টি প্রদান করিলেন। পরে সংবৎসর অতীত হইলে ভূমিপতি বসু, ইন্দ্রের পূজার নিমিত্ত ঐ বেণুযষ্টি ভূমিতে নিখাত করিলেন; হে রাজন্! উপরিচর রাজা যেরূপ বংশদণ্ড নিখাত করিয়াছিলেন অদ্যাপি রাজগণ সেইরূপ করিয়া থাকেন, এবং তৎপরদিবস গন্ধমাল্য বসনভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত সেই বংশযষ্টি উত্থাপন করেন ও বিধানানুসারে তাহাকে মাল্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন। সেই কালে হংসরূপী ভগবান্ মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, কারণ মহাত্মা মহেশ্বর বসুর প্রীতির নিমিত্ত স্বয়ং হংসরূপ ধারণ করিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। বিভব-সম্পন্ন দেবরাজ মহেন্দ্র রাজমুখ্য-বসু-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই পূজা অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, যে সকল মনুষ্য ও ভূপতি, চেদিপতির ন্যায় প্রীতিপূর্ব্বক আমার মহোৎসব করিয়া পূজা করিবেক, তাহাদের রাজ্যে শ্রী ও বিজয় হইবেক এবং তাহাদের অধিকৃত দেশ সমস্ত বিস্তীর্ণ ও হর্ষপূর্ণ হইবেক। হে নরনাথ! মহাত্মা মহেন্দ্র এইরূপে প্রীতিপূর্ব্বক মহারাজ বসুর সৎকার করিলেন। যে সকল মনুষ্য ভূমিরত্নাদি প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা মহেন্দ্রের উৎসব করিবেক, তাহারা বসুরাজার ন্যায় সেইরূপ পূজ্য হইবেক। চেদীশ্বর বসু বরলাভ করিয়া মহাযজ্ঞ ও শক্রোৎসব করাতে শক্রকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া চেদি দেশে অবস্থিতিপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই ভূমণ্ডল পালন করিতে লাগিলেন; এবং ইন্দ্রের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইন্দ্র-মহোৎসব করিতে থাকিলেন।

অমিততেজা বসুর মহাবীর্য্য-সম্পন্ন পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত সম্রাট্ পুত্রগণকে নানারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত প্রধান রথী বৃহদ্রথ নামক এক পুত্র মগধ দেশের রাজা হইলেন। তাঁহার আর এক পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ, অন্য পুত্রের নাম কুশাম্ব অথবা মণিবাহন, অপর পুত্রের নাম মাবেল্ল, আর এক রাজকুমারের নাম যদু, ইনি কখন পরাজিত হন নাই। হে রাজন্! সেই রাজর্ষির ভূরিতেজা এই পাঁচ পুত্র ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বসু-সন্তান পঞ্চমহীপাল হইতে বিস্তীর্ণ চিরস্থায়ী পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাত্মা বসুরাজা যখন ইন্দ্রপ্রদত্ত স্ফটিকময় বিমানে উপবেশন-পূর্ব্বক আকাশে আরোহণ করিতেন, তখন গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিত, এইরূপে উপরি-বিচরণ করাতেই তিনি উপরিচর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত কামোপহত হইয়া তাহাকে রোধ করিল। বসু নৃপতি সেই কোলাহল পর্ব্বতকে পদাঘাত করিলেন, তাঁহার পদ-প্রহারে যে বিবর হইল, তাহাদ্বারা শুক্তিমতী নদী নির্গতা হইল। কোলাহল পর্ব্বতের সঙ্গমে সেই নদীতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল; নদী উপরিচর-কর্ত্তৃক বিমোক্ষণ-হেতু প্রীতা হইয়া রাজাকে ঐ পুত্র ও কন্যা প্রদান করিল। রাজর্ষিসত্তম অরিন্দম বসুপ্রদ বসু সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি করিলেন, এবং গিরিকা নাম্নী সেই গিরি-কন্যাকে মহিষী করিলেন। একদা বসুপত্নী-গিরিকা ঋতুকাল উপস্থিত হওয়াতে গর্ভধারণোপযুক্ত সময়ে ঋতুস্নাতা হইয়া স্বামীর নিকট অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিবস রাজশ্রেষ্ঠ বসুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্য তুমি মৃগয়ায় গমন কর। সেই পার্থিব পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃগয়ার্থ গমন করিলেন, কিন্তু সকামচিত্তে অসামান্য রূপ-যৌবন-সম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর স্বরূপা গিরিকাকেই সতত স্মরণ করিতে লাগিলেন; একে বসন্তকাল, তাহাতে সেই বন কুবেরের উপবন-সদৃশ মনোহর, তাহাতে অশোক, চম্পক, চূত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, দিব্যপাটল, পাটল, নারিকেল, চন্দন, অর্জ্জুনপ্রভৃতি রমণীয় পুণ্য ও সুস্বাদুফলযুক্ত নানা-বৃক্ষ চতুর্দ্দিকে শোভমান হইতেছিল, এবং কোকিল-কুল-কুহুরবে ও মত্ত অলিকুল-কোলাহলে সর্ব্বদিক্ নিনাদিত হইতেছিল। রাজা মন্মথ-বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্তু গিরিকাকে না দেখিয়া মদনানলে অতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে নবপল্লব ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক রমণীয় অশোক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; সেই বৃক্ষে ঈদৃশ কুসুমসমূহ বিকসিত হইয়াছিল যে তাহার একটিও শাখা দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার মনোহর মধুগন্ধ ও পুষ্পগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছিল। নরনাথ ঐ অশোক বৃক্ষের ছায়াতে সুখাসীন হইয়া বায়ুসেবনদ্বারা হর্ষান্বিত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলন হইল; রাজা ঐ স্খলিত-রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে কিরূপে আমার এই স্খলিতরেতঃ ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়; পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচার-পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আমার এই রেতঃ অব্যর্থ এবং মহিষীর নিকট ইহা প্রেরণ করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কোন প্রকারে ইহা প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর সূক্ষ্মধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ রাজা উপরিচর এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেনপক্ষীকে কহিলেন, "হে সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থে এই মদীয় শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও, অদ্য গিরিকা

ঋতুস্নাতা হইয়া আছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর।” বেগবান্ বিহঙ্গম-শ্যেন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া অতিশয় বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ শ্যেনকে আর একটি শ্যেনপক্ষী দেখিতে পাইল, এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল; যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেন মুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকা-নামে বিখ্যাতা এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপা হইয়া ঐ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত; বসুনৃপতির বীর্য্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র ঐ মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা বেগ-পূর্ব্বক উত্থিতা হইয়া তাহা গ্রহণ করিল।

হে ভরতসত্তম! তাহার পর দশমমাসে একদিবস মৎস্যজীবীরা সেই মৎস্যীকে ধরিল, পরে তাহার উদর হইতে একটি পুত্র ও একটি কন্যা বহিষ্কৃত করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্যের শরীরমধ্যে এই দুই মনুষ্য জন্মিয়াছে; তখন উপরিচর রাজা ঐ উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্য-সন্ধ রাজা হইয়াছিলেন। ঐ অপ্সরা ক্ষণকাল-মধ্যেই শাপমুক্তা হইল; কারণ পূর্ব্বে যখন অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিতা হয়, তখন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তুমি দুইটি মনুষ্য প্রসব করিয়া শাপ হইতে মুক্তা হইবে। অনন্তর অদ্রিকা দুইটি মনুষ্য-পুত্র প্রসব-পূর্ব্বক জালিক-কর্ত্তৃক নিহত হইল, এবং মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সিদ্ধচারণ-নিষেবিত আকাশপথে গমন করিল। রাজা মৎস্য-গন্ধবতী মৎস্য-গর্ব্ভজাত কন্যাকে ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার দুহিতা হইবেক। রূপযৌবনযুক্তা সর্ব্বগুণ-সম্পন্না শুচিস্মিতা সেই সত্যবতী নাম্নী কন্যা মৎস্যঘাতীর গৃহে কিছুকাল পালিতা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল।

একদা মৎস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকা-বাহন-কার্য্যে নিযুক্তা আছেন, এমতসময় তীর্থ যাত্রায় বহির্গত ধীমান্ পরাশর ঋষি তাঁহাকে দেখিলেন, এবং অতিশয় রূপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা রম্ভোরু মধুরহাসিনী মনোরমা সেই বসুকন্যাকে দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে কামাভিভূত হইলেন, এবং কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার মনোরথ পূর্ণ কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে? মৎস্য-গন্ধা এরূপ আপত্তি করাতে প্রভু ভগবান্ পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন; তখন সমুদায় দেশ অন্ধ-কারাবৃতের ন্যায় হইল। অনন্তর মহর্ষি-কর্ত্তৃক-সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া তপস্বিনী কন্যা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইলেন। পরে সত্যবতী কহিলেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই; হে অনঘ! আপনকার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবেক; হে দ্বিজোত্তম! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কি-প্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন্ ঋষে! তাহা হইলে আমি গৃহে বাস করিতে পারিব না; হে ভগবন্! আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। কন্যা এরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহযোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবেক না; হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বর প্রার্থনা কর; হে সুন্দরি, মধুরহাসিনি! আমার প্রসন্নতা কখন নিষ্ফল হয় নাই। পরাশর এই বাক্য কহিলে মৎস্যগন্ধা স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ-প্রার্থনা করিলেন, মুনি "তথাস্তু" বলিয়া সেই অভিলষিত-বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সত্যবতী

ঋষি-প্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত বরলাভে সন্তুষ্টা হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিলেন। তদবধি মৎস্যগন্ধার "গন্ধবতী" এই নাম ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যগণ এক যোজন দূর হইতেও তাঁহার গাত্রগন্ধ-আঘ্রাণ করিত, এই নিমিত্ত তাঁহার "যোজনগন্ধা"এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। সত্যবতী এইরূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণ-পূর্ব্বক সদ্য গর্ব্ভধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। তাহাতে বীর্য্যবান্ পরাশর-নন্দন যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জন্মমাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্তে মনোনিবেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে ইহা কহিয়া গমন করিলেন যে যখন কার্য্য উপস্থিত হইবেক, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

দ্বৈপায়ন এইরূপে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বালক দ্বীপে প্রসূত হওয়াতে তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। বিদ্বান্ দ্বৈপায়ন দেখিলেন যে যুগে যুগে ধর্ম্মের এক পাদ করিয়া হ্রাস হইতেছে, এবং যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি ও পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল। শ্রেষ্ঠবরদ প্রভু ব্যাস শিষ্য-সুমন্তকে, জৈমিনিকে পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয় পুত্র শুকদেবকে মহাভারতের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ সুমন্ত প্রভৃতি শিষ্য প্রত্যেকে মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ এক এক সংহিতা প্রকাশ করিলেন।

মহাবীর্য্য, মহাযশা, অমিতদ্যুতি, শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, বসুগণের অংশে গঙ্গার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত মহাযশা বেদার্থবিৎ পুরাণর্ষি বিপ্র অণীমাণ্ডব্য চৌর্য্যবৃত্তি না করিয়াও মিথ্যা চৌরাপবাদে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন, এ কারণ তিনি ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি বাল্যকালে ইষীকাদ্বারা একটি পতঙ্গ বিদ্ধ করিয়াছিলাম; আমি জন্মের মধ্যে এই পাপ করিয়াছি স্মরণ হইতেছে, আর কখন কোন পাপ করিয়াছি এমত স্মরণ হয় না, পরন্তু যেমত পাপ করা হইয়াছে, তাহার সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তাহাতেও কি সেই পাপ ক্ষয় হইল না? যেহেতু সর্ব্বপ্রাণি-পীড়ন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-পীড়নে গুরুতর পাপ হয়, অতএব তুমি ব্রাহ্মণ-পীড়নে পাতকী হওয়ায় শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম্ম সেই শাপে শূদ্রযোনিতে বিদ্বান্ ধার্ম্মিক ও পাপশূন্য বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনিকল্প সূত সঞ্জয় গবল্গণ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কবচ ও কুণ্ডলধারী প্রসন্নমুখ মহাবল কর্ণ, কুন্তীর কন্যাবস্থায় তাঁহার গর্ব্ভে সূর্য্যের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন। অনাদি অনন্ত জগৎকর্ত্তা জগৎপ্রভু লোকনমস্কৃত মহাযশা ভগবান্ বিষ্ণু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ব্ভে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অব্যক্ত, নিত্য, ব্রহ্ম, প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রধান, জগৎকারণ, বিভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্বগুণাশ্রয়, প্রণবস্বরূপ, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, প্রভু, ধাতা, অজর, দিব্য, শ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, কৈবল্য, নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, কারণবিহীন, ও জন্মমরণরহিত বলিয়া থাকেন; সেই সর্ব্বভূতপিতামহ জগৎকর্ত্তা বিভু পুরুষ ধর্ম্ম সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধাক বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর্য্য, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ, নারায়ণ-ভক্তিপরায়ণ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিক হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। উগ্রতপা মহর্ষি-ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোণী অর্থাৎ গিরিদরীতে পতিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দ্রোণাচার্য্য জন্মিলেন। গৌতমের রেতঃ শরস্তম্বে পতিত হইয়া দ্বিধাভূত হওয়াতে

অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে মহাবল অশ্বত্থামা জন্মিলেন। সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য-তেজস্বী বীর্য্যবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞকালে হুতাশন হইতে দ্রোণ-বিনাশার্থ ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং সেই যজ্ঞবেদীতে তেজস্বিনী শুভলক্ষণা দেদীপ্যমান-শরীর সম্পন্না নিরুপম-রূপবতী কৃষ্ণা জন্মিলেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবল জন্মগ্রহণ করিলেন। দৈবকোপে সুবলের সন্তান ধর্ম্ম-বিপ্লাবক হইল। ঐ গান্ধাররাজ সুবল হইতে অর্থ-বিশারদ শকুনি ও দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারীর জন্ম হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর গর্ব্ভে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পাণ্ডু উৎপন্ন হইলেন, এবং ঐ দ্বৈপায়ন হইতেই ধর্ম্মার্থ-কুশল ধীমান্ মেধাবী পাপস্পর্শশূন্য বিদুর শূদ্র যোনিতে জন্মিলেন। পাণ্ডুর দুই মহিষীতে দেবতুল্য পঞ্চ-পাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়ু হইতে বৃকোদর; ইন্দ্র হইতে শ্রীমান্ সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে রূপসম্পন্ন গুরুশুশ্রূষা-নিরত যমজ নকুল ও সহদেব জন্মিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র এবং বৈশ্যা-গর্ব্ভজাত যযুৎসু নামক একটি পুত্র জন্মিল। হে ভারত! তন্মধ্যে দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুত্র ও যুযুৎসু এই একাদশজন মহারথ ছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র, কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ব্ভে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রূপসম্পন্ন পঞ্চকুমার উৎপন্ন হইলেন; তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহদেবের পুত্র প্রতাপশালী শ্রুতসেন। এতদ্ব্যতীত বৃকোদর অরণ্যমধ্যে হিড়িম্বার গর্ব্ভে ঘটোৎকচ-নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। শিখণ্ডী দ্রুপদ হইতে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কন্যা হইয়া পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন; স্থূণ-নামক যক্ষ প্রিয়সাধনেচ্ছায় তাঁহাকে পুরুষ করিয়াছিল। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রণস্থলে বহু শত সহস্র রাজা সমাগত হইয়াছিলেন। অযুত বৎসরেও সেই অসংখ্য রাজাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা যায় না, পরন্তু যে সকল প্রধান প্রধান রাজাদিগের দ্বারা এই আখ্যান পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন করা হইল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সকল রাজগণের নাম কীর্ত্তন করিলেন, এবং যাহাদের কীর্ত্তন করিলেন না, দেবতুল্য মহারথ সেই সমস্ত মহানুভবগণ যে কারণে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; হে মহাভাগ! আপনি সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রুত হইয়াছি, ইহা দেবগণের রহস্য, আমরা সম্প্রতি স্বয়ম্ভূকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট সেই দেবরহস্য কীর্ত্তন করি।

পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য এই ভূমণ্ডল এক বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে তপস্যা করিতে লাগিলেন, হে রাজন্! সেই জামদগ্ন্য ভার্গব হইতে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হওয়াতে তখন ক্ষত্রিয়-পত্নীরা সন্তানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিতে লাগিল। হে নরব্যাঘ্র! ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সেই ক্ষত্রিয়াগণের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন; ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতেন না। হে রাজন্! সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়-মহিষীগণ ব্রাহ্মণগণ হইতে

গর্ব্ভধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ব্বার মহাবীর্য্য-সম্পন্ন কুমার ও কুমারী প্রসব করিতে লাগিল; এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ সুতপস্বী ব্রাহ্মণগণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চারিবর্ণ পূর্ণ হইল। হে ভরতর্ষভ! তখন তাহারা ঋতুকালেই নারীগমন করিত, ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে মন্মথবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিত না; সেইরূপ পশুপক্ষিপ্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণিগণ ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করিয়া থাকে, তাহার অন্যথা করে না। হে পৃথিবীপাল! অনন্তর প্রজাগণ শত সহস্র বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং সকল মনুষ্যই ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রতপরায়ণ ও শারীরিক মানসিক পীড়াশূন্য হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ক্ষত্রিয়-বংশীয় রাজারা সাগর পর্য্যন্ত, নগ নগর বনযুক্ত, নষ্টভূয়িষ্ঠ এই ভূমণ্ডল পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুসারে এই ধরণীমণ্ডল শাসন করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণপ্রভৃতি চারিবর্ণই অতিশয় প্রীত হইল। ভূপতিগণ কাম ক্রোধ-সম্ভূত সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ডবিধান-পূর্ব্বক রাজ্য-পালন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সহস্রাক্ষ শতক্রতু দেশকাল বিবেচনা করিয়া নিয়মিত বর্ষণ-পূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! তখন কেহ বাল্যাবস্থায় অকালে কাল-কবলে পতিত হইত না, এবং যৌবনাবস্থায় পদার্পণ না করিলে কেহ বিবাহ করিত না; হে ভরতকুলতিলক! এইরূপ আয়ুষ্মান্ প্রজাগণ-কর্ত্তৃক সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিপূরিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ ভূরিদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক মহাযজ্ঞ-অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ-প্রভৃতি অঙ্গ ও উপনিষৎ-সমেত বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহারা বেদবিক্রয় করিতেন না এবং শূদ্রের নিকট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলীবর্দ্দদ্বারা ভূমিকর্ষণ-পূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম করিত, কৃশাঙ্গ ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত না এবং যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিত। তখন কোন লোক বালবৎসা গো দোহন করিত না, এবং বাণিজ্যোপজীবীরা কূট পরিমাণদ্বারা প্রতারণা-পূর্ব্বক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত না। হে নরব্যাঘ্র! তখন সকল ব্যক্তিই ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মোপেত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিত। হে নরাধিপ! তখন সকল বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত ছিল, ধর্ম্ম কোনস্থলেই পরিহীয়মাণ ছিলেন না। হে ভরতবংশাবতংস! সে সময় গো সকল ও নারীগণ যথাকালে প্রসব করিত, ঋতু অনুসারে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইত। হে অবনীপতে! তখন এইরূপে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত মহীমণ্ডল অসঙ্খ্যপ্রাণিপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইল। হে ভরতবংশাবতংস ভূপতে! মর্ত্যলোক এইরূপ আনন্দধাম হইলে অসুরগণ রাজগণের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে দেবগণ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত হইয়া ভূতলে উদ্‌ভূত হইয়াছিল; হে রাজেন্দ্র! মনস্বী অসুরগণ ভূলোকে দেবত্ব করিবার মানসে গো অশ্ব খর উষ্ট্র মহিষ ক্রব্যাদ হস্তী মৃগপ্রভৃতি নানা প্রাণীতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। হে মহীপাল! এইরূপে দিতির ও দনুর পুত্রগণের মধ্যে কতকগুলি জন্মগ্রহণ করিল, কতকগুলি জন্মিতে লাগিল; তাহাতে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া আপনাকেও আপনি ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন। অনন্তর তাহাদের মধ্যে অতিশয় গর্ব্বিত অপ্রতিহত-বীর্য্য কোন কোন দৈত্য ও দানব নরকুলে জন্মিয়া মহীপাল হইল। সেই বীর্য্যবন্ত অহঙ্কৃত শত্রু-বিমর্দ্দন অসঙ্খ্য দৈত্য দানবেরা নানারূপ ধারণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অন্যান্য প্রাণিগণকে

নিষ্পীড়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! তাহারা বলোদ্ধত বীর্য্যমদে মত্ত ও অবধ্য হওয়াতে নিখিল সত্ত্বগণকে ভয়প্রদর্শন বা প্রাণে বিনাশ করিয়া এবং আশ্রমস্থ মহর্ষিগণের অপমান করিয়া মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

হে রাজন্! অবনী এইরূপে বীর্য্যবলগর্ব্বিত মত্ত মহাসুরগণ-কর্তৃক পীড্যমানা হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিতা হইলেন, কারণ তখন পৃথিবী দানবগণ-কর্তৃক বল-পূর্ব্বক আক্রান্তা হওয়াতে শেষ নাগ দিগ্‌গজ কূর্ম্মপ্রভৃতি কেহই তাঁহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে মহীপাল! তন্নিমিত্ত মহী ভারার্ত্তা ও ভয়ার্দ্দিতা হইয়া সর্ব্বভূত-পিতামহ দেবদেব ব্রহ্মার নিকট শরণাগত হইলেন। পরে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া মহাভাগ দেবদ্বিজমহর্ষিগণ-কর্তৃক-পরিবৃত, এবং দেবকার্য্যে নিষ্ঠিত, হর্ষোৎফুল্ল গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-কর্তৃক সংস্তূয়মান, ত্রিভুবন কর্ত্তা, অব্যয়দেব ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া বন্দনা করিলেন। হে ভারত! অনন্তর ভূমি শরণার্থিনী হইয়া সমস্ত লোকপালের সমক্ষে তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন-করিলেন। হে রাজন্! সর্ব্বপ্রধান স্বয়ম্ভু পরমেষ্ঠী পূর্ব্বেই পৃথিবীর অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, যেহেতু যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি কি নিমিত্ত সুরাসুরপ্রভৃতি সমস্ত লোকের মনোগতভাব জ্ঞাত না থাকিবেন? হে মহারাজ! ভূমিপতি সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা নিয়ন্তা ও মঙ্গলকর প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে কহিলেন, বসুন্ধরে! তুমি যে নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছ তৎসম্পাদনার্থ সমস্ত দেবগণকে নিযুক্ত করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সৃষ্টিকর্ত্তা দেব ব্রহ্মা এই বাক্যদ্বারা পৃথিবীকে আশ্বাসিতা করিয়া বিদায় করিলেন। পরে সমস্ত দেবগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই পৃথিবীর ভার অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে ঐ মর্ত্যলোকেই অবতীর্ণ হইয়া বিরোধ-সঞ্চার কর; এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে আহ্বান করিয়া ঐরূপ অর্থযুক্ত হিতবাক্য কহিলেন যে তোমরা মনুষ্যলোকে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। অনন্তর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ সেই সুরগুরু ব্রহ্মার যথার্থ অর্থযুক্ত ও মহোপকারক সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব অংশে ভূমিতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী শত্রুনিসূদন মধুসূদনের নিকট গমন করিলেন। যিনি গদাচক্রপাণি, পীতবসন, নবীননীলনীরদদ্যুতি, পদ্মনাভ, দৈত্যারি, পদ্মপলাশলোচন, প্রজাপতিপতি, সুরনাথ, মহাবল, শ্রীবৎসাঙ্ক, হৃষীকেশ, ও সর্ব্বদেবপূজিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই পুরুষোত্তমকে ইন্দ্র পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন যে আপনি অংশদ্বারা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হউন; হরিও "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন।

আদিবংশাবতারণ ও চতুঃষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

———

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত স্বর্গ হইতে স্ব স্ব অংশে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত নারায়ণের সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন; পরে সমস্ত সুরগণকে আদেশ করিয়া আপনি নারায়ণ-সদন হইতে প্রস্থান করিলেন। সুরগণ অসুর বিনাশ ও সর্ব্বলোকের হিতসাধন-নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে স্বর্গ হইতে মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! তাঁহারা ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মর্ষিবংশে ও রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব পন্নগপ্রভৃতিকে ও অন্যান্য অসংখ্য হিংস্রজন্তু সকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! তাঁহারা ঈদৃশ বলবন্ত হইয়াছিলেন যে দানবগণ রাক্ষসগণ গন্ধর্ব্বগণ বা পন্নগগণ তাঁহাদের বাল্যকালেও কোন অপকার করিতে পারিত না। জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব দানব গন্ধর্ব্ব অপ্সরা যক্ষ রাক্ষস ও সমস্ত মানবগণ এবং আর আর সমস্ত প্রাণী কিরূপে উৎপন্ন হইলেন তাহা আমি আনুপূর্ব্বিক

শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, আমি স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করিয়া দেবগণের ও অন্যান্য সমস্ত লোকের উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণন করি।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় প্রসিদ্ধ মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে এই সমস্ত প্রজাবর্গের সৃষ্টি হয়। দক্ষপ্রজাপতি হইতে মহা সৌভাগ্যশালিনী ত্রয়োদশ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদিগের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ুঃ, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, ইহাঁরা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন; হে মনুজব্যাঘ্র! ইহাঁদের অসীমবীর্য্য-সম্পন্ন অসঙ্খ্য পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছিল। অদিতির গর্ব্ভে ভুবনেশ্বর দ্বাদশ আদিত্য জন্মিয়াছেন, হে রাজন্! তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম কীর্ত্তন করিতেছি; যথা ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এই দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্। দিতির এক পুত্র, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু। মহাত্মা হিরণ্যকশিপুর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সংহ্লাদ দ্বিতীয়, অনুহ্লাদ তৃতীয়, চতুর্থ শিবি, পঞ্চম বাস্কল। হে ভারত! প্রহ্লাদের সর্ব্বত্রবিখ্যাত তিন পুত্র; তাহাদের নাম বিরোচন কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচন হইতে বলি নামক প্রতাপশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। বলির বাণ নামক বিখ্যাত মহাসুর এক তনয় উৎপন্ন হন; তিনি শ্রীমান্ মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রুদ্রের অনুচর হইয়াছেন। হে ভারত! দনু নাম্নী দক্ষকন্যা ত্রিলোকবিশ্রুত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে মহাযশা জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হইয়াছিলেন। শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয় অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরা, বীর্য্যবান্ অশ্বশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্ কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, মহাবল তুহুণ্ড, একপাদ একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য ও চন্দ্র, এই সমস্ত দানব দনুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবগণের মধ্যে পরিগণিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র, আর দনুবংশোৎপন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র। দনুবংশের মধ্যে উক্ত ত্রিংশৎ দানব বিখ্যাত ছিল, এবং ঐ বংশে মহাবল পরাক্রান্ত আর দশজন বিখ্যাত দানব জন্মিয়াছিল; তাহাদের নাম একাক্ষ, বীর অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শত্রুতপন, মহাসুর শঠ, গরিষ্ঠ, দনায়ুঃ ও দীর্ঘজিহ্ব। হে ভারত! ইহাদের পুত্রপৌত্রাদি এত অধিক যে তাহাদিগের সঙ্খ্যা করা যায় না। সিংহিকা হইতে চন্দ্রসূর্য্য-প্রমাথী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন উৎপন্ন হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত ঐ ক্রূরার ক্রূরস্বভাব অসঙ্খ্য পুত্রপৌত্রাদি ছিল। তন্মধ্যে ক্রোধবশ নামে ক্রূরকর্ম্মা অরিমর্দ্দন কতকগুলি গণ ছিল। বিক্ষর, বল, বীর ও মহাসুর বৃত্র, অসুরশ্রেষ্ঠ এই চারি পুত্র দনায়ুর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করে। কালা নাম্নী দক্ষদুহিতার কালকল্প বিখ্যাত অসুরগণের মধ্যে মহাবীর্য্য শত্রুতাপন অনেক পুত্র ছিল; তাহারা বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, ক্রোধশত্রু ইত্যাদি নামে বিখ্যাত।

ঋষিকুমার শুক্রাচার্য্য অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন। উশনার বিখ্যাত চারি পুত্র অসুরগণের যাজক ছিলেন, তদ্ভিন্ন ত্বষ্টাধর ও অত্রি এই দুই জনরৌদ্রকর্ম্মা ছিলেন, ইহাঁরা সকলেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ ছিলেন। হে মহীপাল! আমি পুরাণেতে তরস্বী অসুরগণের ও সুরগণের যে বংশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা বর্ণন করিলাম; তাঁহাদের সন্তানসন্ততি এত অধিক যে তাহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। গরুড়, অরুণ, তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, আরুণি ও বারুণি, ইহারা বিনতার সন্তান। ভুজঙ্গম শেষ, অনন্ত, বাসুকি,

তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক ইহারা কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চা, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, বিখ্যাত সর্ব্বজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় চিত্ররথ, শালিশিরা, পর্জ্জন্য, কলি ও নারদ, এই ষোড়শ দেবগন্ধর্ব্ব দক্ষকন্যা মুনির গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভারত! ইহার পর অন্যান্য প্রভূত বংশ কীর্ত্তন করিতেছি। অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনূপা, সুভগা, ভাসী, এই সকল কন্যা প্রাধা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, মহাযশা পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সাধুশ্রেষ্ঠ সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু, ও সুচন্দ্র, এই দশজন দেবগন্ধর্ব্বও প্রাধা হইতে জন্মিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত ঐ মহাভাগা দেবী প্রাধা মহর্ষি-কশ্যপের সহযোগে বিখ্যাত পুণ্যলক্ষণ অপ্সরোবংশ প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া, এবং অতিবাহু, বিখ্যাত হাহা, হূহূ ও তুম্বুরু, এই গন্ধর্ব্বরাজ-চতুষ্টয়ও তাঁহার সন্তান। পুরাণে কীর্ত্তিত আছে যে অমৃত, ব্রাহ্মণ, গো, গন্ধর্ব্ব, ও অপ্সরা, ইহাঁরা কপিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজগ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ, গো এবং পুণ্যকর্ম্মা শ্রীমান্ ব্রাহ্মণগণ-প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণীর এই উৎপত্তি-বিবরণ কহিলাম। ইহা আয়ুষ্য, পুণ্য, ধন্য ও শ্রুতিসুখাবহ, অতএব সর্ব্বদা অসূয়াশূন্য হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে ও শ্রবণ করাইবে। যে ব্যক্তি দেবব্রাহ্মণগণের সমক্ষে নিয়মপূর্ব্বক মহাত্মগণের এই বংশাবলী পাঠ করিবেন, তিনি উত্তম সন্তান লক্ষ্মী ও যশোলাভ করিয়া অন্তকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন।

পঞ্চষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিখ্যাত ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন। (তদ্ভিন্ন সপ্তম পুত্র) স্থাণুর পরমতেজস্বী একাদশ সন্তান জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পরমতপস্বী পিনাকী, ঈশ্বর, দহন, মহাদ্যুতি কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ; ইহাঁরাই একাদশ রুদ্র বলিয়া বিখ্যাত। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু, বীর্য্যশালী এই ছয় মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র। অঙ্গিরার সর্ব্বত্র-বিশ্রুত তিন পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম বৃহস্পতি, উতথ্য এবং ব্রতপরায়ণ সংবর্ত্ত। হে নরাধিপ! কথিত আছে যে অত্রির অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই বেদবিশারদ, সিদ্ধ, শান্তচিত্ত ও মহর্ষি ছিলেন। হে মনুজব্যাঘ্র! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। হে রাজন্! শলভ, সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও ঈহামৃগ ইহারা পুলহের পুত্র। ক্রতুর, ক্রতুতুল্য পাবন ও সূর্য্যসহচর বালিখিল্য নামক পুত্রগণ ত্রিলোক-বিশ্রুত সত্য ব্রতপরায়ণ ছিলেন। হে পৃথিবীপাল! প্রশান্তচিত্ত মহাতপা ভগবান্ দক্ষমুনি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ঐ মহাত্মার ভার্য্যা ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে জন্মিয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতি ঐ ভার্য্যাতে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন; ঐ কন্যাগণ সকলেই কমললোচনা ও সুন্দরী ছিলেন। দক্ষের পুত্র না থাকাতে তিনি কন্যাদিগকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগের গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মিবে তাহারা তাঁহারই পুত্র হইবে, এইরূপ নিয়মে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য বিধানানুসারে ধর্ম্মকে দশ কন্যা, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা এবং কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি, এই দশ দক্ষকন্যাকে ভগবান্ স্বয়ম্ভু ধর্ম্মের পত্নী করিয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রের

সপ্তবিংশতি পত্নী ত্রিলোকে বিশ্রুতা আছেন; তাঁহারা সকলেই লোকযাত্রা বিধান নিমিত্ত কালজ্ঞাপনার্থে অশ্বিনী ভরণী-প্রভৃতি নক্ষত্র নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

ব্রহ্মার পুত্র মনু, তাঁহার পুত্র প্রজাপতি, তাঁহা হইতে অষ্টবসুর জন্ম হইয়াছিল; তাঁহাদের বিবরণ বিস্তাররূপে কহিতেছি; ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, ইহাঁরা অষ্টবসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ধ্রুব ও ধর ধূম্রার পুত্র, চন্দ্র ও বায়ু মনস্বিনী শ্বসার পুত্র, দিবস রতার আত্মজ, হুতাশন শাণ্ডিলীর তনয়, আর প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার নন্দন ছিলেন। অষ্টবসুর মধ্যে ধরের দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। লোকসংহারক ভগবান্ কাল ধ্রুবের তনয় ছিলেন। সোমের পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চার কন্যা বর্চ্চস্বী; মনোহরা বর্চ্চস্বীর শিশির রমণ ও প্রাণ এই তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। দিবস হইতে জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি এই চারি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অগ্নি হইতে শরবনালয় শ্রীমান্ কুমারের উৎপত্তি হয়; তিনি কৃত্তিকা-প্রভৃতি ষণ্মাতৃকর্ত্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হওয়াতে তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হইয়াছে। শাখ বিশাখ ও নৈগমেয় ইহাঁরা কার্ত্তিকেয়ের অনুজ ছিলেন। অনিলের ঔরসে শিবা নাম্নী তদীয় ভার্য্যার গর্ব্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি এই দুই পুত্রের জন্ম হয়। দেবল নামক ঋষি প্রত্যূষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবলের ক্ষমাবান্ ও মনীষী এই দুই পুত্র হইয়াছিল। বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী বৃহস্পতি-ভগিনী সংসারাশ্রমে আসক্তা না হইয়া যোগে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; পরে তিনি বসুগণের মধ্যে অষ্টম প্রভাসের ভার্য্যা হইয়া বিশ্বকর্ম্মা নামে মহানুভব শিল্পবিদ্যাবিশারদ সন্তান প্রসব করিলেন;—যে বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পকর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা,—যিনি দেবগণের বর্দ্ধকি অর্থাৎ শিল্পকারী,—যিনি সমুদায় অলঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন,—যে শিল্পিপ্রধান পুরুষ দেবগণের দিব্য বিমান নির্ম্মাণ করিয়া দেন—মানবগণ যে মহাত্মার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—যিনি অব্যয় ও মানবগণের সতত পূজনীয়, তিনি ঐ প্রভাসের পুত্র। সর্ব্বলোক-সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নরবিগ্রহরূপে ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ-পূর্ব্বক নির্গত হইয়াছিলেন। তেজোদ্বারা লোক-রক্ষক ও সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনোহর শম কাম ও হর্ষ এই তিন সন্তান ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কামের পত্নী রতি, শমের ভার্য্যা প্রাপ্তি, আর হর্ষের কান্তা নন্দা হইয়াছিলেন; ইহাঁরা লোকে অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হে নৃপশার্দ্দূল! মরীচির পুত্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে সুরাসুর সকলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকেই আদিপুরুষ বলিয়া থাকে।

বড়বা-রূপধারিণী সূর্য্যসীমন্তিনী মহাভাগা ত্বাষ্ট্রী অন্তরীক্ষে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! অদিতির গর্ব্ভে ইন্দ্রপ্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বকনিষ্ঠ, যাঁহাতে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই তেত্রিশ সঙ্খ্যক প্রধান দেবতাদিগের পক্ষ কুল ও গণ অনুসারে অন্বয় কীর্ত্তন করিতেছি। রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, ভার্গবগণ ও বিশ্বদেবগণ ইহাঁরা এক এক পক্ষ। বিনতানন্দন গরুড় বলবান্ অরুণ এবং ভগবান্ বৃহস্পতি আদিত্য-গণমধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সর্ব্ব ওষধি ও পশু সকল গুহ্যকগণমধ্যে গণিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! আনুপূর্ব্বিক এই সকল দেবগণের কীর্ত্তন করিলাম; মানবগণ ইহা কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইলেন। কবিসুত, স্বয়ং কবি বিদ্যাবিশারদ শুক্র ভৃগুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন; তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে গ্রহরূপে

ত্রিলোকের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বর্ষণাবর্ষণ ও ভয়াভয় বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। ব্রতপরায়ণ মেধাবী ব্রহ্মচারী মহাবুদ্ধি যোগাচার্য্য শুক্র যোগবলে বৃহস্পতি ও শুক্ররূপ উভয় শরীর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক সুরগণের ও অসুরগণের গুরু হইলেন। তিনি বিধাতৃ-কর্ত্তৃক দৈত্যগণের যোগক্ষেম কার্য্যে নিয়োজিত হইলে ভৃগু চ্যবন নামক অন্য এক ধর্ম্মাত্মা দীপ্ততেজা যশস্বী অনিন্দিত পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত! তিনি রোষান্বিত হইয়া রাক্ষস-হস্ত হইতে মাতার মুক্তি-নিমিত্তে গর্ত্ত হইতে চ্যুত হইলেন। মনীষী চ্যবন মুনি আরুষী নাম্নী মনুকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহাযশা ঔর্ব্ব আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক; তিনি বাল্যাবস্থাতেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাতেজা ও মহাবীর্য্য ছিলেন। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি; মহাত্মা জমদগ্নির চারি পুত্র; তাঁহাদের মধ্যে রাম সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণদ্বারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন; তিনি জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়কুল সংহারকারী ও সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ছিলেন। ঋচীকের জমদগ্নি-প্রভৃতি এক শত পুত্র; তাঁহাদের সহস্র পুত্র ভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মার আর যে দুই তনয় আছেন তাঁহারা ত্রিলোকে ধাতা ও বিধাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে মনুর সহিত বাস করিতেছেন। শুভলক্ষণা পদ্মালয়া দেবী লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী, ব্যোমচারী তুরগ-গণ লক্ষ্মীর মানসপুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা দেবী শুক্র হইতে উৎপন্না হইলেন; তিনি বল নামক এক সুত ও সুরা নাম্নী সুরনন্দিনী এক সুতা প্রসব করিলেন। প্রজাগণ উদর-পূর্ত্তির নিমিত্ত পরস্পর ভক্ষণ করাতে সর্ব্বভূত-বিনাশক অধর্ম্ম উৎপন্ন হইল, অধর্ম্মের ভার্য্যার নাম নির্ঋতি; তাহার গর্ব্ভে নৈর্ঋত রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহার পাপাচারী ঘোররূপ আর তিন পুত্র ছিল; তাহাদের নাম ভয়, মহাভয় ও সর্ব্বভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর স্ত্রীপুত্র কেহই ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ংই অন্তক। কাকী শ্যেনী ভাসী ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী লোকবিশ্রুতা এই পঞ্চ কন্যা দেবী তাম্রার গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিল। কাকী উলূকগণকে, শ্যেনী শ্যেনপক্ষিগণকে, ভাসী কুক্কুট ও গৃধ্রগণকে, এবং ভদ্রা ধৃতরাষ্ট্রী হংস কলহংস ও চক্রবাকগণকে প্রসব করিল। সর্ব্বলক্ষণপূজিতা কল্যাণী গুণসম্পন্না যশস্বিনী শুকী হইতে শুকপক্ষিগণ উৎপন্ন হইল। মৃগী, মৃগনন্দা, হরী, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না ভামিনী সুরসা, ক্রোধবশা এই নব নারী ক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়াছিল। হে নরবরোত্তম! সমস্ত মৃগগণ মৃগী হইতে জন্মিয়াছে; ঋক্ষগণ ও সৃমরগণ মৃগনন্দা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; দেবনাগ মহাগজ ঐরাবত ভদ্রমনার গর্ব্ভে উদ্ভূত হইয়াছে; আর কৃষ্ণবানর বানর ও বেগবান্ অশ্বগণ হরী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শার্দ্দূলী, সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসত্ত্ব সমস্ত চিত্রক ব্যাঘ্রগণকে উৎপাদন করিয়াছে। হে নরাধিপ! মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর পুত্র; শ্বেতা হইতে শ্বেতাখ্য শীঘ্রগামী দিগ্গজ উৎপন্ন হইয়াছিল। হে রাজন্! কল্যাণী-যশস্বিনী-গন্ধর্ব্বী ও রোহিণী এই দুই কন্যা সুরভির গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করে, তদ্ভিন্ন সুরভির আর দুই দুহিতা ছিল; তাহাদের নাম বিমলা ও অনলা। রোহিণী হইতে গোসকল এবং গন্ধর্ব্বী হইতে অশ্বসকল উৎপন্ন হইল। খর্জ্জুর, তাল, হিন্তাল, তালী, খর্জ্জূরিকা, গুবাক্ ও নারিকেল, এই সপ্ত পিণ্ডফলবৃক্ষ অনলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তদ্ভিন্ন অনলার শুকী নামে এক তনয়া ছিল। সুরসা হইতে কঙ্কের উদ্ভব হয়। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনী, সম্পাতি ও জটায়ুঃ নামে মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিল এবং নাগগণ সুরসা হইতে ও পন্নগগণ কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; গরুড় ও অরুণ বিনতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; হে মতিমন্ মনুজাধিপতে! এই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির

বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণ সর্ব্বজ্ঞ হয় ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পন্নগ, পক্ষী ও মহাত্মা মানবগণের জন্মকর্ম্ম-প্রভৃতি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! যে সকল দেবগণ ও দানবগণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করিতেছি।

বিপ্রচিত্তি নামে বিখ্যাত দানবরাজ জরাসন্ধ নামে প্রথিত ভূপাল হইয়াছিল। হে নরনাথ! হিরণ্যকশিপু নামক দিতির নন্দন, শিশুপাল হইয়া নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রহ্লাদের অনুজ বিখ্যাত সংহ্লাদ, শল্য নামে বিখ্যাত হইয়া বহ্লীক দেশের রাজা হইয়াছিল। প্রহ্লাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সুবিখ্যাত তেজস্বী অনুহ্লাদ ধৃষ্টকেতু নামক ধরণীপতি হইল। হে রাজন্! শিবি নামক দৈত্য দ্রুমনামক বিখ্যাত রাজা হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মিয়াছিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অসুরশ্রেষ্ঠ বাস্কল মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগদত্ত নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গগণমূর্দ্ধা ও বেগবান্ এই পাঁচজন বীর্য্যশালী মহাত্মা মহাসুর কেকয় দেশে শ্রেষ্ঠ ভূপতি হইয়া জন্মিয়াছিল। প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত কেতুমান্, উগ্রকর্ম্মা নামে বিশ্রুত নরাধিপ হইয়াছিল। স্বর্ভানু নামে প্রসিদ্ধ শ্রীমান্ মহাসুর, উগ্রসেন নামে উগ্রকর্ম্মা ভূপাল হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব, অশোক নামে মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় নরপতি হইয়া জন্মিল। অশ্বের অনুজ দৈত্য অশ্বপতি, হার্দ্দিক্য নামক মহীপতি হইয়াছিল। শ্রীমান্ মহাসুর বৃষপর্ব্বা, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে খ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। বৃষপর্ব্বার অনুজ অজক, শাল্ব নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত রাজা হইয়াছিল। বলবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব, রোচমান নামে নরপতি হইয়া জন্মিল। কীর্ত্তিশালী মতিমান্ সূক্ষ্ম-নামক দৈত্য, বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত অবনীপতি হইয়া অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অসুররাজ তুহুণ্ড, সেনাবিন্দু নামে বিশ্রুত ভূপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অসুরগণের মধ্যে অতিশয় বলশালী ইষুপ, নগ্নজিৎ নামে বিখ্যাত-বিক্রম রাজা হইয়া জন্মিল। বিখ্যাত মহাসুর একচক্র, পৃথিবীতে প্রতিবিন্ধ নামে প্রথিত পৃথিবীপতি হইয়াছিল। আশ্চর্য্যযোদ্ধা মহাসুর দৈত্য বিরূপাক্ষ, চিত্রবর্ম্মা-নামে ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হইয়া জন্মিল। অরিহর বীর দানবশ্রেষ্ঠ হর, শ্রীমান্ বিখ্যাত অবনীপতি সুবাহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী মহাতেজা সুহর, ভূমণ্ডলে প্রথিত বাহ্লীক নামে রাজা হইয়া জন্মিল। অসুরোত্তম চন্দ্রানন নিচন্দ্র, মহীপতি শ্রীমান্ মুঞ্জকেশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সংগ্রামে দুর্জ্জয় মহামতি নিকুম্ভ জন্মগ্রহণ করিয়া ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ বলিয়া বিশ্রুত হইল। দৈত্যগণের মধ্যে শরভ নামক মহাসুর পৌরব নামে নরোত্তম রাজর্ষি হইয়া জন্মিয়াছিল। হে রাজন্! মহাসুর মহাবীর্য্য শ্রীমান্ কুপথ, সুপার্শ্ব নামে মহীমণ্ডল-বিখ্যাত মহীপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। হে রাজন্! সুবর্ণশৈলসদৃশ মহাসুর ক্রথ, বিখ্যাত রাজর্ষি পার্ব্বতেয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অসুরগণের মধ্যে দ্বিতীয় শলভ, প্রহ্লাদ নামে বাহ্লীক দেশের রাজা হইয়া জন্মিল। দিতিসুতশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রতুল্য চন্দ্র, প্রথিত কাম্বোজাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মরূপে উৎপন্ন হইল। দানবশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত সূর্য্য, ঋষিক নামে নৃপসত্তম রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। হে নৃপসত্তম! মৃতপা নামে বিশ্রুত অসুরোত্তম পশ্চিমে অনূপ দেশের ভূপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। প্রখ্যাত মহাসুর মহাতেজা গবিষ্ঠ, রাজা

দ্রুমসেনরূপে অবতীর্ণ হইল। মান্য মহাসুর শ্রীমান্ ময়ূর, বিশ্ব নামে ভূপতি হইল। তাহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা খ্যাত সুপর্ণ কালকীর্ত্তি নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। প্রধান-মধ্যে পরিকীর্ত্তিত অসুর চন্দ্র-হন্তা, শুনক নামে রাজর্ষি হইল। মহাসুর চন্দ্রবিনাশন, জানকি নামে বিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। হে কুরুবংশাবতংস! দানবশ্রেষ্ঠ দীর্ঘজিহ্ব, কাশিরাজ নামে বিখ্যাত রাজা হইল। চন্দ্রসূর্য্য-বিমর্দ্দক যে গ্রহ সিংহিকা-কর্ত্তৃক প্রসূত হইয়াছিল, সেই গ্রহ ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হইয়াছিল। দনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অসুর তেজস্বী বিক্ষর, বসুমিত্র নামে রাজা হইল। হে নরাধিপ! তাহার দ্বিতীয় তনয় মহাসুর পাণ্ড্য দেশে সুবিখ্যাত রাজা হইয়া জন্মিল। অসুরোত্তম বিশ্রুত বলীন, পৌণ্ড্রমৎস্যক নামে ভূপতি হইল। হে রাজন্! মহাসুর বিখ্যাত বৃত্র, মণিমান্ নামে রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। তাহার অনুজ অসুর ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে ক্ষিতিতলে সুবিখ্যাত রাজা হইল। ক্রোধবর্দ্ধন নামে অন্য অসুর, দণ্ডধার নামে বিখ্যাত ভূপতি হইল। হে রাজশার্দ্দূল! শার্দ্দূলসম বিক্রমশালী অষ্টসংখ্য কালেয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাসুর জয়ৎসেন মগধ দেশের অধিপতি হইল। দেবরাজ-সদৃশ শ্রীমান্ দ্বিতীয় অসুর অপরাজিত নামে নরপতি হইল। মহামায়াবী মহাতেজা তৃতীয় মহাসুর, ভীমপরাক্রম নিষধাধিপতি হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিল। তাহাদের চতুর্থ অসুর, শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম মহাসুর, শত্রুতাপন মহৌজা নামে বিখ্যাত হইয়া জন্মিল। তাহাদের ষষ্ঠ মতিমান্ নামে মহাসুর, ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত রাজর্ষি-সত্তম-অভীরু নামে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের সপ্তম অসুররাজ, সমুদ্রসেন নামে সাগরপর্য্যন্ত পৃথিবীমধ্যে বিখ্যাত ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অধীশ্বর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিল। হে নরাধিপ! কালেয়গণের মধ্যে অষ্টম অসুর, বৃহৎ নামে সর্ব্বভূত হিতকারী ধার্ম্মিক রাজা হইল। হে রাজন্! দানবের মধ্যে সুবর্ণাচলতুল্য মহাবল, বিখ্যাতকুক্ষি পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ক্ষিতীশ হইল। হে রাজন্! মহাবীর্য্য মহাসুর শ্রীমান্ ক্রথন, সূর্য্যাক্ষ নামে ক্ষিতিতলে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হইয়া জন্মিল। অসুরগণের মধ্যে শ্রীমান্ মহাসুর সূর্য্য সর্ব্বভূপতিশ্রেষ্ঠ বাহ্লীকরাজ দরদ হইয়া জন্মিল। হে রাজন্! ক্রোধবশ নামক যে গণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীমণ্ডলে শূর বীর পৃথিবীপতি হইয়া জন্মিল। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর বাহ্লীক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, ভূমিপতি শ্রীমান্ নীল, চীরবাসা, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জ্জয়, নৃপশার্দ্দূল রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারুষকগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কলিঙ্গরাজ কুহর, বিশ্রুত মতিমান্ ও মনুজেশ্বর ঈশ্বর, এই সমস্ত মহাভাগ মহাকীর্ত্তি মতিমান্ মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ রাজসমূহ, ক্রোধবশগণের অবতার।

দানবগণের মধ্যে বিখ্যাত মহাবল কালনেমি, উগ্রসেন-পুত্র বলবান্ বিশ্রুত কংস-রূপে অবতীর্ণ হইল। দেবরাজ-তুল্য দেবক, গন্ধর্ব্বপতি নামে প্রধান নরপতি হইয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। হে ভারত! অতিশয় কীর্ত্তিশালী দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে অযোনিজাত ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ উৎপন্ন হইলেন। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ! যিনি সমস্ত অস্ত্র-প্রয়োগনিপুণ প্রধানধনুর্দ্ধারী মহাকীর্ত্তি ও মহাতেজা; বেদজ্ঞেরা যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদে ও বেদে পারদর্শী অদ্ভুত কার্য্যকারী ও স্বকুলবর্দ্ধন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই মানবশ্রেষ্ঠ দ্রোণ বৃহস্পতির অংশে জন্মিলেন। মহাদেব অন্তক কাম ও ক্রোধ একত্র প্রাপ্ত এই চারিজনের অংশ হইতে শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী শূর বীর শত্রুতাপন পদ্মপলাশলোচন মহাবীর্য্য অশ্বত্থামা উৎপন্ন হইলেন। বশিষ্ঠের

শাপ ও ইন্দ্রের নিয়োগহেতু অষ্টবসু, শান্তনুর ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভীষ্ম কনিষ্ঠ; ইনি মতিমান্ বেদবিশারদ বাগ্মী শত্রুকুলসংহারকারী ও কুরুদিগের অভয়-দাতা ছিলেন; সর্ব্বাস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ মহাতেজা এই মহাত্মা, জমদগ্নি-পুত্র মহানুভব ভার্গব পরশু-রামের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অতিশয় পৌরুষ-সম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি কৃপ রুদ্রগণের অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। হে রাজন্! দ্বাপরের অংশে শত্রুতাপন মহারথ শকুনি জন্মিয়াছিলেন; বৃষ্ণিবংশাবতংস শত্রুতাপন সত্যসন্ধ সাত্যকি, মরুদ্গণ হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন। হে নৃপ! অস্ত্র-ধারিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি দ্রুপদ, ঐ দেবগণ হইতেই ভূ-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! অপ্রতিম-কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয়-কুলশ্রেষ্ঠ ভূপাল কৃতবর্ম্মাও ঐ দেবগণ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বিপক্ষ-রাজ্যের সন্তাপজনক শত্রুমর্দ্দন নরপতি বিরাটও ঐ মরুদ্গণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অরিষ্টা-পুত্র বিখ্যাত গন্ধর্ব্বপতি হংস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-নন্দন কুরুবংশ-বর্দ্ধনকারী ধৃতরাষ্ট্ররূপে জন্মিলেন। সেই দীর্ঘবাহু মহাতেজা বুদ্ধিজীবী নরপতি মাতার দোষে ও ঋষির কোপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম পাণ্ডু; তিনি সত্যধর্ম্ম-নিরত শুদ্ধাচার মহাসত্ত্ব ও মহাবল। পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান যে অত্রি-পুত্র মহাভাগ ধর্ম্ম, অতিশয় বুদ্ধিমান্ মহামতি বিদুর ঐ ধর্ম্মের অবতার রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে পৃথিবীপতে! যে কলিপুরুষ সকলেরই বিদ্বেষ-ভাজন, ও ভূমণ্ডলের সর্ব্বসংহার কারণ হইয়াছে, এবং যে দুর্ম্মতি-পুরুষ ভূতসংহারকারী মহৎ বি-দ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই কুরুকুল-কলঙ্ক-কারী দুর্ব্বুদ্ধি-দুর্য্যোধন কলির অংশে অবতীর্ণ হইল। পৌলস্ত্যগণ দুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া মনুজ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! দুঃশাসন-প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্ম-নিরত শতভ্রাতার মধ্যে দুর্ম্মুখ দুঃসহ-প্রভৃতি যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, ও যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, ও ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু নামক যে শতাধিক আর একটি পুত্র ছিল ইহারা সকলেই রাক্ষসগণের অংশ ও দুর্য্যোধনের সহায় ছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-গণের নাম জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতানুসারে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, দুর্ম্মুখ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনু-বিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারু, চিত্রাঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, সেনাপতি, সুষেণ, কুণ্ডো-দর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বি-লোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীম-শর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোম-কীর্ত্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরা-জিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী ও বিরজ; হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের এই এক শত পুত্র ছিল; এতদ্ব্যতীত দুঃশলা নাম্নী এক কন্যা এবং যুযুৎসু নামে এক বৈশ্যাগর্ভজাত তনয় জন্মিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের নাম জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠ-তানুসারে কীর্ত্তিত হইল; ইহারা সকলেই মহা-রথ শূর যুদ্ধবিশারদ বেদবেত্তা রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধ-বিদ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিল। হে মহীপতে! ইহা-

দের সকলেরই অনুরূপ দারপরিগ্রহ হইয়াছিল। হে রাজন্! কৌরব-ধৃতরাষ্ট্র, শকুনির মতানুসারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে যথাকালে দুঃশলা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। হে ধরণীনাথ! ধর্ম্মের অংশে যুধিষ্ঠির, পবনের অংশে ভীম, দেবরাজের অংশে অর্জ্জুন, এবং অশ্বিনী তনয়দ্বয়ের অংশে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বভূত-মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্চ্চা নামে বিখ্যাত প্রতাপবান্ সোমপুত্র, অর্জ্জুনতনয় মহাকীর্ত্তি অভিমন্যুরূপে অবতীর্ণ হইলেন; হে রাজন্! তাঁহার অবতরণকালে চন্দ্র দেবগণকে বলিয়াছিলেন যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর প্রিয়-পুত্রকে ভূমণ্ডলে পাঠাইতে পারি না, পরন্তু পৃথিবীতে অসুরবধরূপ সুরকার্য্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা কখনই অতিক্রম করা যাইতে পারে না, অতএব এই নিয়মে বর্চ্চাকে পাঠাইতেছি যে তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অধিক কাল থাকিবেন না, শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। নারায়ণের সখা নরদেব ইন্দ্রের ঔরসে বিখ্যাত পাণ্ডুনন্দন প্রতাপশালী অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইবেন; হে অমরগণ! আমার পুত্র অবনীতলে সেই অর্জ্জুনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালেই মহারথ হইয়া ষোড়শ বৎসর অবস্থিতি করিবেন; যখন ইহাঁর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে, তখন সেই মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে, যে সংগ্রামে তোমাদিগের অংশগণ ভূরি ভূরি বীর নিপাত করিবে। হে সুরগণ! সংগ্রাম সময়ে শত্রুগণ চক্রব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিবেক; আমার সেই মহাবাহু পুত্র বালক হইয়াও নরনারায়ণ-ব্যতীত অন্যের অভেদ্য সেই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ পুরঃসর তাহাদিগের সমুদায়কে বিমুখ করত মহারথ-বীরসমূহ-বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক দিনার্দ্ধমধ্যে তাহাদের চতুর্থাংশ সৈন্যকে শমন-সদনের অতিথি করিবেন। অনন্তর দিনাবসানে একত্র মিলিত বহুসঙ্খ্য মহারথ বীরগণের সহিত তুমুলসংগ্রাম করিয়া মহাবাহু মৎপুত্র পুনর্ব্বার মৎসমীপে উপনীত হইবেন। তিনি বংশ-রক্ষক এক বীরপুত্র উৎপাদন করিয়া আসিবেন; সেই পুত্র নষ্টপ্রায় ভারতকুলের বংশধর হইবে। সমস্ত সুরগণ চন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে রাজন্! আপনকার পিতামহের এই জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে রাজন্! যিনি পূর্ব্বে কন্যা ছিলেন, সেই শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। হে ভরতবংশাবতংস! বিশ্ব-দেবগণ পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। যদুকুল-শ্রেষ্ঠ শূর, বসুদেবের জনক ছিলেন; তাঁহার পৃথা নাম্নী এক কন্যা ছিল; ঐ কন্যা ঈদৃশ রূপবতী যে ভূমণ্ডলে কোন কামিনী তাহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। বীর্য্যশালী শূর অনুগ্রহ প্রত্যাশায় নিঃসন্তান স্বীয় পিতৃস্বস্ত্রীয় কুন্তিভোজরাজের নিকট পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আমার প্রথম সন্তান হইলে তোমাকে প্রদান করিব, এই অঙ্গীকার অনুসারে আদি-গর্ব্ভে প্রসূতা ঐ কন্যা তাঁহাকে দান করিলেন। পৃথা পিতৃভবনে ব্রাহ্মণ-সেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্তা থাকিলেন। একদা তিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রতপরায়ণ ঘোর উগ্র-স্বভাব ধর্ম্মরহস্যজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা ঋষিকে সর্ব্ব-প্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; ভগবান্ দুর্ব্বাসা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিধানানুসারে বশীকরণ মন্ত্রপ্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে সুভগে! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, হে দেবি! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহার প্রসাদে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবেক। যশস্বিনী বালা পৃথা দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কৌতহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই

সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। তখন জগৎপ্রকাশ-কর্ত্তা ভগবান্ তপন তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। দেবগর্ভতুল্য শ্রীযুক্ত সেই গর্ভে সর্ব্বশস্ত্র-ধারিশ্রেষ্ঠ দিবাকর সদৃশ দীপ্তিমান্ রমণীয় সর্ব্বাঙ্গ-শোভিত কুণ্ডল ও কবচধারী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। কুন্তী, বন্ধুকুলভয়ে সেই যশস্বী প্রসূত কুমারকে গোপন করিয়া জলে পরিত্যাগ করিলেন। রাধাভর্ত্তা অধিরথ নামা একজন মহাযশা রথকার জলে পরিত্যক্ত সেই সন্তানকে গ্রহণ করিয়া রাধার পুত্র করিয়া দিল। পরে তাহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সেই তনয়ের বসুষেণ এই নাম রাখিল। ঐ নাম সর্ব্বত্র বিশ্রুত হইয়াছিল; বসুষেণ যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সেইরূপ বলবান্ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী ও প্রধান জয়শীল হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত বেদাঙ্গ শিক্ষা করিলেন। মহাত্মা সত্যপরাক্রম ধীমান্ বসুষেণ যখন পাঠাবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণগণে কিছুই অদেয় ছিল না। একদা ভূতভাবন ইন্দ্র স্বীয় তনয় অর্জ্জুনের উপকারার্থে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া বীরবর বসুষেণের নিকট শরীরসহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় যাচ্ঞা করিলেন; বসুষেণ স্বীয় অঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি সুর অসুর মনুষ্য গন্ধর্ব্ব উরগ ও রাক্ষস ইহাদের মধ্যে যাহার প্রতি এই শক্তি ক্ষেপ করিবে সেই এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই শমন সদনের অতিথি হইবেক। ঐ রাধা-পুত্র পূর্ব্বে বসুষেণ নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, পরে স্বীয় অঙ্গ কর্ত্তন করাতে তাঁহার নাম কর্ণ হইল। পৃথার প্রথম পুত্র যে মহাযশস্বী বীরপুরুষ কবচধারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তিনি অবাধে কবচ পরিত্যাগ করিয়াই কর্ণ নামে বিখ্যাত হইলেন; হে রাজন্! কর্ণ সূতকুলে থাকিয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রুকুল-সংহারকারী নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ কর্ণই দুর্য্যোধনের মিত্র ও মন্ত্রী ছিলেন; ইনিই দিবাকরের অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশে মর্ত্যলোকে প্রতাপবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হইলেন। মহাবল বলদেব শেষনাগের অংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মহৌজা সনৎকুমার, প্রদ্যুম্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে অন্যান্য দেবগণ বসুদেব-বংশে বংশবর্দ্ধন অসংখ্য নরবররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! আমি যে সমস্ত অপ্সরোগণের কীর্ত্তন করিয়াছি তাঁহারা দেবরাজের আদেশানুসারে ভূতলে ষোড়শ সহস্র দেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেবের পত্নী হইলেন। লক্ষ্মী অনুরাগ বশতঃ ভীষ্মককুলোৎপন্না সাধ্বী রুক্মিণীরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইলেন। দ্রুপদ রাজ-দুহিতা দ্রৌপদী, শচীর অংশে বেদিমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। সেই অনিন্দিতা দ্রৌপদী অতিদীর্ঘা বা অতি হ্রস্বা ছিলেন না; তিনি কৃষ্ণকুটিল-কেশনিচয়-শোভিতা পদ্মগন্ধা পদ্মায়তনয়না সুশ্রোণী সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না বৈদূর্য্যমণিতুল্যা ও পঞ্চপুরুষসিংহের চিত্তপ্রমথনী ছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতি এই দুই দেবী পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তী ও মাদ্রীরূপে জন্মিয়াছিলেন। মতি দেবী সুবলদুহিতা গান্ধারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! সুর অসুর অপ্সরা গন্ধর্ব্ব রাক্ষস-প্রভৃতির অংশাবতরণ কীর্ত্তন করিলাম। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অবনীমণ্ডলে জন্মলাভ করিয়া যুদ্ধে দুর্জ্জয় রাজা হইয়াছিলেন এবং যে সমস্ত মহাত্মারা বিপুল যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কীর্ত্তন করিলাম; ইহা পাঠ করিলে ধন, যশ, পুত্র, আয়ু ও বিজয় লাভ হয়। অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া এই অংশাবতরণ শ্রবণ করিবেক। প্রাজ্ঞলোক দেব গন্ধর্ব্ব রাক্ষসগণের এই অংশাবতরণ শ্রবণ করিলে

জন্মমৃত্যুর বিবরণ অবগত হইয়া বিপৎকালে শোকাদিদ্বারা অভিভূত হন না।

সপ্তষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনকার নিকট দেব দানব রাক্ষস গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের অংশাবতরণ শ্রবণ করিলাম; হে বিপ্র! এক্ষণে এই ব্রাহ্মণগণ-সমক্ষে আপনি কুরুবংশের প্রথমাবধি বর্ণন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতসত্তম! দুষ্মন্ত নামে বীর্য্যবান্ ভূপাল পৌরবদিগের আদিপুরুষ ছিলেন। তিনি চতুঃসাগরপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেন, এবং এই অবনীমণ্ডলের মধ্যে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহার চতুর্থাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। ঐ রিপুমর্দ্দন জয়শীল মনুজনাথ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে সমাকীর্ণ ও রত্নাকর সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ম্লেচ্ছদেশপর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ভোগ করিতেন। তাঁহার শাসনকালে বর্ণসঙ্কর ছিল না, প্রজাবর্গকে কৃষিকর্ম্ম করিয়া শস্যোৎপাদন করিতে হইত না, এবং কেহই পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিল না। হে নরব্যাঘ্র! দুষ্মন্ত যখন জনপদের ঈশ্বর ছিলেন, তখন সমস্ত লোক ধর্ম্মে রত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উপার্জ্জন করিত, চৌরভয় ব্যাধিভয় ও ক্ষুধাভয় কিঞ্চিন্মাত্রও ছিল না। তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত ছিল, বৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত কাহারো দৈবকর্ম্ম করিতে হইত না। সেই মহীপালের আশ্রয়ে সকলেই অকুতোভয়ে অবস্থিতি করিত। সে সময় জলদগণ যথাকালে জল বর্ষণ করিত, শস্য সকল সুরস হইত, এবং বসুমতী পশুমতী ও বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন-প্রভৃতি স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত থাকিতেন এবং কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না। বজ্র অপেক্ষাও দৃঢ়দেহ-বিশিষ্ট বিচিত্র মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সেই যুবা দুষ্মন্ত স্বীয় বাহুবলে উপবন বন-সমেত মন্দর পর্ব্বতকেও উৎক্ষিপ্ত করিয়া বহন করিতে পারিতেন। তিনি প্রক্ষেপ বিক্ষেপ পরিক্ষেপ ও অভিক্ষেপ এই চতুঃপ্রকার কৌশল-বিশিষ্ট গদাযুদ্ধে এবং নাগপৃষ্ঠারোহণে ও অশ্বপৃষ্ঠারোহণে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে সূর্য্যতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য, ও সহিষ্ণুতায় ধরণীতুল্য ছিলেন। পৌরগণ ও অন্যান্য প্রজাগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকাতে তিনি সাধারণের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সেই মহীপাল দুষ্মন্ত প্রজাগণের হর্ষসম্পাদন করত যথা ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতেন।

শকুন্তলোপাখ্যানে অষ্টষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! মহামতি ভরতের উৎপত্তি ও চরিত্র এবং শকুন্তলার জন্ম বিবরণ প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে। হে শ্রেষ্ঠ-মতিমন্! বীর দুষ্মন্ত যেরূপে শকুন্তলাকে লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই পুরুষ-সিংহ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন, হে তত্ত্বজ্ঞ! আমার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু দুষ্মন্ত অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও প্রভূত বাহন সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ার্থ গহনবনে গমন করিলেন। পরম রমণীয় চতুরঙ্গসেনা ও শত শত মাতঙ্গ তুরঙ্গগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল। যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ শত শত বীরগণ, খড়্গ শক্তি গদা মুষল প্রাস ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। সেই পৃথিবীপতির প্রস্থানকালে যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ, শঙ্খ দুন্দুভির ধ্বনি, রথনেমির শব্দ, নাগগণের বৃংহিত, হয়গণের হ্রেষারব, এবং নানায়ুধধারী ও নানা বেশধারী সৈন্যগণের আস্ফালন-ধ্বনি এই সমুদায়

অস্ফুট শব্দ মিশ্রিত হইয়া কেবল কিল কিল ধ্বনি হইতে লাগিল। নগরস্থ রমণীগণ উত্তম প্রাসাদ-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া শূর যশস্বী ও উৎকৃষ্ট-রাজ-শোভাযুক্ত সেই ভূপালকে দর্শন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ শক্রসদৃশ শত্রুকুল-সংহারকারী পর-বারণ-বারণ সেই অবনীনাথকে দেখিয়া বজ্রপাণি ইন্দ্র বোধ করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে এই বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিল যে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম-স্থলে বসু-তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া থাকেন; ইহাঁর বাহুবলে শত্রুগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সীমন্তিনীগণ প্রীতিপূর্ব্বক এই বলিতে বলিতে তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিল। দুষ্মন্ত সর্ব্বস্থলে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া মৃগয়ার নিমিত্ত পরম-প্রীতমনে বনগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ, মত্তবারণ-সদৃশ বলশালী দেবরাজ-তুল্য সেই অবনীপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। পৌর ও জনপদ-বাসী জনগণ এইরূপে বহুদূর পর্য্যন্ত ধরণীশ্বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সেই নরনাথ সুবর্ণ-বর্ণ-বিভূষিত রথমণ্ডলীদ্বারা মহীমণ্ডল এবং রথনেমি-নির্ঘোষ-মিশ্রিত কোলাহলধ্বনি দ্বারা আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। ধীমান্ বসুধাধিপ দুষ্মন্ত গমন করিতে করিতে বিল্ব খদির অর্ক কপিত্থ প্রভৃতি নানা বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, পর্ব্বত হইতে পতিত প্রস্তর সংঘদ্বারা বিষম, নির্জ্জল, নির্ম্মনুষ্য, বহুযোজন বিস্তীর্ণ, এবং মৃগ সিংহ ও অন্যান্য ঘোরতর বনচর জন্তু-কর্তৃক পরিবৃত, নন্দন বনসদৃশ বন দেখিতে পাইলেন। নরপাল, ভৃত্যবল ও বাহন-সমূহ দ্বারা সেই বন আলোড়ন করিয়া বিবিধ মৃগ বধ করিতে লাগিলেন এবং অসঙ্খ্য ব্যাঘ্রগণকে লক্ষ্য করণানন্তর বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তিনি সুদূরবর্ত্তী মৃগগণকে সায়কদ্বারা ভেদ ও সমীপবর্ত্তী মৃগগণকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ পুরুষ কোন কোন বন্যপ্রাণীকে শক্তিদ্বারা সংহার করিলেন। গদাযুদ্ধ-বিশারদ অপরিসীম বিক্রমশালী ভূপাল, তোমর অসি গদা ও মুষল সঞ্চালন-পূর্ব্বক বিবিধ বন্য মৃগ পক্ষী বিনাশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতবীর্য্য রাজা ও সমর-প্রিয় সেনাগণ-কর্তৃক সেই মহারণ্য আলোড়িত হওয়াতে সিংহগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। মৃগযূথপতি বিনষ্ট হওয়াতে মৃগ-যূথ উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। যূথভ্রষ্ট-মৃগগণ শ্রান্ত ও ক্লান্তহৃদয় হইয়া জলপানার্থ শুষ্ক নদীতে গমন করিয়া নিরাশ ও হতচেতন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। মৃগগণ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে বুভুক্ষিত সেনাগণ আসিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহবা তাহাদিগের মাংস কর্ত্তন করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করণ-পূর্ব্বক রন্ধন করিয়া আহার করিল। সেই অরণ্যে কোন কোন বলবান্ মত্তহস্তী অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত ও ভীত হইয়া শুণ্ডাগ্র সংকোচন-পূর্ব্বক বেগে পলায়ন করিতে লাগিল; কোন কোন বন্য গজবর পলায়ন-কালে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগ ও শোণিত-বর্ষণ করিতে করিতে অসঙ্খ্য মনুষ্য মর্দ্দন করিয়া চলিল। হতমৃগাধিপ ও মৃগাকীর্ণ সেই বন, বলরূপ-বলাহকে ও শর-ধারারূপ বারিধারায় পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা-ধারণ করিল।

শকুন্তলোপাখ্যানে একোনসপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত বাহন ও সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগ বধ করিয়া মৃগানুসরণক্রমে একাকী অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী হই-

রাও শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইলেন। পরে সেই অরণ্যানী উত্তীর্ণ হইয়া এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। ভূপাল ঐ জনশূন্য প্রান্তর অতিক্রম করিয়া উত্তম আশ্রমযুক্ত মনঃপ্রহ্লাদ-জনক ও রমণীয়-দর্শন অন্য এক মহৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তথায় সুশীতল সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে; পাদপগণ প্রফুল্ল কুসুমসমূহে সুশোভিত হইতেছে; এবং হরিত্তৃণ-সমূহে ভূভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে; মধুরালাপী বিহঙ্গকুলের কূজিত, পুংস্কোকিলকুলের কোলাহল ও ঝিল্লীকগণের রবে বন শব্দায়মান হইতেছে; তথায় বৃহৎ শাখাযুক্ত ও সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট বিটপি-সমূহে চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত হইয়াছে; ঐ সমস্ত বৃক্ষতলে মধুলুব্ধ মধুকর-নিকর গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া ভ্রমণ করাতে পরম রমণীয় শোভা সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই কাননে পুষ্পশূন্য, ফলবর্জ্জিত ও কণ্টকাকীর্ণ কোন বৃক্ষই ছিল না, এবং সকল বৃক্ষই অলিকুল-সংকুল হইয়া ছিল। মহাধনুর্দ্ধারী দুষ্মন্ত, বিহঙ্গকুল-কোলাহল-সংযুক্ত কুসুমসমূহ-বিভূষিত, মনোরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমালঙ্কৃত সুখচ্ছায় সেই অরণ্য অবলোকন করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সমীরণ-সঞ্চালিত পুষ্প-বৃক্ষগণ শাখারূপ করদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিচিত্র পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। পাদপগণ কুসুমরূপ বসনদ্বারা ও বিহঙ্গগণের গগণস্পর্শী মধুর-ধ্বনিদ্বারা শোভমান হইতেছিল। সেই সমস্ত বৃক্ষের পুষ্পভারাবনত প্রবালে উপবিষ্ট হইয়া মধুলুব্ধ মধুকরনিকর মধুরস্বরে গান করিতেছিল। মহাতেজা দুষ্মন্ত সেইস্থলে কুসুমসমূহ-সুশোভিত নানা প্রদেশ ও হৃদয়ের প্রীতিবর্দ্ধন লতামণ্ডপ-পরিসর নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। পরস্পর আশ্লিষ্টশাখাযুক্ত কুসুমান্বিত মহেন্দ্রধ্বজ-সদৃশ বৃক্ষ-সমূহদ্বারা সেই অরণ্যানী শোভমান হইতেছিল। তথায় সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বানর ও অপ্সরোগণ মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। সুখস্পর্শ সুশীতল কুসুমরেণুবহ সুগন্ধ গন্ধবহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ক্রীড়ার নিমিত্তই যেন পাদপ-সমীপে উপনীত হইতেছিল।

রাজা এইরূপ বহুগুণযুক্ত, উচ্ছ্রিতধ্বজ-সদৃশ, নদীকচ্ছোৎপন্ন কমনীয় বন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে পুণ্যা, সুখসলিলা, অসঙ্খ্যপক্ষিগণাকীর্ণা ও তপোবন-মনোরমা মালিনী নদীর সমীপে রমণীয়, প্রহৃষ্ট-বিহঙ্গকুল-সমাকুল, নানা-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ, প্রজ্বলিত-হুত-হুতাশন-বিভূষিত, অনতিদূরস্থিত, এক আশ্রম তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইল। হে রাজন্! শ্রীমান্ ধরণীনাথ দুষ্মন্ত, যতি মুনি ও বালিখিল্যগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত, বহুসঙ্খ্য অগ্ন্যাগারে সুশোভিত, এবং পুষ্পসংস্তারযুক্ত বিস্তীর্ণ মহাকচ্ছে বিভূষিত তপোবন সন্দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তত্রত্য শ্বাপদ ও মৃগগণকে শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনা হইলেন। পরে অপ্রতিরথ শ্রীমান্ দুষ্মন্ত দেবলোকসদৃশ সর্ব্বতঃ সুমনোহর সেই আশ্রমাভিমুখে গমন করত সর্ব্বপ্রাণীর জননীর ন্যায় অধিষ্ঠিতা পুণ্যতোয়া আশ্রম-সংশ্লিষ্টা মালিনী নদী দেখিলেন। যে নদী কিন্নরগণের বাসস্থলী এবং বানর ও ভল্লূকগণকর্ত্তৃক নিষেবিতা হইতেছে; যাহার পুলিনে চক্রবাক-মিথুনেরা ক্রীড়া করিতেছে; যাহার প্রবাহে পুষ্পবৎ ফেণপুঞ্জ প্রবাহিত হইতেছে; যাহার পুলিন পবিত্র স্বাধ্যায়-ঘোষে উপশোভিত হইতেছে; এবং যেখানে মত্তবারণ শার্দ্দূল ও ভুজগেন্দ্রগণ বিচরণ করিতেছে; সেই নদীতীরে মহাত্মা ভগবান্ কশ্যপনন্দনের আশ্রমপদ; মহর্ষিগণ-নিষেবিত ও রমণীয় ঐ আশ্রম এবং আশ্রমসম্বদ্ধা নদী সন্দর্শন করিয়া অবনীনাথ তাহাতে প্রবেশ করিতে মানস করিলেন। গঙ্গাদ্বারা উপশোভিত-নরনারায়ণাশ্রমের ন্যায় রম্য তীর ও দ্বীপপুঞ্জে-শোভিতা-মালিনীনদীদ্বারা অলঙ্কৃত, মত্তময়ূরের কেকারবে নিনাদিত, চৈত্ররথ-সদৃশ সেই তপোবনে প্রবেশ করিয়া ভূপাল,

অতিশয় গুণসম্পন্ন ও অনির্দ্দেশ্যতেজস্বী তপোধন কশ্যপনন্দন মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন হস্ত্যশ্বপদাতিসঙ্কুল-সেনাগণকে বনদ্বারে রাখিয়া কহিলেন, সৈন্যগণ! আমি রজোগুণাতীত তপোধন কণ্ব মুনিকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিতেছি, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তোমরা এই স্থলে প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

অনন্তর মনুজেশ্বর নন্দনবন-সদৃশ সেই তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুৎপিপাসা-পরিহার পুরঃসর অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। তথায় অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত সমুদায় রাজচিহ্ন পরিহার করিয়া সেই অব্যয় তপোরাশি ঋষিকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ উত্তম আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, পরে মধুকর-নিকর-ঝঙ্কার-নিনাদিত ও নানাবিধ বিহঙ্গনিচয়ে-নিষেবিত সেই আশ্রম ব্রহ্মলোক-সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন; তিনি সেই আশ্রমপদে অনুষ্ঠিত বৈতানিক যজ্ঞকর্ম্মে ঋগ্বেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পদক্রমে উচ্চারিত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সমস্ত শ্রবণ করিলেন। কল্পসূত্র-প্রভৃতি যজ্ঞবিদ্যাঙ্গ-বিশারদ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও নিয়ত-ব্রত ঋষিগণ-কর্ত্তৃক মধুর সামগীতদ্বারা এবং অথর্ব্ববেদ-শিরোদ্গত, যতাত্মা ও সুনিয়ত ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ভারুণ্ড-সামগীতদ্বারা সেই আশ্রমস্থল শোভান্বিত হইতেছিল। সামবেদান্তর্গত পূগযজ্ঞীয়-সামগ অথর্ব্ববেদ-প্রবর মুনিগণ পদ ও ক্রমযুক্ত সংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। অপর-দ্বিজগণের যথাস্থানোচ্চারিত শব্দে সংস্কৃতবাক্য কথনদ্বারা শ্রীমান্-আশ্রম নিনাদিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যজ্ঞসংস্তরবেত্তা, ক্রমশিক্ষা-বিশারদ, ন্যায়-তত্ত্বজ্ঞ, আত্মবিজ্ঞান-সম্পন্ন, বেদপারগ, নানা বাক্যের সমাহার ও সমবায়ে বিশারদ, ব্রহ্মোপাসনারূপ বিশেষকার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, মতস্থাপন আশঙ্কা নিরাকরণ ও সিদ্ধান্ত-করণ-বিষয়ে সংপূর্ণ অভিজ্ঞ, ছন্দঃ শব্দ ও নিরুক্তশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন, কাল-জ্ঞান-বিশারদ, দ্রব্যগুণ-কর্ম্মজ্ঞ, কার্য্য-কারণবেত্তা, পক্ষিবানরগণের শব্দবোধী, বিস্তীর্ণগ্রন্থ-সমাশ্রিত, ও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক উচ্চারিত এবং প্রধান প্রধান চার্ব্বাকগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অনুনাদিত শব্দ সকল ভূপাল-কর্ত্তৃক শ্রুত হইতে লাগিল। শত্রুনাশক নরপাল স্থানে স্থানে এইরূপ নিয়মযুক্ত ব্রতনিষ্ঠ জপহোম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিলেন। মহীপতি দুষ্মন্ত যত্নপূর্ব্বক-উপন্যস্ত বিচিত্র মনোহর আসন সমস্ত দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-কৃত দেবায়তনের সংস্কার অবলোকন করিয়া আপনাকে ব্রহ্মলোক-স্থিত বোধ করিতে লাগিলেন। কণ্বঋষির তপস্যাদ্বারা পরিরক্ষিত তপোগুণ ও বনসৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সেই পরম শুভ আশ্রম সন্দর্শনে নৃপসত্তম দুষ্মন্তের দর্শন-লালসা নিবৃত্তি না হওয়ায় তিনি আর পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; শত্রুবিনাশক রাজা অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত কাশ্যপঋষির মহাব্রত তপোধন মুনিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বত্র পরিবৃত অত্যন্ত মনোহর বিবিক্ত শুভ আয়তনে প্রবেশ করিলেন। শকুন্তলোপাখ্যানে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

———

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু দুষ্মন্ত অমাত্য ও পুরোহিতকে বিদায় করিয়া একাকী গমন করিতে করিতে কণ্বঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন, পরন্তু তথায় শংসিতব্রত সেই মহর্ষিকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া আশ্রম শূন্য দেখিয়া "এখানে কে আছ" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন; তাহাতে আশ্রম-প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহার সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ লক্ষীর ন্যায় রূপবতী তাপসীবেশধারিণী এক কন্যা সেই আশ্রম হইতে বহির্গতা হইলেন। সেই অসিতেক্ষণা ললনা রাজর্ষি-দুষ্মন্তকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! কন্যা রা-

জাকে আসন পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; অনন্তর সস্মিতমুখে কহিলেন, কি কার্য্যসম্পন্ন করিতে হইবেক বলুন। রাজা যথাবিধানে পূজিত হইয়া সেই অনবদ্যাঙ্গী মধুরভাষিণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণ্বঋষিকে উপাসনা করিতে আসিয়াছি. হে শোভনে! সেই ভগবান্ কোথায় গমন করিয়াছেন বল। শকুন্তলা কহিলেন, ভগবান্ পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন, তাঁহাকে প্রত্যাগত দর্শন করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ঋষিকে দেখিতে না পাইয়া ও শকুন্তলার প্রমুখাৎ ঐরূপ শ্রবণ করিয়া এবং সেই শকুন্তলাকে বরারোহা শ্রীসম্পন্না চারুহাসিনী তপোদমদ্বারা শরীর সৌন্দর্য্যবতী ও রূপযৌবন-সম্পন্না দেখিয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? হে শোভনে! তুমি ঈদৃশ রূপগুণসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছ? হে শুভে! তুমি দর্শনমাত্র আমার মন হরণ করিলে; হে শোভনে! আমি তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি বল। রাজা আশ্রমে এইরূপ কহিলে সাধুশীলা শকুন্তলা মধুরাক্ষরযুক্ত বাক্যে ইহা কহিলেন, হে দুষ্মন্ত! আমি তপস্বী ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা ভগবান্ কণ্বের দুহিতা। দুষ্মন্ত কহিলেন, লোকপূজিত মহাভাগ ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ; যদি ধর্ম্মও স্বীয় চরিত হইতে বিচলিত হইতে পারেন তথাপি শংসিতব্রত মহর্ষি কদাপি স্বব্রত্ত হইতে বিচলিত হন না, অতএব হে বরবর্ণিনি! তুমি কি প্রকারে তাঁহার কন্যা হইলে এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, তুমি আমার এই সংশয় দূর কর।

শকুন্তলা কহিলেন, হে রাজন্! ইহা যে প্রকারে হইয়াছে ও আমি যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি এবং আমি যে রূপে মহর্ষির দুহিতা হইয়াছি সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। একদা এক ঋষি আসিয়া তাত কণ্বের নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ তাঁহার নিকট যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, হে পার্থিব! তাহা শ্রবণ করুন। কণ্ব কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বকালে বিশ্বামিত্র ঋষি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় সন্তাপতাপিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে এই ঋষি তপস্যাবলে অতিশয় তেজস্বী হইয়াছেন, ইহাতে আমাকে পদভ্রষ্ট করিতে পারেন, ইহা চিন্তা করিয়া মেনকানাম্নী অপ্সরাকে কহিলেন, মেনকে! তুমি দিব্যগুণ-সমূহ দ্বারা সমস্ত অপ্সরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা হইয়াছ, হে কল্যাণি! তুমি আমার শ্রেয়োবিধান কর, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মেনকে! আদিত্যতুল্য তেজস্বী মহাতপা বিশ্বামিত্রের ঘোরতপস্যায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, সেই শংসিতাত্মা দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি ক্রমশঃ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, হে সুমধ্যমে! আমি তোমার প্রতি ভার অর্পণ করিতেছি, তুমি গিয়া তাঁহাকে প্রলোভিত কর যে তিনি আমাকে পদভ্রষ্ট করিতে না পারেন; তাঁহার তপস্যার বিঘ্নোৎপাদনে যত্নবতী হও যে আমি নির্ব্বিঘ্নে পদস্থ থাকিতে পারি; হে বরারোহে! তুমি রূপযৌবনের মাধুর্য্য ও হাবভাব-প্রভৃতি এবং স্মিতপূর্ব্ব-ভাষিত দ্বারা সেই মুনিকে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। মেনকা কহিল, সেই ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজস্বী মহাতপস্বী ও অতিশয় কোপন-স্বভাব; আপনিও তাঁহাকে অবগত আছেন; যে মহাত্মার তেজঃ তপস্যা ও কোপ হইতে দেবরাজ আপনি ভীত হইতেছেন, আমি তাঁহা হইতে কি জন্য ভীত না হইব? যিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে প্রিয়তম-পুত্রগণের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করাইয়াছিলেন; যিনি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরে বলক্রমে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; যিনি স্নানাদির নিমিত্ত কৌশিকী

নামে একটি বহুজলা দুস্তরা পুণ্যতমা নদী প্রবাহিতা করিয়াছেন; ব্যাধরূপী মতঙ্গ নামক ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি দুর্ভিক্ষ-সময়ে উক্ত নদীসমীপে যে মহাত্মার পরিবার ভরণপোষণ করিয়াছিলেন; দুর্ভিক্ষকাল অতীত হইলে যে প্রভু পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ঐ কৌশিকী নদীর "পারা" এই নাম রাখিয়াছিলেন এবং প্রীতমনা হইয়া স্বয়ং ঐ মতঙ্গ নামক রাজর্ষির যাজনকার্য্য করিয়াছিলেন; হে সুরেশ্বর! আপনিও যাঁহার ভয়ে সোমরস পান করিতে গমন করেন; যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছিলেন; হে প্রভো! যাঁহার এই সমস্ত কার্য্য, আমি তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভীতা হই; তিনি রোষপরবশ হইয়া যাহাতে আমাকে ভস্মসাৎ না করেন এরূপ আজ্ঞা করুন। যিনি তেজোদ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে পারেন, পদাঘাতে ভূমণ্ডল পরিচালিত করিতে পারেন, সুমেরু পর্ব্বতকে ক্ষুদ্র করিতে পারেন, এবং অতিশীঘ্র সর্ব্বদিক্ আবর্ত্তিত করিতে পারেন, প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ তাদৃশ তপোরাশিযুক্ত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিকে অস্মদ্বিধ অবলাজাতি কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে? হে সুরশ্রেষ্ঠ! যাঁহার মুখ প্রদীপ্ত-হুতাশন-স্বরূপ, যাঁহার নয়নতারা চন্দ্রসূর্য্য-স্বরূপ, যাঁহার জিহ্বা কাল-স্বরূপ, সেই দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষিকে অস্মদ্বিধ অবলাজাতি কি প্রকারে স্পর্শ করিতে পারে? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বগণ ও বালিখিল্য-মুনিগণ যাঁহার প্রভাবে ভীত হইয়া থাকেন, তাঁহা হইতে মাদৃশী অবলাজাতি কেন না ভীতা হইবেক? হে সুরেন্দ্র! আপনি যখন সেই ঋষি-সমীপে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, তখন আমি কিরূপে না যাইব? কিন্তু হে দেবরাজ! আপনি আমার রক্ষাবিধানের চিন্তা করুন যে আমি আপনা-কর্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া আপনকার কার্য্যসাধনার্থ বিচরণ করিতে পারি; পরন্তু আমার আরও প্রার্থনা এই, যে, যে সময় আমি সেই আশ্রমে ক্রীড়া করিতে থাকিব সেই সময় বায়ু আমার পরিধেয় বসন হরণ করেন, এবং আপনকার প্রসাদে সেই কার্য্যে মন্মথও আমার সহায় হন। অপিচ আমি যখন ঋষিকে প্রলোভিত করিতে প্রবৃত্তা হইব তখন বন হইতে সুরভি সমীরণ সঞ্চরণ করিতে থাকে। মেনকার এইরূপ প্রার্থনায় দেবরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া সেইরূপ বিধান করিয়া দিলেন; অনন্তর মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিল।

শকুন্তলোপাখ্যানে একসপ্তত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭১॥

কণ্ব কহিলেন, দেবরাজ মেনকার বাক্যানুসারে বায়ুকে আদেশ করিলে মেনকা বায়ুর সহিত প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই বরারোহা অপ্সরা তপস্যাদ্বারা দগ্ধকিল্বিষ তপ্যমান বিশ্বামিত্রকে আশ্রমে দেখিতে পাইল এবং ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎ-সমক্ষে সভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বায়ুও ঐ সময়ে তাহার শশিসদৃশ বসন হরণ করিল; বরবর্ণিনী মেনকা বায়ুর ঐ কার্য্যেই যেন বিস্ময়ান্বিতা হইয়া লজ্জাভাব প্রকাশ করত বসন-গ্রহণার্থ অগ্নিসম-তেজস্বি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দর্শনপথে সত্বর গমন করিল। মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র সেই অনির্দ্দেশ্যবয়োরূপ-সম্পন্না অনিন্দিতা মেনকাকে বিবসনা, বস্ত্র-গ্রহণাভিলাষিণী, সম্ভ্রান্তা ও বিষমস্থা দেখিয়া, বিশেষত তাহার অতুল্য রূপগুণ নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামদেবের বশবর্ত্তী হইলেন, এবং সংসর্গের নিমিত্ত অভিলাষ করিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন; অনিন্দিতা মেনকাও তাহাতে সম্মতা হইল। তখন মুনি ও মেনকা উভয়ে সেই স্থলে বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন, এবং যথাভিলষিত ক্রীড়াসুখে বহুদিবসকেও যেন এক দিবসের ন্যায় অতিবাহন করিলেন; তাহাতে মুনির ঔরসে মেনকার গর্ব্ভে হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় প্রস্থে মালিনী নদীর উপকূলে শকুন্তলার জন্ম হইল। মেনকা কৃতকার্য্যা

হইয়া ঐ সদ্যোজাত সন্তানকে মালিনী নদীতীরে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র-সভায় গমন করিল। সিংহ ব্যাঘ্র-সমাকুল সেই বিজনবনে ঐ অচির-প্রসূতা বালিকাকে শয়ানা দেখিয়া পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিয়া থাকিল। অরণ্যমধ্যে মাংসলোলুপ শ্বাপদগণ সেই বালাকে হিংসা করিতে না পারে এ জন্য তথায় শকুন্তগণ মেনকা-তনয়াকে রক্ষা করিতেছিল; ঐ সময়ে আমি স্নানার্থ গমন করত রমণীয় জনশূন্য সেই অরণ্যমধ্যে তাহাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনয়ন-পূর্ব্বক কন্যাভাবে রক্ষা করিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে জন্মদাতা প্রাণদাতা ও অন্নদাতা ইহাঁরা তিন জনই পিতা হইয়া থাকেন। এই কন্যা নির্জ্জনবনে শকুন্তগণ-কর্ত্তৃক পরিবারিতা ছিলেন, এ জন্য আমি ইহার "শকুন্তলা" এই নামকরণ করিয়াছি; হে বিপ্র! শকুন্তলা এইরূপে আমার দুহিতা হইয়াছেন, এই অনিন্দিতা শকুন্তলা আমাকেই পিতা বোধ করিয়া থাকেন।

শকুন্তলা কহিলেন, হে মনুজাধিপ! পিতা আগন্তুক-মহর্ষি-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইরূপ আমার জন্মবৃত্তান্ত ঐ মহর্ষির নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন; অতএব আমাকে কণ্ব-দুহিতা বলিয়া জানিবেন; আমি জন্মদাতা পিতাকে জানি না, কণ্বকেই পিতা বোধ করিয়া থাকি; হে রাজন্! আমার জন্মবিষয়ে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল ও তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম সমুদায় বর্ণন করিলাম।

শকুন্তলোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭২॥

দুষ্মন্ত কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি যেরূপ কহিলে তাহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে তুমি রাজকুমারী; হে সুশ্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও, বল সে জন্য কি করিতে হইবে। অদ্য তোমার নিমিত্ত সুবর্ণহার, বসন, হিরণ্ময়-কুণ্ডল, নানা নগর হইতে সংগৃহীত শুভ্র শোভন মণিরত্ন ও অজিন নিষ্কাদি সকলই আহরণ করিতেছি; অদ্য সমস্ত রাজ্যই তোমার হস্তগত হউক; হে শোভনে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। হে সুন্দরি! হে ভীরু! আমাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহে বরণ কর; হে রম্ভোরু! সর্ব্ববিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব-বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! আমার পিতা ফলাহরণার্থ এই আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন, আপনি মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন, তিনি আসিয়া আমাকে আপনারে সম্প্রদান করিবেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, হে বরারোহে! আমার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ং আমাকে ভজনা কর, হে অনিন্দিতে! আমি তোমার নিমিত্তই এখানে আছি, আমার হৃদয় তোমাতেই আসক্ত হইয়াছে। দেখ আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার গতি, অতএব ধর্ম্মানুসারে আপনিই আপনাকে দান কর। ধর্ম্মানুসারে অষ্টপ্রকার বিবাহ সংক্ষেপে কথিত আছে, যথা;—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ। স্বায়ম্ভুব মনু ঐ অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে যে বিবাহ যাহার পক্ষে ধর্ম্মযুক্ত, তাহার বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিয়াছেন যে প্রথম কথিত চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত; হে অনিন্দিতে! প্রথম অবধি আনুপূর্ব্বিক কথিত ছয়প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্ম্য; রাজাদিগের রাক্ষস-বিবাহও ধর্ম্ম্য এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুর-বিবাহ ধর্ম্ম্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম গণিত পঞ্চপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম দৈব ও প্রাজাপত্য এই তিন প্রকার বিবাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম্য। আর্ষ ও আসুরবিবাহ ধর্ম্ম্য নহে এবং পৈশাচ ও আসুর-বিবাহ কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মের এই প্রকার গতি; এই বিধি অনুসারে বিবাহ কর্ত্তব্য; অতএব গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস-বিবাহ যে ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য ইহাতে আর শঙ্কা করিও না; ঐ দুই প্রকার বিবাহ পৃথক্‌রূপেই হউক বা মিশ্রিত হউক, রা-

জন্যদিগের পক্ষে বিধেয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বরবর্ণিনি! তোমাকে বিবাহ করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি এবং তোমারও ইচ্ছা আছে, অতএব গান্ধর্ব্ব-বিবাহ অনুসারে আমার ভার্য্যা হওয়া তোমার অনুচিত নহে। শকুন্তলা কহিলেন, হে প্রভো পৌরবশ্রেষ্ঠ! যদি ইহা ধর্ম্মপথানুসারী হয় এবং আত্মসমর্পণ-বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে তাহা হইলে আমার এক পণ আছে শ্রবণ করুন্। মহারাজ! আমি এই নির্জ্জনে বলিতেছি আপনি আমার নিকট সত্যরূপে প্রতিজ্ঞা করুন্ যে আমার গর্ব্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেক সেই পুত্র যুবরাজ ও আপনকার উত্তরাধিকারী হইবেক; হে দুষ্মন্ত! আমি প্রকৃতরূপে বলিতেছি, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে আপনাকে পাণিদান করিতে আমার আপত্তি নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা আর কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই শকুন্তলা-বাক্যে স্বীকৃত হইলেন, ও কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! তুমি যেমত উপযুক্ত তাহাই করিব, এবং তোমাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইব, হে সুশ্রোণি! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য করিলাম। রাজর্ষি-দুষ্মন্ত অনিন্দিতগামিনী শকুন্তলাকে এইরূপ বলিয়া যথাবিধানে পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক বিশ্বাসিতা করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন; আগমনকালে শকুন্তলাকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! আমি রাজধানীতে গমন করিয়া তোমার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী বাহিনী প্রেরণ করিব এবং সেই বাহিনী সমভিব্যাহারে তোমাকে রাজধানীতে লইয়া যাইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা শকুন্তলার নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া এই চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন যে তপোযুক্ত ভগবান্ কণ্ব আশ্রমে আসিয়া এ সমস্ত শ্রবণ করিয়া কি বলিবেন! কি করিবেন! ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎকাল পরেই মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে উপনীত হইলে শকুন্তলা লজ্জা-পরতন্ত্রা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন মহাতপা ভগবান্ কণ্ব দিব্যচক্ষুর্দ্বারা সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতমনা হইলেন ও কহিলেন, ভদ্রে! অদ্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নির্জ্জনে যে পুরুষ-সংযোগ করিয়াছ তাহাতে ধর্ম্মহানি হয় নাই, যেহেতু কথিত আছে যে ক্ষত্রিয়ের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ শ্রেষ্ঠ; নির্জ্জন স্থলে সকামা কামিনীর সহিত সকাম-পুরুষের যে মন্ত্ররহিত সংসর্গ তাহাকেই গান্ধর্ব্ববিবাহ কহে। রাজা দুষ্মন্ত ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; হে শকুন্তলে! তিনি তোমাকে ভজনা করিয়াছেন এবং তুমিও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, ইহাতে তোমার গর্ব্ভে মহাত্মা মহাবল এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক। সেই তনয় সাগরপর্য্যন্ত সমস্ত ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইবেক এবং বিপক্ষের প্রতি রণযাত্রাকালে সেই মহাত্মা-চক্রবর্ত্তীর রথচক্র কখন কোথাও প্রতিহত হইবেক না।

অনন্তর শকুন্তলা ফল ও যজ্ঞকাষ্ঠের ভার রাখিয়া মুনির পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন, পরে তাঁহাকে বিশ্রান্ত ও সুখাসীন দেখিয়া কহিলেন, হে তাত! পুরুষোত্তম রাজা দুষ্মন্তকে আমি পতিত্বে বরণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেই রাজার প্রতি ও তাঁহার সচিবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন; কণ্ব কহিলেন হে বরবর্ণিনি! আমি তোমার নিমিত্তে তাঁহার প্রতি প্রসন্নই আছি, হে শুভে! তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শকুন্তলা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পৌরবদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও রাজ্য হইতে অস্খলন যাচ্ঞা করিলেন।

শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুষ্মন্ত প্রতিশ্রুত হইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। বামোরু শকুন্তলা তিন বৎসর সম্পূর্ণ হইলে দুষ্মন্তের ঔরস-সম্ভূত প্রদীপ্ত-অনলতুল্য অপরিসীম বীর্য্যবান্ ঔ-দার্য্যগুণসম্পন্ন রূপবান্ এক কুমার প্রসব করিলেন। ধীমান্ কুমার দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিল; পুণ্যশীল ঋষি যথাবিধানে ঐ বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিলেন। শুক্ল ও তীক্ষ্ণাগ্রদন্তযুক্ত, সিংহ-সদৃশ-দৃঢ়কায়, চক্রবর্ত্তি-চিহ্ন-চক্রাঙ্কিত-করবিশিষ্ট, মহামূর্দ্ধা, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, দেবকুমার-সদৃশ সেই কুমার মুনির আশ্রমে আশু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ বলবান্ বালক ষড়্‌বর্ষ বয়ক্রমেই আশ্র-মস্থ সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ মহিষ গজ-প্রভৃতি ধরিয়া সমীপবর্ত্তি বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং ঐ সিংহ ব্যাঘ্রদিগের মধ্যে কাহারো উপর আরোহণ করিয়া কাহাকেও বা দমন করিয়া ক্রীড়া করত ভ্রমণ করিত; কণ্বাশ্রমবাসী মুনিগণ সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই বালক সকল প্রাণীকেই দমন করে, অতএব ইহার "সর্ব্বদমন" নাম থাকিল। বিক্রম তেজঃ ও বলযুক্ত বালক তদ-বধি সর্ব্বদমন নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহর্ষি কণ্ব তখন কুমারের অলোকসামান্য বল ও কার্য্য দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন যে এই বাল-কের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপস্থিত হই-য়াছে। অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা এই আশ্রম হইতে সপুত্রা শকুন্ত-লাকে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন-স্বামি-গৃহে লইয়া যাও, স্ত্রী-লোকের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা বিধেয় নহে, তাহা হইলে কীর্ত্তি চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, অতএব ইহাকে স্বামিগৃহে লইয়া যাইতে আর বিলম্ব করিও না। মহাতেজস্বী শিষ্যগণ কণ্ব ঋষির কথায় প্রতিশ্রুত হইয়া সপুত্রা শকুন্তলাকে অগ্রে করিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। সুভ্রূ শকুন্-তলাও অমর-সদৃশ-প্রভান্বিত কমললোচন স্বীয় পুত্র-কে লইয়া দুষ্মন্ত-বিদিত সেই বন হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলে সেই তরুণ-সূর্য্যতুল্য তেজস্বি-বালকের সহিত রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারী-কর্ত্তৃক রাজাকে বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণ্ব ঋষির শিষ্যগণ সমুদায় বৃত্তান্ত রাজসমীপে নিবেদন করিয়া আশ্রমের প্রতি প্রত্যাগমন করিলেন।

শকুন্তলা রাজাকে যথান্যায়ে সৎকার করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনকার এই পুত্র আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; দেবতুল্য এই পুত্র আ-পনকারই ঔরসজাত, অতএব ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন; হে পুরুষোত্তম! আপনি যেমত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তদনুযায়ী কর্ম্ম করুন; হে মহাভাগ! পূর্ব্বে আপনি কণ্ব মুনির আশ্রমে আ-মার সহিত সঙ্গমের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহা স্মরণ করুন। অনন্তর শকুন্তলার ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র নরপতি দুষ্মন্তের স্বকৃত পূর্ব্ব-কার্য্য স্মরণ হইল, তথাপি তিনি কহিতে লাগিলেন যে আমার কিছুই স্মরণ হয় না, রে দুষ্টতাপসি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তোমার সহিত আমার ধর্ম্ম অর্থ ও কাম-বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে না, অতএব তুমি এক্ষণে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও, ইচ্ছা হয় থাক, তোমার যাহা অভি-রুচি তাহাই কর।

দুষ্মন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কহিলে তপস্বিনী বরারোহা শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূতা ও অচৈত-ন্যার ন্যায় হইয়া দুঃখভরে স্থূণার ন্যায় নিস্তব্ধা রহিলেন। অভিমান ও অমর্ষভরে তাঁহার নয়ন-যুগল রক্তবর্ণ হইল, এবং ওষ্ঠপুট কম্পমান হইতে লাগিল। তখন তিনি তির্য্যক্ ভাবে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষদ্বারা তাঁহাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি রোষপরবশা হইয়াও বাহ্য আকার সংগোপন করত তপস্যা-সঞ্চিত তেজঃ সহ্য করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা-পূর্ব্বক

দুঃখ ও অমর্ষযুক্তা হইয়া ক্রোধভরে ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সমুদায় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্য-লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে "জানি না" এই কথা বলিতেছেন? এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক আপনকার অন্তঃকরণ সকলই জ্ঞাত আছে, অতএব আত্মার সাক্ষ্যদ্বারা যাহা মঙ্গলদায়ক হয় তাহা বলুন, আত্মাকে অবজ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে এক প্রকার থাকিতে বাহিরে অন্য প্রকার ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী-চৌর-কর্ত্তৃক কোন্ পাপকর্ম্ম কৃত না হয়? আপনি কি ইহা মনে করিয়াছেন যে আমি একাকী এই কর্ম্ম করিয়াছি, সঙ্গে কেহ ছিল না, কে জানিতে পারিবে? আপনি কি জানেন না যে পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক আছেন? তাঁহার নিকট পাপকর্ম্ম গোপন থাকে না; আপনি তাঁহার সাক্ষাতেই এই পাপকর্ম্ম করিতেছেন? লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে যে, কেহ ইহা জানিতে পারিল না, কিন্তু দেবগণের এবং অন্তরস্থ পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম ইহাঁরা লোকের সমুদায় চরিত্র জ্ঞাত থাকেন; সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী হৃদিস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যাঁহার প্রতি তুষ্ট থাকেন, বৈবস্বত কাল তাঁহার সমুদায় দুষ্কৃতি হরণ করেন; আর যে দুরাত্মার আত্মা তুষ্ট না হন, কাল তাহাকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করেন। যে ব্যক্তি আপনি আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়া অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন করে এবং আত্মার সাক্ষ্য প্রমাণ না করে, দেবগণ তাহার শ্রেয়োবিধান করেন না। আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিবেন না। আমি আপনকার সমাদরণীয়া ভার্য্যা স্বয়ং আসিয়াছি, এক্ষণে আপনকার সমাদর-পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তাহা করিতেছেন না; আপনি কি নিমিত্তে ইতর-লোকের ন্যায় আমাকে এই সভামধ্যে উপেক্ষা করিতেছেন? আমি কি শূন্যে চীৎকার করিতেছি? আপনি কি আমার কথা শুনিতেছেন না? হে দুষ্মন্ত! আমি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যদি আমার কথায় মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে অদ্য আপনকার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবেক। প্রাচীন কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত্তা স্বয়ং গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার পুত্ররূপে জন্ম-পরিগ্রহ করে, স্বামীর ঐ জন্মগ্রহণ-হেতুই ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তির পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র সন্তানসন্ততিদ্বারা পরলোক-প্রাপ্ত পিতামহগণকে উদ্ধার করে। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, যেহেতু তনয় পুন্নামক নরক হইতে নিস্তার করে, এ নিমিত্ত তাহাকে পুত্র বলা যায়। পুত্রদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, পৌত্রদ্বারা সেই স্বর্গবাস চিরস্থায়ী হয়, এবং প্রপৌত্রদ্বারা প্রপিতামহগণ আনন্দিত হয়েন। যিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষা তিনিই ভার্য্যা, যিনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন তিনিই ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা তিনিই ভার্য্যা, যিনি পতিব্রতা তিনিই ভার্য্যা। মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধাঙ্গ, ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যাই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মুল এবং ভার্য্যাই সংসার-নিস্তারের নিদান। যাহার ভার্য্যা আছে তাহারই ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে, যাহার ভার্য্যা আছে সেই গৃহমেধী, যাহার ভার্য্যা আছে সেই আমোদ প্রমোদে কাল-হরণ করে, যাহার ভার্য্যা আছে সেই শ্রীমান্। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা নির্জ্জন স্থানে সৎপরামর্শ-দায়ক সখা-স্বরূপ, ধর্ম্মকর্ম্মে হিতৈষি-পিতার তুল্য, পীড়িতাবস্থায় স্নেহবতী মাতার-সদৃশ এবং দুর্গম-পথে পথিক স্বামীর বিশ্রাম স্থল; অপিচ যাহার ভার্য্যা থাকে তাহাকেই সকলে বিশ্বাস করে; অতএব মনুষ্যের ভার্য্যাই পরমগতি। কোন ব্যক্তি সংসারলীলা সম্বরণ করিয়া নিরয়গামী হইলে তা-

হার উদ্ধারের নিমিত্তে কেবল পতিব্রতা ভার্য্যাই সহগামিনী হয়; পত্নী প্রথমে পরলোক গমন করিলে পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং পতি অগ্রে দেহত্যাগ করিলে সাধ্বী ভার্য্যা পশ্চাৎ তাহার অনুগামিনী হয়। হে রাজন্! যেহেতু ভর্তা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্তে পাণিগ্রহণ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে আপনা হইতে আপনিই পুত্ররূপে জন্মে, অতএব পুত্রজননী ভার্য্যাকে স্বীয় মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হন, আদর্শে-দৃষ্ট আননের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ব্ভজাত-পুত্রকে দেখিয়া জনক সেইরূপ আনন্দিত হন; ঘর্ম্মার্ত্তব্যক্তি শীতল সলিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, মানবগণ মনোদুঃখে দহ্যমান ও ব্যাধিতে আতুর হইলেও ভার্য্যাতে তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; পতি অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেও পত্নীর অপ্রিয়কর্ম্ম করা কদাচ বিহিত নহে, কারণ রতি প্রীতি ও ধর্ম্ম সমুদায়ই ভার্য্যার আয়ত্ত। রামাগণ আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র; ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা-সৃষ্টি করিতে পারেন। পুত্র যদ্যপি ধরণী-ধূলি-ধূষরিত হইয়া নিকটে আসিয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তবে তদপেক্ষা অধিকসুখ আর কি আছে? হে রাজন্! আপনকার এই পুত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সোৎসুক-নয়নে কটাক্ষদ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছে, তথাপি আপনি কি নিমিত্ত ইহাকে অবজ্ঞা করিতেছেন? দেখুন, পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও প্রসূত অণ্ড সকল রক্ষা করিয়া থাকে, নষ্ট করে না, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে ভরণপোষণ না করিবেন? শিশুসন্তান আলিঙ্গন করিলে তাহার স্পর্শ পিতার যেমন সুখকর বোধ হয়, সুকোমলবসন, সলিল ও কামিনীর স্পর্শও তাদৃশ সুখদায়ক হয় না। যেমন দ্বিপদ জন্তুর মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, এবং গরীয়ান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সুখস্পর্শের মধ্যে সুতস্পর্শই শ্রেষ্ঠ। এই প্রিয়দর্শন পুত্র আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শ করুক, যেহেতু সুতস্পর্শ হইতে সুখকর স্পর্শ আর পৃথিবীতে নাই। হে অরিন্দম-রাজেন্দ্র! তিন বৎসর পূর্ণ হইলে আমি আপনকার শোক-বিনাশক এই পুত্রকে প্রসব করিয়াছি; হে পৌরব! পূর্ব্বে সূতিকাগৃহে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, এই পুত্র শতসঙ্খ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। মানবগণ গ্রামান্তরে গমন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হয়, তখন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক-আঘ্রাণ-পূর্ব্বক মহানন্দ অনুভব করে। পুত্রের জাতকর্ম্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ বেদের এই মন্ত্র যে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন, যথা, “তুমি আমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয়জাত পুত্ররূপী আত্মা, তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হউক, হে পুত্র! আমার জীবন ও অক্ষয়বংশ তোমারই অধীন, অতএব তুমি শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া পরম সুখে কালহরণ কর।” হে রাজন্! আপনকার অঙ্গ হইতে এই দ্বিতীয় পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, নির্ম্মল সরোবরে দৃশ্যমান আত্ম-প্রতিবিম্বের ন্যায় আপনকার দ্বিতীয় আত্মা এই পুত্রের প্রতি আপনি দৃষ্টিপাত করুন। যেমন এক গার্হপত্য অগ্নি হইতে দ্বিতীয় আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আপনি এক হইয়াও আপনকার উৎপন্ন এই পুত্ররূপে স্বয়ং দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। মহারাজ! আমি যখন পিতার আশ্রমে কুমারী ছিলাম, তখন আপনি মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগানুসরণক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় অপ্সরাঃ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্না মেনকা অপ্সরাঃ দেবলোক হইতে ভূতলে আসিয়া বিশ্বামিত্র-সংসর্গে

গর্ব্ভধারণ করিয়াছিলেন। পরে সেই অসচ্চরিত্রা মেনকা হিমালয় পর্ব্বতের প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া পরের সন্তানের ন্যায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন; হা! আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে মাতাপিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিব, কিন্তু এই বালক আপনকার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ করা আপনকার উচিত নহে।

দুষ্মন্ত কহিলেন, শকুন্তলে! তোমার গর্ব্ভসম্ভূত এই বালক আমার পুত্র কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি; তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? স্ত্রীলোকেরা প্রায় মিথ্যা কহিয়া থাকে; বিশেষত তোমার জননী ব্যভিচারিণী দয়াহীনা মেনকা নির্ম্মাল্য ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয়-পৃষ্ঠে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব, ব্রাহ্মণত্বলুব্ধ, নির্দয়স্বভাব বিশ্বামিত্রও কামের বশতাপন্ন হইয়া তোমার জনক হইয়াছিলেন। যদি বল, মেনকা অপ্সরঃপ্রধানা ও বিশ্বামিত্র ঋষি শ্রেষ্ঠ, তবে তুমি তাহাদিগের অপত্য হইয়া কিপ্রকারে পুংশ্চলীর ন্যায় বাক্য কহিতেছ? এই অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিতে তোমার কি লজ্জাবোধ হয় না? বিশেষত তুমি আমার সমক্ষে এই কথা বলিতেছ; রে দুষ্ট তাপসি! এখান হইতে গমন কর। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কোথায়? সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা মেনকাই বা কোথায়? আর কৃপণা তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্র বালক হইয়াও অতিকায় ও অতি বলবান্ দৃষ্ট হইতেছে, অল্পকালের মধ্যেই এ কিরূপে শালস্তম্ভের ন্যায় এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল? তোমার জন্ম অতিশয় নিকৃষ্ট, তাহাতেই তুমি পুংশ্চলীর ন্যায় কথা কহিতেছ। মেনকা কামবশবর্ত্তিনী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে; রে তাপসি! তুমি যাহা যাহা বলিতেছ সকলই আমার অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অননুভূত; আমি তোমাকে জানি না, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর।

অনন্তর শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! পরচ্ছিদ্র সর্ষপমাত্র হইলেও দেখিতে পান, কিন্তু আপনার বিল্বপরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখেন না। হে দুষ্মন্ত! মেনকা ত্রিদশগণেই রতা এবং ত্রিদশগণ মেনকাতেই অনুরক্ত; অতএব আপনার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট। হে রাজেন্দ্র! মেরু ও সর্ষপের ন্যায় আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ দেখুন, আপনি ভূতলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করি। হে নৃপ! আমার কত প্রভাব দেখুন, আমি মহেন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ ইহাঁদের ভবনে গমন করিতে পারি। হে অনঘ! একটি সত্য প্রবাদ এই আছে, আমি নিদর্শনার্থ আপনার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতেছি, দ্বেষ করিয়া বলিতেছি না, অতএব আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন; বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে আত্মমুখদর্শন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্য ব্যক্তি হইতে রূপবান্ বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু যখন আদর্শে আত্ম মুখ বিকৃত দেখিতে পায়, তখন আপনাতে ও অন্যব্যক্তিতে যে কত প্রভেদ, তাহা জানিতে পারে। অতিশয় রূপসম্পন্ন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করে না; অধিক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকে কেবল নিন্দক বা পর-পীড়াদায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। শূকর যেমন সমুদায় বস্তুর মধ্যে কেবল পুরীষ গ্রহণ করে, তদ্রূপ মূর্খব্যক্তি বক্তার শুভ ও অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল অশুভ বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকে; আর হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বক্তার শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল গুণযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুলোক অন্যের নিন্দা করিলে যেমত সন্তপ্তহৃদয় হন, দুর্জ্জন অন্যের নিন্দা করিয়া সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে। সাধু-

লোক বৃদ্ধলোকের সম্মান করিয়া যেমত সন্তুষ্ট হন, দুর্জ্জন ব্যক্তি সজ্জনের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইয়া থাকে। মূর্খেরা দোষ কাহাকে বলে তাহা জানে না, অথচ পরের দোষানুদর্শী হইয়া সুখে কাল হরণ করে ; তাহারা যে দোষে পণ্ডিতগণকর্তৃক নিন্দনীয় হয়, পণ্ডিতদিগকে সেই দোষে নিন্দনীয় বলিয়া থাকে। পরন্তু ইহা অপেক্ষা লোকে আর হাস্যকর বস্তু কি আছে যে, স্বয়ং দুর্জ্জন হইয়া সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া তিরস্কার করে। যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও ভীত হয়, ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি স্বয়ং আত্মস্বরূপ সন্তান উৎপাদন করিয়া স্বীকার না করে, দেবগণ তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন ও তাহার স্বর্গভোগ হয় না। পিতৃগণ পুত্রকে বংশ ও আত্মীয়বর্গের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ এবং সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব এতাদৃশ পুত্রকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভগবান্ মনু, ঔরস, ক্ষেত্রজ, কানীন, গূঢ়জ ও সহোঢ় এই পঞ্চ প্রকার পুত্র স্বপত্নী-গর্ভসম্ভূত এবং অপবিদ্ধ, ক্রীত, বিবর্দ্ধিত প্রভৃতি সাত প্রকার পুত্র অন্যোৎপন্ন, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে নৃপশার্দ্দূল! ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনের প্রীতিবর্দ্ধন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মরূপ তরী হইয়া পিতৃলোককে নরক হইতে উদ্ধার করে, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন না। হে পৃথিবীপতে! সত্য ধর্ম্ম ও আত্মাকে রক্ষা করুন্। হে নরেন্দ্রসিংহ! এ বিষয়ে আপনকার কাপট্য করা উচিত নয় ; দেখুন, শত শত কূপ-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক বাপী-প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, শত শত বাপী-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক যজ্ঞ করণ শ্রেষ্ঠ, শত শত যজ্ঞ অপেক্ষা এক পুত্র শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্র অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠা। যদি তুলাদ্বারা একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও একদিকে সত্যনিষ্ঠা ধারণ করিয়া পরিমাণ করা যায়, তাহা হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা গুরুতরা হয়। হে রাজন্! সকল বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন এক সত্য বাক্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই এবং মিথ্যা অপেক্ষাও তীব্রতর পাপ আর কিছুই নাই। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম ও সত্যই পরমনিয়ম। হে নৃপতে! আপনি আমার নিকটে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা অতিক্রম করিবেন না, আপনকার সত্য সঙ্গত হউক। পরন্তু যদি আপনকার মিথ্যাতেই আসক্তি হইল, সুতরাং আমার ঐ সত্য কথায় আপনি স্বয়ং বিশ্বাস না করিলেন, তবে আমি আপনিই চলিয়া যাইতেছি, আপনকার সহিত আমার মিলনের প্রয়োজন নাই। হে দুষ্মন্ত! আপনি গ্রহণ না করিলেও আমার এই পুত্র শৈলরাজে অলঙ্কৃতা এই পৃথিবী চতুঃসাগর-পর্য্যন্ত শাসন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা এই সমস্ত কহিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে-পরিবৃত রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই আকাশবাণী হইল "হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মকোষ-স্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; অতএব পুত্রকে ভরণপোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না ; হে নরদেব! স্ববীর্য্যসম্ভূত সন্তান শমন-সদন হইতে উদ্ধার করে ; এ পুত্রটি তোমার কি না এরূপ সংশয় করিও না, তুমিই এই গর্ভাধান করিয়াছ, শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, সকলই সত্য। হে দুষ্মন্ত! আপনার অঙ্গ দ্বিধাকৃত হইয়া জায়াগর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ; অতএব শকুন্তলা-গর্ভসম্ভূত স্বকীয় পুত্রকে ভরণ কর। হে পৌরব! জীবিত তনয়কে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়; শকুন্তলা-গর্ভজাত এই মহাত্মা দুষ্মন্ততনয়কে ভরণ কর; আমাদের বচনানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ করিতে হইবেক, এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবেক।"

পূরুকুলোদ্ভব রাজা দুষ্মন্ত ঐরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পুরোহিত ও অমাত্যগণকে কহিলেন, আপনারা এই দেব-দূতের বাক্য শ্রবণ করুন, এবং আমিও ঐরূপই জানি যে, এই পুত্র আমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদ্যপি আমি শকুন্তলার বাক্যানুসারেই আত্ম-তনয়কে গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে প্রজাগণ এই সংশয় করিত যে, এই পুত্র শুদ্ধ না হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! তখন রাজা দেবদূত-দ্বারা পুত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া হৃষ্ট ও মুদিত-চিত্তে আহ্বান-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর প্রীতিযুক্ত ও প্রমোদান্বিত হইয়া কুমারের পিতৃ-কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন-পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিয়া স্নেহ প্রকাশ করত আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল; রাজা পুত্রস্পর্শ লাভ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। পরে ধর্ম্মানুসারে পতিব্রতা-ভার্য্যাকে সম্মান করত সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে যে বিবাহ করিয়াছি তাহা লোকে কেহ অবগত নহে, এজন্য তোমার বিশুদ্ধির নিমিত্তে আমি এরূপ আচরণ করিলাম এবং লোকে এরূপ মনে করিতে পারে যে, কেবল সুখাভিলাষেই ইহাদের সঙ্গম হইয়াছিল, বিবাহ হয় নাই, এই অবৈধোৎপন্ন-পুত্র রাজ্যাধিকারী হইল; এই লোকাপবাদ নিরাকরণের নিমিত্তেই এরূপ আচরণ করিলাম; প্রিয়ে বিশালাক্ষি! তুমি কোপিতা হইয়া আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে শুভে! তুমি আমার প্রণয়িনী এজন্য তৎসমুদায় ক্ষমা করিলাম। হে ভারত! রাজর্ষি দুষ্মন্ত প্রিয়তমা মহিষী শকুন্তলাকে ঐরূপ কহিয়া অন্ন, পান ও বস্ত্রাদিদ্বারা সমাদরের সহিত তাঁহার সম্মান করিলেন। পরে শকুন্তলা-গর্ব্ভসম্ভূত তনয়কে "ভরত" এই নাম দিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি সেই ভরত-মহাত্মার প্রদীপ্ত, অজেয়, দিব্য ও লোক-বিখ্যাত মহৎ-চক্র প্রবর্ত্তিত হইল; তিনি মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া বশবর্ত্তী করিলেন, এবং সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাঁহার উত্তম যশ ভূমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইল, তিনি প্রতাপবান্ সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী হইলেন, এবং দেবরাজ-ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট যাগ করাইয়াছিলেন। সেই শ্রীমান্ ভরত গোবিতত-নামক-অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে ভগবান্-কণ্বঋষিকে সহস্র পদ্মসংখ্যক ধন প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ভারতী কীর্ত্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে, এবং তাঁহা হইতেই এই ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ভরতের বংশে যেসকল দেবতুল্য মহৌজাঃ ব্রহ্মকল্প বহুসংখ্য রাজসত্তম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারত নামে বিশ্রুত হইয়াছেন; তাঁহাদের সমুদায়ের নাম অপরিমেয়। হে ভারত! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, মহাভাগ্য, দেবকল্প ও সত্যার্জ্জব-পরায়ণ, তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন করিব।

আদিপর্ব্বে চতুঃসপ্ততি অধ্যায় শকুন্তলোপাখ্যান সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অনঘ! প্রজাপতি দক্ষ, বৈবস্বতমনু, ভরত, কুরু, পূরু, আজমীঢ়, যাদব, ও সমস্ত কৌরবগণের পবিত্র, মহৎ-স্বস্ত্যয়ন, ধন্য, যশস্য এবং আয়ুষ্য বংশ এ সমস্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তন করি। প্রচেতার দশ পুত্র; তাঁহারা সকলেই তেজোদ্বারা উদ্দীপ্ত মহর্ষিসম-তেজস্বী, সাধু ও পুণ্য-জন; তাঁহাদের মুখজ অগ্নিদ্বারা পূর্ব্বে বৃক্ষৌষধি সমস্ত দগ্ধ হইয়াছিল। ঐ দশ জন হইতে প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজাসৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! সেই দক্ষই লোক-পিতামহ। প্রাচেতস মুনি দক্ষ বীরিণী নাম্নী পত্নীর সহযোগে আত্মতুল্য

সংশিতব্রত সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। নারদ ঋষি দক্ষ-সম্ভূত সেই সহস্র পুত্রকে মোক্ষসাধন অনুত্তম সাঙ্খ্যজ্ঞান শিক্ষা করাইলেন। হে জনমেজয়! পরে সেই দক্ষপ্রজাপতি বহু প্রজা সৃষ্টির মানসে পঞ্চাশৎ কন্যাকে পুত্রিকা করিলেন। সেই পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে দশ কন্যা ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে, সময়-প্রয়োজিকা সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী অদিতি জ্যেষ্ঠা ছিলেন; ঐ অদিতি মরীচি-নন্দন কশ্যপের সহযোগে বীর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিবস্বান্-সূর্য্যকে প্রসব করিলেন। বিবস্বান্-সূর্য্যের মনু নামক এক ধীমান্ পুত্র জন্মিলেন; তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র-নিয়ন্তা ছিলেন। ঐ বিবস্বান্ হইতেই মনুর কনিষ্ঠ প্রভু-বৈবস্বত যম জন্মগ্রহণ করেন। মনু অতিশয় ধীমান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহা হইতেই এই মানববংশ প্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিগণ সেই মনু হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্তে তাঁহারা মানব বলিয়া বিখ্যাত হইলেন; হে মহারাজ! অনন্তর ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের সহিত সঙ্গত হইলেন। যাবতীয়গণের মধ্যে মনুজ ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গবেদ ধারণ করিলেন। মনুর বেন, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারূষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ এই নয় পুত্র ও ইলা নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই পৃথিবীতে ঐ মনুর পঞ্চাশৎ পুত্র হইয়াছিল, শুনিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর বিদ্বান্ পুরূরবা ইলা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, ইলাই পুরূরবার মাতা ও পিতা ছিলেন। মহাযশা পুরূরবা মানুষ হইয়াও অমানুষ অনুচরবর্গে-পরিবৃত হইয়া মহাসাগরস্থ ত্রয়োদশ দ্বীপে আধিপত্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিগ্রহ করিলেন, তাহাতে বিপ্রগণ আর্ত্তস্বরে রোদন করিলেও তাঁহাদের রত্ন সমস্ত হরণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মলোক হইতে সনৎকুমার আসিয়া তাঁহাকে শ্রুতিসম্মত উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাও তিনি গ্রহণ করিলেন না, তাহাতে মহর্ষিগণ একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি শাপ প্রদান করিলেন; বলগর্ব্বিত লোভান্বিত রাজা শাপগ্রস্ত হইবামাত্র হতচেতন হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইলেন। ঐ বিরাজমান পুরূরবা উর্ব্বশীর সহিত গন্ধর্ব্বলোক হইতে ক্রিয়ার নিমিত্ত যথাবিহিত দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন প্রকার অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐল-পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ব্ভে ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহাদের নাম আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, ও শতায়ু। আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানু-কন্যার গর্ব্ভে নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, রাজি, গয় ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল; আয়ুর তনয় নহুষ ধীমান্ ও সত্যপরাক্রম ছিলেন; হে পৃথিবীপতে! তিনি উত্তম ধর্ম্মানুসারে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন; নহুষ পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, বিপ্রগণ ও গন্ধর্ব্ব সর্প রাক্ষস ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণকে পালন করিয়াছিলেন; তিনি স্বভুজবীর্য্যে দস্যুদল বিনাশপূর্ব্বক ঋষিগণকে করপ্রদ করিয়াছিলেন, এবং একদা ঐ ঋষিগণকে পশুবৎ বাহন করিয়াছিলেন; তিনি তেজঃ, তপস্যা, বল ও বিক্রমদ্বারা দেবগণকে অভিভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার যতি যযাতি, সংযাতি, আয়াতি, অযতি ও ধ্রুব, প্রিয়বাদী এই ছয় পুত্র জন্মিয়াছিল। যতি যোগ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মুনি হইয়াছিলেন।

সত্যপরাক্রম নহুষ-তনয় যযাতি সম্রাট্ হইলেন; তিনি পৃথিবীপালন-পূর্ব্বক বহুযাগ করিয়াছিলেন, এবং প্রয়ত হইয়া অতিশয় ভক্তিপূর্ব্বক দেবগণকে ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিতেন। অজেয় যযাতি সমস্ত প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; হে মহারাজ! দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে তাঁহার সর্ব্ব-

গুণসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধারী পুত্রগণ জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু জন্মিলেন, দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু ইহাঁরা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! যযাতি বহুবৎসর ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া অবশেষে রূপনাশিনী মহাঘোরা জরা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল; হে ভারত! তখন রাজা জরাভিভূত হইয়া যদু, পূরু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু এই পঞ্চ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি যুবা হইয়া যুবতিগণের সহিত অভিলষিত সম্ভোগ-পূর্ব্বক বিহার করিতে ইচ্ছা করি, হে পুত্রগণ! তোমরা তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। অনন্তর দেবযানী-গর্ব্ভসম্ভূত জ্যেষ্ঠ পুত্র কহিলেন, আমাদের যৌবনদ্বারা আপনকার কি কার্য্য নিষ্পাদন করিতে হইবেক, বলুন। যযাতি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা বিষয় ভোগ করি। হে পুত্রগণ! আমি দীর্ঘসত্রে দীক্ষিত ছিলাম, তৎকালে মুনি শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; তাহাতেই আমার এই কামার্থ পরিহীন হইয়াছে, তন্নিমিত্তে আমি অতিশয় সন্তাপিত হইতেছি, অতএব তোমাদিগের মধ্যে কোন একজন আমার এই জরাগ্রস্ত শরীরদ্বারা রাজ্যশাসন করুক, আমি পুনর্ব্বার যুবা হইয়া অভিনব শরীরদ্বারা অভিলষিত ভোগ করি।

যদুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কেহই তাঁহার জরা গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র সত্য-বিক্রম পূরু তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অভিনব-শরীরে বিচরণ করুন, আপনকার আজ্ঞানুসারে আমি জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যপালন করিতেছি। পূরু এই কথা কহিলে রাজর্ষি যযাতি তপস্যা ও বীর্য্য-বলে ঐ মহাত্মা-পুত্রেতে জরা সঞ্চারিত করিলেন। রাজা স্বীয় পুত্র পূরুর যৌবন লাভ করিয়া যুবা হইলেন, পূরু যযাতির বার্দ্ধক্য গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অপরাজিত নৃপশার্দ্দূল যযাতি বর্ষ সহস্রান্তেও শার্দ্দূল-সদৃশ বিক্রমশালী থাকিলেন এবং দুই পত্নীর সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্বাচীর সহিত কুবেরের উপবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাযশা যযাতি এরূপ করিয়াও সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হইলেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই মহাত্মা এই গাথা কীর্ত্তন করিলেন, যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নির উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়, তদ্রূপ কাম্যবস্তু সম্ভোগদ্বারা কামের নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইতেই থাকে। রত্ন সম্পূর্ণা পৃথিবী, সুবর্ণ, পশু ও বনিতা, এ সমস্ত বস্তু এক জনের উপভোগ্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। যখন কোন ব্যক্তি কামনা-পূরণার্থে কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি কদাচিৎ পাপাচরণ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যখন কোন ব্যক্তি কিছুতেই ভীত না হন, ও তাঁহা হইতে কেহ ভয় প্রাপ্ত না হয় এবং তিনি কোন কাম্য বস্তুর অভিলাষ ও কাহারো প্রতি দ্বেষ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। হে নৃপ! মহাপ্রাজ্ঞ যযাতি এইরূপে কামের তুচ্ছতা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনঃ-সমাধান-পূর্ব্বক পুত্রের নিকট হইতে পুনর্ব্বার স্বীয় জরা গ্রহণ করিলেন; তিনি অভিলষিত-সম্ভোগে তৃপ্ত না হইয়াই পুত্র পূরুকে যৌবন প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, তোমা হইতেই আমি পুত্রবিশিষ্ট হইয়াছি, তুমিই আমার বংশধর পুত্র, এই বংশ তোমার নামেই খ্যাত অর্থাৎ লোকে পৌরববংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নৃপশার্দ্দূল যযাতি পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে উত্তমরূপে তপস্যার অনুষ্ঠান করত মহা তপস্বী হইয়া বহুকাল অতীত করিলেন, পরিশেষে তিনি দারার সহিত অনশন ব্রতে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ গমন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! প্রজাপতি হইতে দশমসংখ্যায় পরিগণিত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ যযাতি পরম দুর্ল্লভা শুক্রতনয়াকে কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, অপিচ আপনি পৃথক্ পৃথক্ বংশকর রাজাদিগেরও আনুপূর্ব্বীক্রমে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পূর্ব্বকালে দেবরাজ-সম-তেজস্বী নৃপতি যযাতিকে শুক্র ও বৃষপর্ব্বা যেরূপে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এবং নহুষতনয় যযাতির সহিত দেবযানীর যেরূপে মিলন হইয়াছিল,তাহা আপনার নিকট কহিতেছি শ্রবণ করুন।

এই সচরাচর ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি-বিষয়ে সুরগণ ও অসুরগণের পরস্পর স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক মহা দ্বন্দ্ব হইতে আরম্ভ হইল; দেবগণ জিগীষা-হেতু রাজ্য-কার্য্যের নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র মুনি বৃহস্পতিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন, অসুরগণও শুক্রকে বরণ করিল; সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বয় নিত্য পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতেন। দেবগণ যুদ্ধস্থলে উপস্থিত যেসকল দানবগণকে বিনাশ করিতেন, শুক্র বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জীবিত করিতেন; কিন্তু অসুরগণ সমরে যেসকল সুরগণকে নিপাত করিত,উদারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ বীর্য্যবান্ শুক্র যে সঞ্জীবনী বিদ্যা অবগত ছিলেন, বৃহস্পতি তাহা জানিতেন না; ইহাতে দেবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দেবতারা কবিপুত্র-উশনা হইতে অতিশয় ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, রক্ষা কর, তুমি আমাদের সাহায্য কর। অমিততেজা ব্রাহ্মণ শুক্রের যে সঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, তাহা শীঘ্র আহরণ কর, আমরা তোমাকে যজ্ঞাংশ ভাগী করিব; তুমিই বৃষপর্ব্ব সমীপে সেই ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে, তিনি দানবগণকে রক্ষা করেন, দেবতাদিগকে রক্ষা করেন না; তোমার অল্প বয়স, একারণ তুমি শুক্রকে আরাধনা করিতে পারিবে এবং তুমিই সেই মহাত্মার দয়িতা কন্যা দেবযানীকে উপাসনা করিতে পারিবে; এ বিষয়ে সমর্থ তোমা ব্যতীত অন্য কেহই নাই; দেবযানী তোমার শীলতা, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, আচার ও দমদ্বারা পরিতুষ্টা হইলে তুমি সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর বৃহস্পতিসুত কচ "তথাস্তু" এই কথা বলিয়া দেবগণ-কর্তৃক পূজিত হইয়া বৃষপর্ব্বার সমীপে গমন করিলেন।

হে রাজন্! দেব-প্রেষিত সেই কচ ত্বরা-পূর্ব্বক গমন করিয়া অসুররাজের পুরীমধ্যে শুক্রকে দেখিয়া কহিলেন, আমি ঋষি অঙ্গিরার পৌত্র, এবং বৃহস্পতির ঔরস-পুত্র, আমার নাম কচ; আপনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন; হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে গুরু স্বীকার করিয়া সহস্রবৎসর পরম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব; আপনি অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বাক্য স্বীকার করিলাম, তুমি আমার সমাদরের পাত্র; তোমাকে সমাদর করিব ইহাতে বৃহস্পতিও পূজিত হইবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কচ কবিপুত্র শুক্রের আদেশানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন; হে ভারত! কচ সেই ব্রতকাল প্রাপ্ত হইয়া উপাধ্যায় শুক্র ও দেবযানীকে আরাধনা করিতে লাগিলেন; যুবা কচ শুক্রকে সন্তুষ্ট করিয়া গীত, নৃত্য ও বাদ্যদ্বারা, পুষ্প ফলপ্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যদান-দ্বারা এবং ভৃত্যবৎ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা-দ্বারা যুবতী দেবযানীর সন্তোষ-সম্পাদন করিতে লাগিলেন। দেবযানীও ঐ নির্জ্জন পুরমধ্যে গীত ও লালিত্য-দ্বারা নিয়মব্রতধারী সেই ব্রাহ্মণ-তনয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; এই রূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে করিতে কচের পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল।

অনন্তর এক দিবস তিনি নির্জ্জন বনে একাকী গো রক্ষা করিতেছেন, এমত সময় দানবগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ইনি বৃহস্পতির পুত্র কচ, ইহা জানিতে পারিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্যা রক্ষার নিমিত্তে এবং বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিল; পরে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরদিগকে প্রদান করিল। হে ভারত! তদনন্তর গো সকল পালক-রহিত হইয়া স্ব নিকেতনে প্রতিনিবৃত্ত হইলে দেবযানী দেখিলেন যে গোগণ বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, কিন্তু কচ আসিলেন না, তখন তিনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া পিতাকে কহিলেন, হে প্রভো পিতঃ! সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, আপনকার অগ্নিহোত্র আহুত হইল, এবং গো সকল পালক-রহিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, কিন্তু কচকে দেখিতে পাইলাম না; হে তাত! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে কচ মৃত কিম্বা হত হইয়াছেন; আমি সত্য বলিতেছি যে, কচ বিনা জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, “হে কচ! আগমন কর, তুমি মৃত হইয়াছ, আমি তোমাকে সঞ্জীবিত করিতেছি,” এই বলিয়া মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ-পূর্ব্বক কচকে আহ্বান করিলেন। কচ আহূত হইবামাত্র বৃকগণের শরীর ভেদ করত বিনির্গত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দেবযানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এত বিলম্ব করিলে? কচ উত্তর করিলেন, হে ভাবিনি! আমি সমিধ্-কাষ্ঠভার ও কুশাদি গ্রহণ করিয়া আসিবার সময় অতিশয় শ্রান্ত হওয়াতে এক বটবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলাম এবং গোগণও সেই বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়াছিল। অসুরগণ সেই স্থলে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র কচ, এই কথা বলিবামাত্র দানবগণ আমাকে বিনাশ করত খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরগণকে প্রদান-পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। হে ভদ্রে! মহাত্মা-ভার্গব সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ-পূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিলে আমি কোনপ্রকারে জীবিত হইয়া এখানে তোমার সমীপে আসিয়াছি; অপিচ শুক্রকন্যা-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কচ ইহাও কহিলেন “হা! আমি হত হইয়াছিলাম।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ কচ পুনর্ব্বার দেবযানীর নিদেশানুসারে পুষ্প আহরণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। দানবগণও পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক সমুদ্র-সলিলে মিশ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বহুক্ষণ না আসিতে দেখিয়া পিতাকে তাহা নিবেদন করিলেন; তাহাতে বৃহস্পতি-পুত্র পুনর্ব্বার শুক্র-কর্ত্তৃক বিদ্যাবলে আহূত হইয়া আগমন-পূর্ব্বক তত্তৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর অসুরগণ তৃতীয়বার তাঁহাকে ঐরূপ দেখিতে পাইয়া দগ্ধ ও চূর্ণ করত সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই শুক্রকেই প্রদান করিল। পরে দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে কহিলেন, তাত! আমি কচকে পুষ্পাহরণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম, এখনও আসিতে দেখি না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তিনি হত বা মৃত হইয়াছেন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, সেই কচ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিব না। শুক্র কহিলেন পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ মৃত হইয়াছে; আমি বিদ্যাদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে বাঁচাই, তথাপি অসুরগণ বধ করে, আমি কি করিব? দেবযানি! তুমি শোক করিও না, রোদন করিও না; তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী নারী কোন নশ্বর ব্যক্তির নিমিত্তে কখন শোক প্রকাশ করে না; দেখ, তোমার প্রভাবে ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার ও অসুরগণ, সমস্ত-জগৎ তোমার উপাসনা-প্রত্যাশায় প্রণত হইয়া থাকে, অতএব তোমার শোকের বিষয় কি? সেই ব্রাহ্মণকে জীবিত রক্ষা করা আমার অশক্য হইয়াছে; কারণ, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সঞ্জীবিত করি-

লেও অসুরগণ পুনঃ পুনঃ বধ করে। দেবযানী কহিলেন, বৃদ্ধতম অঙ্গিরা যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, এতাদৃশ ঋষিপৌত্র ও ঋষিপুত্র সেই কচের নিমিত্ত কেন শোক করিব না? কেনই বা রোদন করিব না? আহা! তিনি ব্রহ্মচারী তপোধন ছিলেন, তিনি কর্ম্মে সদা উৎসাহান্বিত ও দক্ষ ছিলেন; হে তাত! আমি আর ভোজন না করিয়া সেই কচের পথেই গমন করিব; কারণ, কচের আভিরূপ্য আমার অতিশয় প্রিয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কবিসুত মহর্ষি শুক্রাচার্য্য দেবযানী-কর্ত্তৃক এইরূপে উত্তেজিত হইয়া ক্রোধপূর্ব্বক দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন, অসুরগণ নিশ্চয় আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিয়া থাকে, নতুবা আমার শিষ্যেরা আগমন করিলে তাহাদিগকে তাহারা কি নিমিত্তে বধ করে? ক্রূরাত্মা অসুরগণ আমাকেই ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী করিতেছে ও নিরন্তর আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; ব্রহ্মহত্যা কাহাকে না দগ্ধ করে? ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে, এ পাপের কি ধ্বংস আছে? অনন্তর তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা কচকে আহ্বান করিলে কচ গুরুর জঠরে থাকিয়া গুরুহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ উত্তর দিলেন। তাহাতে শুক্র কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি কোন্ পথদ্বারা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া আছ, তাহা বল। কচ কহিলেন, হে গুরো! আপনকার প্রসাদে আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, যাহা যেরূপে হইয়াছে তাহা সকলই স্মরণ আছে, পাছে আমাকে গুরুর উদর বিদারণ-জন্য পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয় ও তপস্যার ক্ষয় হয়, এ নিমিত্তে জঠরবাস-জন্য ঘোর ক্লেশ সহ্য করিতেছি; হে কাব্য! অসুরগণ আমাকে বধ ও দগ্ধ এবং চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করণ-পূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু হে বিপ্র! আপনি থাকিতে আসুরীমায়া কিপ্রকারে ব্রাহ্মী-মায়াকে অতিক্রম করিবে? তখন শুক্র দেবযানীকে কহিলেন, বৎসে দেবযানি! এক্ষণে কিরূপে তোমার প্রিয় অনুষ্ঠান করি? আমার বিনাশ হইলে কচ জীবিত হইতে পারে, কারণ কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে আছে; আমার উদর বিদারণ ব্যতীত নির্গত হইতে পারিবে না। দেবযানী কহিলেন, কচের নাশ ও আপনার উপঘাত এই অগ্নিতুল্য দুই শোকই আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; কচের বিনাশ হইলে কুশলে থাকিব এমত নহে, আপনকার কোন উপঘাত হইলেও আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তখন শুক্র কচকে কহিলেন, হে বৃহস্পতি-পুত্র কচ! তুমি বৃহস্পতির পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ও দেবযানীতে অনুরক্ত আছ, এবং দেবযানীও তোমাকে ভজনা করিতেছে, এমত স্থলে যদি তুমি কচরূপী ইন্দ্র না হও তবে অদ্য এই সঞ্জীবনী বিদ্যা তোমাকে দিতেছি, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও; কেবল ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি আমার উদরে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া নির্গত হইতে পারে না, অতএব তুমি এই বিদ্যা লাভ কর, আমি তোমার জীবন প্রদান করিতেছি; হে তাত! আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ও পুত্রস্বরূপ হইয়া আমাকে জীবিত কর, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করত কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিও, কৃতঘ্ন হইও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণ কচ গুরুর নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিয়া পূর্ণিমার দিবস সূর্য্য অস্তগত হইলে পূর্ণচন্দ্র যেমন প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায় শুক্রের কুক্ষি ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ নির্গত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরাশি শুক্রকে হত ও পতিত দেখিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাঁহাকে জীবিত ও উত্থাপিত করিয়া সেই সিদ্ধ সঞ্জীবনী বিদ্যাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, যখন আমি বিদ্যা-বিহীন ছিলাম, তখন যিনি আমার শ্রোত্রে বিদ্যারূপ-অমৃত নিষেক করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে

পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। যেব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, সে কখন গুরুর বিদ্রোহাচরণ করে না; যাহারা বিদ্যালাভ করিয়া উৎকৃষ্টতম সত্যের উপদেষ্টা ও নিধির নিধি এবং অর্চ্চনীয় গুরুর সমাদর না করে, তাহারা ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিশেষে নিরয়গামী হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান শুক্র সুরাপান-দ্বারা মত্ত ও বঞ্চনা প্রাপ্ত হওয়াতেই কচকে তৎ সমভিব্যাহারে পান করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া সুরাপানে সংজ্ঞা-নাশ-রূপ অতি ঘোর দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন। তখন স্বয়ং সুরাপানের প্রতি ক্রুদ্ধ সেই মহানুভাব উশনা ব্রাহ্মণগণের হিত কামনায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি যে ব্রাহ্মণ মোহহেতু সুরাপান করিবেক, সেই মন্দবুদ্ধি-ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচ্যুত ও ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত এবং ইহলোকে ও পরলোকে গর্হিত হইবেক। আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম, ইহা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ ও গুরুশুশ্রূষুলোকেরা সকলে শ্রবণ করুন। অপ্রমেয়, তপোনিধির নিধি ও মহানুভাব শুক্র সুরার প্রতি এই অভিশাপ-বাক্য বলিয়া দৈববিমূঢ়-বুদ্ধি দানবগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, দানবগণ! তোমাদিগকে বলিতেছি শুন, তোমরা অতিশয় মূর্খের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, এই মহাত্মা-ব্রাহ্মণ কচ এক্ষণে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, আমার নিকট থাকিবেন, ইনি এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও আমার সহিত তুল্য-প্রভাব হইলেন। ভার্গব এতাবন্মাত্র কহিয়া বিরত হইলে দানবগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বস্ব নিকেতনে গমন করিল। অনন্তর কচ গুরু-সন্নিধানে সহস্র বৎসর বাস করিয়া পশ্চাৎ গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে ষট্‌সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কচের গুরুকুল-বাস-ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাপ্ত হইলে তিনি গুরুর নিকট বিদায় হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছেন, এমত সময় দেবযানী তাঁহাকে কহিলেন, হে অঙ্গিরা-ঋষির পৌত্র! তুমি শীলতা, আভিজাত্য বিদ্যা, দম ও তপস্যাদ্বারা প্রদীপ্ত এবং মহাযশা মহর্ষি অঙ্গিরা যেমত আমার পিতার মান্য, সেইরূপ বৃহস্পতিও আমার মান্য ও পূজ্য; ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা বলিতেছি, হে তপোধন! শ্রবণ কর, তুমি যখন ব্রতস্থ ও নিয়মান্বিত ছিলে, তখন তোমাতে আমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা জ্ঞাত আছ, এক্ষণে তুমি ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে তোমার অনুগতা এই নারীকে ভজনা করা উপযুক্ত হয়, অতএব যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। কচ কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার পিতা ভগবান্ শুক্র যেমত আমার পূজ্য ও মান্য, সেইরূপ তুমিও আমার পূজনীয়া হইয়াছ; হে ভদ্রে! তুমি আমার গুরু মহাত্মা-ভার্গবের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা কন্যা, অতএব তুমি আমার গুরুকন্যা হেতু ধর্ম্মত সদা পূজ্যতমা হইয়াছ। হে দেবযানি! তোমার পিতা শুক্র আমার গুরু; তিনি যেমত সর্ব্বদা আমার মান্য, তুমিও সেইরূপই আমার মান্যা, এস্থলে আমাকে এরূপ বলা তোমার উচিত নয়। দেবযানী কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তুমি আমার গুরুপুত্রের পুত্র, আমার পিতার পুত্র নও, একারণে তুমিও আমার পূজ্য ও মান্য হইয়াছ, হে কচ! যখন অসুরেরা পুনঃ পুনঃ তোমার প্রাণ সংহার করিয়াছিল, তদবধি তোমার প্রতি আমার যে কতদূর প্রীতি, এবং সৌহার্দ্দ ও অনুরাগ প্রকাশদ্বারা তোমার প্রতি যে আমার কত ভক্তি তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ, অদ্য একবার স্মরণ করিয়া দেখ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ভক্তিশীলা ও নিরপরাধিনী, আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। কচ কহিলেন, হে শুভব্রতে! অনিয়োক্তব্য কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত

করিতেছ, ইহা উপযুক্ত নহে, হে সুভ্রু! হে শুভে! আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি গুরু অপেক্ষাও আমার গুরুতরা হইতেছ, হে ভদ্রে! বিশালাক্ষি! চন্দ্রমুখি! ভাবিনি! সুমধ্যমে! ইহাও বিবেচনা কর, তুমি কাব্যের যে কুক্ষিতে বাস করিয়াছিলে, আমিও সেই কুক্ষিতে বাস করিয়াছি, ইহাতে ধর্ম্মত তুমি আমার ভগিনী হইয়াছ, অতএব পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না। হে ভদ্রে! আমি তোমার নিকট পরমসুখে ছিলাম, কখন দুঃখ পাই নাই, এক্ষণে গমন করিব, তোমার নিকট বিদায় লইতেছি, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার পথে মঙ্গল হয়। ধর্ম্মের অবিরোধে কথাবসরে আমাকে স্মরণ করিও, এবং সাবধানা ও উৎসাহান্বিতা হইয়া আমার গুরুকে নিত্য আরাধনা করিও। দেবযানী কহিলেন, কচ! আমি ধর্ম্ম কামার্থে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার এই সঞ্জীবনী-বিদ্যা সিদ্ধা হইবেক না। কচ কহিলেন, আমি তোমাকে গুরুপুত্রী বলিয়াই প্রত্যাখ্যান করিলাম, অন্য কোন দোষ ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই, বিশেষতঃ এবিষয়ে গুরু আমাকে অনুজ্ঞা দেন নাই, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা শাপ প্রদান কর; হে দেবযানি! ঋষিদিগের যে ধর্ম্ম, তদনুসারে আমি ব্যবহার করাতে ধর্ম্মত আমি শাপের যোগ্য নহি, কিন্তু তুমি কামবশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে শাপ দিলে, অতএব তোমার কামনা পরিপূর্ণ হইবেক না—কোন ঋষিপুত্র কখন তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি যে শাপ দিলে যে আমার ঐ বিদ্যা সফলা হইবেক না, তাহা সত্যই হইবেক, পরন্তু আমি যাহাকে সে বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, তাহার সে বিদ্যা অবশ্য সফলা হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ কচ দেবযানীকে এইরূপ কহিয়া ত্বরায় ত্রিদশাধিপতির আলয়ে গমন করিলেন। ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বৃহস্পতির প্রতি প্রীতিপূর্ব্বক নেত্রপাত করত কচকে কহিলেন, যে, তুমি আমাদের পরমাদ্ভুত হিত-কর্ম্ম করিয়াছ, ইহাতে তোমার যশ চিরস্থায়ী হইবেক এবং তুমি যজ্ঞের অংশ-ভাগী হইবে।

সম্ভবপর্ব্বে সপ্তসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! দেবগণ কৃতবিদ্য কচকে প্রাপ্ত হইয়া পরমহৃষ্ট-মনে তাঁহার নিকট সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর সমস্ত দেবগণ দেবরাজের নিকট আসিয়া কহিলেন, হে পুরন্দর! আপনকার বিক্রম প্রকাশের এই সময়, এক্ষণে শত্রুকুল সংহার করুন। সমুদায় দেবতারা মিলিত হইয়া এরূপ কহিলে, ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক তদুদ্যোগে যাত্রা করিলেন। পরে চৈত্ররথ-সদৃশ এক বনমধ্যে কতকগুলি কন্যা জলক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি বায়ুরূপ ধারণ করত তাহাদের অন্যান্যের সমুদায় বস্ত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। অনন্তর কন্যাগণ এককালে সকলেই জল হইতে উত্থান করিয়া যে, যে বস্ত্র নিকটে পাইল, সে তাহাই পরিধান করিল, বৃষপর্ব্ব-রাজার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা বস্ত্রের মিশ্রণ না জানিয়া দেবযানীর বসন গ্রহণ করিল, হে রাজেন্দ্র! তখন তন্নিমিত্ত দেবযানীর ও শর্ম্মিষ্ঠার পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, অসুরকন্যে! তুমি শিষ্যা হইয়া কিজন্য আমার বসন গ্রহণ করিতেছ? তোমার শিষ্টাচার নাই, তোমার কখন মঙ্গল হইবেক না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমার পিতা যখন উপবিষ্ট বা শয়ন করিয়া থাকেন, তখন তোমার পিতা নীচে থাকিয়া বিনীতভাবে বন্দীর ন্যায় নিরন্তর তাঁহার স্তব করিতে থাকেন; তোমার পিতা যাচক, আমার পিতা দাতা; তোমার পিতা স্তুতি-পাঠক, আমার পিতা স্তূয়মান হন; তোমার পিতা প্রতিগ্রহ করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, আমার পিতা প্রতিগ্রহ করেন না; হে যাচিকে! তুমি অনায়ুধা, আমি সায়ুধা; হে ভিক্ষুকি! তুমি আক্রোশই কর বা দুঃখিতাই হও কিম্বা বিদ্রোহাচরণই কর অথবা কুপিতাই হও, সে কেবল তোমার দরিদ্রতাজন্য ক্ষোভ মাত্রই প্রকাশ করা হয়; তুমি মনে করিয়াছ যে আমি তোমার সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইব, কিন্তু আমি তোমাকে গণনাই করি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা বসনের নিমিত্ত দেবযানীর অতিশয় আসক্তি ও সমুচ্ছ্রয় দেখিয়া তাঁহাকে কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করিল; পাপমতি শর্ম্মিষ্ঠা তখন দেবযানী মরিয়াছে বোধ করিয়া না দেখিয়াই ক্রোধবেগে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর নহুষ-তনয় যযাতি মৃগয়ার নিমিত্ত সেই বনে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বাহন ও অশ্বগণ অতিশয় শ্রান্ত হওয়াতে তিনি জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক শুষ্ক কূপ দেখিতে পাইলেন এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে অগ্নিশিখোপমা এক কন্যা রোদন করিতেছে; নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি সেই দিব্যাঙ্গনা কন্যাকে দেখিয়াই সান্ত্বনা-পূর্ব্বক মনোহর শান্তবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাম্রবর্ণনখ-বিশিষ্টা মার্জিত-মণিকুণ্ডলা যৌবনারূঢ়া অঙ্গনা তুমি কে? কি নিমিত্ত এতাদৃশ চিন্তা করিতেছ? কি কারণে কাতরা হইয়া শোক প্রকাশ করিতেছ? কি রূপেই বা তৃণলতাচ্ছাদিত এই কূপে পতিতা হইয়াছ? তুমি কাহার কন্যা? হে সুমধ্যমে! এ সমস্ত সত্য করিয়া বল।

দেবযানী কহিলেন, দেবগণ-কর্ত্তৃক দৈত্যেরা মৃত হইলে ঐ মৃত-দৈত্যদিগকে যিনি বিদ্যাবলে সঞ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রের দুহিতা; তিনি আমার এ বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই; হে রাজন্! আমার এই তাম্রবর্ণ-নখাঙ্গুলি-বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত উৎসারিত করিতেছি, ইহা ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন, কারণ আপনি সদ্বংশজ এবং নিশ্চয় জানি যে আপনি সাতিশয় শান্ত, বীর্য্যবান্ ও যশস্বী, অতএব আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করা আপনকার উচিত। বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষাত্মজ রাজা যযাতি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা জানিতে পারিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক সেই কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি সুশ্রোণী দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া সমুচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করিলেন।

নহুষ-তনয় গমন করিলে অনিন্দিতা দেবযানী শোক-সন্তপ্তা হইয়া অসুর-পুর হইতে সমাগতা ঘূর্ণিকা নাম্নী দাসীকে কহিলেন, ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার পিতাকে বল যে আমি ইদানী বৃষপর্ব্ব-নৃপতির নগরে প্রবেশ করিব না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ঘূর্ণিকা ত্বরান্বিতা হইয়া অসুরমন্দিরে গমন-পূর্ব্বক শুক্রকে দেখিয়া সম্ভ্রমাবিষ্টচিত্তে কহিল, হে মহাভাগ! মহাব্রহ্মন্! বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা বনমধ্যে দেবযানীকে আহত করিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র শুক্র বনমধ্যে কন্যা অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বিষাদিত-চিত্তে ত্বরা-পূর্ব্বক গমন করিলেন। অনন্তর অরণ্য-মধ্যে দুহিতা দেবযানীকে দেখিয়া স্নেহ-বশতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, সকল ব্যক্তিই আত্মগুণদোষানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; আমি বোধ করি, তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে, তাহারই নিষ্কৃতিরূপ এই অবস্থা ঘটিয়াছে। দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক কিম্বা না হউক, বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন; শর্ম্মিষ্ঠা বলিয়াছে যে, আপনি দৈত্যগণের গায়ক; ইহা কি সত্য? এবং ক্রোধে রক্ত-নয়না হইয়া অতিশয় তীক্ষ্ণ ও কটু বাক্যে ইহাও আমাকে কহিল যে "তোমার পিতা স্তুতিপাঠক, নিত্য যাচক ও প্রতিগ্রাহক এবং আমার পিতা স্তূয়মান, দাতা ও অপ্রতিগ্রাহী।" দর্পপূর্ণা বৃষপর্ব্ব-দুহিতা ক্রোধে রক্তনয়না হইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে এইরূপ কহিল;

হে তাত! আমি এই কথা বলিয়াছি যে যদ্যপি আমি স্তুতিপাঠক ও প্রতিগ্রাহীর দুহিতা হই, তবে শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রসন্না করিব। শুক্র কহিলেন, দেবযানি! তুমি স্তুতিপাঠক, যাচক বা প্রতিগ্রাহীর কন্যা নও, তুমি অস্তোতা ও স্তূয়মান ব্যক্তির কন্যা, ইহা বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র ও নহুষ-তনয় ইহাঁরা সকলেই জ্ঞাত আছেন; আমার প্রতিপক্ষ-রহিত অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক ব্রহ্মবল আছে; স্বর্গে ও ভূতলে যে সমুদায় বস্তু আছে, আমি তাহার নিয়ন্তা, ইহা ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সন্তোষ-পূর্ব্বক বলিয়াছেন; তোমাকে সত্য বলিতেছি যে আমিই প্রজাবর্গের হিতের নিমিত্তে জলবর্ষণ করিয়া থাকি, আমা হইতেই ওষধি সমস্ত পুষ্ট হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃখাভিভূতা ও বিষাদগ্রস্তা দুহিতাকে এইরূপ মনোহর মধুর বচনে তাঁহার পিতা শুক্র সান্ত্বনা করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে অষ্টসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮॥

শুক্র কহিলেন, যিনি অন্য ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া নিন্দাবাক্য সহ্য করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন, তিনিই সাধুগণ-কর্ত্তৃক সারথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়া উক্ত হন, এমত নহে। যিনি ক্ষমাদ্বারা সমুদিত ক্রোধ নিরাস করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি সর্পের নির্ম্মোক-পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমাদ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ নিন্দা করিলে যিনি তাহা সহ্য করেন, এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। যিনি অপরিশ্রান্ত হইয়া শতবর্ষকাল মাসে মাসে যাগ-ক্রিয়া করেন, আর যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ক্রোধশূন্য হন, এ উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান বালক-বালিকাগণ যে পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে তাহাতে প্রাজ্ঞগণ তাহার অনুকরণ করেন না, কারণ ঐ বালক-বালিকাগণ বলাবল জ্ঞাত নহে। দেবযানী কহিলেন, পিতঃ! আমি বালিকা হইয়াও ধর্ম্মের মর্ম্ম জানি, এবং অক্রোধ ও ক্রোধ-বিষয়েও বলাবল জ্ঞাত আছি, পরন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার না করে, তাহাকে মঙ্গলার্থী-ব্যক্তির ক্ষমা করা উচিত নয়, এবং যাহাদের ব্যবহার এমত নিকৃষ্ট, তাহাদের দেশে বাস করিতে আমার অভিরুচি হয় না। যে সকল পুরুষ কৌলিন্য ও চরিত্র-বিষয়ে নিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বাস করা বিহিত নয়। যে সকল সাধুলোক কুলশীল জ্ঞাত আছেন, তাঁহাদের সহিতই বাস করা বিধেয়, ও সেই বাসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। যে প্রকার অগ্নিকাম-ব্যক্তি অরণিকাষ্ঠখণ্ড নির্ম্মথিত করে, সেই প্রকার বৃষপর্ব্ব-দুহিতার মহাঘোর দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় মথিত করিতেছে; আমি বোধ করি, ত্রিলোকের মধ্যে ইহা অপেক্ষা দুষ্করতর কর্ম্ম আর কিছুই নাই যে সম্পত্তি-হীন ব্যক্তি শত্রুপক্ষের প্রদীপ্তশ্রী দেখিয়া উপাসনা করে; বিদ্বান্ লোকেরা এইরূপ জানেন যে এবম্বিধ উপাসক ব্যক্তির মরণই মঙ্গল।

সম্ভবপর্ব্বে ঊনাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ কাব্য ক্রোধভরে গমন করত সমাসীন বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা কহিতে লাগিলেন, রাজন্! অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্যঃ তাহার ফল হয় না বটে, কিন্তু যে প্রকার ভূমি কর্ষণাদি-দ্বারা যথাকালে ফলবতী হয়, সেই প্রকার অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে আচরিত হইয়া যথাকালে অধর্ম্মকারীর মূলচ্ছেদ করিয়া থাকে। যে প্রকার গুরুতর ভোজন-

দ্বারা তৎক্ষণাৎ অপকার না হইলেও পরিণামে অবশ্যই অপকার দর্শে, সেই প্রকার যদ্যপি পাপ-কর্ম্মের ফল আপনাতে দেখিতে না পাওয়া যায়, তবে পুত্রেতে বা পৌত্রেতে তাহা অবশ্যই ফলিবেক। হে বৃষপর্ব্বন্! মদ্যুহে রত, ধর্ম্মজ্ঞ, গুরুশুশ্রূষু ও অপাপশীল ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-তনয় কচকে তোমরা বধ করিয়াছিলে, সেই বধানর্হ কচের বধহেতু এবং আমার দুহিতাকে যে তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা প্রায় বধ করিয়াছিল, সেই হেতু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে আমি পরিত্যাগ করিব; অহো দৈত্যরাজ! যেহেতু তুমি আমাকে মিথ্যা-প্রলাপী বোধ করিয়া থাক, ইহা তোমার আত্ম দোষ, তাহা তুমি সংশোধন না করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাক, অতএব তোমার রাজ্যে ও তোমার সংসর্গে আমার থাকা উচিত নয়। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! আমি আপনকাকে মিথ্যাবাদী কিম্বা অধার্ম্মিক বলিয়া বোধ করি না, সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক বলিয়াই জানি, অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভার্গব! যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে গমন করেন, তবে আমি সমুদ্রে প্রবেশ করিব, কারণ, আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। শুক্র কহিলেন, অসুরগণ! তোমরা সমুদ্রেই প্রবেশ কর, অথবা দিগ্‌দিগন্তেই ধাবমান হও, তথাপি আমি দুহিতার অনিষ্টাচরণ সহ্য করিতে পারিব না, কেননা সেই দুহিতা আমার অতিশয় স্নেহভাজন। বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের যোগক্ষমকারী, আমিও তোমার সেইরূপ, কিন্তু আমার জীবন দেবযানীর অধীন, অতএব দেবযানীকে প্রসন্না কর। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! এই ভূমণ্ডলে অসুরগণের হস্তী, গো, অশ্ব ও যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, আপনি সেই সমুদায়ের এবং আমারও অধিপতি। শুক্র কহিলেন, হে মহাসুর! অসুর-রাজগণের যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, যদ্যপি আমি তাহার অধিপতি হই, তাহা হইলেও দেবযানীকে প্রসন্না কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভার্গবের এইরূপ বাক্য শ্রবণে মহাবিজ্ঞ বৃষপর্ব্বা তাহা অঙ্গীকার করিলে তাহার সহিত ভার্গব দেবযানীর নিকট গমন করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। অনন্তর দেবযানী কহিলেন, হে তাত! আপনি যে দৈত্যরাজের সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হয়েন, তাহা আমি বিশেষ অবগত নহি, অতএব রাজা স্বয়ং ইহা ব্যক্ত করুন। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! দেবযানি! তোমার যে কামনা আছে বল, তাহা যদিও দুর্ল্লভ হয়, তথাপি আমি সম্পাদন করিয়া দিব। দেবযানী কহিলেন, আমি এই কামনা করি যে সহস্র-কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা আমার দাসী হউক, আমার পিতা আমাকে যেখানে দান করিবেন, শর্ম্মিষ্ঠা তথায় আমার অনুগামিনী হইবেক। বৃষপর্ব্বা সমীপস্থা ধাত্রীকে কহিলেন, ধাত্রি! গাত্রোত্থান কর, শীঘ্র গিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে আনয়ন কর, দেবযানী যাহা কামনা করিতেছেন, শর্ম্মিষ্ঠাকে তাহা সম্পাদন করিতে বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধাত্রী শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! শর্ম্মিষ্ঠে! গাত্রোত্থাপন কর, জ্ঞাতিবর্গের শুভসম্পাদনে যত্নবতী হও; ব্রাহ্মণ শুক্র দেবযানী-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিষ্য দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিতেছেন, হে অনঘে! অদ্য সেই শুক্র-তনয়া এই কামনা করিয়াছে যে তোমাকে সহস্র পরিচারিকার সহিত তাঁহার দাসী হইতে হইবেক, তাহা হইলে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, যদ্যপি দেবযানীর নিমিত্ত শুক্র আমাকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে অদ্য দেবযানী যাহা কামনা করিবেক তাহা আমি সম্পন্ন করিতে সম্মতা আছি, আমার দোষে দেবযানী ও শুক্র যেন গমন না করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠা পিতার নিয়োগানুসারে শিবিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক কন্যা-সহস্রে পরিবৃতা হইয়া পুরোত্তম হইতে সত্বর নির্গতা হইলেন; পরে দেবযানীর নিকটে আসিয়া

তাঁহাকে কহিলেন, আমি দাসী সহস্রের সহিত তোমার পরিচারিকা দাসী হইলাম, তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি তথায় তোমার অনুগামিনী হইব। দেবযানী কহিলেন, আমি তোমার স্তুতিপাঠক, যাচক ও প্রতিগ্রাহকের দুহিতা, তুমি স্তূয়মানের দুহিতা, তবে কি নিমিত্ত তুমি দাসী হইবে? শর্ম্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন, যে কোন উপায়ে জ্ঞাতিবর্গ সুখী হন, তাহাই আমার করিতে হইবেক, অতএব তোমার পিতা তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি তথায় তোমার অনুগামিনী হইব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বৃষপর্ব্ব-দুহিতা দাসীভাব স্বীকার করিলে দেবযানী পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে তাত! দ্বিজসত্তম! আমি পরিতুষ্টা হইলাম, এক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিব, আমি জানিলাম যে আপনকার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অব্যর্থ। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশা দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুক্র দুহিতার এই কথা শ্রবণে সর্ব্বদানবের পূজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অসুরপুরে প্রবেশ করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপোত্তম! অনন্তর বহুকাল পরে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়ার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সেই বনেই গমন করিলেন, পরে তিনি দাসীসহস্র ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অভিলাষানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; তাঁহারা সকলেই মধুবৃক্ষের মধুপান করিয়া কখন ক্রীড়া করিতেছেন, কখন বা বিবিধ ফল ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন, এমত সময় নহুষ-নন্দন যযাতি পুনর্ব্বার মৃগয়ার্থ আগমন করিয়া শ্রান্তি প্রযুক্ত জলার্থী হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা এবং নিরুপম রূপবতী দিব্যাভরণ-ভূষিতা পানাসক্তা ক্রীড়ারতা কামিনীগণকে দেখিতে পাইলেন; মধুরহাসিনী অনুপমরূপ-সম্পন্না অঙ্গনা-প্রধানা দেবযানী সেই সমস্ত ললনামধ্যে উপবিষ্টা আছেন, শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহার পাদ সংবাহনাদি-দ্বারা সেবা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া রাজা যযাতি সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে শুভে! তোমরা দুই কন্যা দুই সহস্র কন্যাতে পরিবারিতা আছ, আমি তোমাদের উভয়ের নাম গোত্র জানিতে বাসনা করি। দেবযানী কহিলেন, হে নরাধিপ! তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যিনি অসুরগণের গুরু শুক্রনামে বিখ্যাত, আমি তাঁহার কন্যা; ইনি বৃষপর্ব্ব-নামক দৈত্য-রাজের দুহিতা, ইহাঁর নাম শর্ম্মিষ্ঠা, ইনি আমার সখী ও দাসী, আমি যেখানে যাই, ইনি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিয়া থাকেন। যযাতি কহিলেন, এই সুভ্রূ বরবর্ণিনী দৈত্যরাজ-দুহিতা কিপ্রকারে তোমার দাসী হইলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতূহল হইতেছে। দেবযানী কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! সকলই দৈবের অনুবর্ত্তী, দৈবায়ত্ত-বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন না। আপনার রূপ ও বেশ রাজার ন্যায় দেখিতেছি এবং আপনি বৈদিক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, আপনি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতেই বা আগমন করিতেছেন? আমার নিকট বলুন। যযাতি কহিলেন, আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি রাজা ও রাজপুত্র, আমার নাম যযাতি। দেবযানী কহিলেন, আপনি জলজ মৎস্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্তে কিম্বা মৃগয়াভিলাষে কি অন্য কোন কারণে এই স্থানে আসিয়াছেন বলুন। যযাতি কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া জলপানের নিমিত্তে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে বিবিধপ্রকারে পরিশ্রান্ত আছি, অনুজ্ঞা করিলে প্রস্থান করি। দেবযানী কহিলেন, দুই সহস্র কন্যার সহিত ও দাসী-শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনকার অধীনা

হইতেছি, আপনার মঙ্গল হইবেক, আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হউন। যযাতি কহিলেন, হে শুক্র-নন্দিনি, ভাবিনি, দেবযানি! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার যোগ্যপাত্র নহি, তোমার পিতা যেরূপ, তাহাতে রাজগণ তোমার বিবাহ-যোগ্য হইতে পারে না। দেবযানী কহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ সংসৃষ্ট আছে; হে নহুষ-তনয়! আপনিও তদনুসারে ঋষি ও ঋষি-পুত্র হইয়াছেন, অতএব আমার পাণিগ্রহণ করুন। যযাতি কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! চারিবর্ণই ব্রহ্মার এক দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও শৌচাদি পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দেবযানী কহিলেন, হে নহুষ-তনয়! অন্য পুরুষ পূর্ব্বে আমার পাণিস্পর্শ করে নাই, আপনি প্রথমতঃ আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই কারণে আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিতেছি; আপনি ঋষি ও ঋষি-পুত্র হইয়া স্বয়ং আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং আমিও মনস্বিনী, সুতরাং অন্য পুরুষ কিরূপে আমার পাণিস্পর্শ করিবেক? যযাতি কহিলেন, জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর; দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরুষর্ষভ! কিরূপে ইহা কহিলেন যে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ-সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর? যযাতি কহিলেন, ভুজঙ্গ-দংশনে এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, এবং শস্ত্রদ্বারাও এক ব্যক্তি হত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোপিত হইলে রাজ্য পুর সমুদায়ের সহিত এককালে সংহার করেন; হে ভদ্রে! আমি এই কারণে ব্রাহ্মণকে দুর্দ্ধর্ষতর বোধ করিয়া থাকি, অতএব তোমার পিতা তোমাকে দান না করিলে আমি বিবাহ করিতে পারি না। দেবযানী কহিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, এক্ষণে পিতা সম্প্রদান করিলে আমাকে বিবাহ করুন; আপনি যাচ্ঞা করেন নাই, পিতা দান করিলে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আপনার ভয়ের বিষয় কি আছে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দেবযানী ত্বরাপূর্ব্বক পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্তে ধাত্রীকে আদেশ করিলেন; ধাত্রী শুক্রের নিকট যাইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিল। ভার্গব সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র ঐ কাননে উপস্থিত হইলে পৃথিবীপতি যযাতি ব্রাহ্মণ শুক্রকে সমাগত দেখিয়া অবনত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। দেবযানী কহিলেন, হে তাত! এই রাজা নহুষ-তনয় যযাতি বিপৎকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব আমি প্রণতভাবে প্রার্থনা করি, আপনি এই পাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন, অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিতে আমার মানস নাই। শুক্র কহিলেন, হে বীর নহুষাত্মজ! আমার এই প্রিয়তমা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমি সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ভার্গব! এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর-জন্য মহান্ অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি আপনকার নিকট এই বর প্রার্থনা করি। শুক্র কহিলেন, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিতেছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, এ বিবাহে তুমি ম্লান হইও না, তোমার সমুদায় পাপ অপনোদন করিতেছি; তুমি এই সুমধ্যমা দেবযানীকে ধর্ম্মতঃ বিবাহ কর, ইহাঁর সহিত অতুল সম্প্রীতি অনুভব করিবে, এবং এই কুমারী-বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে সতত পূজা করিবে, হে রাজন্! ইহাকে শয়নে আহ্বান করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুক্রের এই বাক্য শ্রবণে রাজা যযাতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবযানীকে শুভবিবাহ করিলেন। উক্ত নৃপসত্তম শুক্র হইতে দ্বিসহস্র কন্যা ও শর্ম্মিষ্ঠার সহিত উত্তমাঙ্গনা দেবযানী এবং বিপুল অর্থ-

লাভ করিয়া মহাত্মা শুক্র ও দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যযাতি মহেন্দ্র পুরী-সদৃশ স্বীয় পুরীতে উপনীত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেবযানীকে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন, পরে দেবযানীর অনুমত্যনুসারে অশোক-বন-সমীপে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বৃষপর্ব্বদুহিতার বাসস্থল করিয়া দিলেন, এবং দ্বিসহস্র দাসীর সহিত ঐ শর্ম্মিষ্ঠাকে বসন ভূষণ অন্নপানাদিদ্বারা যথাযোগ্য বিভাগক্রমে উত্তমরূপে সমাদর করিয়া রাখিলেন। অনন্তর সেই নহুষাত্মজ রাজা দেবযানীর সহিত পরমসুখে বিহার-পূর্ব্বক বহুসংবৎসর-কাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন। যথাকালে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে বরাঙ্গনা দেবযানী গর্ভধারণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার এক সুকুমার পুত্র জন্মিল। সহস্র বৎসর অতীত হইলে যৌবন-প্রাপ্তা শর্ম্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হইল; তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার ঋতুকাল উপস্থিত কিন্তু পরিণেতা স্বামী নাই, কি হইবে! কি করিব! কি করিলেই বা কার্য্যসিদ্ধি হইবেক! দেবযানী সন্তান প্রসব করিয়াছে, আমার এ যৌবনকাল বৃথা হইল, অতএব দেবযানী যেমন রাজাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছে, আমিও সেইরূপ করি, আমার নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে যে রাজার নিকট পুত্ররূপ ফল প্রাপ্ত হইব, এক্ষণে সেই ধর্ম্মাত্মাকে নির্জ্জনে দেখিতে পাইলে হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সময় রাজা যদৃচ্ছাক্রমে অশোক-বন-সমীপে উপস্থিত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা নির্জ্জনে তাঁহাকে একাকী দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, হে নহুষ-নন্দন! চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম, কিম্বা বরুণের অথবা আপনকার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, হে রাজন্! আপনি আমার রূপ, কুল ও শীল সর্ব্বদা জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার ঋতু-রক্ষা করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি যে সুশীল-সম্পন্না অনিন্দনীয়া দানব-দুহিতা তাহা আমি জ্ঞাত আছি, তোমার রূপ সূচ্যগ্র-পরিমাণেও নিন্দিত নহে, কিন্তু আমি যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন ভগবান্ উশনাঃ বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই বৃষপর্ব্ব-দুহিতাকে শয়নে আহ্বান করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! পরিহাসস্থল ও গমন করিব না বলিয়া গম্যা স্ত্রীতে গমন করা এবং বিবাহ-কাল এবং প্রাণ-বিনাশ-সম্ভাবনা এবং সর্ব্বস্বাপহরণ এই পাঁচ স্থলে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হয় না; হে নরেন্দ্র! জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে পতিত হয়, ইহা যে লোকে কহিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা; কারণ, গো ব্রাহ্মণ স্ত্রী দীন অনাথপ্রভৃতির নিমিত্তে স্থল বিশেষে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানেও পুণ্য জন্মে; যে স্থলে উভয়ের একার্থ সমাধান করিতে হইবেক সেই স্থলে মিথ্যাবাক্য দোষজনক হয়। যযাতি কহিলেন, রাজা প্রজাগণের প্রমাণ, তিনি মিথ্যাকথা কহিলে বিনষ্ট হন, অতএব যদ্যপি ধনকষ্ট-ভোগ করিতে হয়, তথাপি মিথ্যা কহিতে আমার সাহস হয় না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! সহচরীর পতি ও আপনার পতি উভয়ই সমান, সখীদ্বয়ের মধ্যে এক জনের বিবাহ হইলেই উভয়ের বিবাহ সিদ্ধ হয়; পূর্ব্বে আমার সখী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার আপনকাকে পতিত্বে বরণ করা হইয়াছে। যযাতি কহিলেন, যাচক ব্যক্তি যাহা যাজ্ঞা করিবেক, আমি তাহা প্রদান করিব, এই আমার এক ব্রত আছে, তুমি আমার নিকট যাজ্ঞা করিতেছ অতএব তোমার কি অভিলাষ পূরণ করি-

তে হইবেক, বল। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করুন, ধর্ম্মরক্ষা করুন, আপনা হইতে পুত্রবতী হইয়া আমি উত্তমরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করি; হে রাজন্! ভার্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিনজন ধনস্বামী হয় না, পরন্তু ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করে সেই ধন, ইহারা যাহার অধীন, তাহারই হয়। হে রাজন্! আমি দেবযানীর পরিচারিকা ও আপনকার বশবর্ত্তিনী হইয়া আছি, অতএব দেবযানী ও আমি উভয়েই আমরা আপনকার ভজনীয়, সুতরাং আমাকে আপনি ভজনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শর্ম্মিষ্ঠার বাক্য সকল শুনিয়া তাহা যথার্থ বিবেচনা করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার মনোভিলাষ পূর্ণ করত ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। অভিলষিত সমাগমে শর্ম্মিষ্ঠার মনোরথ পূর্ণ হইলে তাঁহারা পরস্পর বিহিত সম্মান-পুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। হে রাজন্! রাজীবলোচনা সুভ্রূ চারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা ঐ প্রথম সঙ্গমেই সেই নৃপতিসত্তম হইতে গর্ব্ববতী হইয়া যথাকালে দেবকুমার-সদৃশ রাজীবলোচন এক কুমার প্রসব করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে দ্ব্যশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! শুচিস্মিতা দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া দুঃখার্ত্তচিত্তে চিন্তা করত শর্ম্মিষ্ঠার নিকট গমন করিয়া ইহা কহিলেন, হে সুভ্রু! তুমি কামলুব্ধা হইয়া এ কি পাপ করিয়াছ? শর্ম্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন, হে শুচিস্মিতে! আমার নিকট ধর্ম্মাত্মা বেদপারগ এক ঋষি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি বরদানে উদ্যত হইলে আমি ধর্ম্মানুসারে তাঁহার নিকট ঋতুরক্ষা বাক্সা করিয়াছিলাম; হে শুচিস্মিতে! আমি অন্যায়তঃ কামচারিণী হই নাই, অতএব আমার গর্ব্বসম্ভূত এই পুত্র সেই ঋষির ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ইহা সত্য কহিতেছি। দেবযানী কহিলেন, হে ভীরু! যদ্যপি ইহা যথার্থ হয় তাহা হইলে উত্তম বটে, পরন্তু তুমি সেই ব্রাহ্মণকে জ্ঞাত আছ? আমি তাঁহার নাম, গোত্র ও কুল জানিতে ইচ্ছা করি। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে শুচিস্মিতে! সেই ব্রাহ্মণ তপস্যাদ্বারা ও তেজোদ্বারা দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার এমন ক্ষমতা ছিল না যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি। দেবযানী কহিলেন, হে শর্ম্মিষ্ঠে! যদি এমন হয় এবং যদ্যপি তুমি অতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে পুত্র লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার ক্রোধের বিষয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জনে এইরূপ বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরে দেবযানী সেই বাক্য যথার্থ বোধ করিয়া স্বনিকেতনে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ব্বে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-সদৃশ দুই পুত্র জন্মিল; তাহাদের নাম যদু ও তুর্ব্বসু। অপিচ, সেই রাজর্ষি হইতেই বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু এই তিন কুমার প্রসব করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে শুচিস্মিতা দেবযানী যযাতির সহিত সেই নির্জ্জন বনে গমন করিলেন; সেখানে দেবতুল্য রূপবান্ তিনটি কুমার স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছিল, দেবযানী তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! দেবকুমার-সদৃশ এই কুমারেরা কাহার সন্তান বল, আমার বোধ হইতেছে রূপে ও তেজে ইহারা তোমারই সদৃশ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী রাজাকে এই কথা বলিয়া কুমারগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালকগণ! তোমাদের নাম কি? তোমরা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমাদের পিতা কে? প্রকৃতরূপে বল, শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হই-

তেছে। বালকগণ অঙ্গুলিদ্বারা সেই রাজাকেই দেখাইয়া দিল এবং কহিল যে শর্ম্মিষ্ঠা আমাদের জননী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বালকগণ এই বাক্য বলিয়া সকলে মিলিত হইয়া রাজার নিকট গমন করিল; রাজা তখন দেবযানীর সমীপে অহ্লাদ প্রকাশ বা তাহাদের সমাদর করিলেন না। পরে বালকগণ রোদন করিতে করিতে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তদ্দর্শনে ব্রীড়ান্বিত হইলেন। দেবী দেবযানী রাজার প্রতি বালকগণের প্রীতি দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কহিলেন, তুমি আমার অধীনা হইয়া কি নিমিত্ত আমার ঈদৃশ অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ? তুমি সেই অসুর-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ? আমাকে ভয় করিলে না? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি! আমি যে আমার পরিণেতাকে ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, সে কথা মিথ্যা নহে; আমি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারেই ব্যবহার করিয়াছি, কি নিমিত্ত তোমাকে ভয় করিব? হে শোভনে! তুমি যখন এই রাজাকে ভর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছ, আমি তখনই ইহাঁকে বরণ করিয়াছি, কারণ সখীর ভর্ত্তা ধর্ম্মানুসারে ভর্ত্তা হইয়া থাকেন, তুমি ব্রাহ্মণী ও জ্যেষ্ঠা, সুতরাং আমার পূজ্যা ও মান্যা হইতেছ, পরন্তু এই রাজর্ষি তোমা হইতেও আমার পূজ্যতম হইয়াছেন, ইহা অবশ্য তুমি জান।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে আর আমি এস্থানে থাকিব না, তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ। শ্যামা দেবযানী এইমাত্র বলিয়া সাশ্রুলোচনে সহসা উত্থিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ শুক্রের নিকট প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, রাজা ব্যথিত-হৃদয়ে সসম্ভ্রমে সান্ত্বনা করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন; কিন্তু দেবযানী ক্রোধে সংরক্ত-নয়না হইয়া চলিলেন, কোনমতেই নিবৃত্তা হইলেন না। পরে রাজাকে কোন উত্তর না দিয়াই বাষ্পপূর্ণ-নয়না হইয়া অচিরাৎ শুক্রের নিকট উপস্থিতা হইলেন, এবং পিতাকে দেখিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন; অনন্তর যযাতিও ভার্গবকে পূজা করিলেন। দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! অধর্ম্মকর্ত্তৃক ধর্ম্ম পরাজিত হইয়াছেন, নীচের বৃদ্ধি হইয়াছে, বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়াছে; হে তাত! এই যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিয়াছে, আমি দুর্ভগা, আমার দুই পুত্রের অধিক হয় নাই, ইহা আপনকার নিকট জানাইলাম। হে ভৃগূদ্বহ কাব্য! এই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু ইনি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন, ইহাও আপনকার সমীপে নিবেদন করিলাম।

শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে অধর্ম্মকে প্রিয় বোধ করিলে, এই কারণে অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করিবেক। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দানবেন্দ্র-সুতা আমার নিকট ঋতুরক্ষা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাতে আমি ইহা ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম বলিয়াই করিয়াছি, কামবশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। হে ব্রহ্মন্! কোন কামিনী ঋতু-রক্ষা প্রার্থনা করিলে যে পুরুষ ঋতু রক্ষা না করে, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। গম্যা কামিনী সকামা হইয়া নির্জ্জনে উপযাচিকা হইলে যে পুরুষ তাহাতে গমন না করে, পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন; হে ভার্গব! আমি অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাতে গমন করিয়াছি। শুক্র কহিলেন, হে পার্থিব, নাহুষ! তুমি আমার অধীন, অতএব আমার অনুমতির অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, তাহা কর নাই, ধর্ম্ম-বিষয়ে এরূপ মিথ্যাচার করিলে চৌর্য্য-দোষে দোষী হইতে হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুক্র রোষপরবশ হইয়া শাপ-প্রদান করিলে নহুষ-নন্দন যযাতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববয়স্ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন; তখন তিনি কহিলেন, হে ভৃগূদ্বহ! আমি যৌবনাবস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন যে এই জরা যেন আমাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। শুক্র কহিলেন, ভূমিপাল! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়াছ, তবে ইচ্ছা করিলে এই জরাকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমণ করিতে পারিবে। যযাতি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার যে পুত্র তাহার স্বীয় যৌবন আমাকে প্রদান করিবে, সেই পুত্রই রাজ্যভাগী, পুণ্যভাগী ও কীর্ত্তিভাগী হইবে, ইহা আপনি অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, নহুষাত্মজ! তুমি এক ভাবে আমাকে ধ্যান করিয়া ইচ্ছানুসারে জরাকে সংক্রমিত করিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না, যে পুত্র তোমাকে বয়স্ দান করিবে, সে আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ রাজ্যাধিকারী ও বহুসন্তান-সম্পন্ন হইবে।

সম্ভবপর্ব্বে ত্র্যশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া স্বপুরে গমন-পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুত্র যদুকে কহিলেন, হে তাত! শুক্রের শাপে বার্দ্ধক্য আমাকে বলী, পলিত ও দৌর্ব্বল্যদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু আমি যৌবন-উপভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার এই জরার সহিত পাপগ্রহণ কর, তোমার যৌবনদ্বারা আমি কাম্যবিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে আমি তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপভোগ করিব। যদু কহিলেন, রাজন্! বার্দ্ধক্যে পানভোজনাদি বিষয়ে বহুদোষ দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য বিবেচনা করিতেছি যে আমি জরাগ্রহণ করিব না; যে জরাতে লোক শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট, নিরানন্দ, শিথিলীকৃত, বলীবিশিষ্ট, সংকুচিত-গাত্র, কুৎসিত, দুর্ব্বল, কৃশ, কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করণে অশক্ত, এবং তরুণগণ ও সহচরগণ-কর্ত্তৃক পরিভূত হইতে হয়, এতাদৃশ জরা ভোগ করিতে আমি অভিলাষ করি না; হে ধর্ম্মজ্ঞ, ভূপতে! আমা হইতেও প্রিয়তর আপনকার অনেক পুত্র আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনকে জরাগ্রহণ করিতে আদেশ করুন। যযাতি কহিলেন, অহে বাপু! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার বংশে কেহ রাজ্যাধিকারী হইবে না।

পরে তুর্ব্বসুকে কহিলেন, হে পুত্র, তুর্ব্বসো! তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনে বিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপ গ্রহণ করিব। তুর্ব্বসু উত্তর করিলেন, তাত! যাহাতে ইচ্ছানুরূপ ভোগে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহাতে বল ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং যাহাতে প্রাণ-নাশ হইতে পারে, সেই বৃদ্ধাবস্থা আমি কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, রে তুর্ব্বসো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মলাভ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রজা সমুচ্ছেদ হইবেক, এবং যাহাদের আচার ও ধর্ম্ম অতিশয় সংকীর্ণ, যাহারা প্রতিলোমাচারী মাংসাশী, অন্ত্যজ ও গুরুপত্নীতে আসক্ত, যাহাদের তির্য্যক্-যোনির ন্যায় আচরণ, এবং যাহারা পাপিষ্ঠ, পশু-ধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ, রে মূঢ়! তুমি তাহাদের রাজা হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যযাতি আত্ম-তনয় তুর্ব্বসুকে ঐরূপে শাপ-প্রদান করিয়া শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, হে দ্রুহ্যো! তুমি সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার বর্ণরূপবিনাশিনী এই জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর, যখন

সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবে, তখন তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিব। দ্রুহ্যু কহিলেন, জরাগ্রস্ত ব্যক্তি জীর্ণকলেবর হওয়াতে অশ্ব রথ গজ স্ত্রীপ্রভৃতি সম্ভোগ করিতে পারে না, এবং তাহার বাক্যও অস্ফুট হইয়া যায়, অতএব আমি জরা-কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, দ্রুহ্যো! তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রিয়তর অভিপ্রায় কোথাও সিদ্ধ হইবেক না, যেখানে অশ্ব রথ হস্তী রাজ-যোগ্য যান গো গর্দ্দভ ছাগ শিবিকা-প্রভৃতিদ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্ব্বদা ভেলা ও প্লুতগতিদ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থিতি করিবে।

অনন্তর অনু-নামক পুত্রকে কহিলেন, হে অনো! তুমি আমার পাপের সহিত এই জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা এক সহস্র বৎসর বিষয়-সম্ভোগ করি। অনু উত্তর করিলেন, জরাগ্রস্ত লোক জীর্ণকলেবর হইয়া অসময়ে শিশুর ন্যায় অশুচি-শরীরে অন্ন গ্রহণ করে, যথাকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারে না, একারণে আমি জরাগ্রহণ করিতে পারিব না। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান করিলে না, একারণে তুমি যে জরায় দোষ কহিলে, তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইবে, রে অনো! তোমার প্রজাগণ যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াই বিনষ্ট হইবেক, এবং তুমিও শ্রৌতস্মার্ত্ত সম্মত অগ্নিকার্য্য-রহিত হইবে।

অনন্তর পূরুকে কহিলেন, হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, হে তাত! বার্দ্ধক্য, বলী ও পলিতদ্বারা আমাকে আক্রম করিয়াছে, আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হওয়াতে যৌবনে পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই, হে পূরো! তুমি আমার পাপের সহিত এই জরাগ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা কিছুকাল বিষয়-ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া স্বীয় পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পিতার এই কথা শ্রবণমাত্র পূরু উত্তর করিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আমি আপনকার পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব, হে রাজন্! আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করিয়া যথাভিলষিত-বিষয়-ভোগ করুন, আমি আপনকার বয়স্ ও রূপ ধারণ করিয়া জরাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে যৌবন প্রদান-পূর্ব্বক আপনকার নিয়োগানুসারে কার্য্য করিব। যযাতি কহিলেন, হে বৎস পূরো! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, প্রীতমনে এই বর প্রদান করিতেছি, যে তোমার রাজ্যে প্রজাগণ সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ হইবেক। মহাতপা যযাতি ইহা কহিয়া শুক্রকে স্মরণ-পূর্ব্বক পূরু-নামক মহাত্মা-পুত্রেতে জরা সংক্রমিত করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে চতুরশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষাত্মজ নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি প্রীতিযুক্ত হইয়া পূরুর যৌবনদ্বারা অভিলষিত-বিষয়-ভোগ করিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহার যেমন কামনা ও যেমন উৎসাহ, তিনি তদনুসারে যথাকালে যথাযোগ্য ধর্ম্মের অবিরোধে সুখভোগ করিতে লাগিলেন; তিনি যাগদ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণকে, অভিলাষানুরূপ অনুগ্রহদ্বারা দীনগণকে, প্রার্থনা পূরণদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, অন্নপানদ্বারা অতিথিগণকে, পরিপালনদ্বারা বৈশ্যগণকে ও অনিষ্ঠুরতাদ্বারা শূদ্রগণকে পরিতৃপ্ত এবং সম্পূর্ণরূপে নিগ্রহদ্বারা দস্যুগণকে ও ধর্ম্মদ্বারা সমুদায় প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করত সাক্ষাৎ দ্বিতীয় দেবরাজের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সিংহ-

তুল্য বিক্রমশালী সেই রাজা বিষয়াসক্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে উত্তমরূপে সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন; তিনি উত্তম কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার যৌবনকাল সহস্র বৎসরে সমাপ্ত হইবেক স্মরণ করিয়া অতিশয় খিন্নও হইলেন। বীর্য্যবান্ কালজ্ঞ রাজর্ষি সহস্র বৎসর যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কলা কাষ্ঠা-প্রভৃতি কালগণনা করত বিশ্বাচীর সহিত কখন সুশোভিত নন্দন-বনে, কখন অলকাতে, কখন মেরুশৃঙ্গে, কখন বা উত্তর প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভূপতি যখন দেখিলেন যে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তখন পুত্র পূরুকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে অরিন্দম পুত্র! আমি তোমার যৌবনদ্বারা অভিলাষ ও উৎসাহানুসারে যথাকালে বিষয় ভোগ করিয়াছি; পরন্তু যেমন হুতাশনে ঘৃত প্রদান করিলে নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগদ্বারা কখন কাম নিবৃত্তি হয় না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী, এ সকল এক জনের উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না; অতএব ভোগ-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা দুর্ম্মতিব্যক্তিদিগের দুস্ত্যজ্য, বার্দ্ধক্য হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না এবং যাহা প্রাণ-বিনাশক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বিষয়াসক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে, অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে চিত্তসমাধান করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও মমতারহিত হইয়া অরণ্য-মধ্যে মৃগের সহিত একত্র বাস করিব। হে পূরো! তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হইবেক, তুমি স্বীয় যৌবন গ্রহণ করিয়া এই রাজ্যের অধিপতি হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নহুষ-তনয় যযাতি জরা গ্রহণ করিলেন, এবং পূরুও পুনর্ব্বার স্বীয় যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ সকলে রাজ-সমীপে আসিয়া ইহা কহিলেন, হে প্রভো! শুক্রের দৌহিত্র দেবযানী-প্রসূত জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে অতিক্রম করিয়া পূরুকে কি নিমিত্ত রাজ্য প্রদান করিতেছেন? যদু, আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুর্ব্বসু দ্বিতীয়, আর শর্ম্মিষ্ঠা গর্ত্তসম্ভূত দ্রুহ্যু তৃতীয়, অনু চতুর্থ ও পূরু সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, অতএব জ্যেষ্ঠ অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইতে পারে? আমরা ইহা আবেদন করিলাম, আপনি যথা-ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। যযাতি কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি বর্ণগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি জ্যেষ্ঠকে কোন প্রকারে রাজ্য প্রদান করিব না, জ্যেষ্ঠ যদু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই, যে পুত্র পিতার প্রতিকূলতাচরণ করে, সাধুদিগের মতে সেই পুত্র পুত্রের মধ্যে গণ্য হয় না; যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, হিতকারী ও বিনীত এবং মাতা পিতার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ করে, সেই পুত্রই পুত্র। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, ইহারা আমার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে; পূরু আমার কথা বিশেষরূপে রক্ষা ও মান্য করিয়া আমার জরাগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাতে পূরু কনিষ্ঠ হইলেও আমার উত্তরাধিকারী দায়াদ হইবেক। মিত্ররূপী পূরু আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছে, এবং উশনাঃ শুক্রও স্বয়ং আমাকে এই বর-প্রদান করিয়াছিলেন, যে, যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে সেই রাজ্যাধিকারী হইবে, অতএব তোমাদের নিকট অনুনয় করিতেছি, তোমরা পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত কর। তখন চতুর্বর্ণ প্রজাগণ কহিলেন, যে পুত্র গুণসম্পন্ন, সাধুশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদা মাতাপিতার হিতকারী হয়, সে কনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত

কল্যাণের ভাজন হইতে পারে, অতএব আপনকার প্রিয়কারী পুত্র পূরু এই রাজ্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বটেন, এবিষয়ে শুক্রও বরদান করিয়াছেন, স্থতরাং তাহার অন্যথায় উত্তর করিতে পারা যায় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পৌর ও জনপদ-বাসীজনগণ তুষ্ট হইয়া ঐরূপ কহিলে যযাতি আত্মপুত্র পূরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পূরুকে রাজ্য-প্রদান করিয়া বনবাসের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া ব্রাহ্মণ ও তাপসগণের সহিত রাজপুর হইতে নির্গত হইলেন। যযাতি-রাজার পুত্রগণের মধ্যে যদুর বংশে যাদবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ, এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে পার্থিব! যে বংশে মহারাজ নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া সহস্র বৎসর রাজ্য করিবার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পৌরববংশ পূরু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

সম্ভবপর্ব্বে পঞ্চাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নহুষ-তনয় রাজা যযাতি এইরূপে প্রিয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক মুনি হইয়া থাকিলেন। তিনি দান্ত, শংসিতব্রত ও ফলমূলাহারী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বনে বাস করিয়া স্বর্গগমন করিলেন; স্বর্গারোহণ করিয়া তিনি কিছুকাল পরমসুখে অবস্থিতি করেন। পরে অল্পকাল-মধ্যেই দেবরাজ পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বর্গ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে তিনি স্বর্গ হইতে প্রচ্যুত হইয়া অবনীতল প্রাপ্ত হয়েন নাই, অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করেন; পরে সেই বীর্য্যবান্ রাজা বসুমান্, অষ্টক, প্রতর্দ্দন ও শিবির সহিত একত্র হইয়া পুনঃ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, মহীপতি যযাতি কোন্ কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আদ্যোপান্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি এই ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ-সমক্ষে বর্ণন করুন। সেই কুরুবংশবর্দ্ধন, সত্যকীর্ত্তি, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পৃথিবীপতি যযাতি দেবরাজ-সদৃশ ছিলেন; তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সেই মহাত্মার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! স্বর্গে ও ইহলোকে পুণ্যজনিকা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী যযাতি রাজার উত্তমা কথা আপনার নিকট এই বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। নহুষ-তনয় রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজ্যাভিষিক্ত এবং যদু-প্রভৃতি পুত্রগণকে অন্ত্যজদেশে স্থাপন করিয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক ফলমূলাহারী হইয়া বহুকাল বনে অবস্থিতি করিলেন; তৎকালে তিনি শংসিতাত্মা ও জিতক্রোধ হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ, বানপ্রস্থ বিধানে বিধি-পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান, এবং বন্য ফলমূল ও ঘৃতদ্বারা অতিথিগণের পূজা করিয়াছিলেন; উক্ত বিভু উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদ্ধৃত-শস্যের অবশিষ্টান্ন ভোজনে পূর্ণ সহস্র বৎসর অতিবাহন করেন; পরে তিনি সংযত-বাক্য ও সংযত-চিত্ত হইয়া জলমাত্রভক্ষণে ত্রিংশৎ বৎসর অতিক্রম করেন; অনন্তর অতন্দ্রিত হইয়া এক বৎসরকাল বায়ুভক্ষ হইয়া থাকেন; পরিশেষে এক বৎসরকাল পঞ্চাগ্নি-মধ্যে তপস্যা করেন ও ছয়মাস বায়ুভক্ষ হইয়া একচরণে দণ্ডায়মান থাকেন; অনন্তর পুণ্যকীর্ত্তি নহুষনন্দন আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে ষড়শীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই রাজেন্দ্র যযাতি স্বর্গারোহণ-পূর্ব্বক দেব, সাধ্য, মরুৎ ও বসুগণ-কর্তৃক

সমাবৃত হইয়া দেব-সদনে বসতি-পূর্ব্বক দেবলোকে ও ব্রহ্মলোকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। ইহা শ্রুত হইয়াছে যে, পুণ্যকারী জিতেন্দ্রিয় সেই পৃথিবীপতি এইরূপে দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করেন। একদা সেই নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি দেবরাজের নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত কথোপকথ-নান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! যখন পূরু তোমার স্বরূপ হইয়া জরাগ্রহণ-পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া কি বলিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল। যযাতি কহিলেন, তখন আমি পূরুকে ইহা কহিয়াছিলাম যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে সকল দেশ আছে সে সমুদায়ই তোমার, এই ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে তুমিই রাজা হইলে; আর ইহাও উপ-দেশ করিয়াছিলাম, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা অক্রোধ-ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, অসহিষ্ণু ব্যক্তি অপেক্ষা সহিষ্ণু ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ ও অ-বিদ্বান্ ব্যক্তি অপেক্ষা বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন; কোন ব্যক্তি আক্রোশ করিলে তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপ আক্রোশ করিবেক না, কেননা সহিষ্ণু ব্যক্তির মন্যুই আক্রোশকারীকে দগ্ধ করে, এবং ঐ ক্ষমাশীল ব্যক্তির সুকৃতও লাভ করিয়া দেয়; পরপীড়ক বা নৃশংসবাদী হইবেক না, অভি-চারপ্রভৃতি নীচ উপায়দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করি-বেক না, এবং যে বাক্যে পরের মনোদুঃখ হইবার সম্ভাবনা এমত দগ্ধকারী পাপসূচক বাক্যও কহি-বেক না; যে ব্যক্তি বচনরূপ কণ্টকদ্বারা মানব-গণকে বিদ্ধ করে, যাহার মুখে পরপীড়ন-বাক্যরূপ রাক্ষস নিবদ্ধ আছে, এমত তীক্ষ্ণবাদী নিষ্ঠুর ব্যক্তি-কে দেখিলেও লক্ষ্মী-ত্যাগ হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসাধুগণ-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও সর্ব্বদা সাধুগণ-কর্ত্তৃক অগ্রে প্রপূজিত ও পশ্চাৎ রক্ষিত হইয়া থাকেন; তিনি সাধুচরিত আশ্রয় করিয়া অসাধু-দিগের নিন্দাবাক্যে ক্ষমাপ্রদর্শন করেন। বদন হই-তে বাক্যরূপ তীক্ষ্ণবাণ নিঃসৃত হইয়া পরের মর্ম্ম-স্থানেই পতিত হয়, তাহা দ্বারা যে ব্যক্তি আহত হয়, সে দিবারাত্রি মনোদুঃখে দুঃখিত হইতে থাকে, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির প্রতি সেই বচনবাণ পরিত্যাগ করেন না। সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল ত্রিভুবন-মধ্যে আর নাই; অতএব সর্ব্বদা শান্তবাক্য প্রয়োগ করিবেক, কদাচ নিষ্ঠুর বাক্য কহিবেক না, পূজ্য ব্যক্তিকে পূজা করিবেক, এবং দানশীল হইবেক, কদাচ যাচ্ঞা করিবেক না।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে সপ্তাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৭॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্ নহুষ-তনয় যযাতে! যখন তুমি সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া গৃহাশ্রম পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক বনগমন করিলে, তখন তপস্যায় কা-হার তুল্য হইয়াছিলে, বল। যযাতি কহিলেন, হে বাসব! দেব, মানব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাঁদের মধ্যে আমার তুল্য তপস্বী কাহাকেও দেখি না। ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অন্যের প্রভাব না জানি-য়াই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও অধম সকলকেই অবমাননা করিলে, এই কারণে তোমার পুণ্যক্ষয় হইল, সুতরাং এই স্বর্গভোগেরও শেষ হইল, অত-এব তুমি অদ্য দেবলোক হইতে পতিত হইবে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যের প্রতি অবমাননা প্রযুক্ত যদি আমার স্বর্গভোগ শেষ হইল, তাহা হইলে আমি দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে বাসনা করি। ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্! তুমি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সাধু-সকাশে অবস্থিত হইবে এবং সেস্থানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে; হে যযাতে! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইলে, অতএব আর কখন সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যযাতি দেবরাজ-সেবিত পুণ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতেছেন, এমত সময় সাধুধর্ম্ম-সংস্থাপক রাজর্ষিপ্রবর অষ্টক তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, অগ্নির ন্যায় স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান, ইন্দ্র-সদৃশ রূপ যৌবন-সম্পন্ন এবং ব্যোমচরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যের ন্যায় তুমি কে মেঘরূপ তমোরাশি নিরাকরণ পুরঃসর আকাশ হইতে পতিত হইতেছ? বহ্নি কিম্বা সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিযুক্ত তোমাকে সূর্য্যপথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত লোক মোহিত হইয়া "ইহা কি পড়িতেছে" বলিয়া বিতর্ক করিতেছে। আমরা সকলে তোমাকে উপেন্দ্র, ইন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী এবং দেবমার্গে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তোমার পতনের হেতু জানিবার নিমিত্ত অভ্যুদ্গত হইয়াছি, হে স্পৃহণীয় রূপান্বিত! তোমাকে অগ্রে জিজ্ঞাসিয়া আমরা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু আমরা যে কে ইহা তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে না, এই নিমিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কাহার তনয়? কি নিমিত্তই বা আগমন করিতেছ? হে ইন্দ্রসমপ্রভাব! তোমার ভয় নিরাকৃত হউক, তুমি বিষাদ ও মোহ আশু পরিত্যাগ কর, তুমি এই সাধুগণ-সমীপে অবস্থিত হইলে বলসূদন ইন্দ্রও তোমাকে ধর্ষণ করিতে পারিবেন না; হে অমররাজকল্প! সাধুগণ সুখভ্রষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে সাধুগণই সর্ব্বদা পরিরক্ষিত করেন, এ স্থলে চরাচর ভূতবর্গের প্রভু সেই সাধুমণ্ডলীও অনেকে সমবেত আছেন অতএব তুমি সদৃশ সজ্জনগণ-সমীপেই সমাগত হইয়াছ; যেমন অগ্নি তাপপ্রদানে প্রভু, ভূমি বীজধারণে প্রভু, ও সূর্য্য অন্ধকার বিনাশে প্রভু, সেইরূপ সাধুদিগের সম্বন্ধে অভ্যাগত ব্যক্তিও প্রভু হয়েন।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে অষ্টাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের তনয় এবং পূরুর পিতা, আমার নাম যযাতি; আমি সর্ব্বপ্রাণীর অবমাননা করিয়াছিলাম, এ কারণ অল্পপুণ্য হইয়া সুর, সিদ্ধ ও ঋষিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছি; আমি তোমাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এ জন্য তোমাদিগকে অভিবাদন করিলাম না, কারণ যে ব্যক্তি বিদ্যা, বা তপস্যা অথবা জন্মদ্বারা বৃদ্ধ হন, সেই ব্যক্তিই দ্বিজাতিগণের পূজ্য হইয়া থাকেন। অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কহিলে যে, যে ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি পূজনীয় হইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা প্রবৃদ্ধ সেই ব্যক্তিই দ্বিজগণের পূজ্য হন। যযাতি কহিলেন, বিদ্যা ও তপস্যাদি কর্ম্মের অহঙ্কারকে নরক-জনক পাপ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সেই অহঙ্কার উদ্ধত ব্যক্তিতেই বর্ত্তে, সাধুগণ ঐ উদ্ধত অসাধুগণের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হন না, পূর্ব্বকালীন সজ্জনেরাও এইরূপ ছিলেন; আমি সেরূপ না হওয়াতেই স্বর্গচ্যুত হইয়াছি। আমার পুণ্যরূপ বিপুল ধন সঞ্চিত ছিল, তাহা আমার দর্প-প্রযুক্তই নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা আর প্রাপ্ত হইতে পারি না; যিনি আমার এইরূপ গতি দেখিয়া আত্ম হিতসাধনে নিবিষ্ট হইবেন, তিনিই বিজ্ঞ ও ধীর। যে ব্যক্তি মহাধন-সম্পন্ন হইয়া উত্তম যজ্ঞদ্বারা যজনক্রিয়া করেন, সর্ব্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া বিনয়বুদ্ধি হন, এবং সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া তপস্যায় দেহ সমর্পণ করেন, সেই পুরুষই মোহরহিত হইয়া স্বর্গগামী হন। পরন্তু মহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাহাতে কখন হৃষ্টচিত্ত হইবে না, এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়াও অহঙ্কৃত হইবে না। এই জীবলোকে কেহ কেহ ধর্ম্মরুচি, কেহ বা অধর্ম্মরুচি হইয়া থাকে, কারণ সকলেই দৈবাধীন, ইহাতে তাহাদের চেষ্টা ও যোগ্যতা সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব ধীর ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা অদৃ-

ষ্টের বলবত্তা বিবেচনা করিয়া সুখদুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে রাগ দ্বেষ-দ্বারা আত্ম বিঘ্ন করেন না। জীবমাত্রই সুখ বা দুঃখ আত্মশক্তিদ্বারা ভোগ করে না, দৈবাধীন ভোগ করিয়া থাকে; অতএব দৈবকে বলবত্তর বিবেচনা করিয়া সুখদুঃখে হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হওয়া কোন প্রকারে উচিত নহে। ধীর ব্যক্তি দুঃখভোগের সময় বিষণ্ন অথবা সুখভোগের সময় হৃষ্ট হন না, সর্ব্ব সময়েই সমভাবে থাকেন, তিনি ভাগ্যই সমুদায়ের মূল ইহা মনে করিয়া কোন প্রকারেই সন্তোষ বা অসন্তোষে লিপ্ত হন না। হে অষ্টক! বিধাতা যাহা বিধান করেন তাহা নিশ্চয়ই হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই নাই এবং আমার মানসিক কোন সন্তাপও বিদ্যমান নাই; দেখ, সর্প বৃশ্চিক মৎস্যাদি জলীয় ও স্থলীয় কীট, প্রস্তরপুঞ্জ ও তৃণকাষ্ঠপ্রভৃতি যাবতীয় স্বেদজ অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু আছে, সমুদায়ই নিয়তির অবসানে স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হয়। হে অষ্টক! সুখদুঃখ অনিত্য, অতএব কি জন্য তাহাতে তাপিত হইব! কি করিব! কি করিলেই বা সন্তাপ দূর হইবেক! ইহা বিবেচনা করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তত্রস্থ সর্ব্বগুণোপেত মাতামহ ভূপাল যযাতি এইরূপ কহিলে অষ্টক পুনর্ব্বার স্বর্গবাসের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পার্থিবেন্দ্র! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ নারদাদির ন্যায় যথাবিধানে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছ অতএব তুমি যতকাল যেরূপে যে যে প্রধান লোক ভোগ করিয়াছ, সে সমস্ত আমার নিকট বল। যযাতি কহিলেন, আমি ইহলোকে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম, পরে মহৎলোক জয় করিয়া সেখানে সহস্র বৎসর বাস করিলাম, পরে পরমলোক প্রাপ্ত হইয়া সহস্র দ্বারযুক্ত রমণীয় শতযোজন-বিস্তীর্ণ ইন্দ্রপুরীতে সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, দুষ্প্রাপ্য, দিব্য, অজর, লোকপতি-প্রজাপতিলোক প্রাপ্ত হইয়া সেস্থানেও সহস্র বৎসর বাস করিলাম, পরে তদপেক্ষা পরমলোক প্রাপ্ত হইয়া দেব-দেবনিকেতনে বিহারানন্তর ত্রিদশগণ-কর্তৃক পূজিত, দেবগণের তুল্যপ্রভাব ও তুল্যদ্যুতি হইয়া যথাভিলষিত লোকসমূহে বাস করিলাম, পরিশেষে কামরূপী হইয়া দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়া সুগন্ধি পুষ্পিত মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সন্দর্শন-পূর্ব্বক অপ্সরোগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলাম, এইরূপে স্বর্গীয় সুখে আসক্ত থাকাতে বহুকাল অতীত হইল। অনন্তর উগ্ররূপ দেবদূত আমার নিকট আসিয়া "ধ্বস্ত হও" এই বাক্য উচ্চ-প্লুতস্বরে তিনবার কহিল, হে রাজসিংহ! আমি এতাবন্মাত্র জ্ঞাত আছি। পরে তৎক্ষণাৎ আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, হে নরেন্দ্র! তখন শোককারী সুরগণের এই খেদবাক্য আকাশপথে শুনিতে পাইলাম যে, হায়! কি দুঃখের বিষয়! ঐ দেখ, পুণ্যকারী পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি ক্ষীণপুণ্য হইয়া পতিত হইতেছেন; পরে আমি পতিত হইতে হইতেই তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমি কিরূপে সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে পারি? অনন্তর তাঁহারা আমাকে তোমাদের এই যজ্ঞভূমি দেখাইয়া দিলেন, আমি এই যজ্ঞভূমির ধূমদ্বারা সূচিত উপদেশক-স্বরূপ হবির্গন্ধ আঘ্রাণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া এই যজ্ঞভূমিতে সত্বর উপস্থিত হইলাম।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে ঊননবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৯॥

অষ্টক কহিলেন, হে সত্যপরায়ণ! তুমি কামরূপী হইয়া দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়াছিলে, অনন্তর কি কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে আগমন করিলে? যযাতি কহিলেন, যেমন ইহলোকে কোন লোক ক্ষীণবিত্ত হইলে তাহাকে জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সেখানে মনুষ্য ক্ষীণপুণ্য হইলে ঐশ্বর্য্যশালী

দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অষ্টক কহিলেন, সেই দেবলোকে তত্রস্থ লোক কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়? এ বিষয়ে আমার মন অতিমাত্র সংশয়ারূঢ় হইতেছে, অপিচ, কি পুণ্য করিলে কোন্ প্রজাপতির ধামে গমন করে, তাহাও আমাকে বল, যেহেতু আমার বিবেচনায় তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ। যযাতি কহিলেন, হে নরদেব! যাহারা আত্মোৎকর্ষ স্বমুখে ব্যক্ত করে, তাহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে এই ভূমণ্ডলরূপ নরকে পতিত হইয়া ভোগাভিলাষে পরিশ্রান্ত ও পক্ষি শৃগাল-প্রভৃতির ভক্ষণের নিমিত্তে কষ্টজনক নানাবিধ শরীর প্রাপ্ত হয়; হে নরেন্দ্র! এই কারণে দোষাবহ ও লোকনিন্দিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। হে পার্থিব! তোমার নিকট সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিব বল।

অষ্টক কহিলেন, যখন গৃধ্র শিতিকণ্ঠপ্রভৃতি পক্ষী ও পতঙ্গগণ মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তখন কি প্রকারে জীব বর্ত্তমান থাকে? কি প্রকারেই বা আবির্ভূত হয়? এবং রৌরব বৈতরণীপ্রভৃতিই নরক সকল প্রসিদ্ধ আছে, তদ্ভিন্ন ভৌমনরক কি? এ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যযাতি কহিলেন, জীব সকল যথানুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে দেহপতনের পরে মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই স্থানে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবয়বের উৎপত্তি হইলে প্রসূত হইয়া প্রকাশ্যরূপে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে থাকে, ইহাই জীবের পক্ষে ভৌমনরক বলা যায়, কারণ এইরূপে তথায় পতিত হইলে আপনার বয়োবৃদ্ধি দেখিতে পায় না, অজ্ঞানবশতঃ কেবল বিষয়ভোগেই বৎসর সকল অতীত করিতে থাকে। কোন কোন জীব স্বকৃত কর্ম্মানুসারে কিয়ৎকাল স্বর্গভোগ করিয়া স্বর্গ হইতে পতন-সময়ে ষষ্টি সহস্র বা অশীতি সহস্র বৎসরও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করত যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; পতনশীল ঐ জীবদিগকে তীক্ষ্ণদশন ভয়ঙ্কর হস্তী, মহিষ ও পুরুষাকৃতি ভৌম রাক্ষসগণ হিংসা করিতে থাকে। অষ্টক কহিলেন, যাহারা পাপহেতু স্বর্গচ্যুত হয়, তাহাদিগকে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভীমরূপ ভৌম রাক্ষসগণ হিংসা করিলে তাহারা পতনাবসানে কিরূপে বর্ত্তমান থাকে? কিরূপে ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট হয়? কিরূপেই বা গর্ব্ভস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করে? যযাতি কহিলেন, সূক্ষ্মভূতাবৃত জীব জলময় শরীর ধারণ করিয়া রেতোরূপে পরিণত হয়, পুরুষ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট ঐ রেত স্ত্রীর শোণিতে মিশ্রিত হওয়াতে তাহা পুষ্পফলের অনুরূপ হইয়া রজ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই রজ স্ত্রীর উদরে গর্ব্ভরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব সকল প্রথমতঃ জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতে অনুপ্রবেশ করে, পরে বনস্পতি ও ওষধিতে আবিষ্ট হয়, অনন্তর শুক্র শোণিতরূপে পরিণত হইয়া গর্ব্ভোৎপত্তি ক্রমে দ্বিপদ চতুষ্পদপ্রভৃতি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টক কহিলেন, যখন জীব নরযোনি প্রাপ্ত হয় তখন কি স্বীয় সূক্ষ্মশরীরেই মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে? কিম্বা ভৌতিক কোন শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া প্রবিষ্ট হয়? ইহা আমাকে বল, আমি সংশয়ারূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, এবং জীবগণের কিরূপে শরীর ভেদপ্রভৃতি হয়? কিরূপেই বা তাহাদের চক্ষুঃ কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল রূপ শব্দপ্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে? হে তাত! আমরা তোমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এ সমস্ত প্রকৃতরূপে বল। যযাতি কহিলেন, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্ম শরীরে রেতোরূপে স্ত্রীলোকের ঋতুতে পুষ্পরসে অনুসংবদ্ধ গর্ব্ভাশ্রিত সেই জীব তন্মাত্রে কৃতাধিকার কোন বায়ুবিশেষ-কর্ত্তৃক উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে; পরে যখন সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক মনুষ্যাকারে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শ্রোত্রদ্বারা শব্দ জানিতে পারে, চক্ষুর্দ্বারা রূপ দেখিতে পায়, ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে,

জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে এবং মনোদ্বারা পদার্থ সকল জানিতে পারে। হে অষ্টক! জীবাত্মার সূক্ষ্মরূপ ঐ লিঙ্গ-শরীর এইরূপে স্থূলশরীরে উপহিত হয়।

অষ্টক কহিলেন, যে পুরুষ মৃত হয়, লোকে তাহাকে দগ্ধ কিম্বা নিখাত করে, অথবা অন্য কোন রূপে তাহার শরীর ধ্বংস করিয়া ফেলে, সুতরাং স্থূলশরীরের সহিত লিঙ্গশরীরেরও ধ্বংস হয়, অতএব ঐ লিঙ্গশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া কিপ্রকারে মাংসপিণ্ড-স্থূলদেহকে চেতন-যুক্ত করে? যযাতি কহিলেন, হে রাজসিংহ! জীবাত্মা মৃত্যুকালে পবনাগ্রানুসারী পঞ্চ প্রাণাদি লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় স্থূলদেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সুকৃত ও দুষ্কৃতকে অগ্রে লইয়া শব্দবিশেষ করত অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্য-যোনিতে জন্মে, এবং পাপকারী পুরুষ পাপ-যোনিতে কীটপতঙ্গাদিরূপে উৎপন্ন হয়, হে মহানুভাব, রাজসিংহ! ষট্‌পদ চতুষ্পদ দ্বিপদ-প্রভৃতি প্রাণিগণ এইরূপে গর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে। আমার আর কথনীয় কিছুই নাই, আমি সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আর কি জিজ্ঞাসা করিবে, বল। অষ্টক কহিলেন, হে তাত! তপস্যা ও বিদ্যা এ দুইয়ের মধ্যে কি করিলে শ্রেষ্ঠলোক-প্রাপ্তি হয়, এবং যদ্দ্বারা ক্রমশঃ শুভলোকে গমন করিতে পারা যায়, সে সমস্ত যথার্থরূপে বর্ণন কর। যযাতি কহিলেন, সাধুগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, ঋজুতা ও সর্ব্ব প্রাণীতে অনুকম্পা এই সাতটি মানবগণের স্বর্গলোক গমনের প্রধান দ্বার-স্বরূপ হইয়াছে; পরন্তু যে সকল পুরুষ তমোভিভূত হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করে, তাহারা শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না, ইহা সাধুরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া আমিই পণ্ডিত এইরূপ অভিমানী হইয়া বিদ্যাদ্বারা অন্যের যশ বিলুপ্ত করে, তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, এমন কি, তাহার সেই অধ্যয়ন কিছুমাত্র ফল-জনক হয় না। অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম শুভঙ্কর বটে, কিন্তু অহঙ্কারের সহিত এই সকল কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা অবথাকৃত হইয়া ভয়ঙ্কর হয়। মনুষ্য অতিশয় সম্মানভাজন হইলেও হর্ষযুক্ত হইবেক না এবং অবমানিত হইলেও সন্তাপিত হইবেক না, কারণ ইহলোকে সাধুগণই সাধুগণকে পূজা করিয়া থাকেন, অসাধুগণ কখন সাধুর ন্যায় আচরণ করে না। দান করিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম, ব্রত করিলাম, এইরূপে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলে তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, অতএব সর্ব্বতোভাবে দম্ভ পরিত্যাগ করাই উচিত। পরন্তু যে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মানস-পথের অগোচর, ও ভবাদৃশ সাধুগণের মঙ্গলকর সনাতন ব্রহ্মকে সংযত-চিত্ত হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা সমাধিদ্বারা সেই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া উত্তমশান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে নবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

অষ্টক কহিলেন, গৃহস্থ, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী, এবং বানপ্রস্থ, ইহাঁরা সৎপথে থাকিয়া কিরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন, বৈদিকগণ এ বিষয়ে নানা প্রকার বলিয়া থাকেন। যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করত গুরু আহ্বান করিলে পাঠগ্রহণ করিবেন, গুরুর কর্ম্মে নিরত তৎপর থাকিবেন, প্রত্যূষে গুরুর উত্থানের অগ্রে উত্থান করিবেন, রজনীতে গুরুর শয়নের পরে শয়ন করিবেন এবং মৃদু, দান্ত, ধৈর্য্যবান্, প্রমাদ-রহিত ও অধ্যয়নশীল হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয়। পুরাতন উপনিষদে কথিত আছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া

নিত্যনৈমিত্তিকাদি যজনক্রিয়া করিবেক, দান করিবেক, সর্ব্বদা অতিথিগণকে ভোজন করাইবেক এবং কোন ব্যক্তি দান না করিলে গ্রহণ করিবেক না। অরণ্য-বাসী ব্যক্তি স্ব ক্ষমতা-লব্ধ-ফলমুল-জীবী, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত, দানশীল, নিয়তাহার, নিয়তচেষ্ট ও পরহিংসাদি-রহিত হইলে মুনিরূপে উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি বিবিধ-গুণসম্পন্ন, নিত্য-জিতেন্দ্রিয় ও অল্প-পরিচ্ছদ হন, এবং শিল্প-কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করেন, গৃহস্থালয় ভিন্ন স্থানে শয়ন করেন, কোন বিষয়ে লিপ্ত না হন এবং অল্প গমন করেন, অথচ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তিনিই ভিক্ষু বলিয়া উক্ত হন। যে সময়ে বিষয় সকল তুচ্ছীকৃত হয় এবং সুখাবহ বস্তু সকল স্বেচ্ছাক্রমে পরাজিত করা যায়, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সময়েই সংযত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার নিমিত্তে বনপ্রস্থিত হইতে যত্ন করিবেন; বানপ্রস্থ ব্যক্তি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয় সকল অরণ্যে পরিত্যাগ করিলে ঊর্দ্ধতন পিতৃপিতামহাদি দশপুরুষকে, অধস্তন পুত্রপৌত্রাদি দশপুরুষকে ও আপনাকে পরব্রহ্মে লীন করেন।

অষ্টক কহিলেন, মুনি কতপ্রকার হন, ও মৌনব্রতই বা কতপ্রকার হয়, ইহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। যযাতি কহিলেন, হে জনাধিপ! অরণ্যে বাস করিলে সমস্ত গ্রাম্যবস্তু যাঁহার সমীপে থাকে এবং গ্রামে অবস্থিতি করিলে সমস্ত বন্যদ্রব্য যাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, তাঁহার নাম মুনি। অষ্টক কহিলেন, অরণ্যে বাস করিলে গ্রাম্যবস্তু ও গ্রামে বাস করিলে আরণ্য বস্তু কিরূপে সম্মুখীন হইতে পারে? যযাতি কহিলেন, মুনি অরণ্যে বাস করিলে তাঁহাকে গ্রাম্যবস্তু আহরণ করিয়া আনিতে হয় না, তাঁহার যোগবলে স্বয়ং সমস্ত বস্তুই সম্মুখবর্ত্তী হয়, তিনি বিবেকদ্বারা সন্ন্যাসী, গৃহাদিশূন্য ও পরমহংস হন এবং বংশ ও বিদ্যার ব্যপদেশ-রহিত হইয়া থাকেন এবং কৌপীন ও তদাচ্ছাদনোপযুক্ত বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করেন, ও যাহাতে প্রাণধারণমাত্র হয় এরূপ ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি গ্রামে অবস্থিতি করিলেও আরণ্য ব্যবহার সমুদায়ই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়; যে মুনি সমস্ত কর্ম্ম ও কামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনি সিদ্ধি-প্রাপ্ত হন; যিনি নিত্য শুদ্ধচিত্ত ও বাসনা-শূন্য হইয়া হিংসাযুক্ত-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, বিশুদ্ধ আহার করেন এবং হিংসা-সাধন নখ কর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ মুনিকে কোন্ ব্যক্তি অর্চ্চনা না করিবেক? যিনি ক্ষমাশীল, ও তপস্যাদ্বারা কৃশ ও ক্ষীণ, এবং যাঁহার মাংস, অস্থি ও শোণিত ক্ষীণতর হইয়াছে, তিনি ইহলোক ও পরলোকে জয়ী হন; যখন মৌনসমাশ্রিত মুনি অদ্বৈতভাবাবলম্বনে নির্দ্বন্দ্ব হন, তখন তিনি ইহলোক ও পরলোকে জয়ী হন; যে প্রকার গবাদি পশু হস্তপদাদি চেষ্টাদ্বারা আহরণ না করিয়া কেবল মুখদ্বারাই আহার নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ যখন মুনি প্রত্যগাত্মাতে এক নিষ্ঠ হইয়া অযাচিতক্রমে উপস্থিত আহার-দ্রব্য প্রাণধারণমাত্র নিমিত্তে মুখমাত্রেই গ্রহণ করেন, হস্তপদাদিদ্বারা কোন চেষ্টা করেন না, এমত অবস্থা হইলে তাঁহার নিকট সমস্ত লোকই অমৃতস্বরূপ হয়।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে একনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

অষ্টক কহিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় ধাবমান যতি ও বানপ্রস্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অগ্রে দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন? যযাতি কহিলেন, উভয়ের মধ্যে যতি ব্যক্তি সংযত থাকিয়া ইচ্ছাচারী গৃহস্থগণ-সমাকুল গ্রামমধ্যে বাস করিয়াও অগ্রে দেবস্বরূপ প্রাপ্ত হন; পরন্তু ঐ যতি ব্যক্তি-কর্ত্তৃক রাগ-দ্বেষাদি দেহধর্ম্ম বশতঃ স্বীয় অনুষ্ঠিত তপস্যার বিপরীতাচরণরূপ-পাপ কৃত হইলে পুনরায় দীর্ঘকাল-সাধ্য তপোনুষ্ঠানের সময় প্রাপ্ত না

হইলেও তিনি তজ্জন্য যদি অনুতাপিত হন, তবে পুনর্ব্বার অন্য তপস্যা অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে তিনি ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন; আর যে জ্ঞানী পুরুষ অবিনাশি ব্রহ্মকে ধারণ (সাক্ষাৎকার) করিয়াছেন, তিনি অবিরত ইচ্ছাধীন পাপাচরন করিলেও অত্যন্ত সুখরূপ মুক্তিলাভ করেন; হে রাজন্! মোক্ষের উদ্দেশ না করিয়া অনিত্য স্বর্গভোগের নিমিত্ত যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, সেই ধর্ম্মকে পণ্ডিতেরা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ধনের ন্যায় কষ্টদায়ক ও অসত্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, পরন্তু যে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, তাহাই বিহিত পথ ও সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং সেই পথেই গন্তব্য।

অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্! তোমাকে মাল্যধারী সুতেজস্বী ও পরমসুন্দর যুবাপুরুষ দেখিতেছি, অদ্য তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? ও কোন্ ব্যক্তির দূতস্বরূপ হইয়া কোন্ দিকে প্রেরিত হইয়াছ? কি পৃথিবীতেই বা তোমার গমনীয় স্থান আছে? যযাতি কহিলেন, আমি ক্ষীণপুণ্য হওয়াতে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া এই ভৌমনরকে পতিত হইবার নিমিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছি, তোমাদের সহিত আলাপ করণানন্তর পতিত হইব, তন্নিমিত্তে লোকপালগণ আমাকে ত্বরা করিতেছেন। হে নরেন্দ্র! আমি ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আমাকে বর দিয়াছেন যে তুমি গুণবন্ত ও সংগত সাধুমণ্ডলীসমীপে পতিত হইবে।

অষ্টক কহিলেন, হে পার্থিব! আমার বোধ হইতেছে তুমি ধর্ম্মের ফলরূপ সিদ্ধ স্থান সমস্ত জ্ঞাত আছ, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গলোকে অথবা নক্ষত্রলোকাদিতে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত কোন ভোগ্য স্থান আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে তুমি পতিত হইয়াও পতিত হইবে না। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্রসিংহ! শ্রবণ কর; এই ভূমণ্ডলে গো, অশ্ব এবং বন্য ও পর্ব্বতীয় যাবৎসংখ্য পশু আছে, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত তোমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান আছে। অষ্টক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি মেরুপৃষ্ঠে বা নক্ষত্রলোকে অথবা ত্রিদশালয়ে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে সে সকল তোমাকে দান করিতেছি, পতিত হইও না, মোহরহিত হইয়া তুমিই তাহা অধিকার কর। যযাতি কহিলেন, হে রাজমুখ্য! অস্মদ্‌বিধ বেদবিৎ ও বেদাচারী ব্যক্তি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, হে নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা যেরূপ দান করিতে হয়, আমি পূর্ব্বে সেইরূপ দান করিয়াছি; ক্ষত্রিয়াদি পুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী বীরের পত্নী, ইহারা যাচ্ঞারূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া যেন কখন জীবিত থাকেন না; অহো! আমি সৎকর্ম্ম করণেচ্ছু হইয়া যে কর্ম্ম পূর্ব্বে কখন করি নাই তাহাই কি করিব?

অনন্তর তত্রস্থ প্রতর্দ্দন নামক এক নৃপতি কহিলেন, হে স্পৃহণীয়রূপ! আমি প্রতর্দ্দন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি নক্ষত্রলোকে বা দেবলোকে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে, বল; আমার বোধ হইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপার্জ্জিত সমস্ত সিদ্ধ স্থান তুমি অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্র! ঘৃতকুল্য পরমসুখপ্রদ এত অধিক স্থান তোমার প্রতীক্ষায় আছে যে প্রত্যেক স্থানে সপ্তদিবস করিয়া বাস করিলেও তাহার শেষ হয় না। প্রতর্দ্দন কহিলেন, যদি নক্ষত্রলোকে বা স্বর্গে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদায় তোমাকে দান করিতেছি, সে সমস্ত তোমারই হউক, তুমি আর পতিত হইও না, মোহরহিত হইয়া শীঘ্র তথায় আরোহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে পার্থিব! সমান তেজোবিশিষ্ট ভূপাল হইয়া কেহ অন্য রাজার নিকট যোগক্ষেমকর সুকৃত প্রার্থনা করেন না, জ্ঞানী রাজা দৈব আদেশে আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও কখন নৃশংস ব্যবহার করেন না, অতএব আমি কিরূপে ইহা স্বীকার

করিব? রাজা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্ম্য ও যশস্য কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু তুমি যাহা বলিতেছ তাহা নীচ কর্ম্ম, অতএব অস্মত্তুল্য ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত ইহা স্বীকার করিবে? অন্য রাজারা যে প্রতিগ্রহ কার্য্য কখন করেন নাই, আমি সৎকর্ম্ম করণেচ্ছু হইয়া তাহা কিপ্রকারে করিব? নৃপতি যযাতি এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময় বসুমান্ নামক এক নৃপোত্তম তাঁহাকে কহিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে দ্বিনবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯২॥

বসুমান্ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমি ঔষদশ্বি, বসুমান্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যদি নক্ষত্রমণ্ডলে বা ত্রিদশালয়ে আমার পুণ্যোপার্জ্জিত বিখ্যাত স্থান থাকে, বল; হে মহাত্মন্! আমার বোধ হইতেছে তুমি ধর্ম্মলভ্য সমস্ত পুণ্যলোক অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, সূর্য্য আকাশমণ্ডলে, পৃথিবীতে ও দিগ্‌দিগন্তে যাবৎ পরিমিত স্থান তেজোদ্বারা তাপিত করেন, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত অনন্ত পুণ্যলোক তোমার প্রতীক্ষায় আছে। বসুমান্ কহিলেন, হে রাজন্! সেই সমস্ত পুণ্যলোক তোমাকে দান করিতেছি, তাহা তোমারই হউক, তুমি পতিত হইও না; হে ধীমন্! যদি তোমার প্রতিগ্রহ করা দূষ্য বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি সেই সমস্ত লোক তৃণদ্বারা ক্রয় করিয়া লও। যযাতি কহিলেন, স্মরণ হইতেছে যে আমি শিশুক-সদৃশ ভীষণ কালচক্র হইতে ভীত হইয়া কখন বৃথা ক্রয় বিক্রয় করি নাই; এবং অন্য রাজারা যাহা কখন করেন নাই, তাহা আমি সৎকর্ম্ম করণেচ্ছু হইয়া কিপ্রকারে করিব? বসুমান্ কহিলেন, হে রাজন্! যদি তোমার ক্রয় করাই অভীষ্ট না হইল, তাহা হইলেও আমার দত্ত সেই সমস্ত পুণ্যলোক গ্রহণ কর. হে নরেন্দ্র! আমি সে সকল লোকে গমন করিব না, তাহা তোমারই হউক।

অনন্তর শিবি নামক নৃপোত্তম কহিলেন, আমি উশীনর-পুত্র শিবি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, নক্ষত্রলোকে বা দেবলোকে যদ্যপি আমার পুণ্যার্জ্জিত স্থান থাকে, বল; হে তাত! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মার্জ্জিত সেই সমস্ত পুণ্যলোক তুমি অবগত আছ। যযাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তুমি কখন বাক্যদ্বারা বা মনোদ্বারা সাধু যাচক ব্যক্তিকে অবজ্ঞা কর নাই, সেই কারণে দেবলোকে বিদ্যুৎ-স্বরূপ বিখ্যাত অনন্ত মহৎস্থান তোমার নিমিত্তে আছে। শিবি কহিলেন, হে রাজন্! যদি তোমার ক্রয় করা অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত পুণ্যলোক দান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, আমি তাহা দান করিয়া আর পুনর্গ্রহণ করিব না, সে স্থানে যাইলে পণ্ডিতগণ শোক প্রাপ্ত হন না। যযাতি কহিলেন, নরদেব! তুমি ইন্দ্রের সদৃশ প্রভাবশালী এবং তোমার পুণ্যলোক সমস্তও অনন্ত, পরন্তু হে শিবে! অন্যের দত্ত পুণ্যলোকে আমি ক্রীড়া করিব না, অতএব তোমার এই দান আমার অনুমোদিত হইল না।

অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্! আমরা সকলে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব পুণ্যার্জ্জিত লোক তোমাকে দান করিলাম, তাহা যদি তুমি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে না, তবে আমরা সকলে একত্র হইয়া আমাদের সমস্ত পুণ্যলোক তোমাকে প্রদান করিয়া ভৌমনরকে গমন করি। যযাতি কহিলেন, হে সত্যপ্রিয় সাধুগণ! আমি যাহা পূর্ব্বে কখন করি নাই, তাহা স্বীকার করিব না, আমি যে বিষয়ের উপযুক্ত তাহা সম্পাদন করিতে তোমরা যত্নবান্ হও। অষ্টক কহিলেন, ঐ আকাশমণ্ডলে হিরণ্ময় পাঁচখানি রথ দেখিতেছি, ঐ রথে আরোহণ করিয়া নরলোক ত্রিদশালয়ে গমন করিতে পারে, উহা কোন্ ব্যক্তির তাহা বল। যযাতি কহিলেন, ঐ যে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত উচ্চ, পঞ্চরথ আকাশমণ্ডলে প্রকাশমান হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে বহন করিয়া দেবসদনে লইয়া যাইবেক। অষ্টক কহিলেন,

হে রাজন্! তুমি রথে আরোহণ কর, এবং আকাশ-পথে প্রস্থান কর, যখন কাল উপস্থিত হইবেক, তখন আমরাও তোমার অনুগামী হইব। যযাতি কহিলেন, এক্ষণে আমরা সকলেই নিষ্পাপ ও স্বর্গ-জয়ী হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে একত্র হইয়া গমন করিতে হইবেক, ঐ দেখ দেবলোকের পথ পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই নরপতি সকলে ধর্ম্ম-প্রভাদ্বারা আকাশমণ্ডল আক্রমণ করিয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। অষ্টক কহিলেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে মহাত্মা দেবরাজ সর্ব্বতোভাবে আমার সখা, অতএব আমিই একাকী প্রথমতঃ গমন করিব, কিন্তু এই উশীনর-পুত্র শিবি একাকী কি নিমিত্ত আমাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন? যযাতি কহিলেন, এই উশীনর-পুত্র শিবি ব্রহ্মলোকের পথ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি তোমাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। হে রাজন্! দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম্ম, হ্রী, শ্রী, ক্ষমা, অক্রূরত্ব ও পালনেচ্ছা, এই সমস্ত গুণ উপমারহিত-রাজা শিবির এত আছে, যে বুদ্ধিদ্বারা তাহার পরিমাণ করা যায় না; শিবি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ও লজ্জাভারাবনত হওয়াতেই তাঁহার রথ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া গমন করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অষ্টক কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকল্প মাতামহকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপতে! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রকৃতরূপে বল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কাহার সন্তান ও স্বয়ং কোন্ ব্যক্তি? তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ তাহা জগন্মণ্ডলে তোমাব্যতীত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কেহই সম্পাদন করিতে পারে না। যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র ও পূরুর পিতা, আমার নাম যযাতি, আমি এই অবনীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম, তুমি আমার পরমাত্মীয়, তোমার নিকট স্পষ্টরূপে বলিতেছি, আমি তোমাদের মাতামহ; আমি সমুদায় ভূমণ্ডল জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রদান-পূর্ব্বক পবিত্র ও সুরূপ এক শত অশ্ব দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম; যিনি ইহা করেন, দেবগণ সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে ভজনা করেন। বাহন, গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্টতর ধনে পরিপূর্ণা এই পৃথিবী এবং অর্ব্বুদ শত গো ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলাম; এবং আমার কথিত বাক্য কখন নিষ্ফল হয় নাই, আমার সত্যদ্বারা আকাশমণ্ডল ও বসুন্ধরা অবস্থিতি করিতেছে এবং মর্ত্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এজন্য সাধুগণ সত্যকেই পূজ্য করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! তোমাকে, প্রতর্দ্দনকে ও ঔষদশ্বিকে যাহা বলিতেছি ইহা সত্য, সমস্তলোক, মুনিগণ ও দেবগণ এক সত্যনিষ্ঠতা-দ্বারাই পূজ্যতম হইয়া থাকেন, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া আমাদের এই স্বর্গপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি আমাদের পুণ্যার্জ্জিত লোক লাভ করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতি-মহাত্মা উদারকর্ম্মা রাজা যযাতি দৌহিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিস্তারিত হইয়া কীর্ত্তিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া মিত্র সমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে যযাতি উপাখ্যানে ত্রিনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! পূরুবংশীয় রাজগণের মধ্যে যাঁহার যেরূপ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম এবং যিনি যাদৃশ, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এই বংশে কোন রাজা কখন দুশ্চরিত্র, নির্ব্বীর্য্য বা প্রজা-বিরহিত হন নাই, হে তপোধন! বিখ্যাত-চরিত্র ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন সেই সমস্ত রাজগণের চরিত্র বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূরুবংশের বৃত্তান্ত যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই পূরুর বংশধর বীর, দেবরাজ-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন, অসংখ্য দ্রবিণশালী, বিক্রান্ত ও সর্ব্বলক্ষণ-পূজিত রাজগণের বৃত্তান্ত আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূরুর পৌষ্টি-নাম্নী মহিষীতে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব, এই তিন মহারথ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রবীর বংশধর হইলেন। প্রবীরের ঔরসে শূরসেনীর গর্ব্ভে মনস্যু নামে পুত্র জন্মিলেন; রাজীবলোচন সর্ব্বপ্রভু মনস্যু চতুঃসাগর পর্য্যন্ত পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। মনস্যুর ঔরসে সৌবীরীর গর্ব্ভে শক্ত, সংহনন ও বাগ্মী, এই তিন পুত্র উৎপন্ন হইলেন; তাঁহারা সকলেই শূর ও মহারথ হইয়াছিলেন। মনস্বী রৌদ্রাশ্বের ঔরসে মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরার গর্ব্ভে অন্বগ্‌ভানু-প্রভৃতি দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, মহাধনুর্দ্ধারী, যাগশীল, শূর, প্রজা-বিশিষ্ট ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদের হইতে ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, বীর্য্যবান্ কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, মহাযশা জলেয়ু, বলবান্ তেজেয়ু, ধীমান্ সত্যেয়ু, ইন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী ধর্ম্মেয়ু এবং দেব-বিক্রম দশম সন্নতেয়ু এই দশ সন্তান জন্মিয়াছিল। দেবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় বিক্রমশালী বিদ্বান্ ঋচেয়ু ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় রাজা হইয়া অনাধৃষ্টি নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞকর্ত্তা পরমধার্ম্মিক বিখ্যাত রাজা মতিনার, অনাধৃষ্টি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মতিনারের ঔরসে তংসু, মহান্, অতিরথ ও মহাদ্যুতি দ্রুহ্যু, এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন; ইহাঁরা সকলেই অপরিসীম বিক্রমশালী ছিলেন, তন্মধ্যে তংসু অতিশয় বীর্য্য-সম্পন্ন ও বংশধর ছিলেন; তিনি ভূমণ্ডল জয় করিয়া প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ তংসু ঈলিন নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন; জয়শীল ঐ তংসু-তনয়ও সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিলেন। অনন্তর রথন্তরীর গর্ব্ভে ঈলিন নৃপতির ঔরসে পঞ্চভূত-সদৃশ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইলেন; তাঁহাদের নাম দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু; হে জনমেজয়! তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত রাজা হইয়াছিলেন; দুষ্মন্ত হইতে শকুন্তলা-গর্ব্ভে বিদ্বান্ ভরত জন্মিলেন, তাঁহা হইতেই ভারতবংশের মহৎ যশ বিস্তীর্ণ হইল।

ভূপাল ভরতের তিন মহিষীতে নয় পুত্র জন্মিল; তাহারা রাজার অনুরূপ পুত্র হয় নাই বলিয়া রাজা তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা দেখিয়া পুত্রগণের জননীরা রোষপরতন্ত্রা হইয়া স্ব স্ব পুত্রদিগকে বিনাশ করেন, তাহাতে নরশ্রেষ্ঠ ভরতের সেই পুত্রোৎপত্তি বৃথা হইল। হে ভারত! অনন্তর রাজা ভরত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া ভরদ্বাজ হইতে ভুমন্যু নামক পুত্র লাভ করিলেন; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পরে পৌরব-নন্দন ভরত আপনাকে পুত্রবান্ বোধ করিয়া সেই ভুমন্যু নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভুমন্যুর ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ব্ভে সুহোত্র, সুহোতা, সুহবিঃ, সুযজুঃ, ঋচীক এবং দিবিরথ এই সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন; ইহাঁদের মধ্যে সুহোত্র জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; তিনি রাজসূয় অশ্বমেধপ্রভৃতি বহুবিধ যাগ করিয়া হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণা বহুরত্ন-সমন্বিতা সাগরমেখলা সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ এবং অসংখ্য মনুষ্য-কর্ত্তৃক আকুলিত হইয়া ভারাবপীড়িত হওয়াতে মগ্নপ্রায় হইল। সুহোত্র রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজা শাসন করিলে অবনীমণ্ডল শত সহস্র স্থানে দেবায়তন ও যজ্ঞীয় যূপে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বদা শস্য ও প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। হে ভারত! পৃথিবীপতি সুহোত্র হইতে মহিলা ঐক্ষ্বাকী অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ়, এই তিন পুত্র প্রসব করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অজমীঢ় জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁ-

হাতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে ভারত! অজমীঢ় তিন মহিষীতে ছয় পুত্র উৎপাদন করিলেন; তন্মধ্যে ধূমিনীর গর্ব্ভে ঋক্ষ, নীলীর গর্ব্ভে দুষ্যন্ত ও পরমেষ্ঠী এবং কেশিনীর গর্ব্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ এই তিন পুত্র জন্মিলেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠীর বংশে এই সমস্ত পাঞ্চাল রাজগণ উৎপন্ন হইয়াছেন; অমিততেজা-জহ্নুর বংশে কুশিকগণ জন্মগ্রহণ করেন। জনাধিপতি-ঋক্ষ ব্রজন ও রূপিণ হইতে জ্যেষ্ঠ ছিলেন; ঋক্ষ হইতে রাজবংশকর সম্বরণ নামক পুত্র জন্মিলেন। হে রাজন্! আমরা শুনিয়াছি যে যখন ঋক্ষতনয় সম্বরণ বসুন্ধরা শাসন করেন, তৎকালে অতিশয় প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল; ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি ও ব্যাধি-প্রভৃতি বিবিধ কারণে প্রজালোপ হওয়াতে রাজ্য এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল; শত্রুপক্ষীয় সেনাগণ ভারতপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে হত ও আহত করিতে লাগিল; পাঞ্চাল্য ভূপতি বিক্রম-পূর্ব্বক ভূমণ্ডল জয় করিয়া চতুরঙ্গিনী সেনাদ্বারা ধরণীকে কম্পমানা করিতে করিতে নৃপতি সম্বরণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন; পরে যুদ্ধস্থলে দশ অক্ষৌহিণী সেনাদ্বারা সম্বরণ ভূপতিকে পরাজয় করিলেন। তখন তিনি মহাভীত হইয়া স্ত্রী, পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধু নামক মহানদের তীর অবধি পর্ব্বতের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক নিকুঞ্জ-মধ্যে অবস্থিতি করিলেন, ভারতগণ সেই দুর্গম-অরণ্যে বহুকাল বাস করিতে লাগিলেন; ক্রমশঃ তাঁহাদের সহস্র বৎসর অতীত হইল।

অনন্তর একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভারতগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রযত্ন-সহকারে প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। পরে সেই সুতেজস্বী ঋষি আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে সৎকারপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট যাজ্ঞা করিলেন যে আপনি আমাদের পুরোহিত হউন, তাহা হইলে আমরা রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিতে পারি। বশিষ্ঠ ভারতগণের নিকট তাহা স্বীকার করিলেন, এবং সমস্ত ভূমণ্ডলের শৃঙ্গস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরব সম্বরণকে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্যরূপ-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভূপাল সম্বরণ ভরতের পূর্ব্বনিবাসিত রমণীয় নগরে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক সমস্ত ভূপালগণকে করপ্রদ করিতে লাগিলেন। অজমীঢ়ের পৌত্র মহাবল সম্বরণ পুনর্ব্বার পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপন-তনয়া তপতী ভূপতিশ্রেষ্ঠ সম্বরণ হইতে কুরু নামক কুমার প্রসব করিলেন; হে রাজন্! সমস্ত প্রজাগণ কুরুকে ধর্ম্মজ্ঞ দেখিয়া বরণ করিল। সেই মহাতপা কুরুর তপস্যাদ্বারা কুরুজাঙ্গল নামক স্থান পবিত্র ও তাঁহার স্ব নামানুসারে কুরুক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল; বাহিনী নামে তাঁহার মনস্বিনী মহিষী তাঁহা হইতে অবিক্ষিৎ, অভিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও বিখ্যাত জনমেজয় এই পঞ্চ পুত্র প্রসব করিলেন। অবিক্ষিৎ হইতে পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, বীর্য্যবান্ আদিরাজ, বিরাজ, মহাবল শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ভঙ্গকার এবং জিতারি এই অষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইল; ইহাদের বংশে কর্ম্মজন্য-গুণদ্বারা প্রধান জনমেজয়-প্রভৃতি সাত জন ও অন্যান্য অনেক মহারথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কক্ষসেন, উগ্রসেন, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ ও ভীমসেন, এই সমস্ত পুত্র পরীক্ষিৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহারা সকলেই ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ। জনমেজয় হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত পৃথিবী-খ্যাত ধর্ম্মার্থ-কুশল ও সর্ব্বভূত-হিতেরত অষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পরে পাণ্ডু, বাহ্লীক, মহাতেজাঃ নিষধ, বলবান্ জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর ও পদাতি, অষ্টম বসাতি; ইহাঁদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইয়াছিলেন। কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, বর্হিঃ-

শ্রবাঃ, ইন্দ্রাভ এবং অপরাজিত ভুমন্যু ইহাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। হে ভারত! প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র ও সুনেত্র এই তিন বিখ্যাত রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের পৌত্র; ইহাঁদের মধ্যে প্রতীপ বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় ছিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক, মহারথ এই তিন পুত্র প্রতীপ হইতে জন্মলাভ করেন; তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মলাভের নিমিত্তে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং মহারথ শান্তনু ও বাহ্লীক ভূমণ্ডলের অধিপতি হইলেন। হে নৃপতে! দেবর্ষিতুল্য সত্ত্বসম্পন্ন অনেক ভূপাল ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দেবসদৃশ আর আর অসঙ্খ্য মহারথ ভূপতিও ঐলবংশ বৃদ্ধি করত মনুবংশে জন্মিয়াছিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে চতুর্নবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৪॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনা হইতে পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎ-উৎপত্তি বিবরণ শ্রবণ করিলাম এবং এই বংশে উদার-চরিত-রাজগণের বৃত্তান্তও জ্ঞাত হইলাম; পরন্তু এই প্রিয়তম উপাখ্যান সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাতে পরিতৃপ্ত হই নাই, আপনি পুনর্ব্বার বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করুন, প্রজাপতি-মনু অবধি সমস্তরাজগণের পবিত্র জন্মবিবরণ-স্বরূপ এই দিব্যকথা শ্রবণ করিলে কোন্ ব্যক্তির প্রীতি না জন্মে? তাঁহারা দাতৃত্বাদিগুণ, অসাধারণ শক্তি, শারীরিক বল, মানসিক সামর্থ্য, অদীনতা ও উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম, গুণ ও মাহাত্ম্যে অভিবর্দ্ধিত উৎকৃষ্ট যশ ত্রিলোক ব্যাপ্ত ও স্ফীত হইয়া অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে; তাঁহাদের অমৃততুল্য সুস্বাদু কথা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইতে পারি নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন হইতে আপনকার শুভবংশ-বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইলা হইতে পুরূরবাঃ, পুরূরবাঃ হইতে আয়ুঃ, আয়ুঃ হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যযাতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যযাতির দুই ভার্য্যা, শুক্র-দুহিতা দেবযানী এবং বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা। এ স্থলে বংশকীর্ত্তন-বিষয়ক শ্লোক আছে যে দেবযানী, যদু ও তুর্ব্বসু এই দুই পুত্র এবং বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু এই তিন পুত্র প্রসব করিলেন। পরে যদু হইতে যাদব-বংশ ও পূরু হইতে পৌরববংশ উৎপন্ন হয়। পূরুর ভার্য্যা কৌশল্যাতে জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তিনবার অশ্বমেধ ও একবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া বন-প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি অনন্তা নাম্নী মাধব-দুহিতাকে বিবাহ করেন, তাহাতে প্রাচিন্বান্ নামক পুত্র উৎপন্ন হইল; তিনি সূর্য্যোদয়-স্থান পর্য্যন্ত প্রাচীদিক্ জয় করাতে তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। প্রাচিন্বান্ অশ্মকী নাম্নী যাদব-দুহিতাকে বিবাহ করিলে তাহাতে সংযাতির উৎপত্তি হইল। সংযাতি দৃশদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে অহংযাতি জন্মিলেন। অহংযাতি কৃতবীর্য্য-কন্যা ভানুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন; ভানুমতীর গর্ব্ভে সার্ব্বভৌম জন্মগ্রহণ করেন। সার্ব্বভৌম কৈকেয়-রাজকে জয় করিয়া তাঁহার নন্দিনী সুনন্দাকে হরণ করিলেন, পরে তাঁহাকে বিবাহ করিলে তদ্গর্ব্ভে জয়ৎসেনের উৎপত্তি হইল। জয়ৎসেন বিদর্ভরাজকুমারী সুশ্রবার পাণিগ্রহণ করিলেন; তাহাতে অবাচীন জন্মগ্রহণ করেন। অবাচীন অপরা বৈদর্ভী মর্য্যাদা নাম্নী কন্যাকে উদ্বাহ করিলেন, তাহাতে অরিহের জন্ম হয়। আঙ্গী নাম্নী কন্যার সহিত অরিহ নৃপতির পরিণয় হইলে তাহাতে মহাভৌম জন্মিলেন; মহাভৌম প্রাসেনজিৎসুতা সুযজ্ঞার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুযজ্ঞার গর্ব্ভে অযুতনায়ীর জন্ম হইল; ইনি অযুতসঙ্খ্য-নরমেধ যজ্ঞ করাতে ইহাঁর নাম অযুতনায়ী হইয়াছে।

অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার তনয়া কামাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কামার গর্ব্ভে অক্রোধন জন্মগ্রহণ করিলেন। কলিঙ্গরাজ-কন্যা করম্ভার সহিত অক্রোধনের পরিণয় হইল, তাহাতে করম্ভার গর্ব্ভে দেবাতিথি জন্মলাভ করেন। দেবাতিথি বিদেহরাজ-দুহিতা মর্য্যাদাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মর্য্যাদার গর্ব্ভে অরিহ জন্মগ্রহণ করিলেন। অরিহ সুদেবা নামে অঙ্গরাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুদেবা ঋক্ষ নামক পুত্র প্রসব করেন। তক্ষক-দুহিতা জ্বালার সহিত ঋক্ষের বিবাহ হয়, ঐ জ্বালার গর্ব্ভে মতিনার নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিলেন। মতিনার সরস্বতী নদীতীরে অশেষ গুণসমন্বিত দ্বাদশবর্ষানুষ্ঠেয় সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সরস্বতী আসিয়া তাঁহাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সরস্বতীগর্ব্ভে তংসু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। এস্থলে বংশানুকীর্ত্তন শ্লোক আছে যে "সরস্বতী মতিনার হইতে তংসু নামক পুত্র প্রসব করেন।" তংসু কালিঙ্গীতে ঈলিন নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। ঈলিন-নৃপতির ঔরসে রথন্তরীর গর্ব্ভে দুষ্মন্ত-প্রভৃতি পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্র-দুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন, তাহাতে ভরতের জন্ম হইল। এস্থলে বংশানুকীর্ত্তন দুইটী শ্লোক আছে যে "হে দুষ্মন্ত! মাতা চর্ম্মকোশ-স্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, অতএব পুত্রকে ভরণ পোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না; হে নরদেব! স্ববীর্য্যসম্ভূত সন্তান শমন-সদন হইতে উদ্ধার করে, এবং তুমিই এই গর্ব্ভাধান করিয়াছ; শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, অতএব হে পৌরব! শকুন্তলা-গর্ব্ভসম্ভূত মহাত্মা এই তনয়কে ভরণ কর; আমাদের বচনানুসারে তোমার এই পুত্রকে ভরণ করিতে হইবেক," এই নিমিত্তে দুষ্মন্ত-তনয়ের নাম ভরত হইয়াছে।

ভরত কাশিরাজ সর্ব্বসেনের সুতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুনন্দার গর্ব্ভে ভুমন্যুর উৎপত্তি হইল। ভুমন্যু দাশার্হ-দুহিতা বিজয়াকে বিবাহ করিয়া সুহোত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সুহোত্র ইক্ষ্বাকু-কন্যা সুবর্ণাকে বিবাহ করেন, তাহাতে সুবর্ণার গর্ব্ভে হস্তী নামে রাজকুমারের উৎপত্তি হইল, মহারাজ হস্তী স্বনামে হাস্তিনপুর স্থাপন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই হাস্তিনপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হস্তী ত্রিগর্ত্তরাজ-তনয়া যশোধরাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিকুণ্ঠন নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিকুণ্ঠন দাশার্হ-রাজদুহিতা সুদেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুদেবা-গর্ব্ভে অজমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢ়ের কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা এই চারি পত্নীতে চতুর্ব্বিংশ শত পুত্র জন্মে; সেই সমস্ত ভূপাল পৃথক্ পৃথক্ বংশধর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সম্বরণ নামক পুত্রেতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্বরণ তপন-তনয়া তপতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তপতীর গর্ব্ভে কুরুর জন্ম হইল। কুরু দাশার্হ কুমারী শুভাঙ্গীকে উদ্বাহ করিলেন, শুভাঙ্গীর গর্ব্ভে বিদূরথের জন্ম হইল। মাধব-তনয়া সংপ্রিয়ার সহিত বিদূরথের পরিণয় হইলে, সংপ্রিয়ার গর্ব্ভে অনশ্বা জন্মিলেন। অনশ্বা অমৃতা নামে মগধরাজ-দুহিতাকে বিবাহ করিয়া তদ্গর্ব্ভে পরীক্ষিৎ নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। পরীক্ষিৎ বহুদ-কন্যা সুযশাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুযশার গর্ব্ভে ভীমসেন নামে পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ভীমসেন কৈকেয়-রাজকুমারী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কুমারীর গর্ব্ভে প্রতিশ্রবাঃ নামে পুত্রের জন্ম হইল। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ; প্রতীপ শৈব্যরাজ-নন্দিনী সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তদীয় গর্ব্ভে দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন; দেবাপি বাল্যকালেই বন-গমন করিয়াছিলেন, সান্তনু রাজা হইলেন। এস্থানে বংশানুকীর্ত্তন-শ্লোক

আছে যে "এই ভূপতি করদ্বারা যে যে জীর্ণব্যক্তিকে স্পর্শ করিতেন, সেই সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার যুবা (শান্ত তনু) হইয়া সুখভোগ করিত," এই নিমিত্ত ইহাঁর নাম শান্তনু হইয়াছে।

শান্তনু ভাগীরথী গঙ্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে গঙ্গাগর্ব্ভে দেবব্রত জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহাকে সকলে ভীষ্ম বলিয়াথাকে; ভীষ্ম পিতার প্রিয় কার্য্য করণেচ্ছায় তাঁহার সহিত সত্যবতীর বিবাহ দিলেন; ঐ সত্যবতীর এক নাম গন্ধকালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে সত্যবতীর কন্যাকালে পরাসর হইতে গর্ব্ভ হওয়াতে দ্বৈপায়ন জন্মিয়াছিলেন; পরে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার গর্ব্ভে আর দুই পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ; চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত-যৌবনকালে গন্ধর্ব্ব-কর্তৃক হত হইয়াছিলেন, বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন। বিচিত্রবীর্য্য কৌশল্যাগর্ব্ভ-সম্ভূতা কাশিরাজ-দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা এই দুই ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; পরন্তু তিনি সন্তান না হইতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন দুষ্মন্তের বংশ উচ্ছেদ না হয়, এ জন্য সত্যবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে তিনি স্বীয় পুত্র দ্বৈপায়ন ঋষিকে মনোদ্বারা স্মরণ করিলেন, তাহাতে দ্বৈপায়ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি করিতে হইবেক? সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র উৎপাদন কর; দ্বৈপায়ন তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর তিনি যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর দ্বৈপায়নের বরদান-প্রভাবে গান্ধারীর গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন, এই চারি পুত্র প্রধান ছিল। কুন্তী এবং মাদ্রী এই দুই স্ত্রীরত্ন পাণ্ডুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন; কুন্তীর আর এক নাম পৃথা। অনন্তর একদা পাণ্ডু মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় দেখিলেন যে এক ঋষি মৃগীতে মৈথুন করিতেছেন, তখন কামরসের অপ্রাপ্তি হেতুক অপরিতৃপ্ত সেই অদ্ভুত মৃগরূপ ঋষির প্রতি তিনি বাণপ্রয়োগ করিলেন। ঋষি বাণবিদ্ধ হইয়া পাণ্ডুকে কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও কামরসে অভিজ্ঞ হইয়া আমার এই অসম্পূর্ণ মনোরথ দেখিয়াও আমাকে বধ করিলে? এই কারণে তুমিও কামরসে অতৃপ্ত থাকিয়া ঐ অবস্থাতেই শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডু এই শাপ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ হইলেন, এবং শাপ-পরিহারের নিমিত্ত স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি কুন্তী ও মাদ্রীকে কহিলেন, আমি স্বীয় চাপল্য-প্রযুক্ত এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি; শুনিয়াছি যে পুত্র উৎপন্ন না হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। অনন্তর কুন্তীকে কহিলেন যে তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে কুন্তী ভর্তার ঐ নিয়োগানুসারে ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, পবন হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। পাণ্ডু তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমার সপত্নী এই মাদ্রী অনপত্যা আছেন, তুমি যত্নবতী হইয়া ইহাঁর উত্তম পুত্র উৎপাদন করাইয়া দাও। কুন্তী তাহা স্বীকার করিয়া যে বিদ্যাদ্বারা ধর্ম্ম-প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া পুত্রোৎপাদন করেন, সেই বিদ্যা মাদ্রীকে প্রদান করিলেন। পরে মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব এই দুই যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। একদা পাণ্ডু মাদ্রীকে অলঙ্কৃতা দেখিয়া মন্মথ-বশবর্ত্তী হইলেন, তাহাতে মাদ্রীকে স্পর্শ করিবামাত্র তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। পাণ্ডুর দেহ চিতাগ্নিস্থ হইলে মাদ্রী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন; এবং তৎকালে কুন্তীকে কহিয়াছিলেন যে তুমি সাবধানা হইয়া আমার এই যমজ সন্তান-দ্বয়কে প্রতিপালন করিবে। অনন্তর তাপসগণ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে হাস্তিনপুরে আনয়ন করিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের নিকট অর্পণ করি-

য়া দিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ব বর্ণের নিকট পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া তাহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ঐ তাপসগণের সেই বাক্যাবসানকালে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি এবং দেবদুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ ভীষ্মাদি-কর্তৃক প্রতিগৃহীত হইয়া পিতৃমরণ-বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক ন্যায়মত পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে তাঁহারা সেই স্থানে বাস করেন, তাঁহাদের প্রতি দুর্য্যোধন বাল্যকাল অবধিই বিদ্রোহ করিতে লাগিল; ঐ পাপাত্মা রাক্ষসীবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ উপায়দ্বারা তাঁহাদিগকে তথা হইতে উচ্চাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বারণাবত গ্রামে প্রেরণ করিলেন, পাণ্ডবগণও সম্মত হইয়া তথায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। বারণাবতেও তাঁহারা দুর্য্যোধনের চেষ্টিত অনুষ্ঠানদ্বারা জতুগৃহে দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে বিদুরের মন্ত্রণাবলে রক্ষা পাইলেন। পরে বারণাবত হইতে একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন, তথায় যাইতে পথিমধ্যে হিড়িম্ববধ করিয়াছিলেন। সেই একচক্রা নগরীতে বক নামক রাক্ষস বধ করিয়া পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন, তথায় দ্রৌপদীকে ভার্য্যা লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কিছুকাল কুশলে থাকিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর গর্ব্ভে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্দ্য, বৃকোদরের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতকর্ম্মা জন্মিলেন। যুধিষ্ঠির গোবাসন নামক শৈব্যরাজের দুহিতা দেবিকাকে স্বয়ম্বর-স্থলে লাভ করেন; ঐ দেবিকার গর্ব্ভে যৌধেয় নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ভীমসেন বীর্য্যরূপ শুল্কদ্বারা কাশিরাজ-দুহিতা বলন্ধরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে সর্ব্বগ নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করিয়া বাসুদেবের ভগিনী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলেন। পরে নির্ব্বিঘ্নে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই সুভদ্রাতে অতিশয় গুণসম্পন্ন বাসুদেব-প্রিয় অভিমন্যু নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। নকুল চেদিরাজ-দুহিতা করেণুমতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে নিরমিত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সহদেব স্বয়ম্বরকালে দ্যুতিমান্ মদ্ররাজের দুহিতা বিজয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বিজয়ার গর্ব্ভে সুহোত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ভীমসেন পূর্ব্বেই হিড়িম্বাতে রাক্ষস ঘটোৎকচকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, পাণ্ডবদিগের এই একাদশ পুত্র; তন্মধ্যে অভিমন্যু হইতেই বংশরক্ষা হইয়াছে। অভিমন্যু বিরাট্-রাজদুহিতা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসে উত্তরার গর্ব্ভ হইতে ষণ্মাস পরে অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; পুরুষোত্তম বাসুদেব "আমি এই সন্তানকে বাঁচাইব" বলিয়া কুন্তীকে নিয়োগ করিলেন, তাঁহার নিয়োগানুসারে কুন্তী ঐ মৃত বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন, পরে ভগবান্ বাসুদেব সেই অকালজাত, অজাত-বলবীর্য্যপরাক্রম ও অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় তেজোদ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন; অনন্তর কহিলেন, কুলপরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক। মহারাজ! পরীক্ষিৎ মাদ্রবতী নামে আপনকার জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মাদ্রবতীর গর্ব্ভে জনমেজয় নামে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনি বপুষ্টমা নাম্নী মহিষীতে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ এই দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। শতানীকের ঔরসে বৈদেহীর গর্ব্ভে অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

হে নৃপতে! পুরুর ও পাণ্ডবগণের এই বংশ কীর্ত্তন করিলাম। ধন্য, পুণ্য ও পরমপবিত্র এই

কথা নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্ম্মনিরত ও প্রজা-পালন-তৎপর ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং ত্রিবর্ণের শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধান্বিত শূদ্রগণ অবশ্য শ্রবণ করিবেক, ও ইহার অর্থ অবগত হইবেক। যেসকল বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানবগণ মাৎসর্য্য-শূন্য ও সংযত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস অশেষমতে শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তাঁহারা স্বর্গ-জয়ী হইয়া পুণ্যলোকে বাস করিবেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানবগণের সতত মান্য ও পূজনীয় হই-বেন। এই পরমপবিত্র মহাভারত ভগবান্ বেদ-ব্যাস-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে; যেসকল বেদসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণগণ মাৎসর্য্য পরিত্যগ-পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সুকৃতি-সম্পন্ন ও স্বর্গজয়ী হইবেন, এবং তাঁহারা পাপাচরণ করিলেও শোচনীয় হইবেন না। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে যে বেদের সমান পবিত্র, উত্তম, ধন্য, যশোবর্দ্ধন ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এই মহাভারত নিয়-তাত্ম-ব্যক্তিদিগের শ্রোতব্য।

সম্ভবপর্ব্বে পঞ্চনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশপ্রভব মহা-ভিষ নামে বিখ্যাত সত্যবাদী ও সত্যবিক্রম এক ভূ-পতি ছিলেন। তিনি সহস্র পরিমিত অশ্বমেধ ও শতসংখ্য-রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন, এই কারণে তিনি অন্তিম কালে স্বর্গারোহণ করিলেন। অনন্তর একদা সুরগণ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্য রাজর্ষি ও রাজা মহাভিষ সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন; অনন্তর নদীপ্রধানা গঙ্গা সেই সময় পিতামহের নি-কটে উপস্থিতা হইলেন। তাঁহার সুধাংশু প্রভা-সদৃশ বসন পবনকর্তৃক সমুদ্ধূত হইল; দেবগণ তাহা দর্শনমাত্র সহসা অধোমুখ হইলেন; রাজর্ষি মহা-ভিষ অশঙ্কিতচিত্তে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; তন্নিমিত্তে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাভিষের প্রতি শাপ প্রদান করত কহিলেন যে তুমি মর্ত্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিবে এবং কিছুকাল পরে পুন-র্ব্বার এই পুণ্যলোকে আসিতে পারিবে। নৃপতি মহাভিষ ভূপতিগণ ও অন্যান্য তপোধনগণকে কিছুকাল চিন্তা করিয়া ভূরিতেজাঃ ভূপতি প্রতী-পের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। সরিদ্বরা গঙ্গা নৃপতি মহাভিষকে তাদৃশ ধৈর্য্য-চ্যুত দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন; তিনি গমন-কালে পথিমধ্যে ত্রিদ-শালয়স্থ দেববসুগণকে মনোদুঃখে দুঃখিত ও স্বর্গ-চ্যুত দেখিতে পাইলেন। হে নৃপতে! সরিদ্বরা ভাগীরথী তাঁহাদিগকে তথাবিধ দেখিয়া জিজ্ঞা-সা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছ? দেবগণের কোন অমঙ্গল ত হয় নাই? বসুগণ কহি-লেন, হে মহানদি! মহাত্মা বশিষ্ঠ অল্পাপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রতি অভিশাপ দিয়াছেন; ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করি-তেছিলেন, আমরা বিমূঢ়চিত্ত হইয়া তাঁহাকে অতি-ক্রম-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি রোষপরবশ হইয়া আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন যে তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্মবাদী মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিক্রম করা যাই-বেক না, অতএব তুমি ভূমণ্ডলে মানুষী হইয়া আ-মাদিগকে পুত্ররূপে সৃজন কর, হে শুভে! আমরা মানবীজঠরে প্রবেশ করিব না। গঙ্গা বসুগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং কহিলেন, মর্ত্যলোকে কোন্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তোমা-দের জন্মদাতা হইবেন? বসুগণ কহিলেন, নরলোকে প্রতীপ নামক পৃথিবীপতির পুত্র শান্তনু নামে ত্রি-লোক বিশ্রুত রাজা হইবেন, আমরা বাসনা করি যে তিনিই আমাদের জনক হন। গঙ্গা কহিলেন, হে নিষ্পাপ দেবগণ! তোমরা যেরূপ বলিতেছ, আ-মারও সেই মত, আমি সেই শান্তনু রাজারই প্রিয় অনুষ্ঠান করিব মানস করিয়াছি, তাহা তোমাদেরও

অভীপ্সিত হইয়াছে। বসুগণ কহিলেন, হে ত্রিলোক-গামিনি! আমরা তোমার পুত্ররূপে জন্মিলে তুমি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবে, যেন চিরকাল আমাদিগকে মর্ত্যলোকে থাকিতে না হয়, শীঘ্র নিষ্কৃতি পাইতে পারি। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাই করিব, কিন্তু পুত্রার্থী শান্তনুর আমার সহিত সংসর্গ বৃথা না হয়, এ নিমিত্তে তাঁহার একটি পুত্র যাহাতে জীবিত থাকে তাহা বিধান কর। বসুগণ কহিলেন, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব তেজের অষ্টম অংশ প্রদান করিব, সেই তেজে তোমার ও তাঁহার অভিলাষানুরূপ একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকিবে; পরন্তু মর্ত্যলোকে তাহার বংশ থাকিবেক না, সেই বীর্য্যবান্ সন্তান নিঃসন্তান হইবেক। বসুগণ গঙ্গার সহিত এইরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ যথাভিলষিত স্থানে প্রহৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে ষণ্ণবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূত-হিতেরত ভূপতি প্রতীপ বহুবৎসর গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। রূপগুণসম্পন্না সাতিশয় প্রলোভনীয়া স্ত্রীরূপ-ধারিণী সুমুখী দিব্যরূপা মনস্বিনী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণা হইয়া অধ্যয়নপরায়ণ রাজর্ষির শালস্তম্ভের ন্যায় প্রশস্ত দক্ষিণ উরু ভজনা করিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার প্রার্থিত কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব? স্ত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি তোমাকে কামনা করিয়া ভজনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর; সাধুগণ অভিলাষিণী কামিনীকে পরিত্যাগ করা দোষাবহ বলিয়া থাকেন। প্রতীপ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি, কল্যাণি! আমি কামবশবর্ত্তী হইয়া পরনারী বা অসবর্ণা স্ত্রী গমন করি না, আমার এই ধর্ম্ম্য ব্রত আছে। পুনর্ব্বার স্ত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি অলক্ষণা, অগম্যা বা নিন্দিতা স্ত্রী নহি, আমি প্রার্থনীয়া বরস্ত্রী স্বর্গীয়া কন্যা হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে ভজনা কর। প্রতীপ কহিলেন, তুমি যে প্রিয় কর্ম্মের নিমিত্ত আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছ, আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত আছি, যদি এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে এই ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে নষ্ট করিবেক; বিশেষতঃ তুমি আমার দক্ষিণ উরু অবলম্বন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছ; হে ভীরু, বরাঙ্গনে! পুরুষের দক্ষিণ উরু পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূর আসন, আর বাম উরু প্রণয়িনীর ভোগ্য; তুমি সেই বাম উরু আশ্রয় কর নাই, এজন্য তোমার সহিত আমি সকাম আচরণ করিতে পারি না; হে কল্যাণি! যেহেতু তুমি আসিয়াই স্নুষাপক্ষ দক্ষিণ উরু আশ্রয় করিয়াছ, একারণে তুমি আমার স্নুষা হও, অতএব আমার পুত্রের নিমিত্তে তোমাকে গ্রহণ করিলাম। স্ত্রী কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার পুত্রের সহিত আমার পরিণয়-সম্পাদন করিবার নিমিত্তে যাহা তুমি বলিতেছ তাহাই হউক; তোমার প্রতি ভক্তি করিয়া আমি এই বিখ্যাত ভারতকুল সেবা করিব; ভূমণ্ডলে যাবৎ সংখ্য ভূপাল আছে তোমরাই তাহাদের গতি। তোমাদের এবংশের যত গুণ আছে তাহা আমি শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না এবং এ বংশে যাঁহারা বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের যে সাধুত্ব ও উৎকৃষ্টতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হে ধর্ম্মজ্ঞ, বিভো! আমার সহিত এই এক নিয়ম বদ্ধ করিতে হইবেক যে আমি যাহা করিব তোমার পুত্র কখন তাহার বিচার করিতে পারিবেন না, আমি এইরূপ নিয়মে থাকিয়া তোমার পুত্রের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিব, তোমার পুত্র পুণ্য ও প্রিয়কার্য্য এবং পুত্রদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গঙ্গা এইরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা পুত্রের জন্ম-প্রতীক্ষা করত তাহাই অবধারণ করি-

লেন। ঐ সময় হইতেই ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কুরুকুল-প্রদীপ প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে দম্পতির বৃদ্ধাবস্থায় সেই মহাত্মা মহাভিষ জন্মগ্রহণ করিলেন; বৃদ্ধ ভূপতি শান্তচিত্ত হইলে তৎকালে সেই সন্তান জন্মিল, এই নিমিত্তে তাঁহার নাম শান্তনু হইল। কুরুসত্তম শান্তনু স্বীয় কর্ম্মদ্বারা যে অক্ষয় পুণ্যলোক জয় করা যায়, তাহা মনে করিয়া পুণ্য কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা প্রতীপ স্বীয় সন্তান শান্তনুকে যৌবনস্থ দেখিয়া কহিলেন, হে শান্তনো! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এক দিব্যা রমণী আমার নিকট আসিয়াছিল; হে পুত্র! সেই নিরুপম-রূপবতী যুবতী বরবর্ণিনী কাম-গামিনী দিব্যকামিনী যদি পুত্র-কামনায় তোমার নিকট নির্জ্জনে আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিও না যে "হে অঙ্গনে! তুমি কে, কাহার কন্যা?" এবং সেই কামিনী যে কর্ম্ম করিবেক তাহাও তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও না; হে অনঘ! আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি, এই আদেশানুসারে ভজমানা সেই যুবতীকে তুমি ভজনা করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা প্রতীপ তখন পুত্র শান্তনুকে এইরূপ আদেশ করণানন্তর স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনপ্রবেশ করিলেন। দেবরাজ-সমদ্যুতি ধীমান্ ধরণীপতি শান্তনু সতত বনগামী হইয়া মৃগয়া করিতে লাগিলেন; মহারাজ! একদা সেই রাজসত্তম মৃগ ও মহিষ বধ করিয়া সিদ্ধচারণ-সেবিত গঙ্গার সমীপে একাকী বিচরণ করিতেছেন, এমত সময়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তিমতী অনিন্দনীয়া দিব্যাভরণ-ভূষিতা শোভনদশনা এক পরমা-স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন। নরাধিপ শান্তনু পদ্মোদর-সদৃশ সুন্দরী সূক্ষ্মাম্বর-পরিধানা সেই রমণীকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহার রূপ-সম্পদে বিস্মিত ও লোমাঞ্চিত হইলেন; তাঁহার নেত্ররূপ চকোরযুগল সেই রূপচন্দ্রিকামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল না, এবং বিলাসিনী রমণীও রাজাকে মহোজ্জ্বল রূপ-লাবণ্যযুক্ত বিচরণশীল দেখিবামাত্রেই স্নেহ ও সৌহার্দ্দে আক্রান্তা হইয়া তদ্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না; রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যদ্বারা সান্ত্বনা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমধ্যমে, শোভনে, দেব-সদৃশ-কান্তিমতি! তুমি দেবী বা দানবী কি গন্ধর্ব্বী কিম্বা অপ্সরাঃ অথবা যক্ষী বা পন্নগী কিম্বা মানবী যে হও, আমি তোমার নিকট এই যাচ্ঞা করি, তুমি আমার ভার্য্যা হও।

সম্ভবপর্ব্বে সপ্তনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনিন্দিতা গঙ্গা রাজার মৃদু ও মনোহর উক্ত বাক্য ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রবণ করিয়া বসুগণের নিয়ম স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে গমন করিলেন, ও বাক্যদ্বারা ভূপতির চিত্ত সন্তোষান্বিত করত কহিলেন, হে মহীপাল! আমি তোমার মহিষী ও বশবর্ত্তিনী হইব, পরন্তু আমি যদ্যপি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে তুমি নিবারণ করিতে বা অপ্রিয়-বাক্য বলিতে পারিবে না; হে পার্থিব! তুমি যদ্যপি আমার সহিত এরূপ নিয়মে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট বাস করিব, যদ্যপি প্রতিষেধ কর বা অপ্রিয়-বাক্য বল, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে ত্যাগ করিব। হে ভরতসত্তম! রাজা তাহা স্বীকার করিলে গঙ্গা সেই পার্থিবসত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া অতুলহর্ষ লাভ করিলেন, ভূপতি শান্তনুও তাঁহাকে লাভ করিয়া তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া অভিলাষানুসারে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না; বরং তাঁহার শীলতা, সদ্ব্যবহার, সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য গুণে এবং নির্জ্জনে পরিচর্য্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইতে লাগিলেন। বরবর্ণিনী দিব্যরূপা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী শোভমান মানবীয় শরীর ধারণ

করিয়া দেবরাজ-সমদ্যুতি নৃপশার্দ্দূল শান্তনুর সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি করত প্রণয়িনী ভার্য্যা হইলেন। তিনি সম্ভোগ, স্নেহ, চাতুর্য্য, সুকুমার নৃত্য ও মনোহর হাব ভাবদ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন, রাজাও তাঁহাতে অনুরক্ত হইলেন; তিনি উত্তম স্ত্রীগুণে বশীভূত হইয়া ক্রীড়ায় আসক্ত থাকাতে বহুসংখ্য মাস, ঋতু ও বৎসর যে গত হইতে লাগিল তাহা জানিতে পারিলেন না। নরেশ্বর অভিলাষানুসারে তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাতে অমর-তুল্য অষ্ট পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত! যখন যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তখনই গঙ্গা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন, এবং কুমারকে এই কথা বলিয়া শ্রোতোমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দেন যে "তোমাকে সন্তুষ্ট করি।" এইরূপে ক্রমে সাতটি পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে গঙ্গার এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার রাজার পক্ষে অতিশয় অসন্তোষ-জনক হইত, কিন্তু পাছে পরিত্যাগ করিয়া যান এই ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতেন না। অনন্তর অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে গঙ্গা যেন হাস্য করিতেছেন, এমত সময় রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বীয় পুত্র-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র-হত্যা করিও না, তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত পুত্রবধ কর? হে পুত্রঘাতিনি! তুমি ইহা অত্যন্ত গর্হিত মহৎপাপ করিতেছ। স্ত্রী কহিলেন, হে পুত্রকাম! তুমি পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, তোমার এই পুত্র বধ করিব না; পরন্তু আমি যে নিয়মবদ্ধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে তোমার নিকট আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নু-তনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম, তোমার পুত্রগণ মহাতেজাঃ মহাভাগ অষ্টবসু বশিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এই মর্ত্যলোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ তাহাদের জনক হইবার উপযুক্ত নাই এবং আমি ভিন্নও তাহাদের জননী হইবার নিমিত্তে কেহ নাই, একারণ আমি বসুগণের জননী হইবার নিমিত্তেই মানব-দেহ আশ্রয় করিয়াছিলাম, তুমি অষ্টবসুর জন্মদান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। বসুদেবদিগের সহিত আমার এই নিয়ম অঙ্গীকৃত ছিল যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমি তাঁহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব, এই নিমিত্তে তাঁহাদিগকে সেইরূপে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহারা মহাত্মা আপব ঋষির শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি এই মহাব্রত-পুত্রকে পালন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম; আমি তোমার নিমিত্ত বসুগণের নিকট একটি পুত্র যাজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রত্যেক বসুর অষ্টমাংশে এই কুমার জন্মিয়াছে, অতএব মৎপ্রসূত এই কুমারকে 'গঙ্গাদত্ত' বলিয়া জানিবে।

সম্ভবপর্ব্বে অষ্টনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

শান্তনু কহিলেন, আপব নামে কোন্ ঋষি আছেন, বসুগণই বা কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা সকলেই ঐ ঋষির অভিশাপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তোমার দত্ত এই কুমারই বা কি কর্ম্ম করিয়াছেন যে সেই কর্ম্মফলদ্বারা ইনি মানবলোকে বাস করিবেন; হে জাহ্নবি! বসুগণ সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, তাঁহারা কি জন্য মর্ত্যলোকে উৎপন্ন হইলেন, তাহা আমাকে বল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, জাহ্নবী দেবী গঙ্গা তাহা শ্রবণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ভর্ত্তা শান্তনু রাজাকে ইহা কহিতে লাগিলেন, হে ভারতসত্তম! পূর্ব্বকালে বরুণদেব যাঁহাকে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, সেই বশিষ্ঠ নামা মুনি আপব নামে বিখ্যাত হন; পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুর পার্শ্বে তাঁহার পবিত্র আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রমপদ মৃগ পক্ষিগণে আকুলিত ও সর্ব্বদা সকল ঋতুর পুষ্পে সমাবৃত থাকিত। হে ভরতসত্তম! পুণ্যবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বরুণ-তনয় সুস্বাদু ফল, মূল

ও জলযুক্ত সেই আশ্রমারণ্যে তপস্যা করিয়া থাকেন। হে ভরতর্ষভ! একদা সর্ব্বকামদুঘা স্থরভী নাম্নী দেবী দক্ষ-দুহিতা জগতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ কশ্যপ হইতে এক নন্দিনী প্রসব করিলেন; ধর্ম্মাত্মা বরুণ-তনয় ঐ নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া হোমধেনু করিলেন। স্থরভী-নন্দিনী গো সেই মুনিগণ-নিষেবিত পবিত্র ও রম্য তপোবনে বাস করিয়া নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর কদাচিৎ পৃথ্বাদিদেব বসুগণ দেবর্ষি-নিষেবিত সেই অরণ্যে সমাগত হইয়া স্ব স্ব পত্নীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং রমণীয় পর্ব্বত ও নিকুঞ্জ-মধ্যে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ইন্দ্রবিক্রম! তাঁহাদের মধ্যে এক বসুর সুমধ্যমা এক ভার্য্যা সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে স্থরভী-নন্দিনী নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন; হে রাজেন্দ্র! শীল-সম্পত্তিতে সমন্বিতা বসুপত্নী নন্দিনীকে গোবৃষভ-সদৃশ-নয়না, সর্ব্বকামদুঘা-শ্রেষ্ঠা, প্রশস্ত-আপীনযুক্তা, সুদোগ্ধ্রী, সুপুচ্ছ-খুর-বিশিষ্টা, শুভলক্ষণা, সুশীলা এবং সর্ব্ব-গুণযুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া স্বভর্ত্তা দ্যু নামক বসুকে দেখাইলেন। হে গজেন্দ্রবিক্রম, পৌরব-নন্দন! দ্যু নামক বসু তখন সেই স্থরভী-তনয়াকে দেখিয়া প্রণয়িনী দেবীর নিকট তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করত কহিলেন, হে বরারোহে! যে ঋষির এই উত্তম তপোবন, এই অসিতেক্ষণা দেবী স্থরভী-নন্দিনী সেই বরুণ-তনয়ের হোমধেনু। হে সুমধ্যমে! এই নন্দিনীর সুস্বাদু দুগ্ধ যে মনুষ্য পান করিবেক, সে স্থিরযৌবন হইয়া দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।

হে নৃপোত্তম! সুমধ্যমা সুন্দরী দেবী বসুপত্নী ইহা শ্রবণ করিয়া দীপ্ততেজা ভর্ত্তাকে কহিলেন যে মর্ত্যলোকে রূপযৌবন-সম্পন্না ভূদেব-তনয়া জিতবতী নামে আমার সখী আছেন; তিনি ধীমান্ সত্যসন্ধ রাজর্ষি উশীনরের কন্যা; মানবলোকে তাঁহার রূপসম্পদ্ বিখ্যাত আছে; হে মহাভাগ! তাঁহার নিমিত্ত সবৎসা এই ধেনুকে লইতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। হে পুণ্যবর্দ্ধন, অমরশ্রেষ্ঠ! শীঘ্র ঐ ধেনু আহরণ কর, হে মানদ! আমার সেই সখী কেবল এই ধেনুর দুগ্ধপান করিয়া মর্ত্যলোকে জরা-রহিতা ও রোগ-বিহীনা হইবেন। হে অনিন্দিত, মহাভাগ! আমার এই প্রিয়কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কিছুই নাই। দ্যু নামক বসু এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রণয়িনী দেবীর প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পৃথু-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই কামধেনু হরণ করিলেন; হে নৃপ! তিনি তখন কমলপত্রাক্ষী ভার্য্যা-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হওয়াতে সেই ঋষির তীব্রতপস্যা পর্য্যালোচনা করিতে পারিলেন না, এই গো হরণে তাঁহার যে পতন হইবেক তাহা একবার মনেও তর্ক করিলেন না।

অনন্তর বরুণ-তনয় ঋষি ফল আহরণ করিয়া আশ্রমপদে উপনীত হইলেন; পরন্তু তাঁহার শোভন কাননে সেই সবৎসা ধেনু দেখিতে পাইলেন না, তখন উদারধী তপোধন সেই বনমধ্যে ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না। পরে দিব্যচক্ষুর্দ্বারা জানিতে পারিলেন যে বসুগণ ধেনু হরণ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইয়া বসুগণকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে যেহেতু বসুগণ আমার সুলক্ষণ-পুচ্ছবতী দোগ্ধ্রী কামধেনুকে হরণ করিয়াছে, এই কারণে তাহারা সকলেই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। হে ভরতকুল-প্রদীপ! মুনিসত্তম ভগবান্ আপব ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া বসুগণকে ঐরূপ শাপপ্রদান করিলেন; সেই মহাভাগ মহর্ষি শাপপ্রদান করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্! ক্রোধসমন্বিত মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি তপোধন হইতে দেব অষ্টবসু এইরূপে শাপ প্রাপ্ত হইয়া

অভিশাপের বৃত্তান্ত অবগতি-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই মহাত্মার আশ্রমে আগমন করিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পার্থিবসত্তম! পুরুষব্যাঘ্র বসুগণ সেই সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ ঋষিসত্তম আপবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা-ঋষি কহিলেন, যে আমি পৃথু-প্রভৃতি তোমাদের সকলকে যে শাপ-প্রদান করিয়াছি, সংবৎসরের মধ্যে তোমরা সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, পরন্তু তোমরা যাহার নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই দ্যু নামক বসুই কেবল স্বকর্ম্ম-দোষে মনুষ্যলোকে দীর্ঘকাল বাস করিবেক, আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। এই মহামনা দ্যু নামক বসু মর্ত্যলোকে সন্তান উৎপাদন করিবেন না, স্ত্রী-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিবেন এবং ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকিবেন। মহর্ষি সমস্ত বসুগণকে এই বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বসুগণও সকলে একত্র হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া প্রার্থনা-পূর্ব্বক কহিলেন যে হে গঙ্গে! আমরা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তুমি স্বয়ং জলে নিক্ষেপ করিবে। হে রাজসত্তম! শাপগ্রস্ত বসুগণকে মর্ত্যলোক হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তে আমি ঐরূপ করিয়াছি। হে নৃপোত্তম, ভারত! সেই ঋষির শাপহেতু এই দ্যু নামক বসুই একাকী দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী গঙ্গা ইহা বলিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং সেই কুমারকে লইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ঐ দ্যু নামক বসু শান্তনুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে বিখ্যাত হইলেন এবং শান্তনু অপেক্ষাও অধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন; এ দিকে শান্তনু শোকার্ত্ত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! এইক্ষণে সেই মহাত্মা ভারত শান্তনু রাজার অপরিমেয় গুণ ও মহাভাগ্যের বিষয় বর্ণন করিব, যাঁহার দেদীপ্যমান ইতিহাস মহাভারত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

সম্ভবপর্ব্বে নবাধিকনবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ শান্তনু সত্যবাদী বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত এবং দেব ও রাজর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব শান্তনুতে দম, দান, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈর্য্য ও উৎকৃষ্ট প্রভাব এই সমস্ত গুণ সতত বিদ্যমান ছিল। ঈদৃশ সদ্গুণ-সম্পন্ন ধর্ম্মার্থ-কুশল সেই রাজা ভরত-বংশের ও সর্ব্বজনের রক্ষিতা ছিলেন; তিনি কম্বুর ন্যায় গ্রীবা-বিশিষ্ট, বৃহৎস্কন্ধযুক্ত, মত্তনাগ-সদৃশ-বিক্রমশালী এবং সম্পূর্ণার্থ ও সমস্ত রাজ-লক্ষণে ভূষিত ছিলেন। মানবগণ সেই কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির চরিত্র দেখিয়া কাম ও অর্থ হইতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্থির করিয়াছিল; পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব শান্তনুতে এই সমস্ত গুণ ছিল। কোন পার্থিব ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারেন নাই; রাজগণ সেই রাজাকে ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান ও ধার্ম্মিকবর দেখিয়া রাজগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা শোক, ভয় ও বাধাশূন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন ও সুখে জাগরণ করিতেন, সুতরাং ভারতবর্ষাধিপতি শান্তনুকে তাঁহারা পতি বোধ করিয়াছিলেন। ত্রিদশনাথ-সদৃশ-তেজস্বী কীর্ত্তিমান্ সেই সম্রাটের শাসনানুসারে ভূপতিগণ যাগশীল, দানশীল ও সৎক্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। তখন শান্তনু-প্রভৃতি ভূপতিগণ-কর্ত্তৃক প্রজাগণ রক্ষিত ও সুনিয়ম সংস্থাপিত হওয়াতে সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ-সেবায়, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়-পরিচর্য্যায় এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অনুরক্ত থাকিয়া বৈশ্য-শুশ্রূষায় তৎপর হইল। শান্তনু ভূপাল কুরুবংশীয়দিগের কুলক্রমাগত রমণীয় রাজ-

ধানী হাস্তিনপুরে বাস করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও সরল-স্বভাব অবনীপতি শান্তনু দান, ধর্ম্ম ও তপস্যা-বলে দেবরাজ-সদৃশ পরম শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাগদ্বেষ-শূন্য, সোমতুল্য প্রিয়দর্শন, তেজে সূর্য্যতুল্য, বেগে সমীরণ-সদৃশ, ক্রোধে যমতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। হে রাজন্! তাঁহার রাজত্বকালে পশু বরাহ মৃগ পক্ষিপ্রভৃতি প্রাণিবধ হইত না। তিনি রাজ্যকে অহিংসারূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিয়া স্বয়ং কামরাগবর্জ্জিত, বিনয়ী ও যত্নশীল হইয়া অপক্ষপাতে সর্ব্ব প্রাণীকে শাসন করিতেন। তখন দেব-যজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞের নিমিত্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল; কেহ অধর্ম্ম করিয়া কোন প্রাণিবধ করিত না। সেই রাজা দীন, দুঃখী, অনাথ এবং তির্য্যগ্‌যোনিগত সকল প্রাণীরই পিতাস্বরূপ ছিলেন; এবং তাঁহার সাম্রাজ্যকালে বাক্য সত্যকে আশ্রয় করিল এবং মন, দান ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিল। তিনি ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর স্ত্রীসম্ভোগাদি বিষয় ভোগ করিয়া পরিশেষে বনগমন করেন; গঙ্গাগর্ভ্তসম্ভূত বসু তাঁহার পুত্র দেবব্রত সৌন্দর্য্য, আচার চরিত্র ও বিদ্যা, সকল বিষয়েই তাঁহার সদৃশ হইয়াছিলেন।

মহাবলবীর্য্য, মহাসত্ত্ব, মহারথ এবং গদা-প্রভৃতি সর্ব্বাস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ নৃপতি শান্তনু একদা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে সমীপবর্ত্তিনী নদী ভাগীরথী গঙ্গাকে অল্পতোয়া দেখিতে পাইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনু তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই সরিদ্বরা গঙ্গাতে কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় স্রোত দেখিতে পাই না! অনন্তর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে বৃহৎকায়, চারুদর্শনরূপসম্পন্ন ও দেবরাজ পুরন্দর-সদৃশ এক কুমার তীক্ষ্ণ শরজালদ্বারা সমস্ত গঙ্গাস্রোত অবরুদ্ধ করিয়া দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ করিতেছে। রাজা স্বসমীপেই গঙ্গা নদীকে শরদ্বারা সমাচ্ছাদিতা দেখিয়া বালকের অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ধীমান্ শান্তনু পূর্ব্বে জাতমাত্র পুত্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তাহাকে আত্মজ বলিয়া চিনিবার উপযোগী কোন লক্ষণ তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না; কুমার পিতাকে দর্শন করিবামাত্র মায়াদ্বারা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর রাজা শান্তনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া গঙ্গাকে কহিলেন যে অন্তর্হিত ঐ কুমারকে আমাকে দেখাও। গঙ্গা উত্তম রূপ ধারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে সেই অলঙ্কৃত কুমারকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। নির্ম্মল বসনে সমাবৃতা ও নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা গঙ্গা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্টা হইলেও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন গঙ্গা কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র, নৃপতে! পূর্ব্বে তুমি আমার গর্ব্ভে যে অষ্টম পুত্র লাভ করিয়াছিলে এটি সেই পুত্র; ইনি সমুদায় অস্ত্রবিদ্যায় সাতিশয় বিশারদ হইয়াছেন; হে বিভো, মহারাজ! এই পুত্রকে আমি সম্বর্দ্ধিত করিয়াছি, ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও। এই কুমার যুদ্ধে দেবরাজ-সদৃশ মহাধনুর্দ্ধারী, অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ এবং বীর্য্যবান্; তোমার এই পুত্র বশিষ্ঠ ঋষি হইতে ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। হে ভারত! ইনি সুর ও অসুর উভয়েরই প্রিয়; অসুরদিগের গুরু উশনাঃ যে যে শাস্ত্র অবগত আছেন, এই পুত্র তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং অঙ্গিরার পুত্র ও সুরাসুরগণের নমস্কৃত বৃহস্পতি যে যে শাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, এই পুত্র সে সমুদায়ও শিক্ষা করিয়াছেন। প্রতাপবান্ দুর্দ্ধর্ষ ঋষি জামদগ্ন্য রাম যে সকল অস্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, এই মহাবাহু মহাত্মা পুত্রেতে সাঙ্গোপাঙ্গ সেই সমস্ত বিদ্যা অধিষ্ঠিত আছে; হে রাজন্, হে বীর! ধর্ম্মার্থকোবিদ্ মহাধনুর্দ্ধারী এই তোমার

স্বীয় বীর পুত্রকে আমি এক্ষণে প্রদান করিতেছি, ইহাঁকে গৃহে লইয়া যাও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু গঙ্গা-কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া দিবাকরের সদৃশ দেদীপ্যমান্ পুত্রকে গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বপুরে আগমন করিলেন এবং তিনি পুরন্দর-পুরসদৃশ পুরীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অতিশয় সমৃদ্ধ ও সিদ্ধকাম বোধ করিলেন। অনন্তর পৌরব-বংশের রাজ্য পরিরক্ষার নিমিত্ত অভয়প্রদ ও গুণসম্পন্ন মহাত্মা পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে ভরতর্ষভ! মহাযশস্বী শান্তনু-তনয় সুচরিতদ্বারা পিতা, পৌরবগণ, ও প্রজাগণ সকলকেই অনুরক্ত করিয়াছিলেন। অমিত-বিক্রম মহীপতি শান্তনু স্বীয় পুত্রের সহিত আমোদ প্রমোদে চারি বৎসর কাল অতিবাহন করিলেন।

একদা সেই মহীপাল শান্তনু যমুনাতীরবর্ত্তি বনে গমন করিয়া একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য উত্তম গন্ধের আঘ্রাণ পাইলেন। সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে ইহা অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া পরিশেষে দেবরূপিণী এক দাশকন্যাকে দেখিতে পাইলেন; অসিতলোচনা ঐ কন্যাকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভীরু! তুমি কে? কাহার কন্যা? এই বনে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? কন্যা কহিল, তোমার শুভ হউক, আমি দাশকন্যা, মহাত্মা দাশরাজ আমার পিতা, আমি তাঁহার নিয়োগানুসারে ধর্ম্মার্থে নৌকাবাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু সেই দাশকন্যাকে রূপমাধুর্য্যে শোভমানা, সুরভিগন্ধবতী ও দেবরূপিণী দেখিয়া মনে মনে কামনা করিলেন, পরে তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন কি না, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। দাশরাজ তাঁহাকে কহিল, হে নরেশ্বর! এই বরবর্ণিনী যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় হইয়াছে যে এই কন্যা কোন বরে সম্প্রদান করিতে হইবেক, পরন্তু আমার এক কামনা আছে, তাহা শ্রবণ করুন; হে অনঘ! আপনি সত্যবাদী, অতএব যদি এই কন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার নিকট সত্য করিয়া এক অঙ্গীকার করিতে হইবে; হে নৃপ! সেই অঙ্গীকার করিলেই আমি কন্যা দান করিব; আমার পক্ষে আপনকার সদৃশ সৎপাত্র বর আর কখন হইবেক না। শান্তনু কহিলেন, হে দাশ! তুমি কি বর চাও বল, আমি শুনিয়া তাহার ব্যবস্থা করিব, যদ্যপি দিবার যোগ্য হয় প্রদান করিব, অদেয় হইলে পারিব না। দাশরাজ কহিল, হে পৃথিবীপতে! এই কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেক, সেই পুত্র আপনকার পরে রাজা হইবেক, তাহাকেই অভিষিক্ত করিতে হইবেক, অন্য পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা শান্তনু তীব্রতর মনোজ বেদনায় দহ্যমান হইলেও দাশকে সেই বর দিতে সম্মত হইলেন না; তিনি সেই দাশকন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহত-চেতন হইয়া হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর একদা শান্তনু শোকবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় পুত্র দেবব্রত আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনকার সর্ব্ববিষয়ে কুশল দেখিতেছি, সমস্ত রাজগণ আপনকার আজ্ঞাবর্ত্তী আছেন, তথাপি আপনি কি নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া অতিশয় শোক প্রকাশ করিতেছেন? আমার বোধ হয় যেন আমার বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন, হে রাজন্! আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্তু আমি দেখিতেছি, আপনি পাণ্ডুবর্ণ, বিবর্ণ ও কৃশ হইয়াছেন, আর অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন না, অতএব আপনকার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা করি; আমি তাহার প্রতীকার করিব। পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, হে

বৎস! আমি চিন্তাকুল হইয়াছি তাহার সন্দেহ নাই, তাহার কারণ শ্রবণ কর। হে পুত্র, ভরতকুল-প্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমিই একমাত্র সন্তান জন্মিয়াছ, পরন্তু তুমি সর্ব্বদা অস্ত্রচালনায় নিরত ও পৌরুষাকাঙ্ক্ষী, অতএব মনুষ্যের অনিত্যতা বিবেচনা করিয়া আমি শোকাবিষ্ট হইয়াছি; হে গাঙ্গেয়! যদি কোনরূপে তোমার বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে আমাদের বংশ থাকিবেক না, পরন্তু তুমি এক পুত্রই আমার শত পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আমি পুনর্ব্বার বৃথা দারপরিগ্রহ করিতেও ইচ্ছা করি না, কেবল বংশ-রক্ষার নিমিত্ত এইমাত্র কামনা করি যে তুমি কুশলী হইয়া থাক; ধর্ম্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে যাহার একমাত্র পুত্র সে অনপত্য। অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও শিষ্য প্রশিষ্যদ্বারা বিদ্যার প্রচার, এসমস্ত অক্ষয় ফল-জনক হইলেও পুত্রের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হয় না, এবং পুত্র যেমন মনুষ্যের পক্ষে এইরূপ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ পশু পক্ষি-প্রভৃতি অন্য জীবের পক্ষেও প্রসিদ্ধ আছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সন্তান হইতে যে স্বর্গ হয়, তাহাতে আমার সংশয় নাই। পুরাণ-সকলের মূলীভূত ও দেবতাদিগের প্রমাণীভূত যে বেদ, তাহাতে সর্ব্বদা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভারত! তুমি শূর, অমর্ষান্বিত ও শস্ত্রসঞ্চালনে নিয়ত নিযুক্ত থাক, তাহাতে যুদ্ধস্থলেই তোমার নিধন-সম্ভাবনা দেখিতেছি, তাহা হইলে এই বংশের গতি কি হইবে? এ জন্যই আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি; তাত! তোমাকে দুঃখের সমস্ত কারণ কহিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি দেবব্রত রাজার নিকট সেই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমহিতৈষী বৃদ্ধ অমাত্যের নিকট গমন করিয়া পিতার সেই শোক-কারণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভরতর্ষভ! কুরুরাজ-তনয় যথাবৎ জিজ্ঞাসা করিলে সেই গন্ধবতী কন্যার নিমিত্তে দাশরাজ-কর্ত্তৃক যে বর প্রার্থিত হইয়াছিল, অমাত্য তাহা কহিলেন। অনন্তর দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হইয়া স্বয়ং দাশরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। দাশরাজ বিধিবৎ পূজা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, হে ভারত! দেবব্রত সেই দাশরাজের সভায় উপবিষ্ট হইলে দাশরাজ তাঁহাকে কহিল, হে ভরতর্ষভ! আপনি শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ও শান্তনুর একমাত্র পুত্র; আপনিই সর্ব্ববিষয়ের কর্ত্তা, কিন্তু আপনাকে এক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কন্যার পিতা সাক্ষাৎ ইন্দ্র হইলেও ঈদৃশ শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে তাহাকে অবশ্যই তাপিত হইতে হয়। যে পরুষ-প্রধান তোমাদের সদৃশ গুণবান্, তাঁহারই শুক্র হইতে এই সত্যবতী নাম্নী বরবর্ণিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি অনেকবার আমার নিকট আপনার পিতার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভূপাল সত্যবতীকে বিবাহ করিবার যোগ্য পাত্র; অপিচ ঋষিসত্তম দেবর্ষি অসিত পূর্ব্বে এই সত্যবতীর নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; হে নৃপোত্তম! আমি কন্যার পিতা, এ নিমিত্তে এই এক কথা বলিতেছি যে ইহাতে কেবল এক বলবান্ সাপত্ন্য-দোষ আছে, হে শত্রু-পীড়ন! আপনি যাহার সপত্ন, সে যদ্যপি গন্ধর্ব্ব বা অসুর হয়, তথাপি আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সে কখনই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। হে পার্থিব! এবিষয়ে এইমাত্র দোষ আছে, অন্য কোন দোষ নাই; হে পরন্তপ! আপনার ভাল হউক, দানাদান-বিষয়ে এইরূপ জানিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! গঙ্গা-পুত্র দেবব্রত দাশরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার উপকারার্থ সকল বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে কহিলেন, হে সত্যবাদিন্! সত্যই আমার

ব্রত জানিবে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এরূপ বলিতে উৎসাহী হয় এমত ব্যক্তি জন্মে নাই ও পরে যে জন্মিবে তাহাও বোধ হয় না; তুমি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছ আমি তাহাই করিব; তোমার এই কন্যার গর্ব্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তানই আমাদিগের রাজ্যাধিকারী হইবেক। হে ভরতর্ষভ! তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া দাশরাজ রাজ্যার্থে দুষ্কর কর্ম্ম-চিকীর্ষু হইয়া পুনর্ব্বার ইহা কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্, অমিতদ্যুতে! আপনি শান্তনু-পক্ষের কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন, পরন্তু এই কন্যাদানেও আপনি কর্ত্তা হউন, হে শান্তশীল! এস্থলে আর এক বক্তব্য আছে, সে বিষয়ও আপনি বিবেচনা করুন, হে অরিন্দম! যাহাদের কন্যার প্রতি স্নেহ আছে, তাহাদের ইহা অবশ্য বক্তব্য; অতএব আমি কন্যা-বাৎসল্য-প্রযুক্তই বলিতেছি, হে সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ! এই রাজগণের মধ্যে আপনি সত্যবতীর নিমিত্তে যাহা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনি যদ্রূপ মহানুভব তদুপযুক্তই হইয়াছে, হে মহাবাহো! তাহার অন্যথা হইবেক না, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই কিন্তু আপনার যে সন্তান হইবেক, তন্নিমিত্তে আমার মহৎ সংশয় হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় দাশরাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতার প্রীতির নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক কহিলেন যে হে নৃপোত্তম, দাশরাজ! আমি পিতার নিমিত্তে এই রাজগণের সমক্ষে ইহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে রাজগণ! আমি পূর্ব্বেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে মৎ পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে যে সংশয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞা করিতেছি; হে দাশ! আমি অদ্যপ্রভৃতি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা দাশরাজ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে পুলকিত হইয়া কন্যাদানে সম্মত হইলেন। অনন্তর আকাশ হইতে অপ্সরোগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ গাঙ্গেয় দেবব্রতের ঐরূপ ভীষণ সঙ্কল্পদ্বারা "ইনি ভীষ্ম" এই বাক্য বলিয়া তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ভীষ্ম পিতার নিমিত্তে সেই যশস্বিনী যোজনগন্ধা কন্যাকে কহিলেন, হে মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, স্বগৃহে গমন করিতে হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম এই বাক্য বলিয়া ভাবিনী গন্ধবতীকে রথারোপণ-পূর্ব্বক হাস্তিনপুরে আগমন করিয়া শান্তনুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণও আগমন-পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া এবং প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে তাঁহার সেই দুষ্কর কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, ইনি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করাতে ইহাঁর নাম ভীষ্ম হইয়াছে। মহারাজ শান্তনু ভীষ্মের কৃত ঐ দুঃসাধ্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া সেই মহাত্মাকে ইচ্ছামৃত্যুরূপ-বরপ্রদান করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! অনন্তর বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজা শান্তনু রূপবতী সত্যবতীকে স্বগৃহে স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঔরসে সত্যবতীর গর্ব্ভে চিত্রাঙ্গদ নামে ধীমান্ বীর্য্যবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ এক বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী প্রভু শান্তনু ঐ সত্যবতীতে বিচিত্রবীর্য্য নামে মহাধনুর্দ্ধারী আর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই ধীমান্ শান্তনু কাল-কবলে পতিত হইলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতে থাকিয়া অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। চিত্রাঙ্গদ শৌর্য্যদ্বারা সমস্ত রাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; তিনি কোন মানবকেই আত্ম-সদৃশ বোধ করিতেন না; তিনি সুর, অসুর ও মনুষ্যগণকে পরাজয় করিতে পারেন ইহা

দেখিয়া চিত্রাঙ্গদ নামা এক বলবান্ গন্ধর্ব্বরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; অনন্তর শান্তনু-তনয় চিত্রাঙ্গদের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের কুরুক্ষেত্রে অত্যন্ত যুদ্ধ হইল; গন্ধর্ব্বরাজ ও কুরুরাজ উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সুতরাং তিন বৎসরকাল সরস্বতী নদীতীরে উভয়ের সংগ্রাম হইল। হে কুরুসত্তম! তাঁহাদের শস্ত্র-বর্ষণে সমাকুল ও বিমর্দ্দনশীল তুমুল সংগ্রাম হইয়া অবশেষে সাতিশয় মায়াবী গন্ধর্ব্বরাজ বীর কুরুনন্দনকে রণশায়ী করিলেন; গন্ধর্ব্বরাজ, নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে হনন-পূর্ব্বক এককালে বিনাশ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ভূরিতেজাঃ পুরুষশার্দ্দূল চিত্রাঙ্গদ হত হইলে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম তাঁহার সমস্ত অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সেই মহাবাহু সত্যব্রত ভীষ্ম অপ্রাপ্তযৌবন বালক বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ! বিচিত্রবীর্য্যও ভীষ্মের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া পৈতৃক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রকুশল ভীষ্মকে যেমত পূজা করিতেন, ভীষ্মও সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একাধিকশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব! ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ হত হইলে বালক-ভ্রাতা-বিচিত্রবীর্য্যকে উপলক্ষ করিয়া ভীষ্ম সত্যবতীর মতস্থ হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধীমান্ ভীষ্ম ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে সংপ্রাপ্ত-যৌবন দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে কৃতনিশ্চয় হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর তিনি শুনিতে পাইলেন যে কাশিরাজের অপ্সরোপমা তিন কন্যার একত্র স্বয়ম্বর হইবেক। মহারথী শত্রুজিৎ প্রভু ভীষ্ম মাতার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রধান রথে আরোহণ করিয়া বারানসী পুরীতে গমন করিলেন; তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সর্ব্বত্র হইতে রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে স্বয়ম্বরাভিলাষিণী সেই তিন কন্যাও বিদ্যমানা আছে।

হে রাজন্! যখন সমস্ত রাজগণের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন প্রভু ভীষ্ম স্বয়ং সেই তিন কন্যা হরণ করিলেন, এবং সেই কন্যাগণকে স্বীয় রথে আরোপণ-পূর্ব্বক অস্ত্রধারী হইয়া জলদের ন্যায় গম্ভীর শব্দে মহীপালগণকে কহিতে লাগিলেন,— গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া ধনদান-পূর্ব্বক সম্প্রদান করা বুধগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবং অন্য ব্যক্তিরা গো যুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যাদান করিয়া থাকেন, কেহ কেহ পণিত ধন গ্রহণ-পূর্ব্বক কন্যা প্রদান করেন, কেহ বা বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তিরা কন্যার সম্মতিক্রমে পরিণয় করেন, কেহ বা প্রমত্তা কন্যাকে লাভ করিয়া থাকেন, অপর কেহ সম্প্রদাতার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কন্যা লাভ করেন, এবং কেহ কেহ যজ্ঞ-বিধানক্রমে দক্ষিণাস্বরূপ কন্যা লাভ করিয়া থাকেন, অষ্টসংখ্যায় পরিগণিত এই শেষোক্ত বিবাহ কবিগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত; কিন্তু রাজগণ স্বয়ম্বরকেই প্রশংসা করেন ও তাহাতেই উপগত হইয়া থাকেন। পরন্তু ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে স্বয়ম্বর-স্থলে বিপক্ষপক্ষ প্রমথিত করিয়া বলপূর্ব্বক যে কন্যা গৃহীতা হয়, সেই পত্নীই শ্রেষ্ঠা; এই কারণে আমি বলপূর্ব্বক এই স্থান হইতে কন্যা হরণ করিতেছি, হে রাজগণ! তোমাদের যাহার যত শক্তি থাকে, তদনুসারে বিজয়ের নিমিত্ত যত্নবান্ হও, অথবা পরাস্ত হইয়া যাও, হে মহীপতিগণ! আমি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকিলাম। বীর্য্যবান্ কৌরব-নন্দন কাশিরাজকে ও মহীপালগণকে এইরূপ বলিয়া কন্যাগণকে স্বীয় রথে লইয়া রাজগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান-পূর্ব্বক সত্বরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সমস্ত ভূপাল ক্রোধান্বিত হইয়া স্ব স্ব

বাহ্বাস্ফোটন-পূর্ব্বক দশনদ্বারা অধর দংশন করত সমুত্থিত হইলেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্রোধ বশতঃ এমত ত্বরান্বিত হইলেন যে তাঁহাদিগের পরিহিত আভরণ ও বর্ম্ম সকল গাত্র হইতে পতিত হইতে লাগিল; তাঁহাদিগের পতিত সেই বর্ম্ম ও আভরণ সকল নক্ষত্রপাতের ন্যায় প্রতীয়মান্ হইল। সেই সকল বীর রাজগণ ইতস্ততঃ স্খলিত-কবচ-ভূষণ হইয়া ক্রোধ ও অমর্ষভরে ভ্রুকুটী-যুক্ত ও কষায়ীকৃতলোচনে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক সারথি-কর্ত্তৃক উত্তম অশ্বগণে যোজিত প্রস্তুত মনোহর রথ সকলে আরোহণ পুরঃসর অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া সেই গমনশীল কৌরব ভীষ্মের অনুসরণ-ক্রমে গমন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর এক মাত্র ভীষ্মের সেই সমস্ত রাজগণের সহিত লোমাঞ্চজনক তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; রাজগণ ভীষ্মের প্রতি এককালে দশ সহস্র বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন, ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সেই সমস্ত বাণ উপস্থিত না হইতে হইতে মধ্যস্থলেই লোমবাহী অবিচ্ছিন্ন মহৎ শরবর্ষণদ্বারা ছেদন করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, মেঘগণ যেমত পর্ব্বতের উপর অনবরত জলধারা বর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম শরজালদ্বারা সেই সমস্ত বাণবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিয়া তিন তিন বাণদ্বারা প্রত্যেক মহীপালকে বিদ্ধ করিলেন, রাজগণও প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ শরদ্বারা ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন; হে রাজন্! ভীষ্ম পুনর্ব্বার পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুই দুই বাণদ্বারা প্রত্যেক ভূপালকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ যুদ্ধ এতাদৃশ ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, যে সমস্ত বীরগণ দেবাসুরযুদ্ধ-সদৃশ ও শরশক্তি-সমাকুল সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও তাহা অতিশয় ভীষণ হইয়াছিল। ভীষ্ম সমরস্থলে শত সহস্র শরাসন, ধ্বজাগ্র, কবচ ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন রথচারী রাজগণ শত্রুপক্ষ হইয়াও তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুত কর্ম্ম ও লঘুহস্ততা এবং আত্মরক্ষা দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রশংসা-পূর্ব্বক সম্মান করিলেন। অনন্তর শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম সংগ্রামে রাক্ষসমূহকে পরাজিত করিয়া কন্যাগণের সহিত স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হে রাজন্! যে প্রকার বলবত্তম যূথপতি কোন হস্তিনী প্রাপ্ত অপর হস্তীর জঘনদ্বয় ভেদ করত হস্তিনীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ অমেয়াত্মা মহারথ শাল্বরাজ স্ত্রীকাম হইয়া যুদ্ধের নিমিত্তে ভীষ্মের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং সেই মহাবাহু অমর্ষাবিষ্ট হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" ইহা কহিতে লাগিলেন। পরবল-বিমর্দ্দন পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তদ্বাক্যে আকুলিত হইয়া ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইয়া উঠিলেন; ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ সেই মহারথী ললাট আকুঞ্চন-পূর্ব্বক শর ও শরাসন বিস্তার করিয়া শাল্বরাজের নিমিত্ত নির্ভয় ও স্থিরচিত্তে রথ নিবৃত্ত করিলেন। সমস্ত রাজগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়ের সমাগম দর্শনে দণ্ডায়মান হইলেন; ঋতুমতী গোর নিমিত্ত বলবান্ বৃষদ্বয় যেমত পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় বলবিক্রমশালী ভূপতিদ্বয় পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শাল্বরাজ শত সহস্র আশুগ শরদ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাজগণ প্রথমেই শাল্বরাজ-কর্ত্তৃক ভীষ্মকে বিমর্দ্দিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বের প্রতি পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং শাল্বরাজের লঘুহস্ততা ও রণপাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনেক প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; অনন্তর পরপুরজয়ী শান্তনু-তনয় ক্ষত্রিয়গণের ঐ প্রশংসা বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য কহিলেন, এবং ক্রোধ-পূর্ব্বক সারথির প্রতি আদেশ করিলেন যে যেখানে ঐ

শাল্বরাজ আছে, ঐ স্থানে রথ লইয়া চল; যেমন গরুড় সর্পকে সংহার করে, সেইরূপ আমি অদ্য উহার জীবন বিনাশ করিব। তদনন্তর কুরুনন্দন ভীষ্ম বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া তদ্দ্বারা শাল্বরাজের অশ্বচতুষ্টয় মর্দ্দন করিলেন, এবং অস্ত্রদ্বারা শাল্বরাজের সমস্ত অস্ত্র নিরাকৃত করিয়া তাঁহার সারথিকে যমসদনের অতিথি করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম কন্যার নিমিত্ত ঐন্দ্র অস্ত্রদ্বারা তাঁহার উত্তম অশ্ব সকলকে বিনাশ করিলেন; এইরূপে তিনি নৃপসত্তম শাল্বকে পরাজয় করিয়া তাঁহার জীবন থাকিতেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে শাল্বনৃপতি স্বনগরে গমন করিয়া ধর্ম্মানুসারে স্বরাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরপুরঞ্জয় যে সকল রাজা স্বয়ম্বর দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাযোদ্ধা কুরুনন্দন ভীষ্ম এইরূপে কন্যাত্রয় জয় করিয়া হাস্তিনপুরে যে স্থানে কৌরবরাজ বিচিত্রবীর্য্য আছেন, সেই স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার পিতা কুরুবংশীয় নৃপতিশ্রেষ্ঠ শান্তনু যেমত বসুধা শাসন করিতেন, ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্যও সেইরূপ শাসন করিতেছিলেন। হে নরাধিপ! ভীষ্ম অল্পকাল-মধ্যেই বন, সরিৎ, শৈল ও বিবিধ বৃক্ষযুক্ত উপবন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুকুল সংহার করিয়া রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে কাশিরাজের কন্যাগণকে আনয়ন করিলেন।

সেই ধর্ম্মশীল মহাবাহু ভীষ্ম ভ্রাতার প্রিয় চিকীর্ষার নিমিত্ত বিক্রমলব্ধ সর্ব্বগুণসম্পন্ন কুমারীগণকে স্নুষা ও অনুজা ভগিনী এবং কন্যার ন্যায় গ্রহণ করিয়া কৌরবগণের নিকট আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান করিলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞ উক্ত প্রকার ধর্ম্মানুসারে অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন; জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কাশিরাজের কন্যাগণের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিবেন ইহা স্থির হইয়াছে, এমত সময় সেই কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যা হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্বরাজকে পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, তিনিও মনে মনে আমাকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার পিতারও অভিলাষ ছিল, সেই স্বয়ম্বর-স্থলে আমি শাল্বকেই বরণ করিতাম; আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, ইহা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করুন। ঐ কন্যা বিপ্রগণের সভায় এই কথা কহিলে ধর্ম্মজ্ঞ বীর ভীষ্ম উপস্থিত কর্ম্মে কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়া কাশীপতির অম্বা নাম্নী ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাঁহার অভীষ্টসাধনে অনুমতি করিলেন। অনন্তর বিধিবোধিত কর্ম্মানুসারে অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশিরাজের কনিষ্ঠা দুই কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ সম্পাদন করিয়া দিলেন।

রূপযৌবন-সম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কামানুবর্ত্তী হইলেন। কুটিলনীলকেশী, শ্যামা, রক্তবর্ণ ও তুঙ্গনখযুক্তা এবং সুলক্ষণা কল্যাণী অম্বিকা ও অম্বালিকা উভয়েই পীননিতম্বিনী ও পীনপয়োধরা ছিলেন; তাঁহারা বিচিত্রবীর্য্যকে আপনাদের অনুরূপ পতি লাভ করিয়া সন্তোষ-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার-সদৃশ রূপবান্ ও দেবতুল্য পরাক্রমশালী বিচিত্রবীর্য্য নির্জ্জনে উভয় রমণীরই মনোমোহন হইয়াছিলেন। তিনি সেই রমণীদ্বয়ের সহিত একাদিক্রমে সপ্তবৎসর কাল বিহার করিয়া যৌবনকালেই ভয়ঙ্কর যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইলেন। অনন্তর সুহৃদ্গণ বিশ্বস্ত চিকিৎসকের সহিত আরোগ্যের নিমিত্ত যত্ন করিলেও কুরুকুল-প্রদীপ বিচিত্রবীর্য্য কালসদনে গমন-পূর্ব্বক অস্তমিত সূর্য্যের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম চিন্তান্বিত ও শোকপরায়ণ হইয়া ঋত্বিক্ ও সমস্ত কৌরবগণের সহিত

সত্যবতীর মতস্থ হইয়া রাজা বিচিত্রবীর্য্যের সমস্ত প্রেতকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত দুই অধ্যায় সমাপ্ত॥১০২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর মহাভাগা ভাবিনী সত্যবতী পুত্র-শোকে বিহ্বলা, দীনা ও ক্ষুব্ধচিত্তা হইয়া পুত্রবধূ-দ্বয়ের সহিত পুত্রের ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া ভীষ্মকে এবং স্নুষাদ্বয়কে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃবংশ ও পিতৃবংশের অবস্থা চিন্তা করত ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ যশস্বী কুরু-বংশীয় শান্তনু রাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং যেপ্রকার শুভকর্ম্মে নিশ্চয়ই স্বর্গ আছে ও সত্যনিষ্ঠতায় নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বৃদ্ধি আছে, তদ্রূপ তোমাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি ধর্ম্ম ও নানাবিধ শ্রুতি এবং সমস্ত বেদাঙ্গ সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে অবগত আছ; শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কুলাচার এবং বিপদ্-কালে বিবেচনা-সামর্থ্যও আছে, এসমস্ত আমি জানি, এই নিমিত্তে আমি তোমা হইতে অতিশয় আশ্বাসযুক্তা হইয়া তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিব, হে ধার্ম্মিকবর! তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কর্ম্ম সম্পাদন করা তোমার কর্ত্তব্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রিয়-ভ্রাতা মৎপুত্র বীর্য্যবান্ বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না হইতেই বাল্যাবস্থাতে স্বর্গারোহণ করিয়াছে, হে ভারত! তোমার ভ্রাতার মহিষী রূপযৌবন-সম্পন্না, শুভলক্ষণা এই কাশিরাজ-দুহিতারা পুত্রকামা হইয়াছে, হে মহাবাহো! আমাদের বংশ-পরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগানুসারে সেই দুই স্নুষাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা কর, তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভারতরাজ্য শাসন কর, এবং ধর্ম্মানুসারে দারপরিগ্রহ কর; পিতামহগণকে নিমগ্ন করিও না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাতা ও সুহৃদ্গণ এইরূপ কহিলে ধর্ম্মাত্মা পরন্তপ ভীষ্ম ধর্ম্মসংযুক্ত এই উত্তর করিলেন যে হে মাতঃ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা ধর্ম্ম্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্তানের প্রতি আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আপনি অবগত আছেন, হে সত্যবতি, মাতঃ! আপনকার নিমিত্তে যে সত্যপণ হইয়াছিল, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব সেই সত্যরক্ষার নিমিত্ত এক্ষণেও পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি ও দেবলোকে রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে, তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কোন প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিব না; যদিও পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, জল স্বীয় রস ত্যাগ করিতে পারে, জোতিঃ রূপ ত্যাগ করিতে পারে, বায়ু স্পর্শগুণ ত্যাগ করিতে পারে, সূর্য্য স্বীয় প্রভা ত্যাগ করিতে পারে, ধূমকেতু উষ্ণতা ত্যাগ করিতে পারে, আকাশ শব্দ ত্যাগ করিতে পারে, শীতাংশু শীত কিরণ ত্যাগ করিতে পারে, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করিতে পারেন, এবং ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি আমি সত্যকে কোনপ্রকারে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইব না। ভূরি-বল ভীষ্ম উৎসাহ-পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে মাতা সত্যবতী তাঁহাকে কহিলেন, হে সত্য পরাক্রম! সত্যেতে তোমার যে পরমনিষ্ঠা আছে, তাহা আমি অবগত আছি; তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় তেজোদ্বারা অন্য ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার, অপিচ, তুমি আমার নিমিত্তে যাহা সত্য করিয়াছিলে তাহাও আমি জ্ঞাত আছি, পরন্তু হে পরন্তপ! তুমি এই আপদবস্থা বিবেচনা করিয়া পৈতৃক বংশের ভার বহন কর, যাহাতে কুল-তন্তু ছিন্ন না হইয়া ধর্ম্মরক্ষা হয় ও সুহৃদ্গণ আহ্লাদিত হন, তাহা কর। সন্তানাকাঙ্ক্ষিণী সত্যবতী কাতরা হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম-বিরোধী বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন শুনিয়া

ভীষ্ম পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজ্ঞি! আপনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না, ক্ষত্রিয়ের অসত্য ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রশংসিত নহে; হে রাজ্ঞি! যাহাতে ভূমণ্ডলে শান্তনুর বংশ অক্ষয় হইয়া থাকে এমত সনাতন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আপনার সমীপে বলিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া লোকযাত্রার প্রতি দৃষ্টি-পূর্ব্বক যে সকল প্রাজ্ঞ আপদ্-সময়ে ধর্ম্মার্থ-বিষয়ে-কুশল, তাঁহাদিগের ও পুরোহিতের সহিত বিবেচনা করুন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত তিন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, পূর্ব্বকালে জমদগ্নিকুমার রাম পিতৃবধে অমর্ষান্বিত হইয়া পরশুদ্বারা হৈহয় দেশের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিয়া ছিলেন; যে হৈহয়াধিপতি প্রজাগণকে অতিদুষ্কর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাইয়া ছিলেন। পরশুরাম তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণে ভূমণ্ডল-জয়ের নিমিত্তে বহির্গত হইয়া ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক মহাস্ত্র প্রয়োগদ্বারা বারম্বার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন; সেই মহাত্মা বিবিধ অস্ত্রদ্বারা এক বিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। ঐ মহর্ষি-কর্ত্তৃক এই রূপে ভূলোক নিঃক্ষত্রিয় হইলে সর্ব্বস্থানীয় ক্ষত্রিয়-পত্নীরা সকলে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদে ইহা নিশ্চিত আছে যে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়, অতএব ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষত্রিয়-পত্নীরা ব্রাহ্মণগণের সংসর্গে উপরতা হইয়াছিলেন; ইহাতেই ক্ষত্রিয়গণের পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইয়াছে।

এবিষয়ে আর একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে উতথ্য নামে ধীসম্পন্ন এক ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরম প্রিয়তমা মমতা-নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। একদা উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবগণের পুরোহিত ও পরমতেজস্বী বৃহস্পতি ঐ মমতার নিকট উপগত হইলেন, ইহাতে মমতা সেই বাচস্পতি দেবরকে কহিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও, হে মহাভাগ, বৃহস্পতে! আমার গর্ভস্থ এই উতথ্যতনয় কুক্ষিস্থিত হইয়াই ষড়ঙ্গ-বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, এবং তুমিও অমোঘবীর্য্য, ইহাতে এই কুক্ষিতে দুই সন্তানের সম্ভব কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব অদ্য তুমি বিরত হও। মমতা এইরূপ কহিলে বৃহস্পতি অতি প্রদীপ্ত-তেজস্বী হইয়াও তখন কামবশতাপন্ন আপনার চিত্তকে সংযত করিতে পারিলেন না, অকামা কামিনীর প্রতিও অনুরাগী হইলেন। অনন্তর রেতঃপাত করণোদ্যত বৃহস্পতিকে গর্ভস্থ বালক কহিল, হে তাত! আপনি ক্ষান্ত হউন, এই গর্ভমধ্যে উভয়ের স্থিতি সম্ভব হইতে পারে না, হে ভগবন্! এখানে অল্প-স্থান, আমি পূর্ব্বে এস্থলে আসিয়াছি, আপনি অমোঘবীর্য্য, অতএব আমাকে পীড়া দিবেন না। বৃহস্পতি সেই গর্ভস্থ মুনির বাক্য শ্রবণ না করিয়াই মৈথুনের নিমিত্ত চারুলোচনা মমতার প্রতি গমন করিলেন। অনন্তর গর্ভস্থ সেই মুনি, বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া শুক্র প্রবেশের পথ চরণদ্বয়দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তখন ঐ রেতঃ প্রতিহত হইয়া স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ ঋষি বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্য পুত্রকে ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক শাপপ্রদান করিলেন যে যেহেতু এতাদৃশ মনোরম্য সময়ে তুমি আমাকে এরূপ-বাক্য কহিলে, একারণে তুমি দীর্ঘ তমতে প্রবিষ্ট থাকিবে, অর্থাৎ অন্ধ হইবে; বৃহৎকীর্ত্তি বৃহস্পতির এই শাপহেতু বৃহস্পতি-তুল্য তেজস্বী সেই ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমাঃ নামে বিখ্যাত হইলেন। বেদজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন্মান্ধ দীর্ঘতমাঃ বিদ্যাবলে প্রদ্বেষী নামে এক তরুণী ও রূপসম্পন্না ব্রাহ্মণীকে পত্নী-

লাভ করিলেন। তাহাতে সেই মহাযশা কুলবৃদ্ধির নিমিত্ত গৌতম-প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ গৌতমাদি পুত্র সকলেই লোভ ও মোহে অভিভূত ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গ-পারগ মহাত্মা সেই দীর্ঘতমাঃ সুরভি-সন্তান কামধেনু হইতে গো-ধর্ম্ম সমস্ত শিক্ষা-পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ্য মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে দেখিয়া মোহাভিভূত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, ও পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি মর্য্যাদা ও লজ্জা অতিক্রম করিয়াছে! সুতরাং এই পাপাত্মা আশ্রমে থাকিবার উপযুক্ত নয়, আমরা ইহাকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই; এবং দীর্ঘতমার পত্নীও পুত্রলাভহেতু ঐ অন্ধপতির প্রতি পরিতুষ্টা ছিলেন না। একদা দীর্ঘতমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্টা দেখিয়া কহিলেন যে তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায়, এবং পালন করেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকে; হে মহাতপঃ! আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি, এক্ষণে আর ভরণ করিতে পারিব না।

ভীষ্ম কহিলেন, ঋষি, পত্নীর বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কোপাকুল হইয়া সপুত্রা-পত্নী প্রদ্বেষীকে কহিলেন যে আমাকে ক্ষত্রিয়কুলে লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি ধনবতী হইতে পারিবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দত্ত দুঃখজনক ধনে আমার ইচ্ছা নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমাঃ কহিলেন, আমি অদ্য-প্রভৃতি এইরূপ লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে নারীর একমাত্র পতি যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক, সেই একমাত্র স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবেক না; যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিতা হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের ভর্ত্তা নাই, তাহাদের পদে পদে পাতক হইবেক, ও তাহাদের বিপুল ধন থাকিলেও তাহা বৃথাভোগ হইবেক, তাহারা নিত্য অকীর্ত্তি ও নিন্দাভাজন হইবেক; ব্রাহ্মণী তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কোপান্বিতা হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিয়া আইস। পরে লোভমোহে অভিভূত গৌতম-প্রভৃতি পুত্রগণ অন্ধ পিতাকে বন্ধন-পূর্ব্বক উড়ুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। অনন্তর ঐ ক্রূর পুত্রেরা এই ভাবিয়া গৃহে আইল যে এই অন্ধ ও বৃদ্ধকে আমরা কি নিমিত্ত ভরণপোষণ করিব। পরে অন্ধ বিপ্র উড়ুপদ্বারা গঙ্গা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যদৃচ্ছাক্রমে বহুদেশ গমন করিলেন। ধার্ম্মিকবর বলি নামক এক রাজা গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিয়া স্রোতোদ্বারা সমীপাগত সেই অন্ধ ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। সত্যপরাক্রম ধর্ম্মশীল বলি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন, এবং স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মানদ, মহাভাগ! আমার বংশরক্ষার নিমিত্ত আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্ম ও অর্থে কুশল হয় এমত সন্তান উৎপাদন করুন। তেজস্বী ঋষি রাজার ঐ কথায় সম্মত হইলে রাজা তাঁহার নিকট সুদেষ্ণা-নাম্নী স্বীয় ভার্য্যাকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু রাজমহিষী সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার সমীপে গমন না করিয়া স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবদাদি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা কাক্ষীবদাদি পুত্রগণকে অধ্যয়নশীল দেখিয়া "ইহারা আমার পুত্র" এই কথা ঐ অন্ধ ঋষিকে কহিলেন। পরন্তু মহর্ষি কহিলেন, এ পুত্রেরা

তোমার নহে, ইহারা আমার, ইহারা আমা হইতে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সুদেষ্ণা-নাম্নী তোমার মহিষী মূঢ়তা-প্রযুক্ত আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া শূদ্রা ধাত্রেয়ীকে প্রেরণ করিয়াছিল। অনন্তর বলি পুনর্ব্বার সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমাঃ ঋষি সুদেষ্ণা দেবীর অঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন যে তোমার আদিত্যতুল্য তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইবেক; সেই পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম হইবেক; এই ভূমণ্ডলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক দেশ বিখ্যাত হইবেক। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ ও সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ হইবেক। পূর্ব্বকালে এইরূপে মহর্ষি-জাত বলিরাজার বংশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মহাবলপরাক্রান্ত পরমধর্ম্মজ্ঞ মহাধনুর্দ্ধারী অনেক ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; হে মাতঃ! আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন।

সম্ভবপর্ব্বে চতুরধিক শত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৪॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে মাতঃ! ভরতবংশের সন্তানবৃদ্ধির নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদ্বারা নিমন্ত্রণ করুন; তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সত্যবতী সস্মিতবদনে লজ্জার সহিত স্খলিত-বাক্যে ভীষ্মকে কহিলেন, হে মহাবাহো, ভারত! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সকলই সত্য, পরন্তু তোমার প্রতি বিশ্বাসহেতু আমাদিগের বংশবিস্তৃতির নিমিত্তে যেরূপ বলিব, সেই আপদ্ধর্ম্ম তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না; আমাদের বংশে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য, এবং তুমিই পরমগতি হইয়াছ, অতএব আমার সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় বিধান কর।

আমার পিতা ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্তে এক তরী ছিল। একদা আমি নবযৌবন-কালে সেই তরীবাহন করিতে গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় ধীমান্ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পরমর্ষি পরাশর যমুনা নদী-পার হইবার নিমিত্তে আসিয়া আমার তরীতে আরোহণ করিলেন; আমি সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে যমুনাপার করিতেছি, এমত সময় তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমাকে মধুরবাক্যে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আমি পিতার ভয়ে এবং ঋষির শাপ-ভয়ে ভীতা হইয়া অসুলভ বর লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না; হে ভারত! সেই ঋষি আমাকে নৌকাস্থিতা ও বালিকা পাইয়া তেজোদ্বারা অভিভূত করিয়া তমোরাশিদ্বারা ভূলোক আবরণ-পূর্ব্বক বশবর্ত্তিনী করিলেন; পূর্ব্বে আমার গাত্রে অতিশয় অপকৃষ্ট মৎস্যগন্ধ ছিল, তিনি তাহা নিরাকৃত করিয়া এই সৌরভ প্রদান করিলেন। অনন্তর কহিলেন যে তুমি এই যমুনা দ্বীপেই মদীয় ঔরসজাত এই গর্ব্ভ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কন্যাবস্থাতেই থাকিবে। তাহাতে যমুনা দ্বীপে আমার কন্যাবস্থায় সেই গর্ব্ভে পরাশর-সন্তান মহাযোগি মহর্ষি জন্ম-গ্রহণ করিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিশ্রুত হইলেন। সেই ভগবান্ ঋষি তপোবলে চতুর্ব্বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিয়া ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং তিনি কৃষ্ণবর্ণপ্রযুক্ত তাঁহার নাম কৃষ্ণ হইয়াছে; সত্যবাদী, শান্তিপরায়ণ ও পাপস্পর্শশূন্য সেই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সহিত গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অপ্রতিম-দ্যুতিমান্ ব্যাসকে আমি নিযুক্ত করিলে তিনি তোমার ভ্রাতার ক্ষেত্রে উত্তম পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! তিনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবে,

হে ভীষ্ম! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করি, তোমার সম্মতি হইলে সেই মহাতপাঃ দ্বৈপায়ন অবশ্যই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নাম কীর্ত্তন করাতে ভীষ্ম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বিষয় পর্য্যালোচনা করেন এবং এরূপে তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন যে, ধর্ম্মের সহিত ভাবি ধর্ম্মের, অর্থের সহিত ভাবি অর্থের এবং কামের সহিত ভাবি কামের অনুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মের, অর্থদ্বারা অর্থের এবং কামদ্বারা কামের পুনঃসম্ভাবনা থাকে এবং এক বিষয়-দ্বারা অন্য বিষয়ের অনুবন্ধ না থাকে, তাঁহাকেই বুদ্ধিমান্ বলা যায়; আপনি অস্মৎকুলের হিতজনক, ধর্ম্মযুক্ত ও শ্রেয়স্কর যাহা আমাকে কহিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে সম্মত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরু-নন্দন! অনন্তর ভীষ্ম সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইলে কালী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিকে স্মরণ করিলেন। ধীমান্ বেদব্যাস বেদব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে জননীর চিন্তা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই মাতৃ-সন্নিধানে প্রাদুর্ভূত হইলেন, অন্য কেহ কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে ধীবর-কন্যা পুত্রকে বিধিবৎ সমাদর করিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক স্নেহ-বশতঃ স্তন্যদুগ্ধে অভিষিক্ত করিলেন, এবং বহুকালের পর পুত্র দর্শন করিয়া অশ্রুনীরে আপনিও অভিষিক্তা হইলেন। পূর্ব্বজ সন্তান ব্যাস আর্ত্তা জননীকে বারিনিষেক-দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞে! আপনার যাহা অভিপ্রেত তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি, আপনি আজ্ঞা করুন, আপনকার অভিমত অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর পুরোহিত আসিয়া সেই পরমর্ষির যথাবিধি পূজা করিলেন; তিনিও মন্ত্র-পূর্ব্বক সেই পূজা গ্রহণ করিলেন, এবং মন্ত্র-পূর্ব্বক অর্চ্চিত হইয়া প্রীত হইলেন।

পরে মাতা সত্যবতী তাঁহাকে আসনে আসীন দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে কবে! পিতা মাতা হইতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ হয়; পুত্রেতে পিতার যেরূপ স্বামিত্ব, মাতারও সেইরূপ স্বামিত্ব থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। হে ব্রহ্মর্ষে! দৈব-বিধানক্রমে সম্ভূত তুমি আমার যেরূপ প্রথম সন্তান, বিচিত্রবীর্য্যও আমার সেইরূপ কনিষ্ঠ সন্তান, এবং বিচিত্রবীর্য্য ও ভীষ্ম এক জনকের সন্তান হওয়াতে ভীষ্ম যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা হইয়াছেন, সেইরূপ তুমি ও বিচিত্রবীর্য্য এক-জননীর গর্ভসম্ভূত হওয়াতে তুমিও বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা হইয়াছ, ইহাই আমার বিবেচনা হইতেছে, অথবা এ বিষয়ে তোমার যেরূপ বিবেচনা হয়। এই শান্তনু-তনয় সত্যবিক্রম ভীষ্ম সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্যশাসন বা অপত্য-উৎপাদন করিতে সম্মত হন না, অতএব হে অনঘ! যাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের প্রতি স্নেহানুবন্ধ, কুরুবংশরক্ষা, প্রজাপালন, ভীষ্মের বাক্য, আমার নিয়োগ, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা এবং আনৃশংস্য-হেতু তাহা সম্পাদন করা তোমার উচিত। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেবকন্যা-সদৃশী রূপযৌবনসম্পন্না দুই ভার্য্যা আছে; তাহারা ধর্ম্মানুসারে পুত্রাভিলাষিণী হইয়াছে; হে পুত্রক! তুমি অভিমত পাত্র, অতএব সেই দুই মহিষীতে এই কুলের ও বংশ-পরম্পরা বিস্তারের উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন কর।

ব্যাস কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে সত্যবতি! আপনার ঐহিক ও পারত্রিক দুই প্রকার ধর্ম্ম যেমন বিদিত আছে, তদ্বিষয়ে আপনার মনও সেইরূপ প্রণিহিত আছে, অতএব আমি আপনকার নিয়োগানুসারে ধর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া আপনকার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিব, যেহেতু এই সনাতন ধর্ম্ম আমার বিদিত আছে। আমি ভ্রাতার মিত্রাবরুণ-সদৃশ পুত্র প্রদান করিব, পরন্তু এক্ষণে এই এক নিয়ম করিয়া দিতেছি যে বধূরা ন্যায়ানুসারে সংবৎসর

ব্রত আচরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহারা শুদ্ধা হইবেন, ব্রতানুষ্ঠান না করিয়া কোন কামিনী আমার নিকট আসিতে পারিবেন না। সত্যবতী কহিলেন, রাজমহিষী দেবীরা যাহাতে সদ্যো গর্ব্ভবতী হন তাহা কর; রাজ্য রাজশূন্য থাকিলে প্রজাগণ অনাথ হইয়া বিনষ্ট হইবেক, ক্রিয়া সকল লুপ্ত হইবেক, বৃষ্টি হইবেক না এবং দেবগণ অন্তর্হিত হইবেন; অতএব অরাজক রাজ্য কি প্রকারে রক্ষা করিতে পারা যায়, স্থতরাং তুমি সদ্যই গর্ব্ভ-সমাধান কর, ভীষ্ম সেই গর্ব্ভজাত বালককে সংবর্দ্ধিত করিবেন। ব্যাস কহিলেন, যদি বিলম্ব না করিয়া অকালেই পুত্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে মহিষীরা আমার বিরূপতা সহ্য করুন, ইহাই তাঁহাদের পরমব্রত হইবেক; যদি কৌশল্যা আমার গন্ধ, রূপ, বেশ ও শরীর সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই বিশিষ্ট গর্ব্ভ গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজাঃ ব্যাস সত্যবতীকে এই বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজমহিষী কৌশল্যা উত্তম বিশুদ্ধ বসন পরিধান-পূর্ব্বক উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া আমার সমাগম আকাঙ্ক্ষা করুন; সত্যবতী-নন্দন মুনি এতাবন্মাত্র বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দেবী গন্ধবতী স্নুষার নিকট গমন-পূর্ব্বক নির্জ্জন-স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিত-জনক এই বাক্য কহিলেন, হে কৌশল্যে! তোমাকে ধর্ম্ম-সম্মত যে কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত ভরতবংশের সমুচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাতে ভীষ্ম আমাকে ব্যথিতা দেখিয়া ও পিতৃবংশ উচ্ছিন্ন-প্রায় বিবেচনা করিয়া কুল-বৃদ্ধির নিমিত্ত আমাকে যে যুক্তি দিয়াছেন, হে পুত্রি! সেই যুক্তি তোমার অধীনা রহিয়াছে, অতএব তুমি আমার অভীষ্ট-সিদ্ধ করিয়া সেই যুক্তি সফলা কর, বিনষ্ট ভারতবংশ পুনর্ব্বার উদ্ধার কর; হে স্থশ্রোণি! দেবরাজ-সদৃশ কুমার প্রসব কর; সেই কুমার আমাদের এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে। সত্যবতী সেই ধর্ম্মচারিণীকে ধর্ম্মতঃ অনুনয়-দ্বারা কোন প্রকারে সম্মতা করিয়া দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে ভোজন করাইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বধূ কৌশল্যা যথাকালে ঋতুস্নাতা হইলে সত্যবতী তাঁহাকে স্থসজ্জীকৃত শয্যায় উপবেশন করাইয়া মন্দ মন্দ স্বরে কহিলেন, হে কৌশল্যে! তোমার এক দেবর আছেন; তিনি অদ্য নিশীথ সময়ে তোমার নিকটে আগমন করিবেন, তুমি অপ্রমত্তা হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর ঐ কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক শুভশয়নে শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য-কুরুশ্রেষ্ঠদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যবতীস্থত সত্যবাক্ ঋষি প্রথমতঃ অম্বিকাতে নিযুক্ত হইয়া প্রদীপ দীপ্যমান্ থাকিতেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পিঙ্গলবর্ণ জটা ও বিশাল শ্মশ্রু এবং প্রদীপ্ত লোচন নিরীক্ষণ করিয়া নেত্র-নিমীলন করিলেন। দ্বৈপায়ন মাতার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন; কিন্তু কাশিরাজ-দুহিতা ভয়হেতু তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ব্যাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাঁহার জননী তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! এই বধূতে কি গুণবান্ রাজকুমার জন্মিবে? অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানসম্পন্ন সত্যবতী-নন্দন ব্যাস মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যথাবিধানে জাত এই গর্ব্ভস্থ বালক অযুত-নাগ-সদৃশ বলবান্, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ, মহাবীর্য্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইবেক, এবং সেই মহাত্মা হইতে একশত সন্তান উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু ঐ পুত্র মাতৃদোষে অন্ধ হইবেক। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের যোগ্য ভূপতি হইতে পারে না, অতএব জাতিকুলের রক্ষক পিতৃ-

পিতামহের বংশধর ও কুরুবংশের রাজা হইতে পারে, এরূপ আর একটি পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাযশাঃ ব্যাস তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পরে সময় উপস্থিত হইলে কৌশল্যা ঋষিপ্রোক্ত এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন।

হে অরিন্দম! দেবী সত্যবতী পূর্ব্বের ন্যায় স্নুষাকে আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার সেই ঋষিকে আবাহন করিলেন। মহর্ষি পূর্ব্ববৎ বিধান অনুসারে অম্বালিকার নিকট আগমন করিয়া উপগত হইলেন। হে ভারত! অম্বালিকা সেই ঋষিকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়া বিবর্ণা হইলেন; সত্যবতী-সুত ব্যাস তাঁহাকে ভীতা, বিষণ্ণা ও পাণ্ডুবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে বিরূপ দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, এই কারণে তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবেক; হে শুভাননে! সেই পুত্র পাণ্ডু নামেই বিখ্যাত হইবেক। ভগবান্ ঋষিসত্তম এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাস জননীর নিকট পুনর্ব্বার বালকের পাণ্ডুবর্ণ হইবার বিষয় নিবেদন করিলেন। সত্যবতী তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট আর একটি পুত্র-প্রার্থনা করিলেন; মহর্ষিও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে দেবী অম্বালিকা উত্তম-শ্রীযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ এক কুমার প্রসব করিলেন, যাহার পুত্র পঞ্চপাণ্ডব মহাধনুর্দ্ধারী হইয়াছিলেন।

অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে সত্যবতী তাঁহাকে সেই ঋষির নিকটে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি মহর্ষির সেই রূপ ও গন্ধ স্মরণ করিয়া দেবীর বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন না। অনন্তর দেবকন্যা-সদৃশী সেই কাশিরাজ-দুহিতা অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় ভূষণদ্বারা ভূষিতা করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট নিয়োগ করিলেন। পরে ঋষি আগমন করিলে দাসী প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ঋষির অনুজ্ঞানুসারে তাঁহাকে উপচরিত ও সৎকৃত করিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। হে রাজন্! শংসিতব্রত-মহর্ষি নির্জ্জনে সেই সহবাসে কামোপভোগ-দ্বারা তাহার প্রতি প্রীত হইলেন, এবং উত্থান-পূর্ব্বক গমনকালে তাহাকে কহিলেন, তোমার দাসীত্ব মোচন হইবেক; হে শুভে! তোমার গর্ব্ভস্থিত সন্তান ধর্ম্মাত্মা, শ্রেয়োভাজন ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবে। মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে সেই গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা-পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদুর জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থতত্ত্বজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতৃ-সমীপে আগমন করিয়া মহাত্মা মাণ্ডব্যের অভিশাপে ধর্ম্মের বিদুররূপে জন্ম-পরিগ্রহ ও আত্ম-সমীপে দাসী-নিয়োগ এবং তাহাতে পুত্ররূপে ধর্ম্মের জন্ম এ সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ গর্ব্ভ-বৃত্তান্ত মাতৃ-সমীপে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মতঃ অঋণী হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। হে নৃপ! দ্বৈপায়নের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে কুরুকুল-বর্দ্ধন দেবকুমার-সদৃশ কুমারগণ এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ছয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ধর্ম্ম কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তাহাতে শাপগ্রস্ত হইলেন, এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাণ্ডব্য নামে বিখ্যাত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্, সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিরত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাতপাঃ মহাযোগী ব্রাহ্মণ একদা আশ্রমদ্বারস্থ বৃক্ষমূলে ঊর্দ্ধবাহু ও মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক দিন দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাঁহার সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। হে ভরতবংশাবতংস! তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রক্ষকেরা আসিতেছিল; তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া রক্ষকগণ আসিয়া উপস্থিত না হইতে হইতে সেই আশ্রমমধ্যে

অপহৃত-ধন লুক্কায়িত করিয়া আপনারাও সেইস্থলে থাকিল। অনন্তর তস্করানুগামী রক্ষক-পদাতিগণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইল। হে রাজন্! তাহারা তথাবিধ তপোনিষ্ঠ সেই ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজবর! দস্যুগণ কোন্ পথে গমন করিয়াছে? হে ব্রহ্মন্! আমরা শীঘ্র সেই পথে গমন করিব, বলিয়া দিউন। হে রাজন্! রক্ষিগণ সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তপোধন মাণ্ডব্য ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজ-পুরুষগণ সেই আশ্রম অন্বেষণ করিতে করিতে লোপ্ত্র-সমেত লুক্কায়িত চৌরগণকে দেখিতে পাইল। পরে সেই মুনির প্রতি রক্ষকগণের সন্দেহ হওয়াতে তাহারা দস্যুগণকে ও মুনিকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট সমর্পণ করিল। রাজা দস্যুদলের সহিত মুনিকেও বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রক্ষিগণ মহাতপাঃ মাণ্ডব্যকে জানিতে না পারিয়া শূলে আরোপিত করিল; অনন্তর লোপ্ত্র-বস্তু-সকল গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করিল। ধর্ম্মাত্মা বিপ্রর্ষি বহুকাল শূলস্থ ও নিরাহার থাকিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না; তিনি তপোবলে প্রাণ-ধারণ করিয়া থাকিলেন, পরে ঋষিগণকে স্ব সমীপে আনয়ন করিলেন। হে ভারত! তপোবল-সম্পন্ন-মুনিগণ রজনীতে পক্ষিবেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সমাগত হইয়া সেই মহাত্মাকে শূলাগ্রে তপঃপরায়ণ দেখিয়া অতিশয় সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন, এবং তাঁহারা স্ব স্ব রূপ ধারণ-পূর্ব্বক দ্বিজোত্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি কি পাপ করিয়াছ যে তাহাতে এই শূলে মহৎ দুঃখ ও ভয় অনুভব করিতে হইতেছে, ইহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সম্ভবপর্ব্বে একশত সাত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মুনিশার্দ্দূল মাণ্ডব্য সেই তপোধনগণকে কহিলেন, আমি কাহার দোষ দিব, অন্য ব্যক্তি এ বিষয়ে অপরাধী নহে। হে নরাধিপ! বহুদিবস পরে রক্ষকেরা তাঁহাকে তথাবিধ দেখিয়া রাজার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া ভূপাল তখন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা-পূর্ব্বক সেই শূলস্থ-ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তে বিনয়-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি মোহ-বশতঃ অজ্ঞান-প্রযুক্ত আপনকার অপকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনকার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি প্রসন্ন হইলেন। ভূপাল তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিয়া শূলস্তম্ভের অগ্রভাগ হইতে অবতারণ-পূর্ব্বক সেই শূলনিষ্কর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, পরে দেহান্তঃপ্রবিষ্ট শূলের মূলচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মুনি অন্তঃপ্রবিষ্ট-শূল ধারণ করিয়াই অতিশয় তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাহাতে অন্যের দুর্লভ পুণ্য-লোক-সকল জয় করিলেন। তিনি অণী (শূলাগ্র) সংযুক্ত হওয়াতে অণীমাণ্ডব্য নামে লোকে বিশ্রুত হইলেন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ অণীমাণ্ডব্য একদা ধর্ম্মের সদনে গমন করিলেন। ধর্ম্ম তথায় উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া প্রভু অণীমাণ্ডব্য তাঁহাকে তিরস্কার-পূর্ব্বক কহিলেন, আমি অজ্ঞানতঃ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে তাহাতে ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইলাম? ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব আমাকে শীঘ্র বল, এবং আমার তপস্যার প্রভাব দেখ। ধর্ম্ম কহিলেন, তুমি এক দিবস পতঙ্গিকার পুচ্ছে ইষীকা প্রবিষ্ট করিয়াছিলে; হে তপোধন! সেই কর্ম্মের এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমার বাল্যাবস্থায় কৃত অল্প-অপরাধে তুমি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ড-বিধান করিয়াছ, একারণ তুমি মনুষ্য হইয়া শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। অদ্য আমি কর্ম্মের ফলভোগ-বিষয়ে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিতেছি যে যাবৎ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইবেক, সেপর্য্যন্ত পাপ-কর্ম্ম করিলেও পাপ হইবেক না।

চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পাপাচরণ করিলে তাহার ফলপ্রাপ্ত হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই অপরাধ-হেতু মহাত্মা অণীমাণ্ডব্যের শাপে ধর্ম্ম বিদুর-রূপে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে কুশল, ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত, শমপরায়ণ, পরিণাম-দর্শী ও কুরুবংশের হিতসাধনে নিয়ত তৎপর ছিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত আট অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে কৌরবগণ, কুরুজাঙ্গল দেশ ও কুরুক্ষেত্র সমধিক এই তিনের উন্নতি হইল। তখন ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, শস্যসকল রসযুক্ত হইল, মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণ করাতে বৃক্ষ সকলের অপর্য্যাপ্ত ফল ও পুষ্প হইতে লাগিল। তৎকালে বাহন সকল প্রহৃষ্ট, মৃগ পক্ষিগণ প্রমোদান্বিত, মাল্য সকল গন্ধযুক্ত, এবং ফল সকল উত্তম রসযুক্ত হইয়াছিল। তখন নগর বাণিজ্যোপজীবী ও শিল্পোপজীবী সমূহে ব্যাপ্ত হইল; এবং শূরগণ, কৃতবিদ্যগণ ও সাধুগণ সুখী হইতে লাগিলেন; সে সময়ে কোন ব্যক্তিই দস্যু বা অধর্ম্মশীল ছিল না, সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশেই যেন সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইল। প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল, সত্যনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমুদায় লোক ক্রোধ লোভ ও অভিমান বিহীন হইয়া ধর্ম্মানুসারেই পরস্পর আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই নগর মহোদধিবৎ পরিপূর্ণ, শত শত প্রাসাদে সমাকুল এবং মেঘ সমূহ-সদৃশ দ্বার ও তোরণবৃন্দে সংযুক্ত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। মানবগণ নদী, বন, বাপী, সরোবর, রম্য-কানন ও পর্ব্বতের সমভূমিতে হৃষ্টচিত্তে বিহার করিতে লাগিল। দক্ষিণ কুরুগণ উত্তর কুরুগণের সহিত পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া সিদ্ধঋষি ও চারণগণের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুরুগণ-কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত সেই রমণীয় জনপদে কেহ কৃপণ ছিল না, এবং কোন নারী বিধবা হইত না। সেই রাজত্ব-মধ্যে কূপ, উপবন, বাপী, সভা ও ব্রাহ্মণ-পল্লী সর্ব্ব-সম্পত্তি-সম্পন্ন হইল, এবং সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা উৎসব হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই রাজত্ব ভীষ্ম-কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে এমতরূপে পরিরক্ষিত হইল যে সেই দেশ বহুল যজ্ঞযূপে অঙ্কিত হইয়া অতি রমণীয় হইল; ভীষ্মের বিধান-ক্রমে ঐ রাষ্ট্রে ধর্ম্মচক্র এমত প্রবৃত্ত হইল যে অনেকে অন্য রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজ্যে বাস করিতে প্রবিষ্ট হইল। মহাত্মা কুরুকুমারগণের ক্রিয়মাণ কার্য্য দেখিয়া জনপদ ও পুরবাসী সকলে অতিশয় উৎসাহ-যুক্ত হইল। হে নরাধিপ! প্রধান প্রধান কৌরবগণের ও পুরবাসীগণের ভবনে "দান কর ভোজন কর" এই বাক্য সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও মহামতি বিদুর জন্মাবধি ভীষ্ম-কর্ত্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত, স্বজাতি-বিহিত সংস্কার নিকরে সংস্কৃত, ব্রত ও অধ্যয়নে-নিরত এবং শ্রম ও ব্যায়ামে কুশল হইয়া কালক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদে, বেদে, গদাযুদ্ধে, খড়্গ-চর্ম্ম-সঞ্চালনে, গজশিক্ষায় ও নীতিশাস্ত্রে পারগ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক-শিক্ষা সকল বিষয়েই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। বিক্রমশালী পাণ্ডু ধনুর্ব্বিদ্যায় এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র পরাক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন। হে রাজন্ ত্রিলোকী-মধ্যে বিদুর-সদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্ম-বিষয়ে পরমতত্ত্বজ্ঞ কেহই ছিলেন না। তৎকালে শান্তনু-রাজার প্রনষ্ট বংশ পুনরুদ্ধৃত দেখিয়া সমুদায় রাজ্য-মধ্যে এইরূপ প্রশংসা-বাক্য প্রবৃত্ত হইল যে, বীর-প্রসবিনী স্ত্রীগণের মধ্যে কাশিরাজ-কন্যাদ্বয়, দেশ সকলের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি-

গণের মধ্যে ভীষ্ম ও নগরের মধ্যে হাস্তিনপুর শ্রেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা এবং বিদুরের শূদ্রাণী গর্ভে জন্ম-প্রযুক্ত রাজ্যপ্রাপ্তি হইল না, সুতরাং পাণ্ডুই রাজ্যাধিপতি হইলেন। অনন্তর একদা নীতিশাস্ত্র-নিপুণ গাঙ্গেয়, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বিদুরকে যথোপযুক্ত এই বাক্য কহিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯॥

ভীষ্ম কহিলেন, আমাদিগের এই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র বিখ্যাত কুরুকুল পৃথিবীতে অন্য সমস্ত পৃথিবীপালের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন; ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রাজগণ-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে পরিরক্ষিত এই কুলের কখন উচ্ছেদ-দশা না হয়, তদ্বিষয়ে আমার ও সত্যবতীর এবং মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যত্ন হওয়ায় তোমরা তিনজন কুলতন্তু উৎপন্ন হইয়াছ; এক্ষণে তোমাদিগের প্রতিই কুল অবস্থাপিত হইয়াছে; অতএব এই কুল যাহাতে সাগরবৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা তোমার ও আমার চেষ্টা করা বিধেয়। শুনিয়াছি যে যদু-বংশীয় শূরসেনের কন্যা, সুবল-রাজের তনয়া ও মদ্রদেশাধিপতির দুহিতা এই তিনটি কন্যা আমাদের বংশের উপযুক্তা আছে। হে পুত্র! ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠা সেই কন্যারা সকলেই কুলীনা, রূপবতী ও সর্ব্ববিষয়েই আমাদিগের সহিত সম্বন্ধের যোগ্যা। হে ধীমন্ বিদুর! আমি বিবেচনা করি যে এই বংশের সন্তানের নিমিত্তে তাহাদিগকেই বরণ করা কর্ত্তব্য, অথবা তোমার যাহা বিবেচনা-সিদ্ধ হয় বল। বিদুর কহিলেন, আপনি আমাদের পিতা, আপনিই আমাদিগের মাতা এবং আপনিই আমাদিগের পরমগুরু, অতএব আপনিই স্বয়ং বিবেচনা করিয়া যাহা এই বংশের শ্রেয়স্কর হয় তাহা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, শুভলক্ষণা সুবলাত্মজা গান্ধারী, ভগনামক দেবতার নেত্রহারী বরপ্রদ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া শত পুত্র-লাভের বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! অনন্তর ভীষ্ম গান্ধার-রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধার-রাজ অনেক বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি কৌরবদিগের কুল, খ্যাতি ও চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী-নাম্নী ধর্ম্মচারিণী কন্যা সম্প্রদান করিতে নিশ্চয় করিলেন। হে ভারত! অনন্তর গান্ধারী শুনিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং ঐ অন্ধের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, তখন তিনি পতিব্রতপরায়ণতা-প্রযুক্ত বস্ত্র লইয়া বহুগুণ করিয়া স্বীয় নেত্রে বন্ধন করিলেন, কারণ তিনি এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে আমি পতির প্রতি অসূয়া করিব না। অনন্তর গান্ধার-রাজকুমার শকুনি রূপযৌবন-সম্পন্না পরম-সৎকৃতা ভগিনীকে লইয়া কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্প্রদান করিলেন; তখন ভীষ্মের মতানুসারে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হইল। বীর শকুনি ধৃতরাষ্ট্রকে যথাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান-পূর্ব্বক ভগিনী সম্প্রদান করিয়া ভীষ্ম-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! বরারোহা গান্ধারী শীলতা, সদাচার ও যত্ন-দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। সুব্রতা গান্ধারী সদ্ব্যবহার-দ্বারা গুরুগণকে আরাধনা করিতেন, বাক্য-দ্বারাও কখন অন্য পুরুষের উল্লেখ করিতেন না।

সম্ভবপর্ব্বে এক শত দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শূর নামে যদুকুল-শ্রেষ্ঠ এক মহাত্মা, বসুদেবের পিতা ছিলেন। তাঁহার পৃথা-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা ঈদৃশ রূপবতী যে ভূমণ্ডলে কোন কামিনী তাঁহার সেই রূপ-সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। হে ভারত! সত্যবাদী শূর, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নিঃসন্তান পিতৃ-স্বস্রীয় প্রিয় সুহৃৎ মহাত্মা কুন্তিভোজ-রাজের নিকট পূর্ব্বে অঙ্গী-

কার করিয়াছিলেন যে, আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব; সেই অঙ্গীকার অনুসারে আদিগর্ভ-প্রসূতা ঐ কন্যা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা ঐ পিতৃগৃহে ব্রাহ্মণ-সেবায় ও অতিথি-সৎকারে নিযুক্তা ছিলেন। একদা তিনি জিতেন্দ্রিয়, ব্রতপরায়ণ, উগ্রস্বভাব ও ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। সেই মুনি সন্তান-প্রতিবন্ধকতা-রূপ ভাবি আপদ্ধর্ম্মের অবেক্ষায় তাঁহাকে অভিচারযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্রভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্বিনী বালা পৃথা দুর্ব্বাসার এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কৌতূহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। পরে ঐ অনিন্দিতাঙ্গী লোকভাবন ভাস্করকে আগমন করিতে দেখিয়া মহৎ অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে অসিতাপাঙ্গি! এই আমি আসিয়াছি, তোমার কি প্রিয়কর্ম্ম করিতে হইবে বল। পৃথা কহিলেন, হে শত্রুবিনাশন, বিভো! কোন ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; আমি এই অপরাধে আপনকাকে নত-মস্তকদ্বারা প্রসন্ন করিতেছি; স্ত্রীলোক যদ্যপি বহুল অপরাধ করে, তথাপি তাহাকে রক্ষা করা উচিত। সূর্য্য কহিলেন, দুর্ব্বাসা মুনি যে তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, আমি সে সমুদায়ই অবগত আছি, এক্ষণে তুমি ভয়ত্যাগ করিয়া আমার সহিত সঙ্গম কর; হে শুভে! আমার দর্শন অমোঘ; হে ভীরু! তুমি যে আমাকে আহ্বান করিয়াছ, যদ্যপি তাহা বৃথা হয়, তাহা হইলে দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! সূর্য্য এইরূপ নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য কহিতে লাগিলেন; কিন্তু বরারোহা যশস্বিনী কুন্তী কন্যাবস্থায় থাকাতে বন্ধুপক্ষের ভয়ে ও লজ্জা-প্রযুক্ত তাহাতে সম্মতা হইলেন না। হে ভরতর্ষভ! দিবাকর পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজ্ঞি! আমার প্রসাদে তুমি কোন দোষে দূষিতা হইবে না। প্রকাশকর্ত্তা ভগবান্ তপন কুন্তিরাজ-সুতাকে ইহা কহিয়া তাঁহার সহিত সমবেত হইলেন। তাহাতে সর্ব্বশস্ত্র-ধারীর প্রধান, দেব-সদৃশ শ্রীযুক্ত, সহজাত-কবচধারী, কুণ্ডল-বিভূষিত-মুখমণ্ডল সর্ব্বলোক-বিশ্রুত শ্রীমান্ কর্ণ-নামক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর পরম দ্যুতিমান্ তপন পুনর্ব্বার তাঁহাকে কন্যাবস্থা প্রদান করিয়া আকাশে আরোহণ করিলেন।

যাদব-দুহিতা জাত-কুমারকে দেখিয়া দীনান্তঃকরণে একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এক্ষণে কি উপায় করা কর্ত্তব্য! কি করিলেই বা ভাল হয়! অনন্তর তিনি বন্ধুপক্ষের ভয়ে সেই কুৎসিত ব্যাপার গোপন করিবার নিমিত্ত মহাবলবান্ কুমারকে জলে ভাসাইয়া দিলেন। মহাযশস্বী সূতনন্দন রাধাভর্ত্তা জলে পরিত্যক্ত সেই বালককে গ্রহণ করিয়া ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে পুত্র-প্রতিনিধি করিলেন। সেই বালক বসু অর্থাৎ কুণ্ডল ও কবচস্বরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছিলেন বলিয়া রাধাভর্ত্তা ও তাঁহার ভার্য্যা ঐ বালকের বসুষেণ এই নাম রাখিলেন। বলশালী ও প্রভাবান্বিত সেই বালক যেমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সেইরূপ সমুদায় অস্ত্রবিদ্যাতেও নিপুণ হইয়া উঠিলেন। তিনি যাবৎ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত তাপিত না হইত, তাবৎ সূর্য্যোপাসনা করিতেন; উপাসনা করিবার সময়ে ধীমান্ বসুষেণের ব্রাহ্মণগণে ভূমণ্ডলমধ্যে কোন অর্থ অদেয় ছিল না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত-সাধনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করত কবচ প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া স্বশরীর হইতে স্বভাব-জাত কবচচ্ছেদন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। সুরপতি ইন্দ্র কবচ গ্রহণ-

পূর্ব্বক কর্ণের এতাদৃশ কার্য্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া এক-পুরুষ-ঘাতিনী একটি শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিলেন ও কহিলেন, দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস ইহাদের মধ্যে যে এক ব্যক্তিকে তুমি জয় করিতে ইচ্ছা করিবে, এই শক্তি-দ্বারা সে বিনষ্ট হইবেক। সূর্য্য-পুত্র পূর্ব্বে বসুষেণ নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে কবচ কর্ত্তন-দ্বারা কর্ণ নামে বিশ্রুত হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে এক শত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তিভোজ-দুহিতা প্রশস্ত-নয়না পৃথা সত্ত্বগুণ-সম্পন্না, ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন; কিন্তু তাদৃশ রূপযৌবন-শালিনী, তেজস্বিনী ও অতীব স্ত্রীগুণযুতা কন্যাকে কোন রাজা প্রার্থনা করেন নাই। হে রাজসত্তম! সেই হেতু পিতা কুন্তিভোজরাজা রাজগণকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে স্বয়ম্বরে নিয়োজিতা করিলেন। মনস্বিনী পৃথা সেই সমস্ত ভূপালের মধ্যে রঙ্গমধ্যস্থ ভরতবংশাবতংস রাজ-শার্দ্দূল পাণ্ডুকে দেখিলেন। রাজ-সভাস্থ দ্বিতীয় দেবরাজ-সদৃশ সিংহতুল্য বিক্রমশালী, বৃষভনেত্র, মহোরস্ক, মহাবল ও আদিত্যের ন্যায় সর্ব্ব রাজগণের প্রভাচ্ছাদক নরবর পাণ্ডুকে দেখিয়া অনবদ্যাঙ্গী শুভলক্ষণা কুন্তী অতিশয় ব্যাকুল-হৃদয়া হইলেন; অনন্তর তিনি একবারে কামাকুলিতাঙ্গী ও চঞ্চলচিত্তা হইয়া লজ্জার সহিত রাজা পাণ্ডুর গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডুকে মাল্যদান করিলেন দেখিয়া ভূপালগণ হস্তী, অশ্ব ও রথারোহণে যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তেমনি স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কন্যার পিতা যথাবিধানে তাঁহাদের বিবাহ সম্পাদন করিলেন। দেবরাজ যেমন শচীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহার ন্যায় অসীম সৌভাগ্যবান্ কুরু-নন্দন কুন্তিভোজ-দুহিতার সহিত সংযুক্ত হইলেন। হে রাজেন্দ্র, কুরুসত্তম! মহীপতি কুন্তিভোজ, কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া জামাতাকে বহুবিধ ধনে অর্চ্চিত করিয়া স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রাজা কৌরব-নন্দন পাণ্ডু মহর্ষি ও ব্রাহ্মণ-গণ-কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদের সহিত স্তূয়মান হইয়া নানাবিধ ধ্বজ-পতাকা-যুক্ত বহুসংখ্য বাহিনীর সহিত স্ব-নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রভু পাণ্ডু ভার্য্যা-কুন্তীকে স্বভবনে স্থাপন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে এক শত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনু-তনয় মতিমান্ ভীষ্ম, যশস্বী ভূপতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি বৃদ্ধ অমাত্য, ব্রাহ্মণ, মহর্ষি ও চতুরঙ্গ সেনার সহিত মদ্রপতির নগরে গমন করিলেন। বাহ্লীকশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ, ভীষ্মের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বপুরে আনয়ন করিলেন; এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও শুভ্র আসন প্রদান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম তাঁহাকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি কন্যার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি; শুনিয়াছি যে, সাধ্বী যশস্বিনী মাদ্রী নামে আপনকার এক ভগিনী আছে, আমি পাণ্ডুর নিমিত্তে তাহাকে প্রার্থনা করিতেছি; হে রাজন্ বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনি আমাদের যোগ্যপাত্র, হে মদ্রপতে! এ বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনি আমাদিগকে যথাবিধি সম্বন্ধিরূপে গ্রহণ করুন। ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া মদ্রনাথ কহিলেন, হে কৌরব! আমি বিবেচনা করি যে আমাদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর পাত্র আপনকাদের অপেক্ষা অন্য কেহ নাই; পরন্তু আমাদিগের বংশে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূপালেরা শুল্কগ্রহণরূপ যে এক নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা সাধুই হউক বা অসাধুই হউক, আমি অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারি না; ঐ নিয়ম ব্যক্তই আছে, সুতরাং আপনিও তাহা জ্ঞাত আছেন,

সন্দেহ নাই। অতএব হে বীর! "দান কর" এ কথা বলা আপনকার উপযুক্ত হয় না, হে শত্রু-বিনাশন্! শুল্কগ্রহণ আমাদিগের কুলধর্ম্ম, এবং তাহাই পরম প্রমাণ, সুতরাং আমি অসন্দিগ্ধ-রূপে এ কথা আপনকাকে বলিতে পারিতেছি না।

জনাধিপ ভীষ্ম তখন মদ্ররাজকে কহিলেন, হে রাজন্! স্বয়ং ব্রহ্মাও ইহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন; পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিধি অনুসারে চলিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা দূষণাবহ নহে; হে শল্য! এই মর্য্যাদা যে সাধু-সম্মতা ইহাও জ্ঞাত আছ। মহাতেজাঃ গাঙ্গেয় এই বাক্য বলিয়া সহস্র সহস্র নির্ম্মিত ও অনির্ম্মিত অপরিমিত সুবর্ণ, বিচিত্র রত্ন, গজ, অশ্ব, রথ, বস্ত্র, আভরণ, উৎকৃষ্ট মণিমুক্তা ও প্রবাল শল্যকে প্রদান করিলেন। শল্য এই সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া প্রীতমনে কৌরব-শ্রেষ্ঠ-ভীষ্মকে নানা অলঙ্কার-ভূষিতা ভগিনী সম্প্রদান করিলেন। ধীমান্ গঙ্গা-তনয় ভীষ্ম, মাদ্রীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিয়া পুর-প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নরাধিপতি পাণ্ডু সাধু-সম্মত শুভ দিবসে শুভলগ্নে যথাবিধানে মাদ্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে কুরু-নন্দন নব-পরিণীতা-ভার্য্যার বাসের নিমিত্তে এক উত্তম গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রাজসত্তম পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত যথাভিলাষে যথাসুখে সহবাস করিতে লাগিলেন। হে প্রভো! রাজা পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত ত্রিংশৎ রাত্রি বিহার করিয়া ভূমণ্ডল জয় করিবার নিমিত্তে যাত্রা করিলেন। বসুন্ধরা বিজিগীষু দেবতুল্য রাজা পাণ্ডু, ভীষ্ম-প্রভৃতি বৃদ্ধগণকে, ধৃতরাষ্ট্রকে ও অন্যান্য কুরুশ্রেষ্ঠগণকে প্রণাম, অভিবাদন ও আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া মঙ্গলাচারযুক্ত আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিতে করিতে গজবাজিরথযুক্ত মহৎ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন। তিনি হৃষ্টপুষ্ট সৈন্যসামন্তের সহিত শত্রুমণ্ডলীর উদ্দেশে গমন করিলেন। কৌরবগণের যশোবর্দ্ধন নরসিংহ পাণ্ডু, প্রথমতঃ অপরাধী দশার্ণ-দেশীয় রাজগণকে সমরে পরাজয় করিলেন; অনন্তর বিবিধ ধ্বজাযুক্ত ভূরি ভূরি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিতে সঙ্কুলিত সৈন্য-সমূহ, গ্রহণ করিয়া বহুরাজগণের নিকট অপরাধী ও বলগর্ব্বিত মগধ-রাজ্যাধিপতি দীর্ঘ-নামক রাজাকে, রাজসদনেই বধ করিলেন। তথা হইতে কোষ ও বহুল-বাহন গ্রহণ করিয়া মিথিলা নগরে গমন-পূর্ব্বক বিদেহ নগর পরাজয় করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তিনি কাশি, সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশে গমন-পূর্ব্বক স্বভুজ-বীর্য্যদ্বারা কৌরববংশের যশোবিস্তার করিলেন। তখন শর-সমূহ-স্বরূপ শিখা-বিভূষিত ও শস্ত্ররূপ তেজোদ্বারা প্রদীপ্ত শত্রুতাপন পাণ্ডুরূপ পাবক-দ্বারা ভূপালগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সসৈন্য পাণ্ডু, নরপতিগণকে স্বীয় স্বীয় সেনার সহিত ভগ্ন-বল ও বশীভূত করিয়া স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিলেন।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডু-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, দেবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় মানবগণের মধ্যে তাঁহাকেই একমাত্র শূর বলিয়া বোধ করিলেন; এবং সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিবিধ রত্ন, মণি, মুক্তা, প্রবাল, বহুপরিমিত সুবর্ণ, রজত, গোরত্ন, অশ্বরত্ন, রথরত্ন, কুঞ্জর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, ছাগ, মেষ, কম্বল, অজিনরত্ন ও রঙ্কুমৃগের লোম-নির্ম্মিত আস্তরণ-প্রভৃতি বিবিধ ধন উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। নাগপুরের অধিপতি পাণ্ডু, সে সমস্ত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি অতিশয় হর্ষান্বিত সেনাগণের সহিত, স্বরাজ্যস্থ প্রজাগণ ও পৌরগণকে হর্ষযুক্ত করিবার নিমিত্ত হাস্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন; তখন রাজগণ ও রাজ-মন্ত্রীগণ পুরবাসী ও জনপদবাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতমনে পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, ধীমান্ ভরত ও রাজসিংহ শান্তনুর কীর্ত্তি, নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডু তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন; যে সকল ভূপতি,

কুরুদিগের ধন ও রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে নাগ-পুরাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগকে করপ্রদ করিলেন।

পরে পাণ্ডু নিকটবর্ত্তী হইলে ভীষ্ম-প্রভৃতি কৌরবগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা নাগপুর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার অনুচর জনগণকে বহুধনে আবৃত দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইলেন; নানা যানদ্বারা সমানীত হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, রথরত্ন, গো, উষ্ট্র, মেষপ্রভৃতি নানা বিধ ধন রত্ন এত অধিক আসিতেছিল যে তাঁহারা তাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন পাণ্ডু পিতৃব্য ভীষ্ম-চরণে প্রণাম করিয়া পৌর ও জনপদবাসী জনগণকেও যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ভীষ্ম, পরপুর-পরাজয়কারী কৃতকার্য্য ও পুনঃপ্রত্যাগত পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। পাণ্ডু, বহুল তূর্য্য ও অসঙ্খ্য ভেরী-প্রভৃতির মহাশব্দে সমস্ত পৌরগণকে প্রহৃষ্ট করত হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে এক শত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া স্বীয় বাহুবলে বিজিত ধন ভীষ্মকে, সত্যবতীকে ও মাতা-কৌশল্যাকে উপহার দিলেন এবং কিয়দংশ বিদুরকে প্রেরণ করিলেন; তিনি সুহৃদ্গণকেও ধন-দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। হে ভারত! ভীষ্ম, পাণ্ডু-কর্ত্তৃক বিজিত সমূহ রত্নদ্বারা সত্যবতীর ও যশস্বিনী কৌশল্যার পরিতোষ সম্পাদন করিলেন; শচী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া পরিতুষ্টা হন, তাহার ন্যায় মাতা কৌশল্যা অপ্রতিম-তেজোরাশি-বিরাজিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতা হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বীরবর পাণ্ডুর বিক্রমার্জ্জিত এত অধিক ধন-দ্বারা পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেন যে ঐ ধনে শত সহস্র দক্ষিণাযুক্ত শত অশ্বমেধ সম্পন্ন হইতে পারিত।

হে ভরতকুল-প্রদীপ! নিরলস পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত একত্র হইয়া অরণ্যবাসী হইলেন। তিনি সুখসেব্য প্রাসাদ-নিলয় ও শুভশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে নিয়ত বাস করত মৃগয়া-পর হইলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় দক্ষিণ পার্শ্বে বিচরণ পুরঃসর মহাশালবন-বিভূষিত গিরিপৃষ্ঠে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত বনচারী হইয়া হস্তিনী-দ্বয়ের মধ্যগত ঐরাবতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পত্নী-দ্বয়-সহচারী, খড়্গ, বাণ ও ধনুর্দ্ধারী, পরমাস্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ এবং বিচিত্র কবচ পরিধানে সুশোভিত সেই বনচারী পাণ্ডুকে দেখিয়া বনবাসীগণ দেবতা বোধ করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আলস্য-শূন্য হইয়া অরণ্য-মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত কাম্য ও ভোগ্য বস্তু সকল আহরণ করিয়া দিতে লাগিল।

এদিকে গঙ্গা-তনয় ভীষ্ম শ্রবণ করিলেন যে, মহীপতি দেবকের শূদ্রাণী-গর্ব্ভসম্ভূতা রূপযৌবন-সম্পন্না এক কন্যা আছে; অনন্তর তিনি দেবক-রাজার নিকট হইতে প্রার্থনা-পূর্ব্বক ঐ কন্যা আনয়ন করিয়া মহামতি বিদুরের বিবাহ দিলেন। কুরু-নন্দন বিদুর ঐ পারশবী কন্যাতে আত্ম-সদৃশ-গুণোপেত ও বিনয়-সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্ব্ভে এক শত পুত্র ও বৈশ্যাগর্ব্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হইল, এবং পাণ্ডুর বংশ-রক্ষার নিমিত্ত দেবতারা, কুন্তী ও মাদ্রীতে মহারথ পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজসত্তম! গান্ধারীতে কিরূপে কত কালে এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং তাহাদের পরমায়ুই বা কত? ধৃতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যাগর্ব্ভে কি প্রকারে এক পুত্র উৎপন্ন হইল? ধৃতরাষ্ট্র, অনুকূলা ধর্ম্মচারিণী-সদৃশী

ভার্য্যা গান্ধারীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন? মহাত্মা মৃগরূপী মুনি শাপপ্রদান করিলে কিরূপে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল? হে বিদ্যা-বিশারদ তপোধন! এই সমস্ত বিস্তাররূপে যথান্যায়ে বর্ণন করুন, কুলচরিত কীর্ত্তন শ্রবণে আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা ভগবান্ দ্বৈপায়ন ক্ষুধা ও শ্রমে আতুর হইয়া গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলে গান্ধারী তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; তাহাতে ব্যাস গান্ধারীর প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন যে তাঁহার ভর্ত্তার-সদৃশ শত পুত্র উৎপন্ন হইবেক। অনন্তর গান্ধারী যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র হইতে গর্ব্ভধারণ করিলেন। গর্ব্ভাধানের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি সন্তান হইল না, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইতে লাগিলেন; পরে কুন্তীর বালার্ক-সদৃশ তেজস্বী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া স্বীয় গর্ব্ভের স্থিরতা দর্শনে চিন্তান্বিতা হইয়া অতিশয় মনোব্যথা-হেতু ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারেই মহাযত্ন-পূর্ব্বক স্বীয় উদরে আঘাত করিলেন; তাহাতে দুই বৎসরের সেই গর্ব্ভ সংহত লৌহপিণ্ডের ন্যায় মাংসপেশীরূপে ভূমিষ্ঠ হইল; গান্ধারী তাহা পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে জাপক-শ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন তাহা জ্ঞাত হইয়া ত্বরায় তথায় উপস্থিতি-পূর্ব্বক সেই মাংসপেশী দর্শন করিলেন; অনন্তর সুবলাত্মজাকে কহিলেন, তুমি ইহা কি করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছ? গান্ধারী মহর্ষির নিকট আপনার এই যথার্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে কুন্তীর প্রভাকর-তুল্য-প্রভাশালী পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখ-হেতু উদরে আঘাত করিয়াছি; আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর দিয়াছিলেন যে শত পুত্র উৎপন্ন হইবেক, এক্ষণে আমার শত পুত্রের পরিবর্ত্তে এই মাংসপেশী জন্মিয়াছে। ব্যাস কহিলেন, হে সুবলাত্মজে! যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইবেক, কদাপি অন্যথা হইবেক না, পরিহাস-স্থলেও আমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত সে কথার অন্যথা হইবেক? এক্ষণে ঘৃতপূর্ণ এক শত কুম্ভ শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া নিভৃত স্থানে উত্তমরূপে রক্ষা কর এবং শীতল সলিল-দ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে! অনন্তর জলাভিষেক করিতে করিতে সেই মাংসপেশী বহুধা বিদীর্ণ হইল; তাহার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ হইয়া কালক্রমে এক শত এক সংখ্যায় বিভক্ত হইল। অনন্তর ঐ সকল মাংসপেশী-খণ্ড ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে স্থাপিত হইয়া সুগুপ্তস্থানে উত্তমরূপে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল। ভগবান্ ব্যাস তখন সুবলাত্মজাকে কহিলেন, যে এতাবৎকালে অর্থাৎ দুই বৎসর পরে এই সমস্ত কুম্ভ উদ্ঘাটন করিবে। ধীমান্ ভগবান্ দ্বৈপায়ন, ইহা কহিয়া সেই সমস্ত গর্ব্ভ সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে সেই সকল মাংসপেশী-খণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ দুর্য্যোধন ভূপতির জন্ম হইল, পরন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের অগ্রে জন্ম হওয়ায় তৎপ্রমাণে তিনি জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত ধীমান্ বিদুর ও ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। যে দিন দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনের জন্ম হয়, সেই দিবসেই মহাবাহু বীর্য্যবান্ ভীম জন্মিয়াছিলেন।

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্মপরিগ্রহ করিয়াই গর্দ্দভ-সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ, গৃধ্র, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে লাগিল; প্রচণ্ডবায়ু বহিতে আরম্ভ হইল; এবং দিগ্‌দাহ হইতে লাগিল। হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে ভীত-প্রায় হইয়া ভীষ্ম, বিদুর, ব্রাহ্মণগণ, সুহৃদ্গণ ও কৌরবগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমাদের বংশবর্দ্ধন রাজপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনি স্বগুণেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই, পরন্তু আ-

মার এই পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে এই কুমারও কি রাজা হইতে পারিবে? এ বিষয়ে যাহা নিশ্চয় হইবেক, তাহা তোমরা প্রকৃতরূপে বল। হে ভারত! এই বাক্যের অবসানেই শিবাগণ ও মাংস-ভোজী ঘোরজন্তুগণ চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল-সূচক শব্দ করিতে লাগিল। হে রাজন্! চতুর্দ্দিকে সেই সমস্ত অশুভ নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও মহামতি বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ, ভূপতে! আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইলে যেপ্রকার এই ঘোর নিমিত্ত সকল উত্থিত হইতেছে, ইহাতে ব্যক্তরূপেই বোধ হইতেছে যে, আপনকার এই পুত্র কুলক্ষয়কারী হইবেক, ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই কুলের শান্তি হইতে পারে, নতুবা মহান্ অনিষ্ট হইবেক। হে মহীপতে, ভারত! যদ্যপি আপনি স্বকুলের শান্তি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই এক পুত্র পরিত্যাগ করুন, তাহাতে আপনকার যে একোন শত পুত্র হইবেক, তাহাও ভাল; আপনি একজনকে পরিত্যাগ করিয়া এই বংশের ও জগতের মঙ্গলবিধান করুন; হে রাজন্! কুল-রক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ করিবেক, গ্রামের অনুরোধে কুলত্যাগ করিবেক, দেশের অনুরোধে গ্রাম পরিত্যাগ করিবেক, এবং আত্মার নিমিত্তে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেক।

সেই সমস্ত দ্বিজগণ ও বিদুর এইরূপ কহিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহ-প্রযুক্ত সেরূপ করিলেন না। হে পার্থিব! অনন্তর এক মাসের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ণ এক শত পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল। গান্ধারী যখন বর্দ্ধমান গর্ভ-ক্লেশে ক্লিশ্যমানা ছিলেন, তখন একজন বৈশ্যা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা ছিল; হে নৃপ! তাহাতে সেই বৎসর ঐ বৈশ্যাগর্ভে ধৃতরাষ্ট্র হইতে মহাযশাঃ ধীমান্ যুযুৎসু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; বৈশ্যাগর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্মপ্রযুক্ত ঐ পুত্র করণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র হইতে মহারথ বীর এক শত পুত্র ও এক কন্যা এবং মহাতেজাঃ প্রতাপবান্ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল।

সম্ভবপর্ব্বে একশত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্রের ঋষিপ্রসাদ-লব্ধ শত পুত্রোৎপত্তি-বিবরণ আপনি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, পরন্তু ঋষির প্রসন্নতায় কন্যা জন্মিবার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয় নাই; আপনি ধৃতরাষ্ট্রের ঐ এক শত পুত্রের অধিক এক পুত্র বৈশ্যাগর্ভে উৎপন্ন যুযুৎসু এবং তদ্ভিন্ন গান্ধারী-গর্ভে এক কন্যার জন্মবৃত্তান্ত কহিলেন; কিন্তু অমিততেজাঃ মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছিলেন যে গান্ধাররাজ-দুহিতা শত পুত্রবতী হইবেক, অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে আপনি কি প্রকারে গান্ধারীগর্ভে শত পুত্রাতিরিক্ত এক কন্যার উৎপত্তি কহিলেন? সেই মহর্ষি যদ্যপি সেই মাংসপেশী শতভাগ করিয়া থাকেন এবং সুবলাত্মজার যদ্যপি পুনর্ব্বার গর্ভসঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে দুঃশলার উৎপত্তি হইল? হে বিপ্রর্ষে! এ বিষয় শ্রবণার্থ আমার পরমকৌতূহল জন্মিতেছে, আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনি সাধুপ্রশ্ন করিয়াছেন। আমি আপনাকে ইহা ব্যক্তরূপে বলিতেছি। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস স্বয়ং সুশীতল সলিল-দ্বারা সেই মাংসপেশী সেচন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাগ কল্পনা করিলেন; হে নৃপতে! তিনি যেমন ভাগ করিতে লাগিলেন, অমনি ধাত্রী তাহা একে একে ঘৃতপূর্ণ-কুম্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে সুদৃঢ়ব্রতা সাধ্বী বরাঙ্গনা দেবী গান্ধারী, দুহিতৃস্নেহ পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মাংসপেশীতে আমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবেক সন্দেহ নাই, কারণ

মুনি-বাক্য কদাপি মিথ্যা হয় না ; পরন্তু যদ্যপি আমার শত পুত্রাতিরিক্ত কনীয়সী একটি কন্যা হয়, তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সন্তোষ জন্মে এবং তাহাতে আমার পতি দৌহিত্রার্জ্জিত পুণ্য-লোক হইতে বহির্ভূত হয়েন না ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-মাত্রেরই জামাতাতে অধিক প্রীতি জন্মিয়া থাকে ; অতএব যদ্যপি আমার শত পুত্রাতিরিক্ত একটি দুহিতা হয়, তাহা হইলে আমি পুত্র ও দৌহিত্রে সংবৃতা হইয়া কৃতকৃত্যা হই। যদি আমি প্রকৃতরূপে তপস্যা, দান বা (ব্রাহ্মণদ্বারা) হোম করিয়া থাকি, অথবা যদি গুরুগণকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার একটি কন্যা হউক। ইত্যবকাশে ঋষিসত্তম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং সেই মাংসপেশী ভাগ করিতেছিলেন। তিনি সংপূর্ণ শতভাগ গণনা করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, এই তোমার শত পুত্র সম্পূর্ণ হইল, আমি তোমাকে অসত্য বাক্য কহি নাই ; এক্ষণে দৈবযোগ-প্রযুক্ত শতভাগ হইতে অতিরিক্ত এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট থাকিল, তোমার অভিলাষমত ইহাতে একটি সুভগা কন্যা হইবেক। অনন্তর মহাতপাঃ তপোধন অন্য এক ঘৃতকুম্ভ আনাইয়া তাহাতে সেই কন্যাভাগ প্রক্ষেপ করিলেন। হে অনঘ, ভরতবংশাবতংস ! দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত আপনার নিকট এই বর্ণন করিলাম, হে রাজেন্দ্র ! পুনর্ব্বার কি বর্ণন করিতে হইবেক বলুন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতা ও সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিলোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্ম্মা, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদঃসুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, নিষঙ্গী, কুণ্ডী, কুণ্ডধার, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন, প্রমথ, প্রমাথী, বীর্য্যবান্ দীর্ঘরোম, দীর্ঘবাহু, মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজাঃ এই এক শত পুত্র এবং কন্যা দুঃশলা ; হে রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও শতাতিরিক্ত এক কন্যার নাম এই কীর্ত্তন করিলাম ; হে নৃপ ! এই সকল নামের ক্রমানুসারে ইহাদের জন্মক্রম জানিবেন। ইহারা সকলেই অতিরথ, সকলেই শূর, সকলেই যুদ্ধবিশারদ, সকলেই বেদবিশারদ এবং সকলেই সকল-অস্ত্র সঞ্চালনে নিপুণ ছিল। হে মহীপতে ! ধৃতরাষ্ট্র পরীক্ষা করিয়া অনুরূপ কন্যা-সকল আহরণ-পূর্ব্বক যথা সময়ে যথাবিধানে তাহাদের সকলেরই বিবাহ দিলেন। হে ভরতকুলপ্রদীপ ! অনন্তর নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র সময়ানুসারে জয়দ্রথকে যথাবিধি দুঃশলা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মবাদিন্ ! আপনি মনুষ্য-ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উৎকৃষ্ট অলৌকিক আর্ষজন্ম বিবরণ এবং তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ নামও কীর্ত্তন করিলেন ; হে ব্রহ্মন্ ! সে সমস্ত আপনকার নিকট

আমি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে পাণ্ডবগণের চরিত কীর্ত্তন করুন; আপনি অংশাবতরণে কহিয়াছেন যে পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা ও দেবরাজ-সদৃশ পরাক্রান্ত এবং দেবতাদিগের অংশে প্রসূত হইয়াছিলেন; অতএব আমি সেই অলৌকিক-কর্ম্মশালী পাণ্ডবদিগের জন্মাবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, হে বৈশম্পায়ন! আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা পাণ্ডু মৃগব্যাল-নিষেবিত মহারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনধর্ম্মে আসক্ত এক যূথপতি মৃগকে দেখিতে পাইলেন; পরে তিনি হিরণ্ময় পুঙ্খ-শোভিত সুপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণ ও আশুগ পঞ্চ শরদ্বারা সেই মৃগ ও মৃগীকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! কোন মহাতেজস্বী তপোধন ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভার্য্যার সহিত ঐরূপ সঙ্গত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মৃগীতে সংসক্ত থাকিয়াই শরাঘাতে ক্ষণকালমধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্যবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক সমাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুকে কহিলেন যে, কামক্রোধযুক্ত, বুদ্ধিহীন ও পাপরত-ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ম্ম করে না; পরন্তু মানববুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, দৈবই মানব বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, সুতরাং দৈবাগত বিষয়কে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষও বোধগম্য করিতে পারেন না। হে ভারত! তুমি চিরধর্ম্মাত্মাদিগের প্রধানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে কাম-লোভে অভিভূত হইলে, কি প্রকারেই বা তোমার মতি এরূপ বিচলিতা হইল? পাণ্ডু কহিলেন, হে মৃগ! রাজগণ শত্রুবধস্থলে যেরূপ ব্যবহার করেন, মৃগবধস্থলেও তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব মোহহেতু আমাকে ঈদৃশ তিরস্কার করা তোমার উচিত নয়, অচ্ছদ্ম ও শঠতা ব্যবহারে মৃগবধ করা রাজাদিগের ধর্ম্ম; তুমি কি জন্য তদ্বিষয়ের নিন্দা করিতেছ? অগস্ত্য ঋষি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সমস্ত অরণ্যানীমধ্যে সর্ব্ব দেবতার উদ্দেশে সমুদায় মৃগগণকে প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মৃগয়া করিয়াছিলেন; তিনি অভিচার কর্ম্ম নিমিত্ত তোমাদের মেদোদ্বারা হোম করিয়াছিলেন; অতএব প্রমাণ দৃষ্ট ধর্ম্মানুসারেই তুমি মৎকর্তৃক হত হইয়াছ, ইহাতে কি জন্য আমাদের নিন্দা করিতেছ? মৃগ কহিলেন, মনুষ্যেরা শত্রুকে উদ্দেশ না করিয়া কখন শরক্ষেপ করে না, বিশেষতঃ যে সময়ে শত্রুর ছিদ্র প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই কালই শত্রুবধের প্রশস্তকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাণ্ডু কহিলেন, হে মৃগ! মৃগগণ প্রমত্তই থাকুক্ বা অপ্রমত্তই থাকুক্ লোকে বিবিধ তীক্ষ্ণ উপায়দ্বারা তাহাদিগকে বল-পূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে বধ করে, অতএব তুমি কি নিমিত্ত নিন্দা করিতেছ? মৃগ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি মৃগবধ করিয়াছ বলিয়া আমি আত্ম কারণে তোমাকে নিন্দা করিতেছি না, পরন্তু এই সময়ে নিষ্ঠুরতাচরণ না করিয়া আমার মৈথুনকাল প্রতীক্ষা করা তোমার উচিত ছিল। সর্ব্বভূতের অভিবাঞ্ছিত ও সর্ব্বভূতের হিতজনক ঈদৃশ সময়ে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি বনমধ্যে মৈথুনাসক্ত মৃগকে বধ করিতে পারেন? হে রাজেন্দ্র! আমি আহ্লাদপূর্ব্বক এই মৃগীতে সন্তান উৎপাদন করিবার নিমিত্ত মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম, তুমি তাহা বিফল করিলে। মহারাজ! তুমি বিশুদ্ধ-কর্ম্মকারী পৌরব-রাজাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব এই কর্ম্ম তোমার অনুরূপ হয় নাই। হে ভারত! এই মহৎ নৃশংস কর্ম্ম, অস্বর্গ্য, অযশস্য, অধর্ম্ম্য ও সর্ব্বলোক-বিগর্হিত হইয়াছে। হে দেবোপম! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ এবং স্ত্রীসম্ভোগের বিশেষজ্ঞ হইয়াও এই যে অস্বর্গ্য কর্ম্ম করিলে ইহা তোমার উপযুক্ত হয় নাই। হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! যে সকল লোক নৃশংস-কর্ম্মকারী, পাপাচরণে রত ও ধর্ম্মার্থকামে পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে তোমাকেই তাহাদিগের নিগ্রহ করিতে হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি মৃগবেশধারী ফলমূলাহারী মুনি, আমাকে

নিরপরাধে বধ করিয়া কি কর্ম্ম করিলে? আমি শম-পরায়ণ হইয়া নিত্য অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকি, ইহাতে তুমি আমাকে বিনাপরাধে বধ করিলে, এই কারণে আমি তোমাকে শাপপ্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন স্ত্রী পুরুষের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি স্বয়ং যখন কামমোহিত হইয়া অবশ হইবে, তখন এইরূপ জীবিতান্তকারী-ভাব তোমারও উপস্থিত হইবেক। আমি কিমিন্দম নামক তপঃ-সম্পন্ন মুনি, মনুষ্যের নিকট লজ্জা-প্রযুক্ত মৃগীতে মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম। আমি যে মৃগবেশ ধারণ করিয়া মৃগগণের সহিত গহনবনে বিচরণ করিয়া থাকি, তাহা না জানিয়াই তুমি আমাকে বধ করিয়াছ, সুতরাং ইহাতে তোমার ব্রহ্মহত্যা-পাতক হইবেক না। রে অজ্ঞান! মৃগরূপধারী কামমোহিত আমাকে যেমন এইরূপে বধ করিলে তেমনি তুমিও ইহার ফল এইরূপই ত্বরায় প্রাপ্ত হইবে; তুমি কাম-বিমোহিত হইয়া প্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিবামাত্র এই অবস্থায় প্রেতলোকে গমন করিবে। হে মতিমন্! তুমি অন্তিম সময়ে যে কান্তার সহিত সংসর্গ করিবে, সেই প্রণয়িনীও সর্ব্বলোক-দুরতিক্রম্য প্রেতলোকে ভক্তি-পূর্ব্বক তোমার অনুগামিনী হইবেক। আমি যেমন সুখানুভব কালে তোমা হইতে দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেইরূপ তুমিও সুখানুভব সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মৃগ এই বাক্য কথন-পূর্ব্বক অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, রাজা পাণ্ডুও ক্ষণকালমধ্যে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা পাণ্ডু স্বীয় বন্ধুর ন্যায় সেই মৃত ঋষিকে অতিক্রম করিয়া ভার্য্যার সহিত শোক ও দুঃখভরে পীড়িত ও কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, হায়! অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা সদ্বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াও কামজালে বিমোহিত হইয়া স্বকর্ম্ম দোষে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে! আমি শুনিয়াছি আমার পিতা বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা শান্তনু-কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াও কেবল কামাত্মা হওয়াতে বাল্যকালেই কাল-কবলে পতিত হইয়াছিলেন; সেই কামপরতন্ত্র রাজার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ ঋষি সংযতবাদী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন; এতাদৃশ লোকের পুত্র হইয়াও আমি দুর্নীতিহেতু মৃগয়ার্থ কেবল বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি! অদ্য আমার অধমাবুদ্ধি ব্যসন বিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সুতরাং দেবগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু আমার পুত্রমুখ দর্শনের অভাবে স্বর্গ গমনের পথ থাকিল না! অধুনা আমি মোক্ষ-পথের পথিক হই! পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি সংসার বন্ধনই অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে, অতএব আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জনক ব্যাসদেবের আচরিত কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইব। আমি স্বীয় চিত্তকে নিঃসন্দেহরূপে ঘোর তপস্যায় নিয়োজিত করিব; তাহাতে ভার্য্যাদি পরিহার করিয়া একাকী মস্তক মুণ্ডন-পূর্ব্বক মুনি হইয়া এই সমস্ত আশ্রমস্থিত এক এক বৃক্ষের নিকটে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব। আমি সমস্ত প্রিয়াপ্রিয় পরিত্যাগ পুরঃসর ধূলিতে ধূষরিত হইয়া শূন্যাগারে বা বৃক্ষমূলে বাস করিব, কিছুতেই হর্ষ বা শোক করিব না, আপনার নিন্দা ও স্তুতি সমান বোধ করিব, আশীর্ব্বাদ বা নমস্কারের অভিলাষী হইব না এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া কাল হরণ করিব। আমি কাহারও প্রতি উপহাস বা ভ্রূকুটী-ভঙ্গি করিব না; নিরন্তর প্রসন্নবদন হইয়া সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিয়ত নিরত থাকিব; অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীতে হিংসা প্রকাশ করিব না, প্রত্যুত স্বীয় প্রজার ন্যায় সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব রাখিব। প্রত্যহ পঞ্চ বা দশগৃহে এক বার-মাত্র ভিক্ষা করিব, তাহাতে ভিক্ষালাভের অসম্ভব

হইলে অনাহারী হইয়াও থাকিব; অল্প অল্প করিয়াও ভোজন করিব, তথাপি একবার লাভ না হইলে পুনর্ব্বার কদাচ ভিক্ষা করিব না; সপ্ত বা দশ গৃহে ভ্রমণ পূর্ণ করিয়াও যদি ভিক্ষালাভ না হয় তবে লোভ প্রযুক্ত অন্য গৃহ সকলে আর বিচরণ করিব না। লাভই হউক বা অলাভই হউক আমি সমদর্শী ও মহাতপাঃ হইব। কেহ বাসীদ্বারা এক বাহুচ্ছেদন ও চন্দনদ্বারা অপর বাহু চর্চ্চিত করিলে তদুভয়ের কল্যাণ বা অকল্যাণ চিন্তা করিব না। আমি জীবনে ও মরণে আমোদ বা দ্বেষ প্রকাশ করত কখন জিজীবিষু বা মুমূর্ষুর ন্যায় আচরণ করিব না। সচেতন ব্যক্তি নিমেষাদি কাল-নিয়মিত যে সমস্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে, আমি সম্যক্‌রূপে চিত্তকলুষ ক্ষালন করিয়া সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ অতিক্রম-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ ও অনিত্য ফলজনক সমস্ত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া পরিহার করিব, এবং অবিদ্যাদি সর্ব্বপ্রকার বাগুরা অতিক্রম-পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বায়ুর গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিব, কাহারো বশবর্ত্তী হইব না। সতত এইরূপ ব্যবহারদ্বারা বিচরণ করত নির্ভরপথ আশ্রয় করিয়া দেহ বিনাশ করিব; বীর্য্যহীন হইয়া আত্মতত্ত্বরূপ ধর্ম্ম হইতে সতত পরিভ্রষ্ট স্ববীর্য্য-ক্ষয়কারক কর্ম্মময় কুমার্গে কদাচ পাদার্পণ করিব না। অকামী হইয়াও যে ব্যক্তি কামাত্মা হইয়া দীনভাবে পুনর্ব্বার কামবৃত্তি আশ্রয় করে, সে সৎকৃত হউক বা অসৎকৃত হউক অবশ্যই কুক্কুরের পথাবলম্বী অর্থাৎ বান্ত-ভোজী হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা অতিশয় দুঃখার্ত্তচিত্তে এই সমস্ত বাক্য কহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কুন্তী ও মাদ্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, ব্রতপরায়ণ সোমপায়ী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং যে সকল পৌরবৃদ্ধগণ অস্মদাশ্রয়ে আছেন, তাঁহাদের সকলকেই প্রসন্ন করিয়া কহিবে যে, পাণ্ডু প্রব্রজ্যাশ্রম আশ্রয় করিয়া বন গমন করিয়াছেন। কুন্তী ও মাদ্রী বনবাসে কৃতসঙ্কল্প ভর্ত্তার বচন শ্রবণ করিয়া তদুপযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অন্য অনেক আশ্রম আছে তাহা অবলম্বন করিলে আপনি এই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের সহিত মহৎ তপস্যা করিতে পারিবেন এবং শরীর-পরিহারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহাফল প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্বর্গেরও স্বামী হইবেন সন্দেহ নাই। আমরাও উভয়ে ভর্ত্তৃলোক পরায়ণা হইয়া ইন্দ্রিয় সকল দমন-পূর্ব্বক কামনা ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিব। হে মহাপ্রাজ্ঞ, বিশাম্পতে! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমরা অদ্যই প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই। পাণ্ডু কহিলেন, তোমাদের এই নিশ্চয় যদি ধর্ম্মানুসারী হয়, তাহা হইলে আমি পিতার স্বকীয় অব্যয়বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইব; গ্রাম্য আহার ও গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বল্কল পরিধায়ী ও ফলমূলাশী হইয়া মহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করত মহাবনে ভ্রমণ করিব; চীরচর্ম্ম-জটাধারী, পরিমিতাহারী, ক্ষুৎপিপাসানবেক্ষী, শীত-বাত-তপনতাপাদি-সহিষ্ণু ও কৃশাঙ্গ হইয়া উভয়-কালে স্নান ও অগ্নিতে হোম করত দুশ্চর তপস্যাদ্বারা এই শরীর শুষ্ক করিব; বিজনবর্ত্তী হইয়া পক্কাপক্ক-কন্দমূলাদি ভক্ষণ ও বানপ্রস্থ-সমুচিত শাস্ত্রালোচন করত বন্য ফল জল ও বাক্যদ্বারা পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ করিব; গ্রামবাসিগণের কথা দূরে থাকুক এক-গৃহবাসী বানপ্রস্থগণেরও কখন অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইব না। যতকাল এই দেহের অবসান না হয় ততকাল আমি আরণ্য-শাস্ত্র সমুদায়ের এইরূপ ক্রমশ উগ্রতর বিধির অনুষ্ঠান করত অবস্থিতি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরব-নন্দন রাজা পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই বাক্য বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহার্হ বস্ত্র ও স্ত্রীগণের আভরণ-প্রভৃতি সমস্ত

বস্তু ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া অনুচরদিগকে কহিলেন, তোমরা হাস্তিনপুরে গমন করিয়া কহিবে যে, কুরু-নন্দন পাণ্ডু অর্থ, কাম, সুখ ও পরম প্রিয়তম স্ত্রীসংসর্গ-সুখ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বনপ্রস্থান করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার অনুযায়ীবর্গ ও পরিচারকগণ সেই ভরতসিংহের বিবিধ করুণাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষণ আর্ত্তস্বরে হাহা শব্দ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে ভূপতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তদীয় সমুদায় বাক্য গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে হাস্তিনপুরে উপনীত হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগের প্রমুখাৎ অরণ্য-ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুর নিমিত্ত অতিশয় অনুশোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত শয্যা আসন ভোগপ্রভৃতি কিছুতেই প্রীত হইতে পারিলেন না। হে কৌরব্য! এদিকে রাজপুত্র পাণ্ডু ফলমূলাহারী হইয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত নাগশত পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তিনি চৈত্ররথে উপস্থিত হইয়া কালকূট পর্ব্বত অতিক্রমানন্তর হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গন্ধমাদনে উপনীত হইলেন। হে মহারাজ! তিনি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সম ও বিষম স্থানসমূহে বাস করিলেন, পরিশেষে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রাপ্ত হইয়া হংসকূট অতিক্রম-পূর্ব্বক শতশৃঙ্গ-নামক পর্ব্বতে ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ঊনবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বীর্য্যবান্ পাণ্ডু সেই স্থানে পরমোৎকৃষ্ট তপস্যায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া সিদ্ধ-চারণগণের অতিশয় প্রিয়দর্শন হইলেন। তিনি গুরু-শুশ্রূষু, অহঙ্কার-শূন্য, সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় বীর্য্যদ্বারা স্বর্গগমনের উপযোগী পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। কোন কোন ঋষি তাঁহাকে ভ্রাতা, কেহ কেহ বা সখা বোধ করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! অনন্তর পাণ্ডু বহুকাল পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক তপোরাশি উপার্জ্জন করিয়া ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ হইয়া উঠিলেন। একদা অমাবস্যা তিথিতে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একত্র হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিতেছিলেন, পাণ্ডু সেই সমস্ত ঋষিগণকে প্রস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বাক্‌পটু মহর্ষিগণ! আপনারা কোথায় গমন করিবেন বলুন। ঋষিগণ কহিলেন, অদ্য ব্রহ্মলোকে মহাত্মা দেব ও ঋষিগণের এবং মহানুভব পিতৃগণের মহাসমাগম হইবেক, আমরা স্বয়ম্ভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই ব্রহ্মধামে গমন করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু মহর্ষিগণের সহিত গমনেচ্ছু হইয়া স্বর্গপারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে সহসা উত্থান-পূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে শত শৃঙ্গ হইতে উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, আমরা উত্তরমুখ হইয়া শৈলরাজের উপরি ক্রমশ ঊর্দ্ধে গমন করিতে করিতে এই রমণীয় পর্ব্বতে অসংখ্য দুর্গম দেশ দেখিয়াছি। মধ্যে মধ্যে দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের শত শত বিমান-সঙ্কুল গীতস্বর নিনাদিত ক্রীড়া-স্থান সুশোভিত হইতেছে; স্থানে স্থানে কুবেরের সম ও বিষম উদ্যান সমস্ত, মহানদী-নিতম্ব ও দুর্গম গিরিগহ্বর রহিয়াছে; কোন কোন স্থল চিরকাল হিমসংঘাতে আচ্ছন্ন থাকে; তথায় বৃক্ষ, মৃগ বা পক্ষী কিছুই নাই। কোন কোন স্থানে এরূপ মহাবর্ষা হয় যে তাহা দুর্গম বা নিতান্ত দুরাসদ হইয়া উঠে; অন্য মৃগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও সে সকল স্থান অতিক্রম করিতে পারে না; কেবল একমাত্র

বায়ু এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তথায় গমন করিতে সমর্থ হন। এই রাজকন্যারা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে এই দুর্গম শৈলরাজে গমন করিতে হইলে কেন না অবসন্ন হইবেন? অতএব হে ভরত-র্ষভ! তুমি গমন করিও না। পাণ্ডু কহিলেন, হে মহাভাগগণ! কথিত আছে যে, নিঃসন্তান ব্যক্তির স্বর্গারোহণের দ্বার নাই; আমি নিঃসন্তান, এই জন্যই অতিশয় সন্তাপ-তাপিত হইয়া আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি। হে তপোধনগণ! আমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হওয়াতেই সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছি; আমার নিশ্চয় হইয়াছে যে, আমার এই দেহ ধ্বংস হইলে পিতৃগণও বিনষ্ট হইবেন। মানবগণ পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ এই ঋণ-চতুষ্টয়-যুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করে, এবং ধর্ম্মত তাঁহাদিগকে তাহা দেয় হইয়া থাকে; ধর্ম্মবেদীরা কহিয়া থাকেন যে, যে মনুষ্য এই স্বাভাবিক ঋণ পরিশোধ-বিষয়ে যথাকালে মনোযোগী না হয়, তাহার সদ্গতি হয় না। মনুজগণ যাগানুষ্ঠান-দ্বারা দেবগণকে, অধ্যয়ন ও তপস্যাদ্বারা মুনিগণকে, পুত্রোৎপাদন ও পিণ্ডদান-দ্বারা পিতৃগণকে এবং আনৃশংস্যদ্বারা মানবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া তত্তৎ ঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। আমি দেব, ঋষি ও মনুষ্য ইহঁাদের ঋণ হইতে ধর্ম্মত মুক্ত হইয়াছি, পরন্তু আমার শরীর নাশ হইলেই পিতৃগণের নাশ হইবেক। হে তাপসগণ! নরোত্তমেরা পিতৃঋণ-পরিশোধার্থে সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু আমি এখনো উক্ত ঋণ হইতে অনির্ম্মুক্ত রহিয়াছি, অতএব জিজ্ঞাসা করি, পিতা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস হইতে আমি যেমন জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সেইরূপ আমার এই ক্ষেত্রে কি সন্তানোৎপত্তি হইতে পারিবেক? ঋষিগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ, ভূপতে! আমরা দিব্য-চক্ষুর্দ্বারা জানিতেছি যে, তোমার নিষ্পাপ দেবতুল্য শুভ সন্তান উৎপন্ন হইবেক; অতএব হে নরব্যাঘ্র! তুমি কার্য্য-দ্বারা দেবতার উদ্দেশ সিদ্ধ কর, যেহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অব্যগ্র হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়েন; হে রাজন্! তোমার ফল দৃষ্ট হইতেছে, তুমি অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও, তাহাতে অবশ্যই প্রীতিকর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত তনয় লাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা পাণ্ডু তাপসগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মৃগশাপদ্বারা আপনার পুত্রোৎপাদন-শক্তি রুদ্ধা হইয়াছে জানিয়া চিন্তাকুল হইলেন। পরে তিনি যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জন স্থানে কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও! দেখ, ধর্ম্মবাদীরা চিরকাল কহিয়া থাকেন যে, সন্তান এই ত্রিলোক-মধ্যে ধর্ম্মময়ী প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ হইয়াছে। যাগানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত নিয়ম এ সমস্ত নিঃসন্তান ব্যক্তিদিগের পক্ষে পবিত্রকারী হয় না। হে শুচিস্মিতে! ইহা বিদিত থাকায় আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, আমার পুত্রোৎপত্তি না হওয়াতে আমি শুভলোক প্রাপ্ত হইতে পারিব না। হে ভীরু! পূর্ব্বে আমি যেমন অকৃতাত্মা ও নৃশংসকারী ছিলাম, সেইরূপ মৃগের অভিশাপে আমার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ছয় প্রকার পুত্র বন্ধুধনে অধিকারী হয়, আর ছয় প্রকার পুত্র তাহাতে অধিকারী নহে; হে পৃথে! আমি ঐ দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। (প্রথম) ঔরস অর্থাৎ পরিণীতা ভার্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত, (দ্বিতীয়) প্রণীত অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহে স্বীয় ক্ষেত্রে জাত, (তৃতীয়) পরিক্রীত অর্থাৎ ক্রীতশুক্রে স্বীয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন, (চতুর্থ) পৌনর্ভব অর্থাৎ বিধবাগর্ভে অন্য-কর্ত্তৃক উৎপাদিত, (পঞ্চম) কানীন অর্থাৎ কন্যাকালে উৎপন্ন, (ষষ্ঠ) স্বৈরিণী-গর্ভসম্ভূত অর্থাৎ গূঢ় বা কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, (সপ্তম) দত্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব পিতা মাতা-কর্ত্তৃক সম-

র্পিত, (অষ্টম) ক্রীত অর্থাৎ ধন প্রদান-পূর্ব্বক গৃহীত, (নবম) উপক্রীত অর্থাৎ কৃত্রিম, (দশম) স্বয়ং উপাগত অর্থাৎ আমি তোমার পুত্র হইলাম বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত, (একাদশ) জ্ঞাতিরেতা সহোঢ় অর্থাৎ ভ্রাত্রাদি-কর্ত্তৃক সঞ্জাতগর্ব্ভা রমণীকে বিবাহ করিলে তাহার গর্ব্ভে সম্ভূত, (দ্বাদশ) হীনযোনিধৃত অর্থাৎ হীনজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন। এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভাবে মাতা পরপর পুত্রলাভে ইচ্ছা করিবেক। মানবগণ আপৎকালে উত্তম কনিষ্ঠ সোদর হইতে পুত্র-কামনা করিয়া থাকে। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা স্বীয় বীর্য্য ভিন্ন অন্য হইতেও ধর্ম্মফল-দায়ক শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভ করিতে পারে। অতএব হে কুন্তি! আমি এক্ষণে সন্তানোৎপাদিকা-শক্তি-বিহীন হইয়াছি, এই হেতু তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, তুমি সদৃশ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে যশস্বী সন্তান প্রসব কর। হে পৃথে! শরদণ্ডায়নের কন্যার কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। সেই বীরপত্নী শারদণ্ডায়নী স্বামী-কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদন-কার্য্যে নিয়োজিতা হওয়াতে ঋতুস্নাতা হইয়া রজনীতে চতুষ্পথে দণ্ডায়মানা হইলেন; পরে একজন সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া পুংসবন-যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম সমাধানান্তে তাঁহার সহিত বাস করিলেন; তাহাতে দুর্জ্জয়-প্রভৃতি তিনজন মহারথের উৎপত্তি হইল। হে কল্যাণি! সেইরূপ তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপস্যায় মদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এরূপ কোন ব্রাহ্মণ হইতে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত শীঘ্র যত্নবতী হও।

সম্ভবপর্ব্বে একশত বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুন্তী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুবংশপ্রবীর ভূমিপতি পতি পাণ্ডুকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, রাজীবলোচন! আমি আপনকার ধর্ম্মপত্নী এবং আপনাতেই অনুরক্তা আছি, আমাকে এরূপ কথা বলা কোন প্রকারে আপনকার উচিত নহে, হে বীর, মহাবাহো! ধর্ম্মানুসারে আপনিই আমাতে বীর্য্যোপপন্ন সন্তান উৎপাদন করিবেন; হে মনুজ-শার্দ্দূল! তাহা হইলেই আমি আপনকার সহিত স্বর্গ-গমন করিতে পারিব; অতএব হে কুরুনন্দন! আপনিই সন্তানের নিমিত্ত আমাতে গমন করুন, যেহেতু আপনা ব্যতীত আমি মনোদ্বারাও অন্য পুরুষ গমন করিতে অভিলাষ করি না; বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা আপনকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছে? হে ধর্ম্মাত্মন্, বিশালাক্ষ! পূর্ব্বে আমি একটি পৌরাণিকী গাথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আপনকার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পুরুবংশ-বর্দ্ধনকারী পরম ধার্ম্মিষ্ঠ ব্যুষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু ভূপতি যাগ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র-সহ দেবগণ ও দেবর্ষিবর্গ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে সেই মহাত্মা রাজর্ষি ব্যুষিতাশ্বের যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস-পানে এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যেমন শিশিরাবসানে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড সমস্ত ভূতবর্গকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীপ্তিশীল হয়েন, তাহার ন্যায় ব্যুষিতাশ্ব সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজসত্তম! সেই প্রতাপবান্ রাজেন্দ্র ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর তুল্য বল ধারণ করিতেন, সুতরাং অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চতুর্দ্দিকৃস্থ ভূপালগণকে পরাজয় ও গ্রহণ-পূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! যশোবৃদ্ধ ব্যুষিতাশ্ব অবনীপতি হওয়াতে পুরাণবাদী ব্যক্তিরা এই গাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ব্যুষিতাশ্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত এই বসুন্ধরা বিজয় করিয়া, পিতা যেমন ঔরস-পুত্র প্রতিপালন করেন, তাহার ন্যায়

সর্ব্বলোক পালন করিয়াছিলেন। তিনি অশেষ রত্ন-সমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সোমসংস্থা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞ সমস্ত বিস্তার করত অসংখ্য সোমলতা নিষ্পীড়ন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধনদান করিয়াছিলেন। কাক্ষীবান্ ভূপতির কন্যা ভদ্রা তাঁহার পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! ভূমণ্ডলমধ্যে ঐ ভদ্রার তুল্য নিরুপম-রূপবতী যুবতী আর কেহ ছিল না। ঐ দম্পতীর মধ্যে কামিনী যেমন স্বামীকেই কামনা করিত, সেইরূপ স্বামীও ঐ কামিনীতেই অনুরক্ত ছিলেন। অনন্তর ভদ্রাতে আসক্ত ব্যুষিতাশ্বের যক্ষ্মারোগ হইল; তাহাতে তিনি দিবাকরের ন্যায় অনতি দীর্ঘকালের মধ্যেই অস্তমিত হইলেন। সেই নরপাল পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভার্য্যা অতিশয় শোক-বিহ্বলা হইল। হে পুরুষব্যাঘ্র, জনাধিপ! ভদ্রা পরম দুঃখার্ত্তা হইয়া যেরূপ বিলাপ করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভদ্রা ভর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ! স্বামী বিনা রমণীরা নিতান্ত নিষ্ফলা হয়; যে নারী ভর্ত্তা ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে, সে সতত দুঃখিতা হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়াই থাকে। হে ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব! পতি ব্যতিরেকে অবলাদিগের মৃত্যুই মঙ্গল, অতএব আমি তোমার সহগামিনী হইতে বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাও! হে রাজন্! তোমা ব্যতিরেকে আমার ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণের অভিলাষ নাই, অতএব প্রসন্ন হও, আমাকে অবিলম্বে এখান হইতে লইয়া যাও! হে রাজশার্দ্দূল! কি সম কি বিষম সর্ব্ব স্থানেই আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব, পুনর্ব্বার আর নিবৃত্ত হইব না! হে নরব্যাঘ্র! আমি তোমার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে রতা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা ও নিয়ত নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব! হে পুষ্করেক্ষণ! তোমা ব্যতিরেকে অদ্যপ্রভৃতি কষ্টদায়ক হৃদয়-শোষণ মনঃপীড়াপুঞ্জ আমাকে অভিভব করিবে! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, যাহারা একত্র বিচরণ করে, হতভাগিনী আমি, তাহাদিগকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপেই তোমার সহিত আমার এই দীর্ঘ বিয়োগ উপস্থিত হইল! হে পার্থিব! যে নারী পতি-বিযুক্তা হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করে, সে যেন নরকস্থা হইয়া অতি কষ্টেই অবস্থিতি করে। আমি পূর্ব্বজন্মে একত্রস্থিত দম্পাতীগণকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপকর্ম্ম-সঞ্চিত দুঃখ এক্ষণে তোমার বিয়োগে পরিণত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে! হে ভূপতে! আমি অদ্যপ্রভৃতি ত্বদীয় দর্শন-পরায়ণা হইয়া কুশশয্যা-শায়িনী হইয়া থাকিব, কোন সুখে আবিষ্টা হইব না! হে নরব্যাঘ্র! দর্শন দাও! হে নাথ! হে নরেশ্বর! কাতরভাবে বিলাপকারিণী অসুখান্বিতা এই দীনা অধিনীকে আজ্ঞা কর!

কুন্তী কহিলেন, এইরূপে ব্যুষিতাশ্ব-কামিনী সেই শবকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ বহুবিধ বিলাপ করিতেছে, এমন সময়ে এই আকাশবাণী হইল,—"ভদ্রে! উত্থিতা হও, গমন কর; হে চারুহাসিনি! তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমি তোমাতে সন্তান উৎপাদন করিব; হে বরারোহে! অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে তুমি ঋতুস্নাতা হইয়া আমার সহিত স্বকীয় শয্যায় শয়ন করিবে।" এইরূপ আকাশবাণী হইলে, পুত্রার্থিনী দেবী পতিব্রতা ভদ্রা তদ্বাক্যানুসারে সেইরূপ করিয়াই থাকিল। হে ভরতসত্তম! সেই দেবী ঐ শবের ঔরসে তিন জন শাল্ব ও চারি জন মদ্র সমুদায়ে সপ্ত সন্তান প্রসব করিল। হে ভরতর্ষভ! সেইরূপ আপনিও তপস্যা ও যোগবলে মানসদ্বারা আমাতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা পাণ্ডু, দেবীর

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উত্তম ধর্ম্মসংযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, ব্যুষিতাশ্ব এইরূপই করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি দেবতুল্য ছিলেন; পরন্তু ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ পুরাণে যে ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বরাননে! পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল; হে চারুহাসিনি! তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ভর্ত্ত্রাদির অনিবার্য্যা হইয়া সম্ভোগ-সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত; হে সুভগে! তাহারা কৌমারকাল অবধি ব্যভিচারে রতা থাকিত, তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, যেহেতু তাহাই পূর্ব্বকালের ধর্ম্ম ছিল। হে বরারোহে! অদ্যাপি তির্য্যক্-যোনিগত প্রজাগণ কামদ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া সেই প্রাচীন ধর্ম্মানুসারে চলিতেছে। মহর্ষিরাও প্রমাণদৃষ্ট এই ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে রম্ভোরু! উত্তর-কুরুদিগের মধ্যে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম আরাধিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সনাতন-ধর্ম্ম স্ত্রীগণের প্রতি অনুগ্রহকারী। পরন্তু অল্পকাল হইল এ বিষয়ে বর্ত্তমান নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে কারণে যাঁহা-কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমরা শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন; শ্বেতকেতু নামে বিখ্যাত তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিলেন; সেই শ্বেতকেতুই ক্রুদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্মানুসারিণী মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। হে কমলপত্রাক্ষি! তাহার কারণ শ্রবণ কর। একদা এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষে তাঁহার জননীর হস্তধারণ করিলেন ও কহিলেন যে আইস আমরা গমন করি। অনন্তর ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু, মাতাকে অন্য পুরুষ-কর্ত্তৃক যেন বল-পূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া অমর্ষান্বিত ও রোষ-পরবশ হইলেন। তাঁহার পিতা উদ্দালক তাঁহাকে ক্রোধে কম্পিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম; এই ভূমণ্ডলমধ্যে সর্ব্ববর্ণের অঙ্গনারাই অবারিতা; হে তাত! গো-গণ যেরূপ ব্যবহার করে, প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। পরে ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমণ্ডল-মধ্যে স্ত্রীপুরুষের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি, সেই অবধি মানব-সমাজে স্ত্রী পুরুষের এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা অন্য প্রাণীতে নাই। শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্যপ্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবেক, তাহার ঘোরদুঃখ-দায়ক ভ্রূণহত্যা-সদৃশ পাতক হইবেক। অপিচ এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমার-ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবেক, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবেক। যে পত্নী স্বামী-কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্তা হইয়া তাঁহার বাক্য অবহেলা করিবেক, তাহারও ঐ প্রকার পাপ হইবেক।

হে ভীরু! সেই উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু পূর্ব্বকালে বল-পূর্ব্বক এই ধর্ম্মানুযায়িনী মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। হে রম্ভোরু! আমরা শুনিয়াছি, সৌদাস-বনিতা মদয়ন্তী স্বামী-কর্ত্তৃক পুত্র জননে নিযুক্তা হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়াছিল এবং তাঁহা হইতে অশ্মক নামে পুত্রলাভ করিয়াছিল। সেই ভাবিনী ভর্ত্তার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্তেই এইরূপ করিয়াছিল। হে কমলেক্ষণে! কুরুগণের বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে আমাদের যে জন্ম হইয়াছে তাহাও তোমার বিদিত আছে। অতএব হে অনিন্দিতে! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই ধর্ম্ম-সম্মত বচন রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। হে পতিব্রতে, রাজ-নন্দিনি! ধর্ম্মজ্ঞেরা এই পুরাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন বটে যে, ভার্য্যা প্রত্যেক ঋতুতে ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিবেক না, অবশিষ্ট অন্য সময়ে তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু হে রাজপুত্রি!

বেদ-বেত্তারা ইহাও বলেন যে, ধর্ম্ম্যই হউক্ বা অধর্ম্ম্যই হউক্, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে যেরূপ বলিবেন, ভার্য্যার তাহা অবশ্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। হে অনবদ্যাঙ্গি! বিশেষতঃ আমি উৎপাদকতা শক্তি-বিহীন হইয়াছি, অথচ পুত্রলাভের নিমিত্তেও লালসাযুক্ত হইতেছি; অতএব হে শুভে! আমি পুত্রদর্শন-বাসনা-পরবশ হইয়া তোমাকে প্রসন্না করিবার নিমিত্ত এই পদ্মপত্রসদৃশ রক্তাঙ্গুলি-বিরাজিত অঞ্জলি, মস্তকে উত্তোলন করিতেছি, হে সুকেশি! তুমি আমার নিয়োগানুসারে সমধিক তপঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে গুণবান্ পুত্র উৎপাদন কর, হে পৃথুশ্রোণি! তোমা হইতে আমি পুত্রবান্ ব্যক্তিদিগের গতি লাভ করি।

ভর্ত্তার প্রিয়কার্য্যে ও হিতানুষ্ঠানে অনুরক্তা বরারোহা কুন্তী, পর-পুরঞ্জয় ভর্ত্তা পাণ্ডুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বাল্যাবস্থায় আমি পিতৃগৃহে অতিথি সেবায় নিযুক্তা ছিলাম; তখন শংসিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে সমধিকরূপে পরিচর্য্যা করিতাম। একদা ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্বজ্ঞ দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিলাম। সেই ভগবান্ আমাকে অভিচার-সংযুক্ত বরদান-পূর্ব্বক একটি মন্ত্রপ্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রদ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা সকাম হউন বা অকাম হউন, তৎক্ষণাৎ তোমার বশতাপন্ন হইবেন; হে রাজ্ঞি! সেই সেই দেবতার প্রসাদে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবেক। হে ভারত! পিতৃগৃহে সেই দুর্ব্বাসা আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। হে ভূপতে! ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে রাজর্ষে! আপনকার অনুজ্ঞা হইলে সেই মন্ত্রদ্বারা কোন দেবতাকে আহ্বান করিতে পারি, তাহাতে আমাদের হিতকারী সন্তান উৎপন্ন হইবেক। হে সত্যবাদিন্! সম্প্রতি কোন্ দেবতাকে আহ্বান করি বলুন; আপনকার অনুমতি প্রযুক্তই আমি এই কর্ম্মে অবস্থিতা হইতেছি।

পাণ্ডু কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি অদ্যই যথাবিধানে এ বিষয়ে যত্ন কর; হে শুভে! ধর্ম্মকে আহ্বান কর, যেহেতু তিনি দেবগণ-মধ্যে পুণ্যাত্মা। হে বরারোহে! ধর্ম্ম আমাদিগকে কোনক্রমে অধর্ম্মযুক্ত করিতে পারিবেন না এবং লোকেও মনে করিবেক যে ইহা ধর্ম্ম্যই হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রদত্ত সেই পুত্র কুরুদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, এবং তাহার মন কখন অধর্ম্মে রত হইবে না, অতএব হে শুচিস্মিতে! তুমি সংযতা ও ধর্ম্মপথাশ্রিতা হইয়া অভিচার ও উপচার দ্বারা ধর্ম্মকেই আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই বরাঙ্গনা কুন্তী, ভর্ত্তার ঐরূপ বাক্য শ্রবণে তাহা স্বীকার করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞার অনুকূল-বর্ত্তিনী হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত দ্বাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! যখন গান্ধারী এক বৎসর গর্ব্ভধারণ করিয়াছেন, তখন কুন্তী গর্ব্ভের নিমিত্ত অক্ষর ধর্ম্মকে আহ্বান-পূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া পূজা প্রদান করিলেন, এবং পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রপ্রভাবে ধর্ম্মদেব সূর্য্য-সদৃশ বিমানে আরোহণ করিয়া, যেখানে কুন্তী জপ করিতেছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তোমাকে কি দান করিতে হইবেক বল। কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, আমাকে পুত্র দান করুন। অনন্তর বরারোহা কুন্তী যোগমূর্ত্তিধারী ধর্ম্মের সহযোগে সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারক পুত্রলাভ করিলেন। তদনন্তর কার্ত্তিক মাসের অতি প্রশংসিতা পূর্ণা তিথি অর্থাৎ শুক্লপঞ্চমীতে, চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ-নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, কুন্তী সমৃদ্ধযশাঃ এক শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করি-

লেন। সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আকাশ-বাণী হইল যে, "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্রান্ত, নরোত্তম, সত্যবাদী, ভূমণ্ডলের একাধিপতি, ত্রিলোক-বিশ্রুত, যশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন।" পাণ্ডু সেই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটি বলপ্রধান পুত্র-প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী, ভর্ত্তার এই কথা শ্রবণ করিয়া বায়ুকেই আহ্বান করিলেন। পরে মহাবল বায়ু মৃগারূঢ় হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, হে কুন্তি! তোমাকে কি দান করিব? তোমার অন্তঃকরণ-স্থিত অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। কুন্তী লজ্জাবনত-মুখী হইয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরোত্তম! আমাকে মহাকায় বলবান্ সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর বায়ু হইতে মহাবাহু ভীম-পরাক্রম ভীম জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই মহাবল পুত্র জন্মিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, "এই জাত বালক সমস্ত বলবান্ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।" বৃকোদর জন্মলাভ করিবামাত্র এই এক অদ্ভুত ঘটনা হইল যে, তিনি মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া গাত্রদ্বারা শিলা চূর্ণ করিলেন—কুন্তী ব্যাঘ্র-শঙ্কায় উদ্বিগ্না হইয়া সহসা উৎপতিতা হইলেন; তাঁহার ক্রোড়ে বৃকোদর যে সুপ্ত ছিলেন, তাহা আর উদ্বোধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং ঐ বজ্রকায় কুমার পর্ব্বতের উপর পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার গাত্র-স্পর্শে শিলা শতধা চূর্ণিতা হইল। সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পাণ্ডু অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভরতসত্তম! যে দিবস ভীম জন্মিলেন, সেই দিবসেই বসুধাধিপ দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃকোদরের জন্ম হইলে পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে আমার একটি প্রধান ও লোকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হয়! এই ভূমণ্ডল দৈব ও পুরুষকারে সম্যক্প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে দৈব কালানুসারে বিধি-বশতঃ লব্ধ হইয়া থাকে। শুনিয়াছি যে ইন্দ্র দেবগণের রাজা ও প্রধান; তিনি অপরিমেয় বল ও উৎসাহ-সম্পন্ন, এবং তাঁহার বীর্য্য ও দ্যুতিও অপ্রমেয়; তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে আমি মহাবল পুত্রলাভ করিতে পারিব; তিনি আমাকে যে পুত্র প্রদান করিবেন, সে অবশ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেক এবং সংগ্রাম-স্থলে মর্ত্ত্য বা অমর্ত্ত্য সকলকেই পরাজয় করিতে পারিবেক; অতএব আমি কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা মহতী তপস্যা করিব।

অনন্তর কৌরব-নন্দন মহারাজ পাণ্ডু, মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুন্তীকে সংবৎসরানুষ্ঠেয় শুভব্রত ধারণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং আপনিও সেই ত্রিদশনাথের আরাধন-বাসনায় পরম সমাধি-দ্বারা উগ্রতপস্যা অবলম্বন করিয়া এক চরণে দণ্ডায়মান ও দিবাকর-করে উদয়াস্ত পর্য্যন্ত পরিতাপিত হইতে লাগিলেন। বহুকাল পরে দেবরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, "আমি তোমাকে ত্রিলোক-বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রদান করিব; সেই পুত্র গো, ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্গণের হিতকারক, দুর্হৃদ্গণের শোক-জনক, সর্ব্ব বান্ধবের আনন্দ-দায়ক এবং অখিল শত্রুকুলের বিনাশক হইবেক।" মহাত্মা বাসব এই বাক্য কহিলে, ধর্ম্মাত্মা কৌরব সেই দেবরাজ-বাক্য স্মরণ করত কুন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার কর্ম্ম সফল হইয়াছে, দেবগণেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া তোমার সঙ্কল্পিত পুত্র প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; হে সুশ্রোণি! এক্ষণে একটি অমানুষ-কীর্ত্তি-সম্পন্ন, যশস্বী, শত্রুবিমর্দ্দক, নীতিযুক্ত, মহাত্মা, আদিত্য-তুল্য-তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্, অদ্ভুত-দর্শন, ক্ষত্রিয়-তেজোনিলয় পুত্র উৎপাদন কর! হে শুচিস্মিতে! আমি দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়াছি, তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী কুন্তী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর দেবরাজ আগমন করিয়া অর্জ্জুনের জন্মপ্রদান করিলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাগম্ভীরশব্দে আকাশমণ্ডল নিনাদিত করত আকাশবাণী হইল; তদ্দ্বারা সমস্ত আশ্রমবাসী প্রাণীগণের শ্রবণগোচরে শুচিস্মিতা-কুন্তীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক ইহা কথিত হইল যে, "হে কুন্তি! কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ বীর্য্যবান্ শিবিতুল্য পরাক্রমশালী, পুরন্দর-সদৃশ অজেয় এই কুমার সর্ব্বস্থানে তোমার যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিবেন। উপেন্দ্র হইতে যেমন অদিতির প্রীতিবর্দ্ধন হইয়াছিল, সেইরূপ উপেন্দ্র-সদৃশ এই পুত্র তোমার সমধিক প্রীতিবর্দ্ধন করিবেন। এই কুমার মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশি, করূষ-প্রভৃতি দেশ সমস্ত বশীভূত করিয়া কৌরব-বংশের রাজলক্ষ্মী বহন করিবেন। এই পুত্রের ভুজ-বীর্য্যে হব্যবাহন খাণ্ডবপ্রস্থে সর্ব্বভূতের মেদোদ্বারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন। এই মহাবল বীর পুরুষ ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্ত মহীপালগণকে পরাজয়-পূর্ব্বক তিনবার অশ্বমেধ যাগ আহরণ করিবেন। হে কুন্তি! এই মহাযশাঃ পুত্র জামদগ্ন্য-সদৃশ ও বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী এবং বীর্য্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন। ইনি সংগ্রামে মহাদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবেন, এবং দেবরাজের আজ্ঞানুসারে নিবাতকবচ নামক দেবদ্বেষী দৈত্যগণকে বধ করিবেন। এই পুরুষোত্তম সমস্ত দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রনষ্ট রাজলক্ষ্মীকে পুনর্ব্বার আহরণ করিবেন।"

কুন্তী, পুত্র-বিষয়ে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শতশৃঙ্গ-নিবাসী তপস্বীগণের মহাহর্ষ হইল এবং বিমানস্থ ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণও অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। আকাশমণ্ডলে তুমুলশব্দে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; মহাকোলাহল শব্দ উঠিল; অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল; এবং সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া পার্থের পূজা করিতে লাগিলেন। কদ্রু ও বিনতার তনয়গণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ ও প্রজাপতিগণ এবং ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ ও (ভাস্কর প্রনষ্ট হইলে যিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্) অত্রি এই সপ্ত মহর্ষি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষপ্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাঁরাও আগত হইলেন। অপ্সরোগণ দিব্যমাল্য ও দিব্যবসন পরিধান-পূর্ব্বক সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অর্জ্জুনের স্তবময় গান করত নৃত্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহর্ষিগণ স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমান্ তুম্বুরু গন্ধর্ব্বগণের সহিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নরাধিপ! ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ুঃ, অনঘ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি, নন্দি, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, সদ্ধা, বৃহদ্ধা, বৃহক, মহামনা করাল, ব্রহ্মচারী, বহুগুণ, বিখ্যাত সুবর্ণ, বিশ্বাবসু, ভুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্য-সম্পন্ন বিখ্যাত হাহা ও হুহু এই সকল দেবগন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত-লোচনা মহাভাগা অপ্সরোমণ্ডলী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া হৃষ্টচিত্তে নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিল। অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুণাবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপুঃ, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা এবং শারদ্বতী, এই সকল অপ্সরোগণ দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; আর মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তী, উম্লোচা, প্রম্লোচা ও উর্ব্বশী, আয়ত-লোচনা এই একাদশ স্বর্ব্বেশ্যা একত্র হইয়া গান করিতে লাগিল। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র,

বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু এই দ্বাদশ আদিত্য এবং পর্জন্য ও পাবকগণ আকাশে অবস্থিত হইয়া পাণ্ডু-তনয়ের মহিমাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে পরন্তপ, বিশাম্পতে! মৃগব্যাধ, সর্প, মহাযশা নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যগণ আসিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিলেন। কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ, কুণ্ড ও মহোরগ তক্ষক এই সমস্ত তপোযুক্ত মহাক্রোধ মহাবল ভুজঙ্গ ও অন্যান্য বহুসংখ্য নাগ সেই স্থলে আগমন করিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, অসিতধ্বজ, অরুণ ও আরুণি এই সকল বৈনতেয়গণ তথায় আসিয়া থাকিলেন। বিমানারূঢ় ও গিরিশিখরস্থ সেই সমস্ত দেবগণকে তপঃসিদ্ধ মহর্ষিরা দেখিতে লাগিলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। মুনিগণ সেই সমস্ত মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। পরে মহাযশা পাণ্ডু, পুত্রলোভে পুনর্ব্বার ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাহাতে কুন্তী তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মবেত্তারা আপৎকালেও চতুর্থ প্রসব প্রশংসা করেন না, কারণ চতুর্থ পুরুষ-সংসর্গে স্বৈরিণী হয় এবং পঞ্চম পুরুষ-সংসর্গ করিলে বেশ্যা হইয়া থাকে; হে বিদ্বন্! আপনি এই ধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত প্রমাদগ্রস্তের ন্যায় উহা অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানের নিমিত্ত আমাকে বলিতেছেন!

সম্ভবপর্ব্বে একশত ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তীর ও গান্ধারীর পুত্র সকল উৎপন্ন হইলে মাদ্রী নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, হে পরন্তপ! আপনি আমার প্রতি প্রতিকূল হওয়াতেও তাদৃশ সন্তাপ নাই; হে অনঘ! কুন্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়া চিরকাল অশ্রেষ্ঠরূপে থাকাতেও আমার দুঃখ নাই; হে নৃপতে কুরুনন্দন! গান্ধারীর শত পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়াও আমার তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই; পরন্তু ইহাই আমার মহৎ দুঃখ যে, আমরা দুই সপত্নী তুল্যা অথচ আমার সন্তান হইল না। অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনকার পুত্র হইল; এক্ষণে যদি কুন্তিরাজ-নন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাতে আপনকারও হিতানুষ্ঠান হইতে পারে, কুন্তিসুতা আমার সপত্নী, এ জন্য তাঁহাকে স্বয়ং বলিতে অভিমান হয়, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তবে আপনিই তাঁহাকে অনুমতি করুন। পাণ্ডু কহিলেন, হে মাদ্রি! এই বিষয় আমিও সর্ব্বদা মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা তোমার ইষ্ট কি অনিষ্ট তাহা জানিবার অপেক্ষাতে তোমাকে বলিতে সাহসী হই নাই; অধুনা তোমার মত জানিতে পারিলাম, অতঃপর তদ্বিষয়ে যত্ন করিব, বোধ করি, আমি বলিলে কুন্তী তাহা স্বীকার করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডু পুনর্ব্বার নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয় এবং আমার, পূর্ব্ব-পুরুষগণের ও তোমারও পিণ্ডলোপ-সম্ভাবনা না থাকে, আমার প্রীতির নিমিত্তে লোক-প্রিয়কর কল্যাণজনক এমত কর্ম্ম কর! হে ভাবিনি! তুমি যশের নিমিত্তেও এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তা হও! দেখ, দেবরাজ দেবগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও কেবল যশের নিমিত্তে যাগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যশের নিমিত্তেই সুদুষ্কর তপস্যা করিয়া গুরুর আরাধনা করিয়া থাকেন; এবং রাজর্ষি ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্ত

অনেক প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি সন্তানরূপ উড়ুপ-দ্বারা মাদ্রীকে উদ্ধার কর! উহাকে পুত্র-ভাগিনী করিয়া পরম কীর্ত্তি লাভ কর! কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাঁহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবেক সন্দেহ নাই। মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনী-কুমার-যুগলকে স্মরণ করিলেন; অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নকুল ও সহদেব নামক নিরুপম রূপ-সম্পন্ন যমজ পুত্র দুইটি উৎপাদন করিলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে, “সত্ত্বরূপগুণোপেত এই কুমারদ্বয় তেজ ও রূপসম্পত্তি-দ্বারা অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কেও অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীপ্তি পাইতেছে।”

হে বিশাম্পতে! অনন্তর শতশৃঙ্গ নিবাসী ব্রাহ্মণেরা কুমার সকলের অদ্ভুত কর্ম্ম ও ভক্তি দেখিয়া প্রীতমনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নামকরণ করিলেন; তাঁহারা কুন্তী-পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীমসেন, তৃতীয়ের নাম অর্জ্জুন এবং মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজ পুত্রের নাম নকুল ও অপর পুত্রের নাম সহদেব রাখিলেন। কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনয়-গণ বাল্যকালেই মহাবল-পরাক্রম, মহাসত্ত্ব ও মহাবীর্য্য হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা যখন এক বর্ষ বয়স্ক হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া পঞ্চবর্ষ বয়স্ক বোধ হইতে লাগিল। নরাধিপ পাণ্ডু সেই পুত্রগণকে দেবকল্প ও মহাতেজস্বী দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। পাণ্ডবগণ শতশৃঙ্গ নিবাসী মুনিদিগের ও তাঁহাদের পত্নীদিগেরও প্রীতিপাত্র হইলেন। অনন্তর পাণ্ডু পুনর্ব্বার নির্জ্জনে মাদ্রীর নিমিত্তে কুন্তীর নিকট অনুরোধ করিলেন; তখন কুন্তী উত্তর করিলেন, আমি একবার বলাতে মাদ্রী দুই পুত্র লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমি বঞ্চিতা হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে উহার পরাভব হইতে ভীতা হইতেছি, কারণ কুস্ত্রীদিগের স্বভাবই এইরূপ; আমি মূঢ়া, অগ্রে জানিতাম না যে, একবারে যুগল-দেবতা আহ্বান করিলে যুগল সন্তান হয়; অতএব আপনকার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে আর এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবেন না।

মহারাজ! এইরূপে পাণ্ডুর দেবদত্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত, কীর্ত্তিমন্ত, কুরুবংশবর্দ্ধনশীল, পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই মানবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, সোম-সদৃশ-প্রিয়দর্শন, মহাধনুর্দ্ধারী, সিংহ-দর্প, সিংহবক্ষ, সিংহসত্ত্ব, সিংহলোচন, সিংহবিক্রম, সিংহগ্রীব, সিংহবিক্রান্ত-স্থলে গমনশীল ও দৈব-সদৃশ-বিক্রমান্বিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে সমবেত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগকে ঐরূপ বর্দ্ধমান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। যেমন সলিল-মধ্যে অল্পকালেই কমল-বন বিকসিত হয়, তাহার ন্যায় সেই পঞ্চাধিক শত কৌরবেরা অল্পকালের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডু দর্শনের উপযুক্ত সেই পঞ্চপুত্রকে দর্শন করত কেবল স্ববাহুবলের আশ্রিত হইয়া সেই শৈল-মধ্যে মহারণ্যে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা প্রাণীগণের সংমোহনকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বিবিধ সুপুষ্পসমূহে সুশোভিত বনমধ্যে রাজা পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে কূজিত ভ্রমরকুলে আবৃত পলাশ, তিল, চূত, চম্পক, পারিভদ্রক, কর্ণিকার, কেশর, অতিমুক্ত, অশোক, কুরুবক, মঞ্জরিত পারিজাত বন ও অন্যান্য পাদপগণ নানাবিধ ফলপুষ্পপুঞ্জে অলঙ্কৃত হইয়াছে; কোকিল-কুল মুহুর্মুহুঃ কুহুরবে ধ্বনি করিতেছে; মধুকর-নিকর গুন্‌গুন্ শব্দে গান করিতেছে; এবং নানা স্থানীয় জলাশয় সকল প্রফুল্ল

পঙ্কজ-বনে শোভা পাইতেছে। হৃদয়োন্মাদকারী সেই বন অবলোকন করিতে করিতে পাণ্ডু-রাজার হৃদয় মন্মথের বশতাপন্ন হইল। উত্তম বসন-পরিধায়িনী মাদ্রী একাকিনী প্রফুল্লান্তঃকরণ ও দেবতার ন্যায় বিচরণকারী সেই রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন সূক্ষ্মাম্বর-পরিধানা বয়ঃস্থা মাদ্রীকে দেখিয়া, যেমন অরণ্য-মধ্যে অগ্নি উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় সেই রাজার হৃদয়ে মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি নির্জ্জন-স্থানে সেই কমল-লোচনা ললনাকে একাকিনী অবলোকন করিবামাত্র একবারে কামের বশীভূত হইলেন, কোনক্রমেই সেই কামকে বশীভূত করিতে পারিলেন না, সুতরাং অসহায়া ধর্ম্মপত্নীকে বল-পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন দেবী মাদ্রী যতদূর সাধ্য ও যতদূর বল, প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তখন কাম-বিমোহিত হইয়াছেন, সুতরাং জীবনান্তকারী পূর্ব্বোক্ত অভিশাপের ভয় তাঁহার মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইল না। হে কৌরব! তৎকালে মদনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পাণ্ডু, বিধি-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শাপজন্য ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেন জীবন-বিনাশের নিমিত্তেই বল-পূর্ব্বক মাদ্রীকে ধারণ করিয়া মৈথুন-ধর্ম্মের অনুগামী হইলেন। সেই কামাত্মা পুরুষের বুদ্ধি, সাক্ষাৎ কাল-কর্তৃক বিমোহিতা হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম মন্থন-পূর্ব্বক চৈতন্যের সহিত প্রনষ্টা হইল, সুতরাং সেই পরম ধর্ম্মাত্মা কুরুনন্দন পাণ্ডু, ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কাল-ধর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন।

অনন্তর মাদ্রী হতচেতন ভূপালকে আলিঙ্গন করিয়াই পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে দুঃখ-সূচক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুত্রগণের সহিত কুন্তী ও মাদ্রীর পুত্রদ্বয় সেই শোক-সূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া একত্র হইয়া, যেখানে রাজা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন মাদ্রী আর্ত্তস্বরে কুন্তীকে কহিলেন, তুমি একাকিনীই এস্থলে আগমন কর, বালকগণ ঐ স্থানেই থাকুক্। কুন্তী তাহা শুনিয়া বালকগণকে তথায় রাখিয়া "আমি হতা হইলাম" এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিতা হইলেন। তিনি মাদ্রীসহ পাণ্ডুকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া শোক-বিহ্বলা হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, এই জিতেন্দ্রিয় বীরকে আমি সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকি, ইনি ঋষির শাপ জ্ঞাত থাকিয়াও কি প্রকারে তোমাকে আক্রমণ করিলেন! হে মাদ্রি! এই ভূপতিকে তোমার রক্ষা করাই উচিত, তাহা না করিয়া তুমি কি নিমিত্ত নির্জ্জনে ইহাঁকে প্রলোভিত করিলে! ইনি শাপগ্রস্ত হইয়া অবধি সতত দুঃখিতান্তঃকরণে সেই শাপ চিন্তা করিতেন, তবে নির্জ্জন-স্থানে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে ইহাঁর হর্ষোদয় হইল! হে বাহ্লীকি! তুমি আমা অপেক্ষা ধন্যা ও ভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি কামাসক্ত মহীপতির প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়াছ! মাদ্রী কহিলেন, হে দেবি! আমি বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিষেধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু রাজা শাপজন্য দুরদৃষ্ট সফল করিবার নিমিত্তই আপনাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না! অনন্তর কুন্তী কহিলেন, আমি জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, প্রধান ধর্ম্মফল আমারই হইয়া থাকে, অতএব হে মাদ্রি! অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিও না; আমি পরলোকগত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইব, তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল বালককে প্রতিপালন করিও! মাদ্রী কহিলেন, আমি ভর্ত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই ইহাঁর অনুগামিনী হইব, কারণ আমি কামরসে পরিতৃপ্তা হই নাই; তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব আমাকে অনুমতি কর! এই ভরতকুল-প্রদীপ আমাতে গমন করিয়াই কাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমি যম-সদনে ইহাঁর সেই কামকে কি প্রকারে

উচ্ছিন্ন করিব! হে আর্য্যে! আমি জীবিতা থাকিলে তোমার পুত্রগণকে স্বসুত-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারিব এমত বোধ হয় না, সুতরাং সেজন্য আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারে; অতএব হে কুন্তি! তুমি আমার এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে; এই রাজা আমাকেই কামনা করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন, এই হেতু ইহাঁর শরীরের সহিত আমার এই শরীর আবৃত করিয়া দগ্ধ করিবে; হে আর্য্যে! আমার এই প্রিয়-কার্য্যটি করিতে অসম্মতা হইও না; অপিচ তুমি আমার হিতকারিণী হইয়া বালকগণের প্রতি অবহিতা হইবে, ইহা ব্যতীত আমার আর যে কিছু বলিতে হইবেক তাহা দেখি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী মদ্ররাজ-দুহিতা ইহা বলিয়া অনতিবিলম্বে চিতাগ্নিস্থ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর অনুগামিনী হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবকল্প মন্ত্রবিৎ মহর্ষি তাপসগণ পাণ্ডুর মৃত্যু দেখিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাযশস্বী মহাত্মা পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করত তাপসগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন; তিনি দারা ও বালক পুত্রগণকে এইস্থানে তোমাদের নিকট ন্যাসস্বরূপ প্রদান করিয়া এইস্থান হইতেই স্বর্গ গমন করিলেন; অতএব আইস আমরা সেই মহাত্মার স্ত্রী পুত্র ও দেহ গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজ্যে গমন করি, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উদারচিত্ত সিদ্ধ ও দেবকল্প মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুপুত্রগণকে অগ্রে লইয়া হাস্তিনপুরে গমন করিতে মানস করিলেন। তাঁহারা সেই ক্ষণেই পাণ্ডুর স্ত্রী পুত্র ও দুই মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পূর্ব্বে সতত সুখিনী থাকিয়াও অধুনা (স্বদেশ গমনে ঔৎসুক্য প্রযুক্ত) সেই দীর্ঘপথ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা অল্প বোধ করিলেন; সেই যশস্বিনী অল্পকালের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপস্থিত হইয়া নগরের প্রধান দ্বার প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাপসগণ দ্বারপালকে কহিলেন যে, রাজার নিকট আমাদের আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন কর। দ্বারপাল তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন করিয়া তাহা নিবেদন করিল। হাস্তিনপুরে সহস্র সহস্র গুহ্যকগণের ও মুনিগণের সমাগম শ্রবণ করিয়া পুরবাসী প্রজাগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। অনন্তর সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তকাল পরে পৌরগণ তাপসদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সমাগত হইতে লাগিল। বহুলযানারূঢ় সস্ত্রীক ক্ষত্রিয়গণ ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্রাহ্মণীগণ নির্গতা হইলেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও অতিশয় সমারোহ হইল; সে সময় কেহ কাহারো প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিল না, সকলেরই বুদ্ধি ধর্ম্ম-মার্গানুসারিণী হইল। শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, বাহ্লিক সোমদত্ত, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কাশিরাজ-দুহিতা এবং রাজমহিষীগণের সহিত গান্ধারীও নির্গতা হইলেন। দুর্য্যোধন-প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শত সংখ্য পুত্রও বিবিধ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া আগমন করিলেন।

পুরোহিত সহ কৌরবগণ সেই সমস্ত মহর্ষিগণকে দেখিয়া মস্তকদ্বারা অভিবাদন-পূর্ব্বক সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন; সেইরূপ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেও ভূমিতে অভিবাদন করিয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাদের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। হে প্রভো! অনন্তর ভীষ্ম চতুর্দ্দিকে জনগণকে নিঃশব্দ দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ্য-দ্বারা যথা ন্যায়ে সেই মহর্ষিগণের পূজা করিয়া রাজ্য ও রাষ্ট্রের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধতম

এক জন জটাজিনধারী মহর্ষি উত্থিত হইয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণের সম্মতিগ্রহণ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, কৌরবগণের রাজত্বের অধিকারী পাণ্ডু নামে যে নরপতি কামভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এ স্থান হইতে শতশৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলে কোন দিব্যকারণ বশতঃ সেই শতশৃঙ্গে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম হইতে এই পুত্র জন্মিয়াছেন; ইহাঁর নাম যুধিষ্ঠির। অপিচ সেই মহাত্মা রাজা পবন হইতে, বলশালী-শ্রেষ্ঠ ভীমনামা এই মহাবল পুত্র লাভ করিয়াছেন। সত্যপরাক্রম এই বালকটি দেবরাজ হইতে কুন্তী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহাঁর কীর্ত্তি সমস্ত ধনুর্দ্ধারীগণকে পরাস্ত করিবে। অপর, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে মাদ্রী যে তুইটি মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষোত্তম প্রসব করিয়াছেন, সেই পুরুষ-ব্যাঘ্রদিগকেও এই অবলোকন কর! যশস্বী পাণ্ডু ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অরণ্যচারী হইয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহবংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা পাণ্ডুর পুত্রগণের জন্ম, বৃদ্ধি ও বেদাধ্যয়ন পর্য্যালোচন করিয়া সতত পরমপ্রীতি প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ডু সাধু-পদবীতে অবস্থিত ও পুত্রলাভ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রী তাঁহাকে চিতাস্থিত ও বৈশ্বানর-মুখে আহুত হইতে দেখিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতির সহিত পতিলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের পারলৌকিক ক্রিয়া যাহা করিতে হইবেক, তাহা নির্ব্বাহ কর! তাঁহাদের এই তুই শরীর এবং জননী-সহ এই শ্রেষ্ঠ পুত্রগণ ক্রিয়া-দ্বারা অনুগৃহীত হউন। প্রেতকার্য্য নিবৃত্ত হইলে মহাযশা সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কুরুকুলধুরন্ধর পাণ্ডু পিতৃযজ্ঞ লাভ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাপসগণ কৌরবগণকে এই বাক্য বলিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচরেই গুহ্যকগণের সহিত ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ঐ ঋষি ও সিদ্ধগণকে গন্ধর্ব্ব-নগরাকার অর্থাৎ ভ্রান্তিক্রমে আকাশে ধ্বজপতাকাদি-যুক্ত যে নগর দৃষ্ট হয়, তৎ সদৃশ এবং সেইরূপ পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া সকলে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ষড়্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৬॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিতুর! রাজবিধানানুসারে রাজসিংহ পাণ্ডুর ও মাদ্রীর বিশেষরূপে সমস্ত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ কর; পাণ্ডু ও মাদ্রীর উদ্দেশে পশু, বস্ত্র, রত্ন ও বিবিধ ধন যাহাদিগের যত অভিলষিত হয়, তাহা তাহাদিগকে দান কর; কুন্তী যাহাতে মাদ্রীর সৎকার করেন তাহা কর, এবং মাদ্রীকে এরূপ সুসংবৃতা করিয়া রাখ, যে তিনি বায়ু ও সূর্য্যেরও যেন দৃষ্টিগোচর না হন। নিষ্পাপ নরাধিপতি পাণ্ডু শোচনীয় নহেন, কারণ তাঁহার সুরসুত-সদৃশ শৌর্য্যশালী পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বিতুর তাঁহাকে যথা আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের সহিত পরম পবিত্রস্থানে পাণ্ডুর সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুরোহিতেরা সত্বর হইয়া রাজপুরী হইতে পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধে পুরস্কৃত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি তাঁহার দাহার্থে আহরণ করিলেন। অনন্তর অমাত্য, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণ বসন-দ্বারা পাণ্ডুর কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া এবং বিবিধ পুষ্প, উত্তম উত্তম গন্ধদ্রব্য, মহামূল্য বস্ত্র ও মাল্য-প্রভৃতি-দ্বারা শিবিকা অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইলেন; তৎপরে সেই পরমালঙ্কৃত প্রধান যান নরগণ-যুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা মাদ্রীর সহিত সুসংবৃত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকে বহন করিতে লাগিলেন এবং শ্বেতবর্ণ ছত্র, চামরব্যজন ও নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনিতে তাঁহাকে সাতিশয় শোভান্বিত করিলেন। পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার্থে শত শত ব্যক্তি বহুসঙ্খ্য রত্ন গ্রহণ করিয়া

যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল এবং পাণ্ডুর নিমিত্ত শ্বেতচ্ছত্র, বৃহৎ চামর ও মনোহর বস্ত্র সকল আহরণ করিল। পুরোহিতগণ শুক্লবসন পরিধান করিয়া দীপ্যমান অলঙ্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই বলিয়া নরাধিপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল যে,"হে নরাধিপ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক অনাথ করিয়া কোথায় যাইবেন!" অনন্তর পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম ও বিদুর রোদন করিতে করিতে শুভগঙ্গাতীরে রমণীয় বনপ্রদেশে সমভূমিতে সত্যবাদী, সৎকর্ম্মশালী, সস্ত্রীক, নরসিংহ পাণ্ডুর শিবিকা সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা কৃষ্ণাগুরু-দ্বারা লিপ্ত, দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও সর্ব্বগন্ধে অধিবাসিত পাণ্ডুর পবিত্র দেহ স্বুবর্ণময় ঘটে আনীত সলিল-দ্বারা সেচন করিয়া শুক্লচন্দন-দ্বারা চতুর্দ্দিকে লেপন করিলেন; পরে কৃষ্ণাগুরু-মিশ্রিত তুঙ্গরস নামক গন্ধদ্রব্য-বিশেষ দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাঁহাকে দেশীয় শুক্লবসনে আচ্ছাদন করিলেন। মহামূল্য শয্যার উপযুক্ত নরাধিপ পাণ্ডু বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে যেন জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত প্রেতকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা মাদ্রীর সহিত ঘৃতাবসিক্ত ও অলঙ্কৃত রাজাকে তুঙ্গ ও পদ্ম নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত স্বুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ ও অন্য অন্য বিবিধ গন্ধদ্রব্য-দ্বারা যথাবিধানে দাহ করিতে লাগিলেন। তখন কাশিরাজ-দুহিতা কৌশল্যা উভয়ের শরীর দর্শন করিয়া মোহবশতঃ "হা পুত্র! হা পুত্র!" এই কথা বলিতে বলিতে সহসা ভূমিতে পতিতা হইলেন। পৌর ও জনপদবাসী জনগণ তাঁহাকে আর্ত্তা ও পতিতা দেখিয়া রাজভক্তি-হেতু কৃপান্বিত ও দুঃখার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তত্রত্য তির্য্যগ্‌যোনিগত সমুদায় প্রাণীগণও সেই আর্ত্তনাদ-দ্বারা যেন কাতর হইয়া মনুষ্যগণের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও সমস্ত কৌরবগণ অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দাহক্রিয়া সমাপন হইলে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও সমস্ত কুরুপত্নীগণ পাণ্ডুর উদক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। হে রাজন্! সমস্ত সচিবগণ সেই কৃতোদক শোক-বিহ্বল পাণ্ডবগণকে লইয়া শোক করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ যেমন বন্ধুগণের সহিত দ্বাদশরাত্রি ভূমিতে শয়ন করিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি নগরবাসীরাও ধরাশয্যা অবলম্বন করিলেন, এবং সেই নগরস্থ বালক পর্য্যন্ত সমস্ত প্রজাও পাণ্ডবগণের সহিত অহর্ষ, নিরানন্দ ও অস্বাস্থ্যে দ্বাদশ রাত্রি যাপন করিল।

সম্ভবপর্ব্বে একশত সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইয়া এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে রত্ননিকর ও উত্তম উত্তম গ্রাম প্রদান করিয়া পাণ্ডুর স্বধা ও অমৃতময় শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন, পরে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে লইয়া হাস্তিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ স্বীয় মৃত বন্ধুর ন্যায় সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর নিমিত্ত সর্ব্বদাই শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহর্ষি ব্যাস আসিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যাবসানে সমস্ত জনগণকে দুঃখিত দেখিয়া মোহাভিভূতা ও দুঃখশোকার্ত্তা মাতা সত্যবতীকে কহিলেন, মাতঃ! স্বুখের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে দারুণ সময় উপস্থিত হইল; দিবস সকল ক্রমে ক্রমে পাপভূয়িষ্ঠ হইতেছে; পৃথিবীর যৌবনকাল গত হইল;

অধুনা তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হইবেক না; অতঃ-পর বহু মায়াতে সমাকীর্ণ, ধর্ম্ম ক্রিয়া ও আচার বিনাশী, নানা দোষ-সমাকুল দারুণকাল উপস্থিত হইবেক; কুরুদিগের দুর্নীতি প্রযুক্ত ভূমণ্ডল উৎ-সন্নপ্রায় হইবেক; অতএব আপনি তপোবনে গমন করিয়া চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-পূর্ব্বক যোগাশ্রয় করুন! স্ববংশের ঘোর সংক্ষয় দর্শন করিবেন না। সত্য-বতী "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া অন্তঃ-পুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সুষাকে কহিলেন, হে অম্বিকে! আমি শুনিয়াছি যে, তোমার পৌত্রের দুর্নয়-হেতু স্বজনগণের সহিত ভারতগণ ও পুরবাসীবর্গ বিনষ্ট হইবেক, অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হই-লে তোমার ভাল হউক্, আইস আমরা এই পুত্র-শোকাভি-পীড়িতা কাতরা অম্বালিকাকে লইয়া বনে গমন করি। এই কথা বলিয়া সুব্রতা সত্যবতী, অম্বি-কার সহিত ভীষ্মকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিয়া দুই পুত্র-বধ সমভিব্যাহারে বন গমন করিলেন। হে ভরতসত্তম, মহারাজ! সেই দেবীরা তথায় ঘোর তপস্যাচরণ-পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া অভিলষিত সদ্গতি লাভ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ বেদ-বিহিত সংস্কার সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ-পূর্ব্বক পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগি-লেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন এবং সমস্ত বাল্য ক্রীড়াতেই তেজোদ্বারা তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেন। বেগ-বিষয়ে, লক্ষ্যবস্তু-আহরণে, সর্ব্বাগ্রে খাদ্যবস্তু-গ্রহণে ও ধূলিবিক্ষেপ-প্রভৃতি বাল্যক্রীড়া-তে ভীমসেন সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভব করিয়া বিমর্দ্দিত করিতেন। হে রাজন্! যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ হর্ষ-হেতু ক্রীড়া করিত, তখন উক্ত পাণ্ডু-তনয় তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পরস্পর অশ্লিষ্ট করিয়া দিতেন, এবং তাহাদিগের মস্তক গ্রহণ করি-য়া নিগ্রহ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করাইতেন। সেই মহাতেজ-স্বী একাধিকশত কুমারকে, বৃকোদর একাকীই অ-নায়াসে নিগ্রহ করিতেন। বলবান্ ভীম বল-পূর্ব্বক তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার করিতে করিতে ভূমিতে জানু, মস্তক ও স্কন্ধ-প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন; তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিত। তিনি জলক্রীড়া করিতে করিতে ভুজযুগলদ্বারা দশজন বালককে গ্রহণ করি-য়া জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফলচয়ন করিত, তখন ভীম সেই বৃক্ষ সকলকে পদদ্বারা প্রহার করিয়া কম্পিত করি-তেন; সেই প্রহার-বেগে অভিহত ও ঘর্ণিত হওয়া-তে বালকগণ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া ফলের সহিত পতিত হইত। ফলতঃ কুমারগণ কি বাহুযুদ্ধ কি বেগ কি শিক্ষা কিছুতেই স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক বৃকোদর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের প্রতি বৃকোদরের কোন অনি-ষ্টাচরণ করিবার মানস ছিল এমন নহে, কেবল বালকতা-প্রযুক্তই তিনি এইরূপে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত তাহাদের অতিশয় অপ্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-তেন।

অনন্তর প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন, ভীমসেনের তাদৃশ অতি-বিখ্যাত বল দেখিয়া দুষ্ট-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মহীন পাপকর্ম্ম-দর্শী দুর্য্যোধনের অজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য-লোভহেতু পা-পাচরণ করিতে মতি হইল। তাঁহার এই বিবেচনা হইল যে, পাণ্ডু-পুত্রগণের মধ্যম এই কুন্তীপুত্র বৃ-কোদর বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব ইহাকে ধূর্ত্ততা-দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে; অতি-মাত্র বল ও বিক্রমশালী মহাশূর বৃকোদর একা-কীই আমাদের সকলের সহিত স্পর্দ্ধা করে, অতএব যখন সে পুরোদ্যানে শয়ন করিয়া থাকিবেক, তখন তাহাকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিব, পরে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বল-পূর্ব্বক

বন্ধন করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য করিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই পাপাত্মা জলবিহারের নিমিত্ত গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটি-নামক স্থানে জলে ও স্থলে বস্ত্রময় ও কম্বলময় বিচিত্র মহৎ এক বাটী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে সমস্ত কাম্যবস্তুযুক্ত, উচ্ছ্রিত-পতাকা-সুশোভিত, বিবিধ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করাইল। হে ভরত-নন্দন! ঐ বাটীর নাম উদকক্রীড়ন হইল; পাককর্ম্মে কুশল পাচকগণ তাহাতে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল; পরে সমস্ত সম্পন্ন হইলে নিযুক্ত পুরুষগণ দুর্য্যোধনের নিকট তাহা নিবেদন করিল। অনন্তর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে কহিল যে, আইস আমরা সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া উদ্যান-বনশোভিত গঙ্গাকূলে গমন-পূর্ব্বক জলক্রীড়া করি। যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলে শৌর্য্যশালী কৌরবেরা পাণ্ডবগণের সহিত নগরাকার রথ ও বৃহৎকায় দেশীয় গজসমূহদ্বারা নগর হইতে নির্গত হইলেন। পরে সেই বীর-ভ্রাতৃগণ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া অনুগামী জনগণকে বিদায় করণ-পূর্ব্বক উপবন-শোভা দর্শন করিতে করিতে, সিংহ যেমন গিরি-গুহায় প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সকলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সৌধকার-কর্ত্তৃক সম্মার্জ্জিত, চিত্রকর-কর্ত্তৃক চিত্রিত, শুভ্র উপবেশনগৃহ ও গৃহচূড়া সকল বিরাজমান রহিয়াছে; তথায় গবাক্ষ ও সাঞ্চারিক জলযন্ত্র অর্থাৎ যাহাতে শতধারায় জল উত্থিত হইয়া নীহাররূপে গৃহোদর ব্যাপ্ত করে, এমত যন্ত্র সকল অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে; প্রফুল্ল কমল-বনে সমাচ্ছাদিত জলপূর্ণ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত অপূর্ব্ব শোভা-সম্পাদন করিতেছে, এবং ঋতুজ কুসুম-সমূহ-দ্বারা তত্রত্য স্থলভাগও সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ও সমস্ত কৌরবগণ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন এবং নানা স্থান হইতে উপনীত কাম্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনোরম উদ্যান-মধ্যে ক্রীড়াভিরত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমসেনের বিনাশ-বাসনায় ভক্ষ্যদ্রব্যে কালকূট মিশ্রিত করিল; তৎপরে হৃদয়ে ক্ষুর ও বাক্যে অমৃত-তুল্য সেই পাপাত্মা স্বয়ং উত্থিত হইয়া ভ্রাতা ও সুহৃদের ন্যায় ভীমসেনের মুখে বহুপরিমাণে সেই বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল। ভীমসেনও কোন দোষ বোধ না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন। তখন পুরুষাধম দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিয়া মনে মনে যেন হাসিতে লাগিল। পরে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ সকলেই প্রফুল্লান্তঃকরণে একত্র হইয়া জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। জলক্রীড়াবসানে কুরুবংশাবতংস বীরগণ শুচি বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক অলঙ্কৃত হইলেন এবং ক্রীড়া করত পরিশ্রান্ত হইয়া দিবাবসানে সেই বিহার-গৃহেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। বলবান্ ভীম জলক্রীড়াগত কুমারগণকে অধিক ব্যায়াম করাইয়া ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার অভিলাষে সেই প্রমাণ-কোটিস্থ স্থলভাগ প্রাপ্ত হইয়াই শয়ন করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন ভীম একে শ্রান্ত ও কালকূট-মদে বিমোহিত ছিলেন, তাহাতে শীতল বায়ু প্রাপ্ত এবং সর্ব্বশরীরে কালকূট ব্যাপ্ত হওয়ায় একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন দুর্য্যোধন মৃতকল্প বীর ভীমকে লতাপাশ-দ্বারা স্বয়ং বন্ধন করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

সংজ্ঞাশূন্য পাণ্ডব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগ-ভবনে নাগ-কুমারগণের উপর পতিত হইলেন। অনন্তর বহুসংখ্য মহাদংষ্ট্র বিষোল্বণ মহাবিষ নাগগণ মিলিত হইয়া ভীমকে অতিশয় দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সেইরূপে দংশিত হওয়ায় ভীমসেনের শরীরস্থ স্থাবর বিষ জঙ্গম সর্পবিষ-দ্বারা অপনীত

হইল। সেই সর্পগণের দন্ত ভীমসেনের মর্ম্মস্থলে নিপাতিত হইলেও তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলের কঠিনতা-প্রযুক্ত চর্ম্মও ভেদ করিতে পারিল না। অনন্তর কুন্তী-নন্দন চেতন প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক সেই সর্পগণকে পোথিত করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্প ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ঐ হতাবশিষ্ট ভুজঙ্গগণ দেবরাজ-সদৃশ সর্পরাজ বাসুকির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, হে বীর, নাগেন্দ্র! একজন মনুষ্য কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বদ্ধ ও জল-প্রবেশিত হইয়াছিল; আমাদের বোধ হয় সে বিষপান করিয়া থাকিবেক; কারণ যখন আমাদের নিকট পতিত হইল, তখন সে অজ্ঞান ছিল, পরে তাহাকে আমরা দংশন করিতে আরম্ভ করিলে সে সংজ্ঞালাভ-পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া স্বদেহের বন্ধনচ্ছেদন-পূর্ব্বক আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল; সেই মহাবাহুকে, আপনার জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর বাসুকি অনুগত নাগগণের সহিত তথায় আগমন-পূর্ব্বক ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমকে দেখিলেন। তখন কুন্তীর পিতার মাতামহ আর্য্যক-নামক নাগরাজ দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে দেখিয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিলেন; ইহাতে মহাযশা নাগেন্দ্র বাসুকি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া নাগরাজ আর্য্যককে কহিলেন যে, ইহাঁর প্রিয়ানুষ্ঠান কি কর্ত্তব্য? ইহাঁকে ধনসমূহ ও বহুরত্ন প্রদান কর। বাসুকির এই কথা শ্রবণ করিয়া আর্য্যক কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন কি! আপনি যখন প্রীত হইয়াছেন তখন এই কুমার রসপান করিয়া মহাবলবান্ হউক্; সেই কুণ্ডে সহস্র হস্তীর বল প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব এই বালক ঐ কুণ্ডের যত রস পান করিতে পারে, তাহা ইহাকে পান করিতে প্রদান করুন। নাগরাজ বাসুকি তাহাতে সম্মত হইলে ভীমসেন শুচি ও নাগগণ-কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরিত হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক রসপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল ভীম এক নিশ্বাসে এককুণ্ড রস পান করিয়া ফেলিলেন এবং এই রূপে অষ্টকুণ্ড পান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম মহাভুজ ভীমসেন নাগ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত দিব্যশয্যায় পরমসুখে শয়ন করিয়া থাকিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত কৌরবগণ ও ভীম ব্যতীত পাণ্ডবগণ নানাবিধ ক্রীড়া ও বিহার করিয়া রথ, অশ্ব, গজ ও অন্যান্য বিবিধ যানদ্বারা হাস্তিনপুরে প্রস্থান করিলেন; গমনকালে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ভীমসেন আমাদের অগ্রে গমন করিয়া থাকিবেক। পাপাত্মা দুর্য্যোধন তন্মধ্যে বৃকোদরকে না দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতৃগণের সহিত নগর প্রবেশ করিল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনাতে কোন পাপাচরণ জানেন না, সুতরাং স্বীয় দৃষ্টান্তদ্বারা শত্রুকেও সাধু জ্ঞান করিয়া থাকেন; সেই ভ্রাতৃবৎসল কৌন্তেয়, মাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন, মা! ভীম কি এখানে আসিয়াছে? হে শুভার্থিনি! তাহাকে এখানেও যে দেখিতেছি না, তবে সে কোথায় গমন করিয়াছে? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যানে ও বনে চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি সেই বীর বৃকোদরকে দেখিতে পাই নাই; পরিশেষে সকলে এই বিবেচনা করিলাম যে, ভীম আমাদের পূর্ব্বেই গমন করিয়াছে; হে মহাভাগে, যশস্বিনি! আমরা ব্যাকুল অন্তঃকরণে আগমন করিতেছি, অতএব বলুন, মহাবাহু ভীম এখানে আসিয়া কোথায় গমন করিয়াছে? আপনি কি তাহাকে কোথাও প্রেরণ করিয়াছেন? হে শোভনে! সেই বীরের প্রতি আমার মনের ভাবশুদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু মনে হইতেছে, ভীম প্রসুপ্ত ছিল, তাহার পর আর আইল না,

সুতরাং হত হইয়া থাকিবেক। ধীমান্ ধর্ম্মপুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী হাহাকার করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! আমি ভীমকে দেখিতে পাই নাই, ভীম আমার নিকট আইসে নাই, অতএব অনুজগণের সহিত অতি ত্বরায় তাহার অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হও! কুন্তী তাপিত-হৃদয়ে জ্যেষ্ঠ-তনয় যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলিয়া বিদুরকে আনয়ন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ ক্ষত্তঃ! ভীমসেন কোথায় গিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাই না; অপর ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদিগের সহিত উদ্যান হইতে আসিয়াছে, কেবল একমাত্র মহাবাহু ভীম আমার এখানে আইসে নাই; তাহাকে দেখিয়া দুর্য্যোধনের চক্ষুঃ কখন প্রীতিযুক্ত হয় না; ঐ সুযোধন অতিশয় ক্রূর, দুর্ম্মতি, ক্ষুদ্র, রাজ্যলুব্ধ ও চক্ষুর্লজ্জা-রহিত; সুতরাং পাছে সে জাতক্রোধ হইয়া সেই বীরকে বধ করিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত ব্যাকুল ও হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বিদুর কহিলেন, হে কল্যাণি! আপনি এরূপ কথা ব্যক্ত করিবেন না, অবশিষ্ট পুত্রগণের রক্ষা করুন, কারণ সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন তিরস্কৃত হইলে আপনকার অবশিষ্ট পুত্রগণেও প্রহার করিতে পারে। মহামুনি বলিয়াছেন যে, আপনকার পুত্রেরা দীর্ঘায়ুঃ হইবেক; অতএব আপনকার পুত্র আগমন করিয়া অবশ্যই আপনকার প্রীতি উৎপাদন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান্ বিদুর ইহা কহিয়া স্বনিকেতনে গমন করিলেন। কুন্তী চিন্তা-পরায়ণা হইয়া সুতগণের সহিত গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর অষ্টম দিবসে বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন জাগরিত হইলেন এবং তখন সেই রস জীর্ণ হওয়াতে অপ্রমেয় বলশালী হইয়া উঠিলেন। ভুজঙ্গগণ সেই পাণ্ডবকে জাগরিত দেখিয়া অব্যগ্রতা-সহকারে সান্ত্বনা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, হে মহাবাহো! তুমি যে বীর্য্যকর রসপান করিয়াছ, তাহাতে তুমি অযুত-নাগের তুল্য বলশালী ও রণস্থলে অধৃষ্য হইবে; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অদ্য তুমি এই দিব্য ও শুভ সলিল-দ্বারা স্নাত হইয়া স্বগৃহে গমন কর, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া তোমার ভ্রাতারা অনুতাপিত হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবাহু মহাবলী ভীম স্নাত ও শুচি হইয়া শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্য পরিধান-পূর্ব্বক নাগগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিলেন। পরে অরিন্দম পাণ্ডব ভুজগগণ-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দিব্যাভরণ পরিধানপূর্ব্বক নাগগণকে সম্ভাষণ করিয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে নাগলোক হইতে উত্থিত হইলেন। নাগগণ ঐ কমললোচন কুরু-নন্দনকে জল হইতে উত্থাপন-পূর্ব্বক সেই বনপ্রদেশেই রাখিলেন, পরে তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর মহাবাহু মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন তথা হইতে উত্থিত হইয়া দ্রুতগমনে জননীর নিকট আগমন করিলেন। অরিন্দম বৃকোদর, মাতাকে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাম করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক মাতা ও ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ-ভাবাপন্ন হইয়া "কি আনন্দ! কি আনন্দ!" পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। পরে মহাবল পরাক্রম ভীমসেন ভ্রাতৃগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনের কার্য্য সমস্ত কহিলেন এবং নাগলোকে গুণ বা দোষ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই সার্থক বাক্য কহিলেন যে, তুমি মৌনাবলম্বন কর; এ সমস্ত বৃত্তান্ত কোন প্রকারে ব্যক্ত করিও না, হে কৌন্তেয়গণ! এক্ষণ অবধি তোমরা পরস্পর আপনাদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা কর! মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা কহিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত সাবধানে থাকিলেন। সেই পার্থগণের যাহাতে ঔদাস্য না হয়, ধর্ম্মাত্মা বিদুর তাঁহাদিগকে এরূপ মতি প্রদান করিতেন।

তদনন্তর দুর্য্যোধন ভীমসেনের ভোজনদ্রব্যে পুন-

র্ব্বার ভয়ানক অভিনব তীক্ষ্ন বিষ প্রদান করিলেন। বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদিগের হিতাভিলাষে তাঁহাদিগকে তাহা বিদিত করিলেও বিকার-রহিত বৃকোদর সেই বিষ ভোজন করিয়া জীর্ণ করিলেন; সেই বিষ সুতীক্ষ্ন ও ভীমবিনাশী হইয়াও ভীমের বিকার জন্মাইতে পারিল না, সুতরাং ভীম তাহা জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি, পাণ্ডবগণকে নানা উপায়দ্বারা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হে অরিন্দম! পাণ্ডবগণ তাহা জানিয়াও বিদুরের মতস্থ হইয়া তাহাতে আর উষ্মা প্রকাশ করিতেন না।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ঊনত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কৃপেরও উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণন করুন; তিনি কিরূপে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিরূপেই বা অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গোতমের শরদ্বান্-নামক এক পুত্র ছিলেন; ঐ গৌতম শরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! তাঁহার ধনুর্ব্বেদে যাদৃশ বুদ্ধি ছিল, বেদাধ্যয়নে তাদৃশ বুদ্ধি জন্মে নাই; ব্রহ্মচারীগণ তপস্যাদ্বারা যেরূপ বেদ অবগত হন, সেইরূপ তিনি তপোদ্বারাই সর্ব্বাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গৌতম ধনুর্ব্বেদ-পরতা ও বিপুল-তপস্যা হেতুক দেবরাজকে অতিশয় সন্তাপিত করিয়াছিলেন। হে কৌরব! অনন্তর সুরেশ্বর-ইন্দ্র জানপদী-নাম্নী দেবকন্যাকে এই আদেশ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, তুমি গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন কর। বালা জানপদী রমণীয় গৌতমাশ্রমে গমন করিয়া ধনুর্ব্বাণধারী সেই শরদ্বান্‌কে প্রলোভিত করিতে লাগিল। গৌতম বনমধ্যে সেই অনুপম-অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্না একবসনা অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-নয়ন হইলেন; তাঁহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে পতিত হইল এবং শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। পরন্তু সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিকুমারের উত্তম জ্ঞান ও তপস্যায় দৃঢ় অধ্যবসায় থাকাতে তিনি পরম ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। হে রাজন্! তাঁহার সহসা যে বিকার জন্মিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি ধনুর্ব্বাণ, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম এবং সেই আশ্রম ও অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শুক্র শরস্তম্বে পতিত হইয়াছিল, একারণ তাহা দ্বিধাভূত হইল, তাহাতে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মিল।

অনন্তর মৃগয়ার্থে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণকারী নরপতি শান্তনুর একজন সৈনিক পুরুষ বনমধ্যে ঐ পুত্র কন্যা দেখিতে পাইল এবং তথায় ধনুর্ব্বাণ ও মৃগচর্ম্ম দেখিয়া বিবেচনা করিল যে, ইহারা ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী কোন ব্রাহ্মণের সন্তান হইবেক। তখন ঐ সৈনিক পুরুষ ধনুর্ব্বাণ ও অপত্যদ্বয় গ্রহণ করিয়া ভূপতির নিকট প্রদর্শন করিল। ভূপাল কৃপান্বিত হইয়া সেই বালক বালিকাকে গ্রহণপূর্ব্বক "ইহারা আমার সন্তান হইল" এই কথা বলিয়া স্বভবনে আগমন করিলেন।

অনন্তর প্রতীপ-পুত্র নরশ্রেষ্ঠ শান্তনু গৌতমের সেই পুত্র-কন্যাকে সমস্ত সংস্কারকার্য্যে সংস্কৃত ও প্রতিপালন-পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিলেন এবং গৌতমও সেই আশ্রম হইতে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ হইলেন।

মহীপতি শান্তনু "আমি কৃপা করিয়া এই বালক বালিকাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছি" ইহা মনে করিয়া তাহাদের কৃপ ও কৃপী এই নামই রাখিলেন। সেই স্থানে ঐ দুইটি অপত্য যে রক্ষিত হইয়াছিল, গৌতম তপস্যা-দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তথায় আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার

নিকট স্বকীয় গোত্রাদি সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি কৃপকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ, বিবিধ শস্ত্রবিদ্যা ও আর আর সমস্ত গুপ্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কৃপ অল্পকাল-মধ্যেই পরম আচার্য্য হইয়া উঠিলেন। মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ, মহাবল পাণ্ডবগণ, বৃষ্ণিগণ ও নানা দেশাগত অন্যান্য ভূপালগণ সকলেই তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৩০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষ্ম পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগ-নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, বীর্য্যশালী আচার্য্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যিনি উত্তম বুদ্ধিমান্, মহাভাগ, নানাস্ত্রপ্রয়োগে পণ্ডিত ও দেবতুল্য মহাত্মা না হন, তিনি যেন কৌরবগণকে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান না করেন, ইহা বিবেচনা করিয়া, ভরতবংশাবতংস ভীষ্ম, ভরদ্বাজ-পুত্র বেদবিশারদ ধীমান্ দ্রোণের নিকট পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণকে শিষ্যত্বরূপে সমর্পণ করিলেন। অস্ত্র-বিশারদ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগ ও মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য্য মহাত্মা ভীষ্ম-কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ প্রকারে পূজিত হইয়া পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে শিষ্যত্বরূপে গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে অশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ শিখাইলেন। হে রাজন্! সেই অপরিসীম তেজঃ-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ স্বল্পকাল-মধ্যেই সর্ব্বশস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই বীর্য্যবান্ দ্রোণ কাহার পুত্র? কিরূপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? কি প্রকারেই বা তিনি অস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা কৌরবগণকে প্রাপ্ত হইলেন? অপিচ অশ্বত্থামা নামে সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ-প্রধান তাঁহার পুত্রই বা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ সমস্ত বিস্তীর্ণরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গঙ্গাদ্বার-সমীপে ভরদ্বাজ নামে বিখ্যাত সতত সংশিতব্রত ভগবান্ মহর্ষি বাস করিতেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশে পূর্ব্বেই মহর্ষিগণের সহিত গঙ্গায় অভিষিক্ত হইতে গমন করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন রূপযৌবন-সম্পন্না মদগর্ব্বিতা ও মদভরে আলস্যযুক্তা ঘৃতাচী-নাম্নী অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিল; আবার সেই সময়ে তাহার বসন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। ধীমান্ মহর্ষি সেই বিগলিত-বসনা অপ্সরাকে দেখিয়া কাম-পরতন্ত্র হইলেন; তাঁহার মন ঘৃতাচীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হওয়াতে রেতঃস্খলন হইল। ঋষি তখন দ্রোণ-নামক যজ্ঞীয় পাত্রে ঐ রেত ধারণ করিলেন। সেই ধীমান্ ভরদ্বাজের দ্রোণমধ্যে সেই রেত হইতে দ্রোণ উৎপন্ন হইলেন। তিনি বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ পূর্ব্বে অগ্নিবেশ নামক মহাভাগ মহর্ষিকে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন; হে ভরত-সত্তম! অগ্নি হইতে উৎপন্ন সেই অগ্নিবেশ ঋষি, আপনার গুরুপুত্র দ্রোণকে সেই আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন।

পৃষত নামে এক রাজা ভরদ্বাজ ঋষির সখা ছিলেন। ভরদ্বাজের পুত্র হইবার সময়ে তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক পুত্র হইয়াছিলেন। সেই ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ পৃষত-পুত্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। হে নরেশ্বর! অনন্তর পৃষত রাজার পরলোক-প্রাপ্তি হইলে মহাবাহু দ্রুপদ, উত্তর-পাঞ্চাল দেশের রাজা হইলেন। সেই সময়ে ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষি স্বর্গারোহণ করিলেন এবং মহাতপা দ্রোণও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদ বেদাঙ্গ বিষয়ে বিদ্বান্ ও তপোবলে নিষ্পাপ সেই মহাযশা দ্রোণ, পিতার পূর্ব্ব

নিয়োগানুসারে পুত্রলোভহেতু শরদ্বৎকন্যা কৃপীকে ভার্য্যালাভ করিলেন।

তদনন্তর অগ্নিহোত্রে, বাক্-প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দমনে ও ধর্ম্মকর্ম্মে অনুরাগিণী সেই গৌতম-কন্যা কৃপী অশ্বত্থামা-নামক পুত্রলাভ করিলেন। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিল; তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে অন্তরীক্ষস্থ কোন অদৃশ্য প্রাণী কহিয়াছিলেন যে অশ্বের ন্যায় শব্দকারী এই বালকের স্থাম (শব্দ) দিগ্‌দিগন্তে গমন করাতে ইহার নাম অশ্বত্থামা হইবেক। তাহাতে ভরদ্বাজ-তনয় ধীমান্ দ্রোণ সেই পুত্রদ্বারা অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন এবং সেই স্থানেই বাস করিয়া ধনুর্ব্বেদ-পরায়ণ হইলেন।

হে রাজন্! তিনি সেই সময়ে শুনিলেন যে সর্ব্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন পরন্তপ ব্রাহ্মণ মহাত্মা জামদগ্ন্য রাম, ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রামের ধনুর্ব্বেদ ও দিব্যাস্ত্র সকলের কথা শুনিয়া তিনি তৎসমুদায় ও নীতিশাস্ত্র সকল তাঁহার স্থানে লাভ করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে সেই মহাতপা মহাবাহু ভারদ্বাজ, তপোযুক্ত ও ব্রতপরায়ণ শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া শত্রুকুল-সংহারকারী ক্ষান্ত ও দান্ত ভৃগু-নন্দনকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নাম ও অঙ্গিরার কুলে জন্ম-প্রভৃতি নিবেদন করিলেন এবং ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণ-যুগলে প্রণাম করিলেন। তৎপরে দ্রোণ, সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বন-গমনাভিলাষী মহাত্মা জামদগ্ন্যকে এই কথা বলিলেন যে হে মহামতে! আমি অযোনিজাত, ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণীতে উৎপন্ন হইয়াছি; সংপ্রতি বিত্তকামনায় এখানে আগমন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুল-মর্দ্দন মহাত্মা পরশুরাম তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, বল! রাম এই কথা বলিলে ভরদ্বাজ-তনয় সেই বিবিধ ধনদানে কৃতসংকল্প যোধপ্রধান জামদগ্ন্যকে কহিলেন, হে বিপুলব্রত! আমি অসঙ্খ্য ধনপ্রার্থনা করি। রাম কহিলেন, হে তপোধন! আমার স্বর্ণ ও অন্য ধন যে কিছু ছিল, সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি এবং এই পুর ও নগর-সমূহ-রূপ মাল্যপুঞ্জে সুশোভিতা সাগরান্তা-সমগ্রা ধরণীও কশ্যপকে দান করিয়াছি, এক্ষণে আমার কেবল অধিক-মূল্যের বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র এবং এই শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে, হে দ্রোণ! এক্ষণে অস্ত্র বা শরীর দানে উদ্যত আছি, ইহার মধ্যে তুমি কি প্রার্থনা কর শীঘ্র বল, তাহা তোমাকে দান করিতেছি। দ্রোণ কহিলেন, হে ভার্গব! প্রয়োগ, উপসংহার ও রহস্যের সহিত সমগ্র অস্ত্র অশেষরূপে আমাকে দান করুন। ভার্গব "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্র এবং রহস্য নিয়মের সহিত ধনুর্ব্বেদ অশেষরূপে প্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ, সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুপ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদের নিকট গমন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত এক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-পুত্র ভূপাল দ্রুপদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমাকে সখা বলিয়া জ্ঞান কর! সখা ভারদ্বাজ প্রীতি-পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে নরপতি পাঞ্চালরাজ সেই বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ছিলেন, সুতরাং ক্রোধ ও অমর্ষভরে জিহ্বা ও ভ্রূর বিকৃতি-পূর্ব্বক রক্তলোচন হইয়া দ্রোণকে ইহা কহিলেন, বিপ্র! তোমার বুদ্ধি সংস্কৃতা ও সমীচীনা হয় নাই, যেহেতু তুমি হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিলে যে আমি তোমার সখা; হে অল্পমতে! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী

ভূপালদিগের কখনই ঈদৃশ শ্রীহীন ও নির্ধন মনুষ্যদিগের সহিত সখ্য হয় না; কাল সমুদায় বস্তুকে জীর্ণ করেন, তদ্দ্বারা সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়; পূর্ব্বে যোগ্যতা বশত তোমার সহিত আমার সৌহৃদ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভূমণ্ডল-মধ্যে সৌহার্দ্দ কাহারো হৃদয়ে কখন অজর হইয়া থাকে না, কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হইতে থাকে, অথবা ক্রোধকর্ত্তৃক-সমূলে উন্মূলিত হয়; অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও, এক্ষণে আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করিও না! হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি কখন ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না; মূর্খ কখন বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত সখ্য করিতে পারে না; বীর্য্যহীন ব্যক্তি কখন শূরের সখা হইতে পারে না; অতএব তুমি কি জন্য পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? যাহাদের সমান ধন, যাহাদের সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর সখ্য বা বিবাদ হইতে পারে, পুষ্ট ও অপুষ্ট ব্যক্তিতে কখন সখ্য বা বিবাদ সম্ভাবনা হইতে পারে না; যেব্যক্তি শ্রোত্রিয় নয়, সে কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না, রথীর সহিত অরথী ব্যক্তি সৌহার্দ্দস্থাপন করিতে পারে না, রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য বিধান করিতে পারে না, অতএব কি নিমিত্ত তুমি পূর্ব্বের মিত্রতা ইচ্ছা করিতেছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ ভারদ্বাজ দ্রুপদের এই সকল কথা শ্রবণে ক্রোধে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন; সেই বুদ্ধিমান্ মনে মনে পাঞ্চালরাজের পরাভবের উপায় নিশ্চয় করিয়া হাস্তিনপুর-নামক কৌরবদিগের নগরে গমন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ-পুত্র হাস্তিনপুরে উপস্থিত হইয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার পুত্র প্রভাব-সম্পন্ন অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের অধ্যাপনান্তে কুন্তী-পুত্রগণকে অস্ত্রশিক্ষা করাইতেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। এইরূপে ভারদ্বাজ দ্রোণ কৃপাচার্য্যের গৃহে কিছুকাল প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিলেন। অনন্তর একদা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বীর বালকগণ মিলিত হইয়া হাস্তিনপুর হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক বীটা (গুলিকা) দ্বারা ক্রীড়া করত প্রহৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের সেই গুলিকা কূপে পতিত হইল। অনন্তর বালকগণ মনোযোগ-পূর্ব্বক সেই গুলিকা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাহাতে তাঁহারা লজ্জাভরে নতবদন হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন এবং তাহা উত্তোলন করিবার উপায় না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। এমত সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে শ্যামবর্ণ, বৃদ্ধভাবাপন্ন, কৃশ, অগ্নিহোত্র পুরস্কৃত, কৃতাহ্নিক, এক ব্রাহ্মণ সমীপস্থ রহিয়াছেন; তখন উপস্থিত কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন সুতরাং ভগ্নোৎসাহ ঐ বালকগণ সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের দর্শনমাত্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। বীর্য্যশালী দ্রোণ বালকগণকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া নিপুণতা হেতুক ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, অহো! তোমাদের ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্ এবং তোমাদের অস্ত্রশিক্ষাতেও ধিক্! যেহেতু তোমরা ভরতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই গুলিকা উত্তোলন করিতে পারিলে না; অধুনা যদ্যপি তোমরা আমার ভোজন প্রদান কর, তাহা হইলে আমি গুলিকা আর এই মুদ্রিকা উভয়ই তৃণদ্বারা উদ্ধার করিয়া দিতে পারি। অরিন্দম দ্রোণ কুমারগণকে ইহা কহিয়া সেই জলশূন্য কূপে স্বীয় অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্তীপুত্র

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি আমাদিগের নিকটে চিরস্থায়িনী ভিক্ষা লাভ করুন! এইরূপ উক্ত হইয়া দ্রোণ হাস্য-পূর্ব্বক ভরত-কুমারগণকে কহিলেন, এই এক মুষ্টি ইষীকা (বেণা) আমি অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলাম; অন্য অস্ত্রের যে বীর্য্য নাই ইহাতে তাহা নিরীক্ষণ কর! এই ইষীকাদ্বারা ঐ গুলিকা ভেদ করিয়া অন্য ইষীকাদ্বারা এই ইষীকা ভেদ করিব, আবার অপর ইষীকাদ্বারা সেই ইষীকাও বিদ্ধ করিব, এইরূপে ক্রমশ ইষীকা-সংযোগে গুলিকা গ্রহণ করিব।

অনন্তর দ্রোণ যেরূপ বলিলেন অবিকল সেইরূপই করিলেন; কুমারগণ বিস্ময়ে উন্মীলিত-লোচন হইয়া তাহা অবলোকন করিলেন এবং ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য এইরূপ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! এই মুদ্রিকাও ত্বরায় উদ্ধার করুন! অনন্তর মহাযশা প্রভু দ্রোণ সশর-শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শরদ্বারা সেই অঙ্গুরীয় বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন; পরে শর সহিত সেই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া অবিস্ময়চিত্তে বিস্ময়াবিষ্ট কুমারগণকে প্রদান করিলেন। কুমারগণ শরদ্বারা সেই মুদ্রিকা উদ্ধার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিদ্যা অন্য ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না, অতএব আপনকাকে প্রণাম করি, আপনি কে, কাহার পুত্র, জানিতে বাসনা করি, অপিচ আমরা আপনকার, কি উপকার করিব, বলুন! কুমারগণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ উত্তর করিলেন, তোমরা ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া আমার আকৃতি ও গুণের বিষয় অবিকল বর্ণন কর, তাহাতে সেই মহাতেজা ভীষ্ম আমাকে চিনিতে পারিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুমারগণ তাহা স্বীকার করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন-পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের সত্যকথা ও তাঁহার সেই প্রকার অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় নিবেদন করিলেন। ভীষ্ম বালকগণের প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে দ্রোণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে ইনিই আচার্য্য-কার্য্যের উপযুক্ত। অনন্তর শস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে সমাদর-সহকারে আনয়ন-পূর্ব্বক আগমনের হেতু নিপুণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রোণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করত কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! আমি পূর্ব্বে ধনুর্ব্বেদ ও অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছিলাম; তথায় ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশুশ্রূষায় তৎপর হইয়া বহুসম্বৎসর বাস করিলাম; তৎকালে পাঞ্চাল দেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাবসম্পন্ন যজ্ঞসেন সেই গুরুর নিকটেই অস্ত্রবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন; হে প্রভো! সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছিলেন, তাঁহার সহিত একত্র হইয়া আমি বহুকাল সুখিত ছিলাম। হে কৌরব্য! বাল্যাবস্থাবধি তাঁহার সহিত আমার একত্র অধ্যয়ন হয়, এ নিমিত্তে তিনি আমার সর্ব্বদা প্রিয়কারী ও প্রিয়বাদী সখা ছিলেন; হে ভীষ্ম! তিনি আমার প্রীতির নিমিত্তে সর্ব্বদা আমাকে এই কথা বলিতেন যে "হে দ্রোণ! আমি মহানুভব পিতার প্রিয়তম পুত্র, অতএব যখন পাঞ্চালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবেক, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম; হে সখে! আমার ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখ সকলই তোমার অধীনে থাকিবেক।" পরে যখন তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল, তখন তিনি আমা-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথা হইতে গমন করিলেন। আমি সেই অবধি নিরন্তর তাঁহার ঐ বাক্য মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি পিতার নিয়োগানুসারে পুত্রলোভ-প্রযুক্ত অনতিকেশী, মহাবুদ্ধিমতী, ব্রতপরায়ণা ও অগ্নিহোত্রে, যাগে ও ইন্দ্রিয়-দমনে নিয়ত নিরতা কৃপীকে বিবাহ করি-

লাম। কৃপী অশ্বত্থামা নামে ভীমবিক্রম আদিত্য-তুল্য তেজস্বী আমার এক ঔরস পুত্র লাভ করিলেন। ভরদ্বাজ যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও ঐ সন্তানদ্বারা আপ্যায়িত হইলাম। অশ্বত্থামা বাল্যাবস্থায় এক দিবস ধনি-পুত্রদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া এরূপ রোদন করিতে লাগিল যে তাহাতে আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়া পড়িল। স্বীয় যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী স্নাতক ব্যক্তি অবসন্ন না হন অর্থাৎ যাগশীল ব্যক্তির যদি অল্প গো থাকে, তবে তাঁহার নিকট গো প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহার ধর্ম্মলোপ হইতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি ধর্ম্মযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্তে অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করিলাম। হে গাঙ্গেয়! দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও দুগ্ধবতী একটি গো প্রাপ্ত হইলাম না। পরে অন্য বালকেরা পিষ্টোদক (তরল পিটালী) দ্বারা ঐ বালককে প্রলোভিত করিল; হে কৌরব্য! বালক অশ্বত্থামা ঐ পিষ্টজল পান করিয়া বাল্যপ্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া "আমি দুগ্ধপান করিয়াছি" ইহা বলিয়া উত্থান-পূর্ব্বক আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুত্র বালকগণে পরিবৃত ও তাহাদিগের হাস্যস্থল হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল; বিশেষত জল্পনাকারী লোকদিগের "দরিদ্র দ্রোণকে ধিক্! যিনি ধনাভাবে পানীয় দুগ্ধ প্রাপ্ত হন না, যাঁহার পুত্র দুগ্ধের তৃষ্ণায় পিষ্টোদক পান করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমি দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল" এইরূপ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইল। পরে আপনিই আপনাকে নিন্দা করত ভাবিতে লাগিলাম যে আমি ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক বর্জিত ও নিন্দিত হইয়াও বাস করিব, তথাপি ধনলোভে পাপকর্ম্ম—পরসেবা অবলম্বন করিব না; হে ভীষ্ম! পূর্ব্বে এইরূপ বিবেচনা করিয়াও আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্নীকে লইয়া পূর্ব্ব-স্নেহানুবন্ধ-প্রযুক্ত দ্রুপদরাজের নিকট গমন করিলাম; আমার সেই প্রিয়সখা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সুপ্রীতমনে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। হে প্রভো! তাঁহার সহিত একত্র বাস ও তাঁহার প্রতিজ্ঞাত সেই বাক্য স্মরণ করিতে করিতে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মিত্রতা-পূর্ব্বক কহিলাম, হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার সখা; ইহা বলিয়া সখার ন্যায় সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তাহাতে ইতরলোকের ন্যায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার এই বুদ্ধি সংস্কৃতা ও সমীচীনা নহে, হে দ্বিজ! যেহেতু তুমি আমাকে হঠাৎ কহিলে যে "আমি তোমার সখা;" কালক্রমে সকলই জীর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং সৌহার্দ্দও জীর্ণ হয়; তোমার সহিত পূর্ব্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন-সম্বন্ধ বশতই হইয়াছিল; ফলত অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সহিত, অরথী ব্যক্তি রথীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত কখন সখ্যস্থাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ? উভয়ে সমান হইলেই সখ্য হয়, পরস্পর বিসদৃশ হইলে কিরূপে সৌহার্দ্দ হইতে পারে? এই ভূমণ্ডল-মধ্যে কাহারো সৌহার্দ্দ কখন চিরস্থায়ী হয় না, কারণ কালক্রমে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে, অথবা ক্রোধদ্বারা সমূলে উন্মূলিত হয়; অতএব তুমি সেই পুরাতন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও, এখন আর তাহা বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকার করিও না; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত আমার সখ্য হইয়াছিল; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি ধনশালীর, মূর্খ ব্যক্তি বিদ্বানের এবং বীর্য্যহীন ব্যক্তি শূরের সখা হইতে পারে না, অতএব তুমি কি জন্য পূর্ব্বতন সখ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে অল্পমতে! যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভূপাল, তাঁহাদিগের কখন

ঈদৃশ শ্রীহীন দরিদ্র মনুষ্যের সহিত সখ্য হইতে পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্তে যে তোমার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না, তবে তুমি একরাত্রি যাহা ভোজন করিতে বাঞ্ছা কর, আমি তাহা প্রদান করিতে সম্মত আছি।

তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহা অচিরাৎ সম্পন্ন করিতে পারিব এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্নীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আমি দ্রুপদরাজ-কর্ত্তৃক ঐরূপ তিরস্কৃত হইয়া রোষ বশত গুণবন্ত শিষ্য সকলের প্রার্থনায় কুরুরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পরে আপনকার অভিলাষানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্তে এই রমণীয় নাগপুরে উপনীত হইলাম, সম্প্রতি কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, আপনি শরাসন হইতে গুণ উন্মোচন করুন; এই কুমারগণকে উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করুন; কুরুগৃহে পূজ্যমান হইয়া সুপ্রীতমনে ভোগ্যবস্তু সমস্ত ভোগ করুন; কুরুদিগের এই রাষ্ট্রসমেত রাজ্য ও যে কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, আপনিই সমুদায়ের রাজা-স্বরূপ হইয়া থাকুন; সমস্ত কৌরবেরা আপনকারই হইল; হে ব্রহ্মন্! আপনকার যে কিছু প্রার্থিত তাহা সিদ্ধই হইয়াছে, নিশ্চয় করুন; হে বিপ্রর্ষে! আমাদিগের ভাগ্যক্রমে আপনি মহৎ অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপনীত হইয়াছেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাতেজস্বী মনুষ্যেন্দ্র দ্রোণ ভীষ্ম-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কুরুগৃহে সমাদরের সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে আচার্য্যের শ্রান্তি দূর হইলে ভীষ্ম পৌত্রগণকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট শিষ্যত্বরূপে সমর্পণ করিলেন এবং সুপ্রীত হইয়া বিবিধ ধন দান-পূর্ব্বক তাঁহার বাসের নিমিত্তে ধনধান্যে পরিপূর্ণ সুপরিচ্ছন্ন এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ প্রফুল্লহৃদয়ে সেই কুরুকুমার পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শিষ্যত্বরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ একাকী নির্জ্জনে সমীপস্থ সেই সমস্ত কৌরবদিগকে বিশ্বস্তচিত্তে কহিলেন, হে অনঘগণ! কোন এক অভিলষিত-বিষয় আমার মনোমন্দিরে সংপূর্ণরূপে জাগরূক আছে, যখন তোমরা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইবে তখন আমার সেই অভিলাষটি পূরণ করিবে, ইহা সত্য করিয়া বল!

হে বিশাম্পতে! কৌরবগণ ইহা শুনিয়া মৌনী থাকিলেন; অনন্তর শত্রুতাপন অর্জ্জুন তাঁহার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন দ্রোণ অর্জ্জুনের মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হর্ষহেতু তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই বীর্য্যশালী দ্রোণ পাণ্ডু-পুত্রগণকে দিব্য ও মানবীয় নানা বিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তখন অন্য অন্য বহুসংখ্য রাজকুমারেরাও সমাগত হইয়া অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বৃষ্ণিবংশীয়, অন্ধকবংশীয় ও নানা দেশীয় ভূপালগণ এবং রাধানন্দন সূত-পুত্র কর্ণ দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সূত-পুত্র অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করত দুর্য্যোধনকে আশ্রয়-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা দ্রোণাচার্য্যের নিকট থাকিতেন; তিনি শিক্ষা, ভুজবল, উদ্যোগ ও অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ প্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগ সমান হইলেও তদ্বিষয়ের লাঘব ও সৌষ্ঠববিষয়ে অর্জ্জুনই সমস্ত শিষ্যগণ হইতে প্রধান হই-

লেন। তখন দ্রোণ বিবেচনা করিলেন যে কোন ব্যক্তিই শিক্ষা-বিষয়ে এই ইন্দ্র-সন্তান অর্জ্জুনের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারিবেক না; আচার্য্য দ্রোণ এইরূপে কুমারগণকে শর ও অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিনি জল আনিতে বিলম্ব হইবার নিমিত্তে সকল শিষ্যকে এক এক কমণ্ডলু অর্থাৎ ক্ষুদ্রমুখ বিশিষ্ট জলপাত্র প্রদান করিতেন এবং শীঘ্র কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামাকে একটি কলস দিতেন; ইহার তাৎপর্য্য এই, অশ্বত্থামা শীঘ্র জল আনয়ন করিলে দ্রোণ তাহাকে কোন কোন শ্রেষ্ঠ প্রকরণের উপদেশ করিতেন। পাণ্ডু-নন্দন ফাল্গুন বিতর্কদ্বারা তাঁহার ঐ কর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বারুণাস্ত্র-দ্বারা কমণ্ডলু পূরণ করিয়া আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামার সহিত এক সময়েই গুরুর নিকট উপস্থিত হইতেন; তাহাতে অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মেধাবী পার্থ কোন বিশেষ গুণ-বিষয়েও আচার্য্য-পুত্র হইতে পৃথক্ ও হীন হইলেন না। তিনি গুরুসেবায় পরম যত্ন এবং অস্ত্রশিক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগ করিতে লাগিলেন, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ ফাল্গুনকে অস্ত্রশিক্ষায় নিয়ত উদ্যুক্ত দেখিয়া সুপকারকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে তুমি কখন অন্ধকারে অর্জ্জুনকে ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করিও না এবং আমি তোমাকে যে এই কথা বলিলাম ইহাও অর্জ্জুনকে জ্ঞাত করিও না। অনন্তর একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এমত সময়ে বায়ু সঞ্চারিত হইতে লাগিল; তাহাতে প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলেও তেজস্বী অর্জ্জুন তখন অন্ধকারেই ভোজন করিতে লাগিলেন; অভ্যাস হেতু তাঁহার হস্ত মুখ ভিন্ন অন্যত্র গত হইল না; ইহাতে মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তাহা অভ্যাস-কৃত বিবেচনা করিয়া রাত্রিকালেই শরাসনদ্বারা অদৃশ্যলক্ষ্যে শরনিক্ষেপ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! আচার্য্য দ্রোণ রজনীতে তাঁহার জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন ও আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন যে তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহাতে এই ভূলোকমধ্যে অন্য কোন ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি তোমার সদৃশ না হয়, আমি তাহা করিতে যত্নবান্ হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বীর্য্যবান্ দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অশ্বে, রথে, গজে ও ভূমিতে যুদ্ধ করিতে বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন এবং গদাযুদ্ধে অসি-সঞ্চালনে, তোমর, প্রাস, শক্তি-প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অস্ত্র নিক্ষেপে ও সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে অর্থাৎ এককালীন অনেক বাণ প্রয়োগে অথবা এককালে অনেকের সহিত সংগ্রাম-বিষয়েও সুশিক্ষিত করিলেন। সহস্র সহস্র রাজা ও রাজপুত্র তাঁহার সেই কৌশল শ্রবণ করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত সমাগত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর হিরণ্যধনু-নামক নিষাদরাজের পুত্র একলব্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞ দ্রোণ "এ ব্যক্তি নিষাদ-তনয়" ইহা বিবেচনা করিয়া রাজপুত্রগণের মুখাবেক্ষায় তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না। হে পরন্তপ! একলব্য মস্তকদ্বারা দ্রোণাচার্য্যের পাদ বন্দনা করিয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক একটি মৃণ্ময় দ্রোণ-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল এবং সেই প্রতিমূর্ত্তিতে পরম আচার্য্য বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পরম শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হেতু অস্ত্র সকলের বিমোচন, আদান ও সন্ধান অতিশয় সহজ হইয়া উঠিল। অনন্তর একদা অরিমর্দ্দন কুরুপাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্য-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। হে রাজন্! তখন এক ব্যক্তি মৃগয়ার উপযোগ্য জাল-প্রভৃতি গ্রহণ-পূর্ব্বক এক কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। পরে সেই অরণ্যমধ্যে তাঁহারা সকলে যখন স্ব স্ব

কার্য্য-সাধনার্থ বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর অলক্ষিত হইয়া নিষাদের প্রতি গমন করিল এবং তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ, মললিপ্তাঙ্গ, কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধায়ী ও জটাধারী দেখিয়া তৎসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিল। নিষাদ-তনয় অস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে শীঘ্রতা প্রদর্শন করত সেই রোরুয়মান কুক্কুরের আস্যমধ্যে এককালে সপ্তশর পরিত্যাগ করিল। কুক্কুর শরপূর্ণ-বদন হইয়া পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইল। বীর পাণ্ডবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগীর অতিশয় লাঘব ও শব্দ বেধিতা অবলোকন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন পাণ্ডবগণ সেই অরণ্যবাসী অস্ত্রপ্রয়োগীকে বনমধ্যে অন্বেষণ করত দেখিতে পাইলেন, সে নিরন্তর শরনিক্ষেপ করিতেছে; পরন্তু তাঁহারা সেই বিকৃতাকার নিষাদকে চিনিতে পারিলেন না, পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কাহার পুত্র? একলব্য কহিল, হে বীরগণ! আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া ধনুর্ব্বেদে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ তাহাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট সেই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যথার্থরূপে বর্ণন করিলেন। হে রাজন্! কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন একলব্যকে স্মরণ করিতে করিতে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণয় বশত নির্জ্জনে কহিলেন, হে আচার্য্য! পূর্ব্বে আপনি একমাত্র আমাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে "আমার কোন শিষ্য তোমা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে না," তবে কেন বীর্য্যবান্ নিষাদাধিপতির পুত্র ভবদীয় শিষ্য হইয়া আমা হইতে, এমন কি, সমস্ত লোক হইতেও উৎকৃষ্ট হইল? অনন্তর দ্রোণ তাহাকে নিশ্চিতরূপে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সব্যসাচী অর্জ্জুনকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নিষাদরাজ-তনয়ের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে মললিপ্তাঙ্গ, জটিল, চীরবস্ত্রপরিধায়ী একলব্য ধনুষ্পাণি হইয়া নিরন্তর শরনিক্ষেপ করিতেছে। একলব্য সমীপাগত দ্রোণাচার্য্যকে দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া পাদগ্রহণ-পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পরে যথাবিধানে পূজা করিয়া আপনাকে শিষ্যত্বরূপে নিবেদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। হে রাজন্! অনন্তর দ্রোণ একলব্যকে কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে বেতন প্রদান কর। একলব্য তাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি বস্তু প্রদান করিব? হে ব্রহ্মবিত্তম! আপনি আমার গুরু, গুরুকে কোন বস্তুই আমার অদেয় নাই। দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে যদি তোমার অবশ্য দেয় হয়, তবে আমাকে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠটি দান কর; একলব্য সতত সত্যে রত ছিল, সুতরাং আচার্য্য দ্রোণের সেই দারুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও অদীনচিত্ত ও প্রফুল্লবদন হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করত বিচার না করিয়াই স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ছেদন-পূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিল। হে নরাধিপ! অনন্তর নিষাদরাজ-তনয় অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা ইষুবিকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র কার্য্য সাধন করিতে আর সমর্থ হইল না। তখন অর্জ্জুন প্রীতচিত্ত হইলেন; তাঁহার মনোদুঃখ দূর হইল এবং আচার্য্য দ্রোণ পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, কেহই অর্জ্জুনকে পরাভব করিতে পারিবেক না, এক্ষণে সে কথা সত্য হইল।

দুর্য্যোধন ও ভীম, দ্রোণের এই দুই শিষ্য গদাযুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিয়তই ক্রুদ্ধ থাকিতেন। অস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ক সমস্ত রহস্যজ্ঞানে অশ্বত্থামা সর্ব্বা-

পেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন। নকুল ও সহদেব অসিমুষ্টি ধারণ-বিষয়ে সমস্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলেন। যুধিষ্ঠির রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ধনঞ্জয় সকল বিষয়েই উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধি, উপায়, বল ও উৎসাহদ্বারা সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে নিপুণ ও রথ যূথপতিদিগেরও যূথপতি হইয়া আসমুদ্র ধরাতলে বিখ্যাত হইলেন। বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-সঞ্চালনে ও গুরুভক্তি-বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিল না। সকলের প্রতি সমানরূপে অস্ত্রোপদেশ হইলেও বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন সৌষ্ঠব অর্থাৎ স্থিতি মুষ্টি-প্রভৃতির শুদ্ধিদ্বারা সর্ব্বকুমারের মধ্যে অদ্বিতীয় অতিরথ বলিয়া গণ্য হইলেন। হে পরন্তপ! দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা অধিক বলশালী ভীমসেন ও কৃত-বিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! একদা দ্রোণ অস্ত্র-বিষয়ক সমুদায় বিদ্যাতে শিক্ষিত সেই সমস্ত শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া কে কিরূপ প্রহার করিতে শিখিয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কুমারগণের অজ্ঞাতসারে শিল্পকার-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি কৃত্রিম গৃধ্রপক্ষীকে লক্ষ্য-স্বরূপ করিয়া এক বৃক্ষাগ্রে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে শিষ্যদিগকে কহিলেন, কুমারগণ! তোমরা সকলেই শীঘ্র ধনুর্গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরসন্ধান-পূর্ব্বক ঐ দৃশ্যমান গৃধ্রপক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাক, আমার বাক্যের সমকালেই ঐ পক্ষীর মস্তকচ্ছেদন করিতে হইবেক। হে বৎসগণ! আমি এক এক করিয়া তোমাদের সকলকে যেরূপ নিয়োগ করিব, তোমরা তৎক্ষণাৎ সেইরূপই করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অঙ্গিরাবংশের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ প্রথমত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! শরসন্ধান কর, আমার বাক্যের অবসানেই তাহা পরিত্যাগ করিবে। পরে শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির গুরুর আদেশক্রমে প্রথমে ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! দ্রোণ, ধনুতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক অবস্থিত কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকাল পরে কহিলেন, রাজকুমার! ঐ বৃক্ষাগ্রস্থিত গৃধ্রপক্ষীকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন দেখিতেছি। দ্রোণ কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা তোমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাইতেছ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হাঁ আমি এই বৃক্ষকে, আপনকাকে, ভ্রাতৃগণকে ও পক্ষীকে দেখিতেছি। আচার্য্য-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও তিনি ঐরূপ পুনঃ পুনঃ কহিলেন; ইহাতে দ্রোণ যেন তাঁহার প্রতি অপ্রীত-চিত্ত হইয়া তিরস্কার-পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি অপসৃত হও! এ লক্ষ্য বিদ্ধ-করা তোমার কর্ম্ম নহে। অনন্তর মহাযশা দ্রোণ সকল শিষ্যের ক্ষমতা জিজ্ঞাসু হইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে এবং ভীম, নকুল, সহদেব ও ভিন্ন দেশীয় রাজকুমারগণকেও সেইরূপে শরসন্ধানে অবস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকলেই বৃক্ষাদি সমুদায় দেখিতেছি, এইরূপ উত্তর করাতে আচার্য্য-কর্ত্তৃক ঐরূপ ভর্ৎসিত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমাকে এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবেক অতএব ঐ লক্ষ্য অবলোকন কর, আমার বাক্যের সমকালেই শরত্যাগ করিবে, অধুনা শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর! সব্যসাচী অর্জ্জুন গুরুর আদেশানুসারে শরাসনে শরসন্ধান-পূর্ব্বক পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে দ্রোণ পূর্ব্বের ন্যায় কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ঐ বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে, বৃক্ষকে ও আমাকে দেখিতেছ? হে ভারত! পার্থ কহিলেন আমি কেবল পক্ষীকেই দেখিতেছি বৃক্ষকে বা আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণ সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের মধ্যে মহারথী সেই অর্জ্জুনকে কহিলেন, যদ্যপি তুমি কেবল ঐ পক্ষীকে দেখিতেছ, তবে তাহা কিরূপ দেখিতেছ,

বল। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, আমি ঐ পক্ষীর মস্তকমাত্র দেখিতেছি, গাত্র দেখিতে পাইতেছি না। অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ হর্ষে লোমাঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, এখন বাণ ত্যাগ কর! তখন পাণ্ডু-তনয় অর্জ্জুন কোন বিচারণা না করিয়াই বাণ মোচন করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ শানিত ক্ষুর-সদৃশ বাণ-দ্বারা বৃক্ষস্থিত সেই পক্ষীর মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই কর্ম্ম সুসিদ্ধ দেখিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ফাল্গুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিলেন যে দ্রুপদরাজা সহায়বর্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবেক।

হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! তাহার কিছুদিন পরে দ্রোণ শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি জল-মধ্যে যেমন অবগাহন করিয়াছেন, অমনি এক বলবান্ জলচর কুম্ভীর যেন কাল-প্রেরিত হইয়া তাঁহার জঙ্ঘার অন্তস্থান গ্রহণ করিল। দ্রোণ স্বয়ং তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াও সমস্ত শিষ্যগণকে যেন ত্বরান্বিত করত কহিলেন যে তোমরা শীঘ্র এই জলচরকে বিনাশ করিয়া আমাকে মুক্ত কর! গুরু দ্রোণ ঐ বাক্য বলিবামাত্র বীভৎসু পাঁচটি অনিবার্য্য তীক্ষ্ণ শর-দ্বারা জলমগ্ন ঐ জলচরকে বিদ্ধ করিলেন। অন্য অন্য শিষ্যেরা যেখানে যেখানে ছিল, সেই সেই স্থলেই মূঢ়ভাবে রহিল। তখন আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনকে কার্য্য-তৎপর দেখিয়া সর্ব্বশিষ্য হইতে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম বোধ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইলেন। কুম্ভীর মহাত্মা দ্রোণের জঙ্ঘা ত্যাগ-পূর্ব্বক পার্থের বাণ-দ্বারা বহুশঃ খণ্ড খণ্ড হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহামনা ভরদ্বাজ-তনয় মহাত্মা অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভো মহাবাহো! ব্রহ্মশির-নামক এই অতিদুর্দ্ধর্ষ উৎকৃষ্ট অস্ত্রটি তোমাকে প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; মনুষ্যের প্রতি কখন ইহা প্রয়োগ করিও না, কারণ ইহা অল্পতেজস্বী মানবের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইলে জগন্মণ্ডল দগ্ধ করিতে পারিবে; তাত! ত্রিলোকী-মধ্যে এই অস্ত্র অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, অতএব তুমি ইহা যত্ন-পূর্ব্বক ধারণ করিবে এবং আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর! হে বীর! যদি কখন মানুষ ভিন্ন অন্য কোন শত্রু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধস্থলে তাহার বধের নিমিত্তে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। বীভৎসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা স্বীকার করিয়া সেই পরমাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন গুরু তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন যে এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ ধনুর্দ্ধারী হইবেক না, তুমি শত্রুদিগের অজেয় ও যশস্বী হইয়া বিচরণ করিবে।

সম্ভবপর্ব্বে একশত চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোণাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে ও পাণ্ডবগণকে অস্ত্রশিক্ষা-সম্পন্ন দেখিয়া কৃপ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, ব্যাস, বিদুর ও ধীমান্ ভীষ্মের সমক্ষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস, ভূপতে! আপনকার কুমারগণ কৃতবিদ্য হইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করিলে তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন। তদনন্তর মহারাজ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-কুলতিলক, ভারদ্বাজ! আপনা হইতে অতি মহৎ কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে; সংপ্রতি আপনি অস্ত্র-পরীক্ষার যে সময় নিরূপণ করেন এবং যে স্থলে যে যে প্রকারে তাহা নির্ব্বাহ হইবেক বিবেচনা করেন, তৎ সমুদয়ের বিধান নিমিত্তে স্বয়ং আমাকে আজ্ঞা করুন; যাঁহারা অস্ত্র-প্রয়োগে পরাক্রান্ত মদীয় পুত্রদিগকে দর্শন করিবেন, আমার দর্শনশক্তি-বিরহে নির্ব্বেদ প্রযুক্ত অদ্য সেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি স্পৃহা হইতেছে। বিদুর! পূজনীয় আচার্য্য যে প্রকার বলেন, তাহা সম্পাদন কর;

ভো ধর্ম্মবৎসল! আমি বিবেচনা করি যে ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয় কার্য্য আর কিছুই হইবে না। অনন্তর বিদুর রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া বহির্গত হইলে মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ বৃক্ষ গুল্মাদি-শূন্য, বারি-প্রস্রবণ-যুক্ত ও সমতল-ভূমি দেখিয়া তাহা পরিমাণ করিলেন; অনন্তর সমাজস্থ সকলে ঘোষণাদ্বারা আহূত হইলে বাক্‌পটু আচার্য্য উত্তম নক্ষত্র-যুক্ত শুভ তিথিতে ঐ স্থানে দেবতা-উদ্দেশে যথাবিধানে উপহার প্রদান করিলেন। হে নরাধিপ! তাঁহার নিয়োজিত শিল্পকার সকল ঐ রঙ্গভূমি-মধ্যে রাজগণের ও মহিলাবর্গের নিমিত্তে শাস্ত্র দৃষ্টিক্রমে সুবিহিত, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সুশোভিত ও বিস্তীর্ণ দর্শনাগার সমস্ত প্রস্তুত করিল, এবং নগরবাসী ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তিরাও তথায় উচ্চ ও বৃহৎ বৃহৎ মঞ্চ ও শিবিকা সকল নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিল।

হে জয়শালিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কুমারগণের বিক্রম প্রদর্শনের নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণের সহিত ভীষ্ম ও আচার্য্যসত্তম কৃপকে অগ্রে করিয়া, স্থানে স্থানে মুক্তা-জালযুক্ত ও বৈদূর্য্য মণি-সুশোভিত স্বর্ণময় দিব্য দর্শনাগারে গমন করিলেন এবং মহাভাগ্যবতী গান্ধারী ও কুন্তী ইহাঁরাও দর্শনাগারে গমন করিলেন। অন্যান্য রাজমহিষীগণ দাসীগণের সহিত অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক আহ্লাদিত-চিত্তে মঞ্চে আরোহণ করিলেন; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবপত্নীরা সুমেরু-শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণ সকলে কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা-নৈপুণ্য দর্শন করিবার জন্য পুর হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক দ্রুততর বেগে তথায় সমাগত হইয়া সকলেই দর্শনের ঔৎসুক্য প্রযুক্ত ক্ষণকাল-মধ্যে একত্রিত হইলেন। তখন সংপূর্ণরূপে বাদিত বাদ্য-যন্ত্রের নিনাদে ও জনগণের কৌতূহল-কোলাহলে সেই সমাজ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর শুক্লাম্বর, শুক্ল-যজ্ঞোপবীত, শুক্লকেশ, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লমাল্য ও শুক্লচন্দনে সুশোভিত তেজঃপুঞ্জ আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পুত্রের সহিত রঙ্গভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তৎকালে বোধ হইল, যেন মঙ্গল-গ্রহের সহিত প্রভাকর সূর্য্য জলধর-বিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ-বলবান্ আচার্য্য সেই স্থলে যথাকালে দেবপূজা করিলেন, এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইলেন। অনন্তর পবিত্র পুণ্যাহ কীর্ত্তনের পর নিয়োজিত মানবগণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও তদীয় উপকরণ গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি ভরত-বংশাবতংস মহারথ ও মহাবীর্য্য কুমারগণ বদ্ধকক্ষ হইয়া অঙ্গুলিত্রাণ, তূণীর ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতা ক্রমে পরমাদ্ভুত অস্ত্রবিদ্যা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দর্শকগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি শরপতন-ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকিল, কেহ কেহ বা নির্ভয় হইয়া বিস্ময়-চিত্তে দর্শন করিতে লাগিল। কুমারগণ সত্বর-বাহী অশ্বারোহণে নামাঙ্ক শোভিত বিবিধ বাণ সকল লঘুতাপূর্ব্বক ক্ষেপণ করত লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। তখন দর্শকগণ, ধনুর্ব্বাণ-ধারি-কুমারগণের গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! তত্রস্থ অন্যান্য শত সহস্র লোক বিস্ময়ে উৎফুল্ল-লোচন হইয়া সহসা উচ্চৈঃস্বরে "সাধুসাধু" এইরূপ ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত কুমারগণ শরাসনে, রথচালনে, গজপৃষ্ঠে, অশ্বপৃষ্ঠে ও বাহুযুদ্ধে নানা প্রকার পন্থা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনরায় প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দেশানুযায়ী বিবিধ প্রকার অসি-সঞ্চালন প্রদর্শন করত সমস্ত রঙ্গভূমি-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সেই কুমার বীরগণের অসি-চর্ম্ম-প্রয়োগ-বিষয়ে দ্রুত-হস্ততা, চতুরতা, স্থিরতা, মুষ্টির দৃঢ়তা ও অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিত্য-

স্পর্দ্ধাযুক্ত দুর্য্যোধন ও বৃকোদর গদা হস্তে করিয়া একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। এক করিণীর লোভে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় যেরূপ বৃংহিত শব্দ করিতে থাকে, তাহার ন্যায় পরস্পর পৌরুষাকাঙ্ক্ষী ঐ মহাবাহু বীরদ্বয় বদ্ধ-কক্ষ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল-গদাধারী মদমত্ত কুঞ্জর-সদৃশ মহাবল সুযোধন ও ভীম দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্ত ক্রমে মণ্ডলাকারে রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এবং কুন্তী গান্ধারীর নিকটে কুমারগণের আচরিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মহাবল ভীম রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে দর্শকজনেরা পক্ষপাত-পূর্ব্বক স্নেহকারী হইয়া দুইদলে বিভক্ত হইল; কেহ কেহ কহিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর কুরুরাজ! কেহ কেহ বলিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর ভীম! এইরূপ বিপুল কোলাহল শব্দ সহসা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইল। তদনন্তর বুদ্ধিমান্ ভারদ্বাজ ক্ষুব্ধার্ণব-সদৃশ সেই রঙ্গস্থল অবলোকন করিয়া প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামাকে কহিলেন, এই ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই মহাবীর্য্য ও যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ; অতএব ইহাদিগকে নিবারণ কর, যেন রঙ্গস্থলে ইহাদিগের প্রকোপ উপস্থিত না হয়! অনন্তর প্রলয়-কালীন বায়ুদ্বারা সংক্ষোভিত উচ্চতট-বিশিষ্ট সমুদ্রের ন্যায় উন্মত্ত উদ্যত-গদাধারী ভীম ও সুযোধন উভয়েই গুরুপুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ রঙ্গস্থলের অঙ্গনে গমন-পূর্ব্বক মহামেঘ-ধ্বনি-সদৃশ বাদ্যস্বনি নিবারণ করিয়া কহিলেন, যিনি উপেন্দ্র-সদৃশ সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ-প্রধান এবং আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সেই ইন্দ্রতনয় পার্থ এক্ষণে দৃষ্ট হউন। তখন আচার্য্য-বচনানুসারে তরুণ বয়স্ক ফাল্গুন মঙ্গলাচরণান্তে জ্যাঘাত নিবারক চর্ম্মপট্টিকা ও অঙ্গুলিত্রাণ বদ্ধ করত বাণপূর্ণ তূণ, ধনু ও হিরণ্ময় কবচ ধারণ করিয়া যেন সূর্য্য-প্রভায় প্রদীপ্ত এবং ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুল্লতায় সুশোভিত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন; তাহাতে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রফুল্লতার মহাকোলাহল উঠিল এবং শঙ্খ ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল;— এই শ্রীমান্ পুরুষ কুন্তীর পুত্র, ইনি মধ্যম পাণ্ডব, ইনিই মহেন্দ্রের পুত্র, ইনিই কুরুগণের রক্ষক, ইনিই অস্ত্রধারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, ইনিই সুশীলদিগের শীলতা ও জ্ঞানের পরম আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছেন। দর্শকগণের এইরূপ বহুল বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কুন্তীর স্তন্যদুগ্ধ-যুক্ত নয়ন-নীরে বক্ষঃস্থল আর্দ্র হইল। সেই সমস্ত মহাশব্দে নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ হওয়াতে তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিদুরকে কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! কি নিমিত্তে রঙ্গস্থলে ক্ষুব্ধ সাগরের শব্দ-সদৃশ এই মহাশব্দ যেন আকাশতল ভেদ করিয়াই সহসা উত্থিত হইল? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! এই পাণ্ডুনন্দন পার্থ অর্জ্জুন কবচধারী হইয়া রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতেই এইরূপ মহাকোলাহল শব্দ উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহামতে! কুন্তীরূপ অরণি হইতে উৎপন্ন পাণ্ডবরূপ বহ্নিত্রয়-দ্বারা আমি ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হর্ষান্বিত রঙ্গস্থ লোকসমস্ত ঔৎসুক্য-প্রযুক্ত কথঞ্চিৎ অবস্থিত হইলে অর্জ্জুন আচার্য্যকে অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে লাঘব দেখাইতে লাগিলেন; তিনি আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা অগ্নি, বারুণ অস্ত্রদ্বারা জল, বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা বায়ু ও পার্জ্জন্যাস্ত্রদ্বারা মেঘসমস্ত সৃষ্টি করিলেন এবং ভৌমাস্ত্রদ্বারা ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; পার্ব্বতাস্ত্র-দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্ট হইল, আবার অন্তর্দ্ধান অস্ত্রদ্বারা অন্ত-

র্হিত হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে দীর্ঘ, ক্ষণকালের মধ্যে হ্রস্ব, ক্ষণকালের মধ্যে রথধূর্ব্বীর নিকটস্থ, ক্ষণকালের মধ্যে রথমধ্যস্থিত এবং ক্ষণকালের মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণদ্বারা পুষ্পাদি সুকুমার বস্তু, গুঞ্জা ও শরাগ্র-প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু এবং ধাতুপ্রস্তরাদি গুরুবস্তু চতুরতা সহকারে সংক্ষেপ প্রয়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহনির্ম্মিত বরাহের মুখমধ্যে যেন একবাণের ন্যায় পঞ্চবাণ সুসংযুক্ত করিয়া এককালে তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাবীর রজ্জুতে অবলম্বিত চঞ্চল গোশৃঙ্গ-কোষমধ্যে একবিংশতি শর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্ধ করিলেন। হে অনঘ! শস্ত্র-কুশল কৌন্তেয় এইরূপে ধনুর্ব্বিদ্যায়, সুমহৎ অসিসঞ্চালনে ও গদা-চালনায় বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর সেই সমস্ত যুদ্ধানুকরণকার্য্য সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং সমাজ ও বাদিত্রধ্বনি মন্দীভূত হইয়াছে, এমতসময়ে দ্বারদেশ হইতে উত্থিত শৌর্য্যবীর্য্য-সূচক বজ্রনিনাদ-সদৃশ বাহ্বাস্ফালনধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। হে বসুধাধিপ! তখন রঙ্গস্থ লোকসকল মনে করিতে লাগিল যে এ কি! হয়ত ভূধর-শ্রেণী ভগ্ন হইতেছে! কি ভূতল বিদীর্ণ হইতেছে! কি ঘন-জলধারাধর জলদমণ্ডলীতেই বা আকাশমণ্ডল পরিপূরিত হইতেছে! দর্শকগণ সকলেই এইরূপ সংশয়-চিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশের প্রতি সম্মুখীন হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ তারা-স্বরূপ হস্তা নক্ষত্র-যুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আচার্য্য দ্রোণ, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতায় পরিবৃত হইয়া সুশোভিত হইতে লাগিলেন। অমিত্রঘ্ন দুর্য্যোধন উত্থিত হইলে তাঁহার উৎসাহসম্পন্ন শতভ্রাতা অশ্বত্থামার সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; পূর্ব্বকালে দানবকুল সংহারের সময় দেবরাজ যেরূপ দেবগণে পরিবৃত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তখন গদামাত্রধারী দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ও উদ্যত অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত ভ্রাতৃগণে সমাবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দর্শক-পুরুষেরা বিস্ময়ে প্রফুল্ল-নয়নে প্রবেশ-স্থান প্রদান করিলে শত্রুপুর-বিজয়ী কর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি সহজাত কবচ ধারণ করিতেন; যাঁহার আনন সহজ কুণ্ডলে সুশোভিত হইয়াছিল; যিনি তীক্ষ্ণাংশু ভাস্করের অংশে পৃথার কন্যাকালীন গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম সিংহ ও গজেন্দ্রের সদৃশ; যাঁহার দীপ্তি দিবাকর-তুল্য, কান্তি চন্দ্র-সদৃশ এবং তেজ হুতাশন-সদৃশ; যিনি হিরণ্ময় তালবৃক্ষ-সমান দীর্ঘাঙ্গ; সেই ভাস্করাত্মজ, অপরিমিত গুণ-সম্পন্ন, সিংহ-কায়, বিশাল-লোচন, শত্রুকুল-সংহারকারী, যুবাপুরুষ, শ্রীমান্ মহাবাহু কর্ণ বদ্ধখড়্গ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করত রঙ্গমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপকে যেন অবজ্ঞার সহিত প্রণাম করিলেন। তখন রঙ্গস্থ সমস্ত লোক নিশ্চল ও স্থির-লোচনে ইনি কে, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ক্ষুব্ধ ও কৌতূহলাক্রান্ত হইল। সূর্য্যতনয় সুবক্তা ভ্রাতা কর্ণ সহোদররূপে অজ্ঞাত ইন্দ্র-তনয় অর্জ্জুনকে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, আমি সমস্ত দর্শকলোকের সমক্ষে তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্টরূপ কার্য্য করিব, অতএব তুমি আত্ম কার্য্যের প্রতি বিস্ময় জ্ঞান করিও না! হে বাগ্মিপ্রবর! সূর্য্য-নন্দনের এই বাক্য সমাপ্ত না হইতেই চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত লোক যেন যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব স্থানে আরোহণ করিল। হে

মানবশ্রেষ্ঠ! তখন দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে প্রীতির উদয় হইল, এবং অর্জ্জুনের হৃদয়ে লজ্জা ও ক্রোধ আবেশ করিল। তদনন্তর পার্থ ঐ রঙ্গস্থলে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, নিয়ত রণপ্রিয় মহাবল কর্ণ দ্রোণের অনুজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। হে ভারত! পরে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত আহ্লাদ-পূর্ব্বক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনার শুভাগমন হইয়াছে! হে মানপ্রদ! আমার সৌভাগ্যক্রমেই আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনকার অধীন; আপনি এই কুরুরাজ্য ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করুন। কর্ণ কহিলেন, আমার অন্য কিছুতে প্রয়োজন নাই, কেবল আপনকার সহিত সখ্যপ্রার্থনা করি, এবং পার্থের সহিত একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অরিন্দম! আপনি আমার সহিত বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে থাকুন, এবং বন্ধুগণের হিতকারী হইয়া সমস্ত শত্রুগণের মস্তকে পদার্পণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ আপনাকে যেন অবমানিত বোধ করিয়া, ভ্রাতৃ সমূহের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! যাহারা আহূত না হইয়া সমীপস্থ হয় এবং আহূত না হইয়া জল্পনা করে, তাহাদের যে গতি, তুমি মৎকর্ত্তৃক হত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইবে। কর্ণ কহিলেন, অর্জ্জুন! এই রঙ্গস্থল সকলের পক্ষেই সমান, অতএব আমার আগমনে তোমার হানি কি? ক্ষত্রিয়েরা বলদ্বারাই প্রধান হন, স্বতরাং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম বলেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; ভো ভারত! দুর্ব্বল ব্যক্তির আয়াস-স্বরূপ তিরস্কারে প্রয়োজন কি? যাবৎ এই গুরুর সমক্ষে নিশিত শরদ্বারা অদ্য তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎকাল যাহা বক্তব্য থাকে, তাহা বাণদ্বারাই ব্যক্ত কর!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শত্রুপুরঞ্জয় ধনঞ্জয় দ্রোণাচার্য্যের নিকট অনুজ্ঞাত ও ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক ত্বরাপূর্ব্বক আলিঙ্গিত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্তে কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। এ দিকে কর্ণ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া শরের সহিত শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সমরোদ্যত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইত্যবসরে ইন্দ্রধনুদ্বারা সুশোভিত, বিদ্যুৎ ও স্তনিতযুক্ত এবং বকশ্রেণী-দ্বারা যেন হাস্যবিশিষ্ট মেঘমণ্ডলীতে নভোমণ্ডল আবৃত হইল। অনন্তর ইন্দ্রকে স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহবশত রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া, ভাস্কর স্বীয় তনয় কর্ণের সমীপবর্ত্তী জলধরপটল বিনষ্ট করিলেন; তখন অর্জ্জুন মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ সূর্য্যকিরণে পরিবৃত হইয়া দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিলেন। যেদিকে কর্ণ, সেইস্থানে ধৃত-রাষ্ট্র-তনয়েরা এবং যেদিকে অর্জ্জুন, সেইদিকে দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম অবস্থিতি করিলেন; রঙ্গস্থল দুই অংশে বিভক্ত হইল, এবং স্ত্রীগণের দুইদল হইয়া উঠিল। কুন্তিভোজ-সুতা স্বীয় পুত্রদ্বয় কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া পরিজ্ঞাত হইয়া মোহে অভিভূতা হইলেন। সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর, পরিচারিকাদিগের সাহায্যে চন্দনোদক-দ্বারা সেই মোহাভিভূতা কুন্তীকে সচেতনা করিলেন। কুন্তী চৈতন্য লাভ করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া ভীতা হইয়া থাকিলেন, কিছুই করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিশেষত দ্বন্দ্বযুদ্ধের আচার-জ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী শারদ্বৎ কৃপ সেই বীরদ্বয়কে মহাশরাসন উদ্যত করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, এই অর্জ্জুন কুরুবংশীয় পাণ্ডুরাজার পুত্র, কুন্তীর তৃতীয় গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইনি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন; হে মহাবাহো! তুমিও যে রাজবংশের ভূষণ হইয়াছ, সেই কুল ও মাতা পিতার নাম কীর্ত্তন কর, তাহা অবগত হইলে পর পার্থ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন কি না বিবেচনা করিবেন, কারণ রাজ-কুমারেরা সামান্য-কুল-সম্ভূত সদাচার-বিহীন লোকের সহিত যুদ্ধ করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্য কৃপ এইরূপ কহিলে কর্ণের বদন লজ্জাভরে অবনত হইয়া বর্ষাম্বুদ্বারা ক্লিন্ন পদ্মের ন্যায় ম্লান হইল। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে রাজকুলজাত, শূর ও সেনানায়ক এই তিন প্রকার ব্যক্তি ভূপতি হইতে পারে; অতএব যদ্যপি অর্জ্জুন ভূপাল ভিন্ন অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষী না হন, তাহা হইলে, আমি এখনই এই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবলবান্ মহারথ শ্রীমান্ কর্ণ সেই ক্ষণেই কাঞ্চনময় পীঠে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক লাজ, কুসুম ও হিরণ্ময়-ঘট-দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ জয়শব্দের সহিত উত্তম ছত্র ও চামর-যুক্ত হইয়া কুরুনন্দন দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজশার্দ্দূল নৃপতে! আপনি যে আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিলেন, আমি ইহার সদৃশ আপনকাকে কি প্রদান করিব, বলুন; আপনি যেরূপ কহিবেন, আমি সেইরূপ করিতে সম্মত আছি। সুযোধন কহিলেন, আমি আপনার সহিত অত্যন্ত সখ্যপ্রার্থনা করি। এইরূপ উক্ত হইয়া কর্ণ প্রতিজ্ঞার সহিত তাহা স্বীকার করিলেন, এবং উভয়ে হর্ষ-পূর্ব্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বৃদ্ধ অধিরথ যষ্টি অবলম্বন করিয়া স্খলিত-উত্তরীয় বসনে কর্ণকে আহ্বান করিতে করিতে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ তাহাকে দেখিবামাত্র পিতৃগৌরব-পরবশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিষেক-জলে আর্দ্রীভূত মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন। রথসারথি অধিরথ সসম্ভ্রমে পটান্তদ্বারা স্বীয় চরণযুগল আচ্ছাদন করিয়া, রাজ্যলাভ প্রযুক্ত পরিপূর্ণার্থ কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিল এবং স্নেহে বিকলচিত্ত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক, অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত তদীয় আর্দ্রমস্তক আনন্দাশ্রু-বর্ষণদ্বারা পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিল। ভীমসেন তাহাকে অবলোকন-পূর্ব্বক কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া যেন উপহাস করত কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত নহ, তুমি শীঘ্র অশ্ব চালনার্থ আত্মকুলের অনুরূপ প্রতোদ গ্রহণ কর! রে নরাধম! কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় হুতাশন সমীপস্থ ঘৃত পান করিবার উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ তুমি অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহ। ভীমের এই কথায় কর্ণের অধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল; তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গগণস্থ দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন কোপাকুল হইয়া মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রাতৃগণরূপ-পদ্মবনের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিলেন, বৃকোদর! তোমার ঈদৃশ বাক্য বলা উপযুক্ত হয় নাই; ক্ষত্রিয়গণের বলই শ্রেষ্ঠ; নিন্দিত ক্ষত্রিয় হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে নদী ও শূরগণের উৎপত্তি-বিবরণ দুর্জ্জের; দেখ, বহ্নি সলিল হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং যে বজ্রদ্বারা দানববংশ ধ্বংস হইয়াছে, সেই বজ্র দধীচি মুনির অস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; যিনি ভগবান্ দেব-কার্ত্তিক, তাঁহারও উৎপত্তি দুর্জ্জের; কারণ তিনি অগ্নিপুত্র, কৃত্তিকাপুত্র, রুদ্রপুত্র এবং গঙ্গাপুত্র বলিয়াও বিখ্যাত হয়েন। অপিচ ইহাও তোমার শ্রুত হইয়াছে যে যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; দেখ, বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অনশ্বর অব্যয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; শস্ত্রধারি-

শ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ যজ্ঞীয় কলস হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং আচার্য্য কৃপ গৌতমের বংশে শরস্তম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করেন; অন্যের কথায় প্রয়োজন কি, তোমাদেরই যেরূপে জন্ম হয় তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। সহজাত কুণ্ডল ও কবচধারী, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, আদিত্য-সদৃশ এই ব্যাঘ্র-পুরুষ যে মৃগীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এমত সম্ভবই হয় না; ফলত এই কর্ণের বাহুবল ও আজ্ঞানুবর্ত্তী আমি এ উভয় বিদ্যমান থাকাতে এই নরেশ্বর কেবল অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার যোগ্য কি, ইনি সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তবে যদি আমার এই কার্য্য কাহারও অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি রথারোহণ করিয়া পদদ্বয়ের সাহায্যে শরাসন অবনমিত করুক। অনন্তর সমস্ত রঙ্গমধ্যে সাধুবাদ সম্বলিত মহান্ কোলাহল শব্দ উঠিল; এমত সময় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন।

অনন্তর ভূপতি দুর্য্যোধন কর্ণের করাগ্র ধারণ করিয়া দীপকাগ্নিদ্বারা আলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই রঙ্গস্থল হইতে বিনির্গত হইলেন। হে বিশাম্পতে! পাণ্ডবেরাও আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মের সহিত সকলে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন। তখন দর্শকগণ, কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহবা দুর্য্যোধনের কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। কুন্তী দিব্যলক্ষণ-সূচিত পুত্র কর্ণকে চিনিতে পারিয়া এবং তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া স্নেহ-হেতু প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রীতিযুক্তা হইলেন। হে পার্থিব! তখন কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় হইতে অর্জ্জুন নিমিত্তক ভয় অন্তর্হিত হইল; শস্ত্রবিদ্যায় শ্রমশীল বীর কর্ণও অত্যন্ত প্রিয়কথন-দ্বারা সুযোধনকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিলেন এবং যুধিষ্ঠিরেরও বোধ হইল, যে ভূমণ্ডলমধ্যে কর্ণতুল্য ধনুর্ধারী কোন ব্যক্তিই নাই।

সম্ভবপর্ব্বে একশত অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর আচার্য্য দ্রোণ, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে শিক্ষিতাস্ত্র দেখিয়া গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে দক্ষিণার উপযুক্ত বিষয় নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর তিনি শিষ্য সকলকে আনয়ন-পূর্ব্বক গুরুদক্ষিণার নিমিত্তে দেয় বস্তুর আদেশ করত কহিলেন, যে তোমরা সংগ্রামস্থলে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজয়-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, তাহা হইলেই তোমাদের পরম দক্ষিণা দেওয়া হয়। শিষ্যেরা সকলে তাহা স্বীকার করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া গুরু-দ্রোণের সহিত ত্বরাপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠেরা সকলে পাঞ্চাল দেশমধ্যে প্রহার করিতে করিতে চলিলেন, পরে মহাতেজস্বী দ্রুপদের নগর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ ও সুলোচন, ইহাঁরা ও অন্যান্য বহুবিক্রমশালী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুমারেরা "আমি প্রথমে, আমি প্রথমে" এই কথা বলিতে বলিতে উত্তম রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া নগরপ্রবেশ-পূর্ব্বক রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে পাঞ্চাল দেশীয় রাজা যজ্ঞসেন সেই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ-পূর্ব্বক আগত মহৎবল দৃষ্টি করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাসাদ হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন। কৌরবগণ সকলেই মহাশব্দপূর্ব্বক বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন দুর্জ্জয় যজ্ঞসেন, শুভ্র রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রণভূমিতে পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘোরতর শরবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন কুমারগণের দর্পোদ্রেক দেখিয়া পূর্ব্বেই মন্ত্রণা-পূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণকে কহিলেন, যে ইহাদের পরাক্রম প্রকাশের অবসানে আমরা সাহস করিব, কারণ রণ-

ভূমিতে ইহারা ভূপতি পাঞ্চালকে কদাচ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অনঘ কৌন্তেয় ইহা কহিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নগর হইতে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এ দিকে দ্রুপদ কৌরবগণকে দেখিয়া অসঙ্খ্য শরজালদ্বারা কুরুসেনা সমস্ত মোহিত করত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। কৌরবগণ যুদ্ধস্থলে রথারোহণে সমরোদ্যত একমাত্র দ্রুপদের সত্বরতা দেখিয়া ত্রাস হেতু তাঁহাকেই যেন অনেক বোধ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদভূপতির ভয়ানক শর সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ! অনন্তর পাঞ্চালগণের নিকেতনে সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল, এবং তাহাদিগের সিংহনাদ ও ধনুকের সুমহান্ জ্যানির্ঘোষ গগণতল স্পর্শ করিল। তাহাতে দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, সুবাহু, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন, ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সমরে দুর্জ্জয় মহাধনুর্ধারী পৃষত-পুত্র দ্রুপদ, বাণসমূহ-দ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ সেনাগণকে নিদারুণ পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দুর্য্যোধন, বিকর্ণ, মহাবল কর্ণ, ও নানা দেশীয় বীর রাজকুমারগণকে এবং বিবিধ সৈন্য সকলকে বাণসমূহদ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন, কাহাকেও আর তদ্বিষয়ে অতৃপ্ত রাখিলেন না। অনন্তর নগরবাসি জনগণ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় মুষল ও যষ্টিসমূহদ্বারা কৌরব্যগণকে আচ্ছন্ন করিল। হে ভারত! তখন আবাল বৃদ্ধ পৌরগণ তুমুল-যুদ্ধ শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইল; তাহাতে কৌরবগণ ধাবমান হইয়া চীৎকারপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিল। তখন পাণ্ডবেরা লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ-পূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আপনি যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া নিষেধ করিয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষক করিলেন; এবং নিয়ত সেনাগ্রগামী ভীমসেন গদা হস্তে করিয়া চলিলেন। কুন্তীপুত্র অনঘ অর্জ্জুন শত্রুগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া রথশব্দে দশদিক্ নিনাদিত করত ভ্রাতৃগণের সহিত মহাবেগে রণস্থলে আগমন করিলেন।

মকর যেমন সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দণ্ডপাণি-যম-সদৃশ মহাবাহু ভীমসেন, উদ্ধত সমুদ্রের ন্যায় শব্দায়মান পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতুল বাহুবীর্য্য-সম্পন্ন রণপণ্ডিত পৃথানন্দন ভীম স্বয়ং গজারূঢ়-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং কালরূপী হইয়া গদাপ্রহারে তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই সকল মহীধর-সদৃশ মাতঙ্গগণের মস্তক-পিণ্ড ভীমসেনের গদাপ্রহারে ভগ্ন হওয়াতে তাহারা শোণিত-প্রবাহ ক্ষরণ করিতে করিতে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনাগ্রজ বৃকোদর ভূরিভূরি গজ, অশ্ব ও রথ ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং বহুসঙ্খ্য রথি ও পদাতিগণকে যমসদনের অতিথি করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গোপালেরা যেমন দণ্ডদ্বারা পশুপালকে চালিত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন মাতঙ্গ ও রথিগণকে গদা-দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন ফাল্গুন আচার্য্য দ্রোণের প্রিয়ানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া শরসমূহদ্বারা জগপৃষ্ঠ হইতে পাঞ্চালরাজকে বিক্ষিপ্ত করিলেন; হে রাজন্! তিনি প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অশ্ব, রথ ও গজসমূহকে রণশয্যায় শায়িত করিতে লাগিলেন। অনন্তর হন্যমান সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ ত্বরাপূর্ব্বক মুখদ্বারা সিংহনাদ করিয়া বিবিধ শরসমূহ-দ্বারা পার্থকে সমাচ্ছাদিত করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই মহাঘোর-যুদ্ধ দেখিতে অতি অদ্ভুতরূপ হইয়া উঠিল। ইন্দ্রতনয় কিরিটী ঐ সিংহনাদ শুনিয়া আর

সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ মহৎ শরজাল-দ্বারা রণভূমির চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক পাঞ্চালগণকে মোহিত করিয়া তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। যশস্বী কৌন্তেয় এত শীঘ্র বাণসমূহের সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হইল না; চতুর্দ্দিকে সাধুবাদের সহিত সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। শম্বরাসুর যেমত মহেন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, তাহার ন্যায় পাঞ্চালরাজ তখন সত্যজিতের সহিত ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন মহাশর-বর্ষণে পাঞ্চালরাজকে আবৃত করিলেন; তাহাতে মহাসিংহ গজযূথপতিকে গ্রহণেচ্ছু হইলে যেরূপ হয়, সে সময় পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে সেইরূপ হলহলা শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া পাঞ্চাল-রাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন-পুত্রের ন্যায় যুদ্ধার্থ সমুপাগত অর্জ্জুন ও সত্যজিৎ উভয়ে পরস্পরের সৈন্য পরস্পর বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন মর্ম্মভেদি দশ বাণদ্বারা বলপূর্ব্বক গাঢ়রূপে সত্যজিৎকে বিদ্ধ করিলেন; ঐ ব্যাপার যেন অদ্ভুতের ন্যায় বোধ হইল। অনন্তর সত্যজিৎ তৎক্ষণাৎ শত-শায়কদ্বারা ধনঞ্জয়কে পীড়িত করিলেন। মহাবেগবান্ মহারথী ধনঞ্জয় শরবৃষ্টিতে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্জ্যা মার্জ্জন-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বেগবৃদ্ধি করিয়া লইলেন, পরে শরদ্বারা সত্যজিতের শরাসন ছিন্ন করিয়া দিয়া দ্রুপদের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সত্যজিৎ ত্বরান্বিত হইয়া অধিক বেগসাধন অন্য এক ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। পার্থ রণস্থলে তৎ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত ত্বরা-পূর্ব্বক অশ্ব, ধ্বজ, ধনু, মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথির প্রতি কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কার্ম্মুক সমুদায় ছিন্ন ও অশ্ব সকল বিনিয়োজিত হওয়াতে তিনি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন। হে রাজন্! পাঞ্চালরাজ যুদ্ধে সত্যজিৎকে বিমুখ দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রতি মহাবেগে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন; জয়শীল অর্জ্জুনও তখন ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তাঁহার ধ্বজা ও ধনু ছেদন-পূর্ব্বক ভূমিতে পাতিত করিলেন, এবং পঞ্চ শায়কদ্বারা তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর কুন্তী-পুত্র ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং সহসা লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের রথদণ্ডে উৎপতিত হইলেন। সমুদ্র বিলোড়ন-পূর্ব্বক হস্তীকে যেমন গ্রহণ করে, সেইরূপ অকুতোভয় ধনঞ্জয় দ্রুপদের রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন; তাহা দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চালগণ দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয় সমস্ত সৈন্য-সমূহ-মধ্যে স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করত সিংহনাদ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। কুমারগণ অর্জ্জুনকে আগত দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া তখন মহাত্মা দ্রুপদের নগর বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরগণের স্ব সম্পর্কীয়, অতএব তাঁহার সৈন্য বধ করিও না, কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান করা যাউক!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল ভীমসেন তখন অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় যুদ্ধবিষয়ে অপরিতৃপ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কুমারগণ রণভূমিতে যজ্ঞসেন দ্রুপদকে তাঁহার অমাত্য সহিত গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকট উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণ সেইরূপে বশতাপন্ন, ভগ্নদর্প ও হৃতধন দ্রুপদকে দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি বলপূর্ব্বক তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুরী বিম-

র্দ্দিত করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিপ্রের বশায়ত্ত স্বীয় জীবন প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের সখিত্ব কি ইচ্ছা হয়? এই কথা বলিয়া হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি প্রাণভয়ে ভীত হইও না, আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ক্ষমাশীল, হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থায় আমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল; অতএব হে জনাধিপ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্যপ্রার্থনা করিতেছি। হে রাজন্! তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইবে; হে যজ্ঞসেন! রাজা না হইলে কেহ রাজার সখা হইতে পারে না, এই নিমিত্তেই আমি তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। হে পাঞ্চাল! তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের রাজা হইবে, আমি উত্তরকূলের রাজা হইব, এক্ষণে যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমাকে সখা বলিয়া বোধ কর! দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিক্রমশালী মহাত্মা পুরুষদিগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে; আমি আপনকার দ্বারা প্রীত হইতেছি এবং আপনিও আমার দ্বারা চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করেন এরূপ ইচ্ছা করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! দ্রুপদ ইহা কহিলে দ্রোণ তাঁহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে সৎকার-পূর্ব্বক রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ গঙ্গাতীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দী দেশ ও চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পাঞ্চাল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ কাম্পিল্য নগরে দীনচিত্তে অধিবাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণের শত্রুতা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল; তিনি ক্ষত্রিয়বল-দ্বারা দ্রোণের পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মবল হইতে আপনাকে হীন বিবেচনা করিয়া পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রোণ অহিচ্ছত্র-নামক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! ধনঞ্জয় জনপদ সমেত অহিচ্ছত্রা পুরী সংগ্রামে জয় করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্ভবপর্ব্বে একশত ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আনৃশংস্য, আর্জ্জব, ভৃত্যের প্রতি অনুকম্পা ও স্থির সৌহৃদ্যগুণে উপপন্ন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির শীল, বৃত্ত ও প্রজাসমাধান-দ্বারা অচিরকাল-মধ্যেই পিতার উত্তমা কীর্ত্তিকেও তিরোহিত করিলেন। পাণ্ডুনন্দন বৃকোদর বলদেবের নিকট নিরন্তর অসি, গদা ও রথযুদ্ধবিষয়ে উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। দ্যুমৎসেন-সদৃশ বলশালী ভীমসেন উত্তম সুশিক্ষিত হওয়ায় পরাক্রম-সম্পন্ন হইয়া ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্যাচারী হইয়া থাকিলেন। ফাল্গুন ক্ষুর, নারাচ, ভল্ল, বিপাঠপ্রভৃতি ঋজু, বক্র ও বিশাল অস্ত্র সমুদায়ের প্রয়োগে এবং প্রগাঢ় দৃঢ় মুষ্টিতা ও লঘুতা-পূর্ব্বক লক্ষ্য বেধে পারদর্শী হইলেন। দ্রোণাচার্য্য স্থির করিয়াছিলেন যে লাঘব ও সৌষ্ঠব-বিষয়ে বীভৎসু-সদৃশ অন্য কেহই জগতে নাই। ইহা বিবেচনা করিয়া দ্রোণ কৌরবগণের সভামধ্যে গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভারত! পূর্ব্বকালে অগ্নিবেশ নামে বিখ্যাত অগস্ত্য মুনির শিষ্য ধনুর্ব্বেদবিষয়ে আমার গুরু ছিলেন; আমি সেই অগ্নিবেশের শিষ্য হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি তপোবলে সেই গুরুর নিকট হইতে যে বজ্র-সদৃশ ব্রহ্মশির নামে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, যাহা সমস্ত পৃথিবী দহন করিতে পারে, ঐ অস্ত্র পাত্র হইতে পাত্রান্তরে সমর্পণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ না হইবার পক্ষে যত্ন করিয়াছি। গুরু আমাকে যখন ঐ অস্ত্র প্রদান করেন,

তখন কহিয়াছিলেন যে "হে ভারদ্বাজ! তুমি অল্প-বীর্য্যশালী মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও না" হে বীর! পরে আমার নিকট হইতে তুমি সে দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অন্য কোন ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহে; কিন্তু হে বিশাম্পতে! মুনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা লঙ্ঘন করিও না, সংপ্রতি তোমার জ্ঞাতিবর্গের সমক্ষে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তদনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার অভিলষিত দানে সম্মত হইলে গুরু কহিলেন, হে অনঘ! রণস্থলে আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবে! কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন "তথাস্তু" বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিয়া উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে আপনা হইতেই এই রব হইল যে ইহলোকে অর্জ্জুনের সদৃশ ধনুর্দ্ধারী কোন ব্যক্তি নাই; কি গদাযুদ্ধ, কি অসিযুদ্ধ, কি রথযুদ্ধ, কি ধনুর্যুদ্ধ, সকল বিষয়েই ধনঞ্জয় পারগ হইয়াছেন। সহদেব দেবাধিপতি ইন্দ্ররূপ আচার্য্য দ্রোণের নিকট সমস্ত নীতিশিক্ষা করিয়া নীতি-পরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃগণের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। নকুল আচার্য্যদ্রোণের স্থানে সুশিক্ষা প্রাপ্তি-পূর্ব্বক চিত্রযোধী ও অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও ভ্রাতাদিগের প্রিয় হইয়া থাকিলেন। অর্জ্জুন-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এমত পরাক্রমশীল হইলেন যে, যিনি গন্ধর্ব্বগণের বিদ্রোহাচরণ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া তিন বৎসরকাল যজ্ঞ করিয়াছিলেন, একবারও ভীত হন নাই, সেই সৌবীরকে তাঁহারা রণশয্যায় শয়ন করাইলেন। বীর্য্যবান্ পাণ্ডু যে যবনরাজকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন তাহাকেও বশীকৃত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী করিলেন। যিনি অতিশয় বলসম্পন্ন হইয়া কুরুগণের প্রতি সর্ব্বদা গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন, সেই সৌবীর দেশাধিপতি বিতুলকে ধীমান্ অর্জ্জুন বিনাশ করিলেন। দত্তামিত্র নামে বিখ্যাত সুমিত্রসংজ্ঞক সৌবীর দেশীয় বীর সংগ্রাম করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে অর্জ্জুন শরসমূহ-দ্বারা তাহার দমন করিলেন। অর্জ্জুন, ভীমসেনকে সহায় করিয়া আপনি একরথী হইয়াও অযুতরথের সহিত পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত রাজগণকে সমরে পরাজয় করিলেন এবং সেইরূপ একরথে আরোহণ করিয়াই দক্ষিণদিক্ পরাজয়-পূর্ব্বক কুরুরাজ্যে ধনসমূহ প্রেরণ করিলেন। মানবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে এইরূপে পররাষ্ট্র পরাজয়-পূর্ব্বক স্বরাষ্ট্রের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাযোদ্ধা পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ভাব সহসা দূষিত হইল; তিনি অপার চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন, তাহাতে রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না।

সম্ভবপর্ব্বে একশত চত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বীর্য্যশালী পাণ্ডবগণ বলোদ্ধত ও মহাতেজস্বী হইয়াছেন শুনিয়া মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তাকুল হইলেন। তিনি রাজশাস্ত্রার্থে বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবগণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় আমি তাহাদের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইতেছি; অতএব হে কণিক! তাহাদের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ, ইহার অন্যতর যাহা বিধেয় হয়, নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তদনুসারে কার্য্য করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজোত্তম কণিক ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে রাজশাস্ত্রের নিদর্শনভূত তীক্ষ্ণরূপ বাক্য কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন! হে অনঘ, কুরুসত্তম! ইহা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি অসূয়া করিবেন না। রাজগণ নিত্য উদ্যতদণ্ড হইয়া স্বীয় পৌরুষ বিস্তার করিবেন এবং স্বয়ং

অচ্ছিদ্র হইয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ-পূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইবেন। রাজা নিয়ত উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিলে তাঁহাকে লোকে অতিশয় ভয় করিয়া থাকে, অতএব সকল কর্ম্ম দণ্ডদ্বারাই সম্পন্ন করিবেন। রাজা শত্রুর ছিদ্রানুসারে অনুগামী হইবেন, কিন্তু শত্রুগণ যেন তাঁহার ছিদ্র দেখিতে না পায়; কূর্ম্ম যেমত স্বীয় অঙ্গ গোপন করে, তাহার ন্যায় রাজা সহায়, সাধন ও উপায়-প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ গোপন করিয়া রাখিবেন, এবং যাহাতে শত্রুগণ তাঁহার ছিদ্রানুসারী হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া তাহা অসম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন করা কদাপি বিধেয় নহে; দেখুন, অসম্যক্‌রূপে ছিন্ন হইলে কণ্টকও চিরব্রণ উৎপাদন করিতে পারে। অপকারী শত্রুদিগের বধ করাই সম্পূর্ণরূপে প্রশংসনীয়, ঐ শত্রু যদ্যপি সম্যক্‌বিক্রান্ত ও যুদ্ধশীল হয় তবে তাহার আপৎকাল উপস্থিত হইলে ঐ সময়ে তাহাকে আক্রম করিয়া বিনষ্ট করিবেক, অথবা যাহাতে সে পলায়িত হয় তাহা করিবেক, এ বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করিবেক না। হে তাত! শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে; দেখুন, এক কণিকামাত্র অগ্নি ক্রমশ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় বন দগ্ধ করিতে পারে। সময় বিশেষে রাজা অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করিবেন, শত্রুদিগের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না এবং শুনিয়াও শুনিবেন না, তখন স্বীয় শরাসনকে তৃণময় বোধ করিবেন; কিন্তু অরণ্যশায়ী মৃগযূথের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন; পরে যখন শত্রুকে আপনার আয়ত্ত বিবেচনা করিবেন, তখন সাম দান-প্রভৃতি উপায়দ্বারা বধ করিবেন; শরণাগত বলিয়া তৎকালে তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। স্বাভাবিক শত্রুকে দানদ্বারা বশীভূত করিয়াও সংহার করিবেক, শত্রু হত হইলেই নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়, কারণ হত ব্যক্তি হইতে কোনক্রমে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদি কেহ পূর্ব্বে অপকারী থাকিয়া পরে মিত্রতা প্রকাশ করে, তাহাকেও সংহার করিবেক। শত্রুপক্ষের দুর্গপ্রভৃতি আক্রমণদ্বারা ঐশ্বর্য্য, চারপ্রয়োগদ্বারা মন্ত্র, ও বলদ্বারা উৎসাহ এই ত্রিতয় বিনষ্ট করিবেক এবং বিপক্ষের সহায়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের বিভাগ এবং বিপত্তির প্রতীকার এই পঞ্চাঙ্গ নয় এবং ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, মায়া, ঐন্দ্রজালিক কার্য্য ও বিপক্ষের অনুষ্ঠিত ঐ সকল বিষয়ে উপেক্ষা এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছিন্ন করিবেক। প্রথমত কালাকাল বিচার না করিয়া শত্রুর মূলই ছেদন করিবেক, পরে তদীয় সহায় ও পক্ষদিগকে বিনাশ করিবেক; আশ্রয়স্বরূপ মূলের সমুচ্ছেদ হইলে তদুপজীবি-সকলে হত হইবেক সন্দেহ নাই; কারণ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হইলে তাহার শাখা কখনই থাকিতে পারে না। রাজন্! শত্রুর প্রতি নিশ্চিন্ত না থাকিয়া গোপনভাবে সর্ব্বদা তাহার ছিদ্রানুসন্ধানে একাগ্র হইয়া রাজ্য করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং কাষায় বসন, জটা ও অজিন ধারণ করিয়াও অগ্রে পরপক্ষের বিশ্বাস জন্মাইয়া, পরে সময় পাইলেই বৃকের ন্যায় আক্রমণ করিবেক; যেহেতু কথিত আছে যে অর্থসঞ্চয়-বিষয়ে কুটিলতা একটি বিশুদ্ধ উপায়। যেমত ফলিতশাখা নত করিয়া পক্বফল বাছিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া শত্রু বিনষ্ট করিবেক; শত্রু বিনাশের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ এইরূপ সমারম্ভই করিয়া থাকেন। যাবৎ সময় উপস্থিত না হইবেক, সে পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেক, পরে সময় উপস্থিত হইলে প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেক। অপকারী শত্রু অতিশয় কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না, এককালে সংহারই করিবেক; তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ কদাপি বিধেয় নহে। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সাম কিম্বা দান অথবা ভেদ বা দণ্ড, যে কোন উপায়দ্বারা শত্রু ধ্বংস করিবেক।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রু বিনাশ করিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বিস্তাররূপে বল। কণিক কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে নীতি-শাস্ত্রার্থদর্শী এক শৃগাল বাস করিত; তাহার বৃত্তান্ত বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

স্বার্থ-তৎপর বুদ্ধিমান্ এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, মূষিক, বৃক ও নকুল এই চারি সখার সহিত বাস করিত। তাহারা সকলে বনমধ্যে এক বলবান্ মৃগযূথপতিকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারাতে নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! আপনি এই মৃগকে বধ করিবার নিমিত্ত অনেকবার যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু এ মৃগপতি অতিশয় বেগবান্, যুবা ও বুদ্ধিমান্, এজন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, অতএব আমি বিবেচনা করি যে ঐ মৃগ যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, তখন মূষিক গিয়া উহার চরণ ভক্ষণ করিবে; তাহার চরণ ভক্ষিত হইলে পর ঐ গমনাশক্ত মৃগকে ব্যাঘ্র গ্রহণ করিবেন; অনন্তর আমরা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাহার মাংস ভক্ষণ করিব। জম্বুকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা তদনুসারে সাবধানে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমত মূষিক মৃগের চরণ ভক্ষণ করিল; তদনন্তর ব্যাঘ্র সেই মৃগকে বধ করিল। তখন জম্বুক, সেই মৃগকলেবর ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া সকলকে কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা স্নান করিয়া আইস, আমি মৃগ-শরীর রক্ষা করিতেছি। ব্যাঘ্র-প্রভৃতি সকলে শৃগালের বাক্যানুসারে স্নান করিবার নিমিত্তে নদীতে গমন করিল; শৃগাল অতিশয় চিন্তাকুলচিত্তে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর প্রথমত মহাবল ব্যাঘ্র স্নান করিয়া তথায় আগমন করিল এবং দেখিল যে শৃগাল অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া উপবিষ্ট আছে। ব্যাঘ্র তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি আমাদের মধ্যে অতিশয় বুদ্ধিমান্, তবে কি জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছ? আইস আমরা এখন মাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো! অদ্য মূষিক যে কথা বলিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন! অদ্য আমিই এই মৃগ বধ করিয়াছি অতএব ব্যাঘ্রের বলে ধিক্ যে তিনি আমার বাহুবল আশ্রয় করিয়া অদ্য পরিতৃপ্ত হইবেন; মূষিক এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করায় ইহা আমার ভোজন করিতে অভিরুচি হয় না। ব্যাঘ্র কহিল, মূষিক এরূপ কথা বলাতে আমার এক্ষণে চৈতন্য হইল; আমি অদ্যাবধি স্ববাহুবলের আশ্রয়ে বনচরবর্গকে বধ করিব এবং সেই মাংসই ভক্ষণ করিব; এই কথা বলিয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে মূষিক তথায় উপস্থিত হইল। শৃগাল মূষিককে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক! তোমার মঙ্গল হউক, শ্রবণ কর! অদ্য নকুল ইহা বলিয়াছে যে এই মৃগ ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক হত হওয়াতে ইহার মাংস বিষস্বরূপ দুষ্পচ হইবেক, অতএব আমি ইহা ভক্ষণ করিব না, আমার ইহাতে অভিরুচিই হয় না; পরন্তু আপনি অনুমতি করুন, আমি মূষিককে ভক্ষণ করি। ইহা শুনিয়া মূষিক ত্রস্ত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে পলায়ন করিল। হে নৃপ! অনন্তর বৃক স্নান করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল অদ্য ব্যাঘ্র তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে তোমার মঙ্গল হয় এমত বোধ হয় না; তিনি সস্ত্রীক হইয়া এখানে আসিতেছেন, অতএব এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। পিশিতাসন বৃক জম্বুকের এই কথা শ্রবণমাত্র স্বজাতি সমুচিত অঙ্গ সঙ্কোচাদি-পূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া পলায়ন করিল। হে মহারাজ! তদনন্তর নকুল তথায় আগমন করিলে জম্বুক তাহাকে কহিল যে আমি স্বীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া ব্যাঘ্র বৃক-প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়াছি; তাহারা অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অভিলষিত মাংস ভক্ষণ

কর। নকুল কহিল মৃগরাজ, বৃক এবং বুদ্ধিমান্ মূষিক এই সমস্ত বীর তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং তুমি মহাবীর অতএব আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিতে সাহস করি না। নকুল এই কথা বলিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র-প্রভৃতি সকলে সে স্থান হইতে গমন করিলে জম্বুক স্বীয় মন্ত্রণা সফল হওয়ায় প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া একাকী মাংস ভক্ষণ করিল। ভূপালগণ নিরন্তর এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিলে সুখী হইতে পারেন; এইরূপে ভীরু ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া, শূরকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, লুব্ধকে অর্থ প্রদান করিয়া এবং সমান ও ন্যূন ব্যক্তিকে তেজঃ প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবেক; হে রাজন্! আপনকার নিকট এই সমস্ত নিবেদন করিলাম, অপর আরও কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন।

পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা অথবা গুরু যদ্যপি শত্রুতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও নিহত করা শুভার্থী ব্যক্তির বিধেয়। শপথ বা ধনদান-দ্বারা অথবা বিষপ্রয়োগে কিম্বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া শত্রুকে বিনাশ করিবেক, কদাচ উপেক্ষা করিবেক না। পরস্পর বিপক্ষ পক্ষদ্বয় যদ্যপি সহায় সাধনোপায়-প্রভৃতিতে সমকক্ষতা-প্রযুক্ত সংশয়াপন্ন হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদুক্ত নীতিক্রমে কার্য্য করিবে, তাহারই সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। জ্যেষ্ঠব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকে অজ্ঞ, অহঙ্কৃত ও কুপথগামী হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়ানুগত। ক্রুদ্ধ হইলেও অক্রুদ্ধের ন্যায় আকার প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কথা কহিবে এবং কোপাকুল হইয়াও কখন ভর্ৎসনা করিবে না। প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহারের সময়েও প্রিয়বাক্য কহিবেক, প্রহার করিয়া শেষে কৃপা করিবেক, শোক প্রকাশ করিবেক এবং রোদনও করিবেক। শত্রুকে বহুকাল সান্ত্বনা বাক্য, দান ও সারল্যবৃত্তি-দ্বারা আশ্বাসিত করিয়াও যখন নীতিপথ হইতে বিচলিত হইতে দেখিবে, তখন তাহাকে প্রহার করিবে। কোনব্যক্তি ঘোর অপরাধ করিয়াও যদি ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত পর্ব্বতের ন্যায় তাহার সেই দোষ সংছাদিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রাজদণ্ডে হত হইবে, তাহার গৃহদগ্ধ করিবেক এবং যাহারা কুবৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জ্জন করে তাহাদিগকে এবং নাস্তিক ও চৌরদিগকে রাজ্যমধ্যে বাস করিতে দিবে না। শত্রুকে প্রত্যুত্থান আসনপ্রভৃতি যুদ্ধের অঙ্গ অথবা বিষাদি প্রদান, যে কোন প্রকারে হউক্, অতিনিষ্ঠুর ও নিমগ্নকারী হইয়া বধ করিবেক, অর্থাৎ এরূপে প্রহার করিবেক যে সে যেন কখন আর উন্মগ্ন হইতে না পারে ও সেই বধের প্রতি সন্দেহ না থাকে। শঙ্কনীয় হউক্ অথবা নাই হউক্, সকল ব্যক্তি হইতেই সর্ব্বপ্রকারে শঙ্কা করিবেক; কারণ কোনব্যক্তির প্রতি শঙ্কাশূন্য হইয়া থাকিলে পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তি হইতে যদি ভয় উৎপন্ন হয় তবে সমূলে উচ্ছিন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অবিশ্বস্ত লোককে বিশ্বাস করিবেক না এবং বিশ্বস্ত হইলেও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে হয়। চারগণকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে নিযুক্ত রাখিবেক; পররাষ্ট্রে পাষণ্ড তাপসপ্রভৃতিকেই নিযুক্ত করিবেক। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবায়তন, পানালয়, পথবিশেষ, যাগস্থান, কূপ, পর্ব্বত, বন, নদী ও সর্ব্বপ্রকার জনতাস্থল এই সকল স্থানে এবং মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, ভূপাল, দ্বারপাল, শিক্ষক, কারাগার-রক্ষক, দ্রব্য-সঞ্চয়কারী, কার্য্যাকার্য্যের নিযোক্তা, নগরাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্ম্মাতা, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, সভাধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, অস্ত্রপাল, রাষ্ট্রের সীমাপালক, ও সেনাপতি এই অষ্টাদশ তীর্থে চার নিয়োজিত করিয়া কার্য্যাকার্য্য দর্শন করিবেক। সর্ব্বদা বাক্যে বিনয়ী অথচ হৃদয়ে ক্ষুরসদৃশ হইবেক,

এবং অত্যন্ত রৌদ্রকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ও হাস্য-পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিবেক। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহার অঞ্জলি, শপথ, সান্ত্বনা, মস্তক-দ্বারা পাদবন্দন ও আশাদান এই সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরূপবৃক্ষ আশাদানাদি-রূপ সুন্দরপুষ্পযুক্ত অথচ নিষ্ফলরূপে প্রতীয়মান হইবেক, ফলবান্‌রূপে প্রতীয়মান হইলেও দুরা-রোহণীয় হইবেক এবং পক্কবৎ হইয়াও অপক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক; এরূপ হইলে কদাচ জীর্ণ হইবেক না। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে ত্রিবিধ পীড়া ও ত্রিবিধ ফল আছে; তন্মধ্যে ফলগুলিকেই শুভজ্ঞান করিবেক এবং পীড়াগুলি পরিহার করি-বেক। দেখুন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত নিরত ব্যক্তিকে অর্থপীড়ায় ও কামপীড়ায় নিগৃহীত করে; অর্থে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মপীড়ায় ও কামপীড়ায় পীড়িত হয় এবং কামাচারে অত্যন্ত রত ব্যক্তিকেও ধর্ম্মপীড়া ও অর্থপীড়া নিগৃহীত করিতে থাকে; অতএব যাহাতে পীড়াজনক না হয় এরূপে ধর্ম্মার্থ-কামের অনুষ্ঠান করিবেক। অহঙ্কারশূন্য, নিয়মো-পেত, সান্ত্বযুক্ত, অসূয়া-রহিত, কার্য্যদর্শী ও শুদ্ধাত্মা হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেক। যখন আপনি হীনাবস্থায় পতিত হইবে, তখন মৃদু বা দারুণ যে কোন কর্ম্মদ্বারা হউক আপনাকে উদ্ধার করিবেক, পরে যখন সমর্থ হইবে তখন ধর্ম্মাচরণ করিবেক। মনুষ্য সংশয়ারূঢ় না হইলে শ্রেয়ো-ভাজন হইতে পারে না; কিন্তু সংশয়াপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকে, তবেই উত্তম সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। যাহার বুদ্ধি শোকাদিদ্বারা পরিভূত হয়, তাহাকে নলোপাখ্যান-প্রভৃতি অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া ও দুর্ব্বুদ্ধি-ব্যক্তিকে কালান্তরে তোমার মঙ্গল হইবেক ইত্যাদি আশাপ্রদর্শন-দ্বারা এবং পণ্ডিতকে সন্তোষজনক বর্ত্তমান কার্য্যদ্বারা সান্ত্বনা করিবেক। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া কৃতকৃত্যের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করে, সে, যেমন বৃক্ষাগ্রে শয়ান ব্যক্তি পতিত হইয়া প্রতি-বুদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। রাজা অসূয়াশূন্য হইয়া নিরন্তর মন্ত্রসং-গোপনে যত্নবান্ হইবেন এবং স্বয়ং চারচক্ষু হইয়া বিপক্ষ-প্রেরিত-চারের আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভয়ক্রোধা-দির আকার সম্বরণ করিয়া রাখিবেন। মৎস্যঘাতী যেমন হিংসা না করিয়া মহতী শ্রী লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ রাজা সুদারুণ কর্ম্ম ও শত্রুর মর্ম্ম-চ্ছেদ না করিয়া সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন না। শত্রুকে কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, ও অন্নপান-বর্জিত করিয়া তাহার বল নিঃসন্দেহরূপে শেষ করত বিনষ্ট করিবেক। অর্থবান্ ব্যক্তির প্রতি অর্থার্থী পুরু-ষের সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই, একারণ অর্থবান্ ব্যক্তি অর্থার্থী পুরুষের নিকট গমন করে না; অত-এব শত্রুকে বশতাপন্ন করিবার নিমিত্তে যথাবিহিত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেক, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখিবেক না। ঐশ্বর্য্যকামী মহীপতি অসূয়াশূন্য হইয়া সহায়-সাধনোপায়-প্রভৃতি সংগ্রহ-পূর্ব্বক বিগ্রহে যত্ন করিবেন এবং যত্নসহকারে তদ্বিষয়ে উৎসাহ করিবেন। নীতিমান্ ব্যক্তি এমত কার্য্য করিবেন যে তাহা কি মিত্র, কি শত্রু, কোন লোকই অগ্রে বুঝিতে না পারে; পরন্তু যখন কার্য্য আরব্ধ বা পর্য্যবসিত হইবেক তখন তাহারা দেখিতে পাই-বেক। যাবৎকাল ভয় উপস্থিত না হইবে তাবৎ ভীত ব্যক্তির ন্যায় প্রতীকার চিন্তা করিবেক; কিন্তু ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভয়ের ন্যায় হইয়া প্রহার করিবেক। দণ্ডদ্বারা বশীভূত শত্রুর প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে, সে ব্যক্তি অশ্বতরীর গর্ভধারণের ন্যায় স্বীয় মৃত্যুকে আহ্বান করে। অনাগত কার্য্যকে উপ-স্থিত কার্য্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন সমস্ত অনু-ষ্ঠান করিবেক, নতুবা হঠাৎ উপস্থিত কার্য্য-সময়ে বুদ্ধিনাশ হইয়া কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য অতিক্রম হইতে পারে। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ভূপতি দেশ কাল বিভাগ করিয়া যত্ন-সহকারে উৎসাহ করিবেন এবং

দৈব-কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এ সমস্তও দেশকাল বিভাগ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হইবেক কারণ এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে দেশ ও কাল এই দুইটি অতিশয় শ্রেয়ঃসাধন। শত্রু ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিলে, সে তালবৃক্ষের ন্যায় ক্রমে মূল বিস্তীর্ণ করিতে থাকে এবং অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় অনতিদীর্ঘকালমধ্যে মহাবিস্তীর্ণ হয়। যেমন অল্প অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিলে, সেই অগ্নি বৃহৎ বস্তুসমূহ আক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আপনাকে সহায়াদিদ্বারা বর্দ্ধিত করে, সে বর্দ্ধমান হইয়া বিপক্ষ-নিচয় অতিবড় হইলেও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে। শত্রুকে এরূপ আশা প্রদান করিবে যে তাহা দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে, পরে সেই কাল উপস্থিত হইলে কোন এক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নিরস্ত রাখিবেক; সেই প্রতিবন্ধকেরও কোন কারণ নির্দ্দেশ করিবেক এবং সেই কারণেরও কারণান্তর দেখাইয়া তাহাকে নিরাকৃত করিবেক। নীতিজ্ঞ ভূপতি নিশিত, কোষাবৃত, লোমহারী ও যথাকালে কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষুরের ন্যায় হইয়া অর্থাৎ নির্দ্দয়, গুপ্তাশয়, অনুলোমসংহারী ও কালাপেক্ষী হইয়া শত্রুদিগের প্রাণসংহার করিবেন। অতএব হে কুরুকুলভূষণ! পাণ্ডবগণের কি অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি ন্যায়ানুযায়ী ব্যবহার করত এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে অনুতাপে মগ্ন হইতে না হয়। হে নরাধিপ! আমার এই নিশ্চয় বোধ আছে যে আপনি ধনপুত্রাদি সর্ব্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ, অতএব পাণ্ডবগণ হইতে আপনাকে সংরক্ষিত করুন। হে অরিন্দম, নরপতে! যেহেতুক পাণ্ডুতনয়েরা ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অতিশয় বলশালী হইয়াছেন একারণ যাহা কর্ত্তব্য সুস্পষ্টরূপে বলিলাম, আপনি পুত্রদিগের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া যথা কর্ত্তব্য বিষয়ে এমত যত্নবান্ হউন, যাহাতে পাণ্ডবগণ হইতে ভয়প্রাপ্তি না হয়, এবং পশ্চাৎ তাপ না জন্মে, এরূপ নীতিমার্গ অবলম্বন করুন।

কণিক এইরূপ কহিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন এবং কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলেন।

একশত একচত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্ভবপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ১৪১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবলপুত্র শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া এক কুমন্ত্রণা করিলেন— তাঁহারা কৌরব-ভূপতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক সপুত্রা কুন্তীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সেই দুষ্টাত্মাদিগের ইঙ্গিত ও অভিপ্রায়-বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী বিদুর, নেত্রবিকারাদি আকারদ্বারা ঐ মন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন। পাণ্ডবগণের হিতৈষী সমস্ত জ্ঞেয়বস্তুর বিশেষজ্ঞ পাপস্পর্শশূন্য বিদুর, পুত্রগণের সহিত কুন্তীর পলায়ন করাই উচিত, ইহা বিবেচনা করিলেন। পরে বাতবেগ-সহনশীল, ঊর্ম্মিদ্বারা দুরাধৃষ্য, যন্ত্রযুক্ত, দৃঢ় ও পতাকান্বিত এক নৌকা প্রস্তুত করিয়া কুন্তীকে কহিলেন, হে শুভে! ধৃতরাষ্ট্র এই কুলের কীর্ত্তি ও সন্ততি-নাশক হইয়াছেন—ইনি বিপরীত বুদ্ধিবশত শাশ্বতধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন; যাহা হউক, আমি তরঙ্গ ও পবনের বেগসহনক্ষম এই নৌকাখানি বারিপথে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, ইহাদ্বারা তুমি পুত্রগণের সহিত মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবে।

হে ভরতর্ষভ! যশস্বিনী কুন্তী সেই বাক্য শ্রবণে ব্যথিতহৃদয়া হইয়া পুত্রগণের সহিত নৌকারোহণপূর্ব্বক গঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন; পরে পাণ্ডবগণ বিদুরের বাক্যানুসারে নৌকা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনাদির প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এ দিকে কোন কারণ বশত এক নিষাদী পঞ্চ পুত্রের সহিত, পাণ্ডবগণের দাহার্থে নির্ম্মিত সেই জতুগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল; সে নিরপরাধিনী হইয়াও পুত্রগণের সহিত

দগ্ধ হইল এবং দাহ করণার্থ নিযুক্ত সেই ম্লেচ্ছাধম পাপাত্মা পুরোচনও তথায় দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অভীষ্টসিদ্ধ না হওয়ায় তাহারা অনুচরবর্গের সহিত বঞ্চিত হইল। মহাত্মা পাণ্ডবেরা বিদুরের মন্ত্রণানুসারে অক্ষতশরীরে জননীর সহিত যে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য লোক সকল জানিতে না পারিয়া বারণাবত নগরে জতুগৃহ দগ্ধ হইতে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে শোক-প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিল, তাহা রাজা-ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানাইবার নিমিত্তে এই সংবাদ পাঠাইল যে হে কৌরব্য! আপনকার মহতী কামনা সুসিদ্ধ হইয়াছে, আপনি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন—পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, কুরুসত্তম ভীষ্ম, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা বান্ধবগণের সহিত শোকপ্রকাশ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের মোচন-বৃত্তান্ত বিস্তাররূপে পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ক্রূর-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট তাঁহাদিগের সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর কর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ, ভূপাল! জতুগৃহদাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দুর্ম্মতি-দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অতিশয় বলবান্ ও ধনঞ্জয়কে কৃতবিদ্য দেখিয়া অনিবার্য্য সন্তাপে তাপিত হইতে লাগিল। পরে তপন-তনয় কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি বিবিধ উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণের প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণও যখন যে বিপদ্ উপস্থিত হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন; পরন্তু বিদুরের মতানুসারে তাহার আর পুনর্ব্বার উদ্ভাবন করিতেন না। হে ভারত! পৌরগণ পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সমাজ সমস্ত মধ্যে তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। এবং সকলে সভামধ্যে ও চত্বরে মিলিত হইয়া পরস্পর পাণ্ডুপুত্র জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-প্রাপ্তির যোগ্যতা-বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল, ও কহিতে লাগিল যে প্রজ্ঞাচক্ষু-জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হওয়ায় পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনি কিরূপে রাজা হইবেন? এবং সত্যসন্ধ মহাব্রত শান্তনু-তনয় ভীষ্ম পূর্ব্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কখনই পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবেন না; অতএব অদ্য আমরা, তরুণ বয়স্ক যুদ্ধশীল সত্যনিষ্ঠ করুণাযুক্ত এবং বেদজ্ঞ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে সুচারুরূপে রাজ্যাভিষিক্ত করি। সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে অবশ্যই পূজা করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করিবেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত প্রজাগণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি-প্রযুক্ত অতিশয় সন্তাপিত হইল। ঐ দুষ্টাত্মা সন্তাপ-পরায়ণ হইয়া তাহাদিগের বাক্য সকল সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং ঈর্ষাভরে পরিতপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইল। অনন্তর পিতাকে নির্জ্জনে দেখিয়া যথানিয়মে অভিবাদনপূর্ব্বক, যুধিষ্ঠিরের প্রতি পৌরগণের অনুরাগ-হেতু অনুতপ্ত-হৃদয়ে কহিতে লাগিল, হে তাত! আমি জল্পনাকারী পৌরগণের অশুভ বাক্য সকল শুনিয়াছি; পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে অনাদর করিয়া পাণ্ডবকে অধীশ্বর করিতে মানস করিয়াছে; ইহাতে ভীষ্মেরও মত হইবে, কারণ তিনি স্বয়ং রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করেন না; পরন্তু পৌরগণ কেবল আমাদিগকেই মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজা পাণ্ডু আত্মগুণানুসারেই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও আপনি জ্যেষ্ঠতা-প্রযুক্ত রাজ্যাধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র ছিলেন,

তথাপি অন্ধতা-হেতু রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই; অধুনা যদি সেই পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিত্বরূপে পাণ্ডুসন্তানের রাজ্যাধিকার-প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে উত্তরকালে তাঁহার পুত্র অবশ্য উত্তরাধিকারী হইবে; এইরূপ পরে পরে তাঁহারই বংশীয়েরা রাজা হইবে। হে জগতীপতে! ইহা হইলে আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশ হইতে হীন ও সর্ব্বলোকের অবজ্ঞাত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব হে রাজন্! আমরা যাহাতে পরপিণ্ডোপজীবী হইয়া দুঃখভোগী না হই, এরূপ কোন সুনীতি বিধান করুন। হে নৃপতে! পূর্ব্বে যদি আপনি রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ বশীভূত না থাকিলেও আমাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞালোচন মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রের ঐরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং কণিকের যে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করিয়া দ্বিধাচিত্ত ও শোকার্ত্ত হইলেন। পরে দুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই তিন জনের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে আপনি কোন কৌশলযুক্ত উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে বিবাসিত করুন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের আর কোন ভয় থাকিবে না। পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত-জ্ঞাতির প্রতি বিশেষত আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করিতেন; তাঁহার ভোজন পরিচ্ছদ-প্রভৃতি কোন বিষয়ে প্রয়াস ছিল না, তিনি নিরন্তর ধৃতব্রত হইয়া আমার নিকট সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকিতেন। অধুনা তাঁহার পুত্রও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, ভূমণ্ডল-বিখ্যাত ও পৌরগণের অভিমত হইয়াছেন; অতএব সেই পাণ্ডুপুত্রকে আমরা বলপূর্ব্বক কি প্রকারে পৈতৃক-রাজ্য হইতে নিরাকরণ করিতে পারি? বিশেষত তিনি সহায়-বিহীন নহেন, মহারাজ পাণ্ডু অমাত্যগণকে, সৈন্যগণকে ও তাহাদিগের পুত্রপৌত্র-প্রভৃতিকে বিশিষ্টরূপে নিরন্তর ভরণপোষণ করিয়াছেন; অতএব হে বৎস! নগরস্থলোকেরা যখন পাণ্ডু-কর্তৃক সৎকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহার পুত্র-যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত কি জন্য তাহারা আমাদিগকে ও আমাদিগের বান্ধবগণকে ধ্বংস না করিবে?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আপনার ভাবি অশুভ বিবেচনা করিয়া সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে অর্থ ও মানদ্বারা পূজিত করিলে তাহারা আমাদিগের প্রাধান্যহেতু অবশ্যই আমাদের সহায় হইবে, কারণ সম্প্রতি ধনাগার ও অমাত্যগণ আমাদিগেরই অধীন আছে। অতএব হে মহীপতে! আপনি কোন মৃদু উপায়েই অনতি-বিলম্বে পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে নির্ব্বাসিত করুন। হে রাজন্! কিছুকাল পরে যখন রাজ্য আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন পুত্রগণের সহিত কুন্তী পুনর্ব্বার এখানে আসিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যে কথা কহিলে আমিও ইহা অন্তঃকরণমধ্যে আন্দোলন করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা পাপাভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করি না। পাণ্ডবেরা যে বিবাসিত হন, ইহাতে কি ভীষ্ম, কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি বিদুর, কেহই কদাপি সম্মত হইবেন না। পুত্র! কুরু-বংশীয়দিগের মধ্যে আমরা ও পাণ্ডবেরা উভয়-পক্ষই সমান, অতএব সেই মহানুভব ধর্ম্মাত্মারা কখনই এই উভয়পক্ষকে বিসদৃশ করিতে ইচ্ছা করিবেন না; সুতরাং পাণ্ডবদিগকে বিবাসিত করিলে আমরা কৌরবগণের ও সেই মহাত্মগণের

এমন কি, সমস্ত জগতেরই বধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

দুর্য্যোধন কহিলেন, ভীষ্ম আমাদিগের উভয়পক্ষকেই সমান স্নেহ করিয়া থাকেন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার পক্ষেই আছেন, সুতরাং আচার্য্য দ্রোণকে যে পক্ষে তাঁহার পুত্র, সেই পক্ষেই থাকিতে হইবেক সংশয় নাই, এবং যে পক্ষে ইহাঁরা পিতা-পুত্র উভয়ে থাকিবেন, সেই পক্ষে শারদ্বত-কৃপও অবশ্য থাকিবেন; কারণ তিনি কখনই ভাগিনেয়কে ও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বিদুর আমাদের অর্থদ্বারা বদ্ধ আছেন, যদিও শত্রুগণের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে সংযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি একাকী পাণ্ডবপক্ষ হইয়া আমাদিগের কোন হানি করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে উহাঁদিগের মাতার সহিত প্রবাসিত করুন। তাঁহারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে যাত্রা করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন; আমার নিদ্রানাশক শোকাগ্নি যেন ঘোর শল্যের ন্যায় হৃদয়ে অর্পিত রহিয়াছে, আপনি এই কর্ম্মদ্বারা তাহা উদ্ধার করুন।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মান ও অর্থ-প্রদানদ্বারা ক্রমশ প্রকৃতিবর্গকে বশীভূত করিলেন। কতকগুলি কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বারণাবত নগরকে রমণীয় বলিয়া এইরূপে প্রশংসা করিতে লাগিল যে সংপ্রতি বারণাবত নগরে ভূমণ্ডলের মধ্যে পরমরমণীয় পশুপতির মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে, সেই উৎসব-সমাজ বিবিধরত্নে সমাকীর্ণ হইবেক, সেই নগর দর্শন করিলে মানবমাত্রেরই মন আকৃষ্ট হয়। হে ভূপতে! বারণাবত নগরের রমণীয়তা এইরূপে বর্ণন করাতে পাণ্ডবগণ তথায় গমনাভিলাষী হইলেন। অম্বিকাসুত রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন বুঝিতে পারিলেন যে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগর সন্দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, পুত্রগণ! এই সমস্ত পুরুষেরা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকে যে এই ভূমণ্ডলের মধ্যে বারণাবত নগর অতিশয় রমণীয়; যদ্যপি তোমাদিগের তথায় উৎসব দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে পরিবার ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় গমন করিয়া দেবতার ন্যায় বিহার কর এবং গায়কগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে ইচ্ছানুসারে ধনরত্নাদি প্রদান করিতে থাক। এই রূপে তেজঃপুঞ্জ সুরগণের ন্যায় কিছুকাল বিহার করিয়া পরমপ্রীতি অনুভব কর, পরিশেষে এই হাস্তিনপুরে কুশলে প্রত্যাগমন করিবে।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং আপনাকে সহায়বিহীন জানিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দ্রোণ, বাহ্লীক, কৌরব সোমদত্ত, কৃপ, আচার্য্য-পুত্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ ও অন্যান্য মান্যজনদিগকে এবং অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, তপোধনগণ, পুরোহিতগণ, পৌরগণ ও যশস্বিনী গান্ধারীকে দীনতা-পূর্ব্বক মৃদুভাবে কহিলেন যে আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে অনুচরবর্গের সহিত জনাকীর্ণ পরমরমণীয় বারণাবত নগরে গমন করিব; আপনারা প্রসন্নমনে পুণ্যবাক্য প্রয়োগ করুন যে আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে বর্দ্ধিত হইয়া আমরা পাপস্পৃষ্ট না হই! সমস্ত কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রসন্নবদনে পাণ্ডবগণের অভিমতানুযায়ী ইহা কহিলেন যে পথিমধ্যে সর্ব্বভূত হইতে সর্ব্বদা তোমাদিগের মঙ্গল হউক! হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের যেন কোন অশুভ না হয়। অনন্তর পাণ্ডবগণ কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া রাজ্যলাভের নিমিত্তে সমস্ত

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন-পূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল। পরে পুরোচন নামক সচিবকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন-পূর্ব্বক তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া কহিল, পুরোচন! এই বসুপূর্ণা বসুমতী আমার অধীনা রহিয়াছে, ইহাতে আমার যেমন আধিপত্য, তোমারও সেইরূপ, অতএব তাহা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য; দেখ, তোমার অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী সহায় আমার আর কেহই নাই যে যেমন তোমার সহিত মন্ত্রণা করিব সেইরূপ তাহার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করি; অতএব তুমি এই মন্ত্রণা উত্তমরূপে গোপন করিয়া আমার শত্রু উন্মূলন কর—আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কৌশলযুক্ত সদুপায়দ্বারা সুসম্পন্ন কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে যাইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে পাশুপত উৎসবে তথায় বিহার করিবেন; অতএব তুমি অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামী রথ-দ্বারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে গমন করিতে পার, তাহা কর! তথায় গমন করিয়া নগরোপান্তে বহু-ধনসাধ্য উত্তম সুসংবৃত একটি চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে, শণ সর্জ্জরস-প্রভৃতি যে সমস্ত অগ্নিসন্দীপক বস্তু আছে, তাহার দ্বারাই সেই গৃহ প্রস্তুত করিবে, পরে ঘৃত তৈল বসা ও সমধিক লাক্ষার সহিত কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া ভিত্তিতে লেপ দেওয়াইয়া রাখিবে; এবং শণ, তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সেই গৃহমধ্যে সকল স্থানে নিক্ষিপ্ত করিবে। পরন্তু যাহাতে পাণ্ডব-গণ বা অন্য কেহ বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও সেই গৃহটি আগ্নেয় বলিয়া জানিতে না পারে, তাহা করিবে। এইরূপে গৃহ প্রস্তুত করাইয়া পাণ্ডবগণকে ও সুহৃদ্বর্গের সহিত কুন্তীকে পরম সৎকারপূর্ব্বক তথায় বাস করাইবে, এবং পিতা যাহাতে তুষ্ট হন, এরূপ করিয়া তথায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত রমণীয় শয্যা, আসন ও যান প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এবং বারণাবত নগরস্থ কোন মনুষ্য যাহাতে এ বিষয় কিছুমাত্র জানিতে না পারে, তাহা করিবে। পরে উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ পাণ্ডবগণকে সেই গৃহে সুবিশ্বস্তরূপে শয়ান ও নিঃশঙ্কচিত্ত দেখিলে ঐ গৃহের দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে; তাহাতে পাণ্ডবগণ দগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই; অনন্তর প্রজাগণ মনে করিবে যে পাণ্ডবেরা স্বীয় গৃহ-দাহেই দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে তাহারা কখনই আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না।

পুরোচন দুর্য্যোধনের নিকট সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইয়া অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামি-স্যন্দন-দ্বারা প্রস্থান করিল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী পুরোচন ত্বরাপূর্ব্বক বারণাবতে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্র-দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিল।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রতনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ কতিপয় রথে অনিলতুল্য বেগবিশিষ্ট সদশ্ব সমস্ত যোজনা করিয়া আরোহণ কালে কাতর হইয়া ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ও অন্যান্য বৃদ্ধগণের পাদগ্রহণ করিলেন; এইরূপে বয়োজ্যেষ্ঠ সমস্ত কৌরবগণকে অভিবাদন ও সম-বয়স্ক জনগণকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বালকগণ-কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া সমস্ত মাতৃগণের অনুমতি গ্রহণ ও তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রকৃতিগণের

সহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বারণাবত-নগরে প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ও অন্যান্য কৌরবশ্রেষ্ঠ এবং পৌরগণ শোকাকুল হইয়া পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি পৌর ও জানপদগণ পাণ্ডু-পুত্রদিগকে দীনচিত্ত দেখিয়া অতিশয় দুঃখাক্রান্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্দবুদ্ধি হইয়া সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাত করিতেছেন, তিনি একবারও ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। পাপরহিত পাণ্ডু-তনয় কৌন্তেয় যুধিষ্ঠির, মহাবল ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখন বিদ্রোহাচরণরূপ-পাপকর্ম্মে অভিলাষ করিবেন না; মহাত্মা মাদ্রী-পুত্রেরাও সুতরাং নিরস্ত থাকিবেন। হা! কি আক্ষেপ! পাণ্ডু-তনয়েরা যে পৈতৃকরাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, ইহা ধৃতরাষ্ট্র সহ্য করিতে পারিলেন না! এই অত্যন্ত অধর্ম্ম্যকর্ম্মে ভীষ্মই বা কিপ্রকারে অনুমতি প্রদান করিলেন? এরূপ অন্যায়পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন তাঁহার কিপ্রকারেই বা অনুমোদিত হইল? পূর্ব্বে শান্তনু-তনয় রাজর্ষি বিচিত্রবীর্য্য ও কুরুনন্দন পাণ্ডু আমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়াছিলেন; সেই পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডু স্বর্গারোহণ করিলে অধুনা ধৃতরাষ্ট্র এই বালক রাজপুত্রগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন! এরূপ অত্যাচার আমাদিগের কি অনুমোদিত হইতে পারে? যাহা হউক, যেখানে যুধিষ্ঠির যাইবেন, আমরা সকলেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই নগর হইতে সেইস্থানে গমন করিব।

পুরবাসী জনগণ দুঃখিত হইয়া এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা-পূর্ব্বক দুঃখাক্রান্তচিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন যে পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতা, মান্য ও গুরু এবং তিনিই প্রধান; অতএব তিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমরা অশঙ্কিতচিত্তে সম্পাদন করিব, এইরূপই আমাদিগের ব্রত; আপনারা আমাদিগের সুহৃৎ, আমাদিগের প্রতি আনুকূল্য করত আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করিয়া স্বস্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; যখন আপনাদিগের দ্বারা আমাদিগের কোন প্রয়োজনীয় কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তখন সেই কর্ম্ম আপনারা আমাদিগের প্রিয় ও হিতকররূপে নির্ব্বাহ করিবেন। পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কাতরভাবে নগরে গমন করিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইলে সর্ব্বনীতিজ্ঞ বিদুর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন। ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞ বিদুর ম্লেচ্ছভাষাভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে, অন্যের বোধগম্য না হয়, এজন্য ম্লেচ্ছভাষায় সঙ্কেতক্রমে ইহা কহিতে লাগিলেন যে যিনি শত্রুর চেষ্টিত বিষয় নীতিশাস্ত্রানুসারে অবগত হইতে পারেন, তিনি বিবেচনা করিয়া যাহাতে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হন, সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন। যে ব্যক্তি, বিনালৌহে নির্ম্মিত শরীর-সংহারক তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও তৎপ্রতিকার জানিতে সমর্থ হন, তাঁহাকে শত্রুরা নষ্ট করিতে পারে না। কক্ষঘ্ন অর্থাৎ তৃণ-কাষ্ঠবিনাশক ও শিশির-নাশক বস্তু মহাকক্ষে অর্থাৎ মহারণ্যে বিবরস্থ প্রাণিদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই জীবিত থাকেন। যিনি চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টি না করেন, তিনি পথ জ্ঞাত হইতে বা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে পারেন না; যে ব্যক্তির ধৈর্য্য নাই, তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন না। তুমি আমার এই উপদেশ বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি শত্রুগণের নির্ম্মিত অলৌহজাত শস্ত্রের বিষয়ীভূত হন, তিনি শল্লকী গৃহের ন্যায় উভয়দিকে নির্গমন-পথযুক্ত বিবরদ্বারা হুতাশন হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। আর বিচরণ করিলেই পথ সকল বিদিত হওয়া যায়, নক্ষত্র-দ্বারাও দিঙ্‌নিরূপণ হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি আপনার পাঁচটি বস্তুকে বুদ্ধিদ্বারা সংযত করিয়া রাখিতে

পারেন, তিনি শত্রুগণ-কর্ত্তৃক অনুপীড়িত হন না। পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিজ্ঞতম বিদুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে জ্ঞাত হইলাম।

বিদুর পাণ্ডবগণকে উক্ত উপদেশ প্রদানানন্তর কিয়দ্দূর অনুগমন-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করত সম্ভাষণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভীষ্ম, বিদুর ও পৌরজন সমস্ত প্রতিনিবৃত্ত হইলে কুন্তী অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন যে বিদুর সর্ব্বজন-সমক্ষে যে অব্যক্তার্থ বাক্য কহিলেন এবং তুমিও যে সেই প্রকার বাক্য তাঁহাকে কহিলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; যদি ইহা আমাদিগের জানিবার উপযুক্ত হয় ও দূষণাবহ না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের উভয়ের পরস্পর কথোপকথনের তাৎপর্য্য সমস্ত আমি অবগত হইতে ইচ্ছা করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিদুর বলিলেন যে গৃহ হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত হইবে, তোমরা ইহা জ্ঞাত হইয়া অগ্রে সাবধান হইবে, কোন পথও তোমাদের অবিদিত নাই, আর যিনি জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনিই ভূমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিদুর আমাকে এই কথা বলিলে আমি সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি ইহা তাঁহাকে কহিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুনমাসের অষ্টম দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবতনগরে যাত্রা করিলেন। পরে তথায় উপনীত পাণ্ডবগণের সহিত নগরস্থ জনগণের সাক্ষাৎ হইল।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত ষট্‌চত্বারিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবত-নগরস্থ সমস্ত প্রজাগণ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে আগমন করিতে শুনিবামাত্রই অতন্দ্রিত হইয়া পরমহৃষ্টচিত্তে শাস্ত্রানুসারে মাঙ্গল্যদ্রব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক নানাবিধ বহুল যানারোহণে তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা পাণ্ডবগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া জয়শব্দে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দেবতুল্য পুরুষব্যাঘ্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন নগরস্থ জনগণে পরিবৃত হইয়া সুরসমূহে পরিবৃত সুরপতি-সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। নিষ্পাপ পাণ্ডবগণ পৌরগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও জনাকীর্ণ বারণাবতপুরী প্রবেশ করিলেন। হে মহীপাল! বীর পাণ্ডুপুত্রেরা পুরী প্রবেশ করিয়া প্রথমত বেদাধ্যয়নাদিস্বকর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে গমন করিলেন। পরে ক্রমশঃ নগরাধিকারী, রথী, বৈশ্য, ও শূদ্র, ইহাঁদিগের গৃহেও উপস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডুতনয়েরা পৌরজন-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পশ্চাৎ অগ্রগামী পুরোচনের সহিত আবাসে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিকে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য, পানীয়, শয্যা ও উত্তম আসন-প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিল। বহুমূল্যের পরিচ্ছদ-পরিধায়ী পাণ্ডবগণ পুরোচনের সেবিত ও পুরবাসী পুরুষগণের উপাসিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দশ দিবস অতীত হইলে পুরোচন তাঁহাদিগকে বাস করাইবার নিমিত্তে শিব নামক সেই অশিব গৃহের কথা নিবেদন করিল। গুহ্যকগণ যেমত কৈলাসশিখরে গমন করেন, তাহার ন্যায়, পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ পরিচ্ছদ-পরিধানে সুশোভিত হইয়া পুরোচনের বচনানুসারে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির সেই গৃহ সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, এই গৃহই আগ্নেয়দ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক; হে পরন্তপ! ঘৃত ও জতু-বিমিশ্রিত বসাগন্ধের আঘ্রাণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে এই গৃহ আগ্নেয়দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ে দক্ষ ও বিপক্ষপক্ষের বিশ্বস্ত শিল্পি ব্যক্তিরা শণ, সর্জ্জরস, শর, তৃণ ও বংশ প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া

এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সুযোধন-বশবর্ত্তী মন্দমতি পাপাত্মা পুরোচন আমাকে বিশ্বস্ত দেখিলে দগ্ধ করিবে, এই মানস করিয়া আছে। হে পার্থ! মহাবুদ্ধিমান্ বিদুর এই বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি পূর্ব্বেই আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সেই কনিষ্ঠ পিতৃব্য মহাশয় স্নেহহেতু আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জানাইয়াছিলেন যে দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী নীচপ্রকৃতি লোকেরা গূঢ়ভাবে এই অমঙ্গলকর গৃহ উত্তমরূপে নির্ম্মিত করিয়াছে।

ভীমসেন কহিলেন, যদি আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে এই গৃহ আগ্নেয়-দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইলে যে খানে আমরা পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলাম, সেই স্থানেই আমাদিগের গমন করা শ্রেয়স্কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার অভিপ্রায় এই যে আমরা যত্নপূর্ব্বক সতর্ক হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি-পূর্ব্বক বাহ্য আকারে কোন চেষ্টা প্রকাশ না করিয়া বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিব, যদি পুরোচন আমাদিগের কোন আকার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে; তবে সে তৎক্ষণাৎ সত্বর হইয়া আমাদিগকে হঠাৎ দগ্ধ করিবে, যেহেতু পুরোচন লোকনিন্দা বা অধর্ম্ম হইতে ভীত নহে, ঐ মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অহিতাচার করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। অপিচ আমরা এস্থলে দগ্ধ হইলে পিতামহ ভীষ্ম কি নিমিত্তে ক্রুদ্ধ হইবেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব দুর্য্যোধনাদিকে কিনিমিত্তেই বা কোপিত করিবেন; তবে অন্য যে সকল কৌরবশ্রেষ্ঠ আছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম উদ্দেশে কোপ প্রকাশ করিতে পারেন। আর আমরা যদি দাহভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করি, তবে রাজ্যলুব্ধ সুযোধন দূতদ্বারা আমাদিগের সকলকে বিনষ্ট করিতে পারে; কারণ সেই দুরাত্মা পদস্থ, সহায়সম্পন্ন ও মহৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর; আমরা অপদস্থ, সহায়হীন ও নিরৈশ্বর্য্য; সুতরাং সে বিবিধ উপায়দ্বারা আমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা পাপাত্মা পুরোচন ও সুযোধনকে বঞ্চনা করিয়া স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিব এবং মৃগয়াশীল হইয়া সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিব, যে পলায়নকালে আমাদিগের পথ অবিদিত থাকিবেক না; অদ্যই অতি সংগোপনে ভূমধ্যে এক গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিব। গোপনভাবে এরূপ কার্য্য করিলে আমাদিগের হুতাশনে দগ্ধ হইবার আশঙ্কা থাকিবেক না; অতএব আমাদিগের অভিপ্রায় পুরোচন বা অন্য কেহ পুরবাসী জন যাহাতে অবগত হইতে না পারে, আমরা অতন্দ্রিত হইয়া তাহাই করিব।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! বিদুরের সুহৃৎ ভূমিখনন কার্য্যে দক্ষ এক ব্যক্তি আসিয়া নির্জ্জনে পাণ্ডবদিগকে কহিল, আমি খনক, ভূমিখননকার্য্যে নিপুণ, আমাকে বিদুর মহাশয় এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে তুমি গিয়া পাণ্ডবদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান কর; অতএব জিজ্ঞাসা করি আপনাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবেক? তিনি আমাকে বিশ্বাস-প্রযুক্ত গোপনে বলিয়াছেন যে তুমি পাণ্ডবগণের হিত বিধান কর, এক্ষণে কি করিতে হইবেক, আজ্ঞা করুন। হে পাণ্ডব! পুরোচন আপনকার এই গৃহের দ্বারদেশে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিশ্চয় করিয়াছে যে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত দগ্ধ করিবেক। বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় আপনকাকে কিঞ্চিৎ কহিয়াছিলেন, তাহাতে আপনিও তাঁহাকে সেই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন; এই কথাই আমার প্রতি আপনকার বিশ্বাসের কারণ। সত্যধৃতি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌম্য! আমি জ্ঞাত হইলাম যে তুমি বিদুরের

প্রিয়সুহৃৎ, বিশুদ্ধচরিত্র ও বিশ্বস্ত, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা তোমার দৃঢ়ভক্তি আছে; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার কোন কার্য্যই অবিজ্ঞাত নাই। তুমি বিদুরের যেরূপ প্রিয়তম আমাদিগেরও সেইরূপ, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; অতএব তাঁহার প্রতি তোমার যেরূপ, আমাদিগকেও তুমি সেইরূপ জ্ঞান করিয়া, যে প্রকার তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতেন, তদ্রূপ রক্ষা কর। আমারও বোধ হইয়াছে যে দুর্য্যোধনের মতানুসারে পুরোচন আমাদিগের নিমিত্তেই এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; সেই পাপাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনসম্পন্ন, সহায়বান্, এই নিমিত্তে সর্ব্বদাই আমাদিগের সমূলে উন্মূলনের চেষ্টা করিয়া থাকে। এইক্ষণে তুমি যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে এই হুতাশন হইতে মুক্ত কর। অপিচ এখানে আমরা দগ্ধ হইলে সুযোধনের মনোরথ পূর্ণ হইবেক, সন্দেহ নাই। দেখ সেই দুরাত্মার এই সমৃদ্ধ আয়ুধাগার, ইহা অবলম্বন করিয়া প্রাচীরের মূল অবধি শেষপর্য্যন্ত বহির্গমনের পথশূন্যরূপে এই বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদুর দুর্য্যোধনের সঙ্কল্পিত যে অশুভকর্ম্ম পূর্ব্বে নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব পুরোচনের অজ্ঞাতরূপে আমরা যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা কর।

খনক তাহা অঙ্গীকার করিয়া যত্নপূর্ব্বক অত্যন্ত বৃহৎ এক গর্ত্ত খনন করিতে আরম্ভ করিল। হে ভারত! সেই গৃহের অভ্যন্তরে অন্যের অবিদিত এক মহাসুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহা ভূতলের সমানরূপে কপাটযুক্ত করিল এবং পুরোচনের ভয়ে সেই গর্ত্তের মুখ সংবৃত করিয়া রাখিল।

হে ভূপতে! অশুভবুদ্ধি পুরোচন সেই গৃহের দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকে। পাণ্ডবগণও রজনীতে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গৃহমধ্যে বাস করিয়া থাকেন এবং দিবসে বনে বনে মৃগয়া করত বিচরণ করেন; হে রাজন্! তাঁহারা পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বিশ্বাসশূন্য হইয়াও বিশ্বস্তের ন্যায়, নিরন্তর অসন্তুষ্টহৃদয় হইয়াও সন্তুষ্টের ন্যায় এবং পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদুরের অমাত্য সেই খনক ব্যতীত নগরবাসিরা কেহই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিল না।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহারা উক্তপ্রকারে সম্বৎসর কাল তথায় বাস করিলে পুরোচন তাঁহাদিগকে বিশ্বস্তের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত বিবেচনা করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইতে লাগিল; কুন্তীপুত্র ধর্ম্মবিৎ যুধিষ্ঠির তাহাকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, এই পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে সম্যক্ বিশ্বস্ত বোধ করিয়াছে, সুতরাং এই ক্রূরাত্মাকে আমরা বঞ্চনা করিয়াছি; এক্ষণে আমাদিগের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আয়ুধাগারে অগ্নিপ্রদান-পূর্ব্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া এই স্থানে ছয়জন মনুষ্য রাখিয়া লোকের অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কুন্তী একদা দানের ছলে রজনীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলেন, তদুপলক্ষে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অনেকে তথায় আগমন করিয়াছিল। হে ভারত! রমণীগণ রজনীতে তথায় যথাসুখে ভোজন পান ও বিহার করিয়া কুন্তীর নিকট অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। দৈবগত্যা এক নিষাদী কালপ্রেরিতা হইয়া পঞ্চ পুত্রের সহিত যদৃচ্ছাক্রমে সেই ভোজ্যে ভোজনার্থিনী হইয়া সমাগত হইয়াছিল। হে অবনীপতে! সেই নিষাদী স্বীয়-পুত্রগণের সহিত মদিরা পান করিয়া মত্তা ও মদবিহ্বলা হইয়া সেই গৃহেই

শয়ন করিল, সে একেবারে জ্ঞানশূন্যা ও মৃতকল্পা হইয়া সেই স্থানে ছিল।

অনন্তর নিশাকালে প্রচণ্ডতর বায়ু বহিতেছে এবং নগরস্থ লোক সুপ্ত হইয়াছে, এমতসময়ে ভীমসেন যেখানে পুরোচন শয়ন করিয়া থাকে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান করিলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে জতুগৃহ-দ্বার প্রজ্বলিত করিয়া পরিশেষে সেই ভবনের চতুর্দ্দিকে অগ্নিপ্রদান করিলেন। অরিন্দম পাণ্ডবেরা চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার সহিত সুরঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রজ্বলিত পাবকের দুঃসহ সন্তাপ ও মহাশব্দ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল; তাহাতে পুরবাসী জনেরা জাগরিত হইয়া সেই গৃহ প্রজ্বলিত দেখিয়া দীনবদনে কহিতে লাগিল, দুর্য্যোধনের নিযুক্ত দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা পুরোচন স্বজনগণ-বিনাশের নিমিত্তেই এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দগ্ধ করিল। অহো! ধৃতরাষ্ট্রের কি অসমীচীন বুদ্ধি! তাঁহার ঐ বুদ্ধিকে ধিক্, যে বুদ্ধিদ্বারা তিনি নিষ্পাপ পাণ্ডুসন্তানদিগকে শত্রুর ন্যায় দগ্ধ করিলেন! পরন্তু যে পাপিষ্ঠ পুরোচন বিশ্বস্ত ও নিরপরাধ নরোত্তম পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিল, এক্ষণে সেই দুরাত্মা আপন কর্ম্মফলেই দগ্ধ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বারণাবতস্থিত জনগণ এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সেই রাত্রিতে ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া থাকিল। এদিকে পরন্তপ পাণ্ডবগণ মাতার সহিত সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে লোকের অলক্ষিত হইয়া সেই গর্ত্তদ্বারা নির্গমনপূর্ব্বক গমনে দৃঢ়ভাবে সত্বর হইলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলে নিদ্রাবল্য ও শঙ্কাপ্রযুক্ত মাতার সহিত সহসা শীঘ্রগমনে সমর্থ হইলেন না। হে রাজেন্দ্র! তখন ভীমবেগ ও ভীমপরাক্রমশীল ভীমসেন মাতাকে ও সমস্ত ভ্রাতৃগণকে গ্রহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সাতিশয় বলবীর্য্যবান্ ও বায়ুসদৃশ বেগবান্ তেজস্বী বৃকোদর গমনকালে জননীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া বক্ষস্থলদ্বারা বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও পদদ্বয়ে মহীতল বিদারণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিলেন।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত ঊনপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর এই সময় সর্ব্বজ্ঞ বিদুর একজন শুচি মনুষ্যকে, যাহাতে পাণ্ডবদিগের প্রত্যয় জন্মে এমত করিয়া সেই বনে প্রেরণ করিলেন। হে কৌরব্য! বনমধ্যে যে স্থলে পাণ্ডবগণ জননীর সহিত নদীর জল পরিমাণ করিতেছিলেন, বিদুর-প্রেরিত পুরুষ সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। সাতিশয় বুদ্ধিমান্ মহাত্মা বিদুর চারদ্বারা পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের চেষ্টিত ঐ কার্য্য সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন; এই কারণেই তিনি ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি তখন মঙ্গলনিলয় ভাগীরথীতীরে বিশ্বস্ত জনগণ-দ্বারা নির্ম্মিত পবনবেগসহিষ্ণু যন্ত্রযুক্ত পতাকা-বিরাজিত ও মন বা মারুতের সদৃশ শীঘ্রগামী পূর্ব্বোক্ত নৌকা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিলেন ও বিশ্বাসের নিমিত্ত কহিলেন যে হে যুধিষ্ঠির! বিদুর আপনাকে সঙ্কেতক্রমে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। কক্ষনাশক ও শিশিরনাশক বস্তু মহাকক্ষমধ্যে বিলস্থিত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে না, এরূপে যে ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, সে জীবিত থাকে; হে পাণ্ডব! আমি বিদুরের বিশ্বস্ত ও কার্য্যজ্ঞ, তিনি আমাকে ঐ সঙ্কেতবাক্য বলিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই বহুদর্শী মহাশয় ইহাও কহিয়াছেন যে হে কৌন্তেয়! তুমি রণস্থলে কর্ণ, ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে অবশ্যই পরাজয় করিবে; এক্ষণে জলপথে নিযুক্তা সুখগামিনী এই তরণিদ্বারা আপনারা সকলে এই স্থান হইতে মুক্ত হই-

বেন; সংশয় নাই। অনন্তর ঐ ব্যক্তি নরোত্তম পাণ্ডবদিগকে মাতার সহিত ব্যথিতহৃদয় দেখিয়া নৌকায় আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন ও পুনর্ব্বার কহিলেন, বিদুর আপনাদিগের উদ্দেশে মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে তোমরা পথে ব্যগ্র না হইয়া নির্ব্বিঘ্নে শুভ গমন কর। হে রাজেন্দ্র! বিদুর-প্রেরিত সেই পুরুষ নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণকে ঐ কথা কহিতে কহিতে নৌকাদ্বারা গঙ্গা পার করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে পরপার প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ তাঁহাদিগকে জয়শব্দ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ গঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পুরুষের দ্বারাই বিদুরের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে অতি সঙ্গোপনে বেগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনীর অবসান হইলে সমস্ত নাগরলোক পাণ্ডবগণের দর্শনার্থ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। তাহারা অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে করিতে অমাত্য পুরোচনকে জতুগৃহের সহিত দগ্ধ দেখিতে পাইল। পরে রোদন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পাপাত্মা দুর্য্যোধন কেবল পাণ্ডবগণের বিনাশের নিমিত্তই এরূপ করিয়াছে। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে যে দগ্ধ করিল, তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত ছিলেন, ইহাতে সংশয় নাই; যদি তিনি সম্মত না থাকিতেন, তবে নিষেধ করিতেন। এবং শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ও অন্যান্য কৌরবেরাও এবিষয়ে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। অধুনা আমরা দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করি যে তোমার মহামনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ। অনন্তর তাহারা পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ অগ্নি উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক নির্ব্বাপণ করিতে করিতে পঞ্চ পুত্রের সহিত দগ্ধা অনপরাধিনী নিষাদীকে দেখিতে পাইল। ঐ সময়ে বিদুর-প্রেষিত পূর্ব্বোক্ত খনক সেই গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে সেই বিলদ্বার অন্যের অলক্ষিতরূপে পাংশুদ্বারা আচ্ছাদন করিল।

তদনন্তর নগরবাসী লোকেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল যে পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশরূপ অতিশয় অপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুদুঃখিত-চিত্তে বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হা! অদ্য সেই সমস্ত বীর মাতার সহিত দগ্ধ হওয়াতে আমার ভ্রাতা মহাযশস্বী রাজা পাণ্ডু প্রকৃতরূপে মৃত হইলেন! কৌরব পুরুষেরা বারণাবত নগরে শীঘ্র গমন করিয়া সেই বীরদিগের ও কুন্তিরাজ-দুহিতার সৎকার করুন; অস্মৎকুলের প্রথানুসারে কল্যাণকর যে সকল বৃহৎ কর্ম্ম আছে, তাহাও সম্পাদন করুন এবং যে যে ব্যক্তি তথায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বান্ধবেরা তথায় গমন করুন। এ অবস্থায় পাণ্ডবগণের ও কুন্তীর যে যে হিত কার্য্য করিতে পারা যায়, ধনদ্বারা সে সমুদায়ই সম্পন্ন করুন। অম্বিকা-তনয় এইরূপ কহিয়া জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সমস্ত কৌরবেরা একত্র মিলিত ও অতিশয় শোকবিহ্বল হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কেহ হা কুরুকুলভূষণ যুধিষ্ঠির! কেহ হা ভীম! কেহ হা ফাল্গুন! কেহ কেহ হা নকুল! হা সহদেব! কেহ বা হা কুন্তি! এইরূপ আর্ত্তস্বরে শোকপ্রকাশ করিতে করিতে উদকক্রিয়া সম্পাদন করিল। এবং অন্যান্য পৌরজন সকলেই পাণ্ডব-

গণের নিমিত্তে অতিশয় শোকার্ত্ত হইল। বিদুর অল্প অল্প শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

এদিকে মহাবল পাণ্ডবগণ মাতার সহিত বারণাবত নগর হইতে নির্গমন পুরঃসর গঙ্গাতীরে গমন করিয়া নাবিকগণের ভুজবলে স্রোতের বেগে ও অনুকূল বায়ুভরে অতি ত্বরায় পরপার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা নৌকা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রজনীতে নক্ষত্রদ্বারা পথ পরিজ্ঞাত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা অনেক আয়াস করিয়া শেষে এক নিবিড় অরণ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন নিদ্রান্ধ, শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পাণ্ডুনন্দনেরা মহাবীর্য্য ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ ইহা অপেক্ষা আর কষ্টতর বিষয় কি আছে যে আমরা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে দিঙ্নিরূপণ করিতে পারিতেছি না এবং গমন করিতেও অসমর্থ হইয়াছি। সেই পাপাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না বলা যায় না; যদিও সে দগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা অন্যের অলক্ষিত হইয়া এই শঙ্কট হইতে কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইব! হে ভারত! একাকী তুমিই আমাদিগের মধ্যে বলবান্ ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী, অতএব পুনর্ব্বার সেইরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে মহাবল ভীমসেন কুন্তীকে ও ভ্রাতৃদিগকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

জতুগৃহপর্ব্বে একশত একপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীমসেনের গমনকালে শাখা-পল্লবের সহিত বৃক্ষ পরিপূর্ণ সেই অরণ্য তাঁহার উরুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; যেরূপ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, তাহার ন্যায় সেই মহাবলের জঙ্ঘাবেগে সমীরণ সমীরিত হইতে লাগিল; তাহাতে সমীপস্থিত লতা ও বৃক্ষ সকল আবর্জিত হইয়া উত্তম পথ প্রস্তুত হইতে থাকিল। তিনি সেই পথের সমীপস্থিত ফলিত ও পুষ্পিত বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি ও লতা সকল পীড়ন করিয়া চলিতে লাগিলেন; গণ্ডপ্রভৃতি ত্রিবিধ অঙ্গে গলিত মদযুক্ত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধিত মাতঙ্গরাজ যে প্রকার অরণ্যস্থ মহাদ্রুম সকল ভগ্ন করত গমন করে, তদ্রূপ তিনি গমনকালে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে করিতে চলিলেন। গরুড় ও পবনের ন্যায় বেগবান্ ভীমসেনের গতিবেগে যুধিষ্ঠির-প্রভৃতির মূর্চ্ছার ন্যায় হইয়াছিল; তিনি ভুজদ্বয়রূপ প্লবদ্বারা পথিস্থিত সুবিস্তীর্ণ গঙ্গাপ্রবাহ পুনঃ পুনঃ পার হইয়া দুর্য্যোধন-ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়াছিলেন; তিনি নদীতীরে উচ্চ নিম্ন স্থলে যশস্বিনী সুকুমারী মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া অতিকষ্টে বহন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর যেস্থলে ফল, মূল ও জল দুষ্প্রাপ্য এবং হিংস্র পশু ও পক্ষীগণ অবস্থিতি করিয়া থাকে, এমত এক ভয়ানক বনোদ্দেশে সায়ংকালে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থলে ঘোর অন্ধকারময় সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল; দারুণ পশুপক্ষীদিগের রব শ্রুত হইতে লাগিল ও দিক্ সকল অদৃশ্য হইল এবং প্রচণ্ডতর অকালিক বায়ু চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে তত্রস্থ শীর্ণপত্র ও শুষ্ক ফলযুক্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ ও লতা সকল কতক ভগ্ন ও কতক অবনত হইতে লাগিল।

তখন কৌরবগণ নিদ্রায় অত্যন্ত আক্রান্ত, শ্রান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া আর গমন করিতে পারিলেন না, ভক্ষ্যপেয়-শূন্য সেই মহারণ্যেই উপবেশন করিলেন। পরে কুন্তী পিপাসায় কাতর হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন, আমি পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা হইয়া পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে থাকিয়াও জল পিপাসায় কাতর হইলাম। কুন্তী পুনঃ পুনঃ ইহা কহিলেন, ভীমসেন তাহা শ্রবণ করিয়া মাতৃস্নেহ-হেতু তাঁহার অন্তঃ-

করণ করুণাভাবে উত্তপ্ত হইল। তিনি পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর নির্জ্জন ঘোর মহাবনে প্রবেশ করিয়া বিপুল ছায়া-যুক্ত রমণীয় এক বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; হে প্রভো! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন তাঁহাদিগের সকলকে তথায় নামাইয়া কহিলেন যে আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন, আমি পানীয় অন্বেষণ করি; ঐ জলচারী সারস পক্ষীগণের রব শ্রুত হইতেছে, আমার বোধ-হয় যে ঐ স্থানে বৃহৎ জলাশয় আছে। পরে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতিক্রমে যে দিকে জলচর পক্ষী সকল শব্দ করিতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! তিনি সেখানে গমন করিয়া স্নান-পূর্ব্বক জলপান করিলেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভীম ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উত্তরীয় বসনদ্বারা জল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্বরাপূর্ব্বক সেই ক্রোশদ্বয় পরিমিত দূর হইতে প্রত্যাগত হইয়া জননীর প্রতি দৃষ্টি করত শোক-দুঃখে বিহ্বল হইয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদর মাতাকে ও ভ্রাতৃ-গণকে বসুধাতলে শয়ান ও নিদ্রিত দেখিয়া অতি-শয় শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইহার পর আর কষ্টতর বিষয় কি দৃষ্ট হইবে যে অতিশয় মন্দভাগ্য আমি ভ্রাতৃগণকে মহীতলে সুপ্ত দেখিতেছি! পূর্ব্বে বারণাবত নগরে বহুমূল্যের শয্যাতেও যাঁহাদিগের উত্তমরূপে নিদ্রা হইত না, অদ্য তাঁহারা ভুমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন! দেখ, যিনি শত্রুকুল-মর্দ্দনশীল বসু-দেবের ভগিনী, কুন্তিরাজের দুহিতা, বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রবধূ, মহাত্মা পাণ্ডুরাজার ভার্য্যা এবং আমা-দিগের জননী; সর্ব্ব সুলক্ষণ-সম্পন্না, পদ্মগর্ভ-সদৃশ রূপবতী সুকুমারতরা ও মহামূল্য শয্যার উপযুক্তা সেই কুন্তীর অদ্য ভুমিশয্যায় শয়ন করা কি উপ-যুক্ত হইয়াছে! এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন ও চির-কাল অট্টালিকায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি অদ্য পরিশ্রান্তা হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন! ইহার পর আমার দৃষ্টব্য অধিক দুঃখ কি আছে যে আমি অদ্য এই সকল পুরুষোত্তমকে অবনী-শয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছি! ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির, যিনি ত্রিলোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হই-বার যোগ্যপাত্র, আহা! তিনি অদ্য পরিশ্রান্ত হইয়া সামান্য-লোকের ন্যায় কিপ্রকারে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন! মর্ত্যলোকে সাদৃশ্য-বিরহিত এই নীলনীরদ-সদৃশ কান্তিমান্ অর্জ্জুন সাধারণ মনু-ষ্যের ন্যায় ধরায় শয়ন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ কি আছে! এবং যমজ ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁহারা রূপ-সম্পত্তিতে দেবগণের মধ্যে অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দ্যুতিমান্, তাঁহারা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ধরণীতলে শয়ন করিতেছেন!

যে ব্যক্তির কুলপাংশুল বিষম জ্ঞাতি নাই, সে ব্যক্তি গ্রামবৃক্ষের ন্যায় একাকী সুখে জীবনধারণ করিতে পারে। দেখ, গ্রামের মধ্যে জ্ঞাতিশূন্য ফল-পত্র-সম্পন্ন একটি বৃক্ষ থাকিলে, সেই বৃক্ষ চৈত্য বলিয়া অর্চ্চনীয়রূপে সুপূজিত হয়। অথবা এই ভূ-লোকমধ্যে যাহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণ বীর বহু জ্ঞাতি থাকে, তাহারাও ক্লেশশূন্য হইয়া সুখে কাল-যাপন করে এবং অনেকেও বলবান্, ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ও মিত্রবান্ধবদিগের আনন্দদায়ক হইয়া কাননজাত বৃক্ষের ন্যায় পরস্পরের আশ্রয়ে পরমসুখে কাল-হরণ করে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন আমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; তবে দৈবের আশ্রয়ে আমরা যথাকথঞ্চিৎ দগ্ধ হই নাই, সেই দাহ হইতে মুক্ত হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এই বৃক্ষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি; এইক্ষণে আবার কোন্ দিকে গমন করিব! রে দুর্ব্বুদ্ধে! অল্পদর্শিন্! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র! তুমি এক্ষণে কামনা পূর্ণ কর, তো-মার প্রতি দেবতারা প্রসন্ন আছেন, সন্দেহ নাই। রে দুর্ম্মতে! রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে বিনাশ করিতে

অনুমতি প্রদান করিতেছেন না, এই কারণেই তুমি জীবন ধারণ করিতেছ! অদ্য আমি রোষপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে পুত্র, অমাত্য, কর্ণ, অনুজগণ ও শকুনির সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিতে কি পারি না! কিন্তু কি করি! ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যে তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন না! মহাবাহু বৃকোদর এইরূপ কহিয়া ক্রোধভরে সন্দীপ্তচিত্ত হইয়া করদ্বারা করসংস্পর্শ-পূর্ব্বক আতুরভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় পুনর্ব্বার দীনমনে ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টি করত বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে ইহাঁরা বিশ্বস্ত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির তুল্য ভূমিতলে নিদ্রা যাইতেছেন। আমার অনুমান হয় এই বনের অনতিদূরে নগর আছে, এস্থলে জাগরণ করা উচিত; কিন্তু ইহাঁরা নিদ্রিত হইয়াছেন, অতএব আমিই স্বয়ং জাগরণ করি। ইহাঁদিগের ক্লান্তি দূর হইলে যখন ইহাঁরা জাগরিত হইবেন, তখন জল পান করিবেন। ভীমসেন তখন এইরূপ স্থির করিয়া স্বয়ং জাগরণ করিতে লাগিলেন।

একশত দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে জতুগৃহপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা যে স্থলে শয়িত ছিলেন, তথা হইতে অল্পদূরে এক শালবৃক্ষে মানুষ-মাংসাশী, মহাবীর্য্যবান্, অতিশয় পরাক্রমশীল, প্রাবৃট্ কালীন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণাকৃতি ও ক্ষুধাকুল হিড়িম্ব নামে ক্রূর এক রাক্ষস ছিল। ঐ পিশিতাশনের জঙ্ঘামূল ও জঠর অতিদীর্ঘ, নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বদন বিশালদন্তদ্বারা অতিভয়ঙ্কর, গল ও স্কন্ধ বৃহৎ বৃক্ষের স্কন্ধ-সদৃশ এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুতুল্য ছিল। দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর সেই বিরূপাকার পিঙ্গললোচন পিশিতাভিলাষী ক্ষুধার্ত্ত করালরূপ রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমে প্রসুপ্ত মহারথ পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইল। বৃহদাকার, মহাবলবান্, নিবিড়মেঘবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত-বিশিষ্ট ও প্রদীপ্তমুখ সেই পিশিতাশন মনুষ্যগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া উর্দ্ধীকৃত অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন-পূর্ব্বক রূক্ষ কেশ কম্পায়মান করত অতি বিস্তৃতমুখে জৃম্ভন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নরমাংস-ভক্ষণের আশায় আহ্লাদে ভগিনীকে কহিল যে বহুকালের পর অদ্য আমার অত্যন্তপ্রিয় ভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইয়াছে; মাংস ভোজন-জন্য সুখের আবির্ভাব হওয়ায় আমার রসনা হইতে লাল পতিত হইতেছে। আমার আট্‌টি দন্তের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; এই বিশাল দন্ত যাহার প্রতি পতিত হয়, সে সহ্য করিতে পারে না; ঐ দন্তগুলি অদ্য বহুকালের পর স্নিগ্ধমাংসের শরীরে মজ্জিত করিব। অদ্য আমি মানুষের কণ্ঠ আক্রমণ-পূর্ব্বক শিরা বহিষ্কৃত করিয়া বহুল ফেণিল উষ্ণ রুধির সদ্য পান করিব। তুমি ঐ স্থানে যাও এবং জ্ঞাত হও যে ইহারা কে এই বনমধ্যে শয়ন করিয়া আছে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ইহারা মনুষ্য হইবেক, কারণ মনুষ্যেরই প্রবল গন্ধ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে; অতএব তুমি ঐ সমস্ত মনুষ্যকে বধ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর; ইহারা আমার অধিকারের মধ্যে শয়ন করিয়া আছে, ইহাদিগের হইতে তোমার কোন ভয় নাই। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া ঐ সকল মনুষ্যের শরীর হইতে মাংস উত্তোলন করিয়া যথেচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করিব; তুমি ত্বরায় আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, অদ্য আমরা যথেষ্ট মানুষ-মাংস ভক্ষণ করিয়া দুইজনে একত্র হইয়া বিবিধ তাল প্রদান-পূর্ব্বক নৃত্য করিব।

হে ভরতর্ষভ! তখন হিড়িম্বা রাক্ষসী হিড়িম্বের ঐ কথা শুনিয়া যেখানে পাণ্ডবগণ ছিলেন, তথায় ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিল এবং উপস্থিত হইয়া দেখিল যে পাণ্ডবগণ ও পৃথা শয়ন করিয়া আছেন এবং অজেয় ভীমসেন জাগরিত আছেন। রাক্ষসী অভিনব

শালবৃক্ষের ন্যায় উদিত ও ধরামণ্ডলমধ্যে নিরুপম রূপসৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সুপুরুষ ভীমসেনকে দেখিবামাত্র মন্মথের বশবর্ত্তী হইল ও বিবেচনা করিল যে এই গৌরবর্ণ মহাবাহু সিংহস্কন্ধ মহাদ্যুতিমান্ কম্বুগ্রীব পদ্মলোচন পুরুষ আমার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত; আমি কখনই নিষ্ঠুর ভ্রাতৃবাক্য রক্ষা করিব না, কারণ পতিস্নেহ যাদৃশ বলবান্, ভ্রাতৃস্নেহ তাদৃশ নহে। এবং ইহাদিগকে বধ করিলে ভ্রাতার ও আমার মুহূর্ত্তমাত্র তৃপ্তি হইবেক; পরন্তু বিনাশ না করিলে চিরকাল ইহাঁর সহিত আমোদ প্রমোদে আমি তৃপ্ত হইতে পারিব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া কামরূপিণী রাক্ষসী উত্তম মানুষীরূপ ধারণ করিয়া মহাবাহু ভীমসেনের নিকট শনৈঃ শনৈঃ উপস্থিত হইল। পরে দিব্যাভরণ-ভূষিতা স্ত্রীরূপধারিণী সেই রাক্ষসী নম্রভাবে লজ্জমানার ন্যায় ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিল, হে পুরুষপ্রধান! আপনি কে? কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন? এই যে দেবরূপী পুরুষেরা শয়ন করিয়া আছেন, ইহাঁরাই বা কে? হে অনঘ! এই যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুকুমারী নারী গৃহের ন্যায় বিশ্বাসপূর্ব্বক এই বনে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা আপনার কে? ইনি কি জানেন না যে এই বন রাক্ষসের বাসস্থল! এখানে হিড়িম্ব নামে পাপাত্মা রাক্ষস বাস করে, সেই রাক্ষস আমার ভ্রাতা। হে দেবসদৃশ মনুজগণ! সেই পিশিতাশন আপনাদিগের মাংস ভক্ষণ করিবার নিমিত্তে দুরভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছে; কিন্তু আমি দেবসদৃশ আপনাকে অবলোকন করিয়া আপনি-ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভর্ত্তা করিতে ইচ্ছা করি না; আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিলাম। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইহা বিবেচনা করিয়া আমার প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করুন্! আমার চিত্ত ও অঙ্গ সমস্ত কন্দর্পবাণে আহত হইয়াছে; আমি আপনাকে ভজনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন্। হে মহাবাহো! আমি আপনাকে এই পুরুষ-ভক্ষক রাক্ষস হইতে রক্ষা করিব। হে অনঘ! আপনি আমার ভর্ত্তা হউন্, আমরা উভয়ে গিরিদুর্গে বাস করিব; আমি ব্যোমচারিণী ইচ্ছানুসারে অন্তরীক্ষাদি সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি, আপনি আমার সহিত সেই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিবেন। ভীমসেন কহিলেন, রাক্ষসি! ইন্দ্রিয়-নিগৃহীতা মুনির ন্যায় কোন্ ব্যক্তি মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিতে পারে? এবং অস্মৎসদৃশ কোন্ মনুষ্যই বা কামার্ত্তের ন্যায় হইয়া সুখনিদ্রিত ভ্রাতৃগণ ও জননীকে রাক্ষসের ভোজননিমিত্তে প্রদান করিয়া গমন করিতে পারে? রাক্ষসী কহিল, আপনার যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব; আপনি ইহাঁদিগকে জাগরিত করুন্, আমি স্বচ্ছন্দে সকলকেই মনুষ্যখাদক রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিব। ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসি! তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে এই অরণ্যমধ্যে সুখসুপ্ত ভ্রাতৃগণকে ও মাতাকে জাগরিত করিতে পারিব না। হে ভীরু, চারুলোচনে! মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা রাক্ষস, কোন ব্যক্তিই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না; হে ভদ্রে! তুমি যাও, বা থাক, কিম্বা তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর; অথবা হে তন্বঙ্গি! তোমার সেই পুরুষাদক ভ্রাতাকে প্রেরণ কর, কিছুতেই আমার নিষেধ বা বিধি নাই।

হিড়িম্ববধপর্ব্বে একশত ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রক্তলোচন, মহাবাহু, ঊর্দ্ধকেশান্বিত, বিস্তৃতানন, নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং তীক্ষ্ণদন্ত সেই ভীষণাকার রাক্ষসেশ্বর হিড়িম্ব, হিড়িম্বার বহুক্ষণ বিলম্ব দেখিয়া ঐ বৃক্ষ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নিকট ত্বরায় আগমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তাদৃশ বিকৃতদর্শন সেই রাক্ষসকে আপতিত হইতে দেখিবামাত্র

ত্রস্তচিত্তে ভীমসেনকে কহিল, দেখুন, এই দুষ্টাত্মা পুরুষাদক সংক্রুদ্ধ হইয়া আপতিত হইতেছে; এক্ষণে আমি যাহা বলি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা করুন। হে বীর! আমি স্বজাতীয় বলবীর্য্য-সম্পন্না-প্রযুক্ত যথেচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারি, অতএব আপনি আমার নিতম্বোপরি আরোহণ করুন, আপনাকে আকাশ পথে লইয়া যাই। হে পরন্তপ! আপনার এই সংসুপ্ত মাতাকে ও ভ্রাতৃগণকে জাগরিত করুন, আমি সকলকেই গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করি। ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুনিতম্বিনি! তুমি ভীতা হইও না; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আমার পক্ষে ঐ রাক্ষস অতি সামান্য, কখনই আমাকে হিংসা করিতে পারিবে না। হে সুমধ্যমে! তুমি দেখ, তোমার সমক্ষেই আমি উহাকে বিনাশ করিতেছি; হে ভীরু! ঐ রাক্ষসাধম কি সমুদায় রাক্ষসও আমার যুদ্ধে সমকক্ষ হইয়া পরিমর্দ্দন সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমার এই হস্তিহস্তসদৃশ সুদৃঢ় বাহুদ্বয়, লৌহমুদ্গারসম উরুদ্বয় এবং মহৎ ও দৃঢ় বক্ষঃস্থল অবলোকন কর। হে শোভনে! তুমি মহেন্দ্রের ন্যায় অদ্য আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে; হে বিশালনিতম্বে! তুমি আমাকে মনুষ্য বলিয়া অবহেলা করিও না। হিড়িম্বা কহিল, হে নরব্যাঘ্র! আপনি দেবরূপী, আপনাকে আমি অবজ্ঞা করি না, কিন্তু মনুষ্যের উপর রাক্ষসের যেরূপ প্রভাব, তাহা আমার দেখা আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন হিড়িম্বার সহিত এইরূপ কথা কহিতেছেন, এমত সময় মনুষ্যখাদক হিড়িম্ব ক্রুদ্ধভাবে আসিয়া তাহা শ্রবণ করিল এবং দেখিল যে হিড়িম্বা উত্তম মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছে; তাহার কেশপাশ কুসুমমালায় ভূষিত, মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত, ভ্রূ, নাসিকা, নয়ন ও কেশপাশ সুশোভিত, নখ ও ত্বক্ সুকুমার এবং রমণীয় সূক্ষ্মাম্বর ও সমস্ত আভরণে সর্ব্বাঙ্গ সুভূষিত হইয়াছে। তাহাকে এইরূপ মনোহর-মানবরূপধারিণী দেখিয়া পুরুষার্থিনী বিবেচনা করিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল। হে কুরুসত্তম! তখন সে ক্রোধভরে তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু বিস্তার করিয়া ভগিনীর প্রতি কহিল যে আমি ভোজনাভিলাষী হইয়াছি, ইহাতে কোন্ দুর্ম্মতি আমার বিঘ্ন করিতেছে? হিড়িম্বে! তুমি কি মোহিতা হইয়াছ? আমার কোপে কি ভীতা হইতেছ না? রে অসতি! তুমি পুংকামা হইয়া আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতেছ? তোমাকে ধিক্! তোমা হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাক্ষসেন্দ্রগণের যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত হইল! তুমি যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আমার সুমহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছ, এই আমি অদ্য তোমাকেশুদ্ধ তাহাদিগকে এককালে সংহার করিতেছি। রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব লোহিতনয়ন হইয়া হিড়িম্বাকে ঐরূপ কথনপূর্ব্বক দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্পিষ্ট করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বধের নিমিত্ত ধাবমান হইল। প্রহরণপটু তেজস্বী ভীমসেন তাহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" ইহা কহিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন ঐ রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধি নরাশন! তোমার হিড়িম্বায় প্রয়োজন কি? এবং এই সকল সুখসুপ্ত ভ্রাতৃগণকে প্রবোধিত করিবারই বা আবশ্যক কি? তুমি বেগ-পূর্ব্বক আমার নিকট আগত হও, আইস আমার প্রতিই প্রহার কর! স্ত্রীবধ করা তোমার উচিত হয় না। বিশেষত অন্যের অপরাধে অন্যকে বিনাশ করা বিধেয় নহে; এই বালা অদ্য স্ববশা হইয়া আমাকে কামনা করে নাই, অনঙ্গ ইহার শরীরের অভ্যন্তরচারী হইয়াই ইহাকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছে। অরে রাক্ষসকুলের যশোনাশক দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসাধম! তোমার ভগিনী তোমার নিয়োগানুসারেই এস্থানে আসিয়া আমার রূপ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক আমাকে কামনা করিয়াছে, সুতরাং

এই ভীরু অবলা তোমার নিকট অপরাধিনী হইতে পারে না, অনঙ্গই এ অপরাধ করিয়াছে; অতএব এই নিতম্বিনীকে তিরস্কার করা তোমার উচিত নহে। রে দুষ্টাত্মন্! আমি থাকিতে তুমি এই স্ত্রীকে বধ করিতে পারিবে না; অরে নরাশন! তুমি একাকী একাকি-আমার সহিতই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও! আমি একাকীই অদ্য তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিব; অদ্য তোমার মস্তক বলবান্ হস্তির পদাঘাতে নিষ্পিষ্টের ন্যায় মদীয় বাহুবলে নিষ্পিষ্ট হইয়া চূর্ণ হইবেক। অদ্য রণভূমিতে তুমি নিহত হইলে কঙ্ক, শ্যেন ও গোমায়ুগণ আনন্দিত হইয়া ভূতলে পতিত ত্বদীয় শরীর আকর্ষণ করিতে থাকিবেক। পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর মনুষ্য ভক্ষণ করিয়া যে বন দূষিত করিয়াছিলে, অদ্য আমি ক্ষণকালমধ্যে সেই বন রাক্ষসশূন্য করিব। রে রাক্ষস! সিংহ যেমন মহাগজ আক্রমণ করে, তদ্রূপ অদ্য পর্ব্বতসদৃশ তোমাকে যে আমি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিব, তাহা তোমার ভগিনী অবশ্য দেখিবে। রে রাক্ষসকুলাধম! আমি তোমাকে হনন করিলে বনচারী পুরুষেরা বাধাশূন্য হইয়া এই বনে বিচরণ করিবে। হিড়িম্ব কহিল, অরে মানুষ! তোর এই বৃথা গর্জ্জন ও বৃথা বাক্যব্যয়ে কি হইতে পারে? যেরূপ বলিতেছিস্, তাহা করিয়া কার্য্যদ্বারা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ কর্, বিলম্ব করিস্ না। তুই আপনাকে বলবান্ ও পরাক্রমশালী বোধ করিয়া থাকিস্, কিন্তু তুই কেমন অধিক বলবীর্য্য-সম্পন্ন, তাহা অদ্য আমার সহিত সংলগ্ন হইলেই বুঝিতে পারিবি; আমি এক্ষণে ইহাদিগকে হিংসা করিব না, ইহারা যথাসুখে নিদ্রা যাউক! রে দুর্ব্বুদ্ধে! সম্প্রতি অপ্রিয়বাদি-তোকেই সংহার করি। প্রথমত তোর শরীর হইতে শোণিত পান করি, পশ্চাৎ ইহাদিগকে বধ করিব, পরিশেষে এই অপ্রিয়কারিণীকেও বিনাশ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরমাংসাশী রাক্ষস এই কথা কথন-পূর্ব্বক বাহু বিস্তার করিয়া ক্রোধভরে অরিন্দম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল! ভীমপরাক্রম ভীম, হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেই ধাবমান রাক্ষসের বেগসঞ্চালিত বাহু ধারণ করিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ঐ বিস্ফুরিত বাহু নিগৃহীত করিয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আকর্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাহাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেইস্থান হইতে অষ্টধনু অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত দূরে লইয়া গেলেন। অনন্তর রাক্ষস, পাণ্ডব ভীমসেনকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করত ভীষণ রব করিতে লাগিল। পাছে সেই শব্দে সুখসুপ্ত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই নিমিত্তে মহাবল ভীমসেন পুনর্ব্বার বল-পূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করিলেন; তখন হিড়িম্ব ও ভীমসেন উভয়েই উভয়ের প্রতি অতিশয় বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক বলদ্বারা পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই ষষ্টিবর্ষীয় ক্রুদ্ধ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও লতাজাল উৎপাটন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই মহাশব্দে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ মাতার সহিত জাগরিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তিনী হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

হিড়িম্ববধপর্ব্বে একশত চতুঃপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ও পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ জাগরিত হইয়া হিড়িম্বার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে কুন্তী তাহাকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক রূপসৌন্দর্য্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সান্ত্ব ও মধুরবাক্যে শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন, অয়ি দেবকন্যা-সদৃশ সুন্দরি! তুমি কে? হে বরবর্ণিনি! তুমি কাহার ভার্য্যা? তুমি কোন্ কার্য্যোপলক্ষে কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ? যদি তুমি এই বনের দেবতা বা অপ্সরাঃ হও, তবে কি জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছ, ইহা আমাকে বল!

হিড়িম্বা কহিল, নীলমেঘ-সদৃশ এই মহাবন যাহা দেখিতেছেন, ইহা হিড়িম্বনামক রাক্ষসের ও আমার নিবাসস্থল। হে ভাবিনি! আমি সেই রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্বের ভগিনী; আমার ভ্রাতা আপনকাকে ও আপনকার পুত্রগণকে হিংসা করিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। হে আর্য্যে! আমি সেই ক্রূরবুদ্ধি ভ্রাতার বচনানুসারে এখানে আসিয়া নবীন-হেমাঙ্গ মহাবল পুরুষ ভবদীয় তনয়কে অবলোকন করিলাম। হে শুভে! যিনি সর্ব্বপ্রাণির মনোমন্দিরে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি আপনকার পুত্রকে দেখিবামাত্র সেই মন্মথের বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িলাম। আমি এই মদনানল অপনয়ন করিতে যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু নিতান্তই পারিলাম না; অতএব আপনকার মহাবল পুত্রকে আমি ভর্ত্তা বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছি। অনন্তর সেই রাক্ষসাধিপতি আমাকে যে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিলম্ব দেখিয়া আপনকার এই সকল আত্মজগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে স্বয়ংই আগমন করিলেন। পরে আমার কান্ত ধীমান্ মহাত্মা আপনকার ঐ পুত্র বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া গিয়াছেন। দেখুন, ঐ মনুষ্য ও রাক্ষস দুইজনে যুদ্ধে বিক্রান্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন-পূর্ব্বক মহাবেগে পরস্পর আকর্ষণ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহার এই কথা শ্রুতমাত্র বীর্য্যবান্ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সহসা উৎপতিত হইয়া ঐ যুদ্ধস্থলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে রাক্ষস ও ভীম উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষায় পরস্পর আসক্ত হইয়া উৎকটবলবান্ সিংহের ন্যায় আকর্ষণ করিতেছেন, ও তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিকর্ষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিধূমের ন্যায় ধূলিপুঞ্জ উত্থিত করিতেছেন, এবং পর্ব্বত-সদৃশ তাঁহারা ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছাদিত হইয়া নীহারসম্বৃত শৈলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসকর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন, হে মহাবাহু ভীম! আপনি ভীত হইবেন না; আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলাম, এজন্য আপনি যে ঈদৃশ ভীমরূপ রাক্ষসের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। হে পার্থ! আমি আপনার সাহায্য করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, আমিই এই রাক্ষস নিপাত করিব; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করিবেন। ভীম কহিলেন, তোমার আর ইহাতে লিপ্ত হইবার আবশ্যক নাই, তুমি দর্শন কর, ব্যস্ত হইও না; যখন এই রাক্ষস আমার বাহুদ্বয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, তখন কখনই জীবিত থাকিবে না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! এই পাপাত্মা রাক্ষসকে অধিক সময় জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? হে অরিন্দম! যদি আমাকে গমন করিতে হয়, তবে এখানে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারি না। অতঃপর পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ ও প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবেক, রৌদ্রমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব দুইদণ্ড কালে রাক্ষসগণ প্রবল হয়; অতএব হে ভীম! আপনি ত্বরা করুন, আর ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করিবেন না, এই ভীষণ পিশিতাশনকে পরিত্যাগ করুন; ইহার পর এ মায়া-বিস্তার করিতে পারে, অতএব ভুজবল প্রকাশ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম অর্জ্জুনের ঐ কথায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া প্রলয়কালীন-বায়ুর বল আহরণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কোপপ্রকাশপূর্ব্বক মেঘবর্ণ সেই রাক্ষসের দেহ শতবারেরও অধিক উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন ও ঐ রাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুই বৃথা-মাংসে বৃথা পুষ্ট ও বৃদ্ধ হইয়াছিস্, তোর বুদ্ধিও বৃথা; অতএব তুই বৃথামরণের অর্থাৎ যেরূপ বাহুযুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয় না, তাহার উপযুক্ত; সুতরাং অদ্য তুই বৃথামৃত্যু লাভ করিবি! রে

রাক্ষস! অদ্য আমি এই বন শান্তিযুক্ত ও অকণ্টক করিব। তুই পুনর্ব্বার আর মনুষ্যহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না! অর্জ্জুন কহিলেন, আপনি যদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভারবোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার সাহায্য করি; আপনি ইহাকে ত্বরায় নিপাত করুন! হে বৃকোদর! অথবা বলুন, আমিই একাকী ইহাকে সংহার করি; আপনি কৃতকর্ম্মা ও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে নিবৃত্ত হইলে ভাল হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাঁহার সেই কথা শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ভূতলে নিষ্পেষিত করত পশুবিনাশের ন্যায় বিনাশ করিলেন। রাক্ষস মৃত্যুকালে জলার্দ্রভেরী-রবের ন্যায় বিপুলশব্দে চীৎকার করিয়া সেই সমস্ত বনস্থল পূরিত করিল। বলবান্ মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন রাক্ষসকে বাহুদ্বয়ে বন্ধন করত তাহার মধ্যস্থল ভগ্ন করিয়া পাণ্ডবগণের হর্ষোৎপাদন করিলেন। বলবান্ পাণ্ডুনন্দনেরা হিড়িম্বকে নিহত দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম ভীমসেনের অনেক প্রশংসা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন, মহাত্মা ভীমপরাক্রম বৃকোদরকে সংস্কৃত করিয়া কহিলেন, হে বিভো! আমার বোধ হয়, এই বন হইতে নগর অধিক দূরবর্ত্তী নহে; সেইস্থলে শীঘ্র গমন করা যাউক্, তাহা হইলে সুযোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না। অনন্তর কুন্তী ও মহারথ পুরুষোত্তম পাণ্ডবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন এবং হিড়িম্বাও তাঁহাদিগের সহিত চলিল।

হিড়িম্ববধপর্ব্বে একশতপঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ভীমসেন হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, হিড়িম্বে! রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া রাখে; সুতরাং তোমার ভ্রাতা যে পথে গমন করিয়াছে, তুমিও সেই পথে গমন কর। যুধিষ্ঠির তাহা শুনিয়া কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র ভীম! তুমি যদিও ক্রুদ্ধ হইয়া থাক, তথাপি স্ত্রীহত্যা করিও না; হে পাণ্ডব! শরীর অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; অতএব ধর্ম্মপালন কর। যে মহাবলবান্ রাক্ষস আমাদিগকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছিল, যখন তাহাকেই তুমি সংহার করিয়াছ, তখন তাহার ভগিনী আর ক্রুদ্ধা হইয়া আমাদিগের কি করিতে পারিবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর হিড়িম্বা কৃতাঞ্জলিপুটে কুন্তীকে ও যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম-পূর্ব্বক কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! স্ত্রীগণের অনঙ্গজন্য যে দুঃখ, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন; হে শুভে! ভীমসেনকৃত সেই অনঙ্গবেদনায় আমি কাতর হইয়াছি। আমি সময়ের প্রতীক্ষায় সেই পরমদুঃখ সহ্য করিয়াছিলাম, অধুনা সুখের কাল উপস্থিত হইয়াছে; হে শুভে! আমি সুহৃদ্বর্গ, স্বধর্ম্ম ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনকার তনয়কে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। হে বরবর্ণিনি যশস্বিনি! আমি সত্য বলিতেছি যে এই বীর, অথবা আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না; অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়াই হউক, বা ভক্তা কি অনুগতা বলিয়াই হউক, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন,—হে মহাভাগে! আপনকার পুত্র মদীয় ভর্ত্তা এই ভীমসেনের সহিত আমাকে সংযোজিত করিয়া দিউন। আমি এই দেবরূপী ভর্ত্তাকে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করি, পরে পুনর্ব্বার ইহাঁকে আনয়ন করিব; হে শুভে! আপনি আমার প্রতি বিশ্বাস করুন। আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া আপনাদিগকে অভিলষিত স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব এবং দুর্গ ও বিষমস্থানে সঙ্কট উপ-

স্থিত হইলে তাহা হইতেও উদ্ধার করিব। অপিচ আপনারা কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইব; আপনারা প্রসন্ন হউন যে ভীমসেন আমাকে ভজনা করেন। আপদ্ হইতে উদ্ধারের নিমিত্তে যে কোনরূপে প্রাণধারণ করিবেক এবং সেই একমাত্র ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করিবেক; ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে আপদ্ই ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক; অতএব যে ব্যক্তি আপৎকালেও ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই উত্তম ধার্ম্মিক। প্রাণধারণের নিমিত্তেই পুণ্য এবং পুণ্য-কেই প্রাণদায়ক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন; অতএব যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও প্রাণধারণ করিবেক, তাহাতে নিন্দা নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অয়ি সুমধ্যমে হিড়িম্বে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা যথার্থই বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু তুমি যেরূপ বলিলে তোমাকে সেই সত্যে বদ্ধ থাকিতে হইবেক। ভদ্রে! ভীমসেন স্নাত, কৃতাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল হইলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তুমি তাঁহাকে ভজনা করিতে পারিবে; হে মনোবেগগামিনি! দিবাভাগে এই ভীমসেনের সহিত যথা ইচ্ছা বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে তাঁহাকে আনয়ন করিয়া দিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাহাতে সম্মত হইয়া হিড়িম্বাকে কহিলেন, হে নিশাচরি! আমি সত্য করিয়া তোমার সহিত এক নিয়ম বদ্ধ করি-তেছি, শ্রবণ কর,—হে শুভে সুমধ্যমে! যাবৎকাল তোমার পুত্রোৎপত্তি না হইবেক, তাবৎকাল তোমার সহিত গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাক্ষসী হিড়িম্বা তাহা স্বীকার করিয়া ভীমসেনকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আকাশপথে গমন করিল। পরে মনের ন্যায় শীঘ্রগামিনী সেই রাক্ষসী মনোহর পরমরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিতা ও মধুরভাষিণী হইয়া সময়ে সময়ে নানাবিধ স্থানে ভীমসেনের সহিত বিহার করিতে লাগিল। কখন রমণীয়শৈল-শৃঙ্গে, কখন মৃগপক্ষিনিনাদিত মনোহর-দেবায়তনে, কখন বনদুর্গে, কখন পুষ্পিতবৃক্ষে শোভিতসানু-মধ্যে, কখন নীল ও রক্তপ্রভৃতি নানাবিধ-পদ্মপুষ্পে বিরাজিত-রম্যসরোবরে, কখন বৈদূর্য্যমণি ও বালুকা-ময় নদীদ্বীপে, কখন সুদৃশ্যবন ও অমৃততুল্য জলে সুশোভিত সুতীর্থ-গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিতবৃক্ষ ও লতাযুক্ত বিচিত্রকাননে, কখন হিমালয় পর্ব্বতের কুঞ্জমধ্যে, কখন বিবিধগুহার অভ্যন্তরে, কখন প্রফুল্লবারিজ-রাজি-বিরাজিত-বিমলবারিযুক্ত সরো-বরে, কখন মণিহেমযুক্ত সাগরপ্রদেশে, কখন মনো-হর নগরে ও উপবনে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন শৈলসানুমধ্যে, কখন গুহ্যকগণের আবাসস্থলে, কখন তাপসগণের আয়তনে, কখন বা সর্ব্বকালীন-ফলপুষ্পান্বিত সুরম্য মানস সরোবরে ক্রীড়া করিয়া পাণ্ডব ভীমসেনকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। পরে সেই রাক্ষসী ভীমসেন হইতে ভীষণাকার, মহাকায়, মহাবলবীর্য্যান্বিত, মহাধনুর্দ্ধারী, মহা-সত্ত্ববান্, বৃহদ্ভুজ-বিশিষ্ট, ভীষণবেগশীল, অতিশয় মায়াবী, অরিন্দম, অমানুষ, অথচ মানুষবীর্য্য-সম্ভূত এক পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের চক্ষু অতি-শয় বিরূপ, মুখ বৃহদাকৃতি, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায়, রব সাতি-শয় ভয়ঙ্কর, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, দন্ত তীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ এবং পিণ্ডিকা অর্থাৎ পায়ের ডিম্ বক্র ও উচ্চ হইয়াছিল। ঐ কুমার সমস্ত পিশাচ ও রাক্ষসগণের মধ্যে অতিশয় বিক্রমশালী হইল। হে রাজন্! সেই বলবান্ বীর পুত্র বালক হইয়াও যৌবনপ্রাপ্ত হইল, এবং মনুষ্যলোক-প্রচলিত সমস্ত অস্ত্রে অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিল। রাক্ষসীরা সদ্য গর্ভধারণ করিয়া সদ্যই প্রসব করিয়া থাকে; এবং প্রসূতবালকও জন্মিবামাত্র বহুরূপী হইয়া ইচ্ছানু-রূপ রূপধারণ করিতে পারে। কটি, গ্রীবা, মুখ, কর্ণ ও কেশ এ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানাবিধ বিরূপতা-

প্রযুক্ত বিবিধ দীপ্তিযুক্ত ও মহাধনুর্দ্ধারী হিড়িম্বা-তনয় জন্মলাভ করিয়াই প্রণামপূর্ব্বক মাতাপিতার চরণ গ্রহণ করিল; তাঁহারাও তাহার নামকরণ করিলেন। ঐ বালকের ঘটের ন্যায় উৎকচ অর্থাৎ ঊর্দ্ধকেশ ছিল, এজন্য হিড়িম্বা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া "ইহার ঘটসদৃশ উৎকচ" এইরূপ কহিল, একারণ ভীমসেন তাহার নাম "ঘটোৎকচ" রাখিলেন। ঘটোৎকচ স্বাধীন হইয়াও পাণ্ডবগণের অতিশয় অনুরক্ত ছিল, পাণ্ডবগণও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরে হিড়িম্বা নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া "স্বামি-সহবাসের সময় অতীত হইল" ইহা কহিয়া পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক স্বীয় রূপ অবলম্বন করিল; রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচও পিতৃগণকে "কার্য্যকালে উপস্থিত হইব" এই বলিয়া সম্ভাষণ-পূর্ব্বক উত্তরদিকে প্রস্থান করিল। মহাত্মা মহেন্দ্র, প্রতিবীর্য্য-রহিত কর্ণের একপুরুষঘাতিনী শক্তির নিমিত্তে এই মহারথ ঘটোৎকচকে প্রতিযোদ্ধারূপে সৃজন করিয়াছিলেন।

হিড়িম্ববধপর্ব্বে একশতষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই মহারথ মহাত্মা বীর পাণ্ডবেরা জটাধারী এবং অজিন ও বল্কল-পরিধায়ী হইয়া মাতাকুন্তীর সহিত তাপসবেশ অবলম্বন করত ত্বরান্বিত হইয়া মৃগবধ করিতে করিতে এক বন হইতে অন্যবন অন্যবন হইতে বনান্তর নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল ও কীচক দেশের অন্তর্গত রমণীয় বনোদ্দেশ ও বিবিধ সরোবর সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোন স্থলে ত্বরাহেতু কুন্তীকে বহন করিতেন; কোথাও বা স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া পরে দ্রুতগমন করিতেন। একদা তাঁহারা সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখিবামাত্র পরন্তপ পাণ্ডুপুত্রেরা মাতার সহিত প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্যগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্ম-পূর্ব্বক তোমাদিগকে যে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; সেই জন্যেই তোমাদিগের পরমমঙ্গলের নিমিত্তে এস্থলে আগমন করিয়াছি; তোমরা এবিষয়ে বিষণ্ণ হইও না, এসমস্তই তোমাদিগের সুখের নিমিত্তে হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা ও তোমরা উভয় পক্ষই আমার নিকট তুল্য স্নেহাস্পদ, সন্দেহ নাই; পরন্তু যে পক্ষ দীন ও বালক হয়, তাহাদিগের প্রতিই মনুষ্যেরা স্নেহপ্রকাশ করিয়া থাকে। এজন্য সম্প্রতি তোমাদিগের প্রতি আমার অধিক স্নেহ হইয়াছে; আমি স্নেহহেতু তোমাদিগের হিতকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, শ্রবণ কর। ঐ সম্মুখে রমণীয় নিরাময় নগর দৃষ্ট হইতেছে; ঐ স্থানে আমার পুনঃপ্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতীসুত ধর্ম্মাত্মা প্রভু ব্যাস পাণ্ডবগণকে সমাশ্বাসিত করত সমভিব্যাহারে লইয়া সেই দৃশ্যমান একচক্রা নগরীতে গমন করিতে লাগিলেন এবং কুন্তীকেও পুনর্ব্বার আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন যে হে পুত্রি! জীবিত থাক, ত্বদীয় তনয় ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা পুরুষোত্তম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে ধরণীমণ্ডল জয় করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত পৃথিবীপতিগণকে শাসন করিবেন। ইনি ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে সাগরপর্য্যন্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া ভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারথী তোমার পুত্রগণ ও মাদ্রীতনয়েরা সর্ব্বদা স্বীয় রাজ্যমধ্যে হৃষ্টচিত্তে যথাসুখে বিহার করিবেন। এই নরসিংহেরা অবনীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি বহুবিধ ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞ করিবেন, এবং ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখদ্বারা সুহৃদ্বর্গকে

অনুগৃহীত করিয়া পিতৃপিতামহ-রাজ্য পরমানন্দে ভোগ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাসপ্রদান-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তোমরা এইস্থানে আমার প্রতীক্ষা করিয়া থাক, আমি পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। তোমরা দেশকাল বিবেচনা করিতে পারিলে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপ! তাঁহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি ব্যাস যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

একশতসপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে হিড়িম্ববধপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মহারথ কুন্তীপুত্র পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে বাস করিয়া কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ কুন্তীপুত্রেরা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণগৃহে অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন। হে বিশাম্পতে! তৎকালে তাঁহারা সকলেই নিত্য নিত্য বহুবিধ রমণীয় বন, প্রদেশ, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে ভিক্ষা করত তত্রত্য সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে তাঁহারা স্বীয়গুণে নগরবাসি-জনগণের প্রিয়দর্শন হইলেন। তাঁহারা দিবসে যাহা ভিক্ষা করিতেন, তাহা রজনীতে জননীর নিকট সমর্পণ করিতেন। কুন্তী তাঁহাদিগকে ঐ ভৈক্ষ্য দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্রূপে বিভাগ করিয়া দিলে তাঁহারা ভোজন করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যত দ্রব্য লাভ হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ পরন্তপ বীর যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কুন্তী, ইহাঁরা ভক্ষণ করিতেন; অপর অর্দ্ধাংশ মহাবল ভীমসেন ভোজন করিতেন। হে ভরতর্ষভ! মহাত্মা পাণ্ডবগণের ঐ রাজ্যে এইরূপ বাসে কিছুকাল গত হইল।

অনন্তর এক দিবস ভরতকুলভূষণ যুধিষ্ঠিরাদি সকলে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন; দৈবগত্যা ভীমসেন ভিক্ষা করিতে না যাইয়া কুন্তীর সহিত আবাসে অবস্থান করিলেন। পরে কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের গৃহে উত্থিত-অতিশয়-ঘোর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। হে রাজন্! কুন্তী তাহাদিগের অতিশয় রোদন ও বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া কারুণ্য ও সৎস্বভাব-প্রযুক্ত স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয় দুঃখভরে মথিত হইতে লাগিল। তখন কল্যাণী কুন্তী ভীমসেনকে সকরুণবাক্যে কহিলেন, পুত্র! আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে সৎকৃত ও শোকরহিত হইয়া সুখে বাস করিতেছি; ইহাতে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি যে যেমন দুর্ব্বাসা-প্রভৃতি মহাত্মারা যাহার গৃহে সুখে বাস করেন, তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি কিরূপে এই ব্রাহ্মণের উপকার করিব? পুত্র! উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপকার করে, সেই ব্যক্তিই পুরুষ; এবং যে পরিমাণে কেহ উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার কর্ত্তব্য। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এই ব্রাহ্মণের গৃহে কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, ঐ দুঃখ পরিহারের নিমিত্তে যদি ইহাঁর কোন সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলেও প্রত্যুপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, এই ব্রাহ্মণের যে জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি জ্ঞাত হউন; আমি অবগত হইয়া তৎপ্রতীকার দুষ্কর হইলেও তাহাতে যত্ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণের ও ব্রাহ্মণীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অনন্তর যেমন কামধেনু স্বীয় বৎস বদ্ধ থাকিলে তৎসন্নিধানে গমন করে, তাহার ন্যায় কুন্তী ত্বরান্বিতা হইয়া সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ ম্লান-

বদনে ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতার সহিত উপবিষ্ট আছেন, এবং কহিতেছেন যে এই সংসারে জীবন কেবল দুঃখের মূল, পরাধীন ও অতিশয় অনিষ্টভাগী; অতএব এতাদৃশ অসার অনর্থক জীবনে ধিক্! দেখ, জীবিত থাকিলেই পরমদুঃখ ও পরমপীড়া ভোগ করিতে হয়; কারণ জীবিতব্যক্তির নিশ্চয়ই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং এক আত্মা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনকে পরস্পর অবিরোধে সেবা করিতে পারেন না, সুতরাং ইহাদিগের বিপ্রয়োগ হইলেই অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমরা সংসারে অনুরাগী, আমাদিগের কোনমতেই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অপিচ অর্থপ্রাপ্তি-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবেই দুঃখভোগ করিতে হয়; দেখ, উপার্জ্জনস্পৃহা অত্যন্ত দুঃখদায়ক; এবং অর্থ প্রাপ্ত হইলেও ততোধিক দুঃখভোগ করিতে হয়, কারণ উপার্জ্জিত অর্থে অবশ্য স্নেহ জন্মে; তাহাতে যদি কোনরূপে ঐ অর্থের বিনাশ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দুঃখ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমত কোন উপায়ও দেখি না যে তদ্দ্বারা এই আপদ্ হইতে মুক্ত হই; অথবা স্ত্রীপুত্রের সহিত উপদ্রবশূন্য স্থানে পলায়ন করি। ব্রাহ্মণি! তুমি মনে করিয়া দেখ, যে, যে স্থানে শ্রেয়োলাভ হইবে, সেই স্থানে গমন করিতে আমি যত্ন করিয়াছিলাম; তুমি তখন আমার কথা শুনিলে না। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি, যে, আমি স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ অভিলাষ করাতেও তুমি বলিয়াছিলে যে "ইহা আমার পৈতৃক ভূমি, এই স্থানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধা হইয়াছি, এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারি না।" প্রিয়ে! বহুকাল তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা ও পূর্ব্বতন বান্ধবগণ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থানে বাস করিতে তোমার কি জন্য অনুরাগ হইয়াছিল? তুমি যেমত বন্ধুকামা হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর নাই, সেইরূপ এক্ষণে তোমার বন্ধুবিনাশ উপস্থিত হইল; ইহাতে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে, এমন কি, এক্ষণে আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া নৃশংসের ন্যায় কোনপ্রকারে বন্ধু পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী, নিত্য মাতৃতুল্য-স্নেহকারিণী, দমগুণসম্পন্না ও পরমগতি হইয়াছ; দেবতারা তোমাকে আমার সখাস্বরূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন; পিতামাতা তোমাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মভাগিনী করিয়াছেন; এবং তুমি কুলীনা, শীলসম্পন্না, অপত্যজননী, সাধ্বী, অনপকারিণী ও সতত ব্রতপরায়ণা ভার্য্যা; তোমাকে পূর্ব্বে বরণপূর্ব্বক যথাবিধি পাণিগ্রহণ করিয়া এক্ষণে আত্মজীবনরক্ষার নিমিত্তে কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিব! আর, যে বালকের এপর্য্যন্ত শ্মশ্রু প্রকাশিত হয় নাই, এতাদৃশ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকেই বা কিরূপে আমি স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারি! এবং মহাত্মা বিধাতা উপযুক্ত ভর্ত্তৃহস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত যে কন্যাকে আমার নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষিত করিয়াছেন; যে কন্যা হইতে আমি পিতৃগণের সহিত দৌহিত্রজ লোক প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া আছি; সেই বালিকা-দুহিতাকে উৎপাদন করিয়া এক্ষণে স্বয়ং কিরূপে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহান্বিত হই! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পিতার পুত্রেতেই অধিক স্নেহ হয়; এবং কেহ কেহ বলেন যে কন্যাতেই অধিক স্নেহ হইয়া থাকে; কিন্তু আমার পক্ষে উভয়ই সমান; যাহা হইতে সদ্গতি লাভ হয়, যাহা হইতে বংশরক্ষা হয় এবং যাহা হইতে নিত্যসুখী হইতে পারা যায়, সেই পাপস্পর্শশূন্যা বালিকাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই! এবং আমি যদি আত্মজীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক পরলোকগামী হই, তাহা হইলেও সন্তাপিত হইব; কারণ, ইহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিলে ইহারা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। এবং ইহাদিগের অন্যতম একজনকেও পরিত্যাগ

করিলে গর্হিত নৃশংস-ব্যবহার করা হয়; আর স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিলেও ইহারা আমা-ব্যতিরেকে দেহত্যাগ করিবে; অতএব আমি ঘোর আপদে পতিত হইলাম। হা! এবিপদ্ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় দেখি না; অহো! আমাকে ধিক্! অদ্য পরিবারের সহিত আমার আর কোন গতি নাই; সুতরাং সপরিবারে জীবন পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়; আমার জীবন-ধারণ করা কখনই বিধেয় নহে।

বকবধপর্ব্বে একশত অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

ব্রাহ্মণী কহিল, হে ব্রাহ্মণ! সাধারণ লোকের ন্যায় কদাচিৎ সন্তাপ প্রকাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু আপনি বিদ্বান্। অধুনা আর সন্তাপের সময় নাই। এবং ভূলোকস্থ সমস্ত মনুষ্যকেই অবশ্য নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইবে; অতএব অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে সন্তাপ প্রকাশ করা উচিত নহে। ভার্য্যা, পুত্র ও দুহিতা, এসকলই আত্মসুখের নিমিত্তে লোকে প্রার্থনা করে; অতএব আপনি স্বীয় সদ্বুদ্ধিদ্বারা মনোব্যথা পরিত্যাগ করুন, আমিই স্বয়ং তথায় গমন করিব। সংসারমধ্যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম এই যে তাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ভর্ত্তার হিতকার্য্য করিবেক; অতএব সেই কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা ইহলোকে যশস্কর, পরলোকে অক্ষয্য এবং আপনকারও সুখকর হইবে। হে দ্বিজসত্তম! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই গুরুতর ধর্ম্ম; তাহাতে আপনকার পক্ষে বিপুল ধর্ম্ম ও অর্থের কার্য্য হইবে। দেখুন, যে উদ্দেশে ভার্য্যা-প্রার্থনা করা হয়, তাহা আমা হইতে আপনকার সফল হইয়াছে; আমি আপনকারদ্বারা পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করিয়া ঋণশূন্যা হইয়াছি। এবং আপনি এই পুত্র ও কন্যার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ; আমা হইতে তাহা সুসম্পাদিত হওয়া কদাপি সম্ভাবিত নহে। আপনি আমার প্রাণ ও ধন, সকলেরই ঈশ্বর; আপনা-ব্যতিরেকে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব! আমি না থাকিলে কিরূপেই বা এই দুইটি বালক-সন্তান জীবন ধারণ করিবে! আপনা-ব্যতিরেকে আমি বিধবা ও অনাথা হইয়া জীবিত থাকিলেও কিপ্রকারেই বা সৎপথে থাকিয়া এই দুইটি শিশু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব! এবং আপনার সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধের অনুপযুক্ত, কলঙ্কিত ও অহঙ্কৃত ব্যক্তিরা যদি আপনার এই কন্যাকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তখন আমি কিরূপে ঐ কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিব! এবং যেমন পক্ষিগণ ভূমিতে পরিত্যক্ত আমিষ প্রার্থনা করে, সেইরূপ মানবগণ পতিহীনা স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; হে দ্বিজোত্তম! আমি পতিহীনা হইলে দুরাত্মগণ আমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিচলিত করিতে পারে; তাহা হইলে আমি কিরূপে সাধুলোকের অভীষ্টপথে অবস্থিতি করিতে পারিব! কিরূপেই বা আপনার বংশের একমাত্র কন্যা এই নিরপরাধা বালিকাকে পিতৃপিতামহপথে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইব! এবং কিরূপেই বা সেই সর্ব্বাভাব সময়ে এই পিতৃহীন অনাথ বালককে, আপনি যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞ, তদনুরূপ অভীপ্সিত বিদ্যা-বিশিষ্ট করিতে পারিব! এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা আমাকে পরিভব করিয়া, শূদ্রদিগের বেদশ্রবণ-প্রার্থনার ন্যায় এই অনাথা বালিকাকে প্রার্থনা করিবেক; তাহাতে আমি ভবদীয় গুণে উপবৃংহিতা-এই কন্যাকে যদি অনুপযুক্ত পাত্রে দিতে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে কাক যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য হরণ করে, তাহার ন্যায় তাহারা বলপূর্ব্বক প্রমথিত করিয়া ইহাকে হরণ করিবে; হে ব্রহ্মন্! তখন আমি লোকে অবজ্ঞাভাজন হইব, ও আমার কীদৃশ দুর্গতি হইবে, তাহা বলিতে পারি না; ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার তনয়কে আপনকার অননুরূপ এবং আপনকার এই কন্যাকে অনুপযুক্ত ব্যক্তির বশতাপন্ন অবলোকন

করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। তখন আপনকার ও আমার অভাবে এই বালক সন্তান-দ্বয় জলাভাবে মৎস্যের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ করিবে, সংশয় নাই; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি না থাকিলে আমি ও এই দুইটি সন্তান, এই তিনজনেরই নিশ্চয় বিনাশ হইবেক; সুতরাং আমার বিবেচনায় আমাকে পরিত্যাগ করাই আপনার উচিত। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মবেত্তারা বলিয়া থাকেন যে পুত্রবতী স্ত্রীলোকেরা যদ্যপি ভর্ত্তার পূর্ব্বে পরলোক গমন করে, তবে তাহা উহাদিগের পক্ষে মহৎ সৌভাগ্য। আমি আপনকার হিতের নিমিত্তে পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও জীবন, সকলই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি; স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও দান, এ সমস্ত অপেক্ষা সর্ব্বদা পতির প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাধন করাই প্রশস্ত; অতএব আমি যাহা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছি, তাহাই ইষ্ট, পরমধর্ম্ম এবং আপনার ও ভবদীয় বংশের হিতজনক। পণ্ডিতগণের মত এই যে ভার্য্যা, সন্তান, প্রিয়সুহৃৎব্যক্তি ও অর্থ যে কোন ইষ্টবস্তু, সে সমস্তই আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে। এবং আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ধন রক্ষা করিবেক, ধনদ্বারা স্ত্রীরক্ষা করিবেক, আত্মাকে ধনদ্বারাই হউক, বা স্ত্রীদ্বারাই হউক, সতত রক্ষা করিবেক। পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, উভয় ফলের নিমিত্তই ভার্য্যা, পুত্র, ধন ও গৃহ, এ সমস্ত করিবেক, এবং এক দিকে সমস্ত কুল ও একদিকে আত্মা তুলনা করিলে সমস্ত কুলও আত্মার সমান হয় না; অতএব হে আর্য্য! আপনি আমাদ্বারা কার্য্যসাধন করুন; বুদ্ধি অনুসারে আপনাকে রক্ষা করুন,— আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন; আপনি এই সন্তানদ্বয়কে প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম্মবিনির্ণয়স্থলে স্ত্রীলোক অবধ্য ও রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন, সুতরাং সেই রাক্ষস আমাকে বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে স্থলে পুরুষের বধ নিশ্চয় ও স্ত্রীলোকের বধ সংশয়িত হইতেছে, সে স্থলে আমাকেই প্রেরণ করা উচিত। আমি অনেক সুখভোগ করিয়াছি, আমার অনেক প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে, আমি অনেক ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি, এবং আপনা হইতে প্রিয়সন্তানও প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে জীবনত্যাগ করিলে আমার অনুতাপ নাই। আমার সন্তান হইয়াছে, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি; এবং আপনকার প্রিয়কার্য্য করণে আমার সর্ব্বদা যত্ন আছে; এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াই এরূপ নিশ্চয় করিয়াছি। এবং আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী লাভ করিতে পারিবেন; তাহা হইলে আপনার পুনর্ব্বার ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে; হে কল্যাণালয়! পুরুষের বহুপত্নী কৃত হইলে অধর্ম্ম নাই; কিন্তু স্ত্রীলোক পূর্ব্ব-স্বামিকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ আশ্রয় করিলে মহা অধর্ম্ম হয়। আপনি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মত্যাগ গর্হিত-বিবেচনায় আপনার কুল ও এই বালকদ্বয় এবং আত্মাকে পরিত্রাণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার সহিত অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

বকবধপর্ব্বে একশত ঊনষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কন্যা সেই দুঃখিত পিতামাতার বাক্য আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে কহিলেন, আপনারা কিনিমিত্ত অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছেন! সম্প্রতি আমার কথা শ্রবণ করিয়া যাহা বিধেয় হয়, করুন। আপনারা ধর্ম্মানুসারে এক সময়ে আমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ

নাই; অতএব অবশ্যত্যাজ্য একমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় রক্ষা করুন! "সন্তান হইতে নিস্তার পাইব" ইহা মনে করিয়াই লোকে অপত্য-কামনা করিয়া থাকে; অতএব আপনি এই কন্যা-রূপ-তরীদ্বারা উপস্থিত বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হউন। আত্মজ হইতে ইহলোক ও পরলোক, সর্ব্বত্রই আপদ্ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; এই নিমিত্তে পণ্ডিতগণ তাহাকে পুত্র বলিয়া থাকেন। পিতৃলোকেরা পরিত্রাণের নিমিত্তেই আমা হইতে দৌহিত্রপ্রত্যাশা করেন; পরন্ত আমি দৌহিত্রের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পিতার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগের পরিত্রাণ করিব। হে পিতঃ! যদ্যপি আপনি পরলোক গমন করেন, তবে অল্প-কালমধ্যেই আমার এই শিশুভ্রাতা কালকবলে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনি ও ভ্রাতা না থাকিলে পিতৃগণের একেবারে পিণ্ডলোপ হইয়া অতিশয় অনিষ্ট হইবে; এবং আমি তখন পিতা ও ভ্রাতার অভাবে দারুণ দুঃখিত হইব, আবার মাতাও স্বামী এবং পুত্রের শোকে জীবিত থাকিবেন না; আমি তখন দুঃখের উপর দুঃখ-ভোগ করিয়া অযথোচিত মৃত্যুর বশবর্ত্তিনী হইব। আপনি স্বস্থ হইয়া এই আপদ্ হইতে মুক্ত হইলে মাতা, শিশুভ্রাতা, বংশ ও পিণ্ড, এসমস্তই রক্ষা হইবে, সন্দেহ নাই। দেখুন, পুত্র আত্মস্বরূপ, ভার্য্যা সখিস্বরূপ, পরন্ত দুহিতা কষ্টস্বরূপ, সুতরাং কষ্ট-স্বরূপ দুহিতাদ্বারা আপনাকে মুক্ত করুন—আমাকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করুন। হে তাত! আমি বালিকা, সুতরাং আপনা-ব্যতিরেকে অনাথা ও দীনা হইয়া সর্ব্বদা আমাকে যে সে স্থানে গমন করিতে হইবে; অতএব আমি এই সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়া কুলরক্ষা করত ফলভাগিনী হইব। হে দ্বিজসত্তম! আপনি যদ্যপি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষস-সমীপে গমন করেন, তাহা হইলে আমি অতিশয় পীড়িতা হইব, অতএব আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন; হে সত্তম! আমার এবং ধর্ম্ম ও বংশরক্ষার নিমিত্তে আপনাকে রক্ষা করুন। সেই আমাকে একসময়ে অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবেক, না হয়, এই সময় ত্যাগ করিলেন; অবশ্য-করণীয় বিষয়ে আর কালা-তিপাত করা উচিত নহে। ইহা অপেক্ষা আর পরম দুঃখ কি আছে যে আপনি স্বর্গত হইলে আমরা নিরন্তর পরের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া কুক্কুরের ন্যায় বেড়াইব; আর, আপনি বান্ধবগণের সহিত এই ক্লেশ হইতে মুক্ত ও স্বস্থ হইয়া থাকিলে আমি অমরলোকে সুখে বাস করিতে পারিব। ইহাও আমাদিগের শ্রুত আছে যে এরূপ অন্যায় বিষয়ে কন্যা দান করিয়াও পিতৃগণকে জলদান করিলে তাঁহারা অবশ্যই হিতকারী হন; অতএব আপনি এ বিষয়ে আমাকে দান করিয়া স্বয়ং জীবিত থাকিয়া যদি পিতৃগণকে জলদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা হিতকারী হইবেন।

সেই কন্যার এইরূপ বহুবিধ পরিদেবিত শ্রবণ করিয়া পিতা, মাতা ও কন্যা, তিনজনেই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বালক পুত্র তাঁহাদিগের সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রফুল্লনয়নে সহাস্যবদনে মধুর ও অস্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! ক্রন্দন করিবেন না! হে মাতঃ! রোদন করিবেন না! হে ভগিনি! বিলাপ করিবেন না! এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট এক এক বার করিয়া গমন করিতে লাগিল। পরে একটি তৃণ গ্রহণ-পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ব্বার কহিল যে আমি সেই পুরুষাদক রাক্ষসকে এই তৃণদ্বারা বধ করিব।

তাহার মাতাপিতা ও ভগ্নী যদিও অতিশয় দুঃখে কাতর ছিলেন, তথাপি তখন সেই বালকের অস্ফুট বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের মহাহর্ষ হইল।

অনন্তর কুন্তী "অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার এই সময়" ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তিনী হই-

লেন। অনন্তর অমৃতদ্বারা মৃতব্যক্তিদিগকে জীবন প্রদানের ন্যায় তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

বকবধপর্ব্বে একশত ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬০॥

কুন্তী কহিলেন, এরূপ দুঃখের কারণ কি, তাহা আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি, কারণ, যদি তাহার প্রতীকার করিতে পারা যায়, তবে করিব।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে তপোধনে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সাধুজনের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এ দুঃখ নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। এই নগরের সমীপে বক নামে এক মহাবল রাক্ষস বাস করে; সেই পুরুষাদক এই নগরের ও এই প্রদেশের অধীশ্বর; মনুষ্যমাংসে পুষ্ট, বলবান্ ও দুষ্টবুদ্ধি সেই অসুররাজ নিরন্তর এই দেশ রক্ষা করিয়া থাকে। এই দেশ রাক্ষসের বলে পরিরক্ষিত হওয়াতে পরচক্র হইতে বা কোন প্রাণী হইতে আমাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এক শকট অন্ন ও দুইটা মহিষ এবং যে মনুষ্য তাহা লইয়া যায় ঐ মনুষ্য, এ সমস্ত সেই রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্তে বেতন-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে; এই দেশের গৃহস্থেরা প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন করিয়া প্রত্যহ তাহার ঐরূপ ভোজন প্রদান করিয়া থাকে। অতিদুস্তর এইরূপ বার বহুবৎসর অন্তর এক এক গৃহস্থের উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কখন কোন ব্যক্তিরা ইহা হইতে মুক্ত হইবার যত্ন করে, তবে ঐ রাক্ষস তাহাদিগকে স্ত্রীপুত্রের সহিত সংহার করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রদেশে বেত্রকীয় গৃহনামক স্থানে এক রাজা আছেন; সেই বুদ্ধিহীন ভূপতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন না; যদিও তিনি রাক্ষস বধ করিতে স্বয়ং অসমর্থ, কিন্তু যাহাতে এই সমস্ত লোকের চিরকালের নিমিত্তে কুশল হয়, যত্নপূর্ব্বক এমত কোন উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। আমরা যখন সেই দুর্ব্বল কুরাজাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াও তাঁহার অধিকারমধ্যে বাস করিতেছি; তখন আমরা অবশ্যই এই দুঃখভোগের উপযুক্ত। দেখ, ব্রাহ্মণদিগকে কোনব্যক্তি স্ববিষয়ে বাস করাইতে পারে না, কারণ, তাঁহারা কাহারও ইচ্ছানুবর্ত্তী হন না; তাঁহারা স্বীয়গুণে কামচারী পক্ষীর ন্যায় স্বচ্ছন্দাচারী হইয়া বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি তাহার বিপরীতাচরণ করিয়াছি; এবং কথিত আছে যে "প্রথম ভূপতি, পরে ভার্য্যা, তৎপরে ধন উপার্জ্জন করিবেক; এই বিষয়ত্রয় সঞ্চয় হইলে জ্ঞাতি ও পুত্রগণের পরিত্রাণ হয়।" এই বিষয়ত্রয় উপার্জ্জন-বিষয়েও আমার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হইয়াছে; সুতরাং অধুনা এই বিপৎসাগরে পতিত হইয়া অতিশয় তাপিত হইতেছি। অদ্য আমাদিগের কুলবিনাশক সেই বার উপস্থিত হইয়াছে—রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্তে বেতনস্বরূপ এক মনুষ্য আমাকে প্রদান করিতে হইবে। পরন্তু আমার এমত ধন নাই যে কোন স্থান হইতে একটি মনুষ্য ক্রয় করিয়া প্রদান করি, অথচ কোন সুহৃৎকেও প্রদান করিতে পারিব না; সুতরাং সেই রাক্ষসহস্ত হইতে যে মুক্ত হইতে পারি, এমত কোন উপায় দেখি না; এজন্য মহাদুস্তর দুঃখার্ণবে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছি। অতএব বিবেচনা করিতেছি যে অদ্য আমি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সহিত সেই রাক্ষসের নিকট গমন করিব যে সেই ক্ষুদ্রাশয়-রাক্ষস একত্র আমাদিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে।

বকবধপর্ব্বে একশত একষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬১॥

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই ভয় হইতে কোনপ্রকারে বিষণ্ণ হইও না, আমি সেই রাক্ষস হইতে মুক্ত হইবার উপায় স্থির করিয়াছি। তোমার একটি বালকপুত্র ও একমাত্র ব্রতস্থা কন্যা; তাহাদিগের, কি তোমার পত্নীর, কি তোমার স্বয়ং গমন করা আমার বিবেচনায় উচিত হয় না; আমার পঞ্চ

পুত্র আছে; তাহাদিগের মধ্যে একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণ করিয়া সেই পাপরাক্ষসের নিকট গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি স্বীয় জীবনরক্ষার নিমিত্ত এরূপ কর্ম্ম কোনমতে করিতে পারিব না, আমি আপনার নিমিত্তে ব্রাহ্মণ ও অতিথির প্রাণ-বিয়োগ করিতে সাহসী হই না; যাহারা নীচবংশে উৎপন্ন ও অধার্ম্মিক, তাহারাও কখন ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আত্মাকে বা আত্মজকে পরিত্যাগ করিবেক, এই যে বিধি আছে, তাহাই আমার শ্রেয় জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; এবং তাহা করিতেই আমার অভিরুচি হইতেছে। ব্রাহ্মণবধ ও আত্মবধ, এ উভয়ের মধ্যে আত্মবধই শ্রেয়; কারণ, ব্রহ্মবধ পরমপাপজনক, তাহা করিলে আর নিষ্কৃতি নাই। আমি বিবেচনা করি যে অনিচ্ছা-পূর্ব্বক ব্রহ্মবধ-অপেক্ষা অনিচ্ছা-পূর্ব্বক আত্মবধ আমার পক্ষে শ্রেয়। এবং আমি স্বয়ং কিছু আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, অন্যব্যক্তি আমাকে বিনাশ করিবেক, ইহাতে আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারিবে না। বুদ্ধিদ্বারা কোন অভিসন্ধি-পূর্ব্বক ব্রহ্মবধ করিলেও যে কঠিনরূপে বা সহজরূপে নিষ্কৃতি পাইব, এমত বোধ হয় না। গৃহে অভ্যাগত ও শরণাপন্ন ব্যক্তির পরিত্যাগ এবং যাচমান ব্যক্তির বধ, এ সমস্ত নৃশংস ও গর্হিত বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। এবং আপদ্ধর্ম্মবেত্তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা কহিয়াছেন যে নিন্দিত ও নৃশংসকর্ম্ম কদাপি করিবেক না; অতএব অদ্য আমি পত্নীর সহিত জীবন পরিত্যাগ করি, তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়; আমি কোন প্রকারেই ব্রাহ্মণবধে সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমারও এইরূপ মতস্থির আছে যে ব্রাহ্মণগণকে অবশ্য রক্ষা করিতে হইবেক। এবং যদি শত পুত্রও হয়, তথাপি পুত্র কখন আমার অনাদরের বিষয় হয় না; আমার তনয় বীর্য্যবান্, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ, সুতরাং ঐ রাক্ষস তাহাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে মদীয় তনয় সেই রাক্ষসকে ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবে এবং আপনাকেও রক্ষা করিবে। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বলবান্ মহাকায় অনেকানেক রাক্ষস আসিয়া আমার বীরপুত্র হইতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! একথা তুমি কাহারও নিকট কোন প্রকারে ব্যক্ত করিও না; ব্যক্ত করিলে বিদ্যার্থিগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার পুত্রগণকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিবেক; মদীয় তনয় গুরুর অনুমতি-ব্যতিরেকে অন্য কাহাকে যে বিদ্যাদান করিবে, সেই বিদ্যাদ্বারা কোন প্রকারে আর কার্য্য করিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্য্যার সহিত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া অমৃততুল্য সেই বাক্যে সমাদর-পূর্ব্বক সম্মত হইলেন। পরে কুন্তী ও ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া বায়ুপুত্র ভীমকে সেই দুরূহ কর্ম্ম করিতে কহিলেন; ভীমসেনও তাহাতে সম্মতি-পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন।

বকবধপর্ব্বে একশত দ্বিষষ্টি অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৬২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন সেই কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবেরা ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির আকারদ্বারাই সেই ব্যাপার অবগত হইয়া নির্জ্জনে উপবেশন-পূর্ব্বক জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! ভীমপরাক্রম ভীম কি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন? ইহাতে কি আপনি অনুমতি করিয়াছেন? কিম্বা ভীম স্বয়ং ইহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

কুন্তী কহিলেন, এই পরন্তপ বৃকোদর আমার বাক্যানুসারেই ব্রাহ্মণের উপকার ও এই নগর মুক্ত

করিবার নিমিত্ত এই মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি এ কি সুদুষ্কর ভয়াবহ সাহস করিয়াছেন! সাধুগণ কখন পুত্র-পরিত্যাগ প্রশংসা করেন না। এবং পরপুত্র-রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র পরিত্যাগ করা কিপ্রকারে উচিত হয়! অদ্য আপনি পুত্র পরিত্যাগ করিয়া লোকাচার অতিক্রম ও বেদবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন! যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া আমরা সুখে শয়ন করিতেছি; যাঁহার বাহুবল অবলম্বনে আমরা ক্ষুদ্রাশয় দুর্য্যোধনাদিকর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছি; যাঁহার অপরিমিত বীর্য্য স্মরণ করিয়া দুর্য্যোধন ও শকুনি দুঃখহেতু সমস্তরাত্রি নিদ্রা যায় না; যে বীরের বাহুবীর্য্যে আমরা জতুগৃহ হইতে ও অন্যান্য সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি; এবং যাঁহা হইতে পুরোচন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এমন কি, যাঁহার বাহুবীর্য্য আশ্রয় করিয়া আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে সংহার-পূর্ব্বক এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা প্রাপ্তই হইয়াছি, ইহা বোধ করিয়া থাকি; আপনি কোন্ বুদ্ধিতে সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন! আপনি কি জ্ঞানশূন্যা হইয়াছেন! দুঃখহেতু আপনার কি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে!

কুন্তী কহিলেন, যুধিষ্ঠির! তুমি বৃকোদরের নিমিত্তে সন্তাপ করিও না, আমি বুদ্ধিহ্রাস-জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। বৎস! আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে যে সংকৃত হইয়া অদীনভাবে সুখে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকারের নিমিত্ত এরূপ করিতে স্থির করিয়াছি, কারণ, উপকার করিলে যিনি প্রত্যুপকার করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ; বিশেষত যে ব্যক্তি যে পরিমাণে উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহার প্রত্যুপকার করাই বিধেয়। জতুগৃহে ভীমসেনের যেরূপ বিক্রম দেখিয়াছি, এবং সে যেরূপে হিড়িম্ব বধ করিয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহার বাহুদ্বয়ের বল অযুতনাগের সমান হইবে। এবং যে বৃকোদর হস্তিসদৃশ তোমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে স্কন্ধে করিয়া বহনপূর্ব্বক বিনিষ্ক্রান্ত করিয়াছে; এতাদৃশ ভীমের সমকক্ষ বলবান্ এই অবনীমণ্ডলে কেহই দৃষ্ট হয় না; বোধ হয়, ভীম আমার, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বজ্রধারী স্বয়ং ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমার ক্রোড় হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হয়, তাহাতে উহার শরীরভারে প্রস্তর সকল ঘর্ষিত হইয়া চূর্ণিত হইয়াছিল; এ কারণেও আমি স্বীয় বুদ্ধিতে ভীমের বল অবগত আছি; তন্নিমিত্তেই ব্রাহ্মণের শত্রুপ্রতিকার করিতে মানস করিয়াছি। আমি লোভ কি অজ্ঞান বা মোহহেতু ইহাতে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই এই ধর্ম্মকার্য্যের উদ্যোগ করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্যদ্বারা দুই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবে; এক এই যে এই স্থানে যে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় মহাধর্ম্ম। আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, যিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের কোন হিতবিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি শুভলোক প্রাপ্ত হন; যে ক্ষত্রিয়পুরুষ ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে বিপুল যশ প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের সাহায্য করিলেও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র প্রজারঞ্জক হন, সন্দেহ নাই; ক্ষত্রিয়পুরুষ শূদ্র কি শরণাগত ব্যক্তিকে যদি বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও রাজপূজিতবংশে জন্মলাভ হয়। হে পৌরবনন্দন! পূর্ব্বকালে আশুতর-বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই আমি এই কর্ম্ম করিতে মানস করিয়াছি।

বকবধপর্ব্বে একশত ত্রিষষ্টি অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৬৩॥

মাতার ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তখন যুধি-

ষ্ঠির কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি বিপদ্‌গ্রস্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক যে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে; আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি যে দয়াবতী হইয়াছেন, তাহাতেই ভীমসেন পুরুষাদক রাক্ষসকে সংহার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, সন্দেহ নাই। নগরবাসীজনগণ যাহাতে ইহা জানিতে না পারে, আপনি যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিয়া তাহা স্বীকার করাইয়া লইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন ভোজনসামগ্রী লইয়া যে স্থানে সেই রাক্ষস আছে, সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসের আবাসস্থলমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য আপনি ভোজন করিতে করিতে তাহার নামোল্লেখ-পূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৃহদাকৃতি ও মহাবেগবান্ ঐ রাক্ষস ভীমবাক্যে অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভূমি বিদারণ করিতে করিতে, যেখানে ভীম আছেন, তথায় আগমন করিল; ঐ রাক্ষসের চক্ষু, শ্মশ্রু ও কেশসকল রক্তবর্ণ, মুখ কর্ণ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় ছিল; এতাদৃশ বিকটাকৃতি ভীষণরূপ সেই রাক্ষস ভীমসেনকে অন্ন ভোজন করিতে দেখিয়া দশনদ্বারা অধর দংশন-পূর্ব্বক ত্রিরেখাবিশিষ্ট ভ্রুকুটী ধারণ করিয়া নয়নদ্বয় বিস্তার করত ক্রোধভরে কহিল, কাহার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে যে যমালয়ে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার ভোজনের নিমিত্ত আনীত অন্ন আমার সমক্ষেই আপনি ভোজন করিতেছে? হে ভারত! ভীমসেন সেই কথা শুনিয়াও হাসিতে হাসিতে রাক্ষসকে অনাদর-পূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। তখন সেই পিশিতাশন ভীষণ শব্দ-পূর্ব্বক বাহুদ্বয় উদ্যত করিয়া ভীমসেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে ধাবমান হইল। শত্রুসংহারক বৃকোদর তখন রাক্ষসের প্রতি অনাস্থাপূর্ব্বক এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তখন অতিশয় ক্রোধ-পরিপূর্ণ হইয়া ভীমসেনের পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইয়া উভয় মুষ্টিদ্বারা পৃষ্ঠদেশে এক আঘাত করিল। ভীমসেন সেই বলবান্ রাক্ষসের ভুজদ্বয়দ্বারা অতিশয় আহত হইয়াও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, একমনে ভোজন করিতেই লাগিলেন। পরে মহাবল রাক্ষস সংপূর্ণরূপে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করিবার নিমিত্তে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তদনন্তর মহাবলবান্ পুরুষেন্দ্র ভীমসেন তখন সেই অন্ন শনৈঃ শনৈঃ ভোজনপূর্ব্বক আচমন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। রাক্ষস ক্রোধাভিভূত হইয়া ভীমসেনের প্রতি সেই বৃক্ষনিক্ষেপ করিলে বীর্য্যবান্ ভীমসেন হাস্য-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহা বামহস্তে ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বলশালী রাক্ষস বহুবিধ বৃক্ষ উৎপাটন-পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এবং ভীমও সেইরূপ বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! তখন মনুষ্যের সহিত সেই রাক্ষসরাজের এতাদৃশ ঘোররূপ বৃক্ষ-যুদ্ধ হইয়া উঠিল যে তাহাতে তত্রত্য বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। পরে পিশিতাশন বক আপনার নাম প্রকাশ করিয়া লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মহাবল ভীমসেনকে ভুজদ্বয়ে গ্রহণ করিল; তখন মহাবাহু বলবান্ ভীমসেন সেই মহাবেগশালী স্ফূর্ত্তিমান্ রাক্ষসকে যথাসাধ্য বলপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমকর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়াও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; তাহাতে সেই পুরুষাদকই অতিশয় ক্লান্ত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের উভয়ের বেগদ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইল, এবং নিকটস্থ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণ দেখিয়া জানুদ্বারা ভূমিতে নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক প্রহার করিতে

লাগিলেন। পরে তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু প্রদান-পূর্ব্বক নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ও বাম হস্তে কটিদেশের বসন ধারণ করিয়া তাহাকে দ্বিগুণিত অর্থাৎ দুইখণ্ডে ভগ্ন করিলেন; তখন রাক্ষস ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! যখন ভীমসেনকর্ত্তৃক সেই ঘোররূপ রাক্ষস ভগ্ন হয়, তখন তাহার মুখ হইতে রুধির-ধারা উদ্গারণ হইতে লাগিল।

বকবধপর্ব্বে একশত চতুঃষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শৈলরাজ-সদৃশ বকরাক্ষস ভগ্ন-দেহ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পরিজনগণ সেই শব্দে ত্রস্ত হইয়া পরিচারক বর্গের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ভীমের নিকট উপস্থিত হইল। প্রহরণপটু বলবান্ ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞান-শূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিলেন; এবং এইরূপ কহিয়া তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞারূঢ় করিলেন, তোমরা আর কখন মনুষ্য হিংসা করিবে না, যদি কর, তাহা হইলে তোমাদিগকেও ত্বরায় এইরূপ নিহত হইতে হইবে। রাক্ষসগণ বৃকোদরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই নিয়ম স্বীকার করিল। হে ভারত! তদবধি নগরবাসী মনুষ্যেরা সেই নগরে রাক্ষসগণকে শান্ত-প্রকৃতি দেখিত। অনন্তর ভীমসেন সেই মৃত রাক্ষসকে লইয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষিপ্ত করিয়া লোকের অলক্ষিতরূপে গমন করিলেন। বকরাক্ষসের জ্ঞাতিগণ ভীমকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিল। ভীমসেন সেই রাক্ষসরাজকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে গমনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

অনন্তর সেই প্রাতঃকালেই নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ-তুল্য ভীষণাকার বকরাক্ষসকে রুধিরাক্ত, নিহত ও নিপতিত দেখিয়া লোমাঞ্চিত হইল; এবং একচক্রা নগরীতে পুর-মধ্যে গমন করিয়া ঐ সংবাদ প্রদান করিল। হে রাজন্! তখন সহস্র সহস্র নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বকরাক্ষসকে দেখিতে সমাগত হইল। হে বিশাম্পতে! তাহারা সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। পরে "অদ্য রাক্ষসের ভোজন প্রদানে কাহার বার ছিল" ইহা গণনা করিতে লাগিল; পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া সকলেই সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন-পূর্ব্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। সমস্ত নাগরগণ ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বিপ্রেন্দ্র পাণ্ডবদিগকে গোপন করিবার নিমিত্তে কহিলেন, আমি রাক্ষসের ভোজন প্রদানে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতেছিলাম, এমত সময়ে একজন মন্ত্রসিদ্ধ মহামতি ব্রাহ্মণ আমাকে ঐরূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক এই নগরের মহাক্লেশ অবগত হইয়া আশ্বাস-প্রদান করত হাস্য করিতে করিতে কহিলেন যে আমি সেই দুরাত্মার নিকট এই অন্ন লইয়া যাইব; আমার নিমিত্তে কোন ভয় নাই। এই কথা বলিয়া তিনি অন্ন লইয়া বকরাক্ষসের অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই লোকের হিতের নিমিত্তে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট ও হৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মমহোৎসব করিতে লাগিলেন। নগরবাসী মনুষ্যেরা সেই অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল। পাণ্ডবগণ সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন।

একশত পঞ্চষষ্টি অধ্যায়ে বকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত॥ ১৬৫॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! পুরুষসিংহ পাণ্ডবেরা বকরাক্ষস বধ করিয়া, তাহার পর কি করিয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ বক-রাক্ষস সংহার করিয়া সেই ব্রাহ্মণগৃহে অবস্থিতি-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাসের নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইলেন। নিত্য অতিথি-সেবাপরায়ণ ঐ ব্রাহ্মণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে পূজা করিয়া বাস প্রদান করিলেন। ঐ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ শুভ কথা কহিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও কুন্তী, ইহাঁরা ঐ সকল কথা শ্রবণে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তিনি বিবিধ আশ্চর্য্য দেশ, নগর, তীর্থ, সরিৎ, নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রাজাদিগের বিবরণ ও বিবিধ নগর সকলের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! সেই ব্রাহ্মণ কথাবসরে, পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ম্বর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি ও দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে কৃষ্ণার অযোনিজত্বরূপে উৎপত্তি, এই সকল সংবাদ কহিলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের নিকট সেই মহাত্মার অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কথাবসরে বিস্তাররূপে জানিতে ইচ্ছা করিলেন ও কহিলেন, হে বিপ্র! পাবক হইতে কিরূপে দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হইল? কিরূপে বেদীমধ্য হইতে কৃষ্ণার অদ্ভুতরূপে জন্ম হইল? কিরূপেই বা ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য দ্রোণ হইতে সর্ব্বাস্ত্র শিক্ষা করিলেন? এবং দ্রুপদ রাজার সহিত দ্রোণের যে সখ্য ছিল, তাহা কি কারণে কি প্রকারেই বা ভঙ্গ হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষপ্রধান-পাণ্ডবগণের এই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দ্রৌপদীর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ষট্‌ষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৬॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাদ্বারের সমীপে ভরদ্বাজ নামে নিয়ত-ব্রতনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপস্বী এক মহর্ষি বাস করিতেন। একদা তিনি গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা আসিয়া স্নান করিয়া নদীতীরে দণ্ডায়মানা আছে; সেই সময়ে বায়ুদ্বারা তাহার বসন ব্যপহৃত হওয়াতে ঋষি তাহাকে বিবসনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কামপরতন্ত্র হইলেন। কৌমার-কালাবধি ব্রহ্মচারী সেই মহর্ষি ঘৃতাচীর প্রতি আসক্ত-চিত্ত হইবামাত্র তাঁহার চিরসঞ্চিত রেত স্খলিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দ্রোণ নামক পাত্রে ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই ধীমান্ ঋষি হইতে দ্রোণ-নামক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ কুমার বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পৃষত নামে এক রাজা ভরদ্বাজের সখা ছিলেন; তাঁহার দ্রুপদ নামে এক পুত্র হইল। ক্ষত্রিয়বর পৃষততনয় দ্রুপদ প্রত্যহ ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পরে ভূপতি পৃষত স্বর্গারোহণ করিলে দ্রুপদ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দ্রোণ শুনিলেন যে পরশুরাম সমস্ত ধন দান করিতেছেন; পরে যখন রাম সর্ব্বস্ব দান করিয়া বন গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময়ে ভরদ্বাজ-তনয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমার নাম দ্রোণ, আমি ধন প্রার্থনায় আপনকার নিকট আগমন করিয়াছি। রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি, এক্ষণে আমার শরীর ও অস্ত্রগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব আমার সমুদায় অস্ত্র বা শরীর, একতর প্রার্থনা কর। দ্রোণ কহিলেন, আপনি প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, অনন্তর, ভৃগুনন্দন তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিলেন; দ্রোণ তাহা

গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন। তিনি রাম হইতে পরম সম্মত ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। অনন্তর প্রতাপশালী পুরুষেন্দ্র ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রুপদের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমি তোমার সখা। দ্রুপদ উত্তর করিলেন, যিনি শ্রোত্রিয় নহেন, তিনি কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারেন না; যিনি রথী নহেন, তিনি কখন রথীর সখা হইতে পারেন না; এবং যিনি স্বয়ং রাজা নহেন, তিনি কখন রাজার সখা হইতে পারেন না; অতএব তুমি কি নিমিত্তে সখা বলিয়া সম্বোধন করিতেছ?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্রোণ পাঞ্চাল্য দ্রুপদের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া প্রতি বিধান করিতে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কৌরবদিগের হাস্তিনপুর নামক নগরে গমন করিলেন। অনন্তর ভীষ্ম সেই সমাগত ধীমান্ দ্রোণের নিকট পৌত্রগণকে শিষ্যত্বরূপে সমর্পণ করিলেন, এবং বিবিধ ধন প্রদান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর দ্রোণ দ্রুপদের অপকারের নিমিত্তে শিষ্য পাণ্ডবদিগকে সমীপে আনয়ন করিয়া সকলকেই কহিলেন, হে নিষ্পাপ রাজকুমারেরা! তোমরা অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, আমি মনোমধ্যে যে বিষয় গুরুদক্ষিণার নিমিত্তে নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা প্রদান করিবে, ইহা সত্য করিয়া বল। তাহাতে অর্জ্জুনপ্রভৃতি শিষ্যগণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। যখন কৃতনিশ্চয় পাণ্ডবগণ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন, তখন আচার্য্য দ্রোণ তাঁহাদিগকে গুরুদক্ষিণার নিমিত্তে ইহা কহিলেন যে দ্রুপদ-নামে পৃষত রাজার তনয় অহিচ্ছত্র-দেশের অধীশ্বর আছেন, তোমরা সেই রাজ্য তাঁহার নিকট হইতে শীঘ্র হরণ করিয়া আমাকে প্রদান কর। অনন্তর পাণ্ডুনন্দনেরা দ্রুপদকে সংগ্রামে পরাজয়-পূর্ব্বক অমাত্যের সহিত বন্ধন করিয়া দ্রোণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে কহিলেন, হে নরাধিপ! আমি পুনর্ব্বার তোমার সহিত সখ্য প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু অধুনা আমি রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে রাজার সহিত সখ্য হইতে পারে না, এজন্য তোমার সহিত একত্র রাজ্য করিতে এইরূপ স্থির করিয়াছি যে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ-কূলে রাজা হও, আমি উত্তর-কূলে রাজা হই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন পাঞ্চালরাজ অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ-প্রবর ধীমান্ দ্রোণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহামতি ভরদ্বাজনন্দন! তোমার ভাল হউক, তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ, তাহাই হউক; আমার সহিত তোমার সখ্য চির-স্থায়ী হউক। অরিন্দম দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজ পরস্পর এইরূপ কহিয়া অনুত্তম সখ্য স্থাপন-পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু রাজা-দ্রুপদের অন্তঃকরণ হইতে সেই মহা অপমান মুহূর্ত্তকালও তিরোহিত হইল না, তিনি তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিত-চিত্ত ও কৃশ হইতে লাগিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত সপ্তষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৭॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজা দ্রুপদ অমর্ষ ও শোকে আকুল হইয়া উপযুক্ত পুত্রোৎপত্তির অভিলাষে কর্ম্মসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে অন্বেষণ করত তাঁহাদিগের আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান নাই" এই চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণমধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি স্বীয় অবজ্ঞাহেতু আপনার পুত্রদিগকে ও বন্ধুগণকে ধিক্কার প্রদান-পূর্ব্বক দ্রোণের প্রতিকার নিমিত্তে সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। তিনি প্রতিকার করিতে ইচ্ছু হইয়াও দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা ও চরিত ক্ষাত্রবলদ্বারা যে অতিক্রম করিতে পারেন, চিন্তা করিয়া তাহার কোন উপায় দেখিলেন না। অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাকূলে কল্মাষ-পাদ নামক রাজার পুরীসমীপে পবিত্র ব্রাহ্মণ-

বাসে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্নাতক, ব্রতনিষ্ঠ ও মহাভাগ ছিলেন। তন্মধ্যে যাজ ও উপযাজ নামক, ব্রতনিষ্ঠ, শমগুণ-সম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সংহিতাধ্যয়ন-নিরত, কাশ্যপ-গোত্রীয় ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত কার্য্য-সম্পাদনে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি অতন্দ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ কামনাদ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠকে ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া একান্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; তিনি সমস্ত কাম্যবস্তুর-প্রলোভ-প্রদর্শন পদশুশ্রূষা প্রিয়বাক্য-কথন অভিলাষ পূরণ-প্রভৃতিদ্বারা সেই ধৃতব্রত উপযাজকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। একদা দ্রুপদ উপযাজকে যথাবিধানে পূজিত করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ উপযাজ! যে কর্ম্ম করিলে আমার দ্রোণবিনাশক পুত্র উৎপন্ন হয়, যদি আপনি তাহা করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অর্ব্বুদসংখ্য গোদান করিব; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদ্যপি আর কিছু আপনার অভিলাষ থাকে, তাহাও প্রদান করিব, তাহাতে সংশয় নাই। ঋষি কহিলেন, আমি এ কর্ম্ম করিতে পারিব না। দ্রুপদ তথাপি সেই ঋষির আরাধনার নিমিত্তে পুনর্ব্বার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে এক দিবস দ্বিজোত্তম উপযাজ রাজা-দ্রুপদকে মধুরবাক্যে কহিলেন যে একদা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গহনবনে বিচরণ করিতে করিতে এমত স্থান হইতে, পতিত একটি ফল গ্রহণ করিলেন যে ঐ স্থান শুচি কি না তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন না; আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐ অযুক্ত কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছিলাম; হে রাজন্! তিনি সেই দোষযুক্তবস্তু গ্রহণ-বিষয়ে কোন বিচার করিলেন না; সেই ফল দেখিয়া তদ্বিষয়ে পাপানুবন্ধক দোষ তাঁহার বুদ্ধিতে স্থান প্রাপ্ত হইল না; অতএব যিনি একস্থলে শৌচ বিচার করিলেন না, তিনি অন্য বিষয়ে কিপ্রকারে দোষদর্শী হইবেন, অর্থাৎ তিনি তোমার অভীষ্টবিষয়ে দোষদর্শী হইবেন না। অপিচ তিনি যখন গুরুকুলে বাস করিয়া সংহিতা অধ্যয়ন করিতেন, তখন অন্যের উৎসৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্যও যে সে সময়ে ভক্ষণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হইত না; সর্ব্বদা অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য্য-প্রযুক্ত আমি তর্ক-রূপ চক্ষুর্দ্বারা তাঁহাকে ফলার্থী বিবেচনা করিতেছি; হে নৃপতে! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার যাজন-কার্য্য করিতে সম্মত হইবেন।

দ্রুপদ নৃপতি যাজের চরিত শ্রবণ-পূর্ব্বক নিন্দা করিতে ইচ্ছু হইয়াও মনে মনে স্বকার্য্য চিন্তা করিয়া উপযাজের বাক্যানুসারে তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া পূজার্হ যাজকে সর্ব্বতোভাবে পূজা-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গোপ্রদান করিতেছি, আপনি আমার যাজন-কার্য্য করুন; আমি দ্রোণের শত্রুতানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আপনি কৃপা-বারি সেচন করিয়া আমাকে সুশীতল করুন। দ্রোণ ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মাস্ত্র উভয়-বিষয়েই পারদর্শী; এই জন্য সখ্যবিবাদে তিনি আমাকে পরাজয় করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও কৌরবদিগের প্রধান আচার্য্য; এই ভূমণ্ডলে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ক্ষত্রিয় নাই। তাঁহার ধনুঃ ছয় অরত্নি পরিমিত ও অতিমহৎ; তাঁহার শরজালে সমস্ত প্রাণিরই শরীর ধ্বংস হইতে পারে। মহানুভব সেই ভরদ্বাজ-নন্দন ব্রাহ্মণবেশে মহাধনুর্দ্ধারী হইয়া ক্ষত্রিয়তেজ ধ্বংস করিতেছেন, ইহাতে সংশয় নাই। তিনি ক্ষত্রিয়কুল সংহারের নিমিত্তে যেন দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়াছেন; এই পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তিই তাঁহার ঘোর অস্ত্রবল পরাভব করিতে পারে না; তিনি আহুতিপ্রাপ্ত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই ব্রাহ্মতেজস্বী পুরুষ সংগ্রাম-

স্থলে ব্রাহ্মতেজের সহিত মিলিত-ক্ষাত্রতেজোদ্বারা প্রতিপক্ষকে দগ্ধ করেন। তাঁহার ব্রাহ্মতেজ ক্ষাত্রতেজের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনকার ব্রাহ্মতেজ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং আমার কেবল ক্ষাত্রবলহেতু আমি তাঁহা অপেক্ষা হীন হইয়াছি; অতএব আমি আপনকাকে দ্রোণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বেদজ্ঞতম প্রাপ্ত হইয়া আপনকার ব্রাহ্মতেজ আশ্রয় করিলাম। হে যাজ! আমি যে কর্ম্মদ্বারা সংগ্রামে দুর্জ্জয় ও দ্রোণবিনাশক পুত্র লাভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন; আপনাকে দশকোটি গো দান করিতে প্রস্তুত আছি।

যাজ "তথাস্তু" বলিয়া যাগের প্রয়োগ মনে মনে স্মরণ করিলেন; এবং ঐ কার্য্য গুরুতর বিবেচনা করিয়া অকাম উপযাজকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। মহর্ষি যাজ দ্রোণবিনাশের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করিলে পর মহাতপা উপযাজ নরেন্দ্র-দ্রুপদের নিকট তাঁহার পুত্রফলের নিমিত্ত শ্রৌতাগ্নিসাধ্য কর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যেরূপ মহাতেজস্বী ও মহাবলবীর্য্যবান্-পুত্র কামনা করিবেন, আপনার সেইরূপই পুত্র হইবে।

অনন্তর ভূপতি দ্রুপদ দ্রোণবিনাশক পুত্র অভিসন্ধি করিয়া কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্তে সেই মহাযজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলে তাঁহারা যজ্ঞারম্ভ করিলেন। পরে যাজ হবনান্তে রাজ্ঞীকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে হে রাজ্ঞি পৃষতরাজবধু! তুমি হবির্গ্রহণের নিমিত্তে শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর, তোমার পুত্র কন্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাজ্ঞী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ কুঙ্কুমাদি-গন্ধদ্রব্যে অবলিপ্ত আছে, অঙ্গরাগ সমস্ত ধারণ করিয়া আছি, সুতরাং সন্তানের নিমিত্তে যজ্ঞীয় হবির্গ্রহণে এক্ষণে আমি অশুচি হইতেছি; অতএব আমার অভীষ্ট পুত্রের নিমিত্তে আপনি কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন; আমি শুচি হইয়া আসিতেছি। যাজ কহিলেন, যে হব্য বস্তু উপযাজ-কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া যাজ-কর্ত্তৃক পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, তুমি আইস বা থাক, অবশ্যই তদ্দ্বারা কামনা সিদ্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, যাজ ইহা কহিয়া হুত হুতাশনে সংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিবামাত্র সেই পাবক হইতে জ্বালাবর্ণ, ভীষণাকৃতি, কিরীটভূষণ, উত্তম কবচযুক্ত, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণধারী, দেব-সদৃশ এক কুমার উৎপন্ন হইল। ঐ কুমার জন্মপরিগ্রহ করিয়াই বারম্বার সিংহনাদ করিতে করিতে প্রধান-রথে আরোহণ করিল ও ঐ রথে ইতস্তত গমন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পাঞ্চালগণ আনন্দিত হইয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে "সাধু সাধু" বলিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল যে হর্ষাবিষ্ট সেই পাঞ্চালগণের ভার সহ্য করিতে বসুন্ধরা যেন অসমর্থা হইলেন। তখন আকাশবাণী হইল যে "এই রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্তে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই পুত্র পাঞ্চালগণের যশস্কর, ভয়নাশক ও রাজার শোকাপহ হইবে।" পরে বেদীমধ্য হইতে পাঞ্চালরাজনন্দিনী সৌভাগ্যশালিনী শ্যামাঙ্গী এক কুমারী উত্থিতা হইল। ঐ কন্যার সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠব অতি-সুদৃশ্য; লোচনদ্বয় সুন্দর-নীলবর্ণ, আয়ত ও পদ্মপলাশ-সদৃশ; কেশ-চয় কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত; নখসকল তুঙ্গ ও তাম্রবর্ণ; ভ্রূযুগল অতি শোভাকর; এবং পয়োধর পীন ও মনোহর; তাহার রূপসৌন্দর্য্যে বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার নীলপদ্ম-সদৃশ গাত্রগন্ধ এক ক্রোশ দূর হইতেও উপলব্ধি হইতে লাগিল। ঐ দেবরূপিণী কন্যা এরূপ নিরুপম-রূপবতী যে দেব দানব যক্ষ-প্রভৃতিও তাঁহাকে প্রার্থনা করেন। সেই সুশ্রোণী কন্যা জন্মপরিগ্রহ করিলেও তখন আকাশবাণী হইল যে "এই কৃষ্ণা সমস্ত রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা ও অনেক ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয়াকাঙ্ক্ষিণী হইবে, এই সুমধ্যমা হইতে যথাকালে দেবকার্য্য-

সম্পাদন হইবে, ইহার নিমিত্তেই কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে।” সমস্ত পাঞ্চালগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সিংহসমূহের ন্যায় এমত হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল যে বসুন্ধরা সেই হর্ষপূর্ণ পাঞ্চালগণের ভার সহ্য করিতে যেন অসমর্থা হইলেন।

সুতাকাঙ্ক্ষিণী দ্রুপদরাজমহিষী সেই পুত্রকন্যা দেখিয়া যাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই পুত্রকন্যা যেন আমা-ভিন্ন কাহাকেও জননী বলিয়া জানিতে না পারে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে ‘তথাস্তু’ বলিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ-মনোরথ হওয়াতে কহিলেন যে দ্রুপদ রাজার এই কুমার, ধৃষ্ট অর্থাৎ প্রগল্ভ, অতিধৃষ্ট অর্থাৎ বিপক্ষের উৎকর্ষাসহিষ্ণু, এবং দ্যুম্নাদির অর্থাৎ কবচকুণ্ডলাদির সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল; এবং এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে, এজন্য ইহার নাম কৃষ্ণা থাকিল।

দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে এইরূপে পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর প্রতাপবান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া পূর্ব্বকৃত রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণের প্রত্যুপকার করিলেন। মহামতি দ্রোণ, ভাবি দৈব অনতিক্রমণীয়, ইহা বিবেচনা করিয়া আত্মকীর্ত্তি-রক্ষার নিমিত্তে ঐরূপ কার্য্য করিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত অষ্টষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবল পাণ্ডবেরা সকলেই ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শল্যবিদ্ধের ন্যায় বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। সত্যবাদিনী কুন্তী পুত্রগণকে অন্যমনস্ক দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমাদিগের এই ব্রাহ্মণ-ভবনে বহু দিবস অবস্থিতি করা হইল। এই রমণীয় নগরে মহাত্মাদিগের নিকট ভিক্ষালাভ করত ক্রীড়া-পূর্ব্বক কালযাপন হইয়াছে; এস্থানে যে সমস্ত রমণীয় বন ও উপবন আছে, তৎসমুদায়ই পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করা হইয়াছে। হে বীর কুরুনন্দন! সেই সকল স্থান পুনর্ব্বার অবলোকন করিতে আর তাদৃশ মনঃপ্রীতি হয় না, এবং এক স্থানে থাকিলে সেরূপ ভিক্ষা লাভেরও সম্ভাবনা থাকে না; অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালদেশে সুখে গমন করি। সে স্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহার দর্শন রমণীয় হইবে। হে শত্রুকর্ষণ! শুনিয়াছি যে পাঞ্চাল দেশ উত্তম সুভিক্ষ এবং তত্রত্য নরপতি যজ্ঞসেনও ব্রহ্মনিষ্ঠ। অপিচ এক স্থানে চিরকাল বাস করিতে আমার মত হয় না, তাহা কর্ত্তব্যও নহে। পুত্র! যদ্যপি তোমার মত হয়, তাহা হইলে চল আমরা সেই স্থানে সুখে গমন করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার যেরূপ অভিমত হইবে, তাহাই আমরা করিব এবং তাহাই আমাদিগের পরম হিতজনক; পরন্তু অনুজগণের অভিপ্রায় কি, তাহা বলিতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে তথায় গমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন। মহারাজ! অনন্তর কুন্তী ও তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া মহাত্মা মহীপতি দ্রুপদের রমণীয় নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ঊনসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যখন মহাত্মা পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় এক দিবস সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। পরন্তপ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুত্থান পুরঃসর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়-

মান হইলেন। পরে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন; তিনি তাঁহাদিগের-কর্ত্তৃক পূজিত ও প্রসন্ন হইয়া প্রীতি-পূর্ব্বক ইহা কহিলেন, হে পরন্তপগণ! তোমরা ত ধর্ম্ম পথে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? পূজার্হ ব্রাহ্মণগণে তোমাদিগের ত পূজা পরিহীন হয় না?

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্ম্মার্থযুক্ত ও বিবিধ বিচিত্র কথা কহিয়া পুনর্ব্বার ইহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির এক কন্যা ছিল; ঐ কন্যা ক্ষীণকটি, সুশ্রোণী, সুভ্রূ ও সর্ব্বগুণান্বিতা ছিল। ঋষিতনয়া স্বকৃত কর্ম্মবশে দুর্ভগা হইয়াছিলেন, সতী ও রূপবতী হইয়াও পতি প্রাপ্তা হইলেন না। অনন্তর তিনি দুঃখার্ত্তহৃদয়া হইয়া পতিপ্রাপ্তির নিমিত্তে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে উগ্র তপস্যাদ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলে শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া ঐ যশস্বিনী কন্যাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি শঙ্কর, তোমারে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ঋষিকন্যা আপনার হিতের নিমিত্ত ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন যে আমি সর্ব্বগুণান্বিত পতি প্রার্থনা করি। বাক্‌পতি ঈশান তাঁহাকে কহিলেন যে হে ভদ্রে! তোমার ভরতবংশীয় পঞ্চ পতি হইবে। কন্যা বরপ্রদ মহাদেবের ঐ কথা শুনিয়া কহিলেন, হে দেব! হে বিভো! আমি ত্বদীয় প্রসাদে একমাত্র পতি প্রার্থনা করিতেছি। তখন দেবদেব পুনর্ব্বার এই উৎকৃষ্টতম বাক্য কহিলেন যে তুমি "পতি প্রদান কর" এই কথা পাঁচ বার আমার নিকট বলিয়াছ; অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চপতি হইবে।

হে ভরতকুলভূষণগণ! সেই কন্যা এক্ষণে দ্রুপদকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। দেবরূপিণী অনিন্দিতা কৃষ্ণানাম্নী সেই দ্রৌপদী তোমাদিগের পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্টা আছে; অতএব অধুনা তোমরা পাঞ্চাল নগরে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি কর। হে মহাবল পাণ্ডবগণ! সেই কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমরা সুখী হইবে, সংশয় নাই।

পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাতপস্বী মহাভাগ ব্যাসদেব, পার্থগণ ও কুন্তীকে ইহা কহিয়া সম্ভাষণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ব্যাস গমন করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ ও অভিবাদন-পূর্ব্বক সৎকৃত করিয়া আনন্দিত-চিত্তে জননীকে অগ্রে করিয়া পাঞ্চাল নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা স্বীয় উদ্দেশ-ক্রমে সমান উত্তরমুখ পথে অহোরাত্র গমন করিয়া যেখানে ভগবান্ চন্দ্রশেখর আছেন, সেই সোমাশ্রয়ায়ণ-নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় দিবাবসান হওয়াতে মহারথ ধনঞ্জয় পথপ্রকাশ ও রক্ষার নিমিত্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠ উদ্যত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; পরে পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডুনন্দনেরা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে ঈর্ষাযুক্ত এক গন্ধর্ব্বরাজ জলক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করিয়া রমণীয় ভাগীরথী-জলে স্ত্রীগণের সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণ সেই নদীতে অবরোহণ করিতেছেন, এমত সময় অতিবলবান্ ঐ গন্ধর্ব্ব তাঁহাদিগের শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পরন্তপ পাণ্ডবগণকে জননীর সহিত আসিতে দেখিয়া ঘোর শরাসন বিস্ফারিত করত কহিলেন, রজনী উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে রক্তিমবর্ণ ঘোর সন্ধ্যাকাল হয়, তাহার অশীতি লব ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় মুহূর্ত্তই কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের সঞ্চরণের নিমিত্তে নিরূপিত আছে; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সময় মনুষ্যের কর্ম্মাচরণের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যদ্যপি মনুষ্যেরা লোভহেতু বিচরণ করত আমাদিগের সেই নিরূপিত সময়ে নিকটবর্ত্তী হয়, তবে আমরা সেই মূর্খদিগকে বিনষ্ট করি; এবং এইরূপ হইলে রাক্ষসেরাও ঐ মূর্খদিগকে বিনষ্ট করে; এজন্য, যাহারা রজনীতে জলাশয়ে গমন করে, তাহারা বলবান্ ভূপতি হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন; অতএব তোমরা দূরে থাক, আমার সমীপবর্ত্তী হইও না। তোমরা কি জান না যে আমি ভাগীরথী-জলে অবগাহন করিতেছি? আমি মানী ও কুবেরের সখা অঙ্গারপর্ণ নামে গন্ধর্ব্ব; আমি স্বীয় বাহুবলেই কার্য্যসাধন করিয়া থাকি, কাহাকেও ক্ষমা করি না। আমার অধিকৃত এই বন অঙ্গারপর্ণ নামে বিখ্যাত; আমি এই বনে গঙ্গা ও রাকী নদীতে বিচিত্র ক্রীড়াপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকি; আমি কুবেরের উষ্ণীষস্বরূপ অর্থাৎ অতিপ্রিয়; লক্ষণদ্বারা বিদিত হইতেছে যে তোমরা রাক্ষস, শৃঙ্গী, গন্ধর্ব্ব বা যক্ষ নহ, তবে কিপ্রকারে আমার নিকট আসিতে সাহসী হইলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়-পার্শ্ব ও গঙ্গা, এই সকল স্থান দিবাভাগে, রাত্রিতে, বা সন্ধ্যাকালে কোন্ ব্যক্তির পক্ষে রুদ্ধ থাকিতে পারে? ভো ব্যোমচর! ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক, কোন মনুষ্যের দিবাভাগে কি রাত্রিকালে, কোন সময়েই এই সরিদ্বরা গঙ্গায় উপস্থিত হইতে কাল-নিয়ম নাই। বিশেষত আমরা অসময়ে তোমাকে যে বিরক্ত করিলাম, তাহাতেই বা কি হইবে? যেহেতু আমরা শক্তি-সম্পন্ন; রে ক্রূর! যেসকল মনুষ্য সংগ্রামে অসমর্থ, তাহারাই তোমাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা, হিমালয় পর্ব্বতের হেমশৃঙ্গ হইতে নিঃসরণপূর্ব্বক সপ্তধা হইয়া সমুদ্রসলিলে মিলিত হইয়াছেন। যাহারা গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাতা সরস্বতী, রথস্থা, শরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী, এই সপ্তবিধা নদীর জল পান করে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। ভো গন্ধর্ব্ব! আকাশ-তটিনী পবিত্রা এই গঙ্গা আকাশগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে এবং পিতৃলোকে পাপাত্মগণের দুস্তরা বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন যে স্বর্গসম্পাদিনী শুভদায়িনী এই সুরতরঙ্গিণীতে গমন করিতে কাহারও বাধা নাই; তুমি সেই অসম্বাধা জাহ্নবীকে কি জন্য রোধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে; অতএব আমরা কি নিমিত্তে তোমার কথা শুনিয়া বাধারহিত অনিবার্য্য পবিত্র এই গঙ্গাজল ইচ্ছামত স্পর্শ করিব না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অঙ্গারপর্ণ এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে কার্ম্মুক আয়ত করিয়া মহাবিষ-আশীবিষের ন্যায় ভীষণশরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই প্রজ্বলিত কাষ্ঠ ও উত্তম চর্ম্ম ঘূর্ণায়মান করত তাঁহার সমুদায় বাণ শীঘ্র নিবারিত করিলেন ও কহিলেন, রে গন্ধর্ব্ব! যাহারা অস্ত্রজ্ঞ, তাহাদিগের প্রতি বিভীষিকাপ্রয়োগ করা উপযুক্ত নহে; কারণ, তাহাদিগের নিকট তাহা ফেনের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই লীন হয়। ভো গন্ধর্ব্ব! আমার বোধ আছে যে গন্ধর্ব্বগণ মানবজাতি হইতে পরাক্রান্ত, অতএব আমি তোমার সহিত দিব্য অস্ত্রে যুদ্ধ করিব, কপট যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্বকালে দেবরাজের গুরু সর্ব্বমান্য বৃহস্পতি এই আগ্নেয় অস্ত্র ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য প্রাপ্ত হন; অগ্নিবেশ্য হইতে আমার গুরু ব্রাহ্মণসত্তম দ্রোণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি এই উৎকৃষ্ট অস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ইহা কথন-পূর্ব্বক রুষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রসিদ্ধ রথ দগ্ধ করিলেন। সেই মহাবল গন্ধর্ব্ব, আগ্নেয়াস্ত্রের তেজঃ-প্রভাবে মোহিত, বিরথ ও বিপ্লুত হইয়া

অধোমুখে ভূতলে পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে ধনঞ্জয় তাঁহার মাল্যবিভূষিত কেশনিচয় ধারণ করিলেন; এবং অস্ত্রপাতে অচেতন ঐ গন্ধর্ব্বকে আকর্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের নিকট আনয়ন করিলেন। অনন্তর সেই গন্ধর্ব্বের কুম্ভীনসীনাম্নী ভার্য্যা স্বামির রক্ষার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের শরণাগতা হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমাকে রক্ষা করুন,—আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন। হে প্রভো! আমার নাম কুম্ভীনসী; আমি গন্ধর্ব্বী; আপনকার শরণাপন্না হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে রিপুসূদন! যে শত্রু যুদ্ধে পরাজিত, পরাক্রমশূন্য, যশোহীন এবং স্ত্রীকর্তৃক রক্ষিত হয়, তাহাকে কোন্ ব্যক্তি বিনাশ করিতে পারে? তাত! তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বকে কহিলেন, গন্ধর্ব্ব! তুমি জীবন প্রাপ্ত হইলে, গমন কর, শোক করিও না; অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি অভয়দান করিতে আদেশ করিলেন।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, আমার পর্ণ অর্থাৎ বাহন দীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় অন্যের দুঃস্পর্শনীয় ছিল, এজন্য আমি অঙ্গারপর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলাম; অধুনা তোমার নিকট পরাজিত হইয়া অঙ্গারপর্ণ এই নাম পরিত্যাগ করিলাম; কেননা যখন জনসমাজে বলবীর্য্যে শ্লাঘ্য হইলাম না, তখন নামমাত্রে শ্লাঘ্য হইবার প্রয়োজন কি? অদ্য আমার এই এক পরম লাভ হইল যে আমি দিব্যাস্ত্রধারী সখা প্রাপ্ত হইলাম; অদ্য সখা অর্জ্জুনকে গান্ধর্ব্বী মায়াবিদ্যা প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার উত্তম বিচিত্র রথ ছিল, এজন্য আমি চিত্ররথ বলিয়া খ্যাত ছিলাম; এক্ষণে ঐ রথ অস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইল, অতএব আমি চিত্ররথ হইয়াও দগ্ধরথ নাম প্রাপ্ত হইলাম। হে সখে! আমি পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা যে গান্ধর্ব্বী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, অদ্য সেই বিদ্যা, তুমি আমার প্রাণদাতা ও মহাত্মা, এই নিমিত্তে তোমাকে প্রদান করিব। যিনি বলদ্বারা শত্রুকে পরাজিত ও স্তম্ভিত করেন, এবং সেই পরাজিত ও স্তম্ভিত শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণপ্রদান করেন, তিনি অবশ্যই কল্যাণ-ভাজন হইবার উপযুক্ত। ঐ বিদ্যার নাম চাক্ষুষী; ভগবান্ মনু সোমকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; সোম বিশ্বাবসুকে দিয়াছিলেন; আমি বিশ্বাবসুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্তু সেই গুরুদত্ত বিদ্যা এই কাপুরুষের আশ্রয়ে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। এই চাক্ষুষী বিদ্যার গুরুপরম্পরায় আগমবিবরণ কহিলাম, এক্ষণে ইহার বীর্য্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিলোকের মধ্যে যে বস্তু চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই বস্তুই দৃষ্টিগোচর হইবে; এবং সেই বস্তুর যেপ্রকার স্বভাব ও অবস্থা, তাহাও ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবে। ছয়মাস একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিলে এই বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু তুমি সেই ব্রত না করিলেও আমি স্বয়ংই তোমাকে ইহা প্রদান করিব। হে রাজন্য! আমরা এই বিদ্যাবলেই অনুভাবদর্শী হইয়া মনুষ্য হইতে বিশিষ্ট ও দেবতাদিগের সমান হইয়াছি। হে পুরুষসত্তম! আর আমি তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিতেছি; দিব্যবর্ণ ও মনের ন্যায় বেগগামী সেই সকল অশ্ব দেব ও গন্ধর্ব্বগণকে বহন করিয়া থাকে; ইহাদিগের যৌবন বা বার্দ্ধক্য অবস্থা নাই; ইহারা কদাপি বেগহীন হয় না। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরবিনাশের নিমিত্তে দেবরাজ মহেন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল; ঐ বজ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে পতিত হইয়া শীর্ণ হওত সহস্রধা হইল। সেই অনেকবিধ বজ্রভাগকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকীমধ্যে যশোরূপ-ধন সেই বজ্রের এক অংশ; ব্রাহ্মণেরা যে হস্তদ্বারা হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া শুভফল ভোগ করেন, তাঁহাদিগের সেই হস্ত ঐ বজ্রের এক অংশ; ক্ষত্রিয়গণ যে রথ

হইতে সংগ্রামে দেবব্রাহ্মণগণের বিপক্ষ বিনাশ করেন, তাঁহাদিগের ঐ রথ সেই বজ্রের এক ভাগ; বৈশ্যগণ দেবব্রাহ্মণে যে দান করিয়া সুখী হন, তাঁহাদিগের সেই দানও বজ্রের এক অংশ; এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের যে পরিচর্য্যা করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেই পরিচর্য্যা কর্ম্মও বজ্রের এক অংশ হইয়াছে; অতএব অশ্বগণ ক্ষত্রিয়দিগের বজ্রস্বরূপ রথের এক অঙ্গ-হেতু অবধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরন্তু রথাঙ্গ অশ্বসকল ঘোটকী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে যে সকল অশ্ব গন্ধর্ব্বলোকে জন্মে, তাহারা শূর ও তাহাদিগের বর্ণ ইচ্ছাধীন, এবং তাহারা ইচ্ছামত বেগবান্ ও আয়ত্ত হইয়া থাকে; এই কারণে আমার এই সকল অশ্ব তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি জীবনসংশয়ে জীবিত হওয়া-প্রযুক্ত প্রীত হইয়া যদি আমাকে বিদ্যা বা অশ্বরত্ন দান করিতে উদ্যত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহানুভব লোকের সহিত সমাগমই প্রীতিকর হইয়া থাকে; বিশেষত আমার জীবনদান করাতে আমি প্রীত হইয়াছি, এজন্য তোমাকে এই বিদ্যা প্রদান করিতেছি। হে ভরতপুঙ্গব বিভৎসো! আমি যেমন ঐ বিদ্যা প্রদান করিব, তাহার উপযুক্ত তোমার নিকট হইতে সনাতন উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! আমি অস্ত্রপ্রদান করিয়া তোমার নিকট অশ্ব প্রার্থনা করি; আমাদিগের সখ্য চিরস্থায়ী হউক। হে সখে গন্ধর্ব্ব! গন্ধর্ব্বজাতি হইতে মানবজাতির যে ভয় হয়, তাহার কারণ কি বল; এবং আমরা সকলে অরিন্দম, সাধু ও বেদজ্ঞ হইয়াও রাত্রিকালে গমন করিতে করিতে কি কারণে তোমার নিকট তিরস্কৃত হইলাম, তাহাও প্রকাশ কর।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত অথচ অবিবাহিত, সুতরাং আশ্রমহীন; এবং তোমাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য আমি তোমাদিগের প্রতি আক্রম করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানব, ইহাঁরা ধীসম্পন্ন হন, এবং কুরুবংশের বিবরণ কহিয়া থাকেন। হে বীর! আমিও নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণের নিকট তোমার জ্ঞানাপন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ শ্রবণ করিয়াছি, এবং স্বয়ং, এই সাগরাবৃতা কৃৎস্না বসুমতী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ত্বদীয় সদ্বংশের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে অর্জ্জুন! বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যা-বিষয়ে ত্রিলোক-বিশ্রুত যশস্বী ত্বদীয় আচার্য্য ভরদ্বাজ-তনয়কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। হে কুরুশার্দ্দূল! তোমার পিতৃপুরুষ কুরুবংশ-বর্দ্ধন দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মানবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই ছয়জনকেও আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তোমরা পঞ্চভ্রাতা সকলেই সমস্তশস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী, দিব্যস্বভাব, মহাত্মা, সচ্চরিত্র, ব্রতনিষ্ঠ এবং শূর; তোমাদিগের মন ও বুদ্ধি অত্যুৎকৃষ্ট এবং স্বভাব অতি বিশুদ্ধ। হে পার্থ! এসমস্ত আমি জ্ঞাত থাকিয়াও তোমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছি; কারণ, বাহুবলবিশিষ্ট কোন পুরুষ পত্নীর সমীপে স্বীয় অবমাননা সহ্য করিতে পারে না; বিশেষত নিশাকালে আমাদিগের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এজন্য আমি পত্নীর সহিত ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম। হে তাপত্যবংশবর্দ্ধন! আমি যে বিধানানুসারে তোমার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি তাহা কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! ব্রহ্মচর্য্য পরম ধর্ম্ম; তুমি সেই ধর্ম্মাবলম্বী, এইহেতু তোমার নিকট পরাজিত হইয়াছি। হে পরন্তপ! কোন কৃতদার ক্ষত্রিয় যদি রাত্রিকালে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তিনি কোনপ্রকারে জীবিত থাকিতে পারেন না। হে পার্থ! কৃতদার হইয়াও যে ক্ষত্রিয় বেদপুরস্কৃত হইয়া পুরোহিতের প্রতি সমস্ত

কার্য্যভার সমর্পণ করেন, তিনি সংগ্রামে রাত্রিচরগণকে পরাভূত করিতে পারেন; হে তাপত্য! এইহেতু মনুষ্যের অভিলষিত শুভকর্ম্মমাত্রেই দমগুণসম্পন্ন পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। হে সখে! যিনি বেদ ও শিক্ষাদি-ষড়ঙ্গে কৃতবিদ্য, পবিত্রবংশোদ্ভব, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তিনিই রাজপুরোহিত হইবার যোগ্য। যে রাজার ধর্ম্মজ্ঞ বাক্‌পটু সুশীল সদ্বংশজাত পুরোহিত থাকেন, তাঁহার ইহলোকে নিয়ত জয় ও পরলোকে স্বর্গবাস হয়। রাজা অলব্ধবস্তু-লাভ এবং লব্ধবস্তু-রক্ষা করিবার নিমিত্তে গুণবান্ পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন। যে রাজা আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সসাগর সমস্ত অবনীমণ্ডল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে পুরোহিতের মতে সর্ব্বতোভাবে থাকা কর্ত্তব্য। হে তাপত্য! কোন ভূপতি ব্রাহ্মণ-রহিত হইয়া কেবল শৌর্য্য বা আভিজাত্যদ্বারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন না; অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, যে রাজ্যের কার্য্যচিন্তায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থাকে, সেই রাজ্য চিরকাল রক্ষা করিতে পারা যায়।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত একসপ্ততি অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৭১॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! তুমি আমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাপত্য শব্দের অর্থ কি আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে সাধো! আমরা কুন্তীর সন্তান, এজন্য কৌন্তেয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছি; পরন্ত তপতী কাহার নাম যে তন্নিমিত্তে তাপত্য বলিয়া সম্বোধিত হইতে পারি? ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট লোকপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে সুধীবর! আমি এই মনোহর কথা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তোমার নিকট বলিতেছি। যে কারণে তোমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ বিস্তার-ক্রমে বর্ণন করি, একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

এই দেব, যিনি স্বীয় তেজে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিলোক-বিশ্রুতা তপঃপরায়ণা তপতী নামে এক তনয়া ছিলেন। ইনি সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী; তপনদেব যাদৃশ রূপবান্, ঐ তপতীও তাদৃশ রূপবতী ছিলেন; দেবকন্যা কি অসুরকন্যা, কি যক্ষকন্যা, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কি রাক্ষসকন্যা, কি অপ্সরা, কেহই তাঁহার রূপের সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারে নাই। সেই ললনার নয়নযুগল সুন্দর অসিতবর্ণ ও আয়ত এবং সমস্ত অবয়ব যথাযোগ্যরূপে বিভক্ত ও অনিন্দনীয় ছিল। হে ভারত! তাঁহার পিতা সবিতা সেই ভাবিনীকে সাতিশয়রূপবতী, সাধ্বী ও সদাচারিণী দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই কন্যার সদৃশ রূপ, গুণ, শীল ও বিদ্যাসম্পন্ন উপযুক্ত পাত্র ত্রিলোকমধ্যে নাই। অনন্তর তিনি যথাকালে দুহিতাকে যৌবনপথে অবতীর্ণা হইতে দেখিয়া সম্প্রদান করিবার যোগ্যপাত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোনমতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। হে কৌন্তেয়! সেই সময়ে ঋক্ষপুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ বলবান্ রাজা সম্বরণ সূর্য্যের আরাধনা করিতেন। নিরহঙ্কৃত পৌরবনন্দন সম্বরণ শুশ্রূষাপরায়ণ, নিয়মযুক্ত ও শুচি হইয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ তপস্যা, উপবাস ও নিয়ম এবং অর্ঘ্য, মাল্য, গন্ধ ও অন্যান্য উপহার প্রদানদ্বারা দীপ্যমান অংশুমানের নিত্য নিত্য উপাসনা করিতেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও অপ্রতিমরূপসম্পন্ন দেখিয়া তপতীর উপযুক্ত পতি বিবেচনা করিলেন। হে কৌরব্য! তদনন্তর তিনি বিখ্যাতকুলীন সেই নৃপোত্তম সম্বরণকেই কন্যাপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে পার্থ! যেপ্রকার দীপ্তকিরণ-দিবাকর স্বীয় দীপ্তিদ্বারা আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করেন, তাহার ন্যায় মহীপাল সম্বরণ স্বীয় তেজে

মহীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এবং যেমন আদিত্য উদিত হইলে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপাসনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-প্রভৃতি প্রজাগণ নৃপতি সম্বরণের উপাসনা করিতেন। সেই শ্রীমান্ নৃপতি, সুহৃদের প্রতি কমনীয়তা-প্রযুক্ত সোমকে এবং বিপক্ষের প্রতি তেজস্বিতা-প্রযুক্ত আদিত্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। হে কৌরব! ঈদৃশ চরিত্র-শালী ও গুণসম্পন্ন সেই ভূপালকে তপনদেব স্বয়ং তপতীনাম্নী স্বীয় কন্যা প্রদান করিতে মানস করিয়াছিলেন।

হে পার্থ! একদা অসীমবিক্রম শ্রীমান্ ভূপতি সম্বরণ মৃগয়ার নিমিত্ত পর্ব্বত-সমীপস্থ অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তাঁহার নিরুপম অশ্ব ক্ষুৎপিপাসায় আতুর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন বাহনাভাবে তিনি পদব্রজেই পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে বিশালনয়না নিরুপম-রূপবতী এক কন্যা তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইল। পরবলনিসূদন নৃপশ্রেষ্ঠ একাকী সেই কন্যাকে একাকিনী দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন। এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে ইনি হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী হইবেন, অথবা প্রভাকরের প্রভা প্রভাকর হইতে পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া এই কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকিবে। এই অঙ্গনা তেজঃপুঞ্জ শরীরদ্বারা যেন অগ্নিশিখা, এবং প্রসন্নতা ও কান্তিতে যেন নির্ম্মল চন্দ্ররেখা-স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। ফলত সেই সুলোচনা যে গিরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা থাকিয়া দেদীপ্যমানা স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিলেন, তরুলতা ও গুল্মের সহিত সেই পর্ব্বত ঐ কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্য ও বেশবিন্যাস-দ্বারা যেন সুবর্ণময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিলোকের স্ত্রীলোকের প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন, এবং আপনার নয়নেন্দ্রিয় সফল বোধ করিলেন। তিনি জন্মাবধি যে সকল রমণীয় বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, সে সমুদায় বস্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তন্মধ্যে কোন বস্তুই এই কন্যার রূপের সদৃশ হইতে পারে না। সেই সীমন্তিনীকে দেখিয়াই তাঁহার গুণপাশে মহীপতির চিত্ত ও চক্ষু আবদ্ধ হইল, সুতরাং তিনি আর তথা হইতে চলিতে সমর্থ হইলেন না, এবং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে বিধাতা সুর, অসুর ও মনুষ্য, সমস্ত লোক মন্থন করিয়াই এই বিশালাক্ষীর রূপ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা ত্রিলোকমধ্যে ইহাঁর রূপ-সম্পত্তির উপমা নাই। সেই কল্যাণীকে দর্শন করিবামাত্র সুকুলীন রাজা বিষমশর-শরে জর্জ্জরিত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। তিনি তীব্র মদনানলে দহ্যমান হইয়া দন্তভাবাপন্ন ঐ মনোহরা কন্যাকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, হে রম্ভোরু! তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ? হে শুচিস্মিতে! তুমি এই নির্জ্জন অরণ্যে একাকিনী কিপ্রকারে বিচরণ কর? তোমাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা দেখিতেছি, হে সুন্দরি! তুমিই এই সকল ভূষণের প্রার্থিত ভূষণ-স্বরূপ হইয়াছ। তোমাকে দেবকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা, নাগ-কন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, কি মানবকন্যা বলিয়া বোধ হয় না; হে মদগর্ব্বিতে! আমি যে সকল স্ত্রীরত্ন দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও তোমার তুল্য বোধ হয় না। হে চারুবদনে! পদ্ম-পলাশসদৃশনয়নযুগলে সুশোভিত ও চন্দ্র অপেক্ষাও কমনীয়তর ত্বদীয় বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমি মন্মথকর্ত্তৃক মথিত হইতেছি।

মহীপাল কামপীড়িত হইয়া নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে সেই কামিনীকে এইরূপ কহিলেন, কিন্তু ঐ ললনা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। মহীপতি পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কহিলে, সৌদামিনী যেমন মেঘমধ্যে অন্তর্হিতা হয়, তাহার ন্যায় সেই বিশালনয়না সেই

স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন। ভূপতি ঐ পদ্মপলাশ-লোচনা ললনাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সেই বনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি তাঁহার দর্শন না পাইয়া বহুবিধ বিলাপ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত দ্বিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনন্তর সেই রমণী অদৃশ্যা হইলে শত্রুকুলনিপাতন ভূপাল কামমোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন চারুহাসিনী আয়ত-পৃথুল-নিতম্বিনী তপতীনাম্নী সেই কামিনী পুনর্ব্বার তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং কামপরতন্ত্র কুরুবংশা-বতংস ভূপতিকে মধুরবাক্যে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে অরিন্দম! উত্থিত হও! উত্থিত হও! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ভূমণ্ডল-বিখ্যাত প্রধান ভূপতি, তোমার মোহাভিভূত হওয়া উপযুক্ত নহে। তখন রাজা এই মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নিত-ম্বিনীকেই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মদন-দহনে দগ্ধচিত্ত সেই ভূপাল শ্যামল অপাঙ্গযুক্তা ঐ কামিনীকে অস্ফুটবাক্যে কহিলেন, হে নীলনেত্রান্ত-ধারিণি মত্তকাশিনি! আমি কামপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে ভজনা করিতেছি, তুমি আমার প্রতি সাধু-রূপে অনুকূলা হও, আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে। হে কমলগর্ব্ভাভে বিশালাক্ষি! পঞ্চশর তোমার নিমিত্তই নিশিত পঞ্চশরে আমাকে বিদ্ধ করি-তেছে, কোনমতেই শান্ত হয় না। হে ভদ্রে প্রফুল্ল-চিত্তে! অনঙ্গরূপ-মহাভুজঙ্গ আমাকে দংশন করি-তেছে, হে বরাননে পীনায়তশ্রোণি! তুমি ঐ দারুণ ভুজঙ্গবিষ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। হে কিন্নরগীতানুরূপভাষিণি মনোহরসর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি পঙ্কজাননে চন্দ্রবদনে! অধুনা আমার জীবন তো-মারই অধীন হইয়াছে,—হে ভীরু! তোমা-ব্যতি-রেকে আমি প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হে কমলপত্রাক্ষি! এই রতিপতি আমাকে অতিশয় বিদ্ধ করিতেছে। হে বিশালাক্ষি! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, হে অসিতাপাঙ্গি! আমি তোমার ভক্ত, হে অঙ্গনে! আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। হে ভাবিনি! আমাকে প্রীতিযোগদ্বারা তোমার রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কেননা তোমার দর্শনে আমার স্নেহের আবির্ভাব হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হই-য়াছে। হে কল্যাণি! তোমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া অন্য কামিনী দেখিতে আমার অভিরুচি হয় না। হে ভাবিনি! আমি তোমার বশবর্ত্তী হই-তেছি, তুমি প্রসন্না হও,—এই অধীন ভক্তকে ভজনা কর। হে বরারোহে বিশালাক্ষি অঙ্গনে! তোমাকে দর্শন করিবামাত্রই বিষমশর বিষম-শর-নিকরদ্বারা সংপূর্ণরূপে আমার মর্ম্মভেদ করিয়াছে। হে কমল-লোচনে! আমার শরীর মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহা তুমি প্রীতিসংযোগ-সলিলে শীতল কর। হে ভাবিনি কল্যাণি! ত্বদীয় দর্শনে উৎপন্ন দুর্দ্ধর্ষ প্রখরশরশরাসন পঞ্চশর দুর্ব্বিষহ পঞ্চশরে আ-মাকে বিদ্ধ করিতেছে, তুমি আত্মদান করিয়া ইহার উপশম কর,—হে বরাঙ্গনে! গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে আমাকে বিবাহ কর। হে রম্ভোরু! কথিত আছে যে সমুদায় বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

তপতী কহিলেন, হে রাজন্! আমার আত্মদানে প্রভুতা নাই, কারণ আমার পিতা বিদ্যমান আ-ছেন; যদ্যপি আমার প্রতি তোমার মনের প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যেমন আমি তোমার মনোহরণ করিয়াছি, সেইরূপ তুমিও দর্শনমাত্রে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ। হে নৃপসত্তম! স্ত্রীলোকমাত্রই স্বাধীন নহে, অতএব আমার দেহের প্রতি আমার কোন কর্তৃত্ব না থাকায় আমি তোমার সমীপ-বর্ত্তিনী হই নাই; নতুবা যাঁহার কৌলীন্য সর্ব্বলোকে

বিশ্রুত, সেই ভক্তবৎসল লোকনাথ ভূপালকে ভর্তৃত্বে বরণ করিতে কোন্ কন্যা অভিলাষ না করিয়া থাকে! অতএব তুমি উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হইলে আমার পিতা আদিত্যকে তপস্যা, প্রণিপাত ও নিয়মদ্বারা উপাসনা করিয়া তাঁহার স্থানে আমাকে যাচ্ঞা করিবে। হে রাজন্ অরিসূদন! পিতা যদ্যপি আমাকে তোমারে দান করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি নিরন্তর তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। হে ক্ষত্রিয়বর! আমার নাম তপতী, আমি এই লোকপ্রকাশক সবিতার দুহিতা, সাবিত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ত্রিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনিন্দিত রূপবতী তপতী ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধে গমন করিলেন। রাজা পুনর্ব্বার সেই ভূমিতে নিপতিত হইলেন। এদিকে অমাত্য, আনুযাত্রিক ও সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে ভূপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই মহারণ্যমধ্যে তাঁহাকে ঐরাবতের ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মহাধনুর্দ্ধারী ভূপতিকে নিরশ্ব ও ভূতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইলেন। পরে সসম্ভ্রমে ত্বরা-পূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী হইয়া, পিতা যেমন পুত্রকে উত্থাপিত করে, তাহার ন্যায় সেই কামমোহিত মহীপালপ্রধানকে মহীতল হইতে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়ঃক্রম, কীর্ত্তি ও নীতি-বিষয়ে বৃদ্ধ ঐ অমাত্য তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া ব্যথাশূন্য হইলেন। অনন্তর তিনি উত্থিত অবনীপতিকে কল্যাণযুক্ত মধুরবাক্যে কহিলেন, হে অনঘ মনুজশার্দ্দূল! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি ভীত হইবেন না। পরে, যিনি সংগ্রামস্থলে শত্রুসমূহকে নিপাতিত করেন, মন্ত্রী সেই ভূপতিকে ভূপতিত দেখিয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাকুল বিবেচনা করিলেন। তিনি বারিজসুগন্ধি সুশীতল বারি-দ্বারা তাঁহার ধূলিলিপ্ত বিশীর্ণমুকুট-রঞ্জিত মস্তক অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলিষ্ঠ নৃপতি চৈতন্য লাভ করিয়া একমাত্র সেই সচিব-ব্যতীত সকলকেই বিদায় করিয়া দিলেন। সমস্ত সেনাগণ রাজার আদেশানুসারে প্রস্থান করিলে ভূপাল পুনর্ব্বার সেই গিরিপ্রস্থে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শত্রুপাতন মহীপাল সেই গিরিবরোপরি শুদ্ধাচার হইয়া সূর্য্যের আরাধনানিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন, এবং ঋষিসত্তম পুরোহিত বশিষ্ঠকে মনে মনে স্মরণ করিলেন।

হে জনাধিপ! অনন্তর তিনি এইরূপে দিবারাত্রি একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিলে দ্বাদশ দিবসে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। বিশুদ্ধাত্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ মহর্ষি, যোগবলে সেই নিয়তচিত্ত ভূপালকে তপতী-কর্ত্তৃক হৃতচিত্ত অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্যসম্পাদন করিবার অভিলাষে তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক আশ্বাসপ্রদান করিলেন।

অনন্তর ভাস্করদ্যুতি ভগবান্ ঋষি, ভাস্করের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূপতির সমক্ষেই উর্দ্ধে গমন করিলেন। এবং সহস্রাংশুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক "আমি বশিষ্ঠ" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী বিবস্বান্, মুনিবরকে কহিলেন, হে মহর্ষে! তোমার আগমন শুভ হউক, অভিলষিত কি বল। হে মহাভাগ বাগ্মিবর! তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা যদিও অত্যন্ত দুষ্কর হয়, তথাপি তোমার সেই অভিপ্রেত বিষয় প্রদান করিব। মহাতপস্বী বশিষ্ঠ ঋষি সহস্রাংশু বিবস্বানের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিভাবসো! আপনার সাবিত্রীর অনুজা তপতী-নামে যে কন্যা আছেন, তাঁহাকে আমি রাজা সম্বরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করি। হে অন্তরীক্ষচর! সেই রাজা অতিশয় কীর্ত্তিশালী,

ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি; অতএব তিনি ভবদীয় দুহিতার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র। দিবাকর, ঋষির এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক সম্প্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাদরের সহিত সেই বিপ্রকে কহিলেন, হে মুনে! সম্বরণ ভূপতি রাজশ্রেষ্ঠ, তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ এবং তপতীও রমণীশ্রেষ্ঠা; অতএব সম্প্রদান ব্যতীত আর কি বিবেচনা হইতে পারে! অনন্তর স্বয়ং তপনদেব রাজা সম্বরণের নিমিত্ত মহাত্মা বশিষ্ঠের নিকট সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে প্রদান করিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ তপতীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তপনের নিকট বিদায় হইয়া, যেখানে বিখ্যাতকীর্ত্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বরণ ছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। মন্মথাবিষ্ট ও তপতীগতচিত্ত সেই রাজা দেবকন্যা চারুহাসিনী তপতীকে বশিষ্ঠের সহিত আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। জলধর হইতে প্রচ্যুত সৌদামিনী যেমন দিঙ্মণ্ডল বিদ্যোতিত করে, তাহার ন্যায়, রুচির-ভ্রূ তপতী নভঃস্থল হইতে পতিত হইয়া স্বীয় কান্তিতে দিক্ সকল অতিশয় শোভিত করিলেন। রাজার দ্বাদশরাত্রি-সাধ্য কৃচ্ছ্রনিয়ম পরিসমাপ্ত হইলে বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি তথায় আগমন করিলেন। ভূপতি সম্বরণ এইরূপে তপস্যাদ্বারা বরপ্রদ ঈশ্বর সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের তেজোবলে তপনতনয়া তপতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর সেই নরসিংহ, বশিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত সেই উৎকৃষ্ট পর্ব্বতেই যথাবিধানে তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে সেই শৈলপৃষ্ঠেই ভার্য্যার সহিত বিহার করিতে অভিলাষী হইয়া নগর, রাজ্য, বাহন, ও সৈন্যপ্রভৃতি-রক্ষার নিমিত্ত সেই সচিবকে আদেশ করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন।

নরদেব সম্বরণ দেবগণের ন্যায় সেই পর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বাদশবৎসর-পর্য্যন্ত সেই মহীধরস্থ বন ও উপবনে সেই ভার্য্যার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। হে ভারতসত্তম! সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তাঁহার রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসরকাল বর্ষণ করিলেন না। হে অরিন্দম! তখন অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্থাবর জঙ্গম ও সমুদায় প্রজাবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনাবৃষ্টিজন্য এমত সুদারুণ সময় উপস্থিত হইল যে তখন পৃথিবীতে নীহারবিন্দুও পতিত হইল না, সুতরাং শস্যোৎপত্তির সম্ভাবনা কি? প্রজাগণ ক্ষুধাভয়ে পীড়িত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিগ্বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজ্য ও রাজধানীস্থিত জনগণ নিরন্তর ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে পরস্পর মর্য্যাদাশূন্য হইয়া স্ত্রীপুত্র-প্রভৃতি পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দেশ নিরাহার, ক্ষুধার্ত্ত ও মৃতকল্প জনগণে ব্যাপ্ত হওয়াতে প্রেতবর্গে পরিবৃত প্রেতরাজ-নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

হে রাজন্য! মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠ ঐ রাষ্ট্র তদবস্থ দেখিয়া তৎপ্রতীকারে মনোযোগী হইলেন। তিনি, বহুবৎসর তপতীর সহিত প্রবাসিত সেই পৃথিবীপতিকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। অনন্তর নৃপতিশার্দ্দূল পুরপ্রবিষ্ট হইলে অসুরসংহারী প্রভু পুরন্দর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ রাজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন,—যথা নিয়মে সলিলবর্ষণ-পূর্ব্বক শস্যোৎপাদন করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয় ভূপাল-প্রধান, রাজ্যের মঙ্গলচিন্তায় রত থাকাতে রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। অনন্তর শচীপতি যেমন শচীর সহিত যাগ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় নরপতি সম্বরণ পত্নী তপতীর সহিত পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করিলেন। হে পার্থ! সেই তপতীনাম্নী মহাভাগা তপনতনয়ার বংশে তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এই নিমিত্তই তোমাকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। হে শত্রুসন্তাপন! রাজা সম্বরণ সেই তপতীতে কুরু

নামে কুমার উৎপাদন করিয়াছিলেন; ঐ কুরুবংশে তোমার জন্ম হওয়াতে তোমাকে তাপত্য বলা যাইতে পারে।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত চতুঃসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের নিকট সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিভরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বশিষ্ঠের তপোবলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বকে কহিলেন, হে সখে! তুমি যে ঋষির নাম বশিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ, আমি তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি, তুমি আনুপূর্ব্বিক তাহা বর্ণন কর। হে গন্ধর্ব্বপতে! যিনি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরোহিত ছিলেন, সেই ভগবান্ ঋষি কে তাহা আমাকে বল।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বশিষ্ঠ ঋষি ব্রহ্মার মানস-পুত্র; তাঁহার পত্নীর নাম অরুন্ধতী; দেবগণেরও অজেয় যে কাম ও ক্রোধ, ইহারা উভয়েই তাঁহার তপস্যায় পরাজিত হইয়া নিরন্তর চরণ বহন করিত। সেই উদারমতি মহর্ষি, বিশ্বামিত্রের অপরাধে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়াও কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন নাই। সেই মহাত্মা, বিশ্বামিত্র হইতে পুত্রবিনাশ-সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসম্পন্ন হইলেও অশক্তের ন্যায় হইয়া বিশ্বামিত্রবিনাশের নিমিত্ত কোন দারুণ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি যমালয় হইতে মৃত পুত্রগণকে আনয়ন না করিয়া, সমুদ্র যেমন বেলা অতিক্রম করে না, তাহার ন্যায় কৃতান্তের মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নাই। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপালগণ সেই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই অবনীমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত রাজগণ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে পুরোহিত প্রাপ্ত হইয়াই বিবিধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতি যেমন দেবগণের যাগক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন, তাহার ন্যায় তিনি সেই সমস্ত মহারাজগণের যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অতএব তোমরাও, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বৈদিকধর্ম্মবেত্তা গুণবান্ অভিলষিত কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত অনুসন্ধান কর। হে পার্থ! পৃথিবীজয়েচ্ছু অভিজাত ক্ষত্রিয়পুরুষ রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে প্রথমত পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন; কারণ, পৃথিবীজয়েচ্ছু রাজার ব্রাহ্মণকে অগ্রে করা বিধেয়। অতএব ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণ তোমাদিগের পুরোহিত হউন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত পঞ্চসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, স্ব স্ব দিব্যাশ্রমনিবাসী বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কি নিমিত্ত পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল, সে সমুদায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পার্থ! এই বাশিষ্ঠ আখ্যান সর্ব্বলোকে পুরাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা আমি প্রকৃতরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে ভরতর্ষভ! কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামে বিখ্যাত কুশিক-তনয় এক মহারাজ ছিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মার বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র ছিল; ঐ বিশ্বামিত্র অসঙ্খ্যবলবাহন-সমন্বিত ও রিপুমর্দ্দন ছিলেন। তিনি একদা অমাত্যের সহিত গহনবনে এবং রম্য নির্জ্জন ও নির্বৃক্ষ ভূমিতে মৃগ ও বরাহ বিদ্ধ করত মৃগয়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি মৃগলাভের অভিলাষে ব্যায়ামাকর্ষিত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে অভ্যাগত দেখিয়া অতিথিসৎকার-সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। হে ভারত! সেই ঋষি স্বাগতপ্রশ্নপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বন্য ফলমূল ও পুরোডাঃ-প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদ্বারা

তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। হে অর্জ্জুন! মহাত্মা বশিষ্ঠের এক কামদুঘা ধেনু ছিল; ঋষি যখন তাহাকে যে কাম্যবস্তু প্রদান করিতে বলিয়া দোহন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। সেই দিবস বশিষ্ঠ কামনানুসারে কামধেনু দোহন করিয়া গ্রাম্য ও বন্য ওষধি, দুগ্ধ, অমৃততুল্য ছয় রস, ঐ রসাশ্রিত বস্তুবিশেষ, সুধাসম সুস্বাদু বিবিধ ভোজনীয়, পেয়, ভক্ষ্য, লেহ্য ও চোষ্য দ্রব্য সকল এবং মহামূল্য বিবিধ রত্ন ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। অমাত্য ও সৈন্যের সহিত মহীপতি সেই সমস্ত সম্পূর্ণ কাম্যবস্তুদ্বারা সৎকৃত হইয়া অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং সেই মনোরমা কামধেনুকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই কামধেনুর গঠন-পারিপাট্য অতিশয় মনোহর; তাহার মেরুদণ্ড, পুচ্ছ ও স্তনচতুষ্টয় উন্নত, পার্শ্ব ও ঊরুদেশ সুন্দর, শ্রুতিযুগল ও ললাট স্থূল, নেত্রদ্বয় স্থূল ও মণ্ডূকের ন্যায় উন্নত, পয়োধরমণ্ডল বিশাল, লাঙ্গূল মনোহর, কর্ণদ্বয় কীলকসদৃশ, শৃঙ্গ অতিসুদৃশ্য এবং মস্তক ও গ্রীবা পুষ্ট ও আয়ত ছিল। হে রাজন্! এতাদৃশী শুভাকৃতি নন্দিনীনাম্নী সেই কামধেনুকে দেখিয়া ভূপাল গাধিনন্দন সাতিশয় পরিতুষ্টচিত্তে তাহার প্রশংসা করিয়া ঋষিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার নিকট হইতে অর্ব্বুদসঙ্খ্য গো গ্রহণ করিয়া আমাকে এই নন্দিনী প্রদান কর; অথবা হে মহামুনে! তুমি আমার রাজ্য লইয়া নন্দিনী প্রদান-পূর্ব্বক রাজত্ব ভোগ কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে অনঘ! এই পয়স্বিনী নন্দিনী দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক ও যাগের নিমিত্ত রক্ষিতা হইয়াছে, সুতরাং তোমার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও আমি ইহাকে প্রদান করিতে পারি না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, তুমি তপস্বী ও বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ; প্রশান্তচিত্ত সংযত ব্রাহ্মণের সামর্থ্য কোথায়! অতএব তুমি যদ্যপি অর্ব্বুদ গো গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত এই ধেনু প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না,—বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, রাজা ও বাহুবীর্য্যসমন্বিত, অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর, বিলম্ব করিও না, আর বিচারেরও প্রয়োজন নাই।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে পার্থ! বিশ্বামিত্র তাঁহার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ-কান্তিমতী সেই নন্দিনীকে কশাঘাতে খিদ্যমানা ও ইতস্তত নিরুদ্ধা করিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। হে পার্থ! কল্যাণী নন্দিনী হম্বা রব করিতে করিতে ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষির সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দণ্ডায়মানা থাকিলেন, এবং অতিশয় তাড়িতা হইয়াও সেই আশ্রম হইতে গমন করিলেন না। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, হে ভদ্রে নন্দিনি! তুমি পুনঃ পুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি; কিন্তু হে ভদ্রে! যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, তখন আমি কি করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! নন্দিনী বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যদিগের ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া বশিষ্ঠের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, এবং কহিলেন, হে ভগবন্! আমি বিশ্বামিত্রের ভীষণ সৈন্য সকলের কশাঘাতে আহতা হইয়া অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছি, আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন!

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, নন্দিনী অভিভূতা হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়মপরায়ণ মহামুনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা অধৈর্য্য হইলেন না। তিনি নন্দিনীকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমাগুণে আক্রান্ত হইতেছি; সুতরাং তোমার যদি অভিরুচি হয় গমন কর। নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে কি পরিত্যাগ করিলেন যে এরূপ বলিতেছেন! হে ব্রহ্মন্! আপনি পরিত্যাগ না করিলে

আমাকে বল-পূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিবে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না, যদি তুমি থাকিতে পার থাক; ঐ তোমার বৎসকে দৃঢ় রজ্জু-দ্বারা বন্ধন করিয়া বল-পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, পয়স্বিনী নন্দিনী তখন বশিষ্ঠের "থাক" এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মস্তক ও গ্রীবা ঊর্দ্ধে উৎসারিত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করত ক্রোধভরে রক্তনয়না হইয়া ঘন ঘন হম্বা রব করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন পুনর্ব্বার সৈন্যগণের কশাঘাতে অভিহতা ও চতুর্দ্দিকে নিরুদ্ধা হওয়াতে অতিশয় ক্রোধাভিভূতা হইয়া প্রদীপ্ত দেহ-দ্বারা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া উঠিলেন; ও পুচ্ছ হইতে পুনঃ পুনঃ মহতী অঙ্গারবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ, পয়োধরমণ্ডল হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ, শকৃৎ হইতে কাঞ্চিগণ, পার্শ্বদেশ হইতে শবরগণ এবং ফেন হইতে পৌণ্ড্র কিরাত যবন সিংহল বর্ব্বর খস চিবুক পুলিন্দ চীন হূন কেরল-প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছগণ সৃজন করিলেন। বহুবিধ পরিচ্ছদ-পরিধায়ী নানাস্ত্রধারী ঐ সকল উৎপন্ন ম্লেচ্ছসৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ উৎসাহান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই ইতস্তত বিকীর্ণ হইল; এবং তাহারা পঞ্চ বা সপ্তজন করিয়া বিশ্বামিত্রের এক এক যোদ্ধাকে আবৃত করিল। পরে বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেনাগণ তাহাদিগের সাতিশয় অস্ত্রবৃষ্টিতে আহত ও ত্রাসান্বিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভরতর্ষভ! বশিষ্ঠ-পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে সংপূর্ণরূপে ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সেনাগণের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিনাশ করিল না; নন্দিনী তাহাদিকে কেবল দূরে নিরাকৃত করিলেন। তাহারা ত্রিযোজন পথে দূরীকৃত হইয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে রক্ষা করে এমত কোন ব্যক্তিকেও প্রাপ্ত হইল না। তখন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজোভব সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া ইহা কহিলেন যে ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজোবলই বল; বলাবল নির্ণয় করিতে হইলে তপস্যাকেই পরমবল বলিতে হইবে। অনন্তর তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ও প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোগবিমুখ হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পরে তপস্যায় সিদ্ধ ও দীপ্ততেজস্বী হইয়া স্বীয় তেজে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করত সমস্ত লোককে তাপিত করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। পরে সেই কুশিকনন্দন ইন্দ্রের সহিত একত্র সোমরস পানও করিয়াছিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ষট্সপ্ততি অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে পার্থ! কল্মাষপাদ নামে অনুপম তেজঃসম্পন্ন ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব এক রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার নিমিত্তে নগর হইতে বনে গমন করিলেন। রিপুমর্দ্দন ভূপতি মহাঘোর অরণ্যমধ্যে পুনঃ পুনঃ অসি সঞ্চালন করত মৃগ ও বরাহ ছিন্ন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ এইরূপ করাতে পরিশ্রান্ত হইয়া মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজমান করিতে মানস করিয়াছিলেন। সংগ্রামে অজেয় রাজা কল্মাষপাদ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক ব্যক্তির গমনযোগ্য অতিসঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে করিতে সম্মুখে সমাগত ঋষিসত্তম বশিষ্ঠতনয় মহাত্মা শক্ত্রি মুনিকে দেখিতে পাইলেন। বশিষ্ঠকুলবর্দ্ধন মহাভাগ শক্ত্রি, মহাত্মা বশিষ্ঠের শত পুত্ত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন; রাজা তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমার পথ হইতে অপসৃত হও। ঋষি মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে

মহারাজ! ইহা আমার পথ; রাজা ব্রাহ্মণকে পথপ্রদান করিবেন, ইহা সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। তাঁহারা পথের নিমিত্ত পরস্পর এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন, এবং উভয়েই উভয়কে "অপসৃত হও, অপসৃত হও" এই কথা কহিতে লাগিলেন। ঋষি ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া পথ হইতে অপসৃত হইলেন না; রাজাও মান এবং ক্রোধ-বশত মুনিকে পথপ্রদান করিলেন না। অনন্তর ঋষি পথপ্রদান না করাতে নৃপতি মোহহেতু রাক্ষসের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ-তনয় কশাপ্রহারে অভিহত ও ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে রে নৃপাধম! আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে; এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে, তুমি মনুষ্যমাংসে আসক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে; রে ক্ষত্রিয়াধম! এক্ষণে গমন কর। তপোবলসম্পন্ন শক্তি এই কথা বলিয়া পথপ্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ কল্মাষপাদ রাজার যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল; এই কারণে বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন। হে পার্থ! রাজা ও শক্তি ঐরূপ বিবাদ করিতেছেন, এমত সময়ে উগ্রতপস্বী প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর নৃপসত্তম কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ-সদৃশ তেজস্বী ঋষি শক্তিকে বশিষ্ঠ-তনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে ভারত! পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় প্রিয়াভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনাকে অন্তর্হিত করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিলেন। নৃপোত্তম কল্মাষপাদ শক্তির নিকট শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আরাধনা করত শরণাপন্ন হইলেন। হে কুরুসত্তম! বিশ্বামিত্র সেই নৃপতির ভাব বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। কিঙ্কর-নামক রাক্ষস সেই বিপ্রর্ষির শাপ ও বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে রাজ-শরীরে প্রবেশ করিল। হে অরিন্দম! মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র রাজাকে রাক্ষসাক্রান্ত অবগত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে পার্থ! রাজা অন্তর্গত রাক্ষস-কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময় ক্ষুধিত এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট সমাংস খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। মিত্রপালক রাজা তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি মুহূর্ত্ত কাল এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার আগমন-প্রতীক্ষা করুন, আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব। রাজা এই বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলেন; ব্রাহ্মণ সেই স্থানে রাজার প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! অনন্তর মহানুভব মহারাজ যথাসুখে অভিলাষানুসারে ভ্রমণ-পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি অর্দ্ধরাত্র সময়ে উত্থান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সূদকে আনাইয়া কহিলেন, ঐ বনমধ্যে এক ব্রাহ্মণ ভোজনার্থী হইয়া আমার প্রতীক্ষায় আছেন, তুমি এখনই তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান করিয়া আইস।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, সূপকার রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া কোন স্থানে মাংস প্রাপ্ত না হইয়া ব্যথিত-হৃদয়ে তাঁহার নিকট ঐ বিবরণ নিবেদন করিল। রাজা রাক্ষসাবিষ্ট ছিলেন, এজন্য অক্ষুব্ধচিত্তে বারম্বার কহিলেন যে তুমি নরমাংস আনিয়া সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও। সূদ তথাস্তু বলিয়া ত্বরাপূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে বধ্যঘাতিদিগের গৃহে গমনপূর্ব্বক নরমাংস আনয়ন করিল। পরে অন্নের

সহিত সেই নরমাংস যথাবিধানে সংস্কৃত করিয়া অবিলম্বে সেই ক্ষুধিত তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সিদ্ধ-চক্ষুর্দ্বারা সেই অন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধাকুলিত-নেত্রে কহিলেন, এ অন্ন অভোজ্য; যে নৃপাধম আমাকে অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, সেই মূঢ়ের নরমাংসে লালসা হইবে; পূর্ব্বে শক্তি ঋষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই হইবে—এই রাজা নরমাংসে আসক্ত হইয়া প্রাণিগণের উদ্বেগ উৎপন্ন করত এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে।

এইরূপে রাজার প্রতি দ্বিতীয়বার শাপ প্রযুক্ত হওয়াতে উহা অতিশয় বলবান্ হইল; তাহাতে ঐ রাজা অন্তঃপ্রবিষ্ট রাক্ষসবলে হতচেতন হইলেন। হে ভারত! অনন্তর রাক্ষস-কর্তৃক অপহৃতেন্দ্রিয় নৃপশ্রেষ্ঠ কিছুদিন পরে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শাপ প্রদান করিয়াছ, এই নিমিত্তে আমি প্রথমত তোমাকেই আরম্ভ করিয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। রাজা এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক, ব্যাঘ্র যেমন অভিলষিত পশু ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তিকে মৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ বশিষ্ঠেরই পুত্রগণকে ভক্ষণ করিতে রাক্ষসের প্রতি আদেশ করিতে লাগিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় সেই রাক্ষসাবিষ্ট রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের আর আর পুত্রকে ক্রমে ক্রমে ভক্ষণ করিলেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে সেই সমস্ত পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণ করিয়া, মহাদ্রি যেমন মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় পুত্র-বিয়োগ-জন্য নিদারুণ শোক ধারণ করিলেন; সেই মহামতি মুনিসত্তম আত্মঘাতী হইবার নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইলেন, তথাপি কৌশিকবংশের উচ্ছেদ-চেষ্টা করিলেন না। তিনি সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না; তিনি পর্ব্বতীয় শিলা-রাশির উপর যেন তূলরাশিতে পতিত হইলেন। হে পাণ্ডব! সেই ভগবান্ মহর্ষি শৈলশিখর হইতে পতিত হইয়া মৃত না হওয়াতে মহাবন-মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরন্তু তখন প্রজ্বলিত হুতাশন অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াও তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না; হে অমিত্রঘ্ন! তাঁহার সেই অগ্নি শীতল অনুভূত হইল। অনন্তর পুত্র-শোকাকুল মহামুনি সমুদ্র দর্শন করিয়া স্বীয় কণ্ঠ-দেশে গুরুতর প্রস্তর বন্ধনপূর্ব্বক তাহার জলরাশিতে পতিত হইলেন, তথাপি নিমগ্ন না হইয়া সাগর-তরঙ্গ-বেগে তীরে উৎথাপিত হইলেন। তখন কিছু-তেই তাঁহার মৃত্যু না হওয়াতে তিনি খিন্নমনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত সপ্তসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মুনি স্বীয় আশ্রম পুত্রশূন্য দেখিয়া অতিশয় দুঃখার্ত্ত-হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। হে কৌরবনন্দন পার্থ! সেই শোকার্ত্ত ঋষি বর্ষাকালে নূতনজলে পরিপূর্ণা এক স্রোতস্বতী নদীকে তীর-জাত বহুবিধ বৃক্ষ হরণ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি এই জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশ-দ্বারা আপনাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন। হে অরিবলসূদন! তখন সেই নদী তাঁহার রজ্জুচ্ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পাশ-মুক্ত করিয়া স্থলে পরিত্যাগ করিল; তাহাতে তিনি পাশ হইতে মুক্ত ও উত্তীর্ণ হইয়া সেই নদীর "বিপাশা" এই নাম রাখিলেন। অনন্তর তিনি শোকাকুল-প্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না; পর্ব্বত, নদী ও সরোবরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদা হৈমবতীনাম্নী নদীকে

অত্যন্তকোপন-হিংস্রজলজন্তু-যুক্তা ও ভীষণাকৃতি দেখিয়া তাহার স্রোতে পতিত হইলেন। সেই প্রধানা নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়া শতধা হইয়া বিদ্রুতা হইল; এই নিমিত্তে ঐ নদী তদবধি "শতদ্রু" নামে বিখ্যাতা হইয়াছে। মহর্ষি সেই ভয়ানক নদীতে পতিত হইয়াও আপনাকে স্থলগত দেখিয়া "ইচ্ছানুসারে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম না" ইহা বিবেচনা করত পুনর্ব্বার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি বিবিধ শৈল ও নানা দেশ গমন করিয়া পরে আশ্রমে গমন করিতেছেন, ঐ সময়ে অদৃশ্যন্তীনাম্নী তাঁহার পুত্রবধূ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। তখন সেই ঋষি সন্নিধান-প্রযুক্ত পশ্চাৎ দেশ হইতে ষড়ঙ্গে অলঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থযুক্ত বেদাধ্যয়নধ্বনি শুনিতে পাইয়া কহিলেন, কে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে! স্নুষা কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তপোযুক্তা তপস্বিনী শক্তি-ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী আপনকার পুত্রবধূ। বশিষ্ঠ কহিলেন, পুত্রি! আমি পূর্ব্বে শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গবেদাধ্যয়নধ্বনি শুনিয়াছিলাম, এইক্ষণে কাহার মুখে সেইরূপ বেদাধ্যয়নধ্বনি উচ্চারিত হইল? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, হে মুনে! ত্বদীয় পুত্র-শক্তির ঔরসে আমার গর্ব্ভে এক সন্তান আছে, সেই পুত্র দ্বাদশ বৎসর এইরূপ বেদ অভ্যাস করিতেছে; আপনি তাহারই বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে পার্থ! শ্রেষ্ঠভাগ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর এই কথা শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া "আমার বংশ আছে" ইহা বিবেচনা করিয়া মৃত্যু-বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে অনঘ! তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বধূর সহিত আসিতেছেন, এমত সময়ে নির্জ্জন-বনমধ্যে উপবিষ্ট কল্মাষপাদকে দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! সেই উগ্ররাক্ষসাবিষ্ট রাজা কল্মাষপাদ মুনিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অদৃশ্যন্তী সম্মুখবর্ত্তী সেই ক্রূরকর্ম্মাকে দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে ভগবন্! ঐ দারুণ রাক্ষস সাক্ষাৎ উগ্রদণ্ডধারি-কৃতান্তের ন্যায় কাষ্ঠদণ্ড গ্রহণ করিয়া এই দিকেই আগমন করিতেছে। হে সর্ব্ববেদবিশারদ মহাভাগ! এই অবনীমধ্যে আপনি-ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিই উহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। হে ভগবন্! এই দারুণ ভীষণাকৃতি পাপাত্মা হইতে আমাকে রক্ষা করুন! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঐ রাক্ষস আমাদিগের উভয়কে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে পুত্রি! ভীতা হইও না, রাক্ষস হইতে কোনক্রমে ভয় নাই; তুমি যাঁহা হইতে উপস্থিত ভয় দেখিতেছ, তিনি রাক্ষস নহেন; যিনি কল্মাষপাদ নামে ভূমণ্ডল-বিখ্যাত বীর্য্যবান্ রাজা, তিনিই এই বনে অতিশয় ভীষণ-প্রকৃতি হইয়া রাক্ষসরূপে বাস করিতেছেন।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে ভারত! তেজস্বী ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া হুঙ্কারদ্বারা নিবারণ করিলেন। পরে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা তাঁহাকে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই ঘোর শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। যেমন দিবাকর রাহুগ্রস্ত হন, তাহার ন্যায় সেই রাজা দ্বাদশ বৎসর বশিষ্ঠ-সন্তান শক্তির তেজে গ্রস্ত ছিলেন; এক্ষণে শাপ-মুক্ত হইয়া, দিবাকর যেমন সন্ধ্যাকালীন মেঘ রঞ্জিত করেন, তাহার ন্যায় তেজোদ্বারা সেই বৃহৎ বন রঞ্জিত করিলেন। তখন নৃপতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রণতি-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি সুদাস রাজার সন্তান, আপনার যজমান; হে মুনিসত্তম! এক্ষণে আপনার অভিলষিত কি ব্যক্ত করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মনুষ্যেন্দ্র! আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা সময়ক্রমে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অধুনা তুমি রাজধানীতে গমন করিয়া রাজ্য শাসন কর, আর কখন ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না। রাজা কহিলেন, হে মহাভাগ!

আমি কখন ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিব না, আপনকার নিদেশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ সকলকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিব। হে সর্ব্ববেদবিশারদ দ্বিজোত্তম! আমি যাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনকার নিকট প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিতেছি। হে সত্তম! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশ-বৃদ্ধির নিমিত্তে রূপগুণশীল-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট পুত্র আমাকে প্রদান করুন।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, সত্যসন্ধ দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ "পুত্র দান করিব" ইহা বলিয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর বশিষ্ঠ সমরক্রমে সেই রাজার সহিত অযোধ্যা নামে বিখ্যাত নগরীতে গমন করিলেন। দেবগণ দেবরাজকে আসিতে দেখিলে যেমন প্রমোদান্বিত হন, তাহার ন্যায় প্রজাগণ পাপমুক্ত মহাত্মা রাজাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রত্যুদ্গত হইয়া আনয়ন করিল। নরেন্দ্র বহুকালের পর মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত পুণ্যলক্ষণা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন অযোধ্যা-নিবাসী জনগণ পুরোহিতের সহিত সেই মহীপালকে উদিত দিবাকরের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। যে প্রকার শরৎকালে উদিত শীতাংশু নভোমণ্ডল বিভূষিত করেন, তাহার ন্যায় সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন সেই ভূপতি স্বীয় শোভাতে অযোধ্যা নগরী পূরিত করিলেন। তৎকালে রাজমার্গ সলিলসিক্ত ও উত্তম পরিস্কৃত হইয়াছিল, এবং নগরের স্থানে স্থানে উড্ডীয়মান ধ্বজপতাকা শোভা পাইতেছিল; সুতরাং নগর দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল। হে কুরুনন্দন! যেমন অমরাবতী অমরনাথে সুশোভিতা হয়, তাহার ন্যায় তখন তুষ্টপুষ্ট-জনসমূহে সমাকীর্ণা সেই নগরী কল্মাষপাদ ভূপাল-দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর রাজর্ষি অপূর্ব্বপুরীতে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবী রাজমহিষী বশিষ্ঠের উপাসনা করিতে লাগিলেন। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ দিব্য বিধি অনুসারে নিয়ম করিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনন্তর রাজমহিষীর গর্ব্তসঞ্চার হইলে মহর্ষি নৃপতি-কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া আশ্রমে গমন করিলেন। পরে সুদীর্ঘকাল গত হইল, তথাপি রাজ্ঞীর সন্তান প্রসূত হইল না; তখন যশস্বিনী রাজমহিষী অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তরের আঘাত করিয়া কুক্ষি ভেদ করিলেন; এই জন্য দ্বাদশ বৎসর গর্ব্তস্থ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, অশ্মক-নামে রাজর্ষি হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলেন; যিনি পৌদন্য-নামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত অষ্টসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৮॥

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর আশ্রমস্থিতা অদৃশ্যন্তী দ্বিতীয় শক্ত্রির ন্যায় শক্ত্রির বংশকর পুত্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বয়ং সেই পৌত্রের জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময়ে গর্ব্তস্থ ছিল, সেই সময়ে বশিষ্ঠ পরাসু হইতে অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি পরাশর নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠ মুনিকে পিতা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। হে পরন্তপ কৌন্তেয়! একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অদৃশ্যন্তী তাঁহার মধুরবাক্যে স্পষ্টরূপে পিতৃসম্বোধন শ্রবণ-পূর্ব্বক সজলনয়না হইয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি তোমার পিতামহকে তাত তাত বলিয়া সম্বোধন করিও না; পুত্র! এক রাক্ষস বনমধ্যে তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। হে অনঘ! তুমি যাঁহাকে পিতা বোধ করিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, ইনি তোমার পিতার পিতা।

মহানুভাব সত্যবাদী ঋষিসত্তম পরাশর এই কথা

শ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। মহাতপস্বী বেদবিশারদশ্রেষ্ঠ পরিণামদর্শী মৈত্রাবরুণি মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে সর্ব্বলোক-বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া নিবারণ করিলেন। তিনি যে বিধানে নিবারণ করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে কৃতবীর্য্য নামে বিখ্যাত পার্থিবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি, বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজমান ছিলেন। হে বিশাম্পতে! তিনি সোমযাগ সমাপনান্তে অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনধান্য-দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই নৃপতিশার্দ্দূল স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় রাজগণের অর্থপ্রয়োজন হইল। তখন সেই সমস্ত রাজগণ ভার্গবদিগের প্রচুর ধন আছে জানিয়া যাচকভাবে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভার্গবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় ধন ক্ষয় না হয়, এই বিবেচনায় ভূমিমধ্যে নিখাত করিলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হইতে ভীত হইয়া স্বীয় ধন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন; কেহ কেহ বা কারণান্তর বিবেচনা করিয়া সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে তাঁহাদিগের অভিলাষমত ধনদান করিলেন। হে তাত! অনন্তর কোন ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে ভার্গবগৃহে ভূতল খনন করিতে করিতে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয়গণ সকলে মিলিত হইয়া সেই অতুল ধন দর্শন করিয়া ক্রোধভরে শরণাগত ভার্গবগণকে অবজ্ঞা-পূর্ব্বক নিশিত শরসমূহ-দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন; এমন কি, তাঁহারা ভার্গবদিগের গর্ব্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভৃগুকুল উচ্ছিদ্যমান হইলে ভার্গবপত্নীরা ভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গম হিমালয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক বামোরু কামিনী ভর্ত্তৃকুল-রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ভয়ে এক উরুমধ্যে মহাবীর্য্য-সম্পন্ন গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। অনন্তর এক ব্রাহ্মণী সেই গর্ব্ভ জ্ঞাত হইয়া ভয়হেতু তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়গণের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিয়া দিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিবামাত্র সেই গর্ব্ভ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া গমন করিলেন, এবং গর্ব্ভবতী ব্রাহ্মণীকে স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমানা দেখিতে পাইলেন। ঐ সময়ে গর্ব্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুভেদ-পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের দৃষ্টি লোপ করিয়া নির্গত হইলেন। রাজগণ চক্ষুর্ব্বিহীন-প্রযুক্ত হতদৃষ্টি হওয়াতে মোহাভিভূত হইয়া দুর্গম পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে দৃষ্টি লাভ করিবার প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা নির্ব্বাতশিখ বহ্নির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিহীন ও হতচেতন হইয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে মহাভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, আমরা আপনকার প্রসাদে চক্ষুষ্মান্ হইলে এই পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সকলে গৃহে গমন করি; হে শোভনে! আপনি পুত্রের সহিত আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন—চক্ষুঃ প্রদান করিয়া এই সকল রাজগণকে রক্ষা করুন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ঊনাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে তাতসকল! আমি রোষান্বিতা হই নাই, এবং তোমাদিগের দৃষ্টিহরণও করি নাই; পরন্তু আমার ঊরুজাত ভৃগুবংশীয় এই কুমার অদ্য তোমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। হে তাত! এই মহাত্মা বালকই বন্ধুগণের বিনাশ স্মরণ করিয়া কোপাকুলিত-চিত্তে তোমাদিগের চক্ষু হরণ করিয়াছেন। হে পুত্রকগণ! তোমরা যখন ভার্গবগণের গর্ব্ভস্থ বালক পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে লাগিলে, আমি তখন অবধি ঊরুতে এই গর্ব্ভ শতবৎসর ধারণ করিয়াছি। ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের পুনর্ব্বার হিতানুষ্ঠান-নিমিত্তে এই গর্ব্ভস্থ বালকের হৃদয়মন্দিরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এই বালক পিতৃবধহেতু রোষপরতন্ত্র হইয়া

নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ইহাঁরই দিব্যতেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। হে পুত্রগণ! তোমরা এই মদীয় ঊরুজাত পুত্রবরের নিকট প্রার্থনা কর; ইনি তোমাদিগের প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া চক্ষু প্রদান করিতে পারেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত রাজগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ঊরুজ ঋষিকুমারের নিকট "প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন" এইরূপ কহিতে লাগিলেন; তখন ঔর্ব্ব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে চক্ষু প্রদান করিলেন। এই সাধুশ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষি ঊরু ভেদ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি ঔর্ব্ব নামে লোকবিখ্যাত হইলেন। রাজগণ চক্ষু লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর ভার্গব ঔর্ব্ব মুনি সর্ব্বলোক পরাভব করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। হে তাত! ভৃগুবংশের বৈরনিষ্কৃতি-করণাভিলাষী মহানুভাব ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব, সর্ব্বলোক-বিনাশের নিমিত্তে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয়ে স্বীয় মনকে সংপূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিলেন। তিনি পিতামহগণকে আনন্দিত করিবেন, ইহা মনে করিয়া মহাঘোর তপস্যাদ্বারা সুর, অসুর ও নর, এ সমস্তলোক সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। হে বৎস! অনন্তর তাঁহার সমস্ত পিতৃগণ তাহা অবগত হইয়া পিতৃলোক হইতে আগমন-পূর্ব্বক কুলনন্দন ঔর্ব্বকে কহিলেন, হে পুত্র ঔর্ব্ব! তুমি তপোবলে উগ্র হইয়াছ; তোমার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; অধুনা তুমি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হও—স্বীয় ক্রোধ পরিহার কর। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গবদিগের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন জিতেন্দ্রিয় ভার্গবগণ আপনাদিগের বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ ছিলেন না। পরমায়ু অতিশয় দীর্ঘ হওয়াতে যখন আমাদিগের ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, তখন আমরা স্বয়ংই ক্ষত্রিয়দ্বারা এইরূপে বধাভিলাষ করিয়াছিলাম। এই নিমিত্তে ভার্গবগণ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বৈর উৎপাদনার্থে গৃহে ধন প্রোথিত করিয়া তাঁহাদিগকে কুপিত করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম! আমরা স্বর্গাভিলাষী, আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? কুবের আমাদিগের নিমিত্তে প্রচুরতর ধন আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন আমরা দেখিলাম যে মৃত্যু কোনমতেই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন আমরা এই উপায়কে শ্রেয়োজ্ঞান করিলাম। হে বৎস! আত্মঘাতী পুরুষ শুভলোক প্রাপ্ত হয় না, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্বয়ং আত্মহত্যা করিলাম না। হে বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদিগের প্রিয় নহে; অতএব তুমি সর্ব্বলোক পরাভব-রূপ পাপকর্ম্ম হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। হে পুত্র! তুমি তপস্তেজের দূষণাবহ এই সমুত্থিত ক্রোধ পরিত্যাগ কর, সপ্তলোক কি ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিও না।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-বিনাশের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনই অন্যথা হইবে না; আমি বৃথারোষ ও বৃথাপ্রতিজ্ঞ হইতে উৎসাহ করি না। যদ্যপি আমি এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তীর্ণ না হই, তাহা হইলে অগ্নি যেমন অরণিকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় এই ক্রোধবহ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। ক্রোধ কোন কারণবশত উৎপন্ন হইলে যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করে, সে কখনই সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ পালন করিতে সমর্থ হয় না। এবং সর্ব্বজয়েচ্ছু ভূপতিও স্থলবিশেষে রোষপ্রয়োগ করিলে সেই রোষ হইতে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হয়। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণ যখন ভার্গববর্গকে বিনষ্ট করে, তখন আমি ঊরুমধ্যে গর্ভশয্যায়

থাকিয়া মাতৃগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়-কুলপাংশুলেরা গর্ত্তস্থবালক পর্য্যন্ত সমুদায় ভার্গবগণকে সংহার করিতে লাগিল, তখনই আমি রোষপরতন্ত্র হইলাম। আমার পিতৃগণ ও পূর্ণগর্ত্তবতী মাতারা যখন শোকবিহ্বলা ও ভয়াতুরা হইয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন না। যখন কোন ব্যক্তিই ভৃগুপত্নীগণকে রক্ষা করিলেন না, তখন আমার এই শুভলক্ষণা জননী এক উরুদ্বারা আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। দেখুন, এই ভূমণ্ডলে কেহ পাপকর্ম্মের প্রতিষেধক থাকিলে কোন ব্যক্তিই পাপাচারী হইতে পারে না; সুতরাং লোকমধ্যে কেহ পাপকর্ম্মের প্রতিষেধক না থাকিলে অনেকেই পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি শক্তিমান্ ও পাপনিবারণক্ষম হইয়াও জানিয়া শুনিয়া পাপকর্ম্মের প্রতিষেধ না করে, সেই ব্যক্তি ঐ পাপে লিপ্ত হয়। পরন্তু রাজগণ ও সমর্থ ব্যক্তিরা সেই পাপকর্ম্ম নিবারণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও ইহলোকে স্বীয় জীবন অভীষ্ট বিবেচনা করিয়া আমার পিতৃগণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; আমি এই কারণেই রোষপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল লোকের তাদৃশ পাপকর্ম্মের প্রতিবিধান করিতে উদ্যোগী হইয়াছি; অতএব আপনাদিগের আজ্ঞা পালন করিতে পারি না। আমি প্রতিবিধানক্ষম হইয়াও যদি প্রতিবিধান করিতে যত্নবান্ না হই, তাহা হইলে লোকদিগের পুনর্ব্বার অত্যাচার-জন্য মহাভয় উপস্থিত হইবে। এবং আমার যে ক্রোধবহ্নি লোকসমস্ত দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, যদি তাহা স্বীয় তেজোদ্বারা নিগৃহীত করি, তাহা হইলে ঐ বহ্নি আমাকেই দগ্ধ করিবে। হে প্রভুগণ! আপনারা সর্ব্বলোক-হিতৈষী, ইহা আমার বিদিত আছে; অতএব যাহাতে আমার ও সর্ব্বলোকের শ্রেয়োবিধান হয়, এরূপ আদেশ করুন। পিতৃগণ কহিলেন, সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব, তোমার যে ক্রোধবহ্নি সর্ব্বলোক গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তুমি তাহা জলরাশিতে নিক্ষেপ কর; তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। হে দ্বিজসত্তম! সকল রস জলময়, এবং সমস্ত জগৎও জলময়; অতএব তুমি এই ক্রোধানল সলিলমধ্যে নিক্ষেপ কর; তোমার রোষানল মহাজলধিতে অবস্থিতি করিয়া জল দগ্ধ করিতে থাকিবে। হে বিপ্র! যখন সমস্তলোক জলময়, তখন তুমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা বিতথ হইবে না; হে অনঘ! এরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞাও সত্য হইল, অথচ দেব ও মানবগণের পরাভবও হইল না।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর ঔর্ব্ব স্বীয় ক্রোধসম্ভূত বহ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বহ্নি সমুদ্রে থাকিয়া সলিলপান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যে মহৎ বড়বামুখ জ্ঞাত আছেন, ঐ অগ্নি সেই বড়বামুখ হইয়া সেই মুখ হইতে লোকপ্রসিদ্ধ বাড়বাগ্নি উদ্গিরণ-পূর্ব্বক জল পান করিতে লাগিল। হে জ্ঞানীন্দ্র পরাশর! তুমিও পরলোক সমস্ত জ্ঞাত আছ, তোমার মঙ্গল হউক, সর্ব্বলোক বিনাশ করা তোমার উচিত নহে।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত একাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮১ ॥

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বিপ্রর্ষি পরাশর, মহাত্মা বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক-পরাভব হইতে স্বীয় ক্রোধ শান্ত করিলেন। পরন্তু সেই সর্ব্ববেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী শক্ত্রিনন্দন মহর্ষি পরাশর রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ঐ মহাযজ্ঞ বিস্তৃত হইলে তিনি শক্ত্রির বিনাশ স্মরণ করিয়া ঐ যজ্ঞে আবালবৃদ্ধ সমস্ত রাক্ষসগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে রাক্ষস বধ করিতে নিবারণ করিলেন না। মহামুনি পরাশর রাক্ষসসত্রে প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের

সমীপে যেন চতুর্থ পাবকরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন দিবাকর মেঘাপগমে আকাশমণ্ডল দীপিত করেন, তাহার ন্যায় শক্ত্রিনন্দন হূয়মান শুভ্র যজ্ঞদ্বারা নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত করিলেন। তখন বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মহর্ষিগণ স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্যমান পরাশরকে দ্বিতীয় প্রভাকর বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদারধী মহর্ষি অত্রি, অন্যের দুষ্কর সেই সত্র সমাপ্ত করিবার বাসনায় তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। হে অমিত্রঘ্ন! তৎপরে পুলস্ত্য, পুলহ ও মহাক্রতু ক্রতু, ইহাঁরা রাক্ষসদিগের প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনেক রাক্ষস হত হওয়াতে পুলস্ত্য অরিন্দম পরাশরকে কহিলেন, হে তাত! তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যে ত বিঘ্ন নাই? হে পুত্রক! যাহারা তোমার পিতৃবধের কিছুই জানে না, সেই নির্দ্দোষ রাক্ষস-সমস্তকে বধ করিয়া তুমি কি আনন্দিত হইতেছ? তাত! আমার প্রজাবর্গের এরূপ উচ্ছেদ করা তোমার উচিত হয় না; তপস্বি ব্রাহ্মণদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে; হে পরাশর! শান্তিই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম; তুমি সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। তুমি বরিষ্ঠ হইয়া অধর্ম্ম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ! এ কর্ম্ম করিয়া তোমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতা শক্ত্রিকে অতিক্রম করা কর্ত্তব্য নহে। হে বাশিষ্ঠ! অকারণে আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করাও তোমার উচিত হয় না; কারণ তৎকালে তোমার পিতার যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কেবল তাঁহার স্বীয় শাপ হইতেই হইয়াছিল; তিনি আত্মদোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে মুনে! তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সামর্থ্য ছিল না; পরন্তু তিনি আপনা হইতেই আপনার মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র এ বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। হে পরাশর! এক্ষণে শক্ত্রি ও রাজা কল্মাষপাদ স্বর্গারোহণ-পূর্ব্বক সুখভোগ করিতেছেন এবং মহামুনি বশিষ্ঠের শক্ত্রি-কনিষ্ঠ যে সকল পুত্র ছিলেন, তাঁহারাও সকলে পরমানন্দে দেবগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন; হে মহামুনে! বশিষ্ঠ এ সমুদায় অবগত আছেন। হে বাশিষ্ঠনন্দন! এই যজ্ঞে নিরপরাধ রাক্ষসগণের যে সমুচ্ছেদ হইতেছে, তাহাতে তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হইতেছ। অতএব তুমি এই যজ্ঞ পরিত্যাগ কর, তোমার মঙ্গল হউক, এইক্ষণে এই সত্র সমাপ্ত কর।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, ধীমান্ পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ মহামুনি শক্ত্রিনন্দনকে এইরূপ কহিলে তিনি তখন ঐ সত্র সমাপ্ত করিলেন এবং সর্ব্বরাক্ষসসত্রের নিমিত্তে যে বহ্নি বিধৃত হইয়াছিল, তাহা হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মহারণ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সকল ভক্ষণ করে, দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত দ্ব্যশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮২॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে সখে! রাজা কল্মাষপাদ কি নিমিত্তে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ গুরু বশিষ্ঠের প্রতি ভার্য্যা নিযুক্ত করিয়াছিলেন? মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠই বা পরমধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি হেতু অগম্যা গমন করিলেন? তিনি কি অধর্ম্ম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এ বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, তাহা তুমি ছেদন কর।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়! তুমি সেই মিত্রপালক রাজার ও বশিষ্ঠের বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠতনয় মহাত্মা শক্ত্রি যেরূপে সেই ভূপতিকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি সমস্তই বলিয়াছি। সেই পরন্তপ ভূপতি শাপগ্রস্ত হইয়া ক্রোধাকুলিতনয়নে পত্নীর সহিত নগর হইতে নির্গত হইলেন; পরে নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া ভার্য্যার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শাপগ্রস্ত

ভূপাল নানাবিধ মৃগসমূহে সমাকীর্ণ বিবিধ বন্যপ্রাণিপুঞ্জে সমাকুল, বহুবিধ বৃক্ষ ও গুল্মলতায় আচ্ছন্ন এবং ঘোরনিনাদযুক্ত সেই মহারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা সাতিশয় ক্ষুধাবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি স্বীয় ভক্ষ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে ঐ বনের কোন এক নির্জ্জন স্থানে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মৈথুনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র কৃতকার্য্য না হইয়াও সাতিশয় ত্রস্তচিত্তে তথা হইতে ধাবমান হইলেন। রাজা তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলপূর্ব্বক সেই দম্পতির মধ্যে ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী ভর্ত্তাকে ধৃত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্ সুব্রত! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর। তুমি সূর্য্যবংশোদ্ভব, এবং অপ্রমত্তরূপে ধর্ম্মপথ ও গুরুশুশ্রূষায় রত, ইহা সর্ব্বলোক বিখ্যাত; হে দুর্দ্ধর্ষ! অধুনা তুমি শাপে উপহত-চেতন হইয়াছ বলিয়া ঈদৃশ পাপ-কর্ম্ম তোমার কর্ত্তব্য নয়। সম্প্রতি আমার ঋতুকাল উপস্থিত হওয়াতে সন্তানের নিমিত্তে ভর্ত্তার সহিত সমাগম করিতে ছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতার্থা হইতে পারি নাই; অতএব হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন হও—আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মণী এই সমস্ত বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; পরন্তু রাজা নৃশংসের ন্যায় হইয়া, ব্যাঘ্র যেমন অভিলষিত মৃগ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী ক্রোধাভিভূতা হইয়া ভূতলে যে সমস্ত অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন, তাহা প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া সেই স্থান দীপিত করিল। পরে ভর্তৃব্যসনে কাতরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধপূর্ব্বক রাজর্ষি কল্মাষপাদকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে হে ক্ষুদ্র! আমি সম্ভোগসুখে পরিতৃপ্তা না হইতে হইতে তুমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত নৃশংসের ন্যায় আমার সমক্ষেই আমার প্রিয় মহাযশস্বী ভর্ত্তাকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি আমার শাপে বিক্ষত হইয়া ঋতুকালে পত্নীর নিকট গমন করিয়াই সদ্য প্রাণত্যাগ করিবে; তুমি যে মহর্ষির পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমার ভার্য্যা তাঁহারই সহিত সঙ্গত হইয়া পুত্রপ্রসব করিবে; রে নৃপাধম! সেই পুত্র হইতে তোমার বংশ-রক্ষা হইবে। অঙ্গিরঃ-কুলোদ্ভবা শুভলক্ষণা সেই ব্রাহ্মণী রাজাকে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া তাঁহার সম্মুখেই প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। হে পরন্তপ! মহাভাগ বশিষ্ঠ মহাতপোবলে জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা সে সমস্ত জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহু দিবস পরে রাজর্ষি শাপমুক্ত হইলেন। পরে একদা মদয়ন্তী-নাম্নী তাঁহার মহিষীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল; রাজা তাঁহার ঋতুরক্ষার নিমিত্ত উদ্যত হইলে মদয়ন্তী তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। রাজা কামমোহিত হওয়াতে শাপের বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় ছিল না, তিনি দেবীর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ত্রস্ত হইলেন; এবং সেই শাপ স্মরণ করিতে করিতে সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! শাপগ্রস্ত রাজা এই কারণেই আত্মমহিষীর ঋতুরক্ষা করিতে বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

চৈত্ররথপর্ব্বে একশত ত্র্যশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি সমস্তই অবগত আছ, অতএব কোন্ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত, তাহা বল। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, বনমধ্যে উৎকোচক-নামক তীর্থে দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য-নামক ঋষি তপস্যা করিতেছেন, যদি তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন প্রীত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বকে যথাবিধানে আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল

হউক, ত্বদ্দত্ত অশ্বগণ এক্ষণে তোমার নিকটেই থাকুক, যখন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন গ্রহণ করিব। অনন্তর পাণ্ডবগণ ও গন্ধর্ব্ব পরস্পর অভ্যর্থনা করিয়া রমণীয় ভাগীরথী-তীর হইতে স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর পাণ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদজ্ঞতম ধৌম্য বন্য ফলমূলদ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়া পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন। মাতার সহিত পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী ও স্বয়ম্বরস্থলে পাঞ্চালী লাভ হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা সেই গুরু-রূপ পুরোহিতের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে সনাথ বোধ করিতে লাগিলেন; যেহেতু বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ উদারবুদ্ধি সেই ঋষি তাঁহাদিগের গুরু হইলেন। ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ সেই দ্বিজও তাঁহাদিগের গুরুরূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে যজমান করিলেন; তিনি বুদ্ধিবীর্য্য বলোৎসাহযুক্ত দেবসদৃশ ঐ সমস্ত বীরগণকে স্বীয় ধর্ম্মানুসারেই লব্ধরাজ্য বিবেচনা করিলেন। মনুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া একত্র সকলে পাঞ্চাল দেশে স্বয়ম্বরস্থলে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

একশত চতুরশীতি অধ্যায়ে চৈত্ররথপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ১৮৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পুরুষোত্তম পঞ্চপাণ্ডব মহোৎসব-যুক্ত পাঞ্চাল দেশ ও পাঞ্চালীকে দেখিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পরন্তপ নরব্যাঘ্র ভ্রাতৃগণ মাতার সহিত গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে একত্র-মিলিত বহুসংখ্য ব্রাহ্মণকে গমন করিতে দেখিলেন। হে রাজন্! সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবগণকে কহিলেন, আপনারা কোথায় গমন করিবেন? কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণগণ! আমরা পঞ্চভ্রাতা মাতার সহিত একত্র হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি; অধুনা একচক্রা নগরী হইতে আগমন করিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনারা অদ্যই পাঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজার নিকেতনে গমন করুন, তথায় বিপুল অর্থব্যয়ে মহাসমারোহের সহিত স্বয়ম্বর হইবে। আমরাও সেই স্থানে গমন করিতেছি; চলুন, একসঙ্গেই যাই; সেস্থানে অদ্ভুতরূপ মহোৎসব হইবে। পাঞ্চালাধিপতি মহাত্মা যজ্ঞসেন দ্রুপদ রাজার দুহিতা, যিনি বেদীমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, যাঁহার লোচন কমলদল-সদৃশ, যাঁহার কোন অঙ্গও নিন্দনীয় নহে, এবং যাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ গন্ধ একক্রোশ দূর হইতেও অনুভূত হয়, সুকুমারী মনস্বিনী দর্শনীয়া সেই দ্রৌপদী স্বয়ম্বর করিতে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন; যে মহাবাহু পাবক-সদৃশ প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্তে সুপ্রদীপ্ত হুতাশন হইতে খড়্গ কবচ শর শরাসনপ্রভৃতি ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, ঐ তনুমধ্যমা অনবদ্যাঙ্গী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী; আমরা সেই দ্রৌপদী ও তাঁহার দিব্য স্বয়ম্বর-মহোৎসব দর্শন করিবার মানসে গমন করিতেছি। ঐ মহোৎসবে ভূরিদক্ষিণাপ্রদ যজ্ঞশীল স্বাধ্যায়-নিরত পবিত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা তরুণবয়স্ক সৌন্দর্য্যশালী অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহারথ ভূমিপাল রাজগণ ও রাজপুত্রগণ নানা দেশ হইতে আগমন করিবেন; তাঁহারা সেই স্বয়ম্বরস্থলে বিজয়ার্থী হইয়া গো, অর্থ, ভক্ষ্য ও ভোজ্য-প্রভৃতি বিবিধ দেয় বস্তু সর্ব্বতোভাবে দান করিবেন। আমরা সেই সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া এবং স্বয়ম্বর ও মহোৎসব দর্শন করণানন্তর ইচ্ছানুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করিব। সেই স্বয়ম্বরস্থলে নানা দেশ হইতে নট—বিবিধ বেশধারী, বৈতালিক—মঙ্গলপাঠক, সূত—পুরাণবক্তা, মাগধ—বংশসূচক, মহাবল মল্লগণ এবং নর্ত্তকসমূহ সমাগত হইবে। হে মহাত্মগণ! আপনারাও দানগ্রহণ-

পূর্ব্বক সেই কৌতূহল সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। আপনাদিগের সকলকেই সুরসদৃশ সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; স্বয়ম্বরস্থলে আপনারা থাকিলে দ্রৌপদী আপনাদিগকে দেখিয়া দৈবক্রমে আপনাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজনকে বরণ করিলেও করিতে পারেন। আপনার এই ভ্রাতাকে মহাভুজ, শ্রীমান্ ও দর্শনীয়াকৃতি দেখিতেছি; ইনি নিযুধ্যমান হইলে দৈবক্রমে বিপুল ধন জয় করিলেও করিতে পারেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা সকলে আপনাদিগের সহিত সেই পরম মহোৎসব দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর দর্শনে গমন করিব।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত পঞ্চাশীতি অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পাণ্ডুনন্দনেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা দ্রুপদের শাসিত দক্ষিণ-পাঞ্চাল দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পাপস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধপ্রকৃতি মহাত্মা মুনি দ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন; এবং তাঁহারাও তৎকর্তৃক সৎকৃত হইয়া নানাবিধ কথোপকথনান্তে তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে দ্রুপদ-সদনোদ্দেশে গমন করিলেন। স্বাধ্যায়-নিরত সুপবিত্র মধুরাকৃতি প্রিয়বাদী মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে রমণীয় বন ও সরোবর অবলোকন করিয়া তত্তৎ স্থানে অবস্থিতি করত শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে করিতে পাঞ্চাল দেশে উপনীত হইলেন। তাঁহারা পাঞ্চাল নগর ও তথাকার সৈন্যালয় অবলোকন করিয়া এক কুম্ভকারের নিবাসে আবাস করিলেন। তথায় ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষোপজীবী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই সমাগত বীরগণকে কেহই জানিতে পারে নাই।

রাজা যজ্ঞসেনের সর্ব্বদা এই কামনা ছিল যে পাণ্ডুনন্দন কিরীটী অর্জ্জুনকেই কন্যা দান করেন; পরন্তু তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। হে জনমেজয়! তিনি কৌন্তেয় অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া, অর্জ্জুন-ব্যতীত কেহ নত করিতে না পারে, এমত এক দৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করিলেন; এবং আকাশগত কৃত্রিম এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া সেই যন্ত্রযুক্ত এক লক্ষ্য প্রস্তুত করাইলেন; পরে কহিলেন, যে রাজা এই শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া এই সজ্জিত সায়কদ্বারা ঐ যন্ত্র অতিক্রম-পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা দ্রুপদ এবম্বিধ স্বয়ম্বর ঘোষণা করিলে রাজগণ তাহা শুনিয়া সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন, এবং নানা দেশ হইতে মহাত্মা মহর্ষিগণ, মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ এবং কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি কৌরবগণ স্বয়ম্বর দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদ রাজা সেই সমস্ত ভূপালকে সৎকৃত করিলেন। অনন্তর পৌরগণ মহাসাগরের উদ্ধূত তরঙ্গের ন্যায় মহাকোলাহল করত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর দর্শন-মানসে সমীপস্থ এক এক মঞ্চে উপবিষ্ট হইতে লাগিল। রাজগণ শিশুমারশিরঃ-নামে স্থান দিয়া স্বয়ম্বর-সমাজে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। নগরের ঈশান কোণে উত্তম সমভূমিতে চতুর্দ্দিকে প্রাসাদমণ্ডলে সমাবৃত স্বয়ম্বর-সমাজ প্রস্তুত হইয়া শোভা পাইতেছিল। ঐ সমাজ পরিখা ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, দ্বারতোরণ-মণ্ডিত, সর্ব্বত্র বিচিত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, শত শত তূর্য্যসমূহে নিনাদিত, উৎকৃষ্ট অগুরু-গন্ধে সুবাসিত, চন্দনোদকে অভিষিক্ত এবং কুসুম-মাল্যপুঞ্জে সুসজ্জিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাসাদ সকল সুবর্ণজাল-সমূহে বিভূষিত, মণিময় কুট্টিমে সুশোভিত, উৎকৃষ্ট আসন ও পরিচ্ছদসমন্বিত, সুখারোহণীয়-সোপানবিশিষ্ট, কৈলাস-শিখরতুল্য অতি উচ্চ গগণতলস্পর্শী শুভ্র প্রাসাদ

সকল শোভা পাইতেছিল। হংসস্কন্ধ-সদৃশ অতি-ধবলবর্ণ, অগ্রাম্যজন-সমূহে সমাচ্ছন্ন, শয্যাসনে সু-শোভিত, হিমালয়-শিখরের ন্যায় ধাতুনিবহে পিনদ্ধ ও উত্তম অগুরুগন্ধে সুবাসিত ঐ সকল প্রাসাদের সৌরভ একযোজন দূর হইতেও অনুভূত হইত; সেই সকল ভবনের শত শত দ্বার এত বিস্তীর্ণ ছিল যে এককালে বহুলোক প্রবিষ্ট হইলেও পর-স্পর বাধা হইত না। সমস্ত ভূপালগণ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া সেই সকল বিবিধ সপ্ততল ভবনে উপবেশন করি-লেন। মহাসত্ত্ববান্, অতিপরাক্রমশীল, মহাভাগ, মহাপ্রসাদগুণ-যুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, স্ব স্ব রাজ্য-পরিপা-লক, শুভকর্ম্ম-দ্বারা সর্ব্বলোক-প্রিয় এবং কৃষ্ণাগুরু-প্রভৃতিতে বিভূষিত ঐ সমস্ত রাজসিংহগণ তত্তৎ-স্থানে উপবিষ্ট হইলে, দ্রৌপদী-সন্দর্শনের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট মঞ্চোপরি উপবিষ্ট নগর ও জন-পদবাসী-জনসকল তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লা-গিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সহিত একত্র উপ-বেশন করিয়া পাঞ্চালরাজের মহৈশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নট নর্ত্তকগণের নৃত্যাদি ও দাতৃ-গণের বহুল রত্নাদিদানে সুশোভিত সেই সভা বহু-দিবস এইরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে ভরত-র্ষভ! ষোড়শ দিবসে দ্রৌপদী কৃতস্নানা ও সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা হইয়া বিচিত্র বসন পরিধান-পূর্ব্বক দধ্যক্ষত ও অর্ঘ্য-পূরিত সুসজ্জিত কাঞ্চনময় বরণ পাত্র গ্রহণ করিয়া সেই রমণীয় সমাজে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। সোমবংশের পুরোহিত মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া দর্ভ বিস্তার-পূর্ব্বক যথাবিধানে হুতা-শনে আহুতি-প্রদানে হবির্দ্বারা হবির্ভুজ্‌কে পরিতৃপ্ত করিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তি বাচন করাইয়া চতু-র্দ্দিকে বাদিত্র-ধ্বনি নিবারণ করিলেন। হে বিশা-ম্পতে! অনন্তর সমাজ নিঃশব্দ হইলে মেঘ ও দুন্দুভি-সদৃশ স্বরযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাবিধানে দ্রৌপ-দীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর উচ্চৈঃস্বরে অর্থযুক্ত মনোহর উৎকৃষ্ট এই বাক্য কহিলেন, হে সমাগত ভূপালগণ! শ্রবণ করুন। এই শরাসন, এই নিশিত শরপঞ্চক, এবং ঐ আকাশস্থিত লক্ষ্য লক্ষিত হইতেছে; এই পঞ্চশরদ্বারা ঐ যন্ত্রের ছিদ্রদিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, রূপবান্ বলশালী কুলীন যে রাজা এই মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই কৃষ্ণা অদ্য তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। দ্রুপদতনয় সমাগত ভূপাল-গণকে ইহা কহিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের নাম, গোত্র ও কর্ম্ম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক ভগিনীর নিকট কহিতে লাগিলেন।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত ষড়শীতি অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৮৬॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগরব, উগ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ুঃ, বিরোচন, সুকুণ্ডল, চিত্রসেন, সুবর্চ্চাঃ, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, তুহুণ্ড, বিকট, এই সকল বীর ও অন্যান্য মহাবল ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অনেকেই কর্ণের সহিত তোমার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, এবং অসংখ্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজগণ উপস্থিত হই-য়াছেন। শকুনি, সৌবল, বৃষক, বৃহদ্বল, এই সকল গান্ধাররাজ-তনয়েরা আগমন করিয়াছেন। সর্ব্ব-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অশ্বত্থামা ও ভোজ অলঙ্কৃত হইয়া তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি, শঙ্খ ও উত্তর-নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত বিরাট, বার্দ্ধক্ষেমি, সুশর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুবর্চ্চাঃ ও সুনামা নামে পুত্রদ্বয়ের সহিত সুকেতু, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান্, সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ,

বিদণ্ড ও দণ্ড এই দুই পিতাপুত্র, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, পুত্রের সহিত মহারথ মদ্ররাজ শল্য, বীর রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ; কৌরব্য সোমদত্ত, সোমদত্ত-তনয় মহারথ ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল, সমবেত এই তিন বীর, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, সুষেণ, ঔশীনর শিবি, পটচ্চরনিহন্তা, কারূষাধিপতি, বলদেব, কৃষ্ণ, বীর্য্যবান্ রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, মহামতি উদ্ধব, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বীর বাতপতি, ঝিল্লী, পিণ্ডারক, বিক্রান্ত উশীনর, এই সকল বৃষ্ণিগণ, ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সৈন্ধব জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, মহারথ শ্রুতায়ুঃ, উলূক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, মতিমান্ বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল এবং বিক্রান্ত জরাসন্ধ, হে ভদ্রে! ভূমণ্ডল-বিখ্যাত বিক্রমশীল এই সকল রাজা ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়বংশজাত নানাজনপদেশ্বরগণ তোমার নিমিত্তে এই উৎকৃষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিবার মানসে আগমন করিয়াছেন। হে শুভে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তাঁহাকে তুমি বরণ করিবে।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত সপ্তাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত তরুণ নরেন্দ্রগণ সকলেই আপনাকে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ও বলবান্ বিবেচনা করিয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তাঁহারা ধন, যৌবন, কুল, শীল, রূপ ও বীর্য্যে, হিমালয়জাত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় দর্পযুক্ত হইয়া পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া "দ্রৌপদী আমারই হইবে" ইহা কহিতে কহিতে সহসা নৃপাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজকন্যা উমাকে বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ ক্ষত্রিয়গণ দ্রুপদকুমারীকে জয় করিবার অভিলাষে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা পঞ্চশর-শরনিকরে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া দ্রৌপদীলাভের প্রত্যাশায় তদ্গতহৃদয়ে প্রিয়সুহৃদ্গণকেও দ্বেষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, যম, কুবের এবং সমস্ত দেবগণ বিমানারূঢ় হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দৈত্যগণ, সুপর্ণগণ, মহোরগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চারণগণ, বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বতঋষি এবং অপ্সরোগণের সহিত প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ তথায় সমাগত হইলেন। হলায়ুধ, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মতাবলম্বী প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ, অন্ধকগণ ও যাদবগণ ইতস্তত অবলোকন করিতে লাগিলেন। যদুবীর-প্রধান কৃষ্ণ পদ্মাভিমুখ গজেন্দ্রের ন্যায় দ্রৌপদী-অভিমুখ ও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসদৃশ সেই মত্তমাতঙ্গতুল্য পঞ্চ পাণ্ডবকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে বলরামকে কহিলেন, আমার বোধ হয়, ইনি যুধিষ্ঠির, ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন, ইনি নকুল, ইনি সহদেব; বলরামও শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতমনে জনার্দ্দনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। অন্যান্য রাজপুত্র ও রাজপৌত্র বীরপুরুষেরা রক্তনয়ন হইয়া অধর দংশনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর প্রতি স্বভাব, মন ও নয়ন অর্পিত করিয়া দ্রৌপদীকেই দর্শন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাতও হইল না। পৃথুবাহু পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মহানুভাব বীর নকুল ও সহদেব, ইহাঁরাও সকলে সে সময়ে দ্রৌপদীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে অভিহত হইয়াছিলেন। তখন দিব্যগন্ধে আমোদিত, দিব্যকুসুমসমূহে সমাকীর্ণ,

বেণু বীণাপণবপ্রভৃতির অনুনাদ-যুক্ত এবং মহা-দুন্দুভিধ্বনিতে নিনাদিত তত্রস্থ নভঃস্থল সর্ব্বত্র দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণে সমাকুল হওয়াতে তাঁহাদিগের বিমানসমূহের পরস্পর বাধা হইতে লাগিল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গাধিপতি, বঙ্গাধিপতি, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, বিদেহরাজ, যবনরাজ, এই সমস্ত রাজগণ, ও রাজ্যাধিপতি অন্যান্য পদ্মপলাশলোচন রাজপুত্র ও রাজপৌত্রগণ দ্রৌপদীর নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিরীট হার কেয়ূর চক্রবাল-প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিতাঙ্গ, বিক্রমসত্ত্বসম্পন্ন এবং বলবীর্য্যে তর্জ্জনগর্জ্জনশীল সেই সমস্ত পৃথুলবাহু মহীপাল বৃহদাকার ঐ ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে মনেও কল্পনা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ওষ্ঠাধর স্ফুরণ-পূর্ব্বক যাঁহার যেমন বল, যেরূপ শিক্ষা, যে প্রকার গুণ ও যাদৃশ ক্রম, তদনুসারে যেমন ধনু নমিত ও জ্যাযুক্ত করিতে বিক্রম প্রকাশ করিলেন, তেমনি তৎক্ষণাৎ ধনুঃকোটিদ্বারা তাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত ও বিচেষ্টমান হইলেন; তাহাতে তাঁহাদিগের পরিহিত কিরীটাদি আভরণ অঙ্গ হইতে স্রস্ত হইয়া গেল, এবং তাঁহারা ক্ষীণবল হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে শান্ত হইলেন। তখন দৃঢ় শরাসনে আর্ত্ত ও স্খলিতাভরণ সেই ভূপালগণ দ্রৌপদীর আশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সম্ভ্রান্তজনসমূহে সমাকুল সেই সমাজে রাজগণ নিন্দাভাজন হইলে, বীরপ্রধান কুন্তীপুত্র জিষ্ণু সেই ধনু জ্যা ও শর যুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত অষ্টাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজগণ সেই শরাসন জ্যাযুক্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইলে উদারমতি জিষ্ণু ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা নীরদ-সদৃশ প্রভান্বিত অর্জ্জুনকে গমন করিতে দেখিয়া মৃগচর্ম্ম প্রকম্পন-পূর্ব্বক কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিমনা ও কেহ কেহ হর্ষান্বিত হইলেন। কোন কোন বুদ্ধিজীবী নৈপুণ্যশীল বিপ্র পরস্পর এইরূপে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে হে দ্বিজগণ! ধনুর্ব্বেদবিশারদ বলশালী কর্ণ ও শল্যপ্রভৃতি লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয়গণ যে ধনু আনত করিতে পারেন নাই, অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ শক্তিবিষয়ে দুর্ব্বল এক বটু কি প্রকারে তাহা জ্যাযুক্ত করিতে পারিবে! এই বটু চপলতা-প্রযুক্ত যে এই অপরীক্ষিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সিদ্ধ না হইলে আমরা সকলেই সমস্ত রাজগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইব। হে ব্রাহ্মণ! এই ব্রাহ্মণ-কুমার দর্প বা ঔৎসুক্য অথবা চাপল্যহেতু শরাসন নত করিতে গমন করিতেছে; ইহাকে নিবারণ কর, যেন এমত কর্ম্মে না যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ইহাতে আমাদিগের লাঘব হইবে না, আমরা রাজগণের দ্বেষভাজন কিংবা হাস্যাস্পদ হইব না। কেহ কেহ কহিলেন, এই নব্য বিপ্রকে শ্রীমান্, করিবরকর-সদৃশ, বিশাল স্কন্ধ, ঊরু ও বাহুযুক্ত, হিমাচলতুল্য-ধৈর্য্যবান্, সিংহখেলনের ন্যায় গমনশীল ও মত্তমাতঙ্গসম বিক্রান্ত দেখিতেছি; এবং ইহাঁর যেরূপ উৎসাহ, তাহাতে অনুমান হয় যে এই কার্য্য ইহাঁতেই সম্ভাবিত হইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ মহোৎসাহ শক্তিসম্পন্ন; ইনি অশক্ত হইলে কখন স্বয়ং গমন করিতেন না। অপিচ, ত্রিভুবনমধ্যে এমত কোন কর্ম্ম নাই যে তাহা এই মরণশীল মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের অসাধ্য হয়। দৃঢ়ব্রত দ্বিজাতিগণ ফলাহার বা বায়ুভক্ষণ অথবা অনাহার-জন্য দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও স্বীয় তেজে বলীয়ান্ থাকেন। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্ম করুন, বা অসৎকর্ম্মই করুন, তথাপি তাঁহাকে সুখ বা

দুঃখজনক ও মহৎ বা ক্ষুদ্র, উপস্থিত কোন কার্য্যে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। দেখ, জমদগ্নি-তনয় রাম ক্ষত্রিয়গণকে রণে পরাজয় করিয়াছিলেন; ঋষি অগস্ত্য ব্রহ্মতেজোদ্বারা অগাধ জলধি পান করিয়াছিলেন; অতএব তোমরা সকলে অনুমতি কর যে এই মহাত্মা ব্রাহ্মণ শরাসনে শীঘ্র জ্যা রোপণ করুন। পরে দ্বিজেন্দ্রগণ তথাস্তু বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বিবিধ বাক্য বলাবলি করিতে লাগিলেন; তখন অর্জ্জুন শরাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া ভূধরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরপ্রদ দেবপ্রভু ঈশানকে নতশিরে প্রণাম করিলেন, এবং মনে মনে কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। রুক্ম, সুনীথ, বক্র, রাধানন্দন, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব, এই সকল ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী নরসিংহ ভূপাল মহাযত্নেও যে ধনু জ্যাযুক্ত করিতে পারেন নাই, বীর্য্যবান্‌দিগের মধ্যে দর্পবান্ ইন্দ্রানুজ-সদৃশ প্রভাবশালী অর্জ্জুন নিমিষমধ্যে সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিলেন, ও পঞ্চসঙ্খ্য শর গ্রহণ-পূর্ব্বক লক্ষ্য ভেদ করিলেন। লক্ষ্য অতিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের ছিদ্রদ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। তখন আকাশমণ্ডলে ও সমাজমধ্যে মহাকোলাহলধ্বনি হইতে লাগিল। দেবগণ শত্রুকুল-সংহারক অর্জ্জুনের মস্তকে দিব্যপুষ্পবৃষ্টি করিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বিজয়পতাকাস্বরূপ স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় চেলাঞ্চল সঞ্চালন-পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। যাঁহারা লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে লাগিলেন। সমাজস্থলে নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; বাদ্যকরেরা তূর্য্যযন্ত্র শতাঙ্গসম্পন্ন করিয়া বাদিত করিতে আরম্ভ করিল; এবং সূতমাগধগণ সুস্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। রিপুসূদন দ্রুপদ রাজা অর্জ্জুনকে দেখিয়া প্রীত হইলেন; এবং সেনাগণের সহিত তাঁহার সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন সেই মহাকোলাহল প্রবৃত্ত হইল, সেই সময়ে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ত্বরাপূর্ব্বক পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া আবাসে গমন করিলেন। দ্রৌপদী পার্থ-কর্ত্তৃক লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া ও তাঁহাকে ইন্দ্র-সদৃশ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষান্বিত-চিত্তে শুভ্রবসন ও মাল্যদাম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন রঙ্গস্থলে দ্রৌপদীকে জয়পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সেই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; দ্রৌপদীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত ঊননবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দ্রুপদ লক্ষ্যভেদী সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে পরস্পর সমীপবর্ত্তী মহীপালগণ পরস্পরকে অবলোকন করত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, ও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এই রাজা এই সমস্ত সমাগত ভূপতিকে তৃণ বোধ করিয়া ইহাঁদিগকে অতিক্রম করত ব্রাহ্মণকে যোষিদ্বরা কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই দুরাত্মা বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে নিপাতিত করিতেছে, আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে; ইহাকে বধ করিব; এই দুরাচার বৃদ্ধ পরম্পরা-গুণযুক্ত ও সম্মানের যোগ্য নহে; অতএব এই রাজদ্বেষী দুরাত্মাকে পুত্রের সহিত সংহার করাই কর্ত্তব্য; এই দুরাত্মা সমস্ত নরপতিকে আহ্বান-পূর্ব্বক সম্মানের সহিত অপূর্ব্ব ভোজনাদিদ্বারা পূজিত করিয়া এক্ষণে অবমাননা করিতেছে। যেমন দেবগণের সমবায় হয়, তাহার ন্যায় এই সকল মহীপালগণের সমাগম হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোন রাজাকেই কি ইহার উপযুক্ত পাত্র বোধ হইল না! প্রসিদ্ধ এই শ্রুতি আছে যে স্বয়ম্বর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষেই বিধেয় হইয়াছে,

ইহাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। আর যদ্যপি এই কন্যা কোন রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে ইহাকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিব। এই ব্রাহ্মণ যদিও লোভ বা চাপল্যহেতু রাজগণের এই অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছে, তথাপি ইহাকে বিনষ্ট করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে; কারণ, আমাদিগের রাজ্য, অর্থ, জীবন, পুত্রপৌত্র ও অন্যান্য যে কিছু সম্পত্তি, তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত। আমরা এস্থলে শাসন করিলে অন্যান্য স্বয়ম্বরস্থলে আর এরূপ ঘটনা হইবে না, সকলেই অবমানভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। পরিঘতুল্য বাহুশালী সমস্ত ভূপালসিংহ এই বাক্য বলিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজা দ্রুপদকে হনন করিবার নিমিত্তে ধাবমান হইলেন। দ্রুপদ, রাজগণকে ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক আসিতে দেখিয়া, পাছে ব্রাহ্মণকোপে ক্ষত্রিয়কুলসংহার হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর অরিন্দম পাণ্ডুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন মহীপতিগণকে মদমত্তমতঙ্গজের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া আসিতে দেখিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। অঙ্গুলিত্রাণধারী সেই সকল রাজগণ অমর্ষভরে অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া কুরুরাজ-তনয় অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে হনন করিবার নিমিত্ত উৎপতিত হইলেন। অনন্তর বজ্রসদৃশ-দৃঢ়সত্ত্ব মহাবলপরাক্রান্ত অদ্ভুত-ভীমকর্ম্মা অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় করদ্বারা এক বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া পত্ররহিত করিলেন, এবং দণ্ডধর যমরাজ যেমন উগ্রদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহার ন্যায় পরপ্রমাথী পৃথুবাহু পৃথানন্দন সেই নিষ্পত্র বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অসাধারণ-বুদ্ধিমান্ মহেন্দ্রপ্রতিম জিষ্ণু ভ্রাতার অদ্ভুতকর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর নির্ভয়চিত্তে শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা অসামান্য-ধীসম্পন্ন দামোদর ভীমার্জ্জুনের সেই আশ্চর্য্য কার্য্য সংদর্শন করিয়া মহাবীর্য্য অগ্রজ হলায়ুধকে কহিলেন, হে সঙ্কর্ষণ! সিংহশ্রেষ্ঠের ন্যায় সখেলগামী যে পুরুষ, কিঞ্চিদূনপঞ্চহস্ত-প্রমাণ মহাধনু আকর্ষণ করিতেছেন, আমি যদ্যপি কৃষ্ণ হই, তবে ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যিনি বেগপূর্ব্বক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সহসা ভূপতিগণকে নিরাকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি বৃকোদর হইবেন; বৃকোদর-ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন ব্যক্তি অদ্য এই সংগ্রামস্থলে ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবেন না। হে অচ্যুত! আমার বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে কমলায়ত-লোচন, মহাসিংহ-সম গমনশীল, বিনীত, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও উজ্জ্বল চারুনাসিকাযুক্ত, চতুর্হস্ত-প্রমাণ এবং তদুপযুক্ত স্থূলকায় যে পুরুষ গমন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মপুত্র। এবং তাঁহার সহিত কার্ত্তিকতুল্য যে দুই কুমার গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অশ্বিনীকুমারের তনয় হইবেন। আমি শুনিয়াছি পৃথার সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। নির্জ্জলজলদবর্ণ হলায়ুধ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠ কৃষ্ণকে কহিলেন, ভাগ্যক্রমে কৌরবাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণের সহিত পিতৃস্বসা ঠাকুরাণী মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে আপ্যায়িত হইলাম।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত নবতি অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৯০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণগণ অজিন ও কমণ্ডলু প্রকম্পন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় করিও না; আমরা শত্রুমণ্ডলীর সহিত সংগ্রাম করিব! অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া হাস্য-পূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা এক পার্শ্বে দর্শক হইয়া অবস্থিতি করুন; যেমন মন্ত্রজ্ঞব্যক্তি মন্ত্রদ্বারা মহাবিষ বিষধরকে তেজোহীন করে, তাহার ন্যায় আমি সর-

লাগ্রে শত শত শরনিকর-দ্বারা এই সমস্ত রোষান্বিত রাজগণকে ইতস্তত বিশৃঙ্খল করিয়া নিবারিত করিব। মহাবল অর্জ্জুন এই বলিয়া পণপ্রাপ্ত সেই শরাসন আনয়ন-পূর্ব্বক ভ্রাতা ভীমসেনের সহিত অচলের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় ভীম ও অর্জ্জুন উভয়ে রণমত্ত কর্ণ-প্রভৃতি রাজগণকে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। যুযুৎসু ভূপালগণ পরুষ বচন প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন যে সংগ্রামস্থলে যুযুৎসু ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করা যাইতে পারে। ভূপতিগণ এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর করিণীর নিমিত্তে করী যেমন অন্য করীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় মহাতেজস্বী কর্ণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে অর্জ্জুনের সহিত সঙ্গত হইলেন। মহাবল মদ্রাধিপতি শল্য ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সকলে ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা দ্বিজগণের সহিত অযত্ন-সহকারে মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ অর্জ্জুন বিকর্ত্তন-তনয় কর্ণকে প্রতিমুখাগত দেখিয়া মহাশরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিশিতশর-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধানন্দন অর্জ্জুনের তীগ্মতেজোযুক্ত শাণিত শরনিকরবেগে বিমুহ্যমান হইয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ও কর্ণ পরস্পর ক্রুদ্ধ ও জিগীষু হইয়া ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাঁহারা কে কখন আদান সন্ধান-প্রভৃতি করেন, তাহা কোন ব্যক্তিই নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। তাঁহারা পরস্পর শৌর্য্যপ্রকাশ-পূর্ব্বক এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিলে তাহার এই প্রতিকার করিতেছি দেখ, আমার বাহুবল দেখ। অনন্তর বৈকর্ত্তন কর্ণ অর্জ্জুনের ভুমণ্ডলমধ্যে সাদৃশ্য-রহিত ভুজবীর্য্য অবলোকন করিয়া সংরব্ধচিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত বেগবান্ বাণসমুহ প্রতিহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; সেনাগণ তাঁহার ঐ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে কর্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রামস্থলে তোমার অবিষণ্ন ভুজবীর্য্য ও বিজয়শীল শস্ত্র অবলোকন করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইলাম। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার বোধ হয়, তুমি সাক্ষাৎ ধনুর্ব্বেদ, কিংবা রাম, অথবা দেবরাজ ইন্দ্র, কি অচ্যুত বিষ্ণু হইবে! তুমি আত্ম গোপনের নিমিত্তে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাহুবীর্য্য আশ্রয়-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছ; আমি সংগ্রামস্থলে ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ পুরন্দর অথবা পাণ্ডুনন্দন কিরীটী-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। অর্জ্জুন কর্ণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ বা রাম নহি, আমি সকল-শস্ত্রধারী ও যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমি গুরুর অনুগ্রহে ব্রাহ্ম ও ঐন্দ্র অস্ত্রে নিপুণ হইয়াছি; হে বীর! তুমি স্থির হও, আমি অদ্য সংগ্রামে তোমাকে জয় করিবার নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাধানন্দন মহারথ কর্ণ এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মতেজ অজেয় বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অন্য দিকে বিদ্যা ও বলে যুদ্ধবিশারদ মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ বলবান্ বীর বৃকোদর ও শল্যরাজা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর আহ্বান-পূর্ব্বক মুষ্টি ও জানুদ্বারা আঘাত করিতে করিতে কখন দূরে নিক্ষেপ, কখন অগ্রে আকর্ষণ, কখন সম্মুখে আস্ফালন, কখন বা তির্য্যক্ পাতনদ্বারা পরস্পরকে আকৃষ্ট ও মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন; তদনন্তর তাঁহাদিগের উভয়ের প্রহারে ঘোরতর চটচটা শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরকে পাষাণ-পতন-সদৃশ প্রহার করিতে লাগিলেন;

পরে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে কুরুবংশাবতংস ভীম শল্যকে বাহুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া রণভূমিতে পাতিত করিলেন; তাহা দেখিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণেরা হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ ভীমসেন বলশালী শল্যকে এমত আশ্চর্য্যরূপে ভূতলে পাতিত করিলেন যে তাহাতে শল্য কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না।

অনন্তর সমস্ত রাজগণ শল্যকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত ও কর্ণকে সংশয়াপন্ন দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে ভীমসেনকে পরিবৃত করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সকলে একত্র হইয়া সাধুবাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে এই দুই ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহাঁদিগের নিবাস কোথায়, ইহাঁরা কোথায় বা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। এই অবনীমধ্যে রাম, দ্রোণ, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, দেবকীতনয় কৃষ্ণ বা শারদ্বত কৃপ-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামভূমিতে রাধাসুত কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে! কোন্ ব্যক্তিই বা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়! এবং বীর বলদেব, পাণ্ডুপুত্র বৃকোদর বা দুর্য্যোধন-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি মহাবল মদ্ররাজ শল্যকে রণভূমিতে পাতিত করিতে শক্ত হয়! এক্ষণে সকলে ব্রাহ্মণের সহিত এই যুদ্ধ পরিহার কর; ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। আমরা প্রথমত ইহাঁদিগের পরিচয় লইয়া পশ্চাৎ হৃষ্টচিত্তে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে কুন্তীসুত বিবেচনা করিলেন। পরে সমস্ত রাজগণকে অনুনয়-পূর্ব্বক এই বলিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন যে এই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অনন্তর যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাজসত্তম যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যে সকল লোক দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তাহারা এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল যে অদ্য রঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণগণই প্রধান হইলেন, পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক বৃতা হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ও অর্জ্জুন মৃগচর্ম্মপরিধায়ী ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে পরিবৃত হওয়াতে অতিকৃচ্ছ্রে পথ প্রাপ্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমা তিথিতে উদিত চন্দ্র সূর্য্য মেঘ হইতে মুক্ত হইলে যাদৃশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তাহার ন্যায় শত্রুগণ-কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত নরবীর ভীম ও অর্জ্জুন অনুগামিনী দ্রৌপদীর সহিত জনসম্বাধা হইতে মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

এদিকে তাঁহাদিগের মাতা কুন্তী তাঁহাদিগের ভিক্ষা করিয়া আসিবার কাল অতীতপ্রায় হইলে তাঁহাদিগকে অনাগত দেখিয়া বহুবিধ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয় ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আমার পুত্রগণকে চিনিতে পারিয়া বিনাশ করিয়াছে! অথবা দৃঢ়বৈরী মায়াবী অতিভীষণ রাক্ষসেরা সংহার করিয়া থাকিবে! মহাত্মা ব্যাসদেবেরও কি বিপরীতবুদ্ধি হইয়াছিল! তিনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে এস্থলে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন!

কুন্তী অপত্যস্নেহ-বশত এবম্বিধ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে অর্জ্জুন ব্রাহ্মণগণে সমবেত হইয়া জনগণ নিস্তব্ধপ্রায় হইবার সময় অতি অপরাহ্ণে মেঘাচ্ছাদিত দুর্দ্দিনে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সেই কুলালগৃহে প্রবেশ করিলেন।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত একনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও অর্জ্জুন পরমপ্রীতচিত্তে যাজ্ঞসেনী-সমভিব্যাহারে কুলালগৃহে গমন-পূর্ব্বক কুন্তীর নিকট উপস্থিত

হইয়া নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। কুন্তী তখন কুটীর মধ্যে ছিলেন, কিছু না দেখিয়াই কহিলেন যে তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর; পশ্চাৎ কৃষ্ণাকে দেখিয়া কহিলেন, হায়! আমি কি অযুক্তবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি! অনন্তর তিনি অধর্ম্মভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তা সেই যাজ্ঞসেনীর হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পুত্র! তোমার দুই সহোদর এই দ্রুপদরাজ-নন্দিনীকে আনয়ন-পূর্ব্বক আমার নিকট ভিক্ষা বলিয়া সমর্পণ করিলে আমি অনবধান-বশত তৎকালোচিত এই বাক্য বলিয়াছি যে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ভোগ কর। হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কিরূপে আমার সেই বাক্য মিথ্যা না হয়, অধর্ম্ম এই পাঞ্চালরাজ-দুহিতাকে কিরূপে আক্রম করিতে না পারে, এবং কিরূপেই বা ইনি ক্ষুব্ধা না হন, তাহা বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরবীর মতিমান্ কুরুপ্রবীর রাজা যুধিষ্ঠির জননীর এই বাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ফাল্গুন! তুমি এই রাজপুত্রী যাজ্ঞসেনীকে জয় করিয়া লইয়াছ, তোমারই সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে শোভা পায়; হে শত্রুবেগসহিষ্ণো! তুমি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যথাবিধানে ইহাঁর পাণিগ্রহণ কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে অধর্ম্মভাগী করিবেন না, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, ইহা ধর্ম্ম্য নহে, ইহা অশিষ্ট-দৃষ্টপথ। প্রথমে আপনকার, পরে অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবাহু ভীমসেনের, তৎপরে আমার, তাহার পর আমার অনন্তর-জাত নকুলের, সর্ব্বশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ হওয়াই বিধেয়। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, এই কন্যা এবং আমি ভবদীয় নিদেশবর্ত্তী হইতেছি, ইহাতে যাহা ধর্ম্ম্য ও যশস্যরূপে কর্ত্তব্য হয়, এবং যাহাতে পাঞ্চালরাজের হিতানুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, আমাদিগের মধ্যে কেহই ভবদীয় আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের ভক্তিপূর্ণ ও স্নেহরসে অভিষিক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবেরা সকলেই পাঞ্চালরাজ-নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন, এবং পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা সেই যশস্বিনী কৃষ্ণাকে সন্দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন, এবং সকলেই তদ্গতচিত্ত হইলেন। বিধাতা সেই পাঞ্চালীর কমনীয় রূপ অন্য রমণী হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণিগণের এমত মনোহররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে অমিততেজস্বী পাণ্ডুনন্দনেরা তাহা দেখিবামাত্র মন্মথ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল। মনুজশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকারপ্রকারে আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই সময়ে বেদব্যাসের সমুদায় বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তিনি পরস্পর ভ্রাতৃভেদ-আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, এই শুভলক্ষণা দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডুতনয়েরা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সেই কথা শ্রবণ করিয়া অদীনভাবে মনে মনে সেই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কুরুবীর অনুমান করিয়া, সেই বীরপুরুষেরা যে ভার্গব-কর্ম্মশালায় বাস করিতেছিলেন, সেই স্থানে বলদেবের সহিত আগমন করিলেন। পরে তিনি ও রোহিণী-নন্দন তথায় উপবিষ্ট দীর্ঘবাহু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমীপে উপবিষ্ট অনলতুল্য দীপ্তিমান্ তদীয় অনুজগণকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর বাসুদেব কৃষ্ণ অজমীঢ়বংশীয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া কহিলেন, আমি কৃষ্ণ; পরে বলদেবও ঐরূপে নমস্কার করিলেন।

পাণ্ডবগণ রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি হৃষ্টচিত্তে প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে ভারতমুখ্য! অনন্তর যদুবীর রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষ্বসা পৃথার চরণবন্দনা করিলেন। অজাতশত্রু কুরুবীর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অবলোকন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি কিপ্রকারে ইহা জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! অগ্নি গুপ্ত হইলেও কখন অজ্ঞাত থাকে না, এবং এই ভূমণ্ডলে মানবগণের মধ্যে পাণ্ডব-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ বিক্রমপ্রকাশ করিতে পারে? আপনারা ভাগ্যক্রমে শত্রুবেগ সহ্য করিয়া দারুণ দহন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং ভাগ্যক্রমেই পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তাহার অমাত্যেরা মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে নাই। অধুনা আপনাদিগের মঙ্গল হউক; ঐ মঙ্গল এক্ষণে অন্যের অলক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছে; আপনারা বর্দ্ধমান হুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকুন। কোন রাজা পাছে আপনাদিগকে জানিতে পারে; অতএব এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমরা স্বীয় শিবিরে গমন করি। অক্ষয় শ্রীসম্পন্ন কৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বলদেবের সহিত শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্বয়ম্বরপর্ব্বে একশত দ্বিনবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯২॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দন ভীম ও অর্জ্জুন যখন ভার্গবগৃহে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি সহচরজনগণকে সাবধান করিয়া পাণ্ডবদিগের ও অন্যের অজ্ঞাতসারে তৎসন্নিহিত কোন এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। সায়ংকালে রিপুপ্রমাথী অদীনসত্ত্ব মহাবল ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া আগমনপূর্ব্বক ভৈক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করিলেন। তখন বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি এই ভিক্ষাদ্রব্য হইতে অগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতার উপহার ও ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাপ্রদান কর, ও যে সকল মনুষ্য আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এবং যাহারা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগকেও প্রদান কর। পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দুই অংশ করিয়া এক অংশ ভীমসেনকে দাও; কারণ, এই নাগেন্দ্রসদৃশ বিপুলাকৃতি গৌরবর্ণ তরুণ বীর বৃকোদর নিত্য নিত্য বহুভোজন করিয়া থাকে। অপর এক ভাগ ছয় অংশ কর, তাহা যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, তুমি ও আমি ভোজন করিব। রাজকুমারী সাধ্বী দ্রৌপদী তাঁহার ঐ সাধুবাক্যে কোন বিচার না করিয়াই সানন্দমনে যথোক্ত কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর সকলে ভোজন করিলেন। অনন্তর তরস্বী মাদ্রী-তনয় সহদেব ভূমিতে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। পরে সকলে তদুপরি যথোপযুক্ত স্ব স্ব অজিন বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। কুরুসত্তমেরা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মস্তকের দিকে কুন্তী ও চরণের দিকে দ্রৌপদী শয়ন করিয়া থাকিলেন। দ্রৌপদী ভূমিতে কুশাস্তরণে শয়ন করিয়া এবং সকলের পদতলে উপাধানস্বরূপ হইয়াও মনে মনে দুঃখানুভব, কি তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিলেন না। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা শয়ন করিয়া রথ, নাগ, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, দিব্যাস্ত্র ও সৈন্যবিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথা কহিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং তত্রস্থ মনুষ্যেরা রাজকুমারী কৃষ্ণাকেও তথাবিধ অবস্থাপন্না দেখিল।

অনন্তর রজনীতে পাণ্ডবগণ যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন ও তথায় যাহা যাহা হইয়াছিল, সে সমুদায় দ্রুপদরাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন

করিবার নিমিত্ত রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলেন। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া বিষণ্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! কৃষ্ণাকে কে লইয়া গিয়াছে? কৃষ্ণা কোথায় গিয়াছেন? কোন হীনজাতি বা শূদ্র অথবা করদাতা বৈশ্য আমার দুহিতাকে লইয়া গিয়া আমার মস্তকে ত পদনিক্ষেপ করে নাই? মনোহর মাল্য ত শ্মশানে পতিত হয় নাই? কোন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কিম্বা ব্রাহ্মণ ত আমার তনয়াকে জয় করিয়া লইয়াছেন; কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি ত কৃষ্ণাকে জয় করিয়া লইয়া আমার মস্তকে বাম চরণ প্রদান করে নাই? যদ্যপি আমার দুহিতা কৃষ্ণা নরসিংহ পার্থের সহিত সংযুক্তা হইয়া গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অনুতাপ করি না। হে মহানুভাব! কে আমার দুহিতাকে জয় করিয়া লইয়াছে? কুরুবীর বিচিত্রবীর্য্য-তনয় পাণ্ডুরাজার পুত্রেরা কি জীবিত আছেন? অর্জ্জুন কি ধনুর্গ্রহণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন?

একশত ত্রিনবতি অধ্যায়ে স্বয়ম্বরপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ১৯৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সোমবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সহর্ষ-চিত্তে, যিনি দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছেন ও তদুপ-লক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমুদায় আনু-পূর্ব্বিক পিতার নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন; বিশেষরূপে আয়ত ও লোহিতবর্ণ লোচনে শোভমান কৃষ্ণাজিনধারী দেবতুল্য রূপবান্ যে যুবাপুরুষ মহৎ-শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন, সেই তরস্বী কাহারো সহিত সঙ্গত হইলেন না; সমস্ত মহর্ষি ও দেবগণকর্ত্তৃক পরি-বৃত দেবরাজ যেমন দৈত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহার ন্যায় তিনি ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত ও পূজ্যমান হইয়া রাজগণমধ্যে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নাগবধূ যেমন নাগরাজের অনু-বর্ত্তিনী হন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণা সেই পুরুষের কৃষ্ণা-জিন গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রফুল্লান্তঃকরণে অনুগামিনী হই-লেন। তখন সমস্ত ভূপালগণ অসহিষ্ণু ও রোষপর-তন্ত্র হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবমান হইলে আর এক বীর সেই পার্থিববাহিনীমধ্যে আপতিত হইয়া, ক্রুদ্ধ যম যেমন দণ্ডধারী হইয়া প্রাণিগণকে সংহার করেন, তাহার ন্যায়, প্রবৃদ্ধ এক মহীরুহ উৎপাটন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভূপালগণকে তাড়িত করিতে লাগি-লেন। হে নরেন্দ্র! তখন রাজগণ সেই নরসিংহ বীরদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন; ঐ উভয়বীর চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া কৃষ্ণাকে গ্রহণ-পূর্ব্বক নগরের বাহিরে এক কুলালগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় অগ্নিশিখার ন্যায় এক বৃদ্ধা রমণী সমীপস্থিত তথাবিধ অগ্নিকল্প বীরত্রয়ের সহিত উপবিষ্টা ছিলেন; আমার বোধ হইল, তিনি তাঁহা-দিগের জননী হইবেন। অনন্তর সেই দুই বীর তাঁ-হার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণাকে তাঁহার পাদবন্দন করিতে কহিলেন। পরে কৃষ্ণাকে ভিক্ষা বলিয়া নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সকলে ভিক্ষার্থ গমন করি-লেন। পরে তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিলে কৃষ্ণা তাঁহাদিগের ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার কিয়দংশ দেবোপহার-প্রদান ও কিয়দংশ ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। অনন্তর অবশিষ্টাংশ সেই বৃদ্ধা ও পঞ্চ বীরকে পরিবেশন করিয়া পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। হে ভূপতে! তৎপরে ভূ-তলে অজিনের আস্তরণযুক্ত দর্ভময় শয্যা প্রস্তুত হইলে তাঁহারা সকলে তাহাতে শয়ান হইলেন; কৃষ্ণা তাঁহাদিগের চরণতলে উপধান-স্বরূপ হইয়া শয়ন করিলেন। তখন সেই বীরসকল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে পরস্পর বিবিধ বিচিত্র কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে সমস্ত কথা

কহিতেছিলেন, ঐ সকল কথা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য কি শূদ্র-জাতিতে কদাপি সম্ভাবিত নহে। হে রাজন্! তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধ-সম্পর্কীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই। হে তাত! আমাদিগের আশালতা ফলবতী হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; কারণ, শুনিয়াছি যে পাণ্ডবগণ অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং সেই মহাবীর যেরূপে শরাসনে অবিলম্বে জ্যারোপণ ও যেরূপ অবলীলাক্রমে লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, ও ইহাঁদিগের পরস্পর যেরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ইহাঁরাই পঞ্চ পাণ্ডব হইবেন; ইহাঁরা মাতার সহিত প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা দ্রুপদ আনন্দিত হইয়া পুরোহিতকে এই বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন যে আপনি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া ইহা কহিবেন যে তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর সন্তান কি না, আমি তোমাদিগের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। রাজপুরোহিত রাজাজ্ঞা জ্ঞাত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক যথাক্রমে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রশংসা করিয়া ভূপতির যথাদিষ্ট সমগ্র বাক্য আনুপূর্ব্বিক কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে বরণীয়গণ! বরপ্রদ অবনীপতি পাঞ্চালরাজ আপনাদিগের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি এই বীরকে লক্ষ্যবেধ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়াছেন। আপনারা আপনাদিগের জ্ঞাতি ও কুল আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া পাঞ্চালরাজের ও তদীয় অনুচরবর্গের এবং আমার হৃদয় আহ্লাদিত করত শত্রুসমূহের মস্তকে পাদার্পণ করুন। মহারাজ পাণ্ডু রাজাদ্রুপদের আত্মসম প্রিয় সখা ছিলেন, সেইহেতু দ্রুপদমহীপালের এই কামনা ছিল যে তাঁহার তনয়া কৃষ্ণা সখা-পাণ্ডুর স্নুষা হন। হে অনিন্দিত-রূপসম্পন্ন বীরগণ! রাজাদ্রুপদের মনোমন্দিরে নিত্য এই কামনা জাগরূক ছিল যে বিশাল-দীর্ঘবাহু অর্জ্জুন ধর্ম্মানুসারে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; যদ্যপি তাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাহা পরমহিত, পুণ্যজনক, যশস্কর ও সুকৃত হইয়াছে।

পুরোধা বিনীতভাবে এই সমস্ত বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলে পাণ্ডবরাজ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমীপবর্ত্তী ভীমসেনকে আজ্ঞা করিলেন, ইহাঁকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান কর, ইনি দ্রুপদরাজার পুরোহিত অতিমান্য, ইহাঁর বিশেষরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। হে নরেন্দ্র! ভীমসেন ভ্রাতার আদেশমত তাঁহাকে উৎকৃষ্টরূপে সৎকৃত করিলেন। পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সুখোপবিষ্ট হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! পাঞ্চালরাজ ইচ্ছানুসারে কন্যা দান করেন নাই, তিনি স্বধর্ম্মানুসারে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়া কন্যা-প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাতেই এই বীর তদীয় কন্যাকে লাভ করিয়াছেন; এক্ষণে জাতি কুল শীল গোত্র-বিষয়ে আর তাঁহার কিছুই বক্তব্য নাই; কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করাতেই সে সমস্ত জিজ্ঞাসা সুদূর-পরাহত হইয়াছে। তাঁহারই সঙ্কল্পানুসারে এই মহাত্মা সমস্ত ভূপতিগণমধ্যে দ্রৌপদীকে জয় করিয়া আনিয়াছেন; এমতস্থলে সোমবংশোদ্ভব দ্রুপদ রাজার এক্ষণে সন্তাপ করা কেবল অসুখের নিমিত্তই হইতেছে। পরন্তু তাঁহার যে কামনা আছে, তাহা সম্পন্ন হইবে; কারণ এই অসাধারণ রূপবতী রাজকুমারীকে সুলক্ষণসম্পন্না বোধ হইতেছে। এবং যে ব্যক্তি হীনবল, সে কখন সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয় না; ও যে ব্যক্তি হীনজাতি অথবা অকৃতাস্ত্র, সে ব্যক্তিও কখন সেই লক্ষ্যবেধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে পারে না। অপিচ এই ভূমণ্ডলমধ্যে কোন ব্যক্তিরই এমত সাধ্য নাই যে ঐ লক্ষ্য-পাতন এক্ষণে অন্যথা

করিতে পারে; অতএব অধুনা তাঁহার কন্যার নিমিত্তে পরিতাপ করা উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে পাঞ্চালরাজের নিকট হইতে এক দূত, সেখানে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা নিবেদন করিবার নিমিত্তে তথায় আগমন করিল।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত চতুর্নবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

দূত কহিল, মহারাজ দ্রুপদ বিবাহ দিবার অভিলাষে বরপক্ষীয় জনগণের নিমিত্ত উপসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করাইয়াছেন; আপনারা নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া শীঘ্র তথায় আগমন করুন; সেই স্থানেই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ হইবে; বিলম্ব করিবেন না। হিরণ্ময় পদ্মসমূহে সুশোভিত সদশ্বযুক্ত রাজযোগ্য এই সমস্ত রথ প্রস্তুত আছে, আপনারা সকলে ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজভবনে আগমন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুপুঙ্গব পাণ্ডবগণ পুরোহিতকে বিদায় করিয়া সেই সকল মহাযানের মধ্যে কুন্তী ও কৃষ্ণাকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা এক এক যানে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এদিকে পাঞ্চালরাজ পুরোহিত-প্রমুখাৎ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের জাতিপরীক্ষা ও উপহার নিমিত্তে চতুর্ব্বর্ণের উপযোগ্য ফল, সুসংস্কৃত মাল্য, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আসন, গো, রজ্জু, বীজ, কৃষিকার্য্যের অন্যান্য সাধন সমুদায়, শিল্পকার্য্যোপযোগী ছেদনযন্ত্র ও ক্রীড়াদ্রব্যপ্রভৃতি অনেকবিধ দ্রব্য সমস্ত আয়োজন করিলেন। পরে সুদীপ্ত চর্ম্ম, বর্ম্ম ও ঋষ্টি, উত্তম খড়্গ, অশ্ব, রথ, শ্রেষ্ঠ শরাসন, বিচিত্র শর, কাঞ্চনভূষিত শক্তি, প্রাস, ভুষুণ্ডী ও কুঠার, এবং যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য সকল ও উত্তম শয্যা আস্তরণ নানাবিধ বসনপ্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রস্তুত রাখিলেন।

অনন্তর কৌরবরাজপত্নী কুন্তী সাধ্বী দ্রৌপদীকে গ্রহণ করিয়া দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। রাজমহিলারা প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর পাঞ্চালনৃপতি, তাঁহার মন্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজপরিবার, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়ধারী সমাগত বীরপুরুষ পাণ্ডবদিগকে সিংহবৎবিক্রান্তগতি, বৃহৎ বৃষভের ন্যায় চক্ষুষ্মান্, ভুজগেন্দ্রভোগ-সদৃশ লম্বিত-বাহু ও বিশালস্কন্ধ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অবিস্মিত ও নিঃশঙ্কচিত্তে পৃথক্ পৃথক্ পাদপীঠযুক্ত পরম রমণীয় মহার্হ আসনে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠতানুসারে আনুপূর্ব্বিক উপবেশন করিলেন। অনন্তর উত্তম বসন ভূষণে সুবেশযুক্ত দাস দাসীগণ ও ভোজয়িতা পুরুষেরা যথাযোগ্যক্রমে স্বর্ণ ও রজতময় পাত্রে পরম উপাদেয় রাজ-ভোজনীয় অন্নপানাদি নানাবিধ সামগ্রী আনয়ন করিয়া দিল। হে রাজন্! পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবেরা যথেচ্ছা-ক্রমে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এবং উপহার দ্রব্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা তাহা অবলোকন-পূর্ব্বক কুন্তীপুত্রগণকে রাজপুত্ররূপে স্থির করিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত পঞ্চনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাদ্যুতি পাঞ্চাল্য দ্রুপদ মহাতেজা রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া অদীনচিত্তে ব্রাহ্মণযোগ্য অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়,

কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিম্বা শূদ্র, কোন্ জাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইব? অথবা তোমরা কি দেবতা, দর্শনার্থী হইয়া মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপে বিচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণার নিমিত্ত এস্থলে শুভাগমন করিয়াছ? তুমি সত্য করিয়া বল, এবিষয়ে আমাদিগের সংশয় জন্মিয়াছে। হে পরন্তপ! এই সংশয় বিনষ্ট হইলে আমাদিগের হৃদয় কি সন্তোষসলিলে অভিষিক্ত হইবে? আমাদিগের কি শৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে? হে অমরসঙ্কাশ! স্বীয় ইচ্ছানুসারে সত্যবাক্য কহ, রাজার নিকট সত্যবাক্য কথন যাদৃশ শোভা পায়, ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বাপী-প্রতিষ্ঠা-প্রভৃতি পুণ্যজনক কর্ম্ম সকল তাদৃশ শোভা পায় না; অতএব মিথ্যা কথা কহিও না। হে অরিন্দম! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধানে ত্বদীয় জাত্যুপযুক্ত বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পঞ্চালেশ্বর! আপনি দীনচিত্ত হইবেন না, সন্তোষযুক্ত হউন, আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! আমরা ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহাত্মা পাণ্ডুরাজার পুত্র; আমি কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র; এই দুইজন, ভীম ও অর্জ্জুন; ইহাঁরাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়া লইয়াছেন; এবং যেস্থানে কৃষ্ণা আছেন, ঐ স্থানে যমজ নকুল, সহদেব ও জননী কুন্তী অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব আপনি আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করুন। হে নরসিংহ! আপনি মনোদুঃখ দূর করুন; পদ্মিনীর ন্যায় আপনার এই কন্যা এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে নীত হইয়াছেন। হে মহারাজ! আপনি আমাদিগের গুরু ও পরমগতি; অতএব আপনার নিকট এই সমস্ত তথ্য সত্যরূপে কহিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পরন্তপ ধর্ম্মাত্মা রাজা দ্রুপদ পাণ্ডবদিগের পরিচয় প্রাপণানন্তর পরমহর্ষহেতু ব্যাকুল-লোচন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না; তিনি সেই হর্ষ যত্নসহকারে নিগৃহীত করিয়া ধর্ম্মরাজকে তৎকালোপযুক্ত বাক্য কহিলেন,—কিরূপে তাঁহারা বারণাবত নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডুনন্দন তৎসমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিকক্রমে তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। বাগ্মী রাজা দ্রুপদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া যেরূপে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তন্নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব রাজার আদেশানুসারে এক মহৎ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা রাজা যজ্ঞসেন-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা পুত্রগণের সহিত উৎকণ্ঠা-শূন্য হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য উত্তম পুণ্যদিবস, অদ্য কুরুনন্দন মহাবাহু অর্জ্জুন বিবাহের কৌলিক কর্ম্ম সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমাকেও দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। দ্রুপদ উত্তর করিলেন, হে বীর! তুমিই যথাবিধানে আমার দুহিতার পাণিগ্রহণ কর; অথবা তুমি যাহার সহিত কৃষ্ণার বিবাহ দিতে অভিলাষ কর, তাহার সহিত দাও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন, কারণ ইহা আমার জননী পূর্ব্বে আদেশ করিয়াছেন। বিশেষত আমার ও ভীমসেনের পরিণয় হয় নাই; যদিও অর্জ্জুন ত্বদীয় রত্নস্বরূপ দুহিতাকে পণে জয় করিয়াছেন, কিন্তু হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের ভ্রাতৃগণের এক নিয়ম আছে যে, রত্ন প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র হইয়া ভোগ করিব; আমরা সেই নিয়ম অতিক্রম করিতে সাহসী হই না; অতএব দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ধর্ম্মপত্নী হইবেন;

তিনি অগ্নিসমক্ষে আনুপূর্ব্বিকক্রমে আমাদিগের সকলের পাণিগ্রহণ করুন। দ্রুপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! শাস্ত্রবিধানানুসারে একব্যক্তির বহুপত্নী হইয়া থাকে; পরন্তু এক নারীর বহুপতি কখন শুনি নাই। হে কৌন্তেয়! তুমি শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কিপ্রকারে লোক ও বেদ-বিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? কি নিমিত্তে তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি হইল? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ সূক্ষ্ম, তাহার গতি আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না। পরন্তু প্রচেতা-প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা যে পথে গিয়াছেন, আমরা সেই পথেই অনুগমন করিব। হে রাজন্! আমার মাতা ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন, এবং ইহা আমারও মনোগত হইয়াছে; অতএব ইহা অবশ্যই সনাতন ধর্ম্ম; কারণ, আমার বাগিন্দ্রিয় কখন মিথ্যা কহে না, আমার মনও অধর্ম্মানুসারী নহে। আপনি এইমতে কার্য্য করুন, আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; হে পার্থিব! এ বিষয়ে আপনি কোন মতে শঙ্কা করিবেন না। দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি, কুন্তী ও মদীয়পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, এই তিনজনে পরামর্শ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর, আমি কল্য যথা কর্ত্তব্য করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর কুন্তী, যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই তিন জন একত্র হইয়া ঐ বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন; এমত সময়ে ভগবান্ দ্বৈপায়ন যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত ষণ্ণবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত পাণ্ডবগণ, মহাযশস্বী পাঞ্চাল্য এবং তত্রস্থিত অন্য অন্য ব্যক্তি সকল উত্থিত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদন করিলেন। মহানুভাব মহর্ষি তাঁহাদিগের অভিবাদন সমাদরের সহিত গ্রহণ-পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পাণ্ডব-প্রভৃতি সকলে অমিততেজস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুজ্ঞানুসারে মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। হে বিশাম্পাতে! পৃষতরাজপুত্র পাঞ্চাল্য মুহূর্ত্তকাল পরে মধুরবাক্য বিন্যাস-পূর্ব্বক মহাত্মা ঋষিকে দ্রৌপদীর উদ্বাহ-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এক স্ত্রী অনেক পুরুষের ধর্ম্মপত্নী হইলে সাঙ্কর্য্য দোষ হয় কি না, তাহা আপনি যাথাতথ্যরূপে ব্যক্ত করুন।

ব্যাস কহিলেন, বেদ ও লোকাচার-বিরুদ্ধ-প্রযুক্ত এই ধর্ম্ম বঞ্চিত হইয়াছে; পরন্তু এবিষয়ে তোমাদিগের কাহার কি মত, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

দ্রুপদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! কুত্রাপি বহুব্যক্তির এক পত্নী নাই, সুতরাং এই কর্ম্ম লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ-প্রযুক্ত অধর্ম্ম্য বোধ হইতেছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারাও কখন এ ধর্ম্ম আচরণ করেন নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তির অধর্ম্মপথে পাদার্পণ করা কোন প্রকারে বিধেয় নহে; এই নিমিত্ত আমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি না; এই ধর্ম্ম আমার নিকট সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ এবং তপোবলসম্পন্ন; বলুন দেখি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সদ্বৃত্ত হইয়া কিপ্রকারে কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর নিকট অভিগমন করিতে পারে। ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্ম, এ প্রযুক্ত আমরা কোন মতেই তাহার গতি বুঝিতে পারি না, সুতরাং কোন্ বিষয় ধর্ম্ম্য ও কোন্ বিষয় অধর্ম্ম্য, তাহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ; অতএব দ্রৌপদী পঞ্চজনের ভার্য্যা হউন, ইহা সাহস-পূর্ব্বক আমরা বলিতে পারি না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার বাক্য কখন বিতথ কথা কহে না, মতিও কখন অধর্ম্মে অনুরাগী হয় না, এবিষয়ে আমার মনেরও প্রবৃত্তি হইতেছে; অতএব ইহা কোন প্রকারেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ

হইতেছে না। পুরাণেও শ্রবণ করিয়াছি যে জটিলা নামে গোতম-গোত্রীয়া ধর্ম্মনিষ্ঠা তাপসী এক কন্যা ছিলেন; সাতজন ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এবং পূর্ব্বকালে তপঃসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় "প্রচেতাঃ" এই এক নামে দশ ভ্রাতা ছিলেন; বৃক্ষসম্ভবা এক মুনিতনয়া সেই দশ জনকে পাণিদান করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! কথিত আছে যে গুরু যেরূপ আজ্ঞা করেন, তাহাই ধর্ম্ম্য, এবং সমস্ত গুরুর মধ্যে মাতাই পরম-গুরু; সেই পরমগুরু মাতা আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে ভিক্ষাদ্রব্যের ন্যায় তোমরা সকলে ভোগ কর; হে দ্বিজোত্তম! এই নিমিত্ত আমি এই কর্ম্ম পরমধর্ম্ম্য বিবেচনা করিয়াছি।

কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠির যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ; পাছে আমার সেই বাক্য মিথ্যা হয়, এজন্য আমি অত্যন্ত ভীতা হইতেছি; হে ব্রহ্মন্! কিরূপে আমার সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা হইবে?

ব্যাস কহিলেন, ভদ্রে! তোমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা হইবে; তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সনাতন ধর্ম্ম। হে পাঞ্চাল! যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম, ইহাতে সংশয় নাই। ইহা যেরূপে ও যাঁহা হইতে সনাতন-ধর্ম্মরূপে বিহিত হইয়াছে, তাহা সকলের নিকট ব্যক্ত করিব না, কেবল তুমি শ্রবণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রভু দ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাস উত্থিত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী, পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের উভয়কে প্রতীক্ষা করিয়া সেই স্থানেই উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর মহর্ষি দ্বৈপায়ন বহুপুরুষের একপত্নী হওয়া যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়, ইহা মহাত্মা দ্রুপদের নিকট বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত সপ্তনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৭ ॥

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যে দেবগণ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে বৈবস্বত যম পশুমারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তিনি ঐ কর্ম্মে দীক্ষিত থাকিয়া কোন প্রজাকে সংহার করিতেন না, ইহাতে মনুষ্যেরা মৃত্যুবিহীন হইলে কিছু কাল বিলম্বে তাহাদিগের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনন্তর সোম, শক্র, বরুণ, কুবের, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও অন্যান্য দেবগণ ভুবন-প্রণেতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সকলে মিলিত হইয়া মানবসংখ্যা-বৃদ্ধিহেতু সভয়চিত্তে সেই লোকগুরু পিতামহকে কহিলেন, মনুষ্যসংখ্যা-বৃদ্ধিহেতু আমরা সকলে তীব্রভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছি; এক্ষণে সুখার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। পিতামহ কহিলেন, মানুষ হইতে তোমাদিগের ভয় কি! তোমরা সকলেই অমর; অতএব মর্ত্ত্য হইতে ভীত হওয়া তোমাদিগের উচিত নয়। দেবগণ কহিলেন, অধুনা মর্ত্ত্যগণ অমর্ত্ত্য হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগের সহিত তাহাদিগের আর কোন বিশেষ রহিল না; এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া মর্ত্ত্য অপেক্ষা আমাদিগের প্রভেদ থাকিবার অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছি। ভগবান্ কহিলেন, তপনতনয় এক্ষণে যজ্ঞহেতু ব্যাপৃত আছেন, এই নিমিত্তে মনুষ্যদিগের মৃত্যু হইতেছে না। পরন্তু তাঁহার সমস্ত যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলেই মানবগণের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তখন যমরাজের শরীর তোমাদিগের বীর্য্যেই বিভূষিত ও প্রবৃদ্ধ হইয়া প্রাণিসংহারক হইবে; মনুষ্যদিগের কোন বীর্য্য থাকিবে না।

ব্যাস কহিলেন, অনন্তর মহাবল দেবগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে সমাসীন আছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে ভাগীরথী-জলে একটি হিরণ্ময় পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে;

তাহা দেখিবামাত্র তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণময় সরোজ কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে, এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে শৌর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র তথা হইতে গমন করিলেন। যে-স্থলে গঙ্গা দেবী নিয়ত উৎপন্না হইতেছেন, সেই স্থলে তিনি উপনীত হইয়া পাবকপ্রভা-সদৃশ-কান্তিমতী এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। সেই কামিনী রোদন করিতে করিতে জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিলেন; তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গানীরে নিপতিত হইয়া কাঞ্চনময় পঙ্কজ হইতেছিল। দেবরাজ তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ, বল, আমি ইহার তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ললনা উত্তর করিলেন, দেবরাজ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্যা; যদি তুমি আমার সহিত আগমন কর, তাহা হইলে আমি কে, ও কি নিমিত্তে রোদন করিতেছি, সে সমস্ত জানিতে পারিবে। হে রাজন্! তুমি আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমার অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া যাইতেছি; আমার রোদনের হেতু তুমি দেখিতেই পাইবে।

ব্যাস কহিলেন, দেবরাজ তখন রমণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিছু দূর যাইয়া নিকটেই হিমালয়-শিখরে দেখিলেন যে এক পরমসুন্দর যুবা পুরুষ যুবতীর সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সুরপতি তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় অতিশয় প্রমত্ত দেখিয়া কহিলেন, অহে বিদ্বন্! এই ত্রিভুবন আমারই বশবর্ত্তী জানিবে। তাহাতে ঐ পুরুষ কোন উত্তর না করাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি সমস্ত ভূমণ্ডলের অধীশ্বর। তখন সেই ক্রীড়নশীল পুরুষ দেবরাজকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবরাজ তাঁহার নয়নগোচর হইবামাত্র স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অনন্তর সেই পুরুষের অক্ষক্রীড়া সমাপ্ত হইলে তিনি ঐ রোদনপরায়ণা রমণীকে কহিলেন, তুমি এই ইন্দ্রকে আনয়ন কর; আমার সমক্ষে পুনর্ব্বার অহঙ্কার প্রকাশ না করে, এ নিমিত্তে ইহাকে শাসন করিব। অনন্তর সেই সীমন্তিনী দেবরাজকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে স্পর্শ করিবামাত্র দেবরাজ শিথিল-কলেবর হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন সেই পুরুষরূপ উগ্রতেজস্বী ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, হে শক্র! তুমি কোন প্রকারে পুনর্ব্বার ঈদৃশ কর্ম্ম করিও না। তোমার বলবীর্য্য অপরিমিত; অতএব তুমি এই বিলদ্বার-রোধক বৃহৎ পর্ব্বত অপাবৃত করিয়া বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট হও; সেখানে তুমি দেখিতে পাইবে যে তোমার মত সূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিশালী অনেক ইন্দ্র আছে। তখন দেবরাজ অদ্রিরাজের সেই বিবরদ্বার বিবৃত করিয়া তন্মধ্যে আপনার অনুরূপ আর চারি জন ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র "আমার ত ঈদৃশ দশা হইবে না!" এই বলিয়াই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন দেবদেব গিরিশ কুপিত হইয়া নয়ন বিস্তার-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, শতক্রতো! তুমি এই দরী-মধ্যে প্রবেশ কর; কারণ, প্রথমত তুমি চাপল্যজন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ। দেবরাজ, বিভুর এইরূপ সক্রোধ বাক্যে অতিশয় কাতর হইয়া, পর্ব্বতশিখরস্থ অশ্বত্থপত্র যেমন সমীরণবেগে চালিত হইয়া প্রকম্পিত হইতে থাকে, তাহার ন্যায় শিথিল অঙ্গদ্বারা অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন। তিনি বৃষবাহন মহাদেবের নিকট সহসা ঐরূপ দুঃখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বহুরূপ-ধারী সেই উগ্র দেবকে কহিলেন, হে আদ্য! হে ভব! তুমিই সচরাচর সমস্ত বিশ্বের দ্রষ্টা, তুমি সকলই জানিতেছ। তখন উগ্রতেজস্বী মহাদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, যাহাদিগের ঈদৃশ অহঙ্কারস্বভাব,

তাহাদিগের প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হই না। দেখ, এই সকল ইন্দ্র পূর্ব্বে এতাদৃশ কর্ম্ম করিয়াই এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; অতএব তুমিও এই দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শয়ন কর। তোমাদিগের সকলেরই এইরূপ হইবে, সন্দেহ নাই, তোমরা পঞ্চ জনেই মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্যলোকে বিবিধ দুর্ব্বিষহ কর্ম্ম করত বহুপ্রাণীকে সংহার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বজিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে আগমন করিবে; এবং ভূলোকে বিবিধার্থযুক্ত আর আর অনেক কর্ম্ম করিবে; আমি এই সমস্ত তোমাদিগের নিমিত্তে নিশ্চয় করিয়াছি। পূর্ব্বেন্দ্রগণ কহিলেন, আমরা পঞ্চজন সকলেই, যেস্থলে মোক্ষ অতি দুষ্প্রাপ্য, সেই মানবলোকে দেবলোক হইতে গমন করিব; কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যিনি আমাদিগের জননী হইবেন, তাঁহাতে ধর্ম্ম, বায়ু, মঘবান্ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই পঞ্চ দেবতা আমাদিগের নিমিত্তে গর্ব্ভাধান করেন। পরন্তু আমরা মর্ত্যলোকে অনেক মনুষ্যের সহিত দিব্যাস্ত্রদ্বারা সংগ্রাম করিব; পরে ইন্দ্রলোকে আগমন করিব।

ব্যাস কহিলেন, ইন্দ্র ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র দেবকে কহিলেন, আমি স্বয়ং গমন না করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত স্ববীর্য্যদ্বারা এক পুরুষ উৎপাদন করিয়া দিব। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী সদয়স্বভাব-প্রযুক্ত বিশ্বভুক্, ভূতধামা, শিবি, শান্তি ও তেজস্বী, এই প্রতাপবান্ পঞ্চ ইন্দ্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এবং লোকমনোহরা স্বর্গ-শ্রী সেই ললনাকে মর্ত্যলোকে তাঁহাদিগের ভার্য্যারূপে বিধান করিয়া দিলেন। পরে সেই দেব তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া অপ্রমেয় নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি স্বীয় শক্তি-রূপ কৃষ্ণ ও শুক্ল দুই বর্ণের দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন। সেই কেশ যদুকুলে রোহিণী ও দেবকীর গর্ব্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইল। নারায়ণের সেই শুক্ল কেশ বলদেবরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; এবং কৃষ্ণবর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশবস্বরূপ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্ররূপ বীর্য্যবান্ যে পুরুষ-চতুষ্টয় সেই গিরিবরগহ্বরান্তরে নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা এই মর্ত্য লোকে পাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পাণ্ডব সব্যসাচী ইন্দ্রের অংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে রাজন্! যাঁহারা পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহারা এই প্রকারে পাণ্ডবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং যে দিব্যরূপা স্বর্গলক্ষ্মীর কথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনিই এই দ্রৌপদী। ইনি যে ইহাঁদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেখ, যাহার রূপ চন্দ্রসূর্য্য-প্রভাসদৃশ এবং যাহার সৌরভ একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত প্রবাত হয়, সেই স্ত্রী দৈবযোগ-ব্যতিরেকে কি প্রকারে যজ্ঞাবসানে মহীতল হইতে উত্থিতা হইতে পারে! হে নরেন্দ্র! আমি প্রীতি-পূর্ব্বক তোমাকে অতি অদ্ভুত দিব্য চক্ষু বর দিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি কুন্তীপুত্রদিগকে দিব্য ও পবিত্র পূর্ব্বদেহ-যুক্ত অবলোকন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরম উদারকর্ম্মা পবিত্র বিপ্র ব্যাস তপোবলে সেই রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলে রাজা পাণ্ডবদিগের সকলকে যথাবৎ পূর্ব্বদেহবিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে হেমকিরীটী, মাল্যধারী, অগ্নি ও সূর্য্য-তুল্য উজ্জ্বল-বর্ণ, উপযুক্ত অলঙ্কারে মনোহর, তরুণ, বিশাল-বক্ষঃস্থল ও কিঞ্চিদূন-পঞ্চহস্তপরিমাণ ইন্দ্ররূপী অবলোকন করিলেন। সর্ব্বগুণোপপন্ন নির্ম্মল দিব্যবসন ও উত্তম সুগন্ধিমাল্যে অতীব শোভমান পূর্ব্বেন্দ্রস্বরূপ সেই পাণ্ডবদিগকে সাক্ষাৎ ত্রিলোচন বা বসুগণ বা রুদ্রগণ অথবা আদিত্যগণের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুনকে সাক্ষাৎ ইন্দ্ররূপ অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে সেই অপ্রমেয় দিব্য মায়া সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট

হইয়া সোম ও বহ্নির ন্যায় প্রকাশমানা লক্ষ্মীস্বরূপা পরম রূপবতী শ্রেষ্ঠতমা সেই দিব্যা কন্যাকে তদীয়-রূপ, তেজ ও যশোদ্বারা তাঁহাদিগের ভার্য্যা হইবার যোগ্য বিবেচনা করিলেন। রাজা দ্রুপদ সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সত্যবতী-তনয়ের চরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পরমর্ষে! আপনি যে আমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্যরূপ সন্দর্শন করাইলেন, ইহা আপনকার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।

অনন্তর দ্বৈপায়ন প্রসন্নচিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন, এক তপোবনে কোন মহাত্মা ঋষির এক দুহিতা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপবতী, যুবতী ও সতী হইয়াও পতি প্রাপ্ত হইলেন না; একারণ উগ্র তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলেন। স্বয়ং বরদ দেব ঈশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। কন্যা তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রতা-প্রযুক্ত বরদ দেব ঈশ্বরকে পুনঃ পুন কহিলেন, আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবনাথ শঙ্কর প্রীতমনে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, ভদ্রে! তোমার পঞ্চ পতি হইবে। শিবপ্রসাদ-প্রসাধিনী সেই কন্যা বরদ দেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি আপনকার নিকট গুণসম্পন্ন এক পতি প্রার্থনা করি। প্রীতাত্মা দেবদেব পুনর্ব্বার তাঁহাকে এইরূপ শুভবাক্য কহিলেন, ভদ্রে! তুমি পতি প্রদান কর বলিয়া পাঁচ বার আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, এই নিমিত্তে তোমার পঞ্চ পতি হইবে; তোমার মঙ্গল হউক, আমার বাক্য অন্যথা হইবে না; তোমার অন্য জন্মে পঞ্চ পতিই হইবে। হে দ্রুপদ! সেই দেবরূপিণী অনিন্দিতা এই ত্বদীয় কন্যা পাঁচ জনের পত্নী হইবার নিমিত্তে বিহিতা হইয়াছেন। স্বর্গশ্রী এই কন্যা ঘোর তপস্যা করিয়া পাণ্ডবগণের নিমিত্ত মহামখে উৎপন্না হইয়া তোমার দুহিতা হইয়াছেন। দেবগণের সেবিতা রুচিরা এই দেবী স্বকৃত কর্ম্মদ্বারাই একাকিনী পাঁচ-জনের মহিষী হইবেন, এই অভিপ্রায়ে বিধাতা স্বয়ং ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজন্ দ্রুপদ! তুমি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়, কর।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত অষ্টনবতি অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯৮॥

দ্রুপদ কহিলেন, মহর্ষে! আমি প্রথমত আপনার নিকট ইহা জ্ঞাত না থাকাতে এইরূপ বিধান করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলাম। এক্ষণে বিশেষ অবগত হইলাম; দেব-বিহিত বিষয়ে কখনই উপেক্ষা করিতে পারা যায় না; অতএব পূর্ব্বকৃত বিধানানুসারেই কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিলাম। ভাগ্যের গ্রন্থি অনিবর্ত্তনীয়; স্বকর্ম্মদ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না; এক বরের নিমিত্তে লক্ষ্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে পঞ্চ জনের নিমিত্তে উপপন্ন হইল। কৃষ্ণা পূর্ব্ব জন্মে যেমত পঞ্চ বার বলিয়াছিলেন যে ভগবান্ আমাকে পতি বিষয়ক-বর প্রদান করুন, সেইরূপ ভগবান্ও কহিয়াছিলেন যে তোমার পঞ্চ পতিই বরস্বরূপ হইল; অতএব এ বিষয়ের ভাল মন্দ তিনিই জ্ঞাত আছেন। যখন ভগবান্ শঙ্কর এরূপ বিধান করিয়াছেন, এবং ইহাঁদিগের নিমিত্তেই কৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন, ইহা ধর্ম্ম্যই হউক, বা অধর্ম্ম্যই হউক, ইহাতে আমার কোন অপরাধ হইতে পারে না; ইহাঁরা বিধিবিধান-ক্রমে যথাসুখে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অদ্য পুণ্য দিবস, চন্দ্রমা পৌষ্টিক যোগ প্রাপ্ত হইবে; অতএব প্রথমত তুমি অদ্য দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ কর।

ভগবান্ দ্বৈপায়ন এইরূপ কহিলে সপুত্র রাজা যজ্ঞসেন কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি দানের নিমিত্ত বিহিত বহুসঙ্খ্যক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সংগ্রহ ও দ্রৌপদীকে বিবিধ রত্নালঙ্কারে

অলঙ্কৃতা করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার সুহৃদ্ ও সচিবগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও অন্য অন্য পৌরজন সকলেই বিবাহ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরম হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব প্রাধান্যানুসারে মিলিত হইয়া সমাগত হইতে লাগিলেন। রাজসদনের প্রাঙ্গণ-মণ্ডলী পদ্ম-প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্পের বিস্তীর্ণ মাল্যদামে সুসজ্জিত হইয়াছিল; প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তজন-সমূহের অধিষ্ঠানে তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এবং নভোমণ্ডল যেমন নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডলে সমাবৃত হইয়া বিচিত্রিতরূপে সুদৃশ্য হয়, তাহার ন্যায় ঐ রাজভবন যথাযোগ্য স্থানে সুসজ্জ সৈন্যসামন্ত ও বিবিধ বিচিত্র রত্নসমূহে বিচিত্রিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। হে প্রভো! অনন্তর কৃশানু-সদৃশ তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদিগের অভিষেক ও মাঙ্গলিক-ক্রিয়া-সমুদায় সম্পাদন করিলে তরুণ-বয়স্ক পাণ্ডুতনয়গণ বিবিধ মহার্হ বসন ভূষণে সুশোভিত, সুরভিচন্দনে চর্চ্চিত ও কুণ্ডলধারী হইয়া গোষ্ঠ-প্রবেশোদ্যত মহাবৃষভপুঞ্জের ন্যায় মহানন্দে ক্রমে ক্রমে সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ বেদপারগ ধৌম্য অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি মন্ত্রপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন; পরে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন করিয়া দ্রৌপদীর সহিত নিয়োগ করিয়া দিলে বর কন্যা উভয়ে অগ্নি প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলেন। বেদপারগ পুরোহিত তাঁহাদিগের পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া যুদ্ধবিশারদ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক রাজভবন হইতে গমন করিলেন। এইরূপে মহারথ কৌরববংশবর্দ্ধন রাজনন্দনেরা সকলে উত্তম বেশভূষাধারী হইয়া ক্রমে ক্রমে এক এক দিন সেই বরবর্ণিনীর করগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে এবিষয়ে এক অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াছিলেন যে সেই মহানুভাবা সুমধ্যমা দ্রৌপদীর এক দিন বিবাহ হইলে পুনর্ব্বার তৎপর দিন তিনি কন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে মহানুভাব সৌমকি রাজা দ্রুপদ অগ্নি সাক্ষী করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণকে পশ্চাদুক্ত নানাপ্রকার ধন যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। তিনি হিরণ্ময় বল্গান্বিত তুরঙ্গ চতুষ্টয়যুক্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত উত্তম একশত রথ, হেমময় শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত-সদৃশ ও বিন্দুজাল-শোভিত একশত হস্তী, নব-যৌবন-সম্পন্না মহার্হ বসন ভূষণ মাল্যাদি-দ্বারা সুভূষিতা একশত দাসী, নানাবিধ মহার্হ বস্ত্র ও অলঙ্কার এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ এক লক্ষ করিয়া সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অনন্তর বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে মহাবল পাণ্ডবগণ প্রভূত রত্নের সহিত সেই শ্রীরূপ স্ত্রী লাভ করিয়া পাঞ্চাল-রাজের পুরীমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

বৈবাহিকপর্ব্বে একশত নবনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের সহিত রাজা দ্রুপদের সৌহৃদ্য হওয়াতে তিনি একেবারে নির্ভয়-চিত্ত হইলেন; দেবতা হইতেও তাঁহার কোন ভয় থাকিল না। মহাত্মা দ্রুপদের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নাম কথনপূর্ব্বক তাঁহার চরণতলে নত-মস্তকে প্রণাম করিলেন। মাঙ্গল্য-সূত্রাদি-ধারিণী ক্ষৌম-পরিধানা দ্রৌপদী শ্বশ্রূর চরণে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নম্রভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। কুন্তী রূপলক্ষণসম্পন্না সুশীলা শুভাচারিণী স্নুষা দ্রৌপদীকে প্রেমভরে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, হে কল্যাণি! যেমন ইন্দ্রাণী মহেন্দ্রের, স্বাহা বিভাবসুর, রোহিণী শশধরের, দময়ন্তী নলের, ভদ্রা কুবেরের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রণয়িনী, তদ্রূপ তুমি ভর্ত্তৃগণের প্রণয়িনী হও। হে ভদ্রে! তুমি দীর্ঘ-জীবিবীরপুত্র-প্রসবিনী, বহুসুখসমন্বিতা, সৌভাগ্য-

বতী, বিভূতিভোগসম্পন্না, পতিব্রতা ও যজ্ঞদীক্ষিত পতির সহবর্ত্তিনী হও। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনগণকে যথান্যায়ে নিরন্তর সৎকার করিতে করিতে তোমার সময় যাপন হউক। তুমি কুরুজাঙ্গলের রাষ্ট্র ও নগরে ধর্ম্মবৎসল নৃপতি ধর্ম্মরাজের সহিত অভিষিক্তা হও। সমস্ত অবনী-মণ্ডল তোমার মহাবল পতিগণের পরাক্রমে নির্জ্জিত হইয়া অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে তোমাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণসাৎ হউক। হে গুণবতি! পৃথিবীমধ্যে যে সমস্ত গুণযুক্ত রত্ন আছে, তুমি সে সমুদায় প্রাপ্ত হও। তুমি পরমসুখে শতবৎসর অতিবাহন কর। হে গুণবতি বধু! অদ্য তোমাকে ক্ষৌমসম্বৃতা দেখিয়া যাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ আনন্দিতা হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে পশ্চাদুক্ত ধন যৌতুকস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। তিনি মুক্তামণ্ডিত বৈদূর্য্যমণি-চিত্রিত হিরণ্ময় আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বস্ত্র, সুদৃশ্য সুখস্পর্শ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কম্বল ও অজিন, নানাপ্রকার উত্তম উত্তম শয্যা, আসন ও যান, বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত হীরক-খচিত শত শত পাত্র, সুশিক্ষিত সুলক্ষণ হস্তী, অলঙ্কারে সুসজ্জিত উত্তম উত্তম অশ্ব, উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট উচ্চ উচ্চ সুদান্ত অশ্বে অলঙ্কৃত রথ ও আকরজাত বিশুদ্ধ কাঞ্চন, এই সকল সামগ্রী প্রচুররূপে এবং কোটি কোটি সুবর্ণখণ্ড প্রেষণ করিলেন। এবং অমেয়াত্মা মধুসূদন পাণ্ডবগণের সেবার নিমিত্তে রূপ, যৌবন ও দাক্ষিণ্য-বিভূষিতা, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, নানাদেশীয় সহস্র সহস্র দাসী প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গোবিন্দের প্রীতিনিমিত্তে পরম হৃষ্টচিত্তে সেই সমুদায় দ্রব্য গ্রহণ করিলেন।

দ্বিশত অধ্যায়ে বৈবাহিকপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূপতিগণ আপ্ত চরদ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে শুভলক্ষণা দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং যে মহাত্মা সেই ধনু নত করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই মহাধনুর্ব্বাণধারী জয়শীল অর্জ্জুন। এবং যে বলবান্ পুরুষ মদ্ররাজ শল্যকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন; যিনি রণভূমিতে ক্রুদ্ধ হইয়া উন্মূলিত বৃক্ষদ্বারা সকলের ভয়োৎপাদন করিয়াছিলেন; সে সময়ে যে মহাত্মার মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও আশঙ্কা আমাদিগের দৃষ্ট হয় নাই; যাঁহার স্পর্শও শত্রুগণের পক্ষে ভয়ানক বোধ হইয়াছিল; তিনিই শত্রুসৈন্য-সংহারী ভীমসেন। হে রাজন্! নরপতিগণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে পাণ্ডবগণ মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে পাণ্ডবগণকে প্রশান্ত ও ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, যেন পাণ্ডবগণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা পুরোচনকৃত অতিনৃশংস কর্ম্ম স্মরণ করিয়া কৌরব ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত স্বয়ম্বর-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া সেই সমস্ত ভূপাল স্ব স্ব রাজধানীতে গমন করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন, দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বরণ করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ, কৃপ ও ভ্রাতৃগণের সহিত বিমর্ষভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে দুঃশাসন লজ্জিতবদনে তাঁহাকে মন্দ মন্দ বাক্যে কহিলেন, হে রাজন্! যদি ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণবেশধারী না হইত, তাহা হইলে কখনই দ্রৌপদীকে লাভ করিতে পারিত না; রাজগণ তাহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া প্রকৃতরূপে চিনিতে পারেন নাই, এজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। হে তাত! আমরা পাণ্ডবদিগের বিনাশের নিমিত্তে বিশেষরূপে যত্ন করাতেও তাহারা জীবিত রহিল; অতএব আমা-

দিগের পৌরুষে ধিক্; সুতরাং দৈবকেই পরমসাধন বলিতে হইবে, পুরুষ-সাধ্য যত্ন কোন কার্য্যকারক নহে। দুঃশাসন-প্রভৃতি সকলেই এইরূপ কথোপ-কথনপূর্ব্বক পুরোচনের নিন্দা করিতে করিতে দীন-চিত্ত ও দুঃখিত হইয়া হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং পাণ্ডবগণকে মহাবলশালী, হুতাশন হইতে মুক্ত এবং দ্রুপদের সহিত সংযুক্ত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সর্ব্বপ্রকার-যুদ্ধে পারদর্শী অন্য অন্য দ্রুপদতনয়গণকে স্মরণ করত ভীত ও ভগ্ন-মনোরথ হইলেন।

হে মনুজপতে! পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া বিদুর প্রীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে কৌরবগণ বৰ্দ্ধিত হইতেছেন। নৃপতি বিচিত্রবীর্য্যনন্দন বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই বিস্মিত ও পরম প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! হে ভারত! প্রজ্ঞাচক্ষু নরপতি বিদুরের সামান্যত উল্লিখিত কৌরব শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিয়া বৰ্দ্ধিত হইতেছেন; তিনি মনে করিলেন যে দ্রুপদকন্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র দুর্য্যোধনকে বরণ করিয়াছে; অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ স্নুষা দ্রৌপদীর নানাবিধ অলঙ্কার এবং দ্রৌপদীকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে পুত্র দুর্য্যোধনের প্রতি আদেশ করিলেন। অনন্তর বিদুর তাঁহাকে বিশেষরূপে কহিলেন যে সমস্ত পাণ্ডবেরা কুশলী আছেন; দ্রৌপদী সেই বীরদিগকেই বরণ করিয়াছেন; রাজা দ্রুপদ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন; এবং সেই স্বয়ম্বরস্থলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধিবন্ধুবান্ধব ও অন্য অন্য বলসমন্বিত অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তাহারা যেমন পাণ্ডুর স্নেহভাজন, তদপেক্ষাও আমার অধিক স্নেহভাজন। সেই বীরপুরুষেরা যে কুশলে থাকিয়া মিত্র-সমবেত হইয়াছে, ও তাহাদিগের সম্বন্ধিগণ ও অন্য অন্য মহাবল পরাক্রান্ত অনেকে যে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদিগের প্রতি আমার আরও অধিক প্রীতি হইতেছে। বিশেষত, কি শ্রীহীন, কি শ্রীসম্পন্ন, কোন্ রাজা সবান্ধব দ্রুপদ রাজাকে মিত্র প্রাপ্ত হইয়া কুশলী হইতে ইচ্ছা না করেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদুর উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আপনার শত বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য যেন এইরূপ বুদ্ধি থাকে! হে নরনাথ! অনন্তর দুর্য্যোধন ও রাধেয় ধৃতরাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমরা আপনার নিকট বিদুরের সমক্ষে কোন দোষোল্লেখ করিতে পারি না; এক্ষণে নির্জ্জন প্রাপ্ত হইয়া নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। আপনার এ কি ইচ্ছা হইয়াছে? হে তাত! আপনি কি শত্রুপক্ষের বৃদ্ধিতে আত্মবৃদ্ধি বিবেচনা করিতেছেন? হে নরবর! আপনি কি বিদুরের নিকট বিপক্ষ-পক্ষের প্রশংসা করিতেছিলেন? হে অনঘ! যেস্থলে যেরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন! হে তাত! এক্ষণে যাহাতে তাহাদিগের বল হ্রাস হয়, নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি যেরূপ সময় উপস্থিত, এই সময়ে এমত মন্ত্রণা করা উচিত যে তাহারা আমাদিগকেও আমাদিগের পুত্র, বান্ধব ও সৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

বিদুরাগমনপর্ব্বে একাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের যেরূপ অভিলাষ, আমিও সেইরূপ করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু বিদুরের নিকট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অভিলাষ করি না, সুতরাং বিদুর ইঙ্গিতদ্বারাও যাহাতে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, এই জন্যই

আমি বিশেষরূপে পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। হে সুযোধন ! এক্ষণে তুমি যেরূপ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়াছ, হে রাধেয় ! তুমিই বা কিরূপ বিবেচনা করিয়াছ, এই তাহা বলিবার সময়, এই সময়ে বল।

দুর্য্যোধন কহিলেন, এক্ষণে আমাদিগের বিশ্বস্ত এবং কার্য্যদক্ষ ব্রাহ্মণেরা অতি সংগোপনে যাইয়া কুন্তীপুত্র ও মাদ্রীপুত্রদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ করিয়া দিউন। অথবা রাজা দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ এবং সমস্ত অমাত্যগণকে অতুল ধনদানদ্বারা প্রলোভিত করুন ; যাহাতে তাঁহারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন। অথবা আমাদিগের প্রেরিত লোকেরা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পাণ্ডবদিগের এই স্থানে বাস করণের দোষ বর্ণনা করিয়া সেই শ্বশুরালয়েই বাস করিতে প্ররোচনা দিউন্ ; তাহা হইলে সেই স্থানেই থাকিতে পাণ্ডবদিগের মতি হইবে। অথবা কতকগুলি উপায়জ্ঞ দক্ষ ব্যক্তি, যাহাতে পাণ্ডবদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ জন্মে ও যাহাতে তাহাদিগের পরস্পর অনুরাগ না থাকে, তাহা করুক। অথবা যাহাতে পতির প্রতি কৃষ্ণার অনুরাগ না থাকে, এনিমিত্তে তাহাকে উদ্দীপিত করিয়া দিউক ; তাহার অনেক ভর্ত্তা, সুতরাং ইহা দুষ্কর হইবে না। অথবা যাহাতে পাণ্ডবেরাই দ্রৌপদীর প্রতি অনুরক্ত না থাকে, এইরূপ করুক ; তাহা হইলে দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবে। অথবা উপায়-কুশল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে, যাহাতে ভীমসেনের মৃত্যু হয়, তাহার কোন উপায় করুক ; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে ভীমই অধিক বলবান্ ; তাহাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির আমাদিগকে মানিত না। ভীমসেন তীক্ষ্ণ শূর ও পাণ্ডবদিগের প্রধান অবলম্বন ; হে রাজন্ ! তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় সেই ভীম নিহত হইলে সুতরাং তাহারা তেজোহীন ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পুনর্ব্বার আর রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নবান্ হইবে না। সংগ্রাম-ভূমিতে বৃকোদর পৃষ্ঠরক্ষক থাকিলে অর্জ্জুনকে কোন ব্যক্তিই জয় করিতে পারে না ; পরন্তু যুদ্ধস্থলে বৃকোদর না থাকিলে অর্জ্জুন কর্ণের চতুর্থাংশতুল্যও হইতে পারে না। ভীমসেন-ব্যতিরেকে দুর্ব্বল পাণ্ডবগণ আপনাদিগকে অত্যন্ত বলহীন ও আমাদিগকে বলবত্তর বিবেচনা করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন করিবে না। পরন্তু যদ্যপি তাহারা এখানে আসিয়া আমাদিগের অধীন ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের প্রতি নীতিশাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। অথবা পরমরূপবতী প্রমদাদ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রলোভিত করা কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি অনুরাগশূন্যা হইবে। হে রাধেয় ! অথবা তাহাদিগের আগমনের নিমিত্ত দূতপ্রেরণ করা যাউক, তাহারা একত্র হইয়া আসিলে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার উপায়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা যাইবে। হে তাত ! এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে আপনকার মতে যাহা নির্দ্দোষ বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন ; কালাতিক্রম হইতেছে, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত পার্থিবশ্রেষ্ঠ দ্রুপদের প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস না জন্মে, তাহার মধ্যেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে পারা যাইবে ; দ্রুপদ রাজার প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মিলে পর আর পারা যাইবে না। হে তাত ! তাহাদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত আমি এই উপায় স্থির করিয়াছি ; ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করুন। কর্ণ ! তুমিই বা কি বিবেচনা কর ?

বিদুরাগমনপর্ব্বে দ্ব্যধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না।

হে কুরুনন্দন! কোন উপায়দ্বারা পাণ্ডবগণকে পারা যাইবে না। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপায়দ্বারা তাহাদিগের সংহার করিতে যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। সে সময় তাহারা শিশু, সহায়হীন ও তোমার সমীপবর্ত্তী ছিল; তথাপি তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হও নাই। হে পৌরুষনিষ্ঠ! অধুনা তাহারা বিদেশস্থ, সহায়সম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং এইক্ষণে উপায়দ্বারা তাহাদিগের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারা যাইবে না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পরন্তু তাহাদিগকে প্রলোভনদ্বারাও ব্যসনাপন্ন করিতে পারা যাইবে না; কারণ, তাহারা দৈবশক্তিসম্পন্ন ও পিতৃপৈতামহপদের অভিলাষী। এবং তাহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ করিয়া দেওয়াও অসাধ্য; কারণ, যাহারা পঞ্চ ভ্রাতা এক পত্নীতে রত, তাহাদিগের কখন পরস্পর ভিন্নভাব হইবার সম্ভাবনা নহে। কোন ব্যক্তিদ্বারা কৃষ্ণাকে পাণ্ডবগণের প্রতি অননুরক্তা করিতে পারাও কঠিন; কারণ, কৃষ্ণা পাণ্ডবগণের শোচনীয় দৈন্যাবস্থাতেই বরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ত তাহারা উত্তম বেশভূষা-সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষত স্ত্রীলোকের পক্ষে বহুপতি প্রার্থনীয়, কৃষ্ণা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহার ভর্ত্তৃগণের প্রতি ভেদ জন্মান নিতান্ত অসম্ভব। রাজা পাঞ্চাল্য সৎপথাবলম্বী, তিনি ধনলুব্ধ নহেন; অতএব যদ্যপি তাঁহাকে সমুদায় রাজ্যও দান করা যায়, তথাপি তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাতে সংশয় নাই। এবং সেই রাজার তনয়গণ গুণবান্; বিশেষত তাহারা পাণ্ডবগণে অনুরক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রলোভন-দ্বারা তাহারাও বশীভূত হইবার নহে; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে উক্তপ্রকার কোন উপায়দ্বারা পাণ্ডবদিগের কিছু করিতে পারা যাইবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ নৃপতে! সম্প্রতি আমাদিগের ইহাই কর্ত্তব্য যে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ছিন্নমূল না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রহার করি; হে তাত! এই বিষয়ে আপনি সম্মত হউন। যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষ মহান্ ও পাঞ্চালের পক্ষ লঘু আছে, তাহার মধ্যেই যুদ্ধারম্ভ করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করুন; ইহাতে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব গান্ধারীনন্দন! যাবৎকালমধ্যে তাহাদিগের মিত্র ও বন্ধুগণ এবং প্রভূত বাহন একত্র না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগের প্রতি বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক আক্রমণ কর। যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাজা পাঞ্চাল্য মহাবীর্য্য পুত্রগণের সহিত সমরোদ্যম করিতে মানস না করেন, তাবৎকালের মধ্যেই বিক্রম-প্রকাশ কর। এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্তে যাদব সৈন্য লইয়া পাঞ্চাল্য ভূপতির গৃহে আগমন না করেন, তাহার মধ্যেই বিক্রম-প্রকাশ কর। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের উপকারার্থে বিবিধ ভোগ, ধন এবং রাজ্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে নৃপাল! মহাত্মা ভরত বিক্রমদ্বারাই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এবং পাকশাসন বিক্রমদ্বারাই ত্রিলোক জয় করেন। হে রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণের বিক্রম-প্রকাশই প্রশংসনীয়; বিক্রমই শূরগণের ধর্ম্ম; অতএব আমরা মহাচতুরঙ্গবলদ্বারা অনতিবিলম্বে রাজা দ্রুপদকে প্রমথিত করিয়া পাণ্ডবগণকে এখানে আনয়ন করি। সাম, দান বা ভেদদ্বারা পাণ্ডবগণকে নষ্ট করিতে পারা যাইবে না; সুতরাং বিক্রমদ্বারাই তাহাদিগের সমুচ্ছেদ কর। বিক্রম-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই অখিল ভূমণ্ডলের একাধিপত্য করিতে থাক। হে জনাধিপ! আমি ইহা ভিন্ন আর কোনপ্রকার কার্য্যোপায় দেখিতে পাই না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্র রাধেয়-বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ও অস্ত্রবিদ্যা-

বিশারদ; সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য বলা উপযুক্তই হইয়াছে। পরন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও তোমরা দুই জন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহা স্থির কর।

মহারাজ! অনন্তর অতিযশস্বী ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম-প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রিগণকে আনাইয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিদুরাগমনপর্ব্বে ত্র্যধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ করিতে আমার কোন ক্রমেই মত হয় না; কারণ, আমার পক্ষে তুমি যেমন, পাণ্ডুও সেইরূপ ছিলেন। এবং গান্ধারী-পুত্রেরা যেরূপ স্নেহভাজন, কুন্তী-পুত্রেরাও সেইরূপ। আমাকে যেমন তাহাদিগের রক্ষা করিতে হয়, তোমাকেও সেইরূপ করিতে হয়। হে পার্থিব! তাহারা আমার যেমন আত্মীয়, রাজা দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সমস্ত কুরুবর্গেরও তদ্রূপ আত্মীয়, ইহাতে সংশয় নাই; এমত স্থলে তাহাদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কিপ্রকারে অভিরুচি হইতে পারে? হে রাজন্! সেই বীরদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর; কারণ, ইহা সেই কুরুত্তমদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! ইহা তোমার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া তুমি যেমন বিবেচনা করিতেছ, সেইরূপ পাণ্ডবগণও আপনাদিগের পৈতৃক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। যদ্যপি সেই যশস্বী পাণ্ডবগণই রাজ্যাধিকারী না হয়, তাহা হইলে তুমি অথবা ভরতবংশীয় অন্য কোন ব্যক্তি কি বলিয়া রাজ্যাধিকারী হইবে? হে ভরতর্ষভ! যদ্যপি তুমি এমত মনে করিয়া থাক যে "আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যাধিকারী হইয়াছি," তাহা হইলে পূর্ব্বেই ধর্ম্মত তাহাদিগের অধিকার হইয়াছে; অতএব আমার মত এই যে প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর; হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহা হইলে সকলেরই হিত হইবে। যদি ইহার অন্যথাচরণ কর, তবে আমাদিগের কাহারও মঙ্গল হইবে না; এবং তোমার সম্পূর্ণ অপযশ হইবে; তাহাতে সংশয় নাই। হে গান্ধারীনন্দন! তুমি কীর্ত্তিরক্ষণে যত্নবান্ হও; এই ভূমণ্ডলে কীর্ত্তিই পরম বল; এবং কীর্ত্তিহীন ব্যক্তির জীবনই বৃথা। হে কৌরব! যে ব্যক্তির যত দিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিবিনাশ না হয়, সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিলেও তত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে জীবিত বলা যায়; এবং কীর্ত্তি-বিনাশ হইলে তাহার জীবন থাকিতেও সে মৃত বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও; এবং স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুরূপ কার্য্য কর। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবিত রহিয়াছে। এবং পাপাত্মা পুরোচন যে পূর্ণ-মনোরথ না হইয়া যমভবনে গমন করিয়াছে, তাহা আমাদিগেরই সৌভাগ্য। হে গান্ধারীপুত্র! আমি যে অবধি শুনিয়াছি যে কুন্তীভোজ-সুতার নন্দনেরা দগ্ধ হইয়াছে, সেই অবধি আমি এই ভূমণ্ডলে কোন ব্যক্তির সহিত উত্তমরূপে সাক্ষাৎ করিতে পারি না। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে কুন্তীকে সেইরূপ অবস্থাপন্ন শ্রবণ করিয়া যেমন তোমাকে দোষী বলিয়া জানে, পুরোচনকে তাদৃশ দোষী মনে করে না। হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের জীবিত থাকা ও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া কেবল তোমারই কলঙ্কনাশক বিবেচনা করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত বীর জীবিত থাকিতে স্বয়ং মহেন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন; বিশেষত পাণ্ডবেরা সকলেই একচিত্ত ও ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়াও তুল্যাধিকার রাজ্যে অধর্ম্মদ্বারা বঞ্চিত হইতেছে; অতএব যদি তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, যদি তুমি আমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে অভিলাষ কর, এবং যদি তোমার স্বীয় মঙ্গলপ্রার্থনা থাকে,

তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর।

বিদুরাগমনপর্ব্বে চতুরধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

দ্রোণ কহিলেন, হে নৃপ ধৃতরাষ্ট্র! আমরা শ্রুত আছি যে মন্ত্রিগণ মন্ত্রণার নিমিত্ত উপনীত হইলে ধর্ম্ম্য, অর্থ্য ও যশস্য কথা বলাই তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। হে তাত! মহাত্মা ভীষ্মের যেরূপ মত, আমারও সেই মত। পাণ্ডবগণকে অংশপ্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। হে ভারত! এক্ষণে প্রিয়ম্বদ কোন ব্যক্তিকে আদেশ করুন যে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিপুল রত্নগ্রহণ করিয়া দ্রুপদের নিকট গমন করে। সেই প্রেরিত-লোক বর বধূর উপযোগ্য রত্নালঙ্কারাদিও গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদসন্নিধানে গমন করিয়া বলুক যে হে রাজন্! আপনার সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের সম্পর্ক হওয়াতে তাঁহারা পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন, এবং আপনাদিগকে শ্রীসম্পন্ন বোধ করিতেছেন। হে ভারত! সেই দূত রাজা দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট পুনঃ পুন এইরূপ বর্ণন করিবে যে আপনাদিগের সহিত কৌরবদিগের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহা অতি উপযুক্ত ও কৌরবদিগের প্রিয়কর হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ঐ দূত পাণ্ডবগণের প্রতি বারংবার সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে বিশুদ্ধ হিরণ্ময় বহু অলঙ্কার প্রদান এবং পঞ্চালরাজের সমস্ত পুত্র, পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর উপযুক্ত বসনভূষণ প্রদান করিবে। হে ভরতর্ষভ! এইরূপে দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণকে সান্ত্ব বাক্য কহিয়া পরিশেষে তাঁহাদিগের আগমনের প্রস্তাব করিবে। পাণ্ডবগণ দ্রুপদের নিকট আগমনের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে দুঃশাসন ও বিকর্ণ সুশোভন সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিবেন। পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজধানীতে আগমন করিলে আপনি তাঁহাদিগকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। অনন্তর তাঁহারা প্রকৃতিমণ্ডলের মতানুসারে পৈতৃক পদে অধিরূঢ় হইয়া থাকিবেন। মহারাজ! আমার ও ভীষ্মের বিবেচনায় ভবদীয় পুত্রস্বরূপ সেই পাণ্ডবগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই আপনকার কর্ত্তব্য।

কর্ণ কহিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ, ইহাঁরা উভয়েই সর্ব্বকার্য্যে অন্তরঙ্গ এবং আপনকারই প্রদত্ত অর্থ ও মানদ্বারা বর্দ্ধিত; ইহাঁরা যে আপনাকে ভবদীয় শ্রেয়স্কর পরামর্শ না দেন, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য বিষয় কি আছে? মহারাজ! যিনি মিত্রদ্রোহী অন্তঃকরণ ও শত্রু-হিতৈষি বুদ্ধিদ্বারা মন্ত্রণা বলেন, তিনি কিপ্রকারে কল্যাণ-বিধান করিতে পারেন? পরন্তু সঙ্কট উপস্থিত হইলে সাধু বা অসাধু মিত্রই যে মঙ্গল বা অমঙ্গলের নিমিত্ত হয়, এমত নহে; কারণ, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টমূলক। দেখুন, বিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ, সসহায় কি অসহায়, সর্ব্ববিধ মনুষ্যই সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে রাজগৃহ-নামক রাজধানীতে মগধদেশীয় রাজাদিগের অধিপতি অম্বুবীচ নামে এক অবনীপতি ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রাজকার্য্যে দৃষ্টি ছিল না; তিনি কার্য্যের মধ্যে কেবল নিশ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; এজন্য তাঁহার সমুদায় রাজ্যকার্য্য সচিবায়ত্ত হইল। মহাকর্ণি-নামক তদীয় অমাত্য একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে লব্ধবল বিবেচনা করিয়া রাজার প্রতি অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল। সেই মূঢ় মন্ত্রী রাজার উপভোগ্য স্ত্রী, রত্ন ও ধন, সমুদায় ঐশ্বর্য্যই আপনি গ্রহণ করিল। পরে এই সমস্ত লাভ করিয়া ঐ লুব্ধ পুরুষের লোভ বৃদ্ধি হইল; সে, রাজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, রাজ্য পর্য্যন্ত হরণ করিতে অভিলাষ করিল। কিন্তু ঐ মন্ত্রী যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও সেই করণহীন শ্বাসপরায়ণ রাজার রাজ্য হরণ করিতে পারে নাই, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! অম্বুবীচ রাজার অদৃষ্ট ভিন্ন

আর পুরুষত্ব কি ছিল যে তদ্দ্বারা তাঁহার রাজত্ব রক্ষা হইল? হে নৃপতে! যদি এই রাজ্য আপনার সম্বন্ধে বিধিকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত লোক আপনার পরাভব করিতে চেষ্টা করিলেও ইহা আপনাতেই স্থায়ী হইবে; যদ্যপি ভাগ্যে না থাকে, তাহা হইলে আপনি যত্ন করিলেও রক্ষা করিতে পারিবেন না। হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্, মন্ত্রিগণের মধ্যে কে সাধু, কে অসাধু, ইহা আপনি বিবেচনা করুন এবং দুষ্ট ও অদুষ্ট ব্যক্তির বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম যে তোমার অন্তঃকরণ দোষভাবাপন্ন হওয়াতেই তুমি এরূপ বলিতেছ, পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার দ্বেষহেতুই তুমি আমাদিগের দোষ-কীর্ত্তন করিলে। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তাহাই কুলবৃদ্ধিকর ও পরমহিতজনক; তাহা যদি তোমার বিবেচনায় মন্দ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে পরম হিত হয়, তাহা তুমি বল; ফলত আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যদি আমার কথিত পরম হিতকর বাক্যের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা হইলে অচির কালেই কৌরবগণ উৎসন্ন হইবে।

বিদুরাগমনপর্ব্বে পঞ্চাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৫॥

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বান্ধবেরা নিঃসংশয়ই আপনাকে হিতকর বাক্য কহিতেছেন, কিন্তু আপনার শুশ্রূষা না থাকাতে তাহা রক্ষা পাইতেছে না। হে ভূপতে! কুরুসত্তম শান্তনুতনয় ভীষ্ম প্রিয় ও হিতকর যে কথা কহিলেন, আপনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন না। এবং আচার্য্য দ্রোণ হিতজনক বিবিধ উত্তম বাক্য কহিলেন, তাহা রাধাসুত কর্ণ আপনকার পক্ষে হিতজনক বোধ করিতেছেন না। হে রাজন্! আমি চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই না যে পুরুষেন্দ্র ভীষ্ম ও দ্রোণ হইতে সমধিক-জ্ঞানসম্পন্ন ও আপনার পরম সুহৃৎ কেহ বিদ্যমান আছে। ইহাঁরা উভয়ে বুদ্ধি, বিদ্যা ও বয়সে বৃদ্ধ; হে রাজেন্দ্র! আপনকার প্রতি ইহাঁদিগের যেমন ভাব, পাণ্ডবদিগের প্রতিও সেইরূপ ভাব। হে ভারতরাজ! ইহাঁরা ধর্ম্ম ও সত্যবিষয়ে দাশরথি রাম এবং গয়াসুর হইতেও উৎকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই। ইহাঁরা পূর্ব্বেও কখন যে আপনার কোন অহিত বাক্য কহিয়াছেন, কি কিছু অপকার করিয়াছেন, এমত লক্ষিতই হয় না। হে ভূপতে! আপনি কিছু এই পুরুষপ্রবরদ্বয়ের কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই যে তন্নিমিত্তে ইহাঁরা আপনকার পক্ষে কল্যাণকর পরামর্শ দিবেন না। বিশেষত এই পুরুষসিংহদ্বয় সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানসম্পন্ন; অতএব হে নরাধিপ! ইহাঁরা আপনকার বিষয়ে কখনই কিছুমাত্র কুটিল বাক্য কহিবেন না। হে কুরুনন্দন! ইহা আমার বুদ্ধিতে স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে এই দুই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ অর্থলোভে কখন পক্ষপাতি বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; অতএব ইহাঁরা যাহা বলিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃসাধন। হে রাজন্! আপনার পক্ষে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পুত্রেরা যেরূপ স্নেহভাজন, পাণ্ডবগণও সেইরূপ স্নেহভাজন, সন্দেহ নাই; যে সকল মন্ত্রী তদ্বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া সেই পাণ্ডবদিগের অহিতবিষয়ক মন্ত্রণা দেয়, তাহারা আপনকার কুশলের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করে না। হে নৃপ! যদিও আপনার অন্তঃকরণে স্বীয় পুত্রদিগের প্রতি বিশেষ থাকে, কিন্তু যাহারা আপনকার ঐ অন্তরস্থ ভাবের অনুযায়ী-বাক্য কহিবে, তাহারা আপনকার অনিষ্ট করিবে, ইহাতে সংশয় নাই; এই নিমিত্তে এই দুই মহা তেজস্বী মহাত্মা ঐরূপ অপ্রকৃত মন্ত্রণা কহেন নাই; পরন্তু আপনকার চিত্তবৃত্তি নিরপেক্ষ না হওয়াতেই তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাঁরা দুই জন আপনকার নিকট বলিয়াছেন যে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারা যাইবে না,

তাহা অযথার্থ নহে; অতএব পাণ্ডবগণ হইতে আপনকার মঙ্গল হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। হে নরপাল! সংগ্রাম-ভূমিতে শ্রীমান্ সব্যসাচী পাণ্ডব ধনঞ্জয়কে দেবরাজও কি জয় করিতে পারেন? রণস্থলে অযুত নাগসদৃশ বলবান্ মহান্ মহাবাহু ভীমসেনকে দেবগণও কি জয় করিতে সমর্থ হন? সমরক্ষেত্রে কোন জিজীবিষু ব্যক্তি যুদ্ধকুশল যমতুল্য যমজ নকুল সহদেবের পরাক্রম সহ্য করিতে কি শক্ত হয়? এবং যে পুরুষে ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম, এই সমস্ত গুণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, সেই পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণস্থলে কি জয় করিতে পারা যায়? বিশেষত রাজা দ্রুপদ যাঁহাদিগের শ্বশুর, দ্রুপদপুত্র বীর ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যাঁহারদিগের শ্যাল, বলরাম ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, এবং জনার্দ্দন যাঁহাদিগের মন্ত্রী, রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগের অজেয় কি আছে? হে ভারত! অতএব আপনি তাঁহাদিগের অজেয়তা ও ধর্ম্মানুসারে রাজ্যাধিকারিতা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাদিগের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করুন। হে পার্থিব! পুরোচন-কৃত মহৎ অযশঃস্বরূপ যে কলঙ্ক আপনাতে লিপ্ত হইয়াছে, আপনি অদ্য পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহা প্রক্ষালন করুন। অপিচ, তাঁহাদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে অস্মদ্বংশীয় সকলের জীবন রক্ষা, পরম মঙ্গল এবং ক্ষত্রকুল বৃদ্ধি হইবে। হে ভূপতে! পাঞ্চালদেশীয় দ্রুপদ অতি প্রধান রাজা; পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমাদিগের শত্রুতা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলে আমাদিগের পক্ষ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে। হে নরনাথ! ইহাও বিবেচনীয় যে দশার্হদেশীয়গণ বলবান্ ও বহুসঙ্খ্য; কৃষ্ণ যে পক্ষে থাকিবেন, তাহারা সেই পক্ষেই থাকিবে; সুতরাং কৃষ্ণ যে পক্ষে সেই পক্ষেই জয় হইবে। এবং যে কার্য্য সামদ্বারা সুসাধ্য হইতে পারে, কোন্ ব্যক্তি দৈববিড়ম্বিত না হইলে সেই কার্য্য যুদ্ধদ্বারা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়? হে রাজন্! নাগরিক ও জনপদবাসী সমস্ত মনুষ্যই পাণ্ডবগণকে জীবিত শুনিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলাত্মজ শকুনি, ইহারা অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের বাক্য কোন ক্রমেই শ্রোতব্য নহে। হে গুণভূষণ ভূপতে! আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট বলিয়াছিলাম যে দুর্য্যোধনের দোষেই এই সমস্ত প্রজা নষ্ট হইবে।

বিদুরাগমনপর্ব্বে ষড়ধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদ্বান্ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম ও ভগবান্ ঋষি দ্রোণ যাহা কহিয়াছেন, এবং তুমিও যাহা কহিলে, ইহা পরম হিতকর ও সকলই যথার্থ। সেই সমস্ত মহারথ বীর কুন্তীতনয়েরা যেরূপ পাণ্ডুর পুত্র, সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে আমারও পুত্র; এবং আমার পুত্রেরা এই রাজ্যে যেমন অধিকারী, পাণ্ডুপুত্রেরাও সেইরূপ অধিকারী, ইহাতে সংশয় নাই। হে ক্ষত্তঃ! তুমি গমন কর, সমাতৃক পাণ্ডবগণ ও দেবরূপিণী কৃষ্ণাকে উত্তমরূপে সৎকৃত করিয়া আনয়ন কর। আমার সৌভাগ্যক্রমেই পাণ্ডবগণ জীবিত আছে, আমার শুভাদৃষ্ট-বশতই পৃথার কোন অত্যাহিত হয় নাই। এবং মহারথ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে যে লাভ করিয়াছে, তাহাও আমারই সৌভাগ্যের ফল। হে মহাদ্যুতে! ভাগ্যক্রমেই আমরা সকলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছি; ভাগ্যক্রমেই পুরোচন বিনষ্ট হইয়াছে; ভাগ্যক্রমেই আমার পরম দুঃখ অপনীত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজা যজ্ঞসেন, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিবিধ ধন ও রত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন করিলেন। পরে

সেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ, যজ্ঞসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য নমস্কার আলিঙ্গনপ্রভৃতি করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন ধর্ম্মানুসারে বিদুরকে অভ্যুত্থানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পর যথান্যায়ে কুশলপ্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অমিতবুদ্ধি বিদুর সেই স্থলে পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে দেখিয়া স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক যথাক্রমে সৎকৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণকে স্নেহপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ কুশলজিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে মনুজাধিপ! পরে তিনি পাণ্ডবগণ, কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদ-পুত্রগণকে যথোপযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র-দত্ত বিবিধ রত্ন ও ধন প্রদান করিলেন। এবং সেই অমিতমতি বিনয়ান্বিত হইয়া পাণ্ডবগণ ও কেশবের সমক্ষে রাজা দ্রুপদকে প্রণয়গর্ভ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত আমার কথা শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমাত্য, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত প্রীত হইয়া আপনাকে পুনঃপুনঃ কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে নরাধিপ! আপনার সহিত তাঁহার এই সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি আপনকার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ শান্তনুতনয় ভীষ্ম, সমস্ত কৌরবগণের সহিত সর্ব্বতোভাবে আপনাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং আপনার প্রিয়সখা মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ দ্রোণ আপনার সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশলপ্রশ্ন করিয়াছেন। হে পাঞ্চাল্য! ধৃতরাষ্ট্র ও সমস্ত কৌরবগণ আপনকার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিতেছেন। হে যজ্ঞসেন! অধিক কি বলিব! আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ লাভ হওয়াতে তাঁহাদিগের যাদৃশ প্রীতি হইয়াছে, রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেও তাদৃশ হয় না; আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় প্রেরণ করুন। কৌরবগণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন। এই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও পৃথা দীর্ঘকাল প্রোষিত হইয়াছেন, ইহাঁরা নগর দেখিতে অবশ্য উৎসুক হইয়া থাকিবেন; কুরুস্ত্রীগণ এবং আমাদিগের নগর ও জনপদবাসী সকলেই পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে; অতএব আমার মত এই যে আপনি পাণ্ডবগণকে দারার সহিত তথায় গমন করিতে আদেশ করুন, বিলম্ব করিবেন না। হে রাজন্! মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার নিকট তথায় গমনের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর আমি ধৃতরাষ্ট্রসমীপে এই সংবাদ দ্রুতগামী দূতদ্বারা প্রেষণ করিব। অনন্তর পাণ্ডবেরা ও কুন্তী কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিবেন।

সপ্তাধিকদ্বিশত অধ্যায়ে বিদুরাগমনপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ২০৭॥

রাজা দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! সংপ্রতি তুমি যেরূপ বলিলে, তাহা যথার্থই বটে; হে প্রভো! এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমারও পরমাহ্লাদ হইয়াছে। এইক্ষণে এই মহাত্মাদিগের গৃহে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত; পরন্তু আমার স্বয়ং তাহা বলা উচিত হয় না। যদ্যপি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব, ইহাঁরা গমন করিতে সম্মত হন, এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও কৃষ্ণ অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা গমন করুন; কারণ এই পুরুষব্যাঘ্র রাম ও কৃষ্ণ নিরন্তর ইহাঁদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাধনে নিরত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনকার অধীন, আপনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব কহিলেন, আমার বিবেচনায় গমন করা বিধেয় হই-

তেছে ; পরন্তু সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্রুপদের বিবেচনায় যাহা হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। দ্রুপদ কহিলেন, এক্ষণকার সময়ানুসারে মহাবাহু পুরুষোত্তম বীর দাশার্হ যাহা বিবেচনা করিলেন, আমার মতে তাহাই বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে। অধুনা মহাভাগ পাণ্ডবগণ যেমন আমার স্নেহাস্পদ, সেইরূপ পুরুষেন্দ্র বাসুদেবেরও স্নেহভাজন, সন্দেহ নাই ; তিনি যেরূপ ইহাঁদিগের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরও সেরূপ করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! অনন্তর পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ ও বিদুর, মহাত্মা দ্রুপদের অনুজ্ঞাত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে করিতে যশস্বিনী কুন্তী ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে হাস্তিনপুরে গমন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র বীর পাণ্ডবগণকে সমাগত শুনিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গামনের নিমিত্ত মহাধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও গৌতম কৃপ, এই সকল কৌরব-পক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে পাঠাইলেন। মহাবল বীর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত ও শোভমান হইয়া শনৈঃশনৈ হাস্তিনপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই নগর নগরস্থ জনগণের দর্শনলালসা-কৌতূহলে যেন বিদীর্য্যমাণ বোধ হইতে লাগিল। পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণকে দেখিয়া পৌরগণের শোকদুঃখ নিবারণ হইল। প্রিয়চিকীর্ষু পৌরজনদিগের হৃদয়প্রিয় পাণ্ডবগণ তাহাদিগের কথিত এবম্বিধ বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন যে এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষব্যাঘ্র পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন; যিনি আমাদিগকে স্বীয় পরিজনের ন্যায় পরিরক্ষা করিতেন। অদ্য সর্ব্বজনপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডুই যেন আমাদিগের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অদ্য বীর কুন্তীনন্দনেরা যে আমাদিগের নগরে পুনর্ব্বার আসিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের আর প্রিয় কার্য্য কি হইতে পারে? আমরা যদ্যপি দান বা হোম করিয়া থাকি, অথবা যদ্যপি আমাদিগের সঞ্চিত তপস্যা থাকে, তবে তাহার ফলে যেন পাণ্ডবগণ এই নগরে শত বৎসর অবস্থিতি করেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা ভীষ্ম ও অন্যান্য গুরু ব্যক্তির চরণাভিবন্দন করিলেন। পরে নাগরীয় লোকের সহিত কুশলপ্রশ্নে আলাপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবগণ কিছুকাল বিশ্রাম করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনুতনয় ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ কর; যাহাতে তোমার সহিত আমাদিগের পুনর্ব্বার বিবাদ না হয়, এই জন্য তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর। যেমন দেবরাজ-কর্ত্তৃক দেবগণ রক্ষিত হন, তাহার ন্যায় তোমরা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিলে তোমাদিগের প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে না ; অতএব তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মনুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে সম্মত ও রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক ঘোর অরণ্যে প্রস্থান করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই অচ্যুত পুরুষেরা কৃষ্ণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থান দেবলোকের ন্যায় শোভিত করিলেন। মহারথ পাণ্ডবেরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সহিত কল্যাণকর পুণ্যস্থানে শান্তিকার্য্য করিয়া উত্তমরূপে নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত হইল, এবং ভোগবতী নগর যেমন সর্পগণে শোভা পায়, তাহার ন্যায় চন্দ্র ও পাণ্ডুরবর্ণ-মেঘসদৃশ গগণতলব্যাপিনী প্রাকার-শ্রেণীতে শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধসকল কপাটবিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বারদ্বারা উড্ডয়নোন্মুখ বিস্তৃতপক্ষ-

গরুড়ের শোভা ধারণ করিল। ঐ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘ-বৃন্দ ও মন্দরপর্ব্বত-সদৃশ সুসংবৃত অস্ত্রযুক্ত দুর্ভেদ্য বিবিধ গোপুরসমূহে সুরক্ষিত হইল। এবং স্থানে স্থানে দ্বিজিহ্ব পন্নগসদৃশ শক্তি-নামক অস্ত্রসমূহে সমাবৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিমিত্ত অট্টালক-পুঞ্জে সুশোভিত, যোধগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশসকল, এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতঘ্নী-নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচক্রে শোভিত হইল। তাহার পথসকল প্রশস্ত ও সুবিভক্তরূপে নির্ম্মিত হইল। এই নগরীতে কখন দৈব উৎপাতের সম্ভাবনা ছিল না। ঐ নগর পাণ্ডরবর্ণ নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্টালিকা-মণ্ডলীতে পরিদীপ্যমান হইয়া অমর-ভুবনের ন্যায় শোভমান হওয়াতে ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া প্রকাশিত হইল। এতাদৃশ নগরমধ্যে রমণীয় কল্যাণকর স্থানে পাণ্ডবগণের ধন-পরিপূর্ণ ধনপতিগৃহ-সদৃশ প্রাসাদমণ্ডলী নভোমণ্ডলস্থ তড়িন্মালা-সমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর সংস্কৃত প্রাকৃত-প্রভৃতি নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিসকল ও সর্ব্ববেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। বণিক্-সমূহ ধনার্জনে অভিলাষী হইয়া নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। অশেষ শিল্পবিজ্ঞান-পারদর্শী ব্যক্তিরা তথায় আসিয়া বাস করিল। নগরের চতুর্দ্দিকে পরম রমণীয় উদ্যানসকল আম্র, আম্রাতক, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, মনোহরপুষ্প-যুক্ত কেতক, ফলভারাবনত পানীয় আমলক, লোধ্র, উত্তমপুষ্পযুক্ত অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, মাধবীলতা-কুঞ্জ করবীর, এবং পারিজাত, এই সমস্ত ও অন্য অন্য নিত্য পুষ্প ফলযুক্ত বিবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত হইল। ঐ উদ্যানসকল বিবিধ বিহঙ্গগণ, মত্তময়ূরমণ্ডলী ও মদাকুলিত কোকিল-কুলে সঙ্কুল হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয়তা বিস্তার করিতে লাগিল। এবং অশেষপ্রকার আদর্শসদৃশ বিমল গৃহ, বিবিধ লতাগৃহ, মনোহর চিত্রগৃহ, ক্রীড়ার্থ কৃত্রিম মৃন্ময়-পর্ব্বত, উত্তম জলে পরিপূর্ণ নানাবিধ বাপী, শ্বেত-রক্তাদি বিবিধ পদ্মে সুগন্ধি অতিরম্য সরোবর সকল, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক-শোভিত, বনাবৃত পরম রমণীয় বিবিধ পুষ্করিণী এবং বৃহৎ বৃহৎ কমনীয় তড়াগসকলে শোভমান হইল। মহারাজ! সেই পুণ্যজনাবৃত মহৎপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবগণের নিত্য নিত্য সন্তোষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের প্রতি ঐরূপে ধর্ম্মপ্রণয়ন করিলে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিয়া সুসম্পন্ন হইলেন। ভোগবতী নগরী যেমন নাগগণে সুশোভিত হয়, তাহার ন্যায় মহা-ধনুর্দ্ধর ইন্দ্রকল্প পঞ্চপাণ্ডব-দ্বারা সেই নগরশ্রেষ্ঠ শোভা পাইতে লাগিল। হে রাজন্! বলরামের সহিত বীর কৃষ্ণ এইরূপে পাণ্ডবগণকে রাজ্যে সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন।

রাজ্যলাভপর্ব্বে অষ্টাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০৮॥

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাসত্ত্ব মহাত্মা মদীয় পূর্ব্ব-পিতামহ পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব লাভ করিয়া অতঃপর কি করিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী কিরূপে সকলেরই অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন? এবং সেই মহাভাগ ভূপতিগণ পাঁচজনেই এক দ্রৌপদীতে রত ছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হয় নাই, ইহার কারণ কি? হে তপোধন! কৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত সেই মহাত্মারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ সমস্ত বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পরন্তপ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের

অনুজ্ঞানুসারে রাজ্যলাভ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণার সহিত গৃহধর্ম্ম করিতে লাগিলেন। মহাতেজস্বী সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। জিতশত্রু মহাপ্রাজ্ঞ সত্যধর্ম্মপরায়ণ পুরুষশ্রেষ্ঠ আর আর পাণ্ডুনন্দনেরা পরমানন্দে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকিলেন। তাঁহারা মহার্হ রাজকীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

অনন্তর একদা সেই সমস্ত মহাত্মারা উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির ঋষিকে সমাগত দেখিয়া স্বীয় মনোহর আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে তিনি স্বয়ং যথাবিধানে ঋষিকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নিবেদন করিলেন। ঋষি পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মুনির অনুজ্ঞানুসারে উপবিষ্ট হইলেন; এবং কৃষ্ণার নিকট ভগবান্ দেবর্ষির আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। দ্রৌপদী সেই কথা শুনিবামাত্র শুচি ও সমাহিতা হইয়া যেস্থলে পাণ্ডবগণের সহিত নারদ অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। ধর্ম্মচারিণী কৃষ্ণা দেবর্ষির চরণতলে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ও কৃতাবগুণ্ঠনা হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা সত্যবাদী ঋষিসত্তম ভগবান্ নারদ অনিন্দিতা রাজনন্দিনীকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী গমন করিলে ভগবান্ দেবর্ষি যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডবগণকে নির্জ্জনে কহিলেন, যশস্বিনী দ্রৌপদী একা তোমাদিগের সকলের ধর্ম্মপত্নী হইয়াছেন, এমত স্থলে তোমাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হইতে পারে; অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এমন কোন নিয়ম স্থাপন কর। পূর্ব্বকালে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিত। তাহারা অন্যের অবধ্য এবং তাহাদিগের এক রাজ্য, এক গৃহ, এক শয্যা, এক আসন ও এক ভোজনস্থান ছিল। তাহারা সর্ব্বদা ঈদৃশ সৌহার্দ্দযুক্ত হইয়াও তিলোত্তমার নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিল। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তোমরা পরস্পর-প্রীতিবর্দ্ধক ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ রক্ষা কর; যাহাতে তোমাদিগের ভ্রাতৃভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে! সুন্দ ও উপসুন্দ এই দুই অসুর কাহার পুত্র? কিরূপে তাহাদিগের পরস্পর ভেদ উৎপন্ন হয়? কিপ্রকারেই বা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়াছিল? এবং যে রমণীর নিমিত্তে তাহারা কামমত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই তিলোত্তমা কাহার দুহিতা? সেই রমণী অপ্সরা কি দেবকন্যা? হে ব্রহ্মন্! এই সমস্ত বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; হে তপোধন! ইহা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

রাজ্যলাভপর্ব্বে নবাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥

নারদ কহিলেন, হে পার্থ যুধিষ্ঠির! ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি এই প্রাচীন ইতিহাস আমার নিকট বিস্তাররূপে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে বলবান্ তেজস্বী এক দৈত্যেন্দ্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার ভীমপরাক্রম মহাবীর্য্য ক্রূরচিত্ত দারুণ দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ দুই দৈত্যরাজ-তনয়ের মধ্যে এক জনের নাম সুন্দ ও অন্যের নাম উপসুন্দ। তাহারা উভয়ে নিরন্তর এক বিষয়ে সম্মত, একনিশ্চয় ও এককার্য্য হইয়া সমান সুখদুঃখে কালযাপন করিত। উভয়েই পরস্পর প্রিয়বাদী ও প্রিয়কারী ছিল; এক ভ্রাতা ব্যতিরেকে অপর ভ্রাতা

ভোজন বা গমন করিত না। তাহাদিগের দুই ভ্রাতার প্রকৃতি ও আচরণ অভিন্ন হওয়াতে বোধ হইত, যেন এক ব্যক্তিই দ্বিধাকৃত হইয়াছে। সর্ব্ব-কার্য্যে একবুদ্ধি সেই মহাবীর্য্য ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা ত্রৈলোক্যবিজয়ের নিমিত্তে নিশ্চয় করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন-পূর্ব্বক দীক্ষিত ও সমাহিত হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত জটাবল্কলধারী ও ক্ষুৎপিপাসাপরি-শ্রান্ত হইয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইল। পরে মলদিগ্ধ-সর্ব্বাঙ্গ, বায়ুভক্ষ, পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থিত, ঊর্দ্ধবাহু, নির্নিমেষ ও ধৃতব্রত হইয়া দীর্ঘ কাল আত্মমাংসে আহুতি প্রদান করিল। তৎকালে এই এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল যে বিন্ধ্য পর্ব্বত তাহাদিগের তপঃপ্রভাবে প্রতাপিত হইয়া ধূম উদ্গিরণ করিয়া-ছিল। অনন্তর দেবগণ তাহাদিগের উগ্র তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া তপোবিঘাতের নিমিত্তে বিঘ্নোৎ-পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্র-লোভনীয় রত্নসমূহ ও কামিনীদ্বারা তাহাদিগের উভয়কে পুনঃপুন প্রলোভিত করিলেন; কিন্তু সেই সুমহাব্রত ভ্রাতৃদ্বয় কোন মতেই ব্রতভঙ্গ করিল না। পরে তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই দুই মহাত্মার সমক্ষে মায়া বিস্তার করিয়া এই এক প্রকাণ্ড কাণ্ড করিলেন,—ঐ অসুরদ্বয়ের ভগিনী, মাতা, ভার্য্যা ও আর আর স্বজনগণ ভ্রষ্টাভরণ, ভ্রষ্টকেশ ও বি-গলিতবসন হইয়া শূলহস্ত এক রাক্ষসকর্ত্তৃক পাতিত হইতে হইতে অতিশয় ত্রাসান্বিতচিত্তে সেই দুই অসুরকে সম্ভাষণ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে চীৎ-কার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াও সুমহাব্রত সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রতভঙ্গ করিল না। অনন্তর যখন উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাতে ক্ষুব্ধ বা কাতর হইল না, তখন সেই স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল।

তদনন্তর সর্ব্বলোক-হিতকারী প্রভু পিতামহ সেই দুই মহাসুরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন। দৃঢ়বিক্রম সুন্দোপ-সুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় প্রভু পিতামহদেবকে দেখিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল, এবং উভয়ে একত্র হইয়া কহিল, প্রভো পিতামহ! আমাদিগের তপস্যায় যদি আপনি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বর দিউন যে আমরা উভয়েই মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান্, কামরূপী ও অমর হইতে পারি।

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা যাহা যাহা প্রার্থনা করিলে, তন্মধ্যে অমরত্ব-ব্যতীত তোমাদিগের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইবে; তোমরা অমরত্ব-ব্যতীত অমরগণের তুল্য বিধান অন্য কিছু প্রার্থনা কর। ত্রিলোকের প্রভু হইবার মানসেই তোমরা এই মহাতপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, এই নিমিত্তে তোমাদিগের অমরত্ব হওয়া বিধেয় নহে। হে দৈ-ত্যেন্দ্রদ্বয়! তোমাদিগের ত্রিলোক জয় করাই তপ-স্যার উদ্দেশ্য; এই কারণে আমি তোমাদিগের অমরত্ব-কামনা পূরণ করিলাম না।

সুন্দ ও উপসুন্দ কহিল, হে পিতামহ! আমা-দিগের পরস্পর-ব্যতীত এই ত্রিলোকস্থিত স্থাবর জঙ্গম-প্রভৃতি কোন বস্তু হইতে যেন আমাদিগের মৃত্যুভয় না থাকে।

পিতামহ কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে ও যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, আমি তোমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; তোমাদিগের প্রার্থনা-নুসারেই তোমাদিগের মৃত্যুবিধান নিয়মিত হইল।

নারদ কহিলেন, অনন্তর পিতামহ সুন্দ ও উপ-সুন্দকে এই বর প্রদান-পূর্ব্বক তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দৈত্যেন্দ্র উভয় ভ্রাতা বরলাভে সর্ব্বলোকের অবধ্য হইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলে তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ সেই দুই মন-স্বীকে লব্ধবর ও পূর্ণমনোরথ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। তাহারা দুই ভ্রাতা তখন জটা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিরীট, মহার্হ আভরণ ও উত্তম পরিষ্কৃত বসন ধারণ করিল। অনন্তর সার্ব্বকালিক

অকাল-কৌমুদী মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে লাগিল। তাহাদিগের গৃহে গৃহে "ভক্ষণ কর, ভোজন কর, দান কর, ক্রীড়া কর, গান কর, পান কর," এইরূপ শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইল। স্থানে স্থানে দৈত্যদিগের সিংহনাদের সহিত করতলনিনাদিত মহাশব্দে সমস্ত নগর মহাপ্রমোদান্বিত হইল। কামরূপী দৈত্যগণ মহানন্দে তত্তদ্বিধ বিবিধ বিহারে রত থাকাতে এক বৎসরকে তাহাদিগের এক দিন বোধ হইতে লাগিল।

রাজ্যলাভপর্ব্বে দশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥

নারদ কহিলেন, অকালকৌমুদী মহোৎসব পরিসমাপ্ত হইলে ত্রৈলোক্যের আধিপত্যাভিলাষী হইয়া উভয় ভ্রাতা মন্ত্রণা করিয়া সেনাগণকে সুসজ্জ হইতে আদেশ করিল। তাহারা সুহৃৎ, বৃদ্ধ দৈত্য ও মন্ত্রিগণের নিকট অনুজ্ঞাত হইয়া যাত্রিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর রজনীতে মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিল। তুল্যধর্ম্মিণী মহতী দৈত্যসেনা গদা পট্টিশ শূল মুদ্গরপ্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিল। দৈত্যরাজদ্বয় চারণগণের বিজয়সূচক মাঙ্গল্য স্তুতিপাঠে স্তূয়মান হইয়া পরম হর্ষে গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ কামগামী সেই উভয় দৈত্যরাজ প্রথমত অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া দেবলোকে গমন করিল। দেবগণ তাহাদিগের আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক পিতামহের বরদান স্মরণ করিয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ-পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তীব্রবিক্রম দৈত্যদ্বয় ইন্দ্রলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও অন্যান্য খেচর প্রাণিগণকে জয় করিয়া তথা হইতে গমন করিল। পরে তাহারা পাতালবাসী নাগগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিল। অনন্তর উগ্রশাসন সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্বয় ভূমণ্ডল পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সৈন্যগণকে আহ্বানপূর্ব্বক এইরূপ সুদারুণ বাক্য কহিল যে রাজর্ষিগণ মহাযজ্ঞদ্বারা ও ব্রাহ্মণগণ হব্যকব্যদ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও শ্রী বৃদ্ধি করে; ঐ সকল ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্যকলাপদ্বারা আমাদিগের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে; অতএব আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে বধ করিব। তাহারা মহাসমুদ্রের পূর্ব্ব তীরে এবম্বিধ নৃশংস সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত সেনার প্রতি আদেশ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। সেই বলবান্ দুই ভ্রাতা যে সকল ব্রাহ্মণকে যজন বা যাজন করিতে দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের সৈন্যগণ বিশ্রব্ধচিত্তে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাত্মা তপোধনগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপপ্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা ব্রহ্মার বর-বলে বিফল হইতে লাগিল, তাহাদিগকে আক্রান্ত করিতে পারিল না। যখন দ্বিজগণের অভিশাপ শিলা-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখের ন্যায় প্রতিহত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা নিয়ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শমপরায়ণ তপঃসিদ্ধ দান্ত ঋষি ছিলেন, তাঁহারা, যেমন সর্পগণ গরুড়ভয়ে পলায়ন করে, তাহার ন্যায় তাহাদিগের ভয়ে পলায়নপরায়ণ হইলেন। এইরূপে আশ্রমসমস্ত মথিত এবং কলসস্রব-প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রসকল বিকীর্ণ ও ভগ্ন হওয়াতে সমস্ত জগৎ প্রলয়কাল-বিনষ্টের ন্যায় শূন্যরূপ হইল। হে রাজন্! অনন্তর মুনিগণ ইতস্তত লুক্কায়িত হইয়া অদৃশ্য হইলে উভয় মহাসুর তাঁহাদিগের বধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কখন গলিতমদ মত্ত মাতঙ্গরূপ ধারণ করিয়া দুর্গ-মধ্য-গত তপস্বি-

গণকেও যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রূর-দ্বয় কখন সিংহমূর্ত্তি, কখন ব্যাঘ্ররূপ-ধারী, কখন বা অদৃশ্য হইত। এইরূপে তাহারা বিবিধ উপায়-দ্বারা ঋষিগণকে বিনষ্ট করিল। তখন বসুধাতলে যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় নিবৃত্ত, এবং ব্রাহ্মণ ও ভূপালগণ বিনষ্ট হইয়া একেবারে যজ্ঞোৎসব উৎসন্ন হইল। সমস্ত লোক ভয়ার্ত্ত হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। ক্রয়, বিক্রয়, হট্টকার্য্য, দৈবকার্য্য, পুণ্য-কার্য্য, বিবাহকার্য্য, কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা-প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই রহিত হইল। নগর ও আশ্রম বিধ্বস্ত হইয়া কেবল অস্থিকঙ্কালে সঙ্কীর্ণ হওয়াতে পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমস্ত দেশে পিতৃকার্য্য ও বষট্কার-প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়াসকল বিলুপ্ত হওয়াতে জগৎ অতি ভীষণাকারে দুর্দ্দর্শনীয় হইল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ও ব্যোমচারী অশ্বিনী-প্রভৃতি নক্ষত্রগণ সুন্দোপসুন্দের সেই কার্য্য অব-লোকন করিয়া বিষণ্ণভাবাপন্ন হইল। তাহারা এইরূপ ক্রূরকর্ম্মদ্বারা সর্ব্ব দিক্ পরাজয় করিয়া অবশেষে নিঃশত্রু হইয়া কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল।

রাজ্যলাভপর্ব্বে একাদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১১ ॥

নারদ কহিলেন, অনন্তর শমদমসম্পন্ন দেবর্ষি, পরমর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহৎ প্রাণিহত্যাকাণ্ড দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা তখন জগতের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া পিতামহ-ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় পিতামহকে সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণে সমন্তাৎ পরিবৃত ও দেবগণের সহিত সমাসীন দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে দেবদেব মহাদেব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, আদিত্য, পাকশাসন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ, বৈখানস, বালিখিল্য, বানপ্রস্থ, মরীচিপ, অজ, অবিমুগ্ধ ও তেজোগর্ভ-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তপস্বী ঋষিগণ, সকলেই উপস্থিত হইলেন। সমস্ত মহর্ষিগণ দীনচিত্তে পিতামহের সমক্ষে সুন্দ ও উপসুন্দের কার্য্যবৃত্তান্ত কহিলেন। সেই দৈত্য-দ্বয় যেপ্রকার উদ্যম করিয়া যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, ও যেরূপে সংহার করিয়াছে, তৎসমুদায় যথাক্রমে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। এবং সমস্ত দেব-গণ ও পরমর্ষিগণ সেই বিষয়ের নিমিত্ত পিতামহকে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর পিতামহ তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তাপূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যদ্বয়ের বধো-দ্দেশে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হইলে মহানুভাব পিতামহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদেশ করিলেন যে, সকলের প্রার্থনীয়া মনোহরা এক প্রমদা নির্ম্মাণ কর। বিশ্ব-কর্ম্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সাদরচিত্তে তদীয় আদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক যত্নসহকারে পুনঃপুন চিন্তা করিয়া এক দিব্য কামিনী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ত্রিলোকীমধ্যে দর্শনীয় পরম রমণীয় যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ আছে, বিশ্বকর্ম্মা তৎ-সমুদায় আহরণ-পূর্ব্বক দেবরূপিণী এক কামিনী সৃজন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় গাত্রে কোটি কোটি রত্নে অলঙ্কৃত করত তাহাকে রত্ন-সঙ্ঘাতময়ী নির্ম্মাণ করিল। বিশ্বকর্ম্মার মহাপ্রযত্নে নির্ম্মিতা সেই ললনা এতাদৃশ রূপবতী হইল যে ত্রিভুবনমধ্যে কোন রমণীই তাহার উপমাযোগ্যা রহিল না। তাহার শরীরমধ্যে এমত কোন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না যে তাহাতে দর্শক ব্যক্তির দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে বদ্ধ না হইত। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কামরূপিণী সেই সীমন্তিনী প্রাণিমাত্রেরই নয়নমনের অপহারিণী হইল। বিশ্বকর্ম্মা তিল তিল করিয়া সমস্ত রত্ন সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেই ললনাকে সৃজন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্তে পিতামহ তাহার নাম তিলোত্তমা রাখিলেন। অনন্তর তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে ভূতেশ! আমাকে

কি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, আমি কি নিমিত্তে সংপ্রতি নির্ম্মিতা হইয়াছি, আজ্ঞা করুন। পিতামহ কহিলেন, তিলোত্তমে! তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ, দুই অসুরের নিকট গমন কর; তথায় যাইয়া তোমার কমনীয় রূপদ্বারা তাহাদিগের প্রলোভ জন্মাইতে যত্নবতী হও। ভদ্রে! তাহারা তোমার রূপসম্পত্তি দর্শন করিয়া যাহাতে তোমার নিমিত্তে তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ হয়, এমত চেষ্টা কর।

নারদ কহিলেন, অনন্তর তিলোত্তমা তাহা প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া পিতামহ-চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক দেবগণকে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিল। সে সময়ে ভগবান্ পিতামহ পূর্ব্ব-মুখ, মহেশ্বর দক্ষিণমুখ, অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখ ও ঋষিগণ নানা দিকে অভিমুখ হইয়াছিলেন। তিলোত্তমা যখন প্রদক্ষিণ করে, তখন ইন্দ্র ও ভগবান্ মহেশ্বর অতি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যবস্থিতি করিলেন। মহেশ্বর সাতিশয় দর্শন-লোলুপ হওয়াতে, তিলোত্তমা যখন তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে গমন করিল, তখন তাঁহার উন্মীলিত-পদ্ম-পলাশলোচন-বিভূষিত অন্য এক দক্ষিণমুখ নিঃসৃত হইল; তিলোত্তমা যখন তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল, তখন তাঁহার এক পশ্চিমমুখ উৎপন্ন হইল; এবং ঐ কামিনী যখন উত্তরপার্শ্ববর্ত্তিনী হইল, তখন তাঁহার বামদিকে এক মুখ নির্গত হইল। মহেন্দ্রেরও দর্শন-লালসা থাকাতে, তাঁহাকে তিলোত্তমা যখন প্রদক্ষিণ করে, তখন তাঁহার সম্মুখে, পার্শ্বে এবং পৃষ্ঠে, সর্ব্ব গাত্রেই রক্তিম ও বিশাল সহস্রসংখ্যক নেত্র উদ্ভূত হইল। হে পার্থ! পূর্ব্বকালে এইরূপে মহাদেব চতুর্ম্মুখ এবং বলসূদন সহস্রলোচন হইয়া-ছিলেন। এবং প্রদক্ষিণকালে তিলোত্তমা যে যে দিকে গিয়াছিল, দেব ও মহর্ষিগণের মুখ সেই দিকেই আবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময় সেই ব্রহ্ম-সভায় যিনি যিনি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কেবল পিতামহ দেব-ব্যতীত সকল মহাত্মারই দৃষ্টি সেই কামিনীর শরীরে অর্পিত হইয়াছিল। যখন তিলো-ত্তমা গমন করিতে আরম্ভ করিল, তখন সমস্ত দেব ও পরমর্ষিগণ তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধবৎ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিলোত্তমা দেবকার্য্যসাধনে প্রস্থান করিলে লোক-ভাবন হিরণ্যগর্ভ সমস্ত দেব ও ঋষিগণকে বিদায় করিলেন।

রাজ্যলাভপর্ব্বে দ্বাদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১২॥

নারদ কহিলেন, এদিকে দৈত্য সুন্দ ও উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় ভূমণ্ডল পরাজয়-পূর্ব্বক ত্রিভুবন সমান-রূপে স্বায়ত্ত করিয়া নিঃসপত্ন ও গতব্যথ হইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করিল। এবং দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস নাগ ভূপাল-প্রভৃতির সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। যখন দেখিল যে এই ত্রিলোকী-মধ্যে কেহই তাহাদিগের প্রতিষেধক নাই, তখন নিরুদ্যোগ হইয়া দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার করিতে আরম্ভ করিল। মাল্য, চন্দন, বনিতা, মনো-হর ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়, এই সকল বিবিধ উপাদেয় বস্তুদ্বারা পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। দেবগণের ন্যায়, কখন অন্তঃপুরে, কখন অরণ্যমধ্যে, কখন উদ্যানে, কখন বা পর্ব্বতে; যখন যে স্থানে অভিলাষ হয়, সেই স্থানে বিহার করিতে থাকিল।

একদা তাহারা কুসুমিত মহীরুহ-সমূহে সু-শোভিত অবন্ধুর শিলাতলযুক্ত বিন্ধ্যাচলশিখরে বিহার করিবার নিমিত্তে গমন করিল। সেই স্থানে যথাভিলষিত সমুদায় দিব্য কাম্য বস্তু সমানীত হইলে স্ত্রীগণের সহিত প্রমুদিতহৃদয়ে উৎকৃষ্ট আসনে উপ-বিষ্ট হইল। রমণীগণ তাহাদিগের প্রীতির নিমিত্তে মনোরম নৃত্য, গীত ও স্তুতিসংযুক্ত সঙ্গীত-দ্বারা তাহাদিগের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। এমত সময়ে তিলোত্তমা একমাত্র রক্তবসন পরিধান-পূর্ব্বক

মনঃকল্পিত বেশ বিন্যাস করিয়া সেই বনে উপনীত হইয়া পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল; এবং নদীতীর-জাত কর্ণিকার কুসুম চয়ন করিতে করিতে সেই স্থানে দৈত্যদ্বয়-সন্নিধানে শনৈঃশনৈ গমন করিল। তাহারা উভয়ে অপরিমিত মদ্যপান করিয়া আরক্ত-নয়ন ও মদমত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সেই বরারোহাকে দেখিবামাত্র মদনবাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত হইল। তাহারা উভয়েই কামসম্মত্ত হওয়াতে আসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া সেই সীমন্তিনীর সমীপবর্ত্তী হইল; এবং উভয়েই তাহাকে প্রার্থনা করিল। সুন্দ স্বীয় হস্তদ্বারা সেই সুভ্রূর দক্ষিণহস্ত ধারণ করিল, এবং উপসুন্দও তাহার বামহস্ত ধরিল। তাহারা একে বরলাভ-মদ, স্বভুজবীর্য্য-মদ ও ধনরত্ন-মদে মত্ত, তাহাতে আবার সে সময় উভয়েই সুরাপান-মদ ও কাম-মদে প্রমত্ত হইয়াছিল; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটীভঙ্গি-পূর্ব্বক বাদানুবাদ করিতে লাগিল। সুন্দ কহিল, এই ললনা আমার ভার্য্যা, তোমার গুরু হইতেছে, তুমি ছাড়িয়া দাও। উপসুন্দ কহিল, এই কামিনী আমার ভার্য্যা, তোমার কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ হইতেছে, তুমি পরিত্যাগ কর। অনন্তর "এ আমার ভার্য্যা, তোমার নহে, এ আমার ভার্য্যা, তোমার নহে;" এইরূপ পরস্পর বলিতে বলিতে উভয়েরই ক্রোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত এবং তাহার নিমিত্তে ক্রোধভরে বিগতস্নেহ ও ভগ্ন-সৌহৃদ্য হইয়া ভীষণ গদা গ্রহণ করিল। সেই এক কামিনীর নিমিত্তে কামমোহিত উভয়-ভ্রাতা ভীষণ গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক, "আমি পূর্ব্বে পাণিগ্রহণ করিয়াছি, আমি পূর্ব্বে পাণিগ্রহণ করিয়াছি," এই কথা বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে যুগপৎ প্রহার করিল। ঐ গদাঘাতে সেই ভীষণাকার দৈত্যদ্বয় হত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া নভোমণ্ডলচ্যুত সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইল। তখন তাহাদিগের সুহৃৎ, দৈত্যবর্গ ও দৈত্যপত্নীগণ সকলেই বিষণ্ণ, ভীত ও কম্পিত-কলেবর হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক পাতালে গমন করিল। অনন্তর বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ পিতামহ তিলোত্তমাকে সৎকৃত করিবার নিমিত্তে দেব ও মহর্ষিগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। ভগবান্ পিতামহ তথায় উপস্থিত হইয়া তিলোত্তমাকে বরদানে অভিলাষ করিলেন। তিনি বরদানে বাধ্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি সূর্য্যলোকে বিচরণ করিতে সমর্থা হইবে; তোমার এতাদৃশ তেজঃপুঞ্জ হইবে যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অধিক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে পারিবে না। সর্ব্বলোক-পিতামহ প্রভু হিরণ্যগর্ভ তিলোত্তমাকে এইরূপ বরপ্রদান ও ইন্দ্রের প্রতি ত্রৈলোক্যাধিপত্য সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

নারদ কহিলেন, হে ভারতবংশাবতংসগণ! সুন্দ ও উপসুন্দ দুই ভ্রাতা এইরূপে সুহৃদ্ভাবাপন্ন ও সর্ব্ববিষয়ে একনিশ্চয় হইয়াও তিলোত্তমার নিমিত্তে রোষপরতন্ত্র হইয়া আপনারাই পরস্পরকে সংহার করিয়া বিনষ্ট হইল। অতএব স্নেহহেতু আমি তোমাদিগের সকলকে বলিতেছি, তোমরা যদ্যপি আমার প্রিয় কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্তে তোমাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ না হয়, এমন কোন নিয়ম সংস্থাপন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অমিততেজস্বী মহর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণে পরস্পরের মতানুসারে সেই দেবর্ষির সমক্ষেই নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে আমাদিগের মধ্যে এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত সমাসীন হইলে অন্য যে ভ্রাতা তাহাকে দর্শন করিবে, তাহাকে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়মবদ্ধ হইলে মহামুনি নারদ প্রীত হইয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ নারদের

আদেশানুসারে এইরূপ নিয়ম স্থাপন করাতেই তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হয় নাই।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশত অধ্যায়ে রাজ্যলাভপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ২১৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীবিষয়ে ঐরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সেই স্থানে বাস করত অস্ত্রশস্ত্র-প্রতাপে অন্যান্য মহীপালগণকে বশীভূত করিলেন। কৃষ্ণা মহাতেজস্বী মনুজসিংহ সেই পঞ্চ পাণ্ডবেরই বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলেন। সরোবরযুক্তা বনস্থলী ও কুঞ্জরগণ যেমন পরস্পরের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে, তাহার ন্যায় দ্রৌপদী ও তদীয় পঞ্চপতি পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধক হইলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপথের অনুবর্ত্তী হওয়াতে কৌরব মাত্রেই দোষস্পর্শশূন্য ও সুখান্বিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

হে নরনাথ! অনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে এক ব্রাহ্মণগৃহে কতকগুলি তস্কর আসিয়া গোধন হরণ করিতে লাগিল। হে নৃপসত্তম! দস্যুগণ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ-পূর্ব্বক চীৎকার শব্দে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমাদিগের রাজ্যমধ্যে অদ্য অকৃতাত্মা নীচপ্রকৃতি নৃশংস দস্যুগণ হঠাৎ আমার গোধন হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্র ধাবমান হও। হা! কি দুঃখের বিষয়! কাক আসিয়া প্রশান্ত ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় ঘৃত হরণ করিতেছে! নীচ শৃগাল সিংহের গুহা শূন্য দেখিয়া মর্দ্দন করিতেছে! যে রাজা প্রজা রক্ষা না করেন, অথচ ষষ্ঠাংশ করগ্রহণ করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সর্ব্বলোকমধ্যে সম্পূর্ণ পাপচারী কহেন। হে পাণ্ডবগণ! চৌরগণ ব্রাহ্মণস্ব হরণ করিতেছে, ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইতেছে, আমি শোকপঙ্কে মগ্ন হইয়া পুনঃপুন রোদন করিতেছি; অতএব আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় নিকটাগত রোরুয়মাণ সেই ব্রাহ্মণের ঐ সকল আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। সেই মহাবাহু তাহা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণকে মাভৈঃ বলিয়া অভয় প্রদান-পূর্ব্বক আশ্বাসিত করিলেন। পরন্তু যে গৃহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেই গৃহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি আর্ত্ত ব্রাহ্মণের বাক্যে পুনঃপুন উত্তেজিত হইয়াও সংস্থাপিত নিয়মানুসারে অস্ত্র-গ্রহণার্থে আয়ুধাগারে প্রবিষ্ট হইতে, বা চৌরনিবারণার্থে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না; ব্রাহ্মণের তাদৃশ রোদনধ্বনি শুনিয়া দুঃখার্ত্তহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই তপস্বী ব্রাহ্মণের গোধন অপহৃত হইতেছে, তাহা রক্ষা করিয়া ইহাঁর অশ্রুমার্জ্জনা করা আমার অবশ্য উচিত; এই ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া রোদন করিতেছেন; যদি ইহাঁকে রক্ষা না করি, তবে আমার উপেক্ষাকরণ-জন্য রাজার অত্যন্ত অধর্ম্ম হইবে; আর রক্ষা করিলে আমাদিগের সকলেরই ইহলোকে আস্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং অধর্ম্মও হইবে না। কিন্তু এক্ষণে অজাতশত্রু রাজার নিকট যাইতে হইলে তাঁহাকে অনাদর করিয়া যাইতে হয়, ও তাঁহার নিকট আমার অসত্য ব্যবহার করা হয়, তাহাতে সংশয় নাই; এবং তাঁহার সমীপে অনুপ্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে। ফলত, রাজার অনাদরই হউক, আমার অনৃত ব্যবহারজন্য অধর্ম্মই হউক, এবং বনে মৃত্যুই বা হউক, এ সমুদায় পরিহার করিতে পারি, পরন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না; কারণ, শরীর বিনাশ হইলেও ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে।

হে নরপতে! তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আয়ুধাগারে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্ভাষণ করিলেন; এবং ধনুর্গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে দ্বিজ! শীঘ্র আগমন কর, পরধনলুব্ধ নীচাশয় দস্যুগণ অধিক দূর না যাইতে যাইতেই আমরা একত্র গমন করিয়া

তাহাদিগের হস্ত হইতে তোমার অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করি। মহাবাহু পৃথানন্দন সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া তনুত্রাণ পরিধান-পূর্ব্বক ধনুর্গ্রহণ করিয়া ধ্বজপতাকা-সুশোভিত রথে আরোহণ করিলেন; এবং ত্বরা-পূর্ব্বক দস্যুগণের অনুসরণক্রমে গমন করিয়া শরসমূহদ্বারা দস্যুগণকে বিধ্বস্ত করত পরাজয় করিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণকে তদীয় গোধন প্রদান-পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া যশোলাভ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বপুরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সমস্ত গুরুগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের কর্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, প্রভো! আমি দ্রৌপদীর সহিত আপনাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের কৃত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছি; অতএব আমাকে ব্রতানুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করুন, আমি বনবাসের নিমিত্ত গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহসা ভ্রাতা অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়াই শোকার্ত্তহৃদয় হইলেন; এবং কথঞ্চিৎ স্খলিতবাক্যে "কেন" এই কথা বলিলেন। পরে তিনি দীনচিত্তে ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অনঘ! যদি আমি তোমার পক্ষে প্রামাণিক হই, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। হে বীর! আমি যখন দ্রৌপদীর নিকট অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন তুমি আমার নিকট অনুপ্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অসন্তোষ নাই; সে বিষয়ে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীর সহিত অবস্থিতি করেন, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে হানি নাই; পরন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠগৃহে প্রবেশ করাই বিধিবিরুদ্ধ হয়; অতএব ইহাতে তোমার ধর্ম্মলোপ হয় নাই, এবং আমার মর্য্যাদাতিক্রমও হয় নাই; হে মহাবাহো! নিবৃত্ত হও, আমার কথা রক্ষা কর। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না, সত্য অবলম্বন করিয়াই আয়ুধ ধারণ করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বনচর্য্যায় দীক্ষিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্তে গমন করিলেন।

অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্বে চতুর্দ্দশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুকুলকীর্ত্তি মহাবাহু অর্জ্জুন প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি অনেকে তাঁহার অনুগামী হইলেন। হে রাজন্! তিনি বেদপারগ ও বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ অধ্যাত্মচিন্তক ব্রাহ্মণ, গানবিশারদ, পুরাণবক্তা সূত, ভগবদ্ভক্ত, কথক, ঊর্দ্ধরেতা, অরণ্যবাসী ও যাহারা মধুররূপে দিব্য উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকে, এই সমস্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য বহুসংখ্য মধুরভাষী সহচরগণে পরিবৃত হইয়া মরুদ্গণ-পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভরতবংশচূড়ামণি অর্জ্জুন গমনকালে বিবিধ বিচিত্র রমণীয় বন, সরোবর, সরিৎ, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থসকল অবলোকন করিলেন। পরে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

হে জনমেজয়! পাণ্ডবপ্রবর বিশুদ্ধাত্মা অর্জ্জুন সেই স্থানে যে অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কুন্তীপুত্রের সহিত ব্রাহ্মণগণের তথায় অবস্থিতিকালে সেই সকল ব্রাহ্মণেরা বহুবিধ অগ্নিহোত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! গঙ্গাতীর-মধ্যে কৃতাভিষেক বিদ্বান্ নিয়মোপেত সৎপথস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক সেই সকল অগ্নিহোত্র প্রবোধ্যমান, পুষ্পোপহারযুক্ত, প্রজ্বলিত ও আহুত হওয়াতে গঙ্গাদ্বার অতীব শোভমান হইল। একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন স্নান করিবার নিমিত্তে দ্বিজগণ-সমাকুল সেই আশ্রমের সন্নি-

হিত ভাগীরথী-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। মহারাজ! তিনি কৃতস্নান হইয়া পিতৃপিতামহের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্যের নিমিত্তে জল হইতে সমুত্থিত হইতে মানস করিয়াছেন, এমন সময়ে পাতাল-তলবাসিনী উলূপী-নাম্নী নাগরাজ-নন্দিনী মন্মথ-নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া সলিলমধ্যে লইয়া গেল। তখন তিনি কৌরব্য-নামক নাগরাজের পরম উৎকৃষ্ট ভবনে উপস্থিত হইয়া অগ্নি দেখিতে পাইলেন। পরে সুসমাহিত হইয়া তাহাতে অগ্নি-কার্য্য সমাধান করিলেন। তিনি অশঙ্কিত হৃদয়ে আহুতি প্রদান করাতে হুতাশন পরিতুষ্ট হইলেন। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় অগ্নিকার্য্য সমাপন করিয়া সহাস্য-মুখে নাগরাজ-দুহিতাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি এ কি সাহসিক কর্ম্ম করিয়াছ? হে ভীরু সুভগে! এ কোন্ দেশ? তুমিই বা কে? ও কাহার দুহিতা? উলূপী কহিল, হে রাজন্! ঐরাবতবংশে উৎপন্ন কৌরব্য নামে এক নাগরাজ আছেন; আমি তাঁহার তনয়া উলূপী নামে পন্নগী। হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি স্নানের নিমিত্তে গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিলে, আমি তোমাকে দেখিয়াই পঞ্চশরশরে পীড়িতা হইয়াছি। হে কুরুনন্দন! আমার বিবাহ হয় নাই, আমি অনন্যপূর্ব্বা; এক্ষণে তোমার নিমিত্তে কাম-বিমোহিতা হইয়াছি; হে অনঘ! সম্প্রতি তুমি আত্ম-প্রদান করিয়া আমাকে আনন্দিত কর। অর্জ্জুন কহিলেন, ভদ্রে জলচারিণি! আমি ধর্ম্ম-রাজের আদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং আত্মবশ নহি; অথচ তোমারও প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখন কিছু মাত্রও মিথ্যা বাক্য বলি নাই; অতএব, এক্ষণে যেরূপে আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা ও তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, এবং আমাকে ধর্ম্মপীড়িত হইতে না হয়, হে ভুজঙ্গমে! তুমি এমত কোন বিধান কর। উলূপী কহিল, হে পাণ্ডবেয়! তুমি যে নিমিত্তে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছ, ও গুরু তোমাকে যেরূপে এই ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রত অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন, সে সমস্তই আমি অবগত আছি। তোমরা নিয়ম করিয়া-ছিলে যে তোমাদিগের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে এক জন দ্রৌপদীর নিকট গমন করিলে, সে সময় মোহ-হেতু যিনি তথায় অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাকে দ্বাদশবার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনে গমন করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের পরস্পরের এই বনবাসের নিয়ম কেবল দ্রৌপদীহেতুই হই-য়াছে, সুতরাং তুমি কেবল সেই ধর্ম্ম রক্ষার নিমি-ত্তই প্রোষিত হইয়াছ; এমতস্থলে তোমার ধর্ম্ম-লোপ হইবার সম্ভাবনা কি? হে পৃথুলোচন! আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব আমাকে আর্ত্ত বিবেচনা করিয়া পরিত্রাণ করিলে তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। হে অর্জ্জুন! যদিও ইহাতে যৎকিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আমাকে প্রাণদান করাতে তোমার সেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণই হইবে। হে পার্থ! উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূর্ণ করা সাধুসম্মত, অতএব তুমি আমাকে ভক্তা বলিয়া ভজনা কর; হে প্রভো! যদ্যপি তুমি ইহাতে অসম্মত হও, তবে আমাকে মৃতা বলিয়াই অবধারণ কর। হে পুরুষোত্তম মহাবাহো! অদ্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকে প্রাণ-দান করিয়া পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর! হে কৌন্তেয়! আমি অনাথা ও দীনা হইয়া পুনঃ পুন রোদনপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইতেছি, ও সকামা হইয়া তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি, এবং তুমিও দীন ও অনাথগণকে নিরন্তর রক্ষা করিয়া থাক, সুতরাং আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার উচিত; অতএব তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমার মনোরথ পূরণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নাগরাজ-দুহিতা প্রতাপ-বান্ অর্জ্জুনকে এবম্বিধ বাক্য কহিলে অর্জ্জুন ধর্ম্মো-দ্দেশে তাহার অভিমত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করি-

লেন। তিনি সেই কৌরব্য-নামক পন্নগেশ্বর-ভবনে সেই রাত্রি অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যোদয়কালে উত্থিত হইলেন, এবং সেই নাগরাজ-নন্দিনীর সহিত পুনর্ব্বার গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে সাধ্বী উলূপী তাঁহাকে এই বরপ্রদান করিয়া গৃহে গমন করিল যে তুমি জলমধ্যে সর্ব্বত্র অজেয় হইবে, সমস্ত জলচরই তোমার সাধ্য হইবে, সংশয় নাই।

অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্বে পঞ্চদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্রতনয় ব্রাহ্মণগণের নিকট পূর্ব্বদিনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমালয়-পার্শ্বে গমন করিলেন। পরে অগস্ত্যবট সন্দর্শন-পূর্ব্বক বশিষ্ঠপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন; এবং তুঙ্গনাথ-নামক পর্ব্বতে আপনার শৌচক্রিয়া সম্পাদন-পূর্ব্বক শুচি হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বহু সহস্র গো ও গৃহ দান করিলেন। অনন্তর পুরুষোত্তম পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যবিন্দুতীর্থে কৃতস্নান হইয়া তত্রত্য পুণ্যস্থানসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দর্শনের অভিলাষে যাত্রা করিলেন। হে ভারত! তিনি যথাক্রমে তীর্থ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন; নৈমিষারণ্যস্থিতা সুরম্যা উৎপলিনী নদী, গয়া, এবং যশস্বিনী মহানদী গঙ্গা, কৌশিকী, নন্দা ও অপর নন্দা, এবং অন্যান্য তীর্থ ও আশ্রমসকল অবলোকন-পূর্ব্বক আত্মাকে পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অনেক গো দান করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে যে সকল তীর্থ ও পবিত্র স্থান আছে, তিনি তৎসমুদায় স্থানে গমন-পূর্ব্বক যথাবিধানে দর্শন করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিলেন। হে ভরতনন্দন! যে সকল ব্রাহ্মণ কুন্তীনন্দনের সহিত গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা কলিঙ্গরাষ্ট্রের দ্বার অর্থাৎ তত্রত্য পর্ব্বতসন্ধি-মার্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কুন্তীসুত শূর ধনঞ্জয় দ্বিজগণের অনুজ্ঞানুসারে অল্প জনসহায় হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রভু কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করিয়া নানা দেশ, আশ্রম ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাপসগণে উপশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত অবলোকন-পূর্ব্বক সমুদ্রতীর দিয়া মণিপূরে উপনীত হইলেন।

হে রাজন্! সেই মহাবাহু ঐ দেশে পুণ্যতীর্থ ও যজ্ঞস্থানসকল সন্দর্শন করিয়া পরিশেষে মণিপূরেশ্বর চিত্রবাহন-নামক ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতির নিকট গমন করিলেন। সেই ভূপতির চিত্রাঙ্গদা নামে চারুদর্শনা এক কুমারী ছিল। একদা ঐ বরারোহা যদৃচ্ছাক্রমে সেই নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এমত সময়ে ধনঞ্জয় তাহাকে দেখিয়া কামপরতন্ত্র হইলেন, এবং স্বীয় প্রয়োজন সাধন-নিমিত্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা ক্ষত্রিয়-তনয়; আমাকে কন্যাদান করুন। রাজা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি কাহার পুত্র? তোমার নাম কি? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি পাণ্ডব কুন্তীনন্দন; আমার নাম ধনঞ্জয়। অনন্তর রাজা সান্ত্ববাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি সন্তান-কামনায় উত্তমরূপে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পিনাকধৃক্ ঈশ্বর উমাপতি ভগবান্ দেবদেব মহাদেব তাঁহার উগ্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার এই বংশে পুরুষানুক্রমে এক এক সন্তান হইবার নিমিত্তে তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন। এই কারণে আমাদিগের কুলে চিরকাল এক এক মাত্র অপত্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার পূর্ব্ব-পুরুষ সকলেরই পুত্র হইয়াছিল। হে পুরুষেন্দ্র! আমার বংশকরী এই একমাত্র কন্যা জন্মিয়াছে। আমি ইহাকে পুত্র বোধ করিয়া থাকি।

হে ভারতপ্রবর! আমি এই কন্যাকে বিধি অনুসারে পুত্রিকা করিয়াছি; এই নিমিত্তে এই কন্যার গর্ভে তোমার ঔরসে যে এক পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে আমার পুত্রিকাপুত্র হইবে; ঐ পুত্রই এই কন্যার শুল্কস্বরূপ হইয়া আমার বংশরক্ষক হইবে; এই নিয়মে তুমি আমার এই কন্যা গ্রহণ কর। কুন্তীসুত অর্জ্জুন তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই নগরে তিন বৎসর বাস করিলেন। বরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও প্রণয়-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিলেন।

অর্জ্জুনবনবাসপর্ব্বে ষোড়শাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন দক্ষিণ-সমুদ্রে তপস্বি-শোভিত সমস্ত পুণ্যতীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে হয়মেধফলজনক পাপপ্রণাশন প্রসন্ন সুপবিত্র আগস্ত্য, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজ, এই পঞ্চ মহাতীর্থ ছিল। ঐ পঞ্চ তীর্থের সমীপে অনেক তপস্বী বাস করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে তাপস মাত্রেরই বাস ছিল না; কুরুসত্তম অর্জ্জুন ঐ পঞ্চ তীর্থ অবলোকন করিলেন। তিনি সেই পঞ্চ তীর্থ বিবিক্ত ও ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ-কর্ত্তৃক বর্জ্জ্যমান দেখিয়া তৎসমীপস্থ তপস্বিগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ তীর্থ পরিহার করেন? তাপসগণ কহিলেন, কুরুনন্দন! এই পঞ্চ তীর্থের সলিল-মধ্যে পঞ্চ গ্রাহ আছে। তাহারা তপস্বিগণকে সংহার করিয়া থাকে; এই নিমিত্তে মুনিগণ এ সকল তীর্থে অবস্থিতি করেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুষসত্তম মহাবাহু অর্জ্জুন তপোধনগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সকল তীর্থ অবলোকন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রথমত মহর্ষিসম্বন্ধীয় সৌভদ্র-নামক উত্তম তীর্থে উপস্থিত হইয়া তাহাতে সহসা অবগাহন-পূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে জলান্তরচারী এক বৃহৎ গ্রাহ সেই পরন্তপ শূর পুরুষব্যাঘ্র কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়ের চরণ গ্রহণ করিল। মহাবল মহাবাহু পাণ্ডুতনয় সেই স্ফূর্ত্তিমান্ জলচর জন্তুকে লইয়া বলপূর্ব্বক তীরে উত্থিত হইলেন। হে রাজন্! জলচর গ্রাহ যশস্বী অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইবা মাত্র এক নারীরূপে দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ কামিনী দিব্যরূপা, শ্রীপ্রদীপ্তা, কল্যাণী, মনোরমা ও সর্ব্বাভরণভূষিতা ছিল। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় সেই মহৎ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরম-প্রীত-মনে সেই ললনাকে কহিলেন, হে কল্যাণি জলচরি! তুমি কে? কি নিমিত্ত এরূপ হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা পূর্ব্বে ঈদৃশ মহাপাপ করিয়াছিলে? বর্গা-নাম্নী সেই রমণী কহিল, হে মহাবল মহাবাহো! আমি দেবারণ্যবিহারিণী অপ্সরা; আমার নাম বর্গা; আমি কুবেরের নিত্য প্রিয়তমা। আমার কামগামিনী শুভলক্ষণা আর চারি জন সখী আছে। একদা আমি সেই সখী চতুষ্টয়ের সহিত লোকপাল-সদনে গমন করিতেছিলাম; গমনকালে দেখিলাম, শংসিতব্রত একান্তচারী পরম রূপবান্ এক ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। হে রাজন্! তাঁহার তপঃসম্ভূত তেজে সেই বন আবৃত হইয়াছে; তিনি আদিত্যের ন্যায় সেই সমস্ত স্থান প্রদীপ্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার তাদৃশ তপস্যা ও পরমাদ্ভুত রূপ অবলোকন করিয়া তপোবিঘ্ন করিবার মানসে সেই স্থানে অবতীর্ণ হইলাম। হে ভারত! সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা, লতা ও আমি, এই পাঁচ জন একত্র হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হইলাম। হে বীর! আমরা তাঁহার প্রলোভনের নিমিত্তে হাস্য ও গান করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই বিপ্র কোন

মতেই আমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। তাঁহার মন নির্ম্মল তপস্যায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া থাকিল, কোনক্রমে বিচলিত হইল না। হে ক্ষত্রিয়েন্দ্র! অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া আমাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে তোমরা গ্রাহ হইয়া জলমধ্যে শত বৎসর বিচরণ করিবে।

অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্বে সপ্তদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥

বর্গা কহিল, হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমরা ব্যথিতহৃদয় হইয়া সেই অচ্যুত তপোধনের শরণাপন্ন হইয়া কহিলাম যে হে তপোধন! আমরা রূপ, যৌবন ও কন্দর্পভরে দর্পযুক্ত হইয়া অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছি; হে দ্বিজ! আমাদিগকে আপনার ক্ষমা করা উচিত। আমরা যে ঈদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিকে প্রলোভিত করিবার মানসে এস্থলে আসিয়াছি, তাহাই আমাদিগের এক প্রকার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে। ধর্ম্মচারীরা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোকেরা অবধ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদিগকে হিংসা করিবেন না; আপনার ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রাণীর মিত্র; হে কল্যাণাস্পদ! পণ্ডিতগণের এই বাক্য সত্য হউক্। শিষ্টগণ শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা আপনকার শরণাগত হইয়াছি; অতএব আপনার আমাদিগকে ক্ষমা করা উচিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বীর! অনন্তর রবি-সোম-সমপ্রভ শুভকর্ম্মকৃৎ ধর্ম্মাত্মা সেই ব্রাহ্মণ অপ্সরোগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন, এবং কহিলেন, শত ও শতসহস্র শব্দের অর্থ অনন্তকালও হইয়া থাকে; পরন্ত আমি যে শত বৎসর এই শব্দ বলিয়াছি, তাহার অর্থ শত পরিমাণ হইবে, অনন্ত কাল হইবে না। তোমরা জলচর গ্রাহ হইয়া পুরুষগণকে গ্রহণ করিবে; পরন্ত শতবৎসর পূর্ণ হইলে এক পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া স্থলে উত্তোলন করিবে; তখন তোমরা পুনর্ব্বার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবে। আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না; আমি পূর্ব্বে কখন পরিহাস-স্থলেও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তোমরা মুক্ত হইলে তদবধি সেই সকল তীর্থ নারীতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়া সাধুজনগণের পাবন ও পুণ্যজনক হইবে।

বর্গা কহিল, অনন্তর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সুদুঃখিতচিত্তে সেই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, যে মহাপুরুষ আমাদিগের স্বরূপ সম্পাদন করিবেন, কোন্ স্থানে অল্পকালের মধ্যে সেই মহাপুরুষের সহিত সমাগম হইতে পারে! হে ভারত! আমরা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কালমধ্যে মহাভাগ দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলাম। হে পার্থ! আমরা অমিতদ্যুতি দেবর্ষিকে অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান থাকিলাম। তিনি আমাদিগকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ-সমুদ্রে জলময়-প্রায় স্থানে পুণ্য রমণীয় পঞ্চ তীর্থ আছে; তোমরা সেই স্থানে গমন কর, বিলম্ব করিও না। সেই স্থলে শুদ্ধাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। হে বীর! আমরা সকলে সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলাম। হে অনঘ! এক্ষণে সত্যই তোমা-হইতে মোচিত হইলাম। আমার সেই সখীচতুষ্টয়ও এইরূপ অন্য সলিল-মধ্যে আছে; হে বীর! তুমি এইরূপে তাহাদিগের সকলকে মুক্ত করিয়া শুভ কর্ম্মের ফলভোগী হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপাল! অনন্তর

বীর্য্যবান্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন প্রফুল্লহৃদয়ে তাহাদিগের সকলকেই সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। হে রাজন্! অপ্সরোগণ সেই সলিল হইতে উত্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব অপূর্ব্ব শরীর প্রাপ্তি-পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। এইরূপে অর্জ্জুন সেই পঞ্চ তীর্থ সংশোধন-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার মণিপূরে গমন করিলেন। হে রাজন্! তখন, তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ব্ভে উৎপন্ন বভ্রুবাহন নামে পুত্র তথায় রাজা হইয়াছিলেন। পার্থ চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া তথা হইতে গোকর্ণাভিমুখে গমন করিলেন।

অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্বে অষ্টাদশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অমিতবিক্রম অর্জ্জুন পশ্চিম-প্রদেশে যে সকল পুণ্যস্থান ও তীর্থ আছে, ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায় স্থানেই গমন করিলেন। এবং পশ্চিম-সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, তথায় ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। মধুসূদন মাধব শ্রবণ করিলেন যে রমণীয় সুপুণ্য প্রভাস তীর্থে অজেয় সখা বীভৎসু উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সমাগত হইলেন। সেই প্রভাসে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রিয়সখাদ্বয় ঋষি নর ও নারায়ণ-স্বরূপ কৃষ্ণ ও পাণ্ডব উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি কি নিমিত্তে এই সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছ? অর্জ্জুন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। প্রভু বার্ষ্ণেয় তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইহা বিহিতই হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে প্রভাসে যথাভিলাষ বিহার করিয়া বাসের নিমিত্ত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে পরিচারকগণ সেই মহীধর মণ্ডিত করিয়া তথায় বিবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অর্জ্জুন বাসুদেবের সহিত তথায় ভোজনাদি করিয়া নট ও নর্ত্তকগণের নৃত্যাদি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে মহামতি পাণ্ডব তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় করিয়া সুসংস্কৃত দিব্য শয়নে শয়ন করিলেন। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সেই শুভ শয্যায় শয়ান হইয়া কৃষ্ণের নিকট নানাবিধ নদী পল্বল পর্ব্বত অরণ্য-প্রভৃতির বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! তিনি এবম্বিধ বিবিধ কথা কহিতে কহিতে সেই স্বর্গতুল্য শয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরে বিভাবরীর অবসানে মধুর গীত, স্তুতিপাঠ ও বীণাশব্দে প্রবোধ্যমান হইয়া উত্থিত হইলেন; এবং নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক যাদবগণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চনময় রথে দ্বারকায় গমন করিলেন। হে জনমেজয়! কুন্তীনন্দনের গৌরবের নিমিত্তে দ্বারকা পুরীর রাজপথ, উদ্যান ও গৃহপ্রভৃতি সমস্ত স্থলই অলঙ্কৃত হইয়াছিল। দ্বারকাবাসী শত সহস্র ব্যক্তি অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্তে ত্বরান্বিত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব-দর্শনের নিমিত্তে শত সহস্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষ ও নারীসমূহের মহাসমবায় হইল। অর্জ্জুন ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণ-কর্ত্তৃক যথোপযোগ্য সংকৃত হইলেন; নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন; এবং তাঁহাদিগের নিকট অভিনন্দিত ও সমস্ত কুমারগণ-কর্ত্তৃক অভিবাদিত হইয়া সমবয়স্কগণকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। পরে কৃষ্ণের সহিত বিবিধ রত্ন ও ভোগ্য-সমাবৃত রমণীয় ভবনে বহু দিবস বাস করিলেন।

ঊনবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে অর্জ্জুন-বনবাসপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ২১৯॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম! অনন্তর কিয়দ্দিবস সেই রৈবতক পর্ব্বতে বৃষ্ণ্যন্ধকদিগের উৎসব হইতে লাগিল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় বীরগণ সেই গিরিসম্বন্ধীয় উৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! রৈবতক পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে উপত্যকা ও অধিত্যকা স্থান সকল রত্ন-নিচয়ালঙ্কৃত কল্পবৃক্ষ-সদৃশ কাম্য বস্তু-পরিপূর্ণ প্রাসাদ-সমূহে বিভূষিত হইল। বাদক, নর্ত্তক ও গায়কগণ বিবিধ বাদ্য, নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল। মহাবীর্য্য বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ অলঙ্কৃত হইয়া সুবর্ণময় যানদ্বারা ইতস্তত পরিভ্রমণ করত শোভা পাইতে লাগিল। শত সহস্র পৌর জন ভার্য্যা ও আনুযাত্রিক বর্গের সহিত নানাবিধ যানদ্বারা বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে ভারত! রেবতীর সহিত প্রভু হলধর মধুমত্ত হইয়া অনুগামী গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ সহস্র রমণীর সহিত বৃষ্ণিগণের রাজা প্রতাপবান্ উগ্রসেন অনুগামী গন্ধর্ব্বগণে সমাবৃত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমরদুর্ম্মদ শাম্ব ও রৌক্মিণেয় মধুমত্ত হইয়া দিব্য মাল্য ও বসন পরিধান-পূর্ব্বক দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দ্দিক্য, উদ্ধব ও অন্য অন্য অনেকেই পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিচরণ করত সেই মহোৎসবের শোভা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে সেই মনোহর মহাদ্ভুত কৌতূহল প্রবর্ত্তিত হইলে বাসুদেব ও পার্থ একত্র হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সখীগণে পরিবৃতা নানালঙ্কার-ভূষিতা শুভলক্ষণ-সম্পন্না বসুদেব-নন্দিনী সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন। অর্জ্জুন সেই সুকুমারী কুমারীকে অবলোকন করিয়াই মদনবাণে বিমোহিত হইলেন। হে ভারত! পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ তাঁহাকে সুভদ্রার প্রতি একাগ্রচিত্ত বুঝিতে পারিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, এ কি? অরণ্যচারী ব্যক্তির মন কন্দর্পে আলোড়িত হয়? হে পার্থ! এই কন্যা সারণের সহোদরা, আমারও ভগিনী; ইহার নাম সুভদ্রা। এই ললনাই আমার পিতার প্রিয় দুহিতা। যদি তোমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বল, আমি স্বয়ংই পিতার নিকট ইহা নিবেদন করি, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইতে পারে। অর্জ্জুন কহিলেন, বসুদেবের দুহিতা বাসুদেবের ভগিনী নিরুপম-রূপবতী এই কন্যা কোন্ ব্যক্তিকে মোহিত করিতে না পারে? তোমার ভগিনী এই সুভদ্রা যদি মদীয় মহিষী হয়, তাহা হইলে তোমাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমার শ্রেয়োবিধান হয়, সন্দেহ নাই। হে জনার্দ্দন! অধুনা কি উপায়ে সুভদ্রাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহা বল; যদি মনুষ্যের সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তাহা করিব। বাসুদেব কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ! ক্ষত্রিয়গণের স্বয়ম্বর বিবাহ বিহিত বটে, কিন্তু তাহা সংশয়ান্বিত হইতেছে; কারণ, স্ত্রীলোকের স্বভাব ও অন্তঃকরণ শৌর্য্য পাণ্ডিত্যাদির অনুবর্ত্তী নহে; তাহারা আপাত-রমণীয় পুরুষেই আসক্ত হয়। অতএব, শূর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা যে প্রশংসনীয় বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞগণ অনুমোদিত করিয়া থাকেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সেই বিধানানুসারে বলপূর্ব্বক এই শুভলক্ষণ-সম্পন্না মদীয় ভগিনীকে হরণ কর, স্বয়ম্বরে প্রয়োজন নাই; কারণ সুভদ্রার কিরূপ অভিপ্রায় তাহা কে জানে? অনন্তর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মরাজের নিকট শীঘ্রগামী দূত প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুভদ্রাহরণপর্ব্বে বিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২০॥

———

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অনুমতি আসিলে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় বাসুদেবের উপদেশানুসারে ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। তিনি খড়্গ কবচ গোধা অঙ্গুলি-ত্রাণ-প্রভৃতি ধারণ-পূর্ব্বক বদ্ধসন্নাহ হইয়া শৈব্য ও সুগ্রীব-নামক অশ্বযুক্ত, কিঙ্কিনী জালমালা-বিভূষিত, যথাবিধানে উপকল্পিত, সর্ব্বশস্ত্রোপপন্ন, প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য, কাঞ্চনময়, জলদসদৃশ গম্ভীর-রবকারী, ও বিপক্ষহর্ষবিলোপী রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়া-চ্ছলে গমন করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনা-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও দেবগণের পূজা করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে কামবাণ-পীড়িত কৌন্তেয় ধনঞ্জয় তদভিমুখে ধাব-মান হইয়া সহসা সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইলেন। পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুন এইরূপে শুচিস্মিতা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিয়া হির-ণ্ময় রথে স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। সৈনিকপুরুষেরা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া চিৎকার করিতে করিতে দ্বারকা নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে দেবসভা-সদৃশ সেই রাজসভায় উপ-স্থিত হইয়া সভাপাল-সমীপে অর্জ্জুনের বিক্রম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সভাপাল তাহাদিগের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃতা মহাঘোষা যুদ্ধোদ্যোগ-বোধিনী ভেরী-ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সেই ভেরী-নিনাদে ক্ষুব্ধ হইয়া অন্ন পান পরিত্যাগ করি-য়াও চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। সমিদ্ধ হুতাশন যেমন স্বীয় আধার ইন্ধন গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, পুরুষব্যাঘ্র মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ পরমোৎকৃষ্ট আস্তরণযুক্ত মণিবিদ্রুম-চিত্রিত প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ প্রভাশালী শত শত হিরণ্ময় সিংহাসনে সমুপবিষ্ট হইলেন। যেমন দেব-গণের সমাগম হয়, তাহার ন্যায়, তাঁহারা সকলে একত্র সমুপবিষ্ট হইলে অনুচর-বর্গের সহিত সভা-পাল তাঁহাদিগের নিকট অর্জ্জুনের কর্ম্মবৃত্তান্ত নিবে-দন করিল। মদরক্তলোচন অহঙ্কৃত বৃষ্ণিবীরগণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র অমর্ষভরে সিংহাসন হইতে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, শীঘ্র রথসজ্জা কর; কেহ কেহ বলিলেন, প্রাস আনয়ন কর; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, মহার্হ শরাসন ও বৃহৎ কবচ আনয়ন কর; কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সারথিকে ডাকিয়া কহিলেন, শীঘ্র রথ যোজনা কর; কেহ কেহ বা ত্বরাহেতু স্বয়ংই স্বুবর্ণ-মণ্ডিত তুরঙ্গ লইয়া রথে যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন রথ কবচ ধ্বজ-প্রভৃতি আনয়নার্থে বীরগণের তুমুল কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল। অনন্তর বন-মালা-বিভূষিত কৈলাসশিখর-সদৃশ নীলাম্বর-পরি-ধায়ী মদোৎসিক্ত মদমত্ত বলরাম কহিলেন, জনার্দ্দন কোন কথা না কহিতেই তোমরা এ কি বুদ্ধি করি-তেছ! ইহাঁর অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়াই ক্রোধভরে বৃথা গর্জ্জন করিতেছ! এই মহামতি কৃষ্ণ প্রথমত স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন; পরে তাহা জ্ঞাত হইয়া তোমরা ত্বরা-পূর্ব্বক তাহাই সম্পাদন করিবে। অন-ন্তর সকলে ধীমান্ হলায়ুধের সেই গ্রহণযোগ্য বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পুরঃসর তুষ্ণী অব-লম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হই-লেন। তখন পরন্তপ রাম বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! তুমি কি নিমিত্তে কিছু বলিতেছ না? কি জন্য উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিতেছ? অচ্যুত! তোমার নিমিত্তেই আমরা সকলে সেই পৃথানন্দনকে সুসৎকৃত করিয়াছিলাম। সেই দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গার তাদৃশ সৎকারের যোগ্যপাত্র নহে; যে ব্যক্তি আপনাকে সৎকুলজাত বলিয়া পরিচয় দেয়, সে কখন অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্নপাত্র ভগ্ন করিতে পারে না। যদিও এরূপ বৈবা-

হিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তথাপি ঐশ্বর্য্যাভিলাষী কোন ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া ঈদৃশ সাহসিক কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয় না। সেই পাণ্ডব আমাদিগের অবজ্ঞা, ও তোমাকে অনাদর করিয়া অদ্য সহসা আপনার মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে; গোবিন্দ! সে আমার মস্তকোপরি পাদার্পণ করিয়াছে; অতএব ভুজঙ্গ যেমন অন্যের পাদস্পর্শ সহ্য করে না, তাহার ন্যায় আমি ইহা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। অদ্য আমি একাকীই এই পৃথিবী কৌরবশূন্যা করিব; আমি কোন মতেই অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম সহ্য করিব না। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ সকলেই মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গর্জ্জনশীল সেই বলদেবের ঐ বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন।

একবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে সুভদ্রাহরণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ ২২১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বৃষ্ণিগণ স্ব স্ব বীর্য্য-অনুসারে পুনঃপুন এইরূপ কহিলে, বাসুদেব ধর্ম্মার্থপুরস্কৃত বচনে কহিতে লাগিলেন, অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের কুলের অবমান করা হয় নাই; প্রত্যুত তিনি আমাদিগের সমধিক সম্মানবৃদ্ধিই করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অবগত আছেন যে আমরা অর্থলুব্ধ নহি, এজন্য অর্থ দান করিয়া পরিণয়ের চেষ্টা করেন নাই; এবং স্বয়ম্বর সংশয়াস্পদ, সুতরাং তাহাতেও যত্নবান্ হন নাই। পশুর ন্যায় কোন ক্ষত্রিয়, কন্যা দান করা অনুমোদন করেন না, এবং কন্যা বিক্রয় করাও কোন মনুষ্যের অনুমত হয় না। আমার বোধ হয়, কৌন্তেয় অর্জ্জুন এই সকল দোষ পর্য্যালোচনা করিয়াই ধর্ম্মানুসারে সহসা কন্যা হরণ করিয়াছেন। এবং সুভদ্রা যাদৃশ যশস্বিনী, পার্থও তাদৃশ গুণসম্পন্ন, সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য নহে; ইহাও তিনি বিবেচনা করিয়া বল-পূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়াছেন। অপিচ, ভরতবংশীয় যশস্বী শান্তনুনন্দন কুন্তিভোজ-দৌহিত্র সেই অর্জ্জুনকে কোন্ ব্যক্তি মিত্রভাবে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ না করে? বিশেষত এই ত্রিলোকীমধ্যে ভগনেত্রহর বিরূপাক্ষ মহাদেব ব্যতীত এমত ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, যিনি সংগ্রাম-ভূমিতে বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পরাভূত করিতে পারেন। হে আর্য্য! তাঁহার সেই রথ, আমার সেই সমস্ত অশ্ব, এবং তিনি স্বয়ং তাদৃশ যোদ্ধা ও সেইরূপ শীঘ্রাস্ত্র, ইহাতে ইন্দ্রলোক রুদ্রলোক-প্রভৃতি যে সমস্ত লোক আছে, তাহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে যে তোমরা শীঘ্র ধাবমান হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত কর। যদি তিনি বলপূর্ব্বক তোমাদিগের সকলকে পরাভূত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদিগের যশ সদ্যই বিলুপ্ত হইবে; সান্ত্বনা করিলে তোমাদিগের পরাজয় হইবে না।

হে জনাধিপ! যাদবগণ বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। প্রভাবশালী অর্জ্জুন বৃষ্ণিগণ-কর্তৃক সমাদৃত হইয়া দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া তথায় অভিলাষানুসারে নানাবিধ বিহার করত সংবৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুষ্কর তীর্থে গমন-পূর্ব্বক অবশিষ্ট কাল অতিবাহন করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি বিনয়-পূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে গমন করিলেন। দ্রৌপদী প্রণয়কোপে তাঁহাকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আর এখানে কেন? যেখানে সাত্বত-নন্দিনী আছেন, তথায় গমন কর; রজ্জুদ্বারা বদ্ধ বস্তুরাশির উপর আর একটি দৃঢ়তর বন্ধন প্রদান করিলে পূর্ব্ব বন্ধন অব-

শ্যই শ্লথ হইয়া পড়ে, এইক্ষণে তুমি নূতন প্রেম পাশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছ; সুতরাং পূর্ব্বকৃত মদীয় প্রেমপাশের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ধনঞ্জয় দ্রৌপদীকে এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া পুনঃপুন সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ও বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি রক্তকৌশেয়-বসনা সুভদ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক তাঁহার গোপিনী-বেশ করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। বীরপত্নী যশস্বিনী বিশাল-তাম্র-নয়না সেই বরাঙ্গনা ঐ বেশে সমধিক শোভমানা হইয়া পরমোৎকৃষ্ট ভবনে উপস্থিতি-পূর্ব্বক প্রথমত কল্যাণী কুন্তীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার পদ-বন্দনা করিলেন। কুন্তী পরমপ্রীতা হইয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী নব বধূ সুভদ্রার মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক অতুল আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর পূর্ণেন্দু-সদৃশা-ননা সুভদ্রা ত্বরা-পূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ও কহিলেন, আমি আপনার দাসী আসিয়াছি। কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ প্রত্যু-খানপূর্ব্বক মাধব-ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। সুভদ্রা তখন প্রমুদিত-হৃদয়ে, তথাস্তু, এই কথা কহিলেন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহারথ পাণ্ডবগণ ও কুন্তী পরম প্রীতি-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। শত্রুসন্তাপজনক বিশুদ্ধাত্মা পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ যখন শুনিলেন যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন-পূর্ব্বক রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন, তখন তিনি বহুসংখ্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহারথ বীর সৈন্য-সমূহে সুরক্ষিত, ভ্রাতা ও পুত্রগণে পরিবৃত এবং শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে সমবেত হইয়া বলভদ্রের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। এবং ধীমান্ মহাকীর্ত্তিমান্ দানশীল অক্রূর, বৃষ্ণি-সেনাপতি মহাতেজস্বী অরিন্দম অনাধৃষ্টি, অতিযশস্বী উদ্ধব, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি মহানুভব সত্যক, সাত্যকি, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, শঙ্কু, চারুদেষ্ণ, বিক্রমশীল ঝিল্লী, বিপৃথু, সারণ ও মহাবাহু কৃতবিদ্য গদ, ইহাঁরা এবং আর আর বৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধক অনেকেই বহুপরিমিত যৌতুক লইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। রাজা যুধি-ষ্ঠির, মাধব আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্তে নকুল ও সহ-দেবকে প্রেরণ করিলেন। মহাসমৃদ্ধিমান্ বৃষ্ণিদল ঐ পুরুষদ্বয়-কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ বণিক্-সমূহে উপশোভিত ঐ নগর স্থানে স্থানে পুষ্পময় মাল্যদামে অলঙ্কৃত, দহ্যমান সুগন্ধি অগুরু-সৌরভে সুবাসিত, পবিত্র-গন্ধ সুশীতল চন্দন-রসে নিষেবিত ও তত্রত্য রাজপথ সকল সুমার্জ্জিত, সিক্ত ও ধ্বজ পতাকা শ্রেণীতে-সুশোভিত ছিল। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণে পরিবৃত পুরুষোত্তম মহা-বাহু কেশব রামের সহিত ঐ নগরে উপনীত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও পুরবাসিগণ-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন; অনন্তর পুরন্দর-পুর-সদৃশ রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধানে বলদেবের অভ্যর্থনা করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ প্রীতমনে বিনয়-পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া পুরুষ-শ্রেষ্ঠ ভীমকে যথাবিধানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যুধি-ষ্ঠির সেই সমস্ত বৃষ্ণি ও অন্ধকগণকে যথাবিধি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় অভিবাদন, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সম-বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার, ও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রণয়সম্ভাষণে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; এবং কোন কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক অভিবাদিত হইলেন। মহাযশস্বী শ্রীমান্ কমললোচন কৃষ্ণ বৈবাহিক-রীতিক্রমে বর ও বর-পক্ষীয়গণকে উত্তম উত্তম ধন প্রদান করিলেন, এবং সুভদ্রাকে জ্ঞাতিদেয় যৌ-তুক-স্বরূপ বহু ধন দিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে

সুশিক্ষিত নিপুণ সারথির সহিত অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত কিঙ্কিণী-জালমালা-বিভূষিত হিরণ্ময় সহস্র রথ, মথুরা-প্রদেশীয় তেজস্বী বহু-দুগ্ধপ্রদ অযুত গো, চন্দ্রতুল্য-বর্ণ বিশুদ্ধ হেমভূষিত সহস্র ঘোটকী, কৃষ্ণ-কেশরযুক্ত শ্বেতবর্ণ বায়ুসম-দ্রুতগামী সুশিক্ষিত সহস্র-সংখ্য অশ্বতরী, স্নানপানোৎসবে প্রয়োগ-নিপুণা পরিচর্য্যা-বিষয়ে দক্ষা বয়ঃস্থা গৌরবর্ণা সুবেশা অরোগিণী সুকান্তিমতী সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা কণ্ঠদেশে শত সুবর্ণ সুশোভিতা সহস্র পরিচারিণী, বাহ্লিক-দেশীয় পৃষ্ঠবাহ শত সহস্র অশ্ব, নানাবিধ মহার্হ বস্ত্র ও কম্বল-প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী প্রীতমনে প্রদান করিলেন। এবং সুভদ্রাকে মনুষ্যের বহনীয় দশভার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার অগ্নিবর্ণ উৎকৃষ্ট সুবর্ণ যৌতুক-স্বরূপ দিলেন। হলধর রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিবাহোপলক্ষে সম্বন্ধের গৌরব-বৃদ্ধি নিমিত্তে ত্রিবিধমদ-স্রাবকারী, গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, সাহসপ্রিয়, সমরে অনিবর্ত্তী, হেমমালা-বিভূষিত, নিনাদপটু-ঘণ্টাবলম্বিত, উপবেশন-পর্য্যঙ্কযুক্ত, মনোহর, নানাবিধ, সহস্র মাতঙ্গ হস্তিপকের সহিত ধনঞ্জয়কে প্রদান করিলেন। বস্ত্র কম্বলাদিরূপ-ফেনযুক্ত, মহাগজরূপ-মহাগ্রাহাকুলিত ও পতাকারূপ-শৈবালকুলে সমাকুল সেই মহাধনরত্নসমূহ-রূপ জলপ্রবাহ বিস্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুসাগরে প্রবেশ করিয়া পরিপূর্ণ করাতে তাহা শত্রুগণের শোকাবহ হইয়া উঠিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎসমুদয় গ্রহণ-পূর্ব্বক বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের মহারথগণকে সুসৎকৃত করিলেন। অনন্তর পুণ্যশীল ব্যক্তিরা যেমন দেবলোকে বিহার করে, তাহার ন্যায় মহাত্মা কুরু, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ তথায় সমেত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রীতি অনুসারে তথায় নানা স্থানে মহাযানদ্বারা ভ্রমণ ও করতলধ্বনির সহিত নৃত্যগীতাদির মহাধ্বনি করত যথোপযুক্ত বিহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহারথ অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ সেই নগরে বহু দিবস বিহার করিয়া পরিশেষে কৌরবগণের নিকট পূজিত হইয়া তদ্দত্ত নির্ম্মল রত্নসমূহ গ্রহণ-পুরঃসর রামকে অগ্রে করিয়া দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। হে ভারত! মহাযশস্বী মহানুভাব বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত সেই রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেই থাকিলেন; এবং তাঁহার সহিত যমুনাতীরে মৃগ বরাহ বিদ্ধ করিয়া মৃগয়া-বিহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শচী যেমন বিখ্যাত জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়ভগিনী কল্যাণী সুভদ্রা দীর্ঘবাহু বিশাল-বক্ষঃস্থল বৃষভনেত্র নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম বীর অভিমন্যুকে প্রসব করিলেন। সেই শত্রুমর্দ্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন-তনয় অভী অর্থাৎ নির্ভয়চিত্ত ও মন্যুযুক্ত হইয়াছিলেন; এজন্য সকলে তাঁহাকে অভিমন্যু কহিত। যজ্ঞস্থলে নির্ম্মথনদ্বারা শমীগর্ভ হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সাত্বতীগর্ভে ধনঞ্জয় হইতে সেই অতিরথ অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভারত! সেই কুমার জন্মিবামাত্র মহাতেজস্বী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে অযুত ধেনু ও অযুত নিষ্ক দান করিলেন। চন্দ্র যেমন সমস্ত প্রজাগণের প্রিয়, তাহার ন্যায় অভিমন্যু বাল্যাবস্থা অবধি পিতা, পিতৃব্যগণ ও বাসুদেবের প্রিয়পাত্র হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহার জাতকর্ম্ম-প্রভৃতি সমুদায় শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই অসাধারণ বালক শুক্লপক্ষীয় শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ অরিন্দম অভিমন্যু অর্জ্জুনের নিকট আদান, সন্ধান, মোক্ষণ, বিনিবর্ত্তন, স্থান, মুষ্টি, প্রয়োগ, প্রতিকার, মণ্ডল ও রহস্য, এই দশাঙ্গবিশিষ্ট এবং মন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত, এই চতুষ্পাদযুক্ত দিব্য ও মানুষ সমুদায় ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিলেন। মহাবল অর্জ্জুন তাঁহাকে অস্ত্রবিজ্ঞান ও সৌষ্ঠব এবং উৎসর্পণ প্রসর্পণ-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াবিষয়ে বিশেষরূপে শিক্ষা দিলেন। তিনি শাস্ত্রবিষয়ে ও প্রয়োগানুষ্ঠানে তাঁহাকে আত্ম-সদৃশ করিলেন; এবং

তাঁহাকে পরপরাভব গুণোপেত, সর্ব্বলক্ষণ-লক্ষিত, দুর্দ্ধর্ষ, ঋষভস্কন্ধ, বিস্তৃতানন ভুজঙ্গ-সদৃশ, সিংহদর্প, মহাধনুর্দ্ধর, মত্তমাতঙ্গতুল্য-বিক্রম, মেঘ ও দুন্দুভি-সদৃশ নির্ঘোষকারী, পূর্ণচন্দ্রানন এবং শৌর্য্য, বীর্য্য, আকৃতি ও কৃতিবিষয়ে কৃষ্ণ-সদৃশ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। দেবরাজ যেমন অর্জ্জুনকে দেখেন, সেইরূপ অর্জ্জুন ঐ তনয়কে দেখিতেন।

শুভলক্ষণা পাঞ্চালীও পঞ্চ পতি হইতে পঞ্চ পর্ব্বত-সদৃশ বীর শ্রেষ্ঠ পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক, ও সহদেব হইতে শ্রুতসেন, এই পঞ্চ মহারথ বীর সন্তান প্রসব করিলেন। যুধিষ্ঠির-তনয় বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় পরপ্রহার-সহনক্ষম হইবেন, ইহা শাস্ত্রত জানিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নাম প্রতিবিন্ধ্য রাখিলেন। সহস্র সোমযাগ সম্পাদনের পর ভীমসেন হইতে সোমার্ক-সদৃশ তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর সুত উৎপন্ন হওয়াতে তাহার নাম সুতসোম হইল। কিরীটী অনেক শ্রুত কর্ম্ম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাঁহার ঐ পুত্র জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্তে তাহার নাম শ্রুতকর্ম্মা হইল। কুরুবংশে কীর্ত্তিবর্দ্ধন শতানীক নামে মহাত্মা এক রাজর্ষি ছিলেন, নকুল ঐ রাজার নামানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম শতানীক রাখিলেন। এবং সহদেব হইতে দ্রৌপদীর যে পুত্র জন্মিল, ঐ পুত্র কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে, সেনাপতি কার্ত্তিকেয় কৃত্তিকার সন্তান ছিলেন, এই জন্য সহদেবের পুত্রের নাম শ্রুতসেন হইল। হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী-কুমারেরা প্রত্যেকে এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী ও যশস্বী হইয়াছিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধানে তাঁহাদিগের জাতকর্ম্ম চূড়া উপনয়ন-প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিকক্রমে সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সুচরিত বালকগণ বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট সমস্ত দিব্য ও মানুষ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিলেন। হে রাজশার্দ্দূল! পাণ্ডবগণ দেবকুমার-সদৃশ সেই সমস্ত পৃথুলবক্ষঃস্থল মহারথ কুমারগণকে লাভ করিয়া প্রীত হইলেন।

দ্বাবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে যৌতুকাহরণপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনু-তনয় ভীষ্মের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। আত্মা যেমন পুণ্য-লক্ষণ-সম্পন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া সুখে অবস্থিতি করেন, তাহার ন্যায় সমস্ত প্রজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলম্বন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। নীতিমান্ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গকে আত্মসম বন্ধুর ন্যায় পরস্পর অপ্রতিবন্ধে সেবা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাঁরা দেহ ধারণ করিয়া যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির যেন তাঁহাদিগেরই অন্য এক জন চতুর্থরূপে গণিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজাগণ ঐ রাজাকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন-শীল, মহাযজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও সমস্ত পুণ্যলোকের রক্ষা-কর্ত্তা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য সময়ে রাজগণের লক্ষ্মী অচলা, মতি পরব্রহ্মনিষ্ঠা এবং ধর্ম্ম অশেষরূপে বর্দ্ধমান হইয়াছিল। যেমন প্রযুজ্যমান চতুর্ব্বেদদ্বারা বিস্তৃত মহাযজ্ঞ শোভা পায়, তাহার ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়দ্বারা সমধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন দেবগণ প্রজাপতিকে পরিবৃত করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় ধৌম্য-প্রভৃতি বৃহস্পতি-সদৃশ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া উপাসনা করিতেন। পূর্ণশশধর-সদৃশ নির্ম্মল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রজাদিগের নয়ন ও মন উভয়ই তুল্য-

রূপে অনুরক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়াই যে তাঁহাতে অনুরক্ত ছিল, এমত নহে, পরন্তু যে কার্য্যে প্রজাদিগের চিত্ত সন্তোষ হয়, তিনি সেই কার্য্যেই রত হইতেন। সেই ধীমান্ পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ প্রিয়ভাষী ছিলেন; তাঁহার বাক্য কখন অসত্য, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসহ্য বা অপ্রিয় হইত না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সুমহাতেজস্বী আপনার ও অন্য সমস্ত লোকের হিতসাধনে সমভাবে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণও স্ব স্ব তেজোবলে ভূপালগণকে তাপিত করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া প্রমুদিতচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ! সম্প্রতি গ্রীষ্ম সময় উপস্থিত হইয়াছে, যদি তোমার মত হয়, তবে চল আমরা যমুনাতীরে গমন করি। হে জনার্দ্দন! আমরা সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে বিহার-পূর্ব্বক সায়ংকালে পুনঃ প্রত্যাগমন করিব। কৃষ্ণ কহিলেন, কুন্তীনন্দন! আমারও ইচ্ছা হইতেছে যে আমরা সুহৃদ্গণের সহিত যথাসুখে যমুনাতীরে বিহার করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ পরস্পর এইরূপ কথোপকথন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-রাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সুহৃজ্জনের সহিত গমন করিলেন। তাঁহারা নানাদ্রুমসমাকুল, পুর-ন্দর-পুর-সদৃশ, বিবিধ গৃহ-বিরাজিত, সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়যুক্ত, মহামূল্য নানাবিধ গন্ধ মাল্যে সু-শোভিত উৎকৃষ্ট বিহার-স্থানে উপস্থিত হইলেন। এবং বিবিধ উৎকৃষ্ট রত্ন নিকরে অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে অবিলম্বেই প্রবেশ করিলেন। সমভিব্যাহারী জনগণ যথাসুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। এবং পীন-পয়োধরা পৃথু-নিতম্বিনী প্রমদ-গামিনী প্রমদাগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আদেশানুসারে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে, কেহ কেহ গৃহে প্রীতিপূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিল। মহারাজ! তখন দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদমত্তা হইয়া সেই সমস্ত স্ত্রীগণকে বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। কোন কোন কামিনী আনন্দিত-মনে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন সীমন্তিনী হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল; কেহ কেহ উৎকৃষ্ট সুরা-পান করিল; কেহ কেহ পরস্পর প্রহার ও রোদন করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্য মন্ত্রণা করিতে থাকিল; ফলত, যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই বন বেণু বীণা মৃদঙ্গপ্রভৃতির মনোজ্ঞ নিনাদে পরিপূরিত হইয়া মহাসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

হে মহারাজ! এইরূপে মহামহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইলে মহাত্মা পরপুরঞ্জয় ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সমীপস্থ এক মনোহর স্থানে গমন করিয়া মহার্হ আসনে উপ-বিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সেই স্থলে অতীত-বিক্রম-বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ বৃত্তান্ত কথোপকথন-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যেমন দেব-লোকে অশ্বিনীকুমার যুগল একত্র সমাসীন থাকেন, তাহার ন্যায় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় প্রমুদিত-চিত্তে সেই স্থলে সমুপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে বৃহৎশাল বৃক্ষ-সদৃশ দীর্ঘ, তপ্তকাঞ্চন-প্রভ, হরিৎ ও পিঙ্গল-বর্ণ উজ্জ্বল-শ্মশ্রুধারী, দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে উপযুক্ত-প্রমাণসম্পন্ন, তরুণাদিত্য-তুল্য, পদ্মপত্রানন, তেজঃ-প্রদীপ্ত পিঙ্গল-বর্ণ, জটাধারী, চীরাম্বর-পরিধায়ী এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা অলোক-সামান্য তেজঃপুঞ্জেদীপ্যমান সেই দ্বিজোত্তমকে সমীপবর্ত্তী দেখিবা মাত্র আসন হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

খাণ্ডব-দাহ পর্ব্বে ত্রয়োবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে সমস্ত লোকের মধ্যে

প্রধান বীর, এই খাণ্ডবপ্রস্থ-সমীপে অবস্থিতি করিতেছ; আমি বহুভোক্তা ব্রাহ্মণ, সর্ব্বদা অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকি; এক্ষণে তোমাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতেছি, তোমরা ভোজন প্রদান করিয়া আমার নিরতিশয় তৃপ্তি সম্পাদন কর। বীর অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কিরূপ অন্ন ভোজন করিলে আপনার পরিতৃপ্তি হইবে, আজ্ঞা করুন; আমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতেছি। তাঁহারা কিরূপ অন্ন প্রস্তুত করিবেন, এই বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ-রূপী ভগবান্ কহিলেন, আমি তাদৃশ অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি নাই, আমি পাবক; যে অন্ন আমার উপযুক্ত হইতে পারে, তাহাই তোমরা প্রদান কর। দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা এই খাণ্ডব-নামক মহারণ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য আমি ইহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হই না; ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে ভুজঙ্গ অনুচরবর্গের সহিত নিরন্তর এই অরণ্যে বাস করে, তন্নিমিত্তেই সেই বজ্রপাণি সর্ব্ব প্রযত্নে ইহা রক্ষা করেন। আনুষঙ্গিক অনেকানেক প্রাণী এই স্থলে সুরক্ষিত হয়; আমি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছু হইয়াও দেবরাজের তেজে কৃতকার্য্য হইতে পারি না। তিনি আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই বারিধরের বারিধারাদ্বারা অভিষিক্ত করেন, এজন্য অভীপ্সিত খাণ্ডব দাব-দিধক্ষু হইয়াও দগ্ধ করিতে সমর্থ হই না। তোমরা উভয়েই অস্ত্র-বিদ্যাবিশারদ; তোমরা আমার সহায়তা করিলে আমি এই খাণ্ডব দাব দাহ করিতে পারি; তাহা হইলেই আমার উত্তম ভোজন হয়; তোমাদিগের নিকট এই অন্ন আমার প্রার্থনীয়। খাণ্ডব-দাহ-কালে যে সকল জীব ইতস্তত পলায়নে উদ্যত হইবে, তাহাদিগকে ও জলধরের জলধারা সকল তোমরা অস্ত্রবিদ্যা-বলে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্তে মহেন্দ্রের পরিরক্ষিত নানা প্রাণিসমাকুল খাণ্ডবারণ্য দহন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন? তিনি কুপিত হইয়া যে খাণ্ডবদাহ করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ থাকিবে; হে ব্রহ্মন্! আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্তার-রূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; অতএব যে কারণে সেই খাণ্ডব-দাহ হইয়াছিল, তাহা আপনি বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! খাণ্ডবদাহবিষয়ে ঋষি-সম্মত পৌরাণিক কথা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! পুরাণে শ্রুত আছে, পূর্ব্বকালে বলবিক্রম-সম্পন্ন মহেন্দ্রসদৃশ শ্বেতকি নামে বিখ্যাত এক ভূপতি ছিলেন। তাঁহার সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন, দাতা ও যাগশীল অন্য কেহ ছিল না। তিনি ভূরি ভূরি দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক জ্যোতিষ্টোম-প্রভৃতি ক্রতু ও দেবযজ্ঞ-প্রভৃতি পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তাঁহার বুদ্ধি নিরন্তর কেবল ক্রিয়ারম্ভ, সত্র ও বিবিধ দানব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল না। ধীমান্ অবনীপতি ঋত্বিগ্‌গণের সহিত সুদীর্ঘকাল যাগানুষ্ঠান করাতে ঋত্বিগ্‌গণ ধূম-ব্যাকুলিত-লোচন ও খিন্ন হইয়া সেই নরাধিপকে পরিত্যাগ করিলেন। মহীপতি পুনঃপুন প্ররোচন বাক্যে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষুর বৈকল্য হওয়াতে তাঁহারা আর সেই যজ্ঞে আসিতে স্বীকার করিলেন না। অনন্তর ভূপাল সেই সমস্ত পুরোহিতগণের আদেশ-ক্রমে অন্য পুরোহিত আনাইয়া সেই সমারব্ধ সত্র সমাপন করিলেন। কিছু কাল অতিবাহিত হইলে মহীপাল একদা শত বর্ষ-সাধ্য যাগ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিলেন; পরন্তু তাঁহার পুরোহিতগণ তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত হইলেন না। মহাযশস্বী মহীপতি নিরালস্য হইয়া সুহৃজ্জনের সহিত মহাযত্ন-পূর্ব্বক প্রণিপাত, সান্ত্বনা ও দানদ্বারা ভূয়োভূয় পুরোহিতগণের অনুনয় করিতে লাগি-

লেন; কিন্তু অমিততেজস্বী পুরোহিতেরা কোন ক্রমে তাঁহার মনোরথ পূরণ করিলেন না। তখন রাজর্ষি কোপাবিষ্ট হইয়া আশ্রমস্থিত সেই বিপ্রদিগকে কহিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণ! যদি আমি পতিত হই বা নিয়ত আপনাদিগের শুশ্রূষা-পরায়ণ না থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিন্দিত হইব, এবং তাহা হইলে আপনারা তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমি যখন পতিত কি আপনাদিগের প্রতি অননুরক্ত নহি, তখন অন্যায়-পূর্ব্বক আমাকে পরিত্যাগ বা আমার উদ্যত ক্রতু-শ্রদ্ধার ব্যাঘাত করা আপনাদিগের উপযুক্ত কর্ম্ম হয় না; আমি আপনাদিগের শরণাপন্নই হইতেছি; অতএব আপনারা প্রসন্ন হউন। হে দ্বিজোত্তমগণ! যদি আপনারা বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অগত্যা আমি যাজ্য কার্য্যের নিমিত্তে অন্য পুরোহিতের নিকট গমন করিব; এবং স্বীয় কার্য্য সাধনের নিমিত্তে সান্ত্ব বাক্য ও দানাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া আমার অনুষ্ঠেয় কার্য্য তাঁহাদিগের নিকট প্রকৃতরূপে ব্যক্ত করত অভিলাষ সিদ্ধ করিব। রাজা এই বাক্য বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। অনন্তর পুরোহিতেরা যখন জানেন যে আপনারা সেই পরন্তপ ভূপতির যাজন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না, তখন তাঁহারা কুপিতচিত্তে নৃপসত্তমকে কহিলেন, হে পার্থিবোত্তম! নিরন্তর তোমার দৈব কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, আমরা নিয়ত কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, তুমিও বুদ্ধি-বৈকল্য-প্রযুক্ত ত্বরাযুক্ত হইয়াছ; অতএব এই সকল শ্রমাতুর পুরোহিত পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরোহিত অবলম্বন করা তোমার উচিত। তুমি রুদ্রের নিকট গমন কর; তিনিই তোমার যাজন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। ভূপতি শ্বেতকি তাঁহাদিগের এইরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; অনন্তর কৈলাস-পর্ব্বতে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তিনি সেই স্থলে নিয়মযুক্ত, ব্রতপরায়ণ ও উপবাস-রত হইয়া সুদীর্ঘ কাল মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন; এবং কিছু কাল কখন দ্বাদশ মুহূর্ত্তে কখন ষোড়শ মুহূর্ত্তে ফল মূল মাত্র ভক্ষণ করিতেন। তিনি ছয় মাস সুসমাহিত, ঊর্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষ হইয়া অচল স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। হে ভারত! ভগবান্ শঙ্কর ঐরূপে মহাতপস্যা-নিরত সেই নৃপশার্দ্দূলের তপস্যার পরম প্রীত হইয়া তাঁহার দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, হে পরন্তপ নরশার্দ্দূল! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজর্ষি শ্বেতকি অমিত-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরেশ্বর! হে দেবদেবেশ! সর্ব্ব লোকের নমস্য ভগবান্ আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য্য করুন। ভগবান্ রুদ্র রাজার এই কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রীত হইয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, রাজন্! এই যাজন কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে আমাদিগের অধিকার নাই; কিন্তু তুমি যাজনরূপ বরের অভিলাষেই কঠোর তপস্যা করিয়াছ। অতএব হে পরন্তপ নৃপ! আমি এই নিয়মে তোমার যাজন করিতে পারি, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন আজ্যধারায় হুতাশনকে সন্তর্পিত করিতে পার; তাহা হইলে, যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রাপ্ত হইবে। অবনীপতি শ্বেতকি শূলপাণি রুদ্রের এবম্বিধ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তদুক্ত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তখন তিনি পুনর্ব্বার লোকভাবন ভগবান্ ভূতপতির সমীপে উপনীত হইলেন। শঙ্কর তাঁহাকে দেখিয়াই পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার

স্বীয় কার্য্যে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু হে পরন্তপ! যাজন কার্য্য ব্রাহ্মণদিগের পক্ষেই বিধি-দৃষ্ট হইতেছে; এই নিমিত্তে আমি স্বয়ং এইক্ষণে তোমার যাজন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না। পৃথিবীতে দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত মহাভাগ এক দ্বিজোত্তম আছেন; তিনি আমারই অংশ। সেই তেজস্বী মহর্ষি আমার নিয়োগানুসারে তোমার যাজ্য কার্য্য করিবেন; তুমি যজ্ঞ-সম্ভার আয়োজন কর। রাজা শ্বেতকি রুদ্রের আদেশানুসারে রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক যজ্ঞীয় সমুদায় দ্রব্য পুনর্ব্বার আহরণ করিলেন; এবং পুনর্ব্বার রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে প্রভো মহাদেব! আমি সমুদায় দ্রব্য ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, আমার প্রার্থনা যে আপনকার প্রসাদে কল্য আমার দীক্ষা হয়। ভগবান্ রুদ্র সেই মহাত্মা মহীপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ব্বাসাকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! এই মহাভাগ মহীপালের নাম শ্বেতকি; তুমি আমার নিয়োগানুসারে ইহাঁর যাজ্য কার্য্য কর। ঋষি তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মহীপতির অভিলাষানুরূপ যথাকথিত ভূরিদক্ষিণ সত্র সমারব্ধ হইল। হে রাজন্! অনন্তর মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে যে সকল মহাতেজস্বী মহাত্মা যাজক ও সদস্যগণ তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্ব্বাসার অনুজ্ঞানুসারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহাভাগ দুর্ব্বাসাও স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন।

মহারাজ! সেই মহাযজ্ঞে অপরিমিত হব্য-পানে ভগবান্ হুতাশনের বিকার উপস্থিত হইল। তিনি দিন দিন তেজোহীন হইতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গে গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে তেজোহীন হইতে দেখিয়া সর্ব্বলোক-পূজিত পবিত্র ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পরে সেই স্থলে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে জগৎপতে! অধুনা আমি তেজোবিহীন ও দুর্ব্বল হইয়াছি; আপনকার প্রসাদে স্বীয় পূর্ব্ব প্রকৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বলোক-বিধাতা ভগবান্ হুতাশনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি নিরন্তর দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছিন্ন বসু-ধারায় আহুত হব্য পান করিয়াছ; এই নিমিত্তে তোমার ঈদৃশ গ্লানি হইয়াছে। হে হব্যবাহন! তুমি তেজোবিহীন হইয়াছ বলিয়া সহসা দুঃখিত হইও না; তুমি স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। হে বিভাবসো! পূর্ব্ব কালে তুমি দেবগণের নিয়োগানুসারে দেবশত্রুগণের বাসস্থল সুদারুণ যে খাণ্ডব বন ভস্ম-সাৎ করিয়াছিলে, অধুনা সেই স্থানে বিবিধ প্রাণী বাস করিতেছে; তুমি তাহাদিগের মেদে পরিতৃপ্ত ও প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবে; অতএব সেই খাণ্ডব দহন করিবার নিমিত্তে শীঘ্র গমন কর, তাহা দগ্ধ করিলেই তোমার এই গ্লানি দূর হইবে।

হুতাশন পিতামহ-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে ধাবমান হইলেন; এবং ঘোরতর খাণ্ডব-গহনে অতিবেগে উপস্থিত হইয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক সহসা বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। খাণ্ডব-দাব-বাসী প্রাণি-সমস্ত সেই অরণ্য প্রদীপ্ত দেখিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। শত সহস্র করিগণ ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া করদ্বারা ঝটিতি বারি সংগ্রহ করিয়া সেচন করিতে লাগিল। এবং বহু শীর্ষ সর্পগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক বহু শীর্ষদ্বারা পাবকোপরি জল-রাশি প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। হে ভরতকুল-প্রদীপ! সেইরূপ অন্যান্য প্রাণিগণও ধূলিপ্রক্ষেপ শাখাপ্রহার-প্রভৃতি বিবিধ উপায়দ্বারা শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। হব্যবাহন খাণ্ডব বনে বারম্বার, এমন কি, সপ্ত বার প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপে প্রশমিত হওয়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গ্লানিযুক্ত হব্যবাহন খাণ্ডব-দাহ করণে হতাশ হইয়া ক্রোধাকুল-হৃদয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং যথান্যায়ে তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই ভগবান্ মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে অনঘ! আমি ইহার এক সদুপায় স্থির করিলাম, তাহাতে তুমি অদ্যই দেবরাজের সমক্ষে খাণ্ডবদাব দাহ করিতে পারিবে। হে বিভাবসো! নর নারায়ণ নামে সেই সনাতন দেবতাদ্বয় দেবকার্য্যের নিমিত্তে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; লোকে তাঁহাদিগকে অর্জ্জুন ও বাসুদেব বলিয়া জানে। এক্ষণে তাঁহারা উভয়েই খাণ্ডব-সমীপে একত্র অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি খাণ্ডব-দাহার্থে তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর; তাহা হইলে সেই বন সমস্ত দেবগণে রক্ষিত হইলেও দগ্ধ করিতে পারিবে। বাসুদেব ও অর্জ্জুন যত্নপূর্ব্বক দেবরাজ ও তত্রত্য প্রাণিবর্গকে প্রতিষেধ করিতে পারিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। হব্যবাহন ইহা শ্রবণ করিয়াই ত্বরাপূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে নৃপোত্তম! অগ্নি তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইয়া যাহা কহিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট বলিয়াছি। হে নৃপশার্দ্দূল! তদনন্তর অর্জ্জুন শতক্রতুর অনভিমতে খাণ্ডবদাব-দিধক্ষু হুতাশনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত বচনে কহিলেন, হে ভগবন্! আমার বহুসঙ্খ্য উত্তম দিব্যাস্ত্র আছে; তদ্দ্বারা আমি বজ্রধারী শত শত শতক্রতুর সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতে পারি; কিন্তু সমর-সময়ে আমার বেগ সর্ব্বতোভাবে সহ্য করিতে পারে, এরূপ মদীয় বাহুবীর্য্যের অনুরূপ শরাসন নাই। বিশেষত আমাকে শীঘ্র শীঘ্র শর-ক্ষেপণ করিতে হইবে, সুতরাং বহুসঙ্খ্য অক্ষয় শর আবশ্যক; এবং আমার যে রথ আছে, তাহা সেই অভিলষিত শররাশি বহন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব পাণ্ডুরবর্ণ বায়ুসম-বেগশীল দিব্য অশ্ব ও মেঘ-নির্ঘোষ সূর্য্য-সমতেজঃ-পুঞ্জসম্পন্ন রথের প্রয়োজন হইবে। এবং এই মাধবের ভুজবীর্য্যের অনুরূপ কোন আয়ুধ নাই যে তদ্দ্বারা ইনি রণক্ষেত্রে পিশাচ ও নাগগণকে নিহত করিবেন; অতএব হে ভগবন্! দেবরাজ এই মহাবনে বর্ষণ করিলে আমরা যাহাতে তাহা নিবারণ করিতে পারি, যাহাতে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, এমত কোন উপায় বলুন। হে পাবক! পৌরুষদ্বারা যাহা সাধন করিতে হইবে, তাহা আমরা করিতে প্রস্তুত আছি; পরন্তু সংগ্রাম সাধনের উপযুক্ত যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে পঞ্চবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ধূমকেতু হুতাশন অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জল-নিকেতন জলপতি অদিতি-নন্দন লোকপাল বরুণ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। সলিলনাথ বরুণ তাঁহার কৃত স্মরণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন। হুতাশন চতুর্থ লোকপাল সেই সনাতন দেবদেব জলাধিপতিকে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তোমাকে রাজা সোম যে তূণীর, শরাসন ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ সেই গাণ্ডীব শরাসনদ্বারা ও বাসুদেব চক্রদ্বারা সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন; অতএব তাহা অদ্যই আমাকে দাও। বরুণ দেব, দিতেছি বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর যে ধনু মহাবীর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বশস্ত্র-প্রমথনশীল, যশঃকীর্ত্তি-প্রবর্দ্ধনকারী, শস্ত্রসমূহদ্বারাও অধৃষ্য, সমস্ত আয়ুধাপেক্ষা বৃহৎ, শত্রুসৈন্য-প্রধর্ষণকারী, রাজ্যবৃদ্ধিকর, শত সহস্র শরাসনের সমকক্ষ, অক্ষত, বিচিত্র বিবিধ-

বর্ণে সুশোভিত, মনোহর, এবং যাহা দেব দানব গন্ধর্ব্বগণের সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে, এতাদৃশ অদ্ভুত ধনুরত্ন ও যাহাতে বাণ রক্ষা করিলে ব্যয়-দ্বারা শেষ হয় না, এরূপ তূণীরদ্বয় বরুণদেব প্রদান করিলেন। এবং যে রথ মন ও পবনতুল্য-বেগশালী পাণ্ডরমেঘ-সদৃশ রজতপ্রভ কাঞ্চনমালা-বিভূষিত গন্ধর্ব্ব নগরীয় অশ্বগণে আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে, যাহা দিব্যাস্ত্র ও সর্ব্বোপকরণে সমন্বিত এবং দেব-দানবগণের অজেয়, যাহার নির্ঘোষ বহুদূর হইতেও শ্রুতিগোচর হয়, যাহা ভুবনপ্রভু প্রজাপতি বিশ্ব-কর্ম্মা সুমহৎ তপস্যাদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার রূপ ভাস্করের ন্যায় অনির্দ্দেশ্য, যাহাতে প্রভু সোম আরোহণ করিয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, যাহার কান্তি অতি প্রদীপ্ত, যাহার কিরণ দূর হইতে উপলব্ধ হয়, যাহা নভস্তলস্থ নব-মেঘের ন্যায় দৃশ্য হইয়া থাকে, যাহার শিরোদেশে ইন্দ্রধনু-তুল্য বিরাজমান সুমনোহর পরমোৎকৃষ্ট হিরণ্ময় ধ্বজযষ্টির উপরি ভাগে সিংহশার্দ্দূল-সদৃশ পরাক্রান্ত দিব্য বানর, সর্ব্ব লোক দহনেচ্ছু হইয়াই যেন দীপ্তি পাইতেছে, এবং যাহার ধ্বজপতাকায় আবির্ভূত বিবিধ ভূত সকলের গম্ভীর নিনাদ শ্রবণে শত্রুসেনাগণ সংজ্ঞা-হীন হয়, বরুণদেব এতাদৃশ কপিবর-কেতন রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খড়্গ, কবচ, গোধা ও অঙ্গুলিত্র ধারণ-পূর্ব্বক কৃতসন্নাহ হইয়া নানা পতাকা-শোভিত অনুপম উৎকৃষ্ট সেই রথ প্রদক্ষিণ-পুরঃসর দেবগণকে প্রণাম করিয়া পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বিমানারোহণের ন্যায় তাহাতে আরোহণ করিলেন; এবং ব্রহ্মার নির্ম্মিত গাণ্ডীব-নামক দিব্য পরমোৎকৃষ্ট সেই শরাসন আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন হুতাশনকে নমস্কার করিয়া বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক সেই গাণ্ডীব জ্যাযুক্ত করিলেন। বলবান্ পাণ্ডু-নন্দনের জ্যা-যোজনা সময়ে তাহার শব্দ যে যে ব্যক্তির শ্রুতি-গোচর হইল, সেই সেই ব্যক্তিরই হৃদয়-কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন এইরূপে রথ, ধনু ও মহৎ অক্ষয় তূণীর-যুগল লাভ করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে হুতাশনের সহায়তা করণে সমর্থ হইলেন। অনন্তর হুতাশন কৃষ্ণকে চক্র ও দয়িত আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনিও তখন অগ্নির সাহায্য কর্ম্মে সমর্থ হইলেন। পরে অগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি সংগ্রামস্থলে এই অস্ত্রে মানব ভিন্ন অপর প্রাণিগণকেও পরা-জয় করিতে পারিবে, সংশয় নাই। তুমি রণস্থলে এই অস্ত্র হইতে দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ ও মনুষ্য, ইহাঁদিগের অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতা-পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! এই অস্ত্র সংগ্রাম-মধ্যে শত্রুমণ্ডলীতে পুনঃপুন নিক্ষিপ্ত হই-লেও অপ্রতিহত হইয়া বৈরিবিনাশ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তোমার হস্তে আসিবে। অনন্তর প্রভু বরুণ তাঁহাকে দৈত্যকুল-সংহারকারিণী ঘোররূপিণী অশনি-নিঃ-স্বনা কৌমোদকী গদা প্রদান করিলেন। তখন কৃতাস্ত্র অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ধ্বজ রথ শস্ত্রাদি-সম্পন্ন হইয়া হৃষ্টচিত্তে পাবককে কহিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুরের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম, সর্পরক্ষার্থী একমাত্র যুযুৎসু বজ্রপাণি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে অতি সামান্য। অর্জ্জুন কহিলেন, হে পাবক! বীর্য্য-বান্ চক্রপাণি জনার্দ্দন রণ-ভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে এই চক্রদ্বারা যাহা সংহার করিতে না পারি-বেন, ত্রিলোকী-মধ্যে এমত বস্তুই নাই। আমিও এই অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করিয়া অখিল লোক পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারি। অতএব আপনি অদ্যই অভিলাষানুসারে এই মহা-বন সমন্তাৎ বেষ্টন করিয়া প্রজ্বলিত হউন; আমরা আপনার সাহায্য কর্ম্মে সমর্থ হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৈজস রূপ ধারণ-পূর্ব্বক সেই অরণ্যানী দগ্ধ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। তখন তিনি সপ্ত শিখা বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ বেষ্টন করিয়া খাণ্ডব দাব দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্ত কাল প্রদর্শিত হইতেছে। হে ভরতবংশাবতংস! প্রজ্বলিত হুতাশন সেই মহারণ্যকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিয়া মেঘস্তনিতবৎ ভীষণ শব্দে সমস্ত প্রাণীকে কম্পমান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন দহ্যমান সেই অরণ্যানী দিবাকর-করনিকর-রঞ্জিত সুমেরু শৈলের রূপ ধারণ করিল।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে ষড়্‌বিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথারোহণ-পূর্ব্বক সেই অরণ্যের উভয়-পার্শ্বে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রাণিগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। যেখানে যেখানে খাণ্ডববাসী প্রাণিগণকে পলায়ন করিতে দৃষ্ট হয়, সেই দুই বীর সেই সেই স্থানে ধাবমান হইতে লাগিলেন। সেই মহারথদ্বয় রথারূঢ় হইয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে এত শীঘ্র বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে উভয় রথ পরস্পর সংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে বিচ্ছেদ দৃষ্ট হইল না। খাণ্ডব বন দহ্যমান হওয়াতে শত সহস্র প্রাণী ভীষণশব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে উৎপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন প্রাণীর একাঙ্গ দগ্ধ হইল; কেহ কেহ অত্যন্ত উত্তাপে দগ্ধ হইয়া পড়িল; কোন কোন জন্তুর চক্ষু স্ফুটিত হইয়া গেল; কেহ কেহ বিশীর্ণ হইল; কেহ কেহ ভয়ে ধাবমান হইতে লাগিল; কোন কোন জীব সন্তানকে, কেহ কেহ পিতাকে, কেহ কেহ বা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া বাসস্থলেই প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি স্নেহবশত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। কোন কোন শরীরী দশনে দশন দংশন-পূর্ব্বক অনেক বার উৎপতিত ও অতীব ঘূর্ণিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ দগ্ধ-পক্ষ, কেহ কেহ দগ্ধ-নেত্র, কেহ কেহ বা দগ্ধ-চরণ হইয়া মহীতলে স্থানে স্থানে বিলুণ্ঠিত ও গতাসু দৃষ্ট হইতে লাগিল। তত্রত্য জলাশয় সকল হুতাশনে সন্তাপিত ও ক্বথিত হওয়াতে কূর্ম্ম মৎস্য-প্রভৃতি জলচর জন্তুগণ ইতস্তত মৃত দেহ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। সেই অরণ্য-মধ্যে দেহিগণের যে সকল দেহ দগ্ধ হইল, সেই সকল প্রদীপ্ত শরীর যেন নানাবিধ অগ্নি-শরীর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই বন হইতে যে সকল পক্ষী উৎপতিত হইতেছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগকে শরদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পাতিত করিতে লাগিলেন। ঐ পক্ষিগণ শরনিকরে ক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে বেগ-পূর্ব্বক কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে গমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই খাণ্ডব বনেই পতিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-মন্থনকালে যে রূপ ঘোর শব্দ হইয়াছিল, তাহার ন্যায় শরনিকরাহত বনচরগণের মহাশব্দ শ্রুতিগত হইতে লাগিল। এবং প্রদীপ্ত বহ্নির মহাশিখা সকল দেবগণের সাতিশয় উদ্বেগ-জনক হইয়া আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল।

অনন্তর মহাত্মা দেবগণ সেই অগ্নিশিখায় সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পুরোবর্ত্তী ঋষিগণের সহিত অসুরার্দ্দন সহস্র-লোচন শতক্রতু সুরপতির নিকট গমন করিলেন ও কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি এই সমস্ত মানবলোককে দগ্ধ করিতেছেন? অধুনা কি আমাদিগের সমস্ত লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হরিবাহন বৃত্রহা তাঁহাদিগের নিকট তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া খাণ্ডব দাব রক্ষার নিমিত্তে যাত্রা করিলেন। তিনি নানারূপ মহারথ-সমূহে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া জল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র জলদগণ দেবরাজের অনুজ্ঞাক্রমে খাণ্ডব বনের উপর রথচক্রের দণ্ডপ্রমাণ স্থূলধারাতে বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই সকল স্থূলধারা বহ্নির তেজে আকা-

শেই শুষ্ক হইয়া গেল, কোন ধারাই বহ্নিতে পতিত হইতে পারিল না। পরে নমুচিসূদন ইন্দ্র অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার মহামেঘদ্বারা অগ্নির উপর বহু জলরাশি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই মহারণ্য অগ্নিশিখা ও সলিল-ধারায় সম্বদ্ধ, ধূম ও সৌদামিনীতে সমাকুল এবং উপরিস্থিত নীরদবৃন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভীষণাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে সপ্তবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২২৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন দেবরাজকে তাদৃশ বারি বর্ষণ করিতে দেখিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্র প্রদর্শন-পূর্ব্বক শরবর্ষণদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। চন্দ্র যেমন নীহারদ্বারা জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত করেন, তাহার ন্যায় অমেয়াত্মা পাণ্ডুনন্দন শত শত শরদ্বারা সমুদায় খাণ্ডব বন আচ্ছন্ন করিলেন। তত্রত্য নভোমণ্ডল সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শরনিকরে এমত আচ্ছাদিত হইল যে কোন প্রাণীই সে স্থান হইতে নিঃসৃত হইতে পারিল না। পরন্তু মহাবল নাগরাজ তক্ষক তৎকালে সে স্থানে ছিল না; যখন খাণ্ডবদাহ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। তাহার পুত্র বলবান্ অশ্বসেন সে স্থানে ছিল। সেই তক্ষক-তনয় বহ্নি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিল; কিন্তু অর্জ্জুনবাণে নিরুদ্ধ হওয়াতে বহির্গত হইতে পারিল না। পরে তাহার মাতা ভুজঙ্গ-দুহিতা তাহাকে নিগিরণ করিয়া মুক্ত করিল। নাগ-কন্যা তাহাকে মুক্ত করিবার অভিলাষে তাহার মস্তক গ্রাস করিয়া তাহার পুচ্ছদেশ নিগিরণ করিতে করিতে আকাশপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, এমত সময়ে অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া বিস্তৃতধার তীক্ষ্ণ শর-দ্বারা ঐ নাগিনীর মস্তক ছেদন করিলেন। শচী-পতি তাহা দেখিতে পাইয়া অশ্বসেনের বিমোচনের নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ বায়ু বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে মোহিত করিলেন; সেই সময়ে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। অর্জ্জুন তখন ঐ নাগকর্ত্তৃক বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই মায়া অবলোকন করিয়া আকাশগত ভীষণ প্রাণি-সকলকে দ্বিধা ত্রিধা করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এবং বীভৎসু, বাসু-দেব ও পাবক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই কুটিলগামী সর্পকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে তুমি প্রতিষ্ঠা-শূন্য হইবে। অনন্তর পাণ্ডুতনয় সেই বঞ্চনা স্মরণ করিয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক আশুগ শরনিকরে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া সহস্রলোচনের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজও তাঁহাকে সমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত গগণতলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত সাগর বিলোড়ন করত ঘোরতর মেঘবৃন্দ উৎপাদন করিল। ঐ সমস্ত মেঘাবালী হইতে সেই স্থানে বিদ্যুৎ, বজ্র-পাত ও স্তনিত-নির্ঘোষের সহিত জলধারা-সমূহ পতিত হইতে লাগিল। প্রতিবিধানক্ষম অর্জ্জুন সেই সমস্ত নিরাকরণের নিমিত্তে উত্তম বায়ব্য অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতে ইন্দ্রের সেই অশনি ও মেঘগণের বীর্য্য ও তেজ নিহত হইল; এবং জলধারা সকল পরিশুষ্ক ও বিদ্যুৎ-সমূহ বিনষ্ট হইয়া গেল। ক্ষণ কালের মধ্যে নভোমণ্ডলের রজ ও তমঃস্তোম বিলয় প্রাপ্ত হইল; সুখজনক শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল; এবং সূর্য্যমণ্ডল পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইল। তখন হুতাশন অপ্রতিহত ও দেহিগণের দেহ-নিঃসৃত বসাসমূহে অভিষিক্ত হওয়াতে আনন্দিত হইয়া বিবিধাকৃতি ধারণ ও মহানাদে জগন্মণ্ডল পরিপূরণ করণ-পূর্ব্বক শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! সুপর্ণ-প্রভৃতি পতত্রিগণ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সেই খাণ্ডবদাবানল রক্ষিত হইতে দেখিয়া অহঙ্কার-পূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইল;

এবং বজ্রসদৃশ পক্ষ, তুণ্ড ও নখদ্বারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল। এবং প্রদীপ্তানন বিষধর-সমূহ বিষম বিষ বিসর্জ্জন করিতে করিতে পাণ্ডব-সমীপে আপতিত হইল। পরে পাণ্ডুতনয় রোষাগ্নি-সংস্কৃত শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের সকলকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং তাহারা দেহ বিনাশের নিমিত্তে সুদীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিল।

অনন্তর অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যুদ্ধার্থী হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হইল; ক্রোধভরে তখন তাহাদিগের তেজোবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহারা অয়ঃকণপ অর্থাৎ লৌহ-ময় গুলিকা-ক্ষেপক যন্ত্র, ও চক্রাশ্ম অর্থাৎ যদ্দ্বারা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হয় এমত কাষ্ঠযন্ত্র, এবং ভুষণ্ডী অর্থাৎ পাষাণ-প্রক্ষেপক চর্ম্মরজ্জুময় যন্ত্র, এই সকল অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক উদ্যত-বাহু হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিনাশ-নিমিত্তে উৎপতিত হইল। বীভৎসু তাহাদিগকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া নিশিত-শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের মস্তক প্রমথন করিতে আরম্ভ করি-লেন। অরিকুল-সংহর্ত্তা মহাতেজস্বী কৃষ্ণও চক্র-দ্বারা সেই সকল দৈত্যদানবগণের বিনাশ করিতে লাগিলেন। এবং কোন কোন অমিত বলশালী দৈত্য দানবগণ, যেমন জলপ্রবাহের আবর্ত্তবেগে ভ্রমিত তৃণসমূহ তীর প্রাপ্ত হইলে স্থির হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শরসমূহে বিদ্ধ ও চক্রবেগে আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে স্থির ভাব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর দেবগণের অধীশ্বর অসুরসূদন ইন্দ্র অতি-শয় রোষপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডর-বর্ণ গজপৃষ্ঠে আরো-হণ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হই-লেন; এবং বেগপূর্ব্বক অমোঘাস্ত্র বজ্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, এই বার এই দুই জন হত হইবে। দেবগণ দেবরাজকে মহাশনি উদ্যত করিতে দেখিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ করি-লেন। হে রাজন্! যম কালদণ্ড গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ধনেশ্বর গদা ধারণ করিলেন; বরুণ পাশ ও বিচিত্র অশনি লইলেন; স্কন্দ শক্তি ধারণ করিয়া অচল মেরু গিরির ন্যায় অবস্থিত হইলেন; অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্যমান ওষধি হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন; ধাতা ধনুর্গ্রহণ করিলেন; জয় মুষল লইলেন; মহাবল ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বত উদ্যত করিলেন; সূর্য্যের অংশ দেব শক্তি হস্তে করিয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইলেন; মৃত্যু দেব পরশ্বধ গ্রহণ করিলেন; অর্য্যমা ঘোর পরিঘ লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; এবং মিত্র ক্ষুরধার চক্র গ্রহণ করিয়া রহিলেন। হে নরপাল! ভগ, পূষা ও সবিতা ভীষণ কার্ম্মুক ও নিস্ত্রিংশ গ্রহণ করিয়া ক্রোধ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট ধাবমান হই-লেন। স্বীয় তেজে দীপ্যমান মহাবল রুদ্রগণ, বসু-গণ, মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, ইহাঁরা এবং অন্যান্য বহুসঙ্খ্য দেবতা বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে ধাবমান হইলেন। তখন যুগান্তকাল-সদৃশ ভূতসংমোহন অদ্ভুত উল্কাপাত-প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ দেবগণের সহিত দেবরাজকে সর্ব্বতোভাবে রণ-প্রবৃত্ত দেখিয়া সজ্য কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক অভীত ও অচলচিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধনিপুণ সেই পুরুষদ্বয় আগত সমস্ত দেবগণকে বজ্রসদৃশ শর-নিকরদ্বারা ক্রোধপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে তাড়না করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ কৃষ্ণার্জ্জুন-কর্ত্তৃক বারং-বার নানা প্রকারে ভগ্নসংকল্প ও ভীত হইয়া সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবরাজকে আশ্রয় করিলেন। নভোমণ্ডলস্থ মুনিগণ দেবগণকে কৃষ্ণা-র্জ্জুনের নিকট পরাহত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই-লেন। দেবরাজ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের রণস্থলে পুনঃপুন

ভুজবীর্য্যের প্রমাণ পাইয়া পরমপ্রীত হইলেন; এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন পুনর্ব্বার সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের সামর্থ্য জিজ্ঞাসু হইয়া অতিশয় প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন অমর্ষান্বিত হইয়া সেই অশ্ম-বর্ষণ শরবর্ষণে নিবারণ করিলেন। পাকশাসন অশ্ম-বর্ষণ বিফলীকৃত দেখিয়া পুনর্ব্বার অধিক পরিমাণে অশ্ম-বর্ষণ করিলেন। পাকশাসন-নন্দন মহাবেগবান্ বাণসংঘাতে সেই ভীষণ পাষাণ-বর্ষণ নিবারণ করিয়া পিতার আনন্দ-বর্দ্ধন হইলেন। অনন্তর মহেন্দ্র পাণ্ডু-নন্দনকে হনন করিবার অভিলাষে ভুজদ্বয়দ্বারা মন্দর পর্ব্বত হইতে বৃক্ষের সহিত এক মহাশিখর উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন অজিহ্মগ জ্বলিতাগ্র্ বেগবান্ বাণসমূহে সেই গিরিশৃঙ্গ সহস্রধা করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। আকাশমণ্ডল হইতে চন্দ্রসূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ বিশীর্ণ হইয়া পতিত হইলে, তাহা পতন-সময়ে যেমন দেখায়, সেই বিদীর্য্যমাণ শৈলশৃঙ্গ পতন-কালে সেইরূপ দৃষ্ট হইল। সেই মহাশৃঙ্গ ঐ খাণ্ডবারণ্য-মধ্যেই পতিত হওয়াতে তখন তাহার অভিঘাতেও তত্রস্থ অনেক প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে অষ্টাবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর খাণ্ডববাসী দানব, রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, ঋক্ষ, মত্ত মাতঙ্গ, উৎপন্নকেশর সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনস্থিত ভূতগণ সেই পর্ব্বতপাতে ভীষিত ও সমুদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং কৃষ্ণার্জ্জুনকে উদ্যতায়ুধ ও সেই অরণ্যানী সর্ব্বত্র নির্ঘাতাদি মহাশব্দে সঞ্চারিতপ্রায় অবলোকন করিল। অনন্তর তাহারা অরণ্যের চতুর্দ্দিক্ দহ্যমান এবং কৃষ্ণকে অস্ত্র-প্রহারোদ্যত দেখিয়া মহাভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত বন্য প্রাণিবর্গের রৌদ্র রবে ও বহ্নির শব্দে আকাশমণ্ডল জলদাবলীর ন্যায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাদিগের সংহারের নিমিত্তে স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান অত্যুগ্র মহৎ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই চক্রদ্বারা দানব নিশাচর-প্রভৃতি সেই সমস্ত বন্য প্রাণিগণ আর্ত্ত ও খণ্ড খণ্ড হইয়া তৎক্ষণাৎ অনলাননে পতিত হইল। দৈত্যগণ কৃষ্ণ-চক্রে বিদারিত হইয়া বসা ও রুধির-ধারায় আপ্লুত হওয়াতে সন্ধ্যাকালীন ঘনপটলীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! বৃষ্ণি-নন্দন কৃষ্ণ কৃতান্তের ন্যায়, সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশু বিনাশ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুসংহারী কৃষ্ণের চক্র মুহুর্মুহু নিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য সত্ত্ব সংহার-পূর্ব্বক পুনঃপুন তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। সর্ব্বভূতাত্মা কৃষ্ণ এইরূপে পিশাচ উরগ রাক্ষস-প্রভৃতি বিনাশ করাতে তখন তাঁহার রূপ অতিশয় উগ্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমাগত সমস্ত দেবগণের মধ্যে কেহই কৃষ্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিলেন না। দেবগণ যখন দেখিলেন যে সেই অটবী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাহুবল হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্তে দাবানল নির্ব্বাপণ করিতে শক্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! অমররাজ অমরগণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া প্রীত হইয়া কেশব ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমস্ত ত্রিদিবেশ নিবৃত্ত হইলে মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহাগম্ভীর শব্দে আকাশবাণী হইল যে তোমার সখা ভুজগরাজ তক্ষক বিনষ্ট হয় নাই; সে খাণ্ডবদাহ-কালে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। হে বাসব! তুমি আমার এই বচনে নিশ্চয় জানিবে যে কোন ব্যক্তিই এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে কোন প্রকারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। ইহাঁরা দেবলোক-বিশ্রুত পুরাতন দেব নর ও নারায়ণ; ইহাঁদিগের যাদৃশ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ। ইহাঁরা যুদ্ধে অজেয় ও

দুর্দ্ধর্ষ; ইহঁাদিগকে পরাজয় করিতে সর্ব্ব লোকের মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই। এই দুই পুরাণ ঋষি-সত্তম অমর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর, পন্নগ-প্রভৃতি সকলেরই পূজ্যতম; অতএব হে বাসব! তুমি ত্রিদশদিগের সহিত এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এই খাণ্ডবদাহ বিধিকৃতই হইয়াছে। তখন অমরপতি বাসব ঐ বাক্য যথার্থ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন।

হে রাজন্! দেবগণ আপনাদিগের অধিপতি পুরন্দরকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সেনাগণের সহিত তাঁহার অনুগামী হইলেন। বীর অর্জ্জুন ও বাসুদেব, দেবগণ ও দেবরাজকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! ইন্দ্র গমন করিলে তাঁহারা প্রহৃষ্ট হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডব দাব দাহ করিতে লাগিলেন। পবন যেমন মেঘবৃন্দ নিরাকরণ করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন দেববৃন্দ পরাস্ত করিয়া শর-সমূহ-দ্বারা খাণ্ডববাসী প্রাণিগণকে বিনষ্ট করত অগ্নিসাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরনিকরদ্বারা সংছিদ্যমান হওয়াতে কোন প্রাণীই তথা হইতে নির্গত হইতে পারিল না। মহাবল বৃহৎ বৃহৎ প্রাণিদিগের অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। অর্জ্জুন কখন এক বাণে শত প্রাণী, কখন শত বাণে এক প্রাণী বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সেই সকল প্রাণীরা যেন সাক্ষাৎ কালকর্তৃক হত ও গতাসু হইয়া হুতাশনমুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা কি নদীতীর, কি বিষম স্থান, কি শ্মশান, তত্রত্য কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিল না; সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে সংপূর্ণ তাপে তাপিত হইতে হইল। বহুসঙ্খ্য প্রাণিগণ দীনচিত্তে মহাশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল; হস্তী, মৃগ ও তরক্ষুদল চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল; সেই শব্দে অতি দূরস্থ গঙ্গাচর ও সমুদ্রচর মৎস্য সকল ও বিদ্যাধরগণ এবং তৎ সন্নিহিত যাহারা অরণ্যবাসী ছিল, সকলেই অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল। হে মহাবাহো! কোন ব্যক্তি, কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, অর্জ্জুনকে কি জনার্দ্দন কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইল না। যে সকল রাক্ষস, দানব ও নাগগণ একত্র সংহত হইয়া ধাবমান হইতে লাগিল, কৃষ্ণ চক্রদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন; তাহারা চক্রবেগে ভিন্নমস্তক, ভিন্নদেহ ও গতাসু হইয়া প্রদীপ্ত পাবকে পতিত হইল। এবং অন্যান্য মহাকায় জীব সকলও ঐরূপে হুতাশনমুখে পতিত হইতে লাগিল। তখন বহ্নি মাংস, রুধির ও বসা-সমূহে সন্তর্পিত হওয়াতে ধূমশূন্য ও আকাশগামী হইলেন; এবং দীপ্ত-পিঙ্গাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তোর্দ্ধকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে সুধা পান করিয়া মুদিত ও তৃপ্ত হইয়া পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর মধুসূদন সহসা দেখিতে পাইলেন যে ময়-নামক অসুর তক্ষকের বাসস্থান হইতে পলায়ন করিতেছে, এবং পবন-সারথি অগ্নি শরীরবান্ ও জটাধারী হইয়া মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে তাহাকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; তখন সেই বাসুদেব তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় চক্র উদ্যত করিয়া দাঁড়াইলেন। ময় দানব তাঁহাকে চক্র উদ্যত ও পাবককে দিধক্ষু হইয়া আসিতে দেখিয়া কহিল, হে অর্জ্জুন! ধাবমান হও, আমাকে রক্ষা কর। ধনঞ্জয় তাহার সেই আর্ত্ত নাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়াই যেন কহিলেন, তোমার ভয় নাই। তিনি দয়াপরায়ণ ছিলেন, এই নিমিত্তেই ময়কে অভয় দান করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নমুচির ভ্রাতা সেই ময়কে অভয় দান করিলে দাশার্হ কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না; এবং অগ্নিও দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ হুতাশন কৃষ্ণ ও

অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পাকশাসন হইতে রক্ষিত হইয়া পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন। ঐ বন দহন-সময়ে অগ্নি কেবল অশ্বসেন, ময় ও শার্ঙ্গক-নামক পক্ষি-চতুষ্টয়, এই ছয় জনকে দগ্ধ করেন নাই।

খাণ্ডবদাহপর্ব্বে ঊনত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই খাণ্ডবারণ্য দহন-সময়ে তথাবিধ অবস্থায় অগ্নি কি নিমিত্তে শার্ঙ্গক-পক্ষিদিগকে দগ্ধ করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করুন। অশ্বসেন ও ময় দানব যে কারণে দগ্ধ হয় নাই, তাহা আপনি কীর্ত্তন করিয়াছেন; পরন্ত শার্ঙ্গক-চতুষ্টয়ের দাহ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করেন নাই। হে ব্রহ্মন্! শার্ঙ্গকদিগের রক্ষা পাওয়া আমার অদ্ভুত বোধ হইতেছে; তাহারা সেই অগ্নি-দাহে কি নিমিত্তে বিনষ্ট হইল না, ব্যক্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! সে অবস্থায় হুতাশন যে নিমিত্তে শার্ঙ্গকগণকে দগ্ধ করেন নাই, সে সমুদায় আপনার নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! মন্দপাল নামে বিখ্যাত তপস্বী বিদ্বান্ ব্রতপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ-প্রবরতম এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি স্বাধ্যায়-নিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিয়ত তপস্যা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তিনি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিদিগের মার্গানুবর্ত্তী হইয়া তপস্যার পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হে ভারত! যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলেন, তখন উপার্জ্জিত তপস্যার কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না। সেই মহর্ষি স্বীয় দুশ্চর তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত লোকে গমন করিতে না পাইয়া ধর্ম্মরাজ-সমীপস্থ দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত সেই লোক কি নিমিত্তে অবরুদ্ধ আছে? যে কর্ম্ম করিলে এই সকল পুণ্যলোকে গমন করিতে পারা যায়, আমি কি সে কর্ম্ম করি নাই? হে দেবগণ! যে কারণে আমার সেই তপস্যার ফল আবৃত আছে, তাহা আপনারা আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।

দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ কর, মানবগণ ক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও অপত্যোৎপাদন, এই সকল বিষয়ে ঋণী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহাতে সংশয় নাই। যজ্ঞ, তপস্যা ও পুত্রোৎপাদন, এই তিন কর্ম্মদ্বারা সেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়। তুমি অনেক তপস্যা ও যজ্ঞ করিয়াছ, কিন্তু তোমার সন্তান নাই, এই নিমিত্তে তোমার এই সকল পুণ্য-লোক সমাবৃত আছে। তুমি অপত্যোৎপাদন কর; তাহা হইলে এই উৎকৃষ্ট লোক সকল ভোগ করিতে পারিবে। হে ব্রহ্মসত্তম! শ্রুতি আছে যে পুত্র পিতাকে পুৎ-নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে; অতএব তুমি পুত্র-জননে যত্নবান্ হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মন্দপাল দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কোন্ যোনিতে গমন করিলে শীঘ্র বহু সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। অনন্তর তিনি, পক্ষিজাতি অল্প দিনে বহু পুত্র প্রসব করে, ইহা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গক পক্ষী হইয়া জরিতা-নাম্নী শার্ঙ্গিকাতে গমন করিয়া তাহার গর্ব্ভে ব্রহ্মবাদী চারি সন্তান উৎপাদন করিলেন। অনন্তর তিনি অণ্ডগত শিশু-তনয়গণকে তাহাদিগের জননীর সহিত সেই বনেই পরিত্যাগ করিয়া লপিতার নিকট গমন করিলেন। হে ভারত! সেই মহাভাগ লপিতার নিকট গমন করিলে জরিতা অপত্যস্নেহ-বিক্লবা হইয়া বহুধা চিন্তা করিতে লাগিল। ঋষি সেই খাণ্ডব বনে ঐ অণ্ডগত সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিলেও জরিতা পুত্রশোকার্ত্তা হইয়া ঐ অত্যাজ্য ঋষি-সন্তানগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহাদিগকে স্নেহবৈকল্য-নিবন্ধন স্ববৃত্ত্যবলম্বনে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

অনন্তর মন্দপাল ঋষি লপিতার সহিত সেই

বনে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে হুতাশন খাণ্ডব দাব দাহ করিতে আসিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ বিপ্রর্ষি সেই মহাতেজস্বী লোকপাল জাতবেদার ঐ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া স্বীয় সন্তানগণকে বালক বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে তাঁহা-কে অনুরোধ করিবার অভিপ্রায়ে ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বলোকের মুখস্বরূপ হইয়াছ; তুমি হবনীয় দ্রব্য বহন করিয়া থাক। হে পাবক! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে গূঢ়রূপে বিচরণ কর। কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বর্ণন করেন; ও ত্রিবিধ বলিয়াও কীর্ত্তন করেন; এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। হে হুতাশন! পরমর্ষিগণ বলেন যে তুমিই এই বিশ্ব সৃজন করি-য়াছ; এবং তুমি না থাকিলে এই জগন্মণ্ডল সদ্যই বিনষ্ট হইত। ব্রাহ্মণগণ তোমাকেই নমস্কার করিয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত স্বকর্ম্মদ্বারা শাশ্বত-লোক জয় করণ-পূর্ব্বক তাহাতে গমন করেন। হে অগ্নে! পণ্ডিতেরা তোমাকে বিদ্যুতের সহিত আকাশগত মেঘ বলিয়া বর্ণন করেন। হে পাবক! তোমা হইতে শিখা সকল নির্গত হইয়া সর্ব্ব ভূত দগ্ধ করে। হে জাতবেদঃ! তুমিই এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছ। হে মহাদ্যুতে! কর্ম্ম-বিধায়ক বেদ তোমারই বাক্য; এবং এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীবগণ তোমারই সৃষ্ট। হে অগ্নে! প্রথমত তোমাতেই জলের বিধান হইয়াছে; এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং সমস্ত হব্য কব্য যথাবিহিতরূপে তোমাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। হে দেব! তুমি দহন; তুমিই ধাতা; তুমিই বৃহস্পতি; তুমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়; তুমিই অর্ক; তুমিই সোম; এবং তুমিই অনিলস্বরূপ!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপতে! অমিততেজস্বী মন্দপাল মুনি অগ্নিকে এইরূপে স্তব করিলে অগ্নি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন; এবং প্রীতচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, তোমার অভীষ্ট কি, বল, তাহা আমি সম্পাদন করিতেছি। মন্দপাল কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে হব্যবাহন! তুমি যখন খাণ্ডব দাব দহন করিবে, তখন আমার পুত্রগুলিকে দগ্ধ করিও না। ভগবান্ হব্যবাহন তথাস্তু বলিয়া প্রতি-শ্রুত হইলেন; এবং সেই সময়ে খাণ্ডব দাব-দিধক্ষু হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে ত্রিংশদধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে সেই শার্ঙ্গক পক্ষিশাবকেরা অতিশয় দুঃখিত ও পর-মোদ্বিগ্ন হইল; তাহারা রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের জননী তপস্বিনী জরিতা পুত্রগণকে বালক দেখিয়া দুঃখ-শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ-পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মদীয় দুঃখ-বর্দ্ধন এই ভীষণ দহন গহন দহন করিতে করিতে সকল স্থল সন্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কররূপে এই স্থলে আসিতেছে; মদীয় এই শিশু সন্তানেরা পক্ষবিহীন, গতিশক্তি-রহিত ও অজ্ঞান; এবং ইহারাই পূর্ব্ব-পুরুষগণের এক মাত্র গতি; ইহারা আমার অন্তঃ-করণকে আকর্ষণ করিতেছে। এই অগ্নি মহীরুহ সকল মুহুর্মুহু অবলেহন করিতে করিতে ত্রাস উৎ-পাদন করত এই দিকে আগমন করিতেছে; কিন্তু আমার এই অজাতপক্ষ সন্তানদিগের পলায়ন করি-বার শক্তি নাই; আমিও একাকিনী ইহাদিগের সকলকে লইয়া যে এই আপৎ-সাগর হইতে নিস্ত-রণ করিব, আমার এমত সামর্থ্য নাই; ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারি না। হাঃ! আমার হৃদয় যেন দূয়মান হইতেছে! আমি কোন্ পুত্রকে গ্রহণ করিয়া যাইব! কোন্ পুত্রকেই বা পরিত্যাগ করিব! কিরূপ করিলেই বা কৃতকৃত্যা হইতে পারিব! হে পুত্রগণ! তোমরাই বা কি বিবেচনা করিতেছ? আমি চিন্তা করিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণের কোন

উপায় দেখিতে পাই না; আমি স্বীয় গাত্রে তোমাদিগের সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া পরিশেষে একত্র প্রাণত্যাগ করিব। তোমাদিগের নির্দ্দয় পিতা পূর্ব্বে গমন-কালে বলিয়াছিলেন যে "আমার চারি পুত্রের মধ্যে জরিতারি-নামক পুত্রে জ্যেষ্ঠতাহেতু বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সারিসৃক্ক নামে সুত অপত্যোৎপাদন করিয়া পিতৃগণের কুলবর্দ্ধন হইবে; স্তম্বমিত্র-সঞ্জক তনয় তপোনিষ্ঠ হইবে; এবং দ্রোণ নামে বিশ্রুত সন্তান বেদবিশারদ হইবে।" কিন্তু এক্ষণে এই কষ্টদায়ক মহা আপদ্ উপস্থিত হইল; আমি কাহাকে লইয়া গমন করিতে পারিব! কিরূপ করিলেই বা কৃতকৃত্যা হইব! জরিতা এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া ব্যাকুলা হইল; স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা অনল হইতে স্বীয় পুত্রদিগের রক্ষার উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শার্ঙ্গগণ মাতার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিল, মাতঃ! তুমি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে অগ্নি নাই, সেই স্থানে গমন কর। হে জননি! আমরা বিনষ্ট হইলে তোমার অন্য সন্তান উৎপন্ন হইতে পারিবে; কিন্তু তুমি বিনষ্ট হইলে বংশরক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে না। হে মাতঃ! এক্ষণে আমাদিগের সহিত তোমার প্রাণত্যাগ করা অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার রক্ষা পাওয়া, এ উভয় পক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া, যে পক্ষ অবলম্বন করিলে আমাদিগের কুলের মঙ্গল হয়, অধুনা তোমার তদনুযায়ী কার্য্য করিবারই সময় উপস্থিত; তুমি সর্ব্ব-বিনাশক সুতস্নেহ আর করিও না; তাহা করিলে স্বর্গলোক-ফলক পুত্রাভিলাষী পিতার এই কর্ম্ম বিফল হইবে।

জরিতা কহিল, হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষ-সমীপে ভূ-মধ্যে মূষিকের বিল দৃষ্ট হইতেছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মধ্যে প্রবেশ কর; এই স্থলে তোমাদিগের অগ্নিভয় থাকিবে না। তোমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমি ধূলি-পটলে এই বিবরমুখ সমাচ্ছাদন করিব; অধুনা প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে মুক্ত হইবার এই এক মাত্র উপায় দেখিতেছি। যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তখন আমি আসিয়া বিবরমুখ হইতে সেই পাংশু-সঞ্চয় নিরাকরণ করিব। তোমরা অগ্নি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার এই বাক্যের অনুবর্ত্তী হও।

শার্ঙ্গগণ কহিল, আমাদিগের পক্ষ উদ্ভিন্ন হয় নাই, আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র; সুতরাং মাংসাশী মূষিক আমাদিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিবে; এই ভয়ের বিষয় জানিয়া শুনিয়া আমরা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি না। এইক্ষণে অগ্নি কিরূপে আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, মূষিক কিরূপে ভক্ষণ না করে, কিরূপে পিতার অপত্যোৎপাদন ব্যর্থ না হয়, কিরূপেই বা আমাদিগের জননীর জীবন রক্ষা হয়, ইহার কোন উপায় দেখি না; সুতরাং নিশ্চয়ই আমাদিগের মরণ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিবরে প্রবিষ্ট হইলে মূষিক হইতে এবং বাহিরে অবস্থিতি করিলে অগ্নি হইতে প্রাণবিয়োগ হইবে; এই উভয়বিধ মৃত্যু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিবেচনাসিদ্ধ হয় যে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া ভাল, মূষিকের ভক্ষিত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ শিষ্টহুতাশনমুখে কলেবর ত্যাগ করিলে সদ্গতি হইবে; বিবরমধ্যে মূষিকের ভক্ষিত হইলে গর্হিত মৃত্যু হইবে।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে একত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩১ ॥

জরিতা কহিল, এই গর্ত্ত হইতে এক ক্ষুদ্র মূষিক নির্গত হইয়াছিল; এক শ্যেন পক্ষী আসিয়া তাহাকে চরণযুগলে গ্রহণ-পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে; সুতরাং এই বিবরমধ্যে তোমাদিগের ভয় নাই।

শার্ঙ্গগণ কহিল, আমরা শ্যেন পক্ষীর সেই মূষিক লইয়া যাওয়া অবগত নহি; যদিও লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ত্তে অন্য অনেক মূষিক থাকিবার সম্ভাবনা; তাহাদিগের হইতে আমাদিগের

নিঃসন্দেহ ভয় হইতেছে; এবং এ স্থানে হুতাশন আইসে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে; কারণ প্রতিকূল বায়ুদ্বারা বহ্নি-নিবৃত্তি হওয়াও দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব বিবর-মধ্যে থাকিলে তথায় আমাদিগের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, এবং বিবরের বহির্ভূত থাকিলে মরণে সংশয় আছে। হে মাতঃ! যে স্থলে নিঃসংশয় মৃত্যু হইবে, তাহা অপেক্ষা যে মৃত্যুতে সংশয় আছে, তাহাই অপেক্ষাকৃত উত্তম; অতএব ন্যায়ানুসারে তোমার আকাশ পথে গমন করাই কর্ত্তব্য; তোমার জীবন রক্ষা হইলে তুমি অন্য উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ করিতে পারিবে।

জরিতা কহিল, হে পুত্রগণ! যখন বিহগশ্রেষ্ঠ মহাবল শ্যেন বিবর হইতে আখু গ্রহণ করিয়া বেগপূর্ব্বক ধাবমান হয়, তখন আমি তাহাকে অবলোকন করিয়াছিলাম; এবং বিলমধ্য হইতে মূষিক হরণ করাতে আমি ত্বরান্বিতা হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া তাহার প্রতি আশিঃপ্রয়োগ করিয়াছিলাম যে "হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদিগের শত্রুকে লইয়া ধাবমান হইতেছ, অতএব তুমি নিঃশত্রু হইয়া দেবলোকে হিরণ্ময় দেহ ধারণ-পূর্ব্বক বাস কর।" অনন্তর সেই শ্যেন পতত্রী মূষিককে ভক্ষণ করিলে আমি তাহাকে জানাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। হে পুত্রগণ! তোমরা এক্ষণে বিশ্রব্ধচিত্তে বিবরমধ্যে প্রবেশ কর; এস্থলে তোমাদিগের কোন শঙ্কা নাই; মহাত্মা শ্যেন আমার সমক্ষেই মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে।

শার্ঙ্গগণ কহিল, হে মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে হরণ করিয়াছে, তাহা আমরা দেখি নাই; সুতরাং আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিতে পারি না।

জরিতা কহিল, হে বৎসগণ! তোমরা আমার কথা রক্ষা কর; ইহাতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই; কারণ, শ্যেন পক্ষী মূষিককে হরণ করিয়াছে, ইহা আমি জ্ঞাত আছি।

শার্ঙ্গগণ কহিল, তুমি মিথ্যা উপচার-দ্বারা যে আমাদিগের এই ভয় মোচন করিতেছ, আমরা এরূপ মনে করি না; কারণ বুদ্ধি সমাকুলিত হইলে যে কর্ম্ম করা হয়, ঐ কর্ম্ম জ্ঞানকৃত বলা যায় না। পরন্তু আমরা কখন তোমার কোন উপকার করি নাই, এবং আমরা যে কে, তাহাও তুমি জান না, তবে কি নিমিত্তে তুমি কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ? দেখ, তুমিও আমাদিগের কেহ নহ, এবং আমরাও তোমার কেহ নহি। হে মাতঃ! তুমি তরুণী ও রূপবতী, এবং স্বামীর অন্বেষণে সমর্থা; অতএব তুমি স্বামীর অনুগামিনী হও; তাহাতে উত্তম পুত্র লাভ করিতে পারিবে। আমরা হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়া পুণ্যলোকে গমন করি। যদি বহ্নি আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, তাহা হইলে তুমি পুনর্ব্বার আমাদিগের নিকট আগমন করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শার্ঙ্গী পুত্রগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সেই খাণ্ডব বনে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্বরান্বিতা হইয়া, যে স্থলে অগ্নিপীড়ন নাই, এমত অনাময় স্থানে গমন করিল। অনন্তর হব্যবাহন ত্বরাযুক্ত ও তীব্রশিখান্বিত হইয়া মন্দপাল-পুত্র শার্ঙ্গগণের বাসস্থল-সমীপে আগমন করিলেন। তখন সেই বিহঙ্গগণ প্রজ্বলিত জ্বলনকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিল; এবং তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জরিতারি সেই বহ্নিকে শুনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে দ্বাত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩২॥

জরিতারি কহিল, জ্ঞানী পুরুষ মরণকালের পূর্ব্বে জাগরিত থাকেন, তাঁহাকে কখন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চৈতন্য-বিহীন ব্যক্তি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করে,

তাহাকে মৃত্যুপীড়া ভোগ করিতে হয়; এবং সে মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

সারিসৃক্ক কহিল, আমাদিগের এই প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিত; তুমি ধীর ও মেধাবী, তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর; কারণ অনেকের মধ্যে এক ব্যক্তিই প্রাজ্ঞ ও শূর হইয়া থাকে।

স্তম্বমিত্র কহিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠদিগের ত্রাতা হইয়া থাকেন; সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সঙ্কট হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে রক্ষা না হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ কি করিতে পারে?

দ্রোণ কহিল, এই ক্রূরকর্ম্মা সপ্তজিহ্ব সপ্তানন হিরণ্যরেতা ত্বরা-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে হইতে লেলিহান হইয়া বিসর্পণ-পুরঃসর আমাদিগের বাসস্থলে আগমন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব! মন্দপালতনয়েরা পরস্পর এইরূপ সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রণত হইয়া যেরূপ অগ্নির স্তব করিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জরিতারি কহিল, হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা; তুমি লতা সকলের শরীর। হে শুক্র! তোমার উৎপত্তি-স্থান জল; এবং জলেরও উৎপত্তিস্থান তুমি। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখা সকল দিবাকরের রশ্মির ন্যায় ঊর্দ্ধ, নিম্ন, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব, সর্ব্ব দিকেই প্রসর্পিত হইয়া থাকে।

সারিসৃক্ক কহিল, হে ধূমকেতো! আমাদিগের জননী দৃষ্টিপথের বহির্ভূতা হইয়াছেন, জনককেও আমরা জ্ঞাত নহি, এবং এপর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষ উৎপন্ন হয় নাই, আমরা নিতান্ত শিশু; হে অগ্নে! এক্ষণে তোমা-ভিন্ন আর আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা নাই; অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অগ্নে! তোমার যে কল্যাণ-কর রূপ ও সপ্তশিখা আছে, তদ্দ্বারা এই আর্ত্ত ও শরণার্থী আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে জাতবেদঃ! তুমি একাকীই উত্তাপ বিতরণ করিয়া থাক; হে দেব! কোন রশ্মিতেই তোমাব্যতীত অন্য কেহ উত্তাপ-দাতা নাই। হে হব্যবাহ! আমরা ঋষিতনয় ও বালক, আমাদিগকে রক্ষা কর; তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অন্য স্থানে গমন কর।

স্তম্বমিত্র কহিল, হে অগ্নে! তুমি এক মাত্র নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ; তোমাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে; তুমি এই ভুবন-মণ্ডল ধারণ করিতেছ; তুমি প্রাণি-সমস্ত পালন করিতেছ; তুমি তেজঃপদার্থ; তুমি হব্য বহন করিয়া থাক; এবং তুমিই উৎকৃষ্ট হব্য-স্বরূপ। পণ্ডিতগণ তোমাকে কারণরূপে একধা ও কার্য্যরূপে অনেকধা বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ অগ্নে! তুমি প্রথমত ত্রিলোক সৃষ্টি কর; পরে কাল উপস্থিত হইলে তুমিই সমিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাহা সংহার কর; অতএব সমস্ত ভুবনের উৎপত্তি-স্থান তুমি, এবং প্রলয়-স্থানও তুমি।

দ্রোণ কহিল, হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিদিগের অন্তর্ভূত থাকিয়া প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত অন্ন নিত্য নিত্য পরিপাক কর; অতএব তোমাতেই সমুদায় ভূত আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। হে শুক্র! হে জাতবেদঃ! তুমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া রশ্মিদ্বারা সমস্ত ভূমি-জাত রস ও পৃথিবীস্থিত সলিল গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে পুনর্ব্বার তাহা বৃষ্টিদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত শস্যাদি উৎপাদন করিতেছ। হে শুক্র! তোমা হইতেই এই সকল হরিত-বর্ণ পত্রবিশিষ্ট লতা, পুষ্করিণী-সমূহ ও মঙ্গলাকর মহোদধি উৎপন্ন হইতেছে। হে তিগ্মাংশো! আমাদিগের এই শরীর রসনেন্দ্রিয়াধিপতি সলিলনাথ বরুণের পরায়ণ; অতএব, তুমি যখন সলিলের বিধাতা, তখন তুমি অবশ্য আমাদিগের কল্যাণ-কর হইতেছ; এমত স্থলে আমাদিগকে রক্ষা করাই তোমার উচিত; তুমি অদ্য আমাদিগকে বিনাশ করিও না। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি আমাদিগের দূরবর্ত্তী হও; সাগর-সন্নিহিত গৃহের ন্যায় আমাদিগকে পরিত্যাগ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জাতবেদা অগ্নি ব্রহ্মবাদী দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন; এবং মন্দপালের নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কহিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋষি, তুমি যাহা কহিলে তাহাই বেদ-স্বরূপ; তোমার অভিলাষ পূরণ করিব; তুমি ভীত হইও না। পূর্ব্বে মন্দপাল তোমাদিগের নিমিত্তে আমার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন যে "তুমি যখন খাণ্ডব দাহ করিবে, তখন আমার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিও না।" হে দ্রোণ! মন্দপালের সেই বাক্য আর অধুনা তোমার এই বাক্য, এ উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর হইতেছে; অতএব, বল, আমাকে তোমার নিমিত্তে কি করিতে হইবে? হে ব্রহ্মসত্তম! তোমার এই স্তোত্রে আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইরাছি; তোমার মঙ্গল হইবে।

দ্রোণ কহিলেন, হে হুতাশন শুক্র! এই সকল মার্জ্জারগণ নিত্য আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে; অতএব তুমি ইহাদিগকে সবংশে দগ্ধ কর।

হে জনমেজয়! অনন্তর অগ্নি শার্ঙ্গগণকে জানাইয়া তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিলেন; এবং সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডব দাব দাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব্য! এ দিকে সেই মন্দপাল তিগ্মাংশু অগ্নিকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াও পুত্রদিগের নিমিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন মতে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের নিমিত্তে সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া লপিতাকে কহিলেন, লপিতে! গতিশক্তিহীন আমার পুত্রেরা কিরূপ আছে, বলা যায় না। যখন বায়ুবহন-সহকারে হুতবহ প্রবল হইয়া উঠিবে, সে সময় আমার পুত্রেরা হুতাশনমুখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না; তাহাদিগের জননী কিপ্রকারে সেই সমস্ত শিশু-সন্তানকে মুক্ত করিতে সমর্থা হইবে! সেই তপস্বিনী পুত্রদিগের পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তা হইবে! কি প্রকারেই বা ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ্-গমনে অসমর্থ মদীয় শিশু-সন্তানদিগের নিমিত্তে সন্তপ্ত-হৃদয়া হইয়া বহুধা রোদন করিতে করিতে ধাবমানা হইবে! হা! আমার পুত্র সেই জরিতারি কিরূপে জীবন ধারণ করিবে! সারিসৃক্কই বা কিরূপে প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে! স্তম্বমিত্রই বা কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবে! দ্রোণই কি প্রকারে রক্ষা পাইবে! আমার সেই তপস্বিনী ভার্য্যাই বা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থা হইবে!

হে ভারত! মহর্ষি মন্দপাল অরণ্যমধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া লপিতা অসূয়াপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিল, তুমি যে সকল পুত্রের কথা কহিলে, তাহাদিগের নিমিত্তে তোমার চিন্তা নাই, তাহারা তেজস্বী ও বীর্য্যসম্পন্ন; তাহাদিগের হুতাশন হইতে ভয় নাই। এবং তুমি স্বয়ং আমার সমক্ষে সেই সকল পুত্রের রক্ষার নিমিত্তে হুতাশনের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলে; মহাত্মা হুতাশনও তথাস্তু বলিয়া সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি লোকপাল হইয়া কখন অঙ্গীকৃত-পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ইহাতে সে বিষয়ে তোমার মন স্বস্থ আছে; প্রত্যুত তোমার অন্তঃকরণ বন্ধুকার্য্যে অভিমুখী নহে; তুমি সেই আমার শত্রু জরিতাকেই স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইতেছ। পূর্ব্বে জরিতার প্রতি তোমার যাদৃশ স্নেহ ছিল, অধুনা আমার প্রতি সেরূপ নাই। যাহার দুই পক্ষ আছে, সে ব্যক্তি, স্ত্রীপুত্রাদি সুহৃজ্জন ক্লিশ্যমান হইলে, স্নেহ-শূন্য হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহার কখনই আত্মপক্ষ উপেক্ষা করা উচিত হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি যাহার নিমিত্তে পরিতাপ করিতেছ, সেই জরিতার নিকটই গমন কর; আমি না বুঝিয়া যেমন কুপুরুষ আশ্রয় করিয়াছিলাম, সেই ফলেই একাকিনী বিচরণ করিব।

মন্দপাল কহিলেন, তুমি আমাকে যেরূপ মনে করিতেছ, আমি সে ভাবে বিচরণ করি না ; পরন্ত কেবল সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তেই এরূপ ভ্রমণ করিতেছি ; সম্প্রতি আমার সংজাত সন্তান কৃচ্ছ্র-গত হইয়াছে ; যে ব্যক্তি অতীত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ভাবি বিষয়ের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, সেই মূঢ় ব্যক্তি লোকের অবজ্ঞা-ভাজন হয় ; অতএব তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর ; আমার হৃদয় ঐ সন্তানদিগের নিমিত্তে নিতান্ত উদ্বিগ্ন রহিয়াছে ; এই প্রজ্বলিত হুতাশন মহীরুহ সকল অবলেহন করিতে করিতে আমার ঐ উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে সন্তাপ ও অমঙ্গল-শঙ্কাই উৎপাদন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহ্নি শার্ঙ্গগণের বাসস্থান অতিক্রম করিলে জরিতা রোরূয়মাণা হইয়া পুত্র-অন্বেষণের নিমিত্ত পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হইল ও দেখিল যে সমস্ত পুত্রগুলি অরণ্যমধ্যে হুতাশনমুখ হইতে মুক্ত, নিরাময় ও কুশলী আছে। অনন্তর তাহারা মাতাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। জরিতা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া পুনঃপুন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ও তাহাদিগকে মুহুর্মুহু আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া ক্রমশ প্রত্যেকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গন করিল। হে ভারত ! ইত্যবসরে মহর্ষি মন্দপাল সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না। সেই ঋষি প্রত্যেক পুত্রকে ও জরিতাকে পুনঃপুন সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিল না। পরে মন্দপাল জরিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কোন্‌টি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কোন্‌টি তোমার দ্বিতীয় পুত্র, কোন্‌টি তোমার তৃতীয় পুত্র, কোন্‌টি তোমার কনিষ্ঠ পুত্র, আমি দুঃখার্ত্ত হইয়া পুনঃপুন তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর বা সম্ভাষণ কর না? আমি তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থান হইতে গমন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই।

জরিতা কহিল, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রে, কি দ্বিতীয় পুত্রে, কি তৃতীয় পুত্রে, কিম্বা কনিষ্ঠ পুত্রে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে তুমি আমাকে সর্ব্ব বিষয়ে নিকৃষ্টা দেখিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটই গমন কর।

মন্দপাল কহিলেন, স্ত্রীলোকের সপত্নী বা পুরুষান্তর-ব্যতীত ইহ লোকে অতিশয় উদ্বেগ-জনক, বৈরাগ্নিদীপন ও পারলৌকিক পুরুষার্থ-ঘাতক আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সপ্তর্ষি-মধ্যস্থিত ঋষি-সত্তম মহানুভব বশিষ্ঠ অত্যন্ত বিশুদ্ধ-প্রকৃতি ও নিরন্তর ভার্য্যার প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত ছিলেন, তথাপি সর্ব্বলোক-বিশ্রুতা সুব্রতা অরুন্ধতী সেই ঋষিবীর বশিষ্ঠের প্রতি ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই কল্যাণী অরুন্ধতী ঐরূপ গর্হিত চিন্তা করাতে ধূমারুণসম-প্রভা, অনভিরূপা, কখন লক্ষ্যা ও কখন অলক্ষ্যা হইয়া দুর্নিমিত্তের ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচরা হইয়া থাকেন। বশিষ্ঠ যেপ্রকার অরুন্ধতীর অনিষ্ট ছিলেন না, সেইরূপ আমিও তোমার অনিষ্ট নহি ; আমি কেবল সন্তানের নিমিত্তই সঙ্গত হইয়াছি ; এমত অবস্থায় তুমি অদ্য আমার প্রতি সেই অরুন্ধতীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ ! স্ত্রীলোকদিগকে ভার্য্যা বলিয়া কখন বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ; তাহারা পুত্রবতী হইলে ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষাদি কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাঁহার পুত্র সকল তাঁহার সম্যক্ উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনিও সেই পুত্রদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

খাণ্ডব-দাহপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩৪ ॥

মন্দপাল কহিলেন, আমি অগ্নিদাহ হইতে তোমাদিগের মুক্তির নিমিত্তে মহানুভব অগ্নির নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনিও তথাস্তু বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমি সেই অগ্নির বাক্য ও তোমাদিগের জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং তোমাদিগের অপ্রতিহত বীর্য্য স্মরণ করিয়া পূর্ব্বে এখানে আসি নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রতি দুঃখিত হইও না। তোমরা বেদপ্রসিদ্ধ ঋষি; অগ্নিও তোমাদিগকে অবগত আছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্বিজ মন্দপাল এইরূপে পুত্রগণকে আশ্বাসিত করিয়া ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেন। ভগবান্ তিগ্মাংশু এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে জগতের হিতসাধন-নিমিত্তে সমিদ্ধ হইয়া খাণ্ডবারণ্য দাহ করিলেন। তিনি সেই স্থানে বসা ও মেদের সরিৎ পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়া অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণে পরিবৃত হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও কেশবকে কহিলেন, যে কর্ম্ম দেবগণও সহজে সম্পাদন করিতে পারেন না, তাহা তোমরা সম্পন্ন করিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর; যদিও পুরুষের পক্ষে তাহা দুর্লভ হয়, তথাপি তোমাদিগকে প্রদান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। মহাদ্যুতি দেবরাজ তাহা প্রদান করিবার সময় স্থির করিয়া কহিলেন যে হে পাণ্ডব! যখন ভগবান্ মহাদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিব। হে কুরুনন্দন! যখন সেই অস্ত্র প্রদানের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আমি জানিতে পারিব; আমি তোমার মহাতপস্যাদ্বারা তোমাকে সমুদায় আগ্নেয় অস্ত্র, সমুদায় বায়ব্য অস্ত্র ও মদীয় আর আর সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব, তুমি গ্রহণ করিবে। অনন্তর বাসুদেব প্রার্থনা করিলেন যে অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার চিরপ্রণয় থাকে। দেবরাজ সুবুদ্ধি কৃষ্ণকে ঐ বর প্রদান করিলেন। প্রভু দেবরাজ দেবগণের সহিত এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদান করিয়া হুতাশনকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ পাবক মৃগপক্ষিগণের সহিত খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পঞ্চদশ দিবসের পর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রুধির, মেদ ও মাংস ভক্ষণে পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়েই বীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; আমি তোমাদিগের হইতেই যথোচিত সুখে পরিতৃপ্ত হইলাম; এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তোমরা অপ্রতিহত-গতি হইবে, যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বিচরণ করিতে পারিবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পাবক তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে অর্জ্জুন, বাসুদেব ও ময় দানব, এই তিন জন একত্র হইয়া কিঞ্চিৎ কাল পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক রমণীয় নদীকূলে উপবেশন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে খাণ্ডব-দাহপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ২৩৫ ॥

আদিপর্ব্ব সংপূর্ণ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইল।

মহাভারত।

সভাপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা

পরিশোধিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
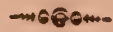
শকাব্দাঃ ১৭৮৪।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের সূচীপত্র।
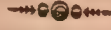
প্রকরণ	অধ্যায়।	পৃষ্ঠ-অবধি,	পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।
অর্জ্জুনের প্রত্যুপকার-সাধনার্থ তৎসমীপে ময়দানবের প্রার্থনা। ময়দানবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরজন্য সভানির্ম্মাণাদেশ। ময়-কর্ত্তৃক সভার প্রতিমূর্ত্তি ও সভাস্থান পরিমাণকরণ।	১	১	২
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান।	২	২	৩
মণিময়ভাণ্ড, গদা ও শঙ্খ আনয়ন-জন্য ময়দানবের বিন্দুসরোবরে গমন, এবং তথা হইতে আগমন-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের জন্য সভানির্ম্মাণ।	৩	৩	৪
যুধিষ্ঠিরের নবসভা-প্রবেশ। যে সমস্ত সভ্যগণ সভাসীন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন, তাঁহাদিগের নামনির্দ্দেশ।	৪	৪	৫
যুধিষ্ঠির-সভায় দেবর্ষি নারদের আগমন। যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের রাজ্যপালন-বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন। প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ প্রদানজন্য নারদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।	৫	৫	১১
নারদ-কৃত প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের বিনয়-প্রদর্শন এবং "মদীয় সভার সদৃশী, অথবা এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টা সভা কুত্রাপি দৃষ্টি করিয়াছেন কি না?" নারদের প্রতি এইরূপ জিজ্ঞাসা। নারদ-কর্ত্তৃক যম, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের ও ব্রহ্মার সভাপ্রসঙ্গ এবং ঐ সমস্ত সভার বিবরণ শুনিতে যুধিষ্ঠিরের কৌতূহল-প্রকাশ।	৬	১১	১২
নারদ-কর্ত্তৃক ইন্দ্রসভা-বর্ণন।	৭	*	১২
যমসভা-বর্ণন।	৮	১২	১৪
বরুণসভা-বর্ণন।	৯	১৪	১৫
কুবেরসভা-বর্ণন।	১০	১৫	১৬
ব্রহ্মসভা-বর্ণন।	১১	১৬	১৮
"কি পুণ্য করিয়া রাজগণমধ্যে একমাত্র হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রের সভ্য হইলেন এবং মৎপিতা পাণ্ডুই বা আমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন?" নারদের প্রতি যুধিষ্ঠিরের এইরূপ জিজ্ঞাসা। নারদ-কর্ত্তৃক হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয়-বিবরণ বর্ণন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি পাণ্ডুরাজের রাজসূয় যজ্ঞকরণের আদেশ-কথন। যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিয়া নারদের দ্বারকায় গমন।	১২	১৮	১৯
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে ঐকান্তিক অভিলাষ, সভাসদ্বর্গের সহিত তদ্বিষয়ের পুনঃপুন পরামর্শ, এবং অতিসুনীতি-পূর্ব্বক রাজ্য-পালন করায় তাঁহার প্রতি প্রজাগণের আনুরক্তি। মন্ত্রিগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রণা। যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে পুনরাগমন।	১৩	১৯	২২
কৃষ্ণ-সমীপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞবিষয়ে পরামর্শ-জিজ্ঞাসা। রাজসূয়ের প্রতিবন্ধকভূত মগধরাজ জরাসন্ধের বধোদ্দেশে কৃষ্ণকর্ত্তৃক তদীয় প্রভাব এবং যাদব ও অন্যান্য রাজগণের প্রতি দৌরাত্ম্য-বর্ণন।	১৪	২২	২৫
কৃষ্ণের নিকটে যুধিষ্ঠিরের জরাসন্ধবধে অনুৎসাহ প্রকাশ। জরাসন্ধবধার্থে ভীমের উৎসাহ। জরাসন্ধবধার্থ কৃষ্ণের পরামর্শ প্রদান।	১৫	২৫	২৬
জরাসন্ধকে বিনষ্ট করা অসাধ্য বিবেচনায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অনুৎসাহ। জরাসন্ধবধের জন্য অর্জ্জুনের উৎসাহ প্রকাশ।	১৬	২৬	২৭
জরাসন্ধ-বধোদ্দেশে কৃষ্ণের উৎসাহ ও যুক্তিপ্রদর্শন। কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের জরাসন্ধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বৃত্তান্ত কথনপ্রস্তাবে রাজা বৃহদ্রথের চরিত্র, বিবাহ, পত্নীদ্বয়ের সহিত নিয়ম ও পুত্রলাভার্থে পুণ্যকর্ম্মাদি বর্ণন। বৃহদ্রথ-নিকটে চণ্ডকৌশিক মুনির আগমন এবং পূজালাভে সন্তুষ্ট হইয়া রাজার প্রতি তাঁহার বরপ্রার্থনার আদেশ। পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকায় রাজার বরগ্রহণে অনুৎসাহ। বৃহদ্রথের পুত্রোৎপত্তি-জন্য চণ্ডকৌশিকের আম্রবৃক্ষতলে ধ্যান; তদবস্থায় তদীয় ক্রোড়ে আম্রফল পতন, এবং মুনি-কর্ত্তৃক রাজহস্তে তাহার সমর্পণ। এক আম্র ভক্ষণে বৃহদ্রথ-পত্নীদ্বয়ের দ্বিখণ্ডশরীর প্রসব; দাসীদ্বারা তাহার পরিত্যাগ; জরারাক্ষসী-কর্ত্তৃক ঐ খণ্ডশরীর-দ্বয়ের সংযোগে এক কুমারের উৎপত্তি এবং রাজার নিকটে রাক্ষসীর ছদ্মবেশে গমন-পূর্ব্বক ঐ পুত্র সমর্পণ।	১৭	২৭	২৯
বৃহদ্রথ-সমীপে জরারাক্ষসীর স্বীয় পরিচয় কথন। জরাসন্ধের নামকরণ।	১৮	২৯	৩০
চণ্ডকৌশিকের মগধদেশে পুনরায় গমন এবং তৎকর্ত্তৃক জরাসন্ধের ভাবি প্রভাব বর্ণন। জরাসন্ধের রাজ্যাভিষেক। সপত্নীক বৃহদ্রথের স্বর্গারোহণ। কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা-বিবরণ।	১৯	৩০	৩১
যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের জরাসন্ধ-বধার্থে নিজ সমভিব্যাহারে ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিবার প্রার্থনা, এবং তদ্বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের সম্মতি প্রদান। জরাসন্ধবধার্থে কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের প্রস্থান এবং মগধপুরী দর্শন।	২০	৩১	৩২
কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মগধ-নগরের শোভা ও বৃত্তান্ত বর্ণন। পুরদ্বারে না গিয়া, মাগধদিগের পূজনীয় চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাদির নগরপ্রবেশ। দুর্নিমিত্ত দর্শনে জরাসন্ধের উপবাসাদি নিয়ম, সমীপাগত কৃষ্ণাদির অভ্যর্থনা এবং অর্দ্ধরাত্র-সময়ে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণ। কৃষ্ণাদির প্রতি জরাসন্ধের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা। জরাসন্ধের প্রতি কৃষ্ণের উত্তর।	২১	৩২	৩৪

প্রকরণ ... ... অধ্যায়। পৃষ্ঠ-অবধি, পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।

কৃষ্ণাদির প্রতি জরাসন্ধের পুনরুক্তি। কৃষ্ণকর্ত্তৃক জরাসন্ধের অপরাধ-বৃত্তান্ত ও স্বীয় পরিচয় কথনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে আহ্বান। জরাসন্ধের যুদ্ধ করণে অঙ্গীকার, এবং সহদেবের রাজ্যাভিষেক জন্য আদেশ-প্রদান। ... ২২ ৩৪ ৩৬

"আমাদিগের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার বাসনা হয়?" কৃষ্ণের এইরূপ জিজ্ঞাসায় জরাসন্ধের ভীমসেন-সহ যুদ্ধ-প্রার্থনা। জরাসন্ধ ও ভীমের বাহুযুদ্ধারম্ভ। জরাসন্ধের শ্রান্তি, ভীমের প্রতি কৃষ্ণের শ্লেষোক্তি ও ভীমের উৎসাহ। ২৩ ৩৬ ৩৮

জরাসন্ধ বধ। জরাসন্ধ-রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণাদি-কর্ত্তৃক রাজগণের কারামোচন। কৃষ্ণের স্মরণে গরুড়ের আগমন ও রথধ্বজে অধিষ্ঠান। জরাসন্ধের রথ-প্রাপ্তি বিবরণ। নগর হইতে কৃষ্ণের নির্গমন এবং তাঁহার প্রতি কারামুক্ত নরপতিগণের বিনয়-সম্ভাষণ। রাজগণের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান। সহদেবের রাজ্যাভিষেক। কৃষ্ণাদির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন। জরাসন্ধ-বিনাশে যুধিষ্ঠিরাদির হর্ষ। কারামুক্ত রাজগণের ও কৃষ্ণের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান। ... ২৪ ৩৮ ৪০

ভীম-অর্জ্জুন-নকুল-ও-সহদেব-কৃত দিগ্বিজয়ের সংক্ষেপ বিবরণ। ... ... ২৫ * ৪০

অর্জ্জুনের উত্তর-দিগ্বিজয়ের বিবরণ। অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বলদ্বারা কুলিন্দাদি ভূপালগণের এবং বল ও বিনয়দ্বারা ভূপতি ভগদত্তের বশীকরণ। ২৬ ৪০ ৪১

অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক পর্ব্বতীয় রাজগণের এবং বাহ্লীক দরদ কাম্বোজাদি নরেন্দ্রবর্গের পরাজয় ও সকলের নিকট হইতে করগ্রহণ। ২৭ ৪১ ৪২

অর্জ্জুনের শ্বেতগিরি-প্রভৃতির পরাজয়-করণ, সর্ব্বত্র করগ্রহণ এবং হরিবংশস্থ দ্বারপালগণ-সমীপে কর গ্রহণানন্তর ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। ২৮ ৪২ ৪৩

ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয়ার্থ গমন এবং সান্ত্ববাদ, যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাদি-দ্বারা পাঞ্চাল দশার্ণ-প্রভৃতি রাজগণের পরাজয়-সাধন-পূর্ব্বক সকলের নিকটে করগ্রহণ। ২৯ ৪৩ ৪৪

ভীম-কর্ত্তৃক কুমার-রাজ্য-প্রভৃতির পরাজয়-করণ, সর্ব্বত্র করগ্রহণ ও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। ৩০ ৪৪ ৪৫

সহদেবের দক্ষিণ-দিগ্বিজয়ে গমন, শূরসেন-প্রভৃতি ভূপালগণকে পরাজয়-করণ, সর্ব্বত্র কর গ্রহণ এবং মাহিষ্মতী-পতি নীল-রাজের সহিত যুদ্ধে অগ্নির কোপে সৈন্য-ক্ষয় ও স্বীয় প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। নীল-রাজের প্রতি অগ্নির সহায়তা করিবার বিবরণ বর্ণন। সহদেব-কর্ত্তৃক অগ্নির স্তব ও প্রসাদন। সহদেবের নীলরাজ-দত্ত পূজা গ্রহণ, ত্রৈপুর-রাজ-প্রভৃতির পরাজয় সাধন-পূর্ব্বক সকলের নিকট কর গ্রহণ ও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। ৩১ ৪৫ ৪৮

নকুলের পশ্চিম-দিগ্বিজয়ার্থ গমন, ময়ূরক-প্রভৃতির নিকট কর গ্রহণ ও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। ... ৩২ * ৪৮

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যোন্নতি বিবরণ। রাজসূয় যজ্ঞের স্থিরীকরণ। বসুদেবকে দ্বারকার সেনাধিপত্যে নিয়োজিত করিয়া ধর্ম্মরাজ-নিমিত্ত বহুলধন সংগ্রহ-পূর্ব্বক কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন। রাজসূয় যজ্ঞ করণার্থ কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের সম্মতি-প্রার্থনা এবং তাহাতে কৃষ্ণের অনুমোদন। রাজ-কর্ত্তৃক যজ্ঞের আয়োজনাদেশ। যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদনে ব্যাসাদির নিয়োগ। শিল্পিগণ-কর্ত্তৃক যজ্ঞ-গৃহ নির্ম্মাণ। রাজাজ্ঞাক্রমে ব্রাহ্মণ-প্রভৃতির নিমন্ত্রণার্থে সহদেবের দূত-প্রেরণ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা। যজ্ঞসভায় নানাদেশীয় বিপ্রগণের সমাগম ও সমুচিত সম্মান লাভে সন্তুষ্টি। ভীষ্মাদির আনয়নার্থে নকুলের হস্তিনায় গমন। ৩৩ ৪৮ ৫০

যজ্ঞ-সভায় রাজগণ-প্রভৃতির আগমন এবং যুধিষ্ঠির-সমীপে সমুচিত সৎকারলাভ। ... ... ৩৪ * ৫১

যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদির যথাযোগ্য যজ্ঞীয় কার্য্যে নিয়োগ। রাজগণ-সমীপে যুধিষ্ঠিরের প্রচুর উপহার প্রাপ্তি। রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা দেব ব্রাহ্মণাদির তৃপ্তি। ৩৫ ৫১ ৫২

অন্তর্ব্বেদি-মধ্যে ঋষিগণের শাস্ত্রীয় কথা প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক। ক্ষত্রিয়-সমাগম-দর্শনে নারদের দেবগণের অংশাবতরণ-বিষয়ক পুরাবৃত্ত কথা স্মরণ ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়িণী চিন্তা। প্রথম অর্ঘদান-বিষয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের উক্তি প্রত্যুক্তি। ভীষ্মের অনুজ্ঞাক্রমে সহদেবের কৃষ্ণ-হস্তে প্রথম অর্ঘপ্রদান ও তদ্দৃষ্টে শিশুপালের অমর্ষ। ৩৬ ৫২ ৫৩

ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের প্রতি ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক সভা হইতে শিশুপালের নির্গমন। ... ৩৭ ৫৪ ৫৫

যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক শিশুপালের সান্ত্বনা। ভীষ্ম-কর্ত্তৃক শিশুপালের ভর্ৎসনপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের অশেষ গুণাবলি ও মহাত্ম্যবর্ণন। ৩৮ ৫৫ ৫৬

কৃষ্ণপূজা-অসহিষ্ণু রাজগণের প্রতি সহদেবের সাহঙ্কার বক্তৃতা ও পদ প্রদর্শন এবং তদ্বিষয়ে দৈববাণী ও নারদের অনুমোদন। রাজগণের প্রতি শিশুপালের প্রোৎসাহন ও যজ্ঞবিঘাতার্থে মন্ত্রণা। ৩৯ ৫৬ ৫৭

রাজগণের রোষাবেশ দর্শনে যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক ভীষ্মের প্রতি যজ্ঞের অবিঘ্নার্থ উপায় জিজ্ঞাসা এবং "কৃষ্ণই একমাত্র উপায়" এই বলিয়া দুষ্ট রাজগণের তিরস্কার-সহকারে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের সান্ত্বনা। ... ৪০ ৫৭ ৫৮

ভীষ্মের প্রতি শিশুপালের ভর্ৎসনা এবং তৎপ্রসঙ্গে বৃদ্ধ হংসের উপাখ্যান কথন ও কৃষ্ণনিন্দা। শিশুপালোক্ত নিন্দাবাক্য শ্রবণে ভীমের ক্রোধ, ও ভীষ্ম-কর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। শিশুপালের সাহস-প্রকাশ। ৪১।৪২ ৫৮ ৬০

ভীমের সান্ত্বনার্থে ভীষ্মকর্ত্তৃক শিশুপালের জন্মাদি বৃত্তান্তবর্ণন। ৪৩ ৬০ ৬১

"বোধ হয়, কৃষ্ণ স্বীয়তেজের অংশভূত শিশুপাল হইতে সেই তেজ প্রত্যাহরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এই নিমিত্তেই এ তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান এবং আমাকে তিরস্কার করিতেছে" ভীমের প্রতি ভীষ্মের এইরূপ উক্তি শ্রবণে তাঁহার প্রতি শিশুপালের কটূক্তি ও ভীষ্মের সগর্ব্ব উত্তর

প্রকরণ ... ... অধ্যায়। পৃষ্ঠ-অবধি, পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।

প্রদান। ভীষ্মের বধার্থ রাজগণের মন্ত্রণা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ভীষ্মের সাহঙ্কার উক্তি। ৪৪ ৬১ ৬৩

শিশুপাল-কর্ত্তৃক নিন্দাবাদ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কৃষ্ণের প্রতি আহ্বান। রাজগণ-সমীপে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক শিশুপালের অপরাধ-সমূহ বর্ণন। কৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ভর্ৎসনা ও সাহঙ্কার উক্তি। শিশুপাল বধ। কৃষ্ণদেহে শিশুপালের তেজঃপ্রবেশ। চেদিরাজ্যে শিশুপাল-তনয়ের অভিষেক। রাজসূয় সমাপ্তি। যুধিষ্ঠির-সমীপে রাজগণের স্বদেশ গমনের অনুমতি-প্রার্থনা। যুধিষ্ঠিরের নিকটে সম্মান লাভ-পূর্ব্বক রাজগণের, বিপ্রবর্গের ও কৃষ্ণের স্ব স্ব দেশে গমন। ... ৪৫ ৬৩ ৬৬

যুধিষ্ঠির-সভায় দুর্য্যোধনের বিপ্রলম্ভ-প্রাপ্তি। হস্তিনায় প্রস্থান-সময়ে পাণ্ডবদিগের সমৃদ্ধিচিন্তায় দুর্য্যোধনের পরিতাপ ও বিষাদ, শকুনি-সমীপে দুঃখ-বৃত্তান্ত কথন এবং মরণেচ্ছা-প্রকাশ। ৪৬ ৬৬ ৬৮

দুর্য্যোধনের প্রতি শকুনির সান্ত্বনা ও দ্যূত-ক্রীড়ার মন্ত্রণা-প্রদান। ৪৭ ৬৮ ৬৯

ধৃতরাষ্ট্রসমীপে শকুনি-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের শোকবার্ত্তা কথন। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসায় দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য-বর্ণন-পূর্ব্বক আত্মদুঃখপ্রকাশ ও অক্ষক্রীড়ার মন্ত্রণা। ধৃতরাষ্ট্রের বিদুর-সহ মন্ত্রণার ইচ্ছায় দুর্য্যোধনের আপত্তি। পুত্রানুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের দ্যূতসভা নির্ম্মাণাদেশ, ক্রীড়ানিশ্চয়ার্থে বিদুরকে আনয়ন ও বিদুরের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দৈব ব্যপদেশে দ্যূত-প্রবর্ত্তনের নিশ্চয়। ৪৮ ৬৯ ৭১

জনমেজয়ের প্রার্থনায় বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক বিস্তার-ক্রমে দ্যূত-বিবরণ বর্ণনারম্ভ। নির্জ্জনে দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের বহুল যুক্তি প্রদর্শন-দ্বারা দ্যূতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ ও শোক-কারণ জিজ্ঞাসা। শোক-কারণ বর্ণন-প্রসঙ্গে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য, তদীয় সভায় আপনার বিপ্রলম্ভ এবং যজ্ঞোপলক্ষে নানাদেশীয় রাজগণের বহুতর উপহার প্রদানের বিবরণ-কথন। ... ৪৯।৫২ ৭১ ৭৭

দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা, পাণ্ডব-বিদ্বেষে নিষেধ ও হিতোপদেশ। ৫৩ ৭৭ ৭৮

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অনুযোগ-পূর্ব্বক তৎসমীপে দুর্য্যোধনের রাজনীতি প্রদর্শন-দ্বারা পাণ্ডবৈশ্বর্য্য-হরণে একান্ত অধ্যবসায় প্রকাশ। ৫৪ ৭৮ ৭৯

দ্যূত-দ্বারা পাণ্ডবৈশ্বর্য্য-হরণে শকুনির উৎসাহ। দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের দ্যূত-বিষয়ক বাদানুবাদ। পুত্রানুরোধে ধৃতরাষ্ট্রের অক্ষক্রীড়ায় অনুমোদন, শিল্পিগণ-দ্বারা সভানির্ম্মাণ এবং যুধিষ্ঠিরের আনয়নার্থ বিদুরের প্রতি আদেশ। পাশ-ক্রীড়ায় বিদুরের নিষেধ এবং দৈব-ব্যপদেশে ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক তাহার উল্লঙ্ঘন। ৫৫ ৭৯ ৮০

যুধিষ্ঠিরের আনয়নার্থে বিদুরের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, যুধিষ্ঠির-সমীপে রাজাজ্ঞা-বিজ্ঞাপন ও তাঁহার জিজ্ঞাসায় ক্রীড়ার্থী সভিকদিগের নাম নির্দ্দেশ। স্বধর্ম্ম প্রতিপালন-জন্য যুধিষ্ঠিরের ক্রীড়ার্থে অঙ্গীকার এবং দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত

প্রকরণ ... ... অধ্যায়। পৃষ্ঠ-অবধি, পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।

হস্তিনায় গমন। ৫৬ ৮০ ৮২

দ্যূত-বিষয়ে শকুনি-সহ যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ এবং নিয়ম-রক্ষার্থে ক্রীড়াঙ্গীকার। দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি-রূপে শকুনির ক্রীড়ার্থে নিয়োগ। দ্যূতারম্ভ। ৫৭ ৮২ ৮৩

বহুবিধ বিত্ত পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া এবং যুধিষ্ঠিরের পরাজয়। ৫৮ ৮৩ ৮৫

ভাবি-অনর্থ-ভীত বিদুরের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অনুযোগ সহকারে হিতোপদেশ-প্রদান এবং দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার অনুরোধ। বিদুরের কঠোর বাক্য শ্রবণে তৎপ্রতি দুর্য্যোধনের ভর্ৎসনা। দুর্য্যোধনের প্রতি অনুযোগ-সহকারে বিদুরের হিতোপদেশ-কথন। ... ... ৫৯।৬০ ৮৫ ৮৮

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্ব পরাজয়, ক্রমে ক্রমে নকুল সহদেব অর্জ্জুন ও ভীমকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ, আত্ম পরাজয় এবং পরিশেষে শকুনির প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পণীভূত করণ ও পরাজয়। ৬১ ৮৮ ৯০

দুর্য্যোধন বিদুরের প্রতি দ্রৌপদীকে সভামণ্ডপে আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলে তৎপ্রতি বিদুরের ভর্ৎসনা ও হিতোপদেশ। ৬২ ৯০ ৯১

দ্রৌপদীকে আনয়ন-জন্য প্রাতিকামীর প্রতি দুর্য্যোধনের আদেশ। দ্রৌপদী-সমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রাতিকামীর রাজাজ্ঞা-বিজ্ঞাপন, তাঁহার প্রার্থনায় প্রত্যাগমন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি তদীয়-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা। দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় প্রাতিকামীর পুনর্ব্বার দ্রৌপদী-সমীপে গমন এবং সভ্যদিগের প্রতি তদীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থে পুনরাগমন। প্রাতিকামীকে ভীত বোধ করিয়া দুঃশাসনের প্রতি দুর্য্যোধনের দ্রৌপদী-আনয়নার্থে আদেশ। দ্রৌপদী-সমীপে গমনানন্তর তৎপ্রতি দুঃশাসনের সভায় গমন-জন্য আহ্বান এবং তাঁহার অস্বীকারে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন। দুঃশাসনের প্রতি দ্রৌপদীর ভর্ৎসনা এবং সভ্যদিগের প্রতি অনুযোগ-সহকারে আক্ষেপ প্রকাশ। দ্রৌপদীর দুঃখ দর্শনে দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি ও দুর্য্যোধনের হর্ষ এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় সভ্যগণের বিষাদ। দ্রৌপদীর প্রতি, তদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা দুরূহ, এইরূপ আভাসে ভীষ্মের উক্তি এবং দ্রৌপদীর প্রত্যুক্তি। পাঞ্চালীর প্রতি দুঃশাসনের কটূক্তি ও তাহাতে ভীমসেনের ক্রোধোদয়। ৬৩ ৯১ ৯৪

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের অনুযোগ ও অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। দ্রৌপদী-কৃত প্রশ্নের মীমাংসার্থে সভাসদ্গণের প্রতি বিকর্ণের বক্তৃতা। বিকর্ণ-বাক্য শ্রবণে কর্ণের সরোষ বক্তৃতা ও দুঃশাসনের প্রতি যুধিষ্ঠিরাদির বস্ত্র-হরণে নিয়োগ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দুঃশাসনের রক্তপানার্থ ভীমের প্রতিজ্ঞা। বস্ত্রহরণে অসমর্থ দুঃশাসনের লজ্জা। কৌরবদিগের প্রতি সজ্জনগণের নিন্দাবাদ। বিদুরের বক্তৃতা এবং তদন্তর্গত প্রহ্লাদ ও সুধন্বার সংবাদ। ৬৪ ৯৪ ৯৮

দ্রৌপদীর খেদোক্তি। দ্রৌপদীর প্রতি প্রশংসা-পূর্ব্বক

প্রকরণ ... ... অধ্যায়। পৃষ্ঠ-অবধি, পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।

ভীষ্মের পূর্ব্ববৎ উক্তি এবং যুধিষ্ঠির-দ্বারা তদীয় প্রশ্নের মীমাংসা করাইবার অভিপ্রায়। ৬৫ ৯৮ ৯৯

পাণ্ডবগণ-দ্বারা প্রশ্নের মীমাংসা করাইবার অভিপ্রায়ে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি। দ্রৌপদীর প্রশ্নবিষয়ে ভীমের উক্তি ও ক্রোধ-প্রকাশ এবং তাঁহার প্রতি ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের সান্ত্বনা। ... ৬৬ ৯৯ ১০০

দুর্য্যোধনের অহিত বলিয়া ভীষ্মাদির প্রতি কর্ণের অপবাদ-প্রদান এবং দাসী-সম্বোধনে দ্রৌপদীর প্রতি কটূক্তি। কর্ণের দুর্ব্বাক্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের আক্ষেপ উক্তি। দ্রৌপদীর প্রশ্ন-মীমাংসার্থে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দুর্য্যোধনের নিয়োগ ও দ্রৌপদীর প্রতি ইঙ্গিত-সহকারে বাম ঊরু প্রদর্শন। ভীম-কর্ত্তৃক তদীয় ঊরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা এবং "ধর্ম্মভ্রষ্ট হইল" বলিয়া কৌরবদিগের প্রতি বিদুরের অনুযোগ। ভীমাদি যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর স্বীকার করিলে তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে, এইরূপ আভাসে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের উক্তি এবং তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনের উত্তরদান। রাজ-ভবনে দুর্নিমিত্ত-সংঘটন এবং গান্ধারী ও বিদুর-কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন। দুর্য্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ভর্ৎসনা, দ্রৌপদীর প্রতি বর-গ্রহণের আদেশ এবং তদীয় প্রার্থনায় যুধিষ্ঠিরাদিকে মুক্তি-প্রদান। ৬৭ ১০০ ১০২

দ্রৌপদী হইতে পাণ্ডবদিগের দাসত্ব মোচন-হওয়ায় কর্ণের উপহাস। কর্ণের বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি ভীমের আক্ষেপ উক্তি এবং তাঁহার প্রতি অর্জ্জুনের সান্ত্বনা। যুধিষ্ঠির-সমীপে ভীমের কুরুকুল বিনাশার্থে অনুমতি-প্রার্থনা ও উদ্যম-প্রকাশ এবং যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক তাঁহার ক্রোধ-সান্ত্বনা। ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে যুধিষ্ঠিরের সবিনয় সম্ভাষণ এবং তাঁহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্য শাসনের অনুমতি ও বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন-দ্বারা ভ্রাতৃ সদ্ভাব-রক্ষার্থে অনুরোধ। যুধিষ্ঠিরাদির ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান। ... ... ৬৮।৬৯ ১০২ ১০৩

দ্বাদশ-বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত-বাস পণ করিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠির-সহ দ্যূত-ক্রীড়ার্থে ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে দুর্য্যোধনের অনুমতি-প্রার্থনা এবং দ্রোণাদির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তদ্বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন। ৭০ ১০৩ ১০৪

কুলবিনাশ-শঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারীর দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ এবং তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মতি ও পুত্রেচ্ছার অনুবর্ত্তন। ৭১ * ১০৫

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে প্রাতিকামী-কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে পুনর্দ্যূতার্থে হস্তিনায় প্রত্যানয়ন। যুধিষ্ঠিরের প্রতি শকুনির পণ-নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ক্রীড়ার্থে আহ্বান। যুধিষ্ঠিরের পুনর্দ্দ্যূতারম্ভ ও পরাজয়। ... ৭২ ১০৫ ১০৬

পাণ্ডবগণের বন-প্রয়াণের উদ্যোগে দুঃশাসনের বিদ্রূপ-করণ। ভীমের ক্রোধ ও শকুনির সহিত বাগ্বিবাদ। দুর্য্যোধনের বিদ্রূপে ক্রোধপূর্ণ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা। ৭৩ ১০৬ ১০৮

সভাসদ্গণের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বিদায়-প্রার্থনা। বিদুর আপন ভবনে কুন্তীর অবস্থান-জন্য পাণ্ডবদিগকে অনুরোধ করিলে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের সম্মতি। পাণ্ডবগণের প্রতি সান্ত্বনা ও হিতোপদেশ-পূর্ব্বক বিদুরের বিদায়-প্রদান। পাণ্ডবদিগের বন-প্রস্থান। ৭৪ ১০৮ ১০৯

কুন্তীপ্রভৃতির নিকটে দ্রৌপদীর বিদায়-প্রার্থনা। দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর সান্ত্বনা ও উপদেশ। পাণ্ডবগণের বনবাসের বেশ দর্শনে কুন্তীর বিলাপ এবং তাঁহাদিগের গমনান্তে বিদুর-ভবনে প্রবেশ। দ্রৌপদীর দুঃখ-বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-মহিলা-গণের পরিতাপ। ধৃতরাষ্ট্রের উদ্বেগ ও বিদুরকে স্বসমীপে আনয়ন। ৭৫ ১০৯ ১১১

ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসায় বিদুর-কর্ত্তৃক পাণ্ডবাদির বনগমনের প্রকার ও তাহার ভাব-বর্ণন, পৌরগণ-কৃত আক্ষেপ ও নিন্দাবাদ কথন এবং পাণ্ডবদিগের গমনান্তে নগরে বিবিধ মহোৎপাত ঘটনের বিবরণ-কীর্ত্তন। কৌরব-সভায় নারদের উপস্থিতি এবং "চতুর্দ্দশ বর্ষে কুরুকুলধ্বংস হইবে" এই ভবিষ্য বাণী কথনানন্তর অন্তর্দ্ধান। কৌরবগণের দ্রোণাচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ এবং তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বনে আচার্য্যের অঙ্গীকার ও দুর্য্যোধনের প্রতি উপদেশ ও সতর্ক করণ। পাণ্ডবদিগের প্রত্যানয়ন অথবা সসৎকারে গমনার্থ বিদুরের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ। ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাবেশ দর্শনে তাঁহার প্রতি সঞ্জয়ের অনুযোগ। সঞ্জয়-সমীপে ধৃতরাষ্ট্রের অনুশোচনা ও পরিতাপ। ... ... ৭৬।৭৭ ১১১ ১১৫

সভাপর্ব্বসূচীপত্র সম্পূর্ণ।
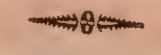
বিজ্ঞাপন।

আসিয়াটিক্‌সোসাইটির মুদ্রিত মূলপুস্তকে সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে যে প্রস্তাব আছে, হস্তলিখিত পাঁচ ছয় খানি গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট না হওয়ায়, বিশেষত লিখন-প্রণালী পর্য্যালোচনে ঐ প্রস্তাবটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতীত হওয়ায় উক্ত অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপিচ উক্ত মুদ্রিতপুস্তকে যে যে স্থলে অধ্যায়াঙ্ক আছে, তন্মধ্যে দুই স্থানের অধ্যায়াঙ্ক হস্তলিখিত-পুস্তকানুসারে ইহাতে নিবেশিত হয় নাই। এক্ষণে মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইলে দৃষ্ট হইল যে, পর্ব্বসংগ্রহোল্লিখিত সভাপর্ব্বীয় অধ্যায় সঙ্খ্যা হইতে এক অধ্যায় ন্যূন হইয়াছে; সুতরাং উক্তরূপ বৈসাদৃশ্যই ইহার কারণ বলিতে হইবে ইতি।

শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

মহাভারত।
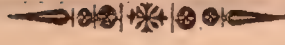
সভাপর্ব্ব।
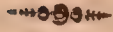
নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জয়কীর্ত্তন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ময়দানব তিনজনে একত্র হইয়া সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইলে পর, ময়দানব মাধব সমক্ষে অর্জ্জুনকে বারম্বার বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্যে নিবেদন করিল, হে কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন! এই ক্রোধপরীত দানব-নাশন কৃষ্ণ এবং দহনেচ্ছু প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব বলুন, আমি আপনকার কি প্রত্যুপকার করিব! অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাসুর! তোমার কথাতেই সমস্ত করা হইল, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর, তুমি আমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত থাক এবং আমরাও তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকি। ময় কহিল, হে পুরুষপুঙ্গব বিভো! আপনি যে কথা বলিতেছেন ইহা আপনকার অনুরূপই বটে, তথাপি আমি প্রীতি-পূর্ব্বক আপনকার কিছু উপকার করিতে বাসনা করি। হে পাণ্ডব! আমি শিল্পকর্ম্মে নিপুণ এবং দানব-কুলের বিশ্বকর্ম্মা, এই জন্যেই আপনকার নিমিত্ত কোন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অনঘ! তুমি মৃত্যুমুখ হইতে আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিয়া প্রত্যুপকারে অভিলাষী হইতেছ, অতএব এ অবস্থায় আমি তোমাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করাইতে পারিব না; কিন্তু তোমার সংকল্প ব্যর্থ হয় এমনও বাসনা করি না; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম সম্পাদন কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবেক। অর্জ্জুনের আদেশক্রমে ময়দানব বাসুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি ভাবিলেন, ইহাকে কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়? মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রজাপতি লোকনাথ কৃষ্ণ তাহাকে আদেশ করিলেন, হে শিল্প-নিপুণ দানব! যদি তুমি আমার প্রিয়কর্ম্ম করিতে মানস করিয়া থাক, তবে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে তোমার ইচ্ছানুরূপ একটি সভা নির্ম্মাণ করিয়া দাও। যাহা দর্শন করিয়া অখিলভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবেরা তাহার অনুরূপ সভান্তর করিতে সক্ষম না হয় এবং যাহাতে কি দিব্য কি আসুর কি মানবীয় সর্ব্বপ্রকার অভিপ্রায়, অর্থাৎ নির্ম্মাণের ছন্দ সমস্ত নির্ম্মিত দেখিতে পাই, এরূপ একটি সভা প্রস্তুত কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ময়দানব হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কথা স্বীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বিমানতুল্য এক সভামণ্ডপের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও জিষ্ণু উভয়ে এই সমস্ত বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করিয়া ময়দানবকে তাঁহার দর্শনপথে উপনীত করিলেন। যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য পূজা করিলে, সে বহুসম্মানপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল। মহারাজ! সর্ব্ব-

কর্ম্ম-নিপুণ ময়দানব তৎকালে পাণ্ডুনন্দনদিগের নিকট বৃষপর্ব্বা দানবের বিন্দুসরোবরে যজ্ঞাদিরূপ পূর্ব্বতন চরিত কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া বহুতর-চিন্তাপূর্ব্বক মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সভা-নির্ম্মাণের উপক্রম করিল। মহানুভব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির মতানুসারে মহাতেজস্বী ময়দানব পুণ্যদিনে যথাবিহিত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে বহুপ্রকার ধন ও পায়সান্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করিল, পরে সর্ব্বঋতু-সম্ভূত-সর্ব্বসুখসম্পন্না, দিব্যরূপা, মনোরমা, পঞ্চসহস্রহস্ত-বিস্তীর্ণা সভাভূমি পরিমাণ করাইল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পূজনীয় জনার্দ্দন খাণ্ডবপ্রস্থে পরমপ্রীতি-সংযুক্ত পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়া কিছুদিন পরমসুখে অবস্থিতি করিলেন, পরে একদিন পিতৃ দর্শনাভিলাষে গমনের মানস করিলেন। জগদ্বন্দ্য পৃথুলোচন কৃষ্ণ, ধর্ম্মরাজ ও পৃথাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বীয় পিতৃস্বসা পৃথার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। পৃথা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে মহাযশা ভগবান্ হৃষীকেশ, সুভাষিণী স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রুনয়নে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে সার্থক, হিতকর, উত্তরানর্হ ও সত্যকথা সংক্ষেপে কহিলেন। সুভদ্রাও তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বার বার অভিবাদন করিয়া, স্বজনবর্গের নিকটে যে যে কথা বলিতে হইবে, সমুদায় বলিয়া দিলেন। বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ, ভগিনীকে সমুচিত সমাদর করিয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যকে দর্শন করিলেন, এবং ধৌম্যকে যথোচিত বন্দনা করিয়া দ্রৌপদীকে সম্বর্দ্ধনা ও নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন। পরে পুরুষপ্রবর বিদ্যাবান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন অমরবৃন্দ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকেন, তদ্রূপ যদুকুলতিলক বলবান্ কৃষ্ণ পঞ্চভ্রাতৃ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইলেন; অনন্তর স্নান করিয়া শুচি হইয়া অলঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক যাত্রাকালীন কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবার মানসে দেব দ্বিজগণকে মাল্য, মন্ত্র, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। যদুকুলপ্রবর সনাতন ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ সকল কার্য্য সমাপনান্তে বাহ্য-কক্ষ্যায় বিনির্গত হইয়া পূজার্হ ব্রাহ্মণগণকে দধিপূর্ণ পাত্র, ফল ও অক্ষতদ্বারা স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক ধনদান করত প্রদক্ষিণ করিলেন, পরে গদা অসি শার্ঙ্গ-প্রভৃতি নানা অস্ত্রে সুসজ্জিত, শৈব্য-সুগ্রীবাদি হয়-চতুষ্টয়-যোজিত, কামগামী, গরুড়ধ্বজ সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া শুভদিনে, শুভনক্ষত্রে, শুভমুহূর্ত্তে প্রস্থান করিলেন। কুরুপতি রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহার প্রেমানুরক্ত হইয়া পশ্চাৎ রথারোহণ করিলেন, এবং সারথি-সত্তম দারুককে স্থানান্তরিত করিয়া স্বয়ং রথরশ্মি গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘবাহু অর্জ্জুনও রথারূঢ় হইয়া কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করত সুবর্ণদণ্ড-বিশিষ্ট শ্বেতচামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। সেইরূপ বলশালী ভীমও নকুল, সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরবাসিদিগের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিলেন। প্রিয়শিষ্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে গুরু যেমন শোভিত হয়েন, সেইপ্রকার শত্রুঘাতী নারায়ণ ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর গোবিন্দ অর্জ্জুনের সহিত সম্ভাষণ ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা করিলেন এবং নকুল সহদেবকেও আলিঙ্গন ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদিও কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, কেবল মাদ্রীকুমারদ্বয় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এইরূপে অর্দ্ধযোজন পথ গমনের পর শত্রুপুরজেতা ধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া “আপনি নিবৃত্ত হউন” এই কথা বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মস্তকে আঘ্রাণপূর্ব্বক

যাদবশ্রেষ্ঠ কমললোচন কেশবকে উত্থাপন করিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর মধুসূদন "আবার আসিব" ইত্যাদি যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অতিকষ্টে নিবৃত্ত করিয়া, ইন্দ্র যেমন অমরাবতী উদ্দেশে গমন করেন, তদ্রূপ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় পুরীতে গমন করিলেন। যতদূর চক্ষু যায় ততদূর অবধি পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে নয়নপথবর্ত্তী করিলেন, এবং প্রণয়-পরতন্ত্রতা-হেতু মনে মনেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় ও মন পরিতৃপ্ত হইল না; প্রিয়দর্শন কৃষ্ণ শীঘ্রই তাঁহাদিগের দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। গোবিন্দের প্রতি তদ্গতচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা অনিচ্ছুক হইয়াও স্বনগরীতে শীঘ্র প্রত্যাগত হইলেন। তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণও গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া দারুকের সহিত রথারোহণে দ্বারকায় গমন করিলেন। সাত্বত বীর সাত্যকি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষয়শীল-সম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে সমুদায় বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণকে বিদায় করিয়া পুরুষ-প্রবীর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর সহিত একান্তে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। এদিকে কমললোচন কেশবও আনন্দিতমনে স্বীয় পুরোত্তমে প্রবেশ-পূর্ব্বক যদুশ্রেষ্ঠ উগ্রসেনাদি-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া এবং বৃদ্ধপিতা বসুদেব, যশস্বিনী জননী ও জ্যেষ্ঠ বলদেবকে অভিবাদন করিয়া অবস্থিতি করিলেন; অনন্তর প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ভানু-প্রভৃতি পুত্রদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধদিগের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীর ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।
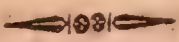
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিল, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে এক্ষণে বিদায় লইয়া যাই, পরে আসিব। পূর্ব্বে আমি কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে দানবদিগের যাগকালে বিন্দুসরোবরের নিকট একটি বিচিত্র রমণীয় মণিময় ভাণ্ড প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তৎকালে তাহা সত্যপ্রতিজ্ঞ বৃষপর্ব্বার সভায় স্থাপিত ছিল; হে ভারত! যদি তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে, আমি মৈনাক হইতে আসিবার সময় লইয়া আসিব, পরে আপনাদিগের যশোবর্দ্ধিনী, মনঃপ্রহ্লাদিনী, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিতা, বিচিত্র-সভা নির্ম্মাণ করিব। হে কুরুনন্দন! বোধ করি, সেই বিন্দুসরোবরে এক প্রচণ্ড গদাও বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বৃষপর্ব্বা লক্ষগদার তুল্য, অতিভারসহ, সুবর্ণ-বিন্দুযুক্ত, শত্রুনাশক সেই সুদৃঢ় প্রচণ্ড গদাদ্বারা শত্রুবংশধ্বংস করিয়া তথায় নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। গাণ্ডীব যেমন আপনকার উপযুক্ত, তদ্রূপ সেই গদাটিও ভীমসেনের উপযুক্ত। অপিচ বরুণের দেবদত্ত-নামক সুঘোষবান্ মহাশঙ্খও সেই সরোবরে আছে; আমি সে সমস্তই আনিয়া আপনকাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ঐ অসুর পার্থকে এইরূপ কহিয়া পূর্ব্বোত্তরদিকে প্রস্থান করিল।

কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্ব্বত সন্নিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মহামণিময় মহাগিরি আছে; তথায় রমণীয় বিন্দুসরোবর রহিয়াছে। ঐ সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গা দর্শন নিমিত্ত বহুবৎসর বাস করিয়াছিলেন। হে ভরতসত্তম! ঐস্থানে সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ইন্দ্র একশত মহাযজ্ঞ করিয়া অভূতপূর্ব্ব মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সকল শোভার নিমিত্ত নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐস্থানেই যাগ করিয়া সেই সহস্রাক্ষ শচীপতি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণতেজস্বী সনাতন ভূতপতি মহাদেব সমস্তলোক সৃষ্টি করত ঐ স্থানে স্থিত হইয়া সহস্র সহস্র ভূতগণ-কর্ত্তৃক উপাসিত হয়েন। ঐস্থানে নর, নারায়ণ,

ব্রহ্মা, যম ও রুদ্র সহস্রযুগান্তে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। বাসুদেব কেশব ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য ঐস্থানে সতত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বহুবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং ঐস্থানে তিনি সুবর্ণমালাযুক্ত যূপসমূহ, প্রদীপ্ত চৈত্যনিচয় ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্রব্যজাত দান করিয়াছিলেন। হে ভরত-নন্দন! ময়দানব তথায় যাইয়া বৃষপর্ব্বার অধিকৃত গদা ও শঙ্খ এবং সভা-নির্ম্মাণের উপযোগী যে সমস্ত স্ফটিকময় সামগ্রী ছিল, সমুদায় গ্রহণ করিল। যক্ষ ও রাক্ষসগণ যে মহৎ ধন রক্ষা করিতেছিল, ঐ মহাসুর তথায় গমন করিয়া সে সমস্তই সংগ্রহ করিল। ঐ সমস্ত আনয়ন করিয়া অসুর সেই ত্রিলোক-বিশ্রুত, মণিময়, অপ্রতিম, দিব্য সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং সেই প্রকৃষ্ট গদাটি ভীমকে আর দেবদত্ত-নামক মহাশঙ্খটি অর্জ্জুনকে প্রদান করিল। ঐ শঙ্খের শব্দে ত্রিলোক কম্পিত হয়। মহারাজ! কাঞ্চনময়-বৃক্ষশালিনী সেই সভাটি চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্রহস্তবিস্তীর্ণা হইল। ঐ সভা সূর্য্য চন্দ্রাদির সভাতুল্য দীপ্তিমতী হইয়া অতিশয় মনোহর আকার ধারণ করিল; স্বকীয় প্রভার প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর প্রভাকেও যেন অপ্রতিভ করিল; অলোকসামান্য তেজোদ্বারা দিব্যরূপা হইয়া যেন প্রজ্বলিতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং নূতন জলধরের ন্যায় নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া রহিল। ফলত সর্ব্বকার্য্যদক্ষ মতিমান্ ময় যেরূপ মহাবিস্তীর্ণ, সুনির্ম্মল, শ্রান্তিহর, রমণীয়, বহুলচিত্রান্বিত, রত্নপ্রাচীর-বেষ্টিত, বহুমূল্য সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল, কৃষ্ণের ব্রহ্মার বা আর কোন দেবতার সভা তাদৃশ-রূপশালিনী ছিল না। গগণচারী, মহাবল, মহাকায়, রক্তাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, শুক্তিকর্ণ, প্রহরণধারী, অষ্টসহস্র কিঙ্কর-নামক ঘোররূপ রাক্ষস ময়ের আজ্ঞানুসারে উক্ত সভায় গমন করত উহার রক্ষণ ও বহন করিতে লাগিল। উক্ত সভায় ময় একটি অপ্রতিম সরোবর নির্ম্মাণ করিল। ঐ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদূর্য্যময় পত্রযুক্ত শত শত শতপত্র ও কাঞ্চনময় কহ্লার-কদম্ব সুশোভিত ছিল এবং বহুতর বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ কেলি করিতেছিল। প্রফুল্ল পঙ্কজ ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্মাদিদ্বারা বিচিত্রিতা, চিত্রস্ফটিক-সোপানবদ্ধা, মন্দ মন্দ সমীরণদ্বারা আন্দোলিতা, মুক্তাবিন্দুনিচয়ে খচিতা, মহামণি-শিলাপট্টদ্বারা চতুর্দ্দিকে বদ্ধবেদিকা, মণিরত্নে বিভূষিতা ঐ নির্ম্মল-সরসী দৃষ্টি করিয়াও কোন কোন রাজপুরুষেরা ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ সভার চতুর্দ্দিকে পুষ্পিত, নীলবর্ণ, শীতলচ্ছায়াযুক্ত, নানাবিধ মনোহর মহাবৃক্ষ-সমূহ ও সুগন্ধি-কানন এবং হংস কারণ্ডবচক্রবাকাদি-সমাকীর্ণ পুষ্করিণী সকল ইতস্ততঃ সুশোভিত ছিল। গন্ধবহ সর্ব্বত্র হইতে স্থলজ ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া পাণ্ডবদিগকে সেবা করিত। মহারাজ! ময় চতুর্দ্দশ মাসে এতাদৃশী মহতী সভা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নরনাথ যুধিষ্ঠির মধু-মিশ্রিত সঘৃত পায়সান্ন, বহুবিধ ফলমূল এবং হরিণ শূকরপ্রভৃতির মাংসদ্বারা অযুত অযুত ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! তিনি দিগ্‌দিগন্তরাগত বিপ্রেন্দ্রদিগকে তিলৌদন, জীবন্তীশাক, হবিষ্যান্ন, মাংসের বিবিধপ্রকার, ইত্যাদি নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য ও অনুপভুক্ত বসন-ভূষণাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র সহস্র গোধন প্রদান করিলেন। হে ভরত-নন্দন! তৎকালে পুণ্যাহ-ধ্বনি, অর্থাৎ "অদ্য কি শুভদিন" লোকদিগের এইরূপ আনন্দ-নির্ঘোষ আকাশপথে বিস্তীর্ণ হইল। কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিবিধবাদিত্র ও পুষ্পধূপাদির মনোহর গন্ধদ্বারা দেবতাদিগের পূজাপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ

করিলে পর তথায় মল্ল, ঝল্ল, নট, সূত ও স্তুতিপাঠকেরা আপন আপন গুণপ্রকাশ করত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল।

পঞ্চপাণ্ডব এইরূপ মহাসমারোহে উক্ত সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া অমরাবতীতে দেবরাজতুল্য তথায় পরমসুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তথায় নানাদেশ-সমাগত ভূপালবর্গ এবং ঋষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত উপবেশন করিতেন। অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরা, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাল্‌ভ্য, স্থূলশিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, অস্মদাদি ব্যাসশিষ্যসমূহ, তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, লোমহর্ষণ ও তাঁহার পুত্র, অপ্সুহোম্য, ধৌম্য, অণীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীশ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিন্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান্, ঔষিজ, নাচিকেত, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুণ্ডিন, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ ও কঠ, ধর্ম্মবেত্তা সংযতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় এই সমস্ত মুনিগণ এবং বেদবেদান্তপারগ, ধর্ম্মজ্ঞ ও পবিত্র অন্যান্য বহুসঙ্খ্য ঋষিসত্তমগণ বহুবিধ বিশুদ্ধ পুণ্যকথার প্রসঙ্গ করত ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতেন। অপিচ শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ, দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমঠ, মহাবল পরাক্রান্ত কম্পন, (যিনি কালকেয়াদি অসুর-কুলবিনাশকারী বজ্রধারী দেবরাজের ন্যায় একাকী মহাবল পৌরুষান্বিত কৃতাস্ত্র মহাতেজস্বী যবনগণকে কম্পিত করিয়াছিলেন,) জটাসুর, মদ্রাধিপতি, কুন্তি, কিরাতরাজ পুলিন্দ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড্রুরাজ, অন্ধ্রক, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চানূর, দেবরাত, ভোজ, ভীমরথ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, মগধপতি জয়সেন, সুকর্ম্মা, চেকিতান্, শত্রুনাশক পুরু, কেতুমান্, বসুদান্, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবলবান্ শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিৎ, পুত্রসহ শিশুপাল, করূষাধিপতি, বৃষ্ণিবংশের দুর্দ্ধর্ষ দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনিপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, অঙ্কৃতি, বীর্য্যবান্ দ্যুমৎসেন, মহাধনুর্দ্ধারী কৈকেয়গণ ও সোমকনন্দন যজ্ঞসেন এই সমস্ত এবং বিজ্ঞসম্মত অন্যান্য বহুসঙ্খ্যক ক্ষত্রিয়গণও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনায় রত থাকিতেন। মহারাজ! প্রদ্যুম্ন শাম্ব যুযুধান সাত্যকি সুধর্ম্মা অনিরুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ শৈব্যপ্রভৃতি বৃষ্ণি-নন্দনগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য যে সমস্ত রাজকুমারেরা মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুন সমীপে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ সভায় উপস্থিত রহিতেন। তদ্ভিন্ন ধনঞ্জয়-সখা তুম্বুরু, সামাত্য চিত্রসেন এবং তাললয়-বিশারদ গীতবাদিত্র-কুশল কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তথায় নিত্য সন্নিহিত থাকিতেন। লয়স্থানে ও প্রমাণে সুনিপুণ মহামনা কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ তুম্বুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিব্যতানদ্বারা যথানিয়মে গান করত পাণ্ডুপুত্র ও ঋষিদিগকে ঐ সভায় সন্তুষ্ট করিতেন। স্বর্গে দেবতারা যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করেন, তদ্রূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্রতপরায়ণ পুরুষেরা ঐ সভায় উপবিষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।
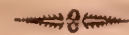
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ববর্গ উক্ত সভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সকল বেদোপনিষদ্‌বেত্তা, সুরগণ-পূজিত, ইতিহাসপুরাণজ্ঞ, অতীত-

কল্পের বিশেষজ্ঞ, ন্যায় ও ধর্ম্ম তত্ত্বাভিজ্ঞ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন, নানাশাস্ত্রীয় পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধিবাক্য সমুদায়ের একতা-সংস্থাপন সংযুক্ত বাক্য সকলের পৃথক্ করণ ও এক কর্ম্মে অনেক ধর্ম্মের সন্নিবেশস্থলে অধিকারানুসারে সম্বন্ধ-নিরূপণ-বিষয়ে বিশারদ, বাগ্মী, অতি-প্রগল্ভস্বভাব, মেধাবী, স্মৃতিসম্পন্ন, নীতিনিপুণ, কবি, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বিভাগে অভিজ্ঞ, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা বস্তুর নির্ণায়ক, প্রতিজ্ঞা হেতুপ্রভৃতি পঞ্চপ্রকার অবয়বযুক্ত বাক্যের গুণদোষজ্ঞ, বৃহস্পতি কথাপ্রসঙ্গ করিলেও তদীয়বাক্যের ক্রমিক উত্তরদানে সমর্থ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গের সারজ্ঞ, যোগবলে কি ঊর্দ্ধ কি অধ কি তির্য্যক্ সকল ভূমণ্ডলের প্রত্যক্ষদর্শী, বেদান্তবিচার ও যোগের বিভাগজ্ঞ, কলহ উৎপাদনদ্বারা দেব ও অসুরগণকে নির্ব্বেদযুক্ত করিতে সমুৎসুক, সন্ধিবিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, অনুমানদ্বারা কার্য্যাকার্য্য-বিভাগে অভিজ্ঞ, সন্ধি বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্য বিধির উপদেষ্টা, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদিপ্রিয়, সর্ব্বকার্য্যে অপ্রতিহতচেতা এবং অন্যান্য গুণসমূহ-সম্পন্ন, আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী, মহাতেজা, মহর্ষি নারদ পারিজাত, ধীমান্ রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য ইহাঁদিগের সহিত লোকমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে সভাস্থ পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের ন্যায় দ্রুতগমনে তাঁহাদিগের সেই সভায় আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে জয়াশীর্ব্বাদদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। ঋষিকে উপস্থিত দেখিয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ অতিবিনীত ধর্ম্মরাজ সহসা স্বীয় অনুজবর্গের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রীতি সহকারে অতিবিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য যথার্হ আসন গো মধুপর্ক বহুবিধ রত্নপ্রভৃতি সর্ব্বকামনাদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন, এবং তিনিও যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বেদপারগ মহর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকর্তৃক পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মার্থকামসংযুক্ত এই বক্ষ্যমাণ প্রশ্নগুলি করিলেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! তোমার অর্থ সমস্ত সঞ্চিত এবং বিহিত কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে ত? তোমার মন ধর্ম্মে রত আছে ত? সুখসমুদায় অনুভূত হইতেছে ত? এবং তাহাতে মন ত বিহত হয় না? হে নরদেব! তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তমাধমমধ্যম ত্রিবিধ প্রজাদের প্রতি যেমন ধর্ম্মার্থানুযায়ি মহদ্ব্যবহার করিতেন, তুমিও ত সেইরূপ কর? অর্থনিমিত্ত ধর্ম্মের হানি বা ধর্ম্মনিমিত্ত অর্থের হানি ত কর নাই? কিম্বা আশুপ্রীতিদায়ক-কামপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মার্থ উভয় বিষয়ের ত বাধক হও না? হে পরোপকারক জয়শীল কালজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি যথাকালে বিভাগ করিয়া সমভাবে ধর্ম্ম অর্থ কাম সেবা করিয়া থাক ত? হে অনঘ! বক্তৃত্ব প্রগল্ভত্ব-প্রভৃতি ষড়্বিধ রাজগুণদ্বারা সামদানাদি সপ্তবিধ উপায় এবং বলাবলদ্বারা রাজাদিগের নাস্তিকতাদি চতুর্দ্দশবিধ দোষ সম্যক্রূপে পরীক্ষা করিয়া থাক কি না? হে জয়শীল! আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম করিয়া থাক ত? এবং শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি অষ্টপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ত? হে ভরতকুলপ্রদীপ! তোমার দুর্গাধ্যক্ষপ্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতি শত্রুকর্ত্তৃক মোহিত অথবা আঢ্য হইয়া ব্যসনযুক্ত হয় নাই ত? তাহারা সকলেই সুন্দররূপে তোমার অনুরক্ত আছে ত? ছদ্মবেশী অপরিশঙ্কিত দূতগণ-কর্ত্তৃক অথবা তোমাকর্ত্তৃক কিম্বা তোমার মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক তোমার মন্ত্রিতবিষয় ত প্রকাশিত হইতেছে না? শত্রু মিত্র ও উদাসীনেরা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছে তাহা অবগত হইতেছ ত? উপযুক্ত সময়ে ত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া থাক? উদাসীন ও মধ্যস্থের প্রতি মধ্যস্থতা অবলম্বন কর ত? হে বীরবর! পরিশুদ্ধ, কার্য্যাকার্য্য-বোধনে সমর্থ, অনুরক্ত, আত্মসদৃশ, সৎকুলসম্ভূত বৃদ্ধদিগকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিয়াছ ত? হে ভারত! যেহেতু মন্ত্রই রাজা-

দিগের বিজয়ের মূল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণ মন্ত্রণা গোপন-পূর্ব্বক সুন্দররূপে তোমার রাজ্য-রক্ষা করিতেছেন ত? শত্রুরা ত উহা নষ্ট করিতেছে না? তুমি নিদ্রার অধীন হও না ত? যথাকালে ত জাগরিত হও? হে অর্থজ্ঞ! শেষনিশায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের চিন্তা করিয়া থাক ত? একাকী কিম্বা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার গুপ্তমন্ত্র রাজ্যের সর্ব্বত্র ত প্রচারিত হয় না? অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহাফলোপধায়ক এরূপ কর্ম্ম সকল শীঘ্রই আরম্ভ কর ত? কোন কারণে ত তাহার ব্যাঘাত কর না? সমস্ত কার্য্যের শেষভাগ তোমার নয়নগোচর ও অবিশঙ্কনীয় হয় কি না? আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে হয় না ত? অথবা তৎসমুদায়ের প্রয়োজন বিশৃঙ্খল হইয়া যায় না ত? বিশ্বস্ত, নির্লোভ, পুরাতন-ক্রমজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হয় কি না? মহারাজ! লোকে তোমার অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিতপ্রায় কার্য্য সমুদায়ই ত জানিতে পারে? হে বীরবর! যে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন না হইয়াছে, তাহা ত কেহ জানিতে পারে না? সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ আচার্য্যগণ কুমার ও যোধমুখ্যদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন ত? সহস্র সহস্র মূর্খ দিয়াও একজন পণ্ডিত ক্রয় কর কি না? কেননা পণ্ডিতব্যক্তি শঙ্কটাপন্ন বিপদ্ হইতেও উদ্ধার করিয়া মঙ্গল সাধন করেন। তোমার দুর্গ সকল ধন, ধান্য, রত্ন, অস্ত্র, শস্ত্র, জল, যন্ত্রসমূহ, শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধারী লোকসকল দ্বারা পরিপূরিত আছে ত? মেধাবী, শৌর্য্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ একজন রাজমন্ত্রীও রাজা বা রাজপুত্রকে মহতী শ্রীসম্পন্ন করিতে পারেন; অতএব এরূপ কোন অমাত্য আপনকার নিকটে আছেন ত? হে শত্রুমর্দ্দন! পরস্পর অবিজ্ঞাত তিন তিন প্রণিধিদ্বারা বিপক্ষদিগের পুরোহিত-প্রভৃতি অষ্টাদশতীর্থ এবং স্বপক্ষের পঞ্চদশতীর্থ অবগত হইতেছ ত? শত্রুদিগের অগোচরে সর্ব্বদা সাবধান ও যত্নযুক্ত হইয়া তাহাদিগের সকল ব্যাপার জানিতেছ কি না? বিনয়সম্পন্ন, সদ্বংশজাত, বহুশ্রুত অসূয়াশূন্য ও মহানুভব এতাদৃশ পুরোহিতকে তুমি সতত সৎকার করিয়া থাক ত? কোন সরল মতিমান্ বিধিদর্শী ব্যক্তি তোমার অগ্নিহোত্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কোন্ সময়ে হোম করা হইয়াছে এবং কোন্ সময়ে করিতে হইবে তাহা বিজ্ঞাপন করেন ত? যে ব্যক্তি তোমার জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতিপাদক তিনি সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে অঙ্গপরীক্ষায় সুনিপুণ, দৈবাভিপ্রায়বেত্তা এবং দৈবাদি উৎপাতসময়ে প্রতিকারদক্ষ বটেন ত? উত্তমাধমমধ্যম কার্য্যে উত্তমাধমমধ্যম ভৃত্য সকল নিয়োজিত হইয়াছে কি না? কুলক্রমাগত, অকপট, বিমলচিত্ত, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিবর্গকে শ্রেষ্ঠকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক ত? তোমার তীক্ষ্ণদণ্ডে প্রজাবর্গ উদ্বেজিত হয় না ত? মন্ত্রিগণ ত তোমার অনুমতি লইয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন? যাজকেরা যেমন পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করেন এবং কামিনীগণ যেমন উগ্রস্বভাব স্বেচ্ছাবিহারী স্বামীকে অবজ্ঞা করে, তদ্রূপ অমাত্যেরা তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? তোমার সেনাপতি প্রগল্ভ, শূর, মতিমান্, ধৈর্য্যশালী, শুচি, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ও কার্য্যদক্ষ বটেন ত? তোমার সৈনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রগল্ভ, বিশুদ্ধচিত্ত, বিক্রমান্বিত প্রধান প্রধান লোকদিগকে তুমি ত সৎকার-পূর্ব্বক সম্মান করিয়া থাক? সৈন্যদিগের অহরহঃ প্রদেয় উচিতমত অন্ন ও বেতন ত যথাকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে? কালাতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে ত পীড়া দেওয়া হয় না? কেননা যথাকালে ভৃত্যদিগকে অন্ন ও বেতন না দিলে তাহারা দুর্গতি বশত প্রভুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে; সেই অনর্থটিকে পণ্ডিতেরা বিষম অনর্থ বলেন। সদ্বংশজাত ও অনুরক্ত প্রধান প্রধান লোকসকল তোমার হিতের জন্য সর্ব্বদা প্রফুল্লমনে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হন ত? শাসনাতিবর্ত্তী কোন কামাত্মা ব্যক্তি

একাকী বহুপ্রকার সাংগ্রামিক ব্যাপার স্বেচ্ছানুসারে অনুশাসন করে না ত? কোন পুরুষ পুরুষত্ব প্রকাশপূর্ব্বক আপনার কর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া তোমার নিকটে সমধিক মান অথবা সমধিক অন্ন ও বেতন লাভ করিয়া থাকেন ত? বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন জ্ঞানবিশারদ লোকদিগকে তুমি গুণানুসারে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান কর ত? হে ভরতর্ষভ! তোমার নিমিত্তে প্রাণত্যাগী অথবা বিপন্নব্যক্তিদিগের পরীবার বর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাক ত? ভয়প্রাপ্ত কিম্বা ক্ষীণবল হইয়া আগত অথবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শরণাগত শত্রুদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপালন কর ত? হে ধরণীশ্বর! পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকে তোমাকে পক্ষপাত-শূন্য ও মাতা পিতার ন্যায় অশঙ্কনীয় বোধ করে ত? শত্রু ব্যসনযুক্ত হইয়াছে শুনিয়া তুমি মন্ত্র, কোষ ও উৎসাহ এই ত্রিবিধ বল সম্যক্ পর্য্যালোচনপূর্ব্বক তাহার প্রতি সত্বর অভিগমন করিয়া থাক ত? হে অরিন্দম! পার্ষ্ণিগ্রাহপ্রভৃতি দ্বাদশবিধ মণ্ডল, কৃত্যনিশ্চয় ও পরাজয় বিশেষরূপে জানিয়া এবং সৈনিকদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদান করিয়া দৈবাদিব্যসন সমস্ত পর্য্যালোচনপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাক ত? হে শত্রুতাপন! পরস্পর ভেদোৎপাদননিমিত্তে পররাষ্ট্রে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে শত্রুর অলক্ষিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যোগ্যতানুসারে পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান কর ত? হে পৃথাপুত্র! অগ্রে আত্ম-বিজয়পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরে অজিতেন্দ্রিয় প্রমত্ত শত্রুদিগের পরাজয় বানসা কর ত? শত্রুদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয় বিধিবৎ প্রয়োগ করা হয় ত? অগ্রে স্বরাজ্য বিলক্ষণরূপে রক্ষিত করিয়া পরে রিপুদিগকে জয় করিতে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক ত? এবং জয় করিয়া ত তাহাদিগকে রক্ষা কর? হে শত্রুনাশন! অষ্টাঙ্গসম্পন্ন চতুর্ব্বিধ বলবিশিষ্ট সৈন্যগণ প্রধান প্রধান যোধগণকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া তোমার শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হয় ত? হে মহারাজ! পররাষ্ট্রে শস্যচ্ছেদনের ও দুর্ভিক্ষের সময় পরিত্যাগ না করিয়া সমরে শত্রুদিগের হিংসা কর ত? স্বকীয় ও পরকীয় রাষ্ট্রে বহুবিধ ভৃত্যবর্গ বহুবিধ বিষয়ে নিয়োজিত থাকিয়া তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদন ও পরস্পর রক্ষা করে ত? হে রাজন্! তোমার বিশ্বস্ত লোকেরা ত আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রচন্দনাদি সকল সঞ্চয় করিয়া রাখে? কোষ শস্যগৃহ বাহন দ্বার আয়ুধ ও অন্তঃপুর এ সমস্ত তোমার কল্যাণকর ভক্তভৃত্যগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয় ত? হে প্রজাপালক! সূপকারপ্রভৃতি আভ্যন্তরিক এবং সেনাপতিপ্রভৃতি বাহ্যজনগণ হইতে অগ্রে আপনাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পুত্রাদি আত্মীয়গণ হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাক ত? দিবসের পূর্ব্বভাগে তোমার পান, প্রমদা দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ব্যসন-জনিত অপব্যয় ত কেহ জানিতে পারে না? তোমার আয়ের অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশদ্বারা ব্যয়ের পূরণ হইয়া থাকে ত? গুরু, বৃদ্ধ, বণিক, শিল্পজীবী, আশ্রিত ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা ধনধান্য দিয়া অনুগ্রহ করিয়া থাক ত? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকেরা প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে তোমার আয় ব্যয় নিরূপণ করে ত? বিষয়ে অপ্রমত্ত হিতৈষী প্রিয় কর্ম্মচারিদিগকে বিনাদোষদর্শনে কর্ম্মচ্যুত কর না ত? হে ভরতনন্দন! উত্তম অধম ও মধ্যম লোকদিগকে বিশেষরূপে জানিয়া অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাক ত? হে প্রজাপালক! চৌর, লুব্ধ, বৈরী, কি বালকগণ তোমার কার্য্য নির্ব্বাহে ত নিযুক্ত হয় না? চৌর লুব্ধ, কুমার বা স্ত্রীগণকর্ত্তৃক অথবা তোমাকর্ত্তৃক রাজ্যের কোন উপদ্রব হয় না ত? তোমার রাজ্যের কৃষাণেরা ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আব-

শ্যকুতা নাই ত? কৃষিজীবিদিগের বীজ ও অন্নের ত হানি হয় না? প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে সানুগ্রহমনে ঋণদান কর ত? তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদান এই চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা সচ্চরিত্র মানবগণকর্ত্তৃক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতা হয় ত? হে তাত! বার্ত্তার সংস্রব থাকিলেই লোকে সুখী হইতে পারে। শৌর্য্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন পঞ্চ ব্যক্তি পৌরপালন, দুর্গপালন, বণিক্পালন, কৃষিপর্য্যবেক্ষণ ও দুষ্ট লোকের শাসন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার জনপদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন ত? রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত গ্রামসকল নগরতুল্য এবং প্রান্তভাগসমস্ত গ্রামতুল্য করা হইয়াছে কি না? প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রেরণাদিদ্বারা তোমার প্রতি তৎসমুদায়ের নির্ভর আছে ত? চৌরেরা তোমার পুর সমস্ত নিহত করত সম ও বিষম সর্ব্বস্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইলে সৈনিক পুরুষেরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয় ত? তুমি স্ত্রীদিগকে সান্ত্বনা ও রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস অথবা তাহাদিগের নিকট কোন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ কর না ত? হে নৃপতে! কোন বিপদের উপক্রম শুনিয়া এবং তন্নিমিত্ত চিন্তাও করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে স্রক্চন্দনাদি প্রিয়বস্তু সমস্ত অনুভব করত শয়ন করিয়া থাক না ত? রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে সুখসুপ্ত হইয়া শেষযামে উত্থান-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাক ত? হে পাণ্ডুপুত্র! যথাকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সুসজ্জ হইয়া সময়জ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত দর্শনার্থী লোকদিগকে প্রত্যহ দর্শন দিয়া থাক ত? হে শত্রুবিমর্দ্দন! রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত পুরুষেরা অস্ত্র ধরিয়া রক্ষানিমিত্ত তোমার উভয়পার্শ্বে অবস্থান করে ত? কি দণ্ডনীয় কি পূজার্হ, কি প্রিয় কি অপ্রিয়, সকলেরই প্রতি পরীক্ষা করিয়া যমের ন্যায় সম্যক্ ব্যবহার করিয়া থাক ত? হে পৃথাপুত্র! নিয়ম ও ঔষধদ্বারা শারীরিক পীড়ার এবং বৃদ্ধগণের উপদেশদ্বারা মানসিক পীড়ার শান্তি কর কি না? নিদান পূর্ব্বরূপাদি অষ্টাঙ্গ চিকিৎসায় ব্যুৎপন্ন এবং সৌহার্দ্দ ও অনুরাগসম্পন্ন বৈদ্যগণ তোমার শরীররক্ষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন ত? হে প্রজাপালক! বাদি প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, অভিমান বা লোভমোহ বশত তাহাদের কার্য্য পর্য্যালোচন কর না এরূপ কদাচ হয় না ত? বিশ্বাস বা প্রণয়হেতু যাহারা তোমার আশ্রিত হয়, তুমি লোভমোহ-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগের বৃত্তিচ্ছেদ কর না ত? তোমার পুরবাসী ও রাষ্ট্রবাসী জনগণ বিপক্ষ-কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক তোমার সহিত কোনক্রমে বিরুদ্ধ ব্যবহার করে না ত? হে যুধিষ্ঠির! তোমার দুর্ব্বলশত্রু বলদ্বারা এবং প্রবলশত্রু মন্ত্র বা মন্ত্র ও বল উভয়দ্বারাই প্রপীড়িত হয় ত? প্রধান প্রধান ভূপালেরা তোমার অনুরক্ত আছেন ত? তোমা-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তাঁহারা তোমার মঙ্গলার্থে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ত উদ্যত হয়েন? তুমি সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ে গুণানুসারে ব্রাহ্মণগণ ও সাধুজনদিগের পূজা করিয়া থাক ত? কারণ তাদৃশী পূজা তোমার নিশ্চয় শ্রেয়স্করী। পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত বেদমূলক ধর্ম্মকর্ম্মে তোমার আস্থা আছে ত? তাঁহারা যেরূপ করিতেন, তুমিও ত সেইরূপ করিতে যত্নবান্ হইয়া তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও? গুণশালী ব্রাহ্মণেরা তোমার সমক্ষে প্রতিদিন সুস্বাদ ও গুণকারক খাদ্যদ্রব্যসমূহ ভোজন ও দক্ষিণালাভ করেন ত? তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনন্যমনে বাজপেয় পুণ্ডরীক-প্রভৃতি যজ্ঞ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে যত্ন কর ত? বৃদ্ধ, জ্ঞাতি, গুরু, দেবতা ও তাপসদিগকে এবং কল্যাণজনক চৈত্যবৃক্ষ ও ব্রাহ্মণগণকে ত নমস্কার করিয়া থাক? হে অনঘ! তুমি কাহারো শোক বা ক্রোধের উৎপাদন কর না ত? পুরোহিতপ্রভৃতি মঙ্গলপ্রদ মানবেরা তোমার পার্শ্বস্থ হইয়া স্বস্ত্যয়ন করেন ত? হে আয়ুষ্মন্! আমি আয়ু ও যশোবর্দ্ধিনী এবং

ধর্ম্মকামার্থ-প্রদর্শিনী যাদৃশী বুদ্ধি ও ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিলাম, তোমার বুদ্ধি ও ক্রিয়াও ত তাদৃশী বটে ? যিনি এই বুদ্ধির অনুসারে চলেন, তাঁহার রাষ্ট্র কদাচ অবসন্ন হয় না এবং সেই রাজা সমস্ত-মহীমণ্ডল জয় করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন। হে নর-শ্রেষ্ঠ ! অপণ্ডিতসেবী অনভিজ্ঞ অমাত্যগণ লোভ-প্রযুক্ত কোন বিশুদ্ধাত্মা দোষস্পর্শশূন্য শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিকে মিথ্যাচৌর্য্যাপবাদে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিহত করে না ত? অপিচ তাহারা জানিয়া শুনিয়াও বাস্তবিক চৌর্য্যকারী দুষ্টতস্করকে হৃতবস্তুর সহিত ধৃত করিয়া ঐ দ্রব্যের লোভে উহাকে মুক্ত করে না ত? হে ভারত! তোমার অমাত্যেরা উৎকোচ-লাভে বশীভূত হইয়া ধনী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে উৎপন্ন-বিবাদসমস্ত অযথারূপে পর্য্যালোচন করেন না ত? নাস্তিকতা, অসত্য, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করা, আলস্য, চিত্তচাঞ্চল্য, একের সহিত বিষয়-চিন্তন, অর্থানভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত মন্ত্রণা, অধ্য-বসিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণারক্ষা না করা, মঙ্গল কর্ম্মের অননুষ্ঠান এবং বিবেচনা না করিয়া সর্ব্ব-কার্য্যেই উত্থান, রাজাদিগের এই চতুর্দ্দশ দোষ পরিত্যাগ করিয়া থাক ত? বদ্ধমূল হইলেও রাজারা এই সকল দোষে প্রায়ই বিনষ্ট হন। হে রাজন্! তোমার বেদাধ্যয়ন, ধন, স্ত্রীগ্রহণ ও শাস্ত্রজ্ঞান এ সমস্তই সফল হইয়াছে ত?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদসমুদায়, ধন, ভার্য্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান কি প্রকারে সার্থক হইয়া থাকে? নারদ কহিলেন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই বেদসমুদয় সফল হয়; দান ও উপভোগ করিলেই ধনের সার্থকতা হয়; কামবৃত্তি পোষণ ও পুত্রোৎ-পাদন করিলেই স্ত্রীগ্রহণ করা সফল হয়; এবং শীল ও সদাচারাদি-সম্পন্ন হইলেই শাস্ত্রজ্ঞান সার্থক হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতপস্বী নারদ মুনি এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! লাভাকাঙ্ক্ষায় দূরদেশ হইতে আগত বণিক্দিগের নিকটে শুল্কোপজীবী রাজ-পুরুষেরা যথাবিহিত শুল্ক লইয়া থাকে ত? সেই সমস্ত বণিকেরা তোমার নগর ও রাষ্ট্রমধ্যে সম্মানিত হইয়া এবং প্রতারণাদ্বারা বঞ্চিত না হইয়া পণ্যদ্রব্য সমূহ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় ত? তুমি ধর্ম্মার্থ-প্রদর্শক অর্থজ্ঞ বৃদ্ধদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য সকল নিয়ত শ্রবণ করিয়া থাক ত? নবান্নের উৎপত্তি-সময়ে, নবোদক-নিমিত্তে, পুত্রের সংস্কারার্থে এবং শুদ্ধ ধর্ম্মের নিমিত্তেও পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্বি-জাতিদিগকে ঘৃতমধু প্রদত্ত হইয়া থাকে ত? রাজন্! তুমি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার শিল্পিদিগের মাসচতু-ষ্টয়ের অনধিক কালোপযুক্ত সম্যক্রূপে নিরূপিত বেতন ও নির্ম্মাণ-সামগ্রী সমস্ত প্রদান করিয়া থাক ত? শিল্পিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য ত অবগত হও? এবং সাধুসমাজে কর্ম্মকর্ত্তার প্রশংসা করিয়া তাহাকে ত সৎকার প্রদান কর? হে বিভো ভরতর্ষভ! তুমি সংক্ষিপ্ত-সিদ্ধান্তযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাক্য, বিশেষত হস্ত্যশ্বরথাদি-পরীক্ষার সূত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাক ত? হে ভরতনন্দন! ধনুর্ব্বেদসূত্র ও নগর-হিতকর যন্ত্রশিক্ষা-গ্রন্থ সমস্ত তোমার গৃহে অভ্যস্ত হয় ত? হে অনঘ! মন্ত্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার শস্ত্র, ব্রহ্ম-দণ্ড, অর্থাৎ আভিচারিক বিদ্যা এবং বিষপ্রয়োগের উপায় সমুদায়, শত্রুক্ষয়-কারক এই সমস্ত বিষয় তোমার বিদিত আছে ত? তুমি অগ্নি সর্পাদি হিংস্রজন্তু, রোগ ও রাক্ষস এই সমস্তজনিত ভয় হইতে স্বকীয় প্রজাবর্গকে ত রক্ষা কর? হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও সন্যাসিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাক? হে রাজন্! নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা ও দীর্ঘ-সূত্রতা, অনর্থকর এই ছয়টি দোষ ত দূরীকরণ করিয়াছ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবরূপী ব্রাহ্মণসত্তম নারদের এই সমস্ত বাক্য

শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম ও চরণযুগলে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি প্রশ্নচ্ছলে যে সকল উপদেশ দিলেন, আমি তদনুরূপ সমুদায় আচরণ করিব, যেহেতু আপনকার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি অধিকতর বর্দ্ধিতা হইল। রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া তদনুরূপ আচরণই করিয়াছিলেন এবং সাগরান্ত মহীমণ্ডল লাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। নারদ কহিলেন, যে রাজা এইরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষণে নিযুক্ত হয়েন, তিনি ইহকালে পরমসুখে বিহার করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

—∞—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রহ্মর্ষি নারদের কথাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্যক্ অর্চ্চনা করিয়া এবং তাঁহার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্ব্বীক্রমে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করত কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে যথানিরূপিত ধর্ম্মসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন, ইহা ন্যায়ানুগতই বটে, আমি যথা শক্তি ও যথান্যায়ে এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ভূপালগণ যেরূপে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা যথান্যায়ে সংগৃহীতার্থ, হেতুমৎ ও অর্থযুক্ত সন্দেহ নাই। হে প্রভো! আমরা তাঁহাদিগের সেই সৎপথে যাইতে বাসনা করি বটে, কিন্তু সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা যেরূপে চলিয়া ছিলেন, আমরা সেরূপ চলিতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজা ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নারদোক্ত বাক্যের সমাদর-পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে সেই অমিততেজস্বী, সর্ব্বলোক-বিহারী, সংযমশীল দেবর্ষিকে বিশ্রান্ত ও সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট দৃষ্টি করিয়া এবং আপনিও নিকটে উপবিষ্ট হইয়া উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় সভাস্থ রাজগণ-সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে নানাবিধ বহুসংখ্য লোকসমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আপনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, অতএব বলুন, মদীয় এই সভার সদৃশী অথবা ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টা হইতে পারিবে এরূপ কোন সভা কোথাও দৃষ্টি করিয়াছেন কি না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া নারদ সস্মিতবদনে মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে তাত ভারত! তোমার এই মণিময়ী সভাসদৃশ সভান্তর মনুষ্যলোকে আমার কদাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; পরন্তু যদি তুমি শুনিতে বাসনা করিলে, তবে তোমার নিকট যমরাজের, ধীমান্ বরুণের, ইন্দ্রের, কুবেরের এবং ব্রহ্মার গ্লানিশূন্যা দিব্যসভার বিষয় বর্ণন করি। ঐ সকল পরিষদ্ দিব্য ও অদিব্য অভিপ্রায়, অর্থাৎ সর্ব্বলোকসম্বন্ধীয় গঠন-প্রণালী-সমন্বিত হওয়ায় নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। দেবগণ, পিতৃগণ, গণদেবতাগণ, সংযতাত্মা যাজ্ঞিকগণ এবং বেদরূপ-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দক্ষিণান্বিত শান্তস্বভাব মুনিগণ তৎসমুদায়ের সেবা করিয়া থাকেন। নারদ এইরূপ বলিলে মহামনা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি উক্ত সভা-সমুদায়ের কীর্ত্তন করুন। কোন্ কোন্ সভায় কি কি দ্রব্য সকল রহিয়াছে; দৈর্ঘপ্রস্থেই বা কোন্ সভা কত বৃহৎ; ব্রহ্মার সভাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন; দেবরাজ বাসব, সূর্য্যকুমার যম, বরুণ ও কুবের, ইহাঁদিগের সভাতেই বা কোন্ সকল ব্যক্তি ইহাঁদিগকে উপাসনা করেন; এই সমস্ত শুনিতে আমাদিগের সকলেরই অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি এই সমুদয় আমাদিগের নিকট যথান্যায়ে বর্ণন করুন! পাণ্ডুনন্দনের এইরূপ জিজ্ঞাসায় নারদ কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদয়

সভারই কীর্ত্তন করিতেছি, ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, হে কুরুকুলোদ্ভব! ইন্দ্রের সভা অতিশয় দীপ্তিমতী। তিনি স্বকৃত পুণ্যফলে উহা লাভ করিয়াছেন, এবং ঐ অর্কসদৃশ-তেজঃশালিনী দিব্যসভা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ আকাশচরী কামগামিনী সভা দীর্ঘে সার্দ্ধশতযোজন প্রস্থে শত-যোজন এবং উর্দ্ধে পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণা, জরাশোক-ক্লান্তিহারিণী, শঙ্কাশূন্যা, শান্তিপ্রদা, মঙ্গলজনিকা, উৎকৃষ্ট গৃহ ও আসনবিশিষ্টা, দিব্য পাদপসমূহে সুশোভিতা, সুতরাং অতীব রমণীয়া। হে পৃথা-নন্দন! ঐ সভায় দেবরাজ ইন্দ্র লোহিত কেয়ূরবান্ কিরীটধারী এবং নির্ম্মল বসন ও বিচিত্রমাল্য পরি-ধায়ী হইয়া অনির্দ্দেশ্য রূপ ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় সহ-ধর্ম্মিণী শচী, শোভা, সম্পত্তি, শ্রী, দ্যুতি ও কীর্ত্তির সহিত পরমোৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মহারাজ! গৃহমেধী সমস্ত মরুদ্গণ ঐ সভায় মহাত্মা শতক্রতুকে নিয়ত উপাসনা করেন। সিদ্ধগণ, সাধ্য-গণ, দেবর্ষিগণ, দেবগণ এবং স্বুবর্ণমালান্বিত দীপ্তি-শালী সমবেত মরুদ্গণ, দিব্যরূপী ও সুন্দর অলঙ্কৃত এই সমস্ত ব্যক্তিরা অনুচরবর্গের সহিত অরিন্দম মহানুভব দেবরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে পার্থ! নির্ম্মল, বীতপাপ, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, মহা-তেজস্বী, সোমযাজী, জরাশোক-বিহীন দেবর্ষিগণ এবং পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরাঃ, দুর্ব্বাসা, ক্রোধন, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, সাবর্ণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান্, গরিষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করাল-দন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা, তুম্বুরু, সহদেব, সুনীথ, মহা-তপা বাল্মীকি, সত্যবাদী শমীক, সত্যসঙ্গর প্র-চেতাঃ, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষীবান্, গৌতম, তার্ক্ষ্য, বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, আশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সম্বর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান্ বিশ্বক্‌সেন, কণ্ব, কাত্যা-য়ন, গার্গ্য ও কৌশিক, এই সমস্ত মুনি ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অযোনিজাত, যোনিজাত, বায়ুভক্ষ, হুতভক্ষ-প্রভৃতি তাবৎ প্রাণিবর্গই এই সভায় সর্ব্ব-লোকেশ্বর বজ্রধারী ইন্দ্রকে উপাসনা করেন। হে পাণ্ডুনন্দন! স্বর্গীয় জল ও ওষধি সমস্ত এবং শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বিদ্যুৎপুঞ্জ, পয়ো-বাহ মেঘনিবহ, বায়ু সমস্ত, স্তনয়িত্নু গণ, প্রাচীদিক্, যজ্ঞনির্ব্বাহক সপ্তবিংশতি অগ্নি, অগ্নীষোম, ইন্দ্রাগ্নী, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, সমস্ত সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞ সকল, দক্ষিণা সমুদয়, গ্রহগণ, স্তোভমন্ত্র ও যজ্ঞবাহমন্ত্র সমস্ত ঐ সভায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। হে রাজন্! তথায় মনোরঞ্জক অপ্সরা-গণ ও গন্ধর্ব্বগণ নানাপ্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, স্তুতিপাঠ, মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিক্রম-প্রকাশদ্বারা বলবৃত্রবিনাশী মহাত্মা দেব-রাজ শতক্রতুর চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান্ মূর্ত্তি মাল্যবন্ত ও অলঙ্কৃত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ এবং অপরাপর ব্যক্তি সকল নানাবিধ বিমানদ্বারা ঐ সভায় যাতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্যই অবস্থিত থাকেন। হে রাজন্! এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য যতব্রত মহাত্মাগণ এবং ব্রহ্মসদৃশ ভৃগু ও সপ্তর্ষিবর্গ, চন্দ্র-তুল্য বিমাননিকরদ্বারা সাক্ষাৎ সোমের ন্যায় প্রিয়-দর্শন হইয়া উক্ত সভায় গতিবিধি করেন। হে মহা-বাহো! ইন্দ্রের সেই পুষ্করমালিনী-নাম্নী সভা আমি এতাদৃশী নিরীক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে যমের সভার বিষয় শ্রবণ কর।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! যমের নিমিত্ত

বিশ্বকর্ম্মা যে সভা নির্ম্মাণ করেন, আমি তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি, মনোনিবেশ কর। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ তেজোময়ী কামরূপিণী সভাটি দৈর্ঘ্যবিস্তারে শতযোজন অপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণা। উহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, এবং অনতি-শীতল ও অনতি-উষ্ণ হওয়ায় মনের আনন্দবর্দ্ধিনী হইয়াছে। ঐ সভায় জরা, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা, অপ্রিয়, দীনতা, ক্লান্তি, প্রতিকূলতা, কিছুই নাই। কি দেবতা কি মানুষ, সকলেরই অভিলষিত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যজাত তথায় উপস্থিত রহিয়াছে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সকলপ্রকার সুস্বাদ ভক্ষ্যদ্রব্যই তথায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত আছে। হে শত্রুবিমর্দ্দন! তথাকার পুষ্পমালার মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে; বৃক্ষসকল ইচ্ছানুরূপ ফলপ্রদান করিতেছে; এবং সুমিষ্ট, শীতল ও উষ্ণ জলসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সভায় পবিত্র রাজর্ষি ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সূর্য্যনন্দন যমকে উপাসনা করেন। হে রাজেন্দ্র! যযাতি, নহুষ, পূরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবাঃ, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, কার্ত্তবীর্য্য, ভরত, সুরথ, সুনীথ, নিশঠ, নল, দিবোদাস, সুমনাঃ, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পৃথুবেগ, পৃথুশ্রবাঃ, পৃষদশ্ব, বসুমনাঃ, বলবান্ ক্ষুপ, বৃষদ্গু, বৃষসেন, পুরুকুৎস, ধ্বজী, রথী, আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শরভ, শুচি, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষদ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, সুদ্যুম্ন, বলবান্ মধু, ঐল, মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, ব্যশ্ব, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, শশবিন্দু, দশরথপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, প্রতর্দ্দন, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, নয়, অনয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, পৃথুলাশ্ব, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপতি, হয়বংশীয় শত মহীপাল, একশত ধৃতরাষ্ট্র, অশীতি জনমেজয়, শত ব্রহ্মদত্ত, ঈরিদিগের একশত, দুইশতাধিক ভীম, শত ভীম, শত প্রতিবিন্ধ্য, শত নাগ, শত হয়, শত পলাশ, কাশকুশাদি শত জন, রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শত রথ, দেবরাজ জয়দ্রথ, মন্ত্রিগণের সহিত বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বৃষদর্ভ, এবং যাঁহারা ভূরি ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্য মহা মহা অশ্বমেধদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সহস্র সহস্র শশবিন্দু, এই সমস্ত কীর্ত্তিশালী বহুল-শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন পবিত্র রাজর্ষিগণ ঐ সভায় বৈবস্বতের উপাসনায় রত আছেন। অপিচ অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, যাগশীলগণ, সিদ্ধগণ, যোগিগণ, অগ্নিস্বাত্ত ফেনপ উষ্মপ স্বধাবিশিষ্ট বর্হিষদ্ ও অন্যান্য মূর্ত্তিমন্ত পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান্ অগ্নি, অবিদ্যাকর্ম্মনিষ্ঠ ও দক্ষিণায়নে মৃত মানবগণ, সময়নিরূপক যমকিঙ্করগণ এবং শিংশপ পলাশ কাশকুশপ্রভৃতি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া সেই সভায় যমরাজের উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। হে নরনাথ! পিতৃপতির এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য সভাসদগণের নাম বা কর্ম্ম সমুদায় নিরূপণ করা অসাধ্য ব্যাপার। সেই কামগামিনী রমণীয়া সভাটি কোনক্রমেই সংকীর্ণা নহে। ঐ সভায় কাহারও যাইবার বাধা নাই; বিশ্বকর্ম্মা দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে ভরতনন্দন! ঐ সভা স্বকীয় তেজোদ্বারা প্রজ্বলিতা ও উদ্ভাসমানা হইতেছে। উগ্রতপোবিশিষ্ট, শান্তস্বভাব, সত্যবাদী, ধৃতব্রত, ভাস্বরদেহধারী, পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা পবিত্র, সন্ন্যাসিগণ বিমলবস্ত্র পরিধান এবং বিচিত্র কেয়ূর, বিচিত্রমাল্য

ও উজ্জ্বল কুণ্ডল ধারণ-পূর্ব্বক উক্ত সভায় গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই সুবিহিত পুণ্য-কর্ম্ম ও শুভপরিচ্ছদদ্বারা ভূষিত আছেন। মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ও অনেকানেক অপ্সরাগণ নৃত্য গীত হাস্য বাদ্যাদিতে ঐ সভার সর্ব্বস্থান প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ করিতেছেন; সর্ব্বত্রই পবিত্রগন্ধ ও পুণ্যধ্বনি সকল উত্থিত হইতেছে; এবং মনোহর মালা সকল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ঐ সভায় সহস্র সহস্র ধর্ম্মনিষ্ঠ দিব্যরূপধারী মনস্বিগণ প্রজানাথ মহাত্মা যমের উপাসনা করিতেছেন। মহারাজ! যমের সেই সভাটি ঈদৃশ গুণশালিনী; এক্ষণে পুষ্করতীর্থ-মালিনী বরুণের সভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! বরুণের অপরি-মেয়-তেজঃশালিনী দিব্যসভা পরিমাণে যমের সভা-রই তুল্য। উহার প্রাচীর ও তোরণসকল শুভ্রবর্ণ। বিশ্বকর্ম্মা জলের মধ্যে ঐ সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার চতুর্দ্দিকে ফলপুষ্পপ্রদ রত্নময় দিব্য বৃক্ষসকল এবং মঞ্জরীজালধারী গুল্মসমূহ, নীল পীত কৃষ্ণ শ্যামল শুক্ল লোহিতাদিবর্ণের বিচিত্রচন্দ্রাতপস্বরূপ হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে। শত শত সহস্র সহস্র পরমসুন্দর-কলেবর মধুরস্বর অনির্দ্দেশ্য বিচিত্র বিহঙ্গমগণ ঐ সভায় ইতস্তত বিহার করিয়া থাকে। ঐ সভার স্পর্শ অতীবসুখকর; উহাতে অধিক শীতও হয় না, অধিক গ্রীষ্মও হয় না। ঐ বরুণ-পালিতা শুভ্রবর্ণা রমণীয়া সভার সর্ব্বস্থানে দিব্য আসন ও দিব্যগৃহসকল প্রস্তুত রহিয়াছে। বরুণদেব দিব্যবস্ত্র ও দিব্যরত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঐ সভায় বরুণানীর সহিত একত্র উপবেশন করেন। মালা-লঙ্কৃত, দিব্যচন্দন-চর্চ্চিত, দিব্যগন্ধান্বিত আদিত্যগণ তথায় জলেশ্বর বরুণকে উপাসনা করেন। হে পৃথিবী-পতে! ঐ সভায় বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবণ, কৃষ্ণ, লোহিত, পদ্ম, চিত্র, কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, বলা-হক, মণিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, পাণি-মান্, কণ্ডুক, বলবান্ প্রহ্লাদ, মূষিকাদ ও জনমে-জয়, এই সমস্ত পতাকী, মণ্ডলী ও ফণাধারী নাগগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সর্প অশ্রান্তচিত্তে বরুণ-দেবের উপাসনায় রত আছে। হে ধরণীনাথ! বিরো-চননন্দন বলি, পৃথিবীজেতা নরকরাজ, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালকঞ্জাদি দানবগণ, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুনামা, সমনিস্বন, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরাঃ, দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসাঃ, দশাবর, টিট্টিভ, বিটভূত, সংহ্রাদ, ইন্দ্রতাপন-প্রভৃতি দৈত্যদানবগণও দিব্যপরিচ্ছদ-ধারী, মাল্যবন্ত, কিরীটযুক্ত ও মনোহর কুণ্ডলাদি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ঐ সভায় ধর্ম্মপাশধারী বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকে। শৌর্য্যসম্পন্ন ঐ সমস্ত দানবেরা সকলেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করি-য়াছে এবং তপঃসিদ্ধি করিয়া বর পাইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! সমুদ্রচতুষ্টয়, গঙ্গানদী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণ্ণা, বেগবতী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, সিন্ধু, দেবনদী, গোদা-বরী, কৃষ্ণবেণ্ণা, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈত-রণী, তৃতীয়া, জ্যেষ্ঠিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, মহানদী পর্ণাশা, সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, কর-তোয়া, আত্রেয়ী, লৌহিত্যমহানদ, লঘন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা ও ত্রিস্রোতসী, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত ও অন্যান্য সুতীর্থসমুদায় এবং অপরাপর নদী, তীর্থ, প্রস্রবণ, সরোবর, কূপ, তড়াগ ও পল্বলসকল স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া মহাত্মা বরুণকে উপাসনা করে। অপিচ পৃথিবী, দিক্‌সমুদায়, ভূধরনিকর ও জলচর জন্তুসমস্তও জলাধিপতির উপাসনায় নিযুক্ত থাকে। গীতবাদ্যাদিবিশিষ্ট গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বরুণের স্তব করত সকলেই ঐ সভায় অবস্থান করেন। যে সমস্ত মহীধর রত্নাকর ও রমণীয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ও সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ করত তথায় অবস্থিতি করে। বরুণের মন্ত্রী সুনাভ

পুত্রপৌত্রাদিপরিবৃত হইয়া গোনামক পুষ্করতীর্থের সহিত জলেশ্বরের সেবা করিতেছেন। এইরূপে সকলেই বিগ্রহ-বিশিষ্ট হইয়া বরুণের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে ভরতকুলোদ্ভব! আমি ভ্রমণ-প্রসঙ্গে বরুণের ঐ রমণীয়া সভা অবলোকন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কুবেরের সভার বিবরণ শ্রবণ কর।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

নারদ কহিলেন, রাজন্! কুবেরের সভা দীর্ঘে শতযোজন এবং প্রস্থে সপ্ততিযোজন বিস্তীর্ণা। কুবের তপস্যা-প্রভাবে স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কৈলাসশিখর-সদৃশী ঐ সভাটি এতাদৃশ শুভ্রকান্তি যে চন্দ্রের প্রভাকেও তিরোহিত করে। গুহ্যকগণ বহন করাতে উহা যেন আকাশ-সংযুক্তার ন্যায় শোভমানা হইতেছে। উহার দিব্যকাঞ্চনময় মহোচ্চ অট্টালিকাসমূহ নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে। ঐ দিব্যগন্ধশালিনী মনোহারিণী বিচিত্র-সভা বহুতর মহারত্ননিচয়ে খচিতা এবং হেমময় দিব্যরঙ্গসমূহে যেন বিদ্যুৎপুঞ্জদ্বারা চিত্রিতা হওয়াতে ধবল জলদশিখরাকার ধারণ করিয়া যেন প্লবমানার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছে। উজ্জ্বল-কুণ্ডলধারী শ্রীমান্ রাজা বৈশ্রবণ বিচিত্র আভরণ ও বসন ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র কামিনীগণে পরিবৃত হইয়া ঐ সভায় দিব্যপাদপীঠযুক্ত, দিব্যাস্তরণ-সংবৃত, দিবাকর-সদৃশ-সমুজ্জ্বল, পবিত্র পরমাসনে উপবেশন করেন। হৃদয়াহ্লাদন শীতল-সমীরণ উদার মন্দারবন-পরিলোড়ন এবং নন্দনকানন, কহ্লারবন ও অলকানাম্নী সরসীর পরিমল বহন-পূর্ব্বক যক্ষাধিপতি কুবেরের সেবা করে। মহারাজ! ঐ সভার সভাসদ্ দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া দিব্যতানসহকারে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা, ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা, এই সমস্ত অপ্সরা এবং নৃত্যগীত-বিশারদ অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ঐ সভায় ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মনোহর বাদ্য, নৃত্য ও গীতদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণা হওয়ায় ঐ সভাটি পরমরমণীয়া হইয়া শোভা পাইতেছে। কিন্নর ও নরনামক অপর কতকগুলি গন্ধর্ব্ব এবং মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রৌষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গল, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পনিকেত ও চীরবাসা, এই সমস্ত এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র যক্ষগণ তথায় উপস্থিত থাকে। হে ভরতনন্দন! ভগবতী লক্ষ্মী ঐ সভায় সর্ব্বদা বিরাজমানা আছেন। কুবেরনন্দন নলকূবর, আমি ও মৎসদৃশ অন্যব্যক্তিসমূহ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিবৃন্দ, সকলেই ঐ সভায় অবস্থান করিয়া থাকি। মাংসাদ রাক্ষসাদি ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ঐ সভায় ধনপ্রদ মহাত্মা যক্ষেশ্বরের উপাসনা করে। হে রাজশার্দ্দূল! মহাবলশালী, শূলধারী, উগ্রধন্বা, পশুপতি, উমাপতি, ভগনেত্র হন্তা, ভগবান্ মহাদেব ত্র্যম্বক বিকটাকার, কুব্জ, লোহিতনেত্র, মহাধ্বনিযুক্ত, মেদ ও মাংসভোজী, নানাপ্রহরণধারী, বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী, সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর অনুচর-ভূতনিকরে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তিরহিতা দেবী ভগবতীর সহিত ঐ সভায় স্বীয় সখা ধনেশ-সন্নিধানে নিয়তই অবস্থান করেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলূষ, গীত-নিপুণ চিত্রসেন, চিত্ররথ-প্রভৃতি শত শত গন্ধর্ব্ব-পতি ও অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। অনুজবর্গের সহিত বিদ্যাধরাধি-পতি চক্রধর্ম্মা ও শত শত কিন্নরগণ ধনাধিপতি প্রভু কুবেরের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। ভগ-

দত্তাদি রাজগণও তথায় অবস্থিতি করেন। কিংপুরুষেশ্বর দ্রুম এবং রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র ও গন্ধমাদন যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের সহিত ধনেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হয়েন। রাক্ষসেশ্বর ধর্ম্মিষ্ঠ বিভীষণও প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতা কুবেরের সেবা করিয়া থাকেন। হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রনীল, সুনাভ, উদয়াচল ও অস্তাচল, এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক পর্ব্বতসমূহ স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি ধরিয়া মেরুকে অগ্রসর করত মহাত্মা কুবেরকে উপাসনা করে। ভগবান্ নন্দীশ্বর, মহাকাল, শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ ও মুখবিশিষ্ট সমস্ত দিব্যপারিষদগণ, কাষ্ঠ, কুটীমুখ, দন্তী, অধিক তপস্যাশালিনী বিজয়া ও নর্দ্দনকারী মহাবল শ্বেতবৃষভ তথায় নিয়ত উপস্থিত থাকেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাক্ষস ও পিশাচেরাও কুবেরের উপাসনা করে।

হে ভারত! কুবের পারিষদবর্গপরিবৃত ত্রৈলোক্যভাবন ভগবান্ দেবদেব উমাপতি মহাদেবের নিকট সর্ব্বদা গমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তৎসন্নিধানে উপবেশন করিতেন; একদা মহাদেব তাঁহার সহিত সখিত্ববন্ধন করেন, এবং তদবধি তাঁহার সভায় নিত্যসন্নিহিত থাকেন।

হে রাজন্! সকল রত্নের সারভূত শঙ্খ ও পদ্ম সর্ব্বপ্রকার নিধি সংগ্রহ-পূর্ব্বক ধনেশ্বর কুবেরকে উপাসনা করিয়া থাকেন। মহারাজ! ধনাধিপতি কুবেরের সেই আকাশগামিনী সভাটিকে আমি এতাদৃশ রমণীয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি, সম্প্রতি পিতামহ ব্রহ্মার সভার বিষয় কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।
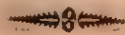
নারদ কহিলেন, হে ভরতনন্দন! এতাদৃশরূপবিশিষ্টা বলিয়া যাহার নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই ব্রহ্মসভার বিষয় কহিতে আরম্ভ করি শ্রবণ কর। মহারাজ! পূর্ব্বে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্যদেব, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সভা দর্শন করিয়া মানবলোক দেখিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতরণ করত মনুষ্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভূলোকমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন; তৎকালে আমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার সেই মানসনির্ম্মিতা, অপ্রমেয়া, অনির্দ্দেশ্যরূপা, স্বকীয়প্রভাবে সর্ব্বভূতমনোরমা, দিব্যসভার বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডবপ্রবর! আমি ঐ সভার অসীমগুণসমূহ শ্রবণ করিয়া দর্শনেচ্ছায় আদিত্যদেবকে এইরূপ নিবেদন করিলাম, "হে সকল কিরণের ঈশ্বর! আমি পিতামহের শুভসভা দেখিতে মানস করিতেছি; অতএব হে ভগবন্! যেরূপ তপস্যা বা যেরূপ কর্ম্ম অথবা যে কোন উপযুক্ত ঔষধদ্বারা যেরূপে ঐ পাপনাশিনী উত্তমসভা আমার নয়নগোচর হয়, তাহা আমারে বলুন!" সহস্র কিরণমালী দিবাকর আমার ঐ বচন শ্রবণে কহিলেন, তুমি সংযত হইয়া সহস্রবর্ষসাধ্য ব্রহ্মব্রতানুষ্ঠান কর। তদনন্তর আমি হিমালয়পৃষ্ঠে ঐ মহাব্রতের আরম্ভ করিলাম। পরিশেষে সেই শ্রান্তিহীন, নিষ্পাপ, বীর্য্যবান্ ভগবান্ সূর্য্য আমাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। হে নরাধিপ! ঐ সভার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য ব্যাপার, যেহেতু ক্ষণকালমধ্যে উহা অন্যপ্রকার অনির্ব্বচনীয় আকার ধারণ করে। হে ভরতনন্দন! ঐ সভার পরিমাণ বা সংস্থান কেহই স্থির করিতে পারে নাই। ফলত তাদৃশ রূপ পূর্ব্বে আর কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ঐ সভায় অধিষ্ঠান করিলে ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি কিছুই থাকে না, এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই পীড়াদায়ক হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট সুখানুভব হইতে থাকে। বোধ হয়, ঐ সভা নানারূপ-বিশিষ্ট প্রদীপ্ত মণিনিকরদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভসমস্ত উহাকে ধারণ করে নাই। কস্মিন্‌কালেও ঐ সভার বিনাশ নাই; উহা চিরস্থায়িনী। ঐ স্বপ্রকাশিকা স্বর্গীয় সভা অপরিমিত প্রভাবিশিষ্ট নানাবিধ প্রদীপ্ত দিব্যভাবসমূহদ্বারা

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিকে অতিক্রম করিয়াছে এবং ভাস্করকে যেন ভর্ৎসনা করত দীপ্তি পাইতেছে। হে রাজন্! সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দৈবীমায়া-সহকারে একাকী সকল লোক সৃষ্টি করত ঐ সভায় নিরন্তর অবস্থিত আছেন। দক্ষ প্রচেতাঃ পুলহ মরীচি কশ্যপ ভৃগু অত্রি বশিষ্ঠ গৌতম অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য ক্রতু প্রহ্লাদ কর্দ্দম-প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং অথর্ব্ববেদী আঙ্গিরস, মরীচিপায়ী বালিখিল্যগণ, মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসাঃ, ধার্ম্মিকবর ঋষ্যশৃঙ্গ, মহাতপা যোগাচার্য্য ভগবান্ সনৎকুমার, অসিত, দেবল, তত্ত্ববেত্তা জৈগীষব্য, ঋষভ, অজিতশত্রু ও মহাবীর্য্যমণি, ইহাঁরা সকলেই ঐ সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করেন। অপিচ অষ্টাঙ্গযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ, নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমাঃ, গভস্তিমান্ সূর্য্য, বায়ুগণ, যজ্ঞসমস্ত, সঙ্কল্প, প্রাণ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যাসকল, বায়ু, তেজঃ, জল, মহী, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, প্রকৃতি, বিকার ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণ পদার্থ, সকলেই স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মার উপাসনায় নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন! তাঁহারা সকলেই মহাব্রতপরায়ণ ও মহাত্মা। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম অর্থ কাম হর্ষ দ্বেষ তপঃ দম-প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর পদার্থপুঞ্জও ঐ সভায় উপস্থিত থাকেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিংশতিগণ এবং হংস হাহা হুহুপ্রভৃতি অপর সপ্ত প্রধান গন্ধর্ব্ব, লোকপাল সমুদায়, শুক্র বৃহস্পতি বুধ অঙ্গারক শনৈশ্চর রাহু-প্রভৃতি গ্রহসমস্ত, মন্ত্র, রথন্তর সাম, হরিমান্ ও বসুমান্ নামক কর্ম্মবিশেষ, অগ্নীষোম ইন্দ্রাগ্নী ইত্যাদি নামদ্বয়ে উদাহৃত ইন্দ্র-সহ দেবগণ, মরুদ্গণ, বিশ্বকর্ম্মা, অষ্টবসু, পিতৃগণ, সমুদয় হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সমস্ত শাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদসমস্ত, বেদাঙ্গসকল, গ্রহ, যজ্ঞ, সোম, সমুদায় দেবতা, দুর্গতরণী গায়ত্রী, সপ্তবিধা বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশঃ, ক্ষমা, স্তুতিশাস্ত্র, সামগানসমূহ, বিবিধ গাথা, যুক্তি-যুক্ত ভাষ্যসকল, বহুবিধ নাটক, কাব্য, কথা, আখ্যায়িকা ও কারিকা সমুদায়, এই সমস্ত ও অন্যান্য পবিত্র গুরুপূজকেরাও তথায় অবস্থিতি করেন। হে ভারত! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ষড়্ঋতু, পঞ্চবিধ সম্বৎসর, যুগ, চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র এবং সেই নিত্য অক্ষয় ও অব্যয় দিব্যকালচক্র ও ধর্ম্মচক্র তথায় নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছেন। হে যুধিষ্ঠির! অদিতি দিতি দনু সুরসা বিনতা ইরা কালিকা সুরভী সরমা গৌতমী প্রাধা কদ্রু রুদ্রাণী শ্রী লক্ষ্মী ভদ্রা ষষ্ঠী-প্রভৃতি দেবমাতৃগণ এবং পৃথিবী, গঙ্গা, হ্রী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরাদেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সম্বৃত্তি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি ও রতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য দেবীগণ প্রজানাথ ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে ভরতনন্দন! আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট পিতৃগণ, ইহাঁরাও প্রজাপতির উপাসনা করেন। হে পুরুষপ্রবর! পিতৃদিগের সাতটি গণ; তন্মধ্যে চারটি গণ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট, আর তিনটি গণ অশরীরী। হে নৃপতে! মহাভাগ বৈরাজাদি, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও গার্হপত্যাদি, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত পিতৃগণ স্বর্গে সঞ্চরণ করেন; আর সোমপাদি, একশৃঙ্গাদি, চতুর্ব্বেদাদি ও কলাদি, এই সমস্ত পিতৃগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে পূজিত হয়েন; ইহাঁরা প্রথমে আপ্যায়িত হইয়া পরে সোমকে আপ্যায়িত করেন; হে রাজন্! সেই সমস্ত পিতৃগণই উক্ত সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে নরনাথ! রাক্ষসগণ পিশাচগণ, দানবগণ, গুহ্যকগণ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, সমস্ত পশুগণ এবং স্থাবর ও জঙ্গম অন্যান্য মহাভূতবর্গও হৃষ্ট-চিত্তে অমিততেজস্বী পিতামহের উপাসনা করে। দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমা-সহ মহাদেব, সকলেই সর্ব্বদা তথায় গমন করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্র! কার্ত্তিকেয়, নারা-

য়ণদেব, সমুদয় দেবর্ষিগণ, বালিখিল্য ঋষিগণ এবং অযোনিজ ও যোনিজ সমস্ত প্রাণিবর্গই উক্ত সভায় পিতামহের উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! এই ত্রিলোকমধ্যে স্থাবর কি জঙ্গম যে কিছু পদার্থ দৃষ্টি-গোচর হয়, আমি সে সমুদয়ই তথায় নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ সভায় অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা ঋষি এবং পঞ্চাশৎ সহস্র সন্তানবান্ ঋষি আমার নেত্রগোচর হইয়াছেন। স্বর্গবাসী উক্ত সমস্তলোকই ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে তথায় দর্শন-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ-প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হয়েন। হে মনুজাধিপতে! সর্ব্বভূতে দয়াবান্, অপরিমেয়-ধীসম্পন্ন, অমিততেজস্বী, বিশ্বাত্মা, সর্ব্ব-লোকপিতামহ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, ঐ সভায় অভ্যাগত দেবতা, দ্বিজ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, বিহঙ্গ, কালেয়, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-প্রভৃতি মহাভাগ অতিথিগণকে যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা করিয়া সুমধুর সম্ভাষণ, সম্মান, অর্থ ও সম্ভোগ-সামগ্রী সমস্ত প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করেন। ঐ সুখপ্রদায়িনীসভা সমাগত ও প্রতিগত লোকসমূহদ্বারা সর্ব্বদা সঙ্কুলা থাকে। ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিতা, সর্ব্বতেজোময়ী, ক্লান্তিহারিণী ঐ দিব্যসভা ব্রহ্মার স্বীয় তেজে দীপ্যমানা হইয়া পরমশোভা ধারণ করিয়াছে। হে রাজশার্দ্দূল! তোমার এই সভাটি যেমন মনুষ্যলোকে দুর্ল্লভা, তদ্রূপ সর্ব্ব-লোকদুর্ল্লভা সেই ব্রহ্মসভা আমি তাদৃশী দৃষ্টি করিয়াছি। হে ভারত! দেবলোকে এই সমস্ত সভা পূর্ব্বে আমার নয়নগোচর হইয়াছে; সম্প্রতি মনুষ্যলোকমধ্যে তোমার এই সভাটিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা বোধ হইতেছে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—৩।৩।—
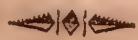
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বক্তৃপ্রবর দেবর্ষে! আপনি আমাকে যেরূপ কহিলেন, তাহাতে বৈবস্বত যমের সভায় প্রায় সমস্ত রাজগণের কথাই বর্ণিত হইল; বরুণের সভায় অসংখ্য নাগগণ, দৈত্যেন্দ্রগণ, সরিৎ সকল ও সাগর সমুদায় কীর্ত্তিত হইল; ধনপতি কুবেরের সভায় গুহ্যকেরা, রাক্ষস সমস্ত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং ভগবান্ বৃষধ্বজ মহাদেব বর্ণিত হইলেন; পিতামহ ব্রহ্মার সভায়, মহর্ষিবৃন্দ, সমুদায় দেবগণ ও শাস্ত্রাদির অবস্থান উল্লিখিত হইল এবং মহাত্মা ইন্দ্রের সভায় দেবগণ, বহুবিধ মহর্ষিগণ এবং নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক সমুদায় গন্ধর্ব্ব উক্ত হইলেন। কিন্তু হে মহামুনে! ঐ সভায় রাজগণের মধ্যে আপনি কেবল রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কথাই উল্লেখ করিলেন। অতএব হে সংযতাত্মন্! মহাযশা রাজা হরিশ্চন্দ্র এমন কি তপস্যা বা এমন কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে একাকী তিনিই ইন্দ্রের সমকক্ষ হইয়াছেন? হে বিপ্রবর! পিতৃলোক-স্থিত মহাভাগ্যবান্ মদীয় পিতা পাণ্ডুর সহিতই বা আপনকার কিরূপে সাক্ষাৎ হইল? এবং তিনি কি কথাই বা আপনাকে বলিলেন? হে ভগবন্! আপনকার নিকটে এসমস্ত কথা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার নিকটে তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

নারদ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি ধীসম্পন্ন হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য-বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমার নিকট তাহা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করি। সেই বলবান্ রাজা সমস্ত মহীশ্বরদিগের সম্রাট্ ছিলেন; তাঁহার শাসনে সকল ভূপালেরাই অবনত হইয়াছিলেন। হে লোকপতে! তিনি সুবর্ণ-বিভূষিত একমাত্র জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রপ্রতাপে সপ্তদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ! তিনি শৈল, বন ও কানন সম্বলিত সমগ্র-মহীমণ্ডল জয় করিয়া রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সকল ভূপালগণ তাঁহার আজ্ঞানুসারে ধনাদি আহরণপূর্ব্বক ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ-দিগের পরিবেষ্টারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতিসহকারে তাহাদিগকে তাহার

পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অপিচ পূর্ণাহুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও বহুবিধ ধনদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও রত্ন নিকরদ্বারা তর্পিত ও সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র এইরূপ উদ্‌ঘোষণ করিয়াছিলেন যে রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল ভূপালগণ অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই কারণে হরিশ্চন্দ্র সেই সহস্র সহস্র রাজন্যগণ অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান হইতেছেন। সেই প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত মহাযজ্ঞ সমাপন-পূর্ব্বক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন! অন্যান্য যে সমস্ত ভূপালেরাও রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সমাধান করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রের সংসর্গে আমোদিত হয়েন। যাঁহারা যুদ্ধে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাও ইন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাঁহার সহিত আনন্দভোগ করিতে পারেন। অপিচ যাঁহারা কঠোর তপস্যা করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রধামে গমন করত অসীমসম্পদ্ লাভ করিয়া নিত্যকাল বিরাজমান হয়েন।

হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা কৌরবনন্দন-পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্য দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তোমাকে কোন কথা বলিয়া দিয়াছেন। হে নরাধিপ! তিনি আমাকে মর্ত্যলোকে আগমনেচ্ছু দেখিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি যুধিষ্ঠিরকে আমার বাক্যে কহিবেন, সমুদয় ভ্রাতৃগণ তোমার বশতাপন্ন আছে, সুতরাং তুমি সমস্ত ধরামণ্ডল জয় করিতে সমর্থ, অতএব রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তুমি আমার পুত্র, অতএব তুমি ঐ মহাযজ্ঞ সমাধান করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রতুল্য মহেন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাঁহার সহিত বহুবৎসর আনন্দসম্ভোগ করিব।"

হে ভারত! আমি তোমার পিতার প্রার্থনা এইরূপে স্বীকার করিলাম, যে যদি আমি পৃথিবীতে গমন করি, তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট তোমার অভিলাষ অবশ্য ব্যক্ত করিব। অতএব হে পুরুষপুঙ্গব! তোমার পিতা পাণ্ডুর মানস সিদ্ধ করিতে যত্ন কর। ঐ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তুমিও পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত ইন্দ্রের সভাসদ্ হইবে। হে নৃপতে! এইরূপ কথিত আছে যে ঐ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে বহুবিঘ্নের সম্ভাবনা হয়; যজ্ঞঘ্ন ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত উহার ছিদ্রান্বেষণ করে; ঐ যজ্ঞকালে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে; এমন কি উহাতে সমস্ত ভূমণ্ডল উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে; ফলত তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ছিদ্র হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। অতএব হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া যাহা শুভকর বোধ হয় তাহার অনুষ্ঠান কর। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষণবিষয়ে নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যমযুক্ত হও। সকল সম্পদ্ লাভ কর! অনন্তকাল আনন্দসম্ভোগ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে থাক! হে নরেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে কহিলাম, সম্প্রতি আমি তোমার অনুমতি লইয়া দ্বারকায় গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! নারদ পৃথাতনয়দিগকে এইরূপ কহিয়া স্বসমভিব্যাহারী ঋষিদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। নারদ গমন করিলে পর ধরণীশ্বর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয়যজ্ঞের বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সভাক্রিয়া প্রকরণ ও দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
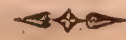
মন্ত্রণা প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতনন্দন! নারদের ঐ বাক্য শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি আর কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারি-

লেন না। মহাত্মা রাজর্ষিদিগের মহিমা, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা যাগশীলদিগের উত্তমলোক প্রাপ্তি, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমুজ্জ্বল প্রতিভা ইত্যাদি শ্রবণ ও পর্য্যালোচন করিয়া তিনি রাজসূয় মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে বাঞ্ছা করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সভাসদ্দিগকে অর্চ্চনা করিয়া এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্তেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করায় তাঁহার মন তাহাতেই নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিল। অদ্ভুত তেজোবীর্য্যবিশিষ্ট সকল ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অনুচিন্তন-পূর্ব্বক, কিসে প্রজার হিতসাধন হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাবর্গকে অনুগ্রহ করত অবিশেষে সকলেরই মঙ্গলবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোপমাৎসর্য্যবিহীন হইয়া "যাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে তাহা প্রদান কর" এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্র হইতে "সাধু ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম" কেবল এই শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতে লাগিল। নিরন্তর এইরূপ পুণ্যকর্ম্ম করাতে তাঁহার প্রতি প্রজাগণ পিতৃতুল্যজ্ঞানে আশ্বাসযুক্ত হইল; কেহই তাঁহার দ্বেষ্টা রহিল না; এই কারণেই তাঁহার নাম অজাতশত্রু হইল। রাজা, সকলকে পরিবারতুল্য জ্ঞান করাতে, ভীম প্রতিপালন করাতে, সব্যসাচী ধনঞ্জয় শত্রুনাশ করাতে, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মশাসনে এবং নকুলের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাভাবিক বিনয়ে, জনপদ কলহশূন্য ও ভয়রহিত হইল; সকলে আপন আপন কার্য্যে নিরন্তর নিরত রহিল; ইচ্ছামত বৃষ্টি হইতে লাগিল; সুতরাং সমুদায় জনপদ একবারে সম্পন্ন ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে তদীয় সৎকর্ম্ম প্রভাবে বৃদ্ধিজীবিদিগের জীবিকা, যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্যসমস্ত, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য এ সকলের বিলক্ষণ উন্নতি হইল। ছলদ্বারা প্রজাগণের ধনমোষণ বা বলপূর্ব্বক অপহরণ, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয় ও অকালমৃত্যু এ সমস্ত কিছুই ছিল না। দস্যু ও বঞ্চকেরা রাজার প্রতি কি পরস্পর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, অথবা রাজার অনুগ্রহভাজন জনগণ কোন অযথাচরণ করিয়াছে, এরূপ তৎকালে শ্রুত হয় নাই। করপ্রদ ভূপালগণ সন্ধিবিগ্রহাদি সময়ে সম্রাটের প্রিয়ানুষ্ঠান ও উপাসনা করিতে এবং নানা জাতীয় বণিক্গণ স্বকর্ম্মজনিত রাজস্ব প্রদান নিমিত্তে সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন; ইহাতে দেশের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইল। কেবল রাজগণ ও বণিক্গণদ্বারা নহে, ইচ্ছানুসারে সম্ভোগকারী, লোভাদি রজোগুণপ্রধান মানবগণদ্বারাও দেশের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ফলত যুধিষ্ঠির সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বগুণোপেত সর্ব্বসহিষ্ণু ও সর্ব্বত্র দীপ্তিশীল ছিলেন। হে রাজন্! ঐ সাম্রাজ্যভোগী দীপ্তিমান্ মহাযশা যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তথাকার ব্রাহ্মণ অবধি গোপাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রজাবর্গই পিতামাতার অপেক্ষাও তাঁহার প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়াছিল।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের বিষয়ে তাঁহাদিগকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই সমবেত মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্যার্থ অবগত হইয়া মহাপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, যজ্ঞকামী যুধিষ্ঠিরকে এই অর্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যে যজ্ঞে অভিষিক্ত হইলে নরপতি বরুণের তুল্য গুণ অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব শৈত্য তৃপ্তিসাধনত্ব-প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন, স্বভাবত প্রজারঞ্জক হইলেও তিনি তদ্দ্বারা সম্রাটের উপযুক্ত সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ গুণনিকরও প্রার্থনা করেন। আপনিও উক্ত গুণসমুদায় লাভের যোগ্য পাত্র, একারণ আপনার সুহৃদ্বর্গ রাজসূয় যজ্ঞের এই প্রশস্তকাল বিবেচনা করিতেছেন। সংশিতব্রত ঋষিগণ যাহাতে অগ্নিস্থাপনের নিমিত্ত সামবেদবিহিত মন্ত্রদ্বারা ছয়টি স্থণ্ডিল রচনা করেন, আপনকার ক্ষত্রিয়-সম্পদ্ অর্থাৎ বাহুবলাদিদ্বারা ঐ যজ্ঞের

সময়ও স্বাধীন হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে অভিষিক্ত হইয়া রাজা অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমুদয় যজ্ঞেরই ফললাভ করেন, একারণ তিনি সর্ব্বজিৎ বলিয়া উক্ত হয়েন। হে মহাবাহো, মহারাজ! আপনি সক্ষম, আমরা সকলেই আপনকার বশতাপন্ন, সুতরাং অচিরেই আপনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন; অতএব এ বিষয়ে আর বিচারের আবশ্যক নাই, অবিলম্বেই ঐ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিতে মনোনিবেশ করুন। সুহৃদ্গণ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত হইয়া সকলেই এইরূপ কহিলেন।

হে রাজন্! শত্রুবিমর্দ্দন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের ঐ ধর্ম্মানুগত, প্রগল্ভ, অভীষ্ট ও বরিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহা গ্রহণ করিলেন। সুহৃদ্বর্গের ঐ কথা শুনিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া তিনি রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার আন্দোলন করিলেন। হে ভারত! ধীমান্ ও মন্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মনে মনে বিলক্ষণ আন্দোলন করিয়াও ভ্রাতৃগণ, মহাত্মা ঋত্বিক্‌গণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্যপুরোহিত ও ব্যাসাদি ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করত কহিলেন, সম্রাটের উপযুক্ত মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের নিমিত্তে আমার এই যে স্পৃহা হইতেছে, কেবল শ্রদ্ধা ও কথামাত্রে ইহা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজীবলোচন! তাঁহারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎকালে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! আপনি রাজসূয় যজ্ঞের যোগ্যপাত্র, সুতরাং অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ঋত্বিক্ ও ঋষিগণ নরপতিকে এই কথা বলিলে, তাঁহার মন্ত্রী ও ভ্রাতৃবর্গ ঐ বাক্যের বিশেষ সমাদর করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জিতাত্মা পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় সামর্থ্য, দেশ, কাল ও আয় ব্যয় পর্য্যালোচন করিয়া লোকের হিতকামনায় মনে মনে ভূয়োভূয় ঐ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলত বুদ্ধিদ্বারা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাতেই প্রাজ্ঞব্যক্তি অবসন্ন হয়েন না। কেবল আপনার নিশ্চয়েতেই যজ্ঞারম্ভ করা বিধেয় নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যত্নসহকারে কার্য্যভার বহন করত উহার স্থিরনিশ্চয়ার্থে জনার্দ্দন কৃষ্ণকেই সর্ব্বলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিয়া সেই অপ্রমেয়-মহিম, জন্মবিহীন হইয়াও ইচ্ছামাত্রে নরযোনিতে উৎপন্ন, মহাবাহু হরিকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। তাঁহার দেবতুল্য কর্ম্মসমূহ পর্য্যালোচন করিয়া যুধিষ্ঠির এইরূপ তর্ক করিলেন, যে কোন পদার্থই তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই, তাঁহার কর্ম্মদ্বারা না হয় এমন বস্তুই নাই এবং তিনি সহ্য করিতে না পারেন এমন বিষয়ও বিদ্যমান নাই; এইপ্রকার বিবেচনা করিয়াই তিনি কৃষ্ণকে মনন করিলেন। পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি করিয়া গুরুজনসমুচিত আশীর্ব্বাদ সন্দেশাদি সহকারে লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট শীঘ্র দূত প্রেরণ করিলেন। উক্ত দূত দ্রুতগামী রথারোহণে যাদবকুলে উপস্থিত হইয়া দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের সন্নিহিত হইল। তখন দর্শনাভিলাষী যুধিষ্ঠিরের দর্শন নিমিত্ত কৃষ্ণ ঐ ইন্দ্রসেনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। ত্বরাবান্ জনার্দ্দন শীঘ্রগামী রথারোহণে বিবিধ দেশ অতিক্রম-পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপনীত হইলেন। গৃহে উপাগত হওয়ায় তিনি পিতৃ-স্বসৃতনয় ধর্ম্মরাজ ও ভীম-কর্ত্তৃক পিতৃবৎ সমাদৃত হইয়া পশ্চাৎ প্রীতমনে পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে নকুল ও সহদেব-কর্ত্তৃক গুরুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে উপাসিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল প্রিয়সুহৃদ্ অর্জ্জুনের সহিত প্রীতচিত্তে হর্ষানুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তম স্থানে বিশ্রান্ত, সুস্থদেহ, অবসরযুক্ত, অচ্যুত-সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, হে কৃষ্ণ!

আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি; কিন্তু কেবল ইচ্ছা থাকিলেই সে বিষয় সম্পন্ন হয় না; যে উপায়ে উহা সম্পন্ন হইতে পারে তাহা সম্পূর্ণরূপে তোমার বিদিত আছে। যাঁহাতে সকলই সম্ভবে, যিনি সর্ব্বত্র পূজিত, যিনি সকল ভূমণ্ডলের ঈশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ লাভ করিতে পারেন। আমার সুহৃদ্বর্গ একত্র হইয়া আমাকে তাদৃশ মহাযজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু হে কৃষ্ণ! উহার কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে তোমার বাক্যই প্রমাণ; কারণ, কোন কোন ব্যক্তি সৌহৃদ্যপ্রযুক্ত কোন কার্য্যে দোষাখ্যান করিতে পারে না, কেহ কেহ স্বার্থপরতা-বশত কেবল প্রভুর প্রিয় বিষয়ই কহিয়া থাকে, কেহ কেহ বা যাহা আপনার পক্ষে হিতকর বোধ করে তাহাই প্রিয় বলিয়া স্থির করিয়া থাকে; কার্য্যসম্পাদন-বিষয়ে লোকের এইরূপ প্রবাদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি কামক্রোধের অধীন নহ, সুতরাং উক্ত প্রকার স্বার্থপরতাদি কোন দোষেও দূষিত নহ; অতএব লোকমধ্যে যাহা বিশিষ্ট হিতকর হয় তাহা যথার্থরূপে বল!

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি সকল গুণেতেই শ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আপনকার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। যদিও আপনি সকলই অবগত আছেন, তথাপি আপনাকে আমি কিছু বলিতে বাসনা করি। জামদগ্ন্য পরশুরাম যে ক্ষত্রিয় কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকে যাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইহাঁরা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। হে ধরানাথ! নিদেশভাজন ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ কৌলিক নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আপনকার অজ্ঞাত নাই। প্রসিদ্ধ রাজপরম্পরা এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য অস্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। হে ভরতনন্দন! ঐল ও ইক্ষ্বাকুদিগের একশত কুল। যযাতির ও ভোজদিগের বংশ মহাগুণ-সম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ; অধুনা তাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ উক্ত রাজগণ-সম্বন্ধীয় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর উপাসনা করেন; কিন্তু হে রাজন্! সম্প্রতি জরাসন্ধ ঐ সকল নরেন্দ্রবংশীয়দের সৌভাগ্য অভিভব-পূর্ব্বক মহীপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া তেজোদ্বারা সকলকে আক্রমণ করত সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং অবনীর মধ্যভাগস্থিত মথুরাদি প্রদেশ স্বায়ত্ত করত আমাদিগের পরস্পারের ভেদ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে। মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু, যিনি সমগ্র মহীমণ্ডলে একাধিপত্য করেন, তিনিই যুক্তিমত সাম্রাজ্যলাভের অধিকারী হয়েন। হে ভূপতে! প্রতাপশালী শিশুপাল সর্ব্বপ্রকারে জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেনাপতিত্ব পদ লাভ করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত মায়াযোধী করূষাধিপতি বক্র, জরাসন্ধের নিকট শিষ্যবৎ উপস্থিত থাকে। অপর, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহাপ্রাণ হংস ও ডিম্ভক উভয়েই ঐ মহাবলিষ্ঠ জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছে। দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন, ইহারাও তাহার আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! লোকে যাহা অদ্ভুতমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, যিনি সেই দিব্যমণি মস্তকে ধারণ করেন; যে নরাধিপ মুরু ও নরককে শাসন করেন, এবং পশ্চিম দেশে বরুণতুল্য আধিপত্য প্রচার করিয়া থাকেন; আপনকার পিতার সখা সেই অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি বৃদ্ধভূপতি ভগদত্ত বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা জরাসন্ধ-সমীপে প্রণত রহিয়াছেন; কিন্তু মনে মনে আপনকার প্রতিও পিতার ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া স্নেহ বদ্ধ আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগন্তের রাজা, সেই কুন্তিবংশবর্দ্ধনকারী, শৌর্য্যশালী, শত্রুবিমর্দ্দন, আপনকার মাতুল, একমাত্র পুরুজিৎ কেবল স্নেহ-

বশত আপনকার পক্ষ আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যে দুর্ম্মতি চেদিদেশে সুবিখ্যাত; এই লোকমধ্যে যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে এবং মোহবশত শঙ্খ চক্রাদি মদীয় চিহ্ন সমস্ত সতত ধারণ করিয়া থাকে; অপিচ লোকমধ্যে যে বাসুদেব নামে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাতরাজ্যের অধিপতি সেই বলশালী পৌণ্ড্রক রাজাও জরাসন্ধের আশ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে মগধরাজের আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশভোজী এবং ইন্দ্রের সখা; যিনি বিদ্যাবলে পাণ্ড্য ও ক্রথকৈশিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যাঁহার ভ্রাতা অকৃতি, পরশুরাম-তুল্য শূর ছিলেন; সেই শত্রুহন্তা বলসম্পন্ন ভোজরাজ ভীষ্মকও জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কুটুম্ব, সুতরাং অনুরক্ত ও আজ্ঞাবহ থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম করি, তথাপি তিনি আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া অপ্রিয় কর্ম্মেই প্রবৃত্ত থাকেন। হে রাজন্! তিনি আপনার বল ও কুলমর্য্যাদা না জানিয়া জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশোরাশি দৃষ্টে তাহার আশ্রিত হইয়াছেন। হে প্রভো! উত্তরদিক্‌স্থ ভোজদিগের অষ্টাদশকুল, আর শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট্ট, কুন্তি, কুলিন্দ এবং অনুচর ও সহোদরদিগের সহিত শাল্বায়ন রাজগণ ঐ জরাসন্ধের ভয়েই পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন; দক্ষিণ পাঞ্চাল ও পূর্ব্বকোশলস্থ রাজারা কুন্তিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন; মৎস্য ও সন্যস্তপাদদেশীয় রাজন্যগণ ভয়পীড়িত হইয়া উত্তরদিক্ পরিহারপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন; এবং সমস্ত পাঞ্চালগণ জরাসন্ধভয়ে অভিভূত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগানন্তর সর্ব্বদিকে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছেন।

কিছুকাল অতীত হইল, মূঢ়মতি কংস যাদবদিগকে পীড়ন করিয়া বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের পাণি পীড়ন করে। ঐ কন্যারা সহদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী; তাহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হওয়ায় বৃথামতি কংস সেই বলে জ্ঞাতিদিগকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্যলাভ করে। হে রাজন্! এরূপ আচরণে তাহার অতিশয় দুর্নয় প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা ভোজবংশীয় বৃদ্ধরাজন্যদিগকে অতিশয় পীড়ন করাতে তাঁহারা জ্ঞাতিপরিত্রাণ-বাসনায় আমাদিগের প্রতি আশাবন্ধন করেন। ঐ সময়ে আমি অক্রূরকে আহুকদুহিতা সুতনুরে সম্প্রদান করিয়া বলদেব-সমভিব্যাহারে সুনামা ও কংসকে নিহত করি; সুতরাং আমাদিগের কর্ত্তৃক একপ্রকার জ্ঞাতিকার্য্য উদ্ধার করা হয়। হে রাজন্! এই উপস্থিত ভয় অতীত হইলে পর, যখন জরাসন্ধ যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল, তখন আমরা অষ্টাদশ কনিষ্ঠ রাজবংশের সহিত এই মন্ত্রণা অবধারণ করিলাম যে আমরা শত্রুনাশন মহাস্ত্রসমূহদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে প্রহার করিলেও তাহার বলক্ষয় করিতে পারিব না; কারণ অমর-সদৃশ-তেজঃপুঞ্জ মহাবলশালী হংস ও ডিম্ভক নামে যে দুই ব্যক্তি তাহার সহায় আছে, তাহারা অস্ত্রের অবধ্য; সেই দুই বীর এবং স্বয়ং জরাসন্ধ এই তিনজনে মিলিত হইলে, বোধ হয়, ত্রিলোকীও তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। হে সুধীপ্রবর! এই অভিপ্রায় কেবল আমাদিগেরই নহে, যাবতীয় মহীপালগণেরও এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল।

হংস নামে বিখ্যাত কোন এক মহান্ নরপতি ছিলেন। জরাসন্ধের সহিত আমাদিগের সেই সপ্তদশ সমরে বলরাম ঐ হংসকে নিহত করেন। হে ভরতনন্দন! ডিম্ভক কোন লোকের নিকটে হংসের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে "হংস ব্যতীত আমার জীবন বৃথা" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে শত্রুপুরবিজয়িন্! হংসও লোকমুখে ডিম্ভকের ঐ বৃত্তান্ত শুনিয়া যমু-

নায় নিমগ্ন হইল। হে ভরতর্ষভ! রাজা জরাসন্ধ হংস ডিম্ভকের মরণ-বার্ত্তা শ্রবণে শূন্যমনে স্বীয় পুরোদ্দেশে গমন করিল। জরাসন্ধ প্রতিনিবৃত্ত হইলে আমরা সানন্দমনে পুনরায় মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম। পরে যখন পদ্মপলাশলোচনা কংস-মহিলা পতিমরণে দুঃখিতা হইয়া স্বীয় পিতা জরাসন্ধকে "আমার পতিহন্তাকে বিনষ্ট করুন" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল, তখন আমরা সেই পূর্ব্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া বিমনা ও পলায়মান হইলাম। মহারাজ! ঐ জরাসন্ধের ভয়ে আমরা, বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগদ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত পলায়ন করি; এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলেই পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলাম। হে নৃপতে! ঐ পশ্চিমাঞ্চলে রৈবত শৈলদ্বারা পরিশোভিতা, কুশস্থলী নামে এক পরম রমণীয়া পুরীতে বাস করিলাম এবং তথাকার দুর্গ উত্তমরূপে সংস্কৃত করিলাম। ঐ দুর্গ দেবতাদিগেরও অগম্য; তথায় স্ত্রীগণও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিকুলোদ্ভব মহারথিদিগের ত কথাই নাই। হে শত্রুঘাতিন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ পুরীতে বাস করিতেছি। মাধবেরা ঐ গিরিবরের সংস্থানাদি পর্য্যালোচন করিয়া এবং মগধেশ্বরের হস্ত হইতে উত্তীর্ণই হইয়াছি বিবেচনা করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে জরাসন্ধের অনিষ্টাচরণে সর্ব্বতোভাবে উত্ত্যক্ত হওয়ায় আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও প্রয়োজন-বশত গোমন্ত পর্ব্বতে সমাশ্রিত হইয়াছি। ঐ পর্ব্বত তিন যোজন বিস্তীর্ণ; প্রতি যোজনের মধ্যে উহাতে একুশটি সৈন্যব্যূহ রচিত এবং যোজনান্তে একশত দ্বার নির্ম্মিত আছে; বীরদিগের বিক্রমই উহাতে তোরণ-স্বরূপ হইয়াছে এবং অষ্টাদশ বংশসম্ভূত যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদিগের কুলে অষ্টাশদ সহস্র ভ্রাতা বর্ত্তমান আছেন। আহুকের শত-পুত্র; তাঁহারা প্রত্যেকেই দেবকল্প। ভ্রাতার সহিত চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলদেব এবং মাদৃশযোদ্ধা সাম্ব, আমরা এই সপ্তজন অতিরথী। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সমস্ত মহারথী আছেন, তাঁহাদিগের কথাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি, এই সাতজন মহারথী; অপিচ অন্ধক ভোজের পুত্রদ্বয় এবং ঐ বৃদ্ধ রাজা, এই মহাবীর্য্যবিশিষ্ট, বজ্রকায় দশজন মহারথেরা মধ্যদেশ স্মরণ করিয়া বৃষ্ণিগণমধ্যে বাস করিয়াছেন। হে ভরতসত্তম! আপনি নিত্যকাল সাম্রাজ্য-ভোগের উপযুক্ত; অতএব ক্ষত্রিয়গণমধ্যে আপনাকে সম্রাট্‌রূপে বিখ্যাত করুন। কিন্তু আমার বোধ হয়, মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ কদাচ সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, কেননা সিংহ যেমন মহা হস্তিগণকে আক্রমণ করিয়া গিরিরাজ কন্দরে বদ্ধ রাখে, তদ্রূপ ঐ জরাসন্ধ রাজগণকে পরাজয় করিয়া গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে অরিন্দম! রাজগণদ্বারা যজ্ঞ করিবার বাসনায় ঐ জরাসন্ধ উগ্রতর তপস্যা-সহকারে উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া যাবতীয় ভূপালকে পরাজিত করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ভূপালবর্গকে সৈন্য সামন্তের সহিত পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়া স্বপুরে আনয়নপূর্ব্বক মহান্ জনসংবাধ করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ! তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম। অতএব হে কুরুনন্দন! যদি আপনি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হন তবে ঐ রাজগণের মুক্তি ও জরাসন্ধবধের নিমিত্ত যত্ন করুন। তাহা না করিলে ঐ মহাসমারম্ভ সম্পন্ন করিতে অপারগ হইবেন। হে মতিমন্! রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমার বিবেচনায় এইরূপ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, এক্ষণে আপনকার বিবেচনায় যেরূপ

হয় করুন, উপস্থিত অবস্থায় স্বয়ং কার্য্য কারণ অবধারণপূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয় বলুন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্; তুমি যাহা কহিবে তদনুরূপ বাক্য আর কেহই বলিতে পারিবেন না; পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র সংশয়চ্ছেত্তা। দেখ, প্রতিরাজ্যেই স্ব স্ব প্রিয়কার্য্যকারী রাজা সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কেহই সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই; ফলত সম্রাট্ শব্দটি অতীব দুর্লভ। যে ব্যক্তি পরের বলবীর্য্যাদির গৌরব জানে, সে কখন আপনাকে প্রশংসা করে না; শত্রুর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া যিনি প্রশংসিত হয়েন, তিনিই পূজনীয়। হে যদুকুলতিলক! বহুরত্ন-সমাচিত বিশাল ভূমণ্ডলের ন্যায় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি অতিবিস্তৃতা, বহুবিধা ও বহুতর উৎকৃষ্ট-বিষয়ে সমাকীর্ণা; পৃথিবীর দূরদেশে পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্য যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধির পরম নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আপনার মঙ্গল বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে। হে জনার্দ্দন! আমি শান্তিকেই শ্রেয়সী জ্ঞান করি; শান্তি অবলম্বন করিলে আমার মঙ্গল হইতে পারিবে; রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর বোধ হইতেছে। অস্মৎকুলজাত এই সমস্ত মনস্বী পুরুষেরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, কোন না কোন সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু হে মহাভাগ! দুরাত্মা জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য প্রকাশ-সময়ে আমরাও সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলাম; বিশেষত যাহার ভয়ে তুমিও শঙ্কিত হইয়াছ, আমরা তোমার ভুজবলাশ্রিত হইয়া কি সাহসে আপনাদিগকে তদপেক্ষা বলিষ্ঠ মনে করিতে পারি? হে মহাবাহো! তুমি, রাম, ভীম ও অর্জ্জুন, এই চারিজনের মধ্যে কেহ তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন কি না, ইহা চিন্তা করিয়াই আমি পুনঃ পুনঃ বিমর্ষযুক্ত হইতেছি। অথবা আমি আর কি বলিব, সকল কর্ম্মে তুমিই আমার প্রমাণ; তুমি যাহা বলিবে আমি কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিব না।

অনন্তর বক্তৃবর ভীমসেন এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে রাজা একবারেই উদ্যোগপরাঙ্মুখ হয়েন, এবং যিনি দুর্ব্বল ও উপায়-বিহীন হইয়া বলবানের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা উভয়েই বল্মীকের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন। দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি অতন্দ্রিত হইয়া সম্যক্ নীতিপ্রয়োগদ্বারা বলবান্‌দিগের সহিত বিবাদ করে, তবে সে জয়লাভপূর্ব্বক আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে। হে রাজন্! কৃষ্ণ নীতি-নিপুণ, আমারও বিলক্ষণ বল আছে এবং ধনঞ্জয়ও সকলকেই জয় করিতে পারেন, অতএব যেমন অগ্নিত্রয় যজ্ঞ সাধন করে, তদ্রূপ আমরাও জরাসন্ধের বধ সাধন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অবোধ ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করে, একারণ বিজ্ঞেরা স্বার্থপর অনভিজ্ঞ বালক-শত্রুকে কদাচ ক্ষমা করেন না। মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বে সাধুলোকদিগের সময়ে যৌবনাশ্ব, ভগীরথ, কার্ত্তবীর্য্য, ভরত ও মরুত্ত, এই পঞ্চ মহীপতি, সমুদায় বশার্হ ব্যক্তিদিগকে বিচার করিয়া, প্রত্যেকে করগ্রহণে বিরতি, প্রতিপালন, তপোবীর্য্য, বল ও সমৃদ্ধি, এই পঞ্চগুণের এক একটি গুণদ্বারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন; কিন্তু আপনি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন সাম্রাজ্য-লাভের অভিলাষ করিতেছেন, সুতরাং ধর্ম্ম অর্থ ও নয়ানুযায়ী মন্ত্রণানুসারে আপনকার বৃহদ্রথ-তনয় জরাসন্ধকে নিগৃহীত করা উচিত হইতেছে। হে ভরতর্ষভ! আপনি ইহা বিলক্ষণরূপে বোধগম্য করুন। দেখুন, একশত রাজবংশীয়েরা কেহই জরাসন্ধকে প্রতিরোধ করিতে পারেন না, সুতরাং সে বলদ্বারাই সাম্রাজ্যভোগ করিতেছে। রত্নভাজন রাজগণ রত্ন দিয়া তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন; ইহাতেও সে

সন্তুষ্ট না হইয়া মূর্খতাবশত দুর্নয় অবলম্বনপূর্ব্বক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণকে বলদ্বারা আক্রমণ করে। ঐ প্রধানপুরুষ বলপূর্ব্বক যাহার নিকটে রাজস্বের অংশগ্রহণ না করে, এমত পুরুষই দৃষ্ট হয় না। এইরূপে জরাসন্ধ প্রায় একশত রাজাকে অধীন করিয়াছে। হে ভরতনন্দন! আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা কিপ্রকারে তাহার সহিত শত্রুতা করিবে? পশুপতি-গৃহস্থিত, পশুগণের ন্যায় প্রোক্ষিত ও বলিদানার্থে নির্দ্দিষ্ট রাজগণের জীবনে আর কি প্রীতি হইতে পারে? শস্ত্রে নিহত হইলে ক্ষত্রিয়গণ যখন সৎকার-ভাজন হন, তখন অবশ্যই আমরা সমরে সমবেত হইয়া জরাসন্ধকে প্রতিরুদ্ধ করিব। হে রাজন্! একশত মধ্যে ষড়শীতি ভূপতি জরাসন্ধ-কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া বলিদানার্থে নিরূপিত রহিয়াছেন; কেবল চতুর্দ্দশমাত্র অবশিষ্ট আছেন; তাঁহারা হস্তগত হইলেই ঐ ঘোরতর ক্রূরকর্ম্ম অচিরে সম্পাদিত হইবে। অতএব ঐ ব্যাপারে যিনি বিঘ্ন প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিবেন, এবং যিনি তাহাকে জয় করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য-ভোগ করিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্যলাভের অভিলাষে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া কেবল সাহসের উপর নির্ভর করত কিরূপে তোমাদিগকে জরাসন্ধের বধার্থ প্রেরণ করিব! হে জনার্দ্দন! আমি মনে করি ভীমার্জ্জুন আমার নেত্রযুগল, আর তুমি আমার মন, অতএব নয়ন-মন-বিহীন হইয়া আমি কিরূপে জীবিত থাকিব! জরাসন্ধের ভীষণ পরাক্রমশালী দুষ্পার সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া যমও পরাস্ত করিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতে তোমাদের বিক্রম-প্রকাশ কিরূপ হইবে! পরন্তু এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; অতএব আমার মতে প্রস্তাবিত যজ্ঞারম্ভের মানস করা উচিত হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! এবিষয়ে আমি একাকী যাহা বিবেচনা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর! রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছি; আমার মন সংপ্রতি অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে; আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করা অসাধ্য ব্যাপার।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন স্বীয় সামর্থ্যে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণদ্বয়, রথ, ধ্বজ ও মনোহর-সভা, এই সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়ায় সাহসী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! ধনু, শস্ত্র, শরসমূহ, বীর্য্য, সহায়, ভূমি, যশ ও সৈন্যসামন্ত, এই অভিলষিত দুর্লভ বস্তু সমস্ত আমি লাভ করিয়াছি। দেখুন, সাধুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা কুলমর্য্যাদার প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা বলের তুল্য নহে; বীর্য্যেতেই আমার স্পৃহা হয়। বীর্য্যসম্পন্ন বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি নির্ব্বীর্য্য হয়, সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বীর্য্যহীনকুলে উৎপন্ন বীর্য্যবান্ মানব তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন। হে রাজন্! যিনি শত্রু-জয় করিয়া বর্দ্ধিত হয়েন, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকারে ক্ষত্রিয় বলা যায়; কারণ মনুষ্য কুলমর্য্যাদাদি সর্ব্বগুণে বঞ্চিত হইলেও কেবল বীর্য্যবান্ হইলেই শত্রুজয় করিতে পারেন, আর সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও যদি বীর্য্যবিহীন হন, তবে কোন কার্য্যকারক হয়েন না। পরাক্রমের নিকটে সকলগুণই গুণীভূত অর্থাৎ অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকে। আত্যন্তিক অভিনিবেশ, পুরুষকার ও দৈব এই তিনটি জয়ের প্রতি কারণ; অতএব সম্যক্ বলশালী হইলেও অনবধানতা-বশত কোন ব্যক্তি বিজয়-লাভের উপযুক্ত হইতে পারে না; প্রত্যুত, বলবান্ হইয়াও ঐ কারণে শত্রুহস্তে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলকে যেমন দৈন্য আশ্রয় করে, সেইরূপ সবলকে মোহ আসিয়া আক্রমণ করে;

অতএব জয়ার্থিদিগের ঐ মহানিষ্ট-সাধক মোহ ও দীনতা পরিত্যাগ করা বিধেয়। যজ্ঞের নিমিত্তে জরাসন্ধকে বিনাশ এবং রাজগণকে মুক্ত করিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা আমাদিগের উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কি হইতে পারিবে! বিশেষত এবিষয়ে অনুদ্যোগী থাকিলে লোকে আমাদিগকে নিশ্চয়ই নির্গুণ মনে করিবেক। অতএব হে রাজন্! আমাদিগের অসংশয়িত গুণসমূহ থাকিতেও আপনি কেন নির্গুণ বিবেচনা করিতেছেন? অগ্রে শান্তি ইচ্ছা করিয়া মুনি হইলে পশ্চাৎ কাষায় বস্ত্র যেরূপ সুলভ হয়, তদ্রূপ প্রবল শত্রু জয় করিতে পারিলে আমাদিগের অনায়াসে সাম্রাজ্যলাভ হইবে; অতএব আমরা অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, ভরতবংশে উৎপন্ন, বিশেষত কুন্তীর গর্ব্ভজাত ব্যক্তির যেরূপ মতি হওয়া উচিত, অর্জ্জুন তাহা প্রদর্শন করিলেন। দেখুন, রাত্রিতে কি দিবাতে কখন্ মৃত্যু হইবে, তাহা আমরা অবগত নহি, আর যুদ্ধ না করিলেই যে মৃত্যু হয় না ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধি-দৃষ্ট নয়ানুসারে শত্রুকে আক্রমণ করিলেই অন্তঃকরণের পরিতোষ জন্মে, এবং তাহাই ক্ষত্রিয় পুরুষের কর্ত্তব্য। অপায়-রহিত অর্থাৎ দৈবাদি প্রাতিকূল্য-বিহীন সুনয়ের সংযোগে অবশ্যই উপক্রম সিদ্ধ হয়, এবং সামদানাদি উপায়-বিহীন অনয়ের সংযোগে নিশ্চয় বিনাশ হইয়া থাকে; উক্তরূপ সুনয়-সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও একপক্ষের উৎকর্ষ হওয়া সম্ভব, যেহেতু উভয় পক্ষের সমতা প্রায়ই সম্ভবে না; যদিচ সমতা হয়, তথাপি বিজয়-বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, যেহেতু জয় কি পরাজয় উভয় পক্ষেরই হয় না। অতএব আমরা নয়াবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইলে বৃক্ষান্তকারী নদীবেগ-তুল্য অবশ্যই তাহার নিধন সাধনে সমর্থ হইব। আত্মচ্ছিদ্র গোপনে যত্নবান্ হইয়া পরের ছিদ্রানুসারে আক্রমণ করিলে কেন না আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব? পণ্ডিতদিগের নীতি এই যে, ব্যূঢ়সৈন্য অতিবলিষ্ঠ শত্রুর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিবেক না; ইহাতে আমিও অসম্মত নহি; কিন্তু অজ্ঞাতসারে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলে আমরা কোনক্রমে নিন্দনীয় হইব না। পুরুষপ্রধান জরাসন্ধ ভূতগণের অন্তরাত্মার ন্যায় একাকী নিত্য সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, অতএব যাহাতে তাহার বিনাশ হয়, এক্ষণে তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য; আমরা জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণ-পরায়ণ হইয়া সংগ্রামে হয় তাহাকে নিহত করি, না হয় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বলবীর্য্যই বা কত? শলভ-সদৃশ জরাসন্ধ অগ্নিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া কেনই বা দগ্ধ হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! জরাসন্ধের যাদৃশ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং সে বহুবার আমাদিগের অনিষ্টকারী হইলেও যে নিমিত্তে তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি, তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন!

মগধদেশে তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, সমরদর্পিত রূপবান্ শ্রীমান্ বীর্য্যসম্পন্ন, অতুল্য বিক্রমশালী, যজ্ঞীয় চিহ্নে নিয়ত ভূষিতগাত্র, দ্বিতীয় শতক্রতু-তুল্য বৃহদ্রথ নামে এক অতি বলবান্ রাজা ছিলেন। তিনি তেজে সূর্য্যসম, ক্ষমায় পৃথিবী-তুল্য, ক্রোধে অন্তক-সদৃশ এবং ঐশ্বর্য্যে কুবেরের মত ছিলেন। হে ভরতনন্দন! সূর্য্যকিরণ যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাঁহার কুল-পরম্পরা-সিদ্ধ গুণসমূহে সমস্ত ধরণীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর্য্য মহীপতি, কাশীরাজের পরম রূপসম্পত্তিশালিনী যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ পুরুষপ্রবর ভার্য্যাদিগের সহিত নির্জ্জনে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে তোমাদের উভয়ের প্রতিই

আমি সমান অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। হে রাজন্! গজরাজ যেমন করেণুদ্বয়ের সহবাসে সুখে কাল যাপন করে, ঐ রাজা সেই আত্মানুরূপ, প্রেমাস্পদ পত্নীদ্বয়ের সহিত তদ্রূপ কাল হরণ করিতেন, এবং উহাদের মধ্যগত হইয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত মূর্ত্তিমান্ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতেন। এইরূপে বিষয়-রসের আস্বাদন করত ক্রমে ঐ রাজার যৌবন কাল অতীত হইল, তথাপি কোন একটি বংশধর পুত্র জন্মিল না। ভূপতি পুত্র-কামনা করত বহুবিধ যজ্ঞ হোম ও মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কুলবিবর্দ্ধন পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর একদা গোতমবংশীয় মহাত্মা কাক্ষীবানের পুত্র, মহানুভব চণ্ডকৌশিক তপস্যায় শ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমনপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তৎসমীপে উপনীত হইয়া মুনিজন-সমুচিত বহুল উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদানদ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী ঋষিপ্রবর চণ্ডকৌশিক তাঁহাকে কহিলেন, হে সুব্রত-পরায়ণ রাজেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাজা বৃহদ্রথ তখন ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় সাশ্রু-নয়নে গদ্গদস্বরে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি অতিমন্দভাগ্য; অদ্যাপি পুত্রধন লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং রাজ্যধন নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবনে গমনের মানস করিয়াছি; অতএব এ অবস্থায় আমার আর বরে প্রয়োজন কি!

রাজার এই কথা শুনিয়া মুনি ইন্দ্রিয় সমস্ত সংযত করত সেই আম্রবৃক্ষের ছায়াতেই উপবিষ্ট থাকিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি সেইরূপে উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার ক্রোড়দেশে শুকাদিদ্বারা অক্ষত একটি সরস আম্রফল পতিত হইল। মহাপ্রাজ্ঞ মুনিবর চণ্ডকৌশিক ঐ অদ্ভুত ফল গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করত পুত্রলাভের নিমিত্তভূত বিবেচনা করিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে নরনাথ! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।

হে ভরতর্ষভ! নৃপসত্তম মহাপ্রাজ্ঞ বৃহদ্রথ, মুনির এই কথা শ্রবণে মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণযুগলে প্রণতিপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পত্নীদ্বয়কে ঐ এক ফল প্রদান করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে অংশ করিয়া ঐ ফল ভক্ষণ করিলেন। ভাবী অর্থের অবশ্যম্ভাবিতা এবং মুনির সত্যবাদিতা-প্রযুক্ত ঐ রাজ্ঞীদ্বয়ের ফলভক্ষণ-সম্ভূত গর্ব্ভের সঞ্চার হইল। নৃপতি বৃহদ্রথ তাঁহাদিগকে গর্ব্ভবতী দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতে! অনন্তর দশমাস পূর্ণ হইলে ঐ দুই রাজমহিষী দুই খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন, এবং উহাদের প্রত্যেকের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধমুখ, অর্দ্ধ-উদর ও অর্দ্ধস্ফিক্ অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। অবলা ভগ্নীদ্বয় তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরামর্শপূর্ব্বক ঐ জীবিত শরীর-খণ্ডদ্বয় অতিদুঃখে পরিত্যাগ করিলেন। উহাঁদিগের দুই জন ধাত্রী ঐ খণ্ডিত গর্ব্ভদ্বয় সুন্দররূপে আবৃত করত অন্তঃপুর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক কোন চতুষ্পথে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিয়া আসিল। হে নরবর! মাংস-শোণিত-ভোজিনী জরা-নাম্নী কোন রাক্ষসী ঐ প্রক্ষিপ্ত দেহ-খণ্ডদ্বয় গ্রহণ করিল। ঐ রাক্ষসী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া সহজে বহন করিবার আশয়ে সেই উভয় শরীরখণ্ড একত্র করিল। হে পুরুষর্ষভ! ঐ অর্দ্ধ কলেবর-যুগল পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র একমূর্ত্তিধারী এক বীরকুমার হইল। হে রাজন্! অনন্তর রাক্ষসী

বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বজ্রসার শিশুকে তুলিতে চেষ্টা করিয়াও অসমর্থা হইল। ঐ বালক করতলে তাম্রবর্ণ মুষ্টি বন্ধন করত বদনে স্থাপন করিয়া অতিশয় সংরম্ভ-সহকারে সজল জলদ-তুল্য-গভীর গর্জ্জনে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে পরন্তপ, নর-ব্যাঘ্র! ঐ শব্দে পুরবাসীরা সম্ভ্রান্ত হইয়া রাজার সহিত সহসা বহির্গত হইল, এবং সেই নিরাশা, ম্লানবদনা, ক্ষীরপূর্ণ-পয়োধরা রাজমহিলারাও পুত্র-লাভের নিমিত্ত সহসা ধাবিতা হইলেন। তখন রাক্ষসী ঐ রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে সন্তা-নেচ্ছু এবং সেই বালককে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া ভাবিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; ইনি পরম ধার্ম্মিক ও মহাত্মা, বিশেষত পুত্ৰলাভার্থে অতিশয় উৎসুক আছেন; অতএব ইহাঁর এই বালক পুত্রটিকে নষ্ট করা আমার কোনক্রমে উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা করত ঐ নিশাচরী মানুষ-রূপিণী হইয়া, মেঘমালা যেমন সূর্য্যকে আবরণ করে তদ্রূপ ঐ কুমারকে ধারণ করিয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, হে বৃহদ্রথ! এই পুত্রটি তোমার; মুনিবরের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আমি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; ধাত্রীরা ইহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, আমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতবংশপ্রবর! অনন্তর কাশীরাজের সেই শোভনা কন্যাদ্বয় ঐ বালককে লাভ করিয়া স্তনবিগলিত ক্ষীরধারা দ্বারা তৎক্ষণাৎ অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে রাজা সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হৃষ্টমনে সেই উজ্জ্বলসুবর্ণবর্ণা মানুষ-রূপিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলগর্ভ-কান্তি! আমার পুত্রপ্রদায়িনী তুমি কে? হে কল্যা-ণি! তোমাকে ইচ্ছাবিহারিণী কোন দেবতা বোধ হইতেছে; অতএব তোমার যথার্থ বিবরণ বর্ণন কর।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

রাক্ষসী কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমার নাম জরা; আমি রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি, ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারি। মহারাজ! তোমার আবাসে সম্মা-নের সহিত সুখে বাস করিতেছি। আমি মনুষ্য-মাত্রেরই গৃহে নিত্য নিত্য ভ্রমণ করিয়া থাকি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, পূর্ব্বে গৃহদেবী নামে দিব্যরূপিণী আ-মাকে সৃজন করিয়া দানবদিগের বিনাশজন্য স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সপুত্রা এবং নবযৌবনা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বীয় গৃহের ভিত্তিতে লিখিয়া রাখে, তাহার নিশ্চিত কল্যাণ হয়, যে না রাখে সে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে প্রভো! পুত্রগণে পরিবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি তোমার গৃহের কুড্যে লিখিত আছে; এবং তোমার গৃহে বাস করিয়া আমি গন্ধ পুষ্প ধূপ ভক্ষ্য ভোজ্যপ্রভৃতি বহু-বিধ উপকরণ দ্বারা সর্ব্বদা সুন্দররূপে পূজিতা হই-তেছি, একারণ নিরতই তোমার প্রত্যুপকার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া থাকি। হে ধার্ম্মিক! অদ্য তোমার পুত্রের খণ্ডিত-শরীরদ্বয় অবলোকন করিয়া দৈব-যোগে যেমন একত্রিত করিলাম, অমনি উহা একটি কুমার হইয়া উঠিল। মহারাজ! তোমার ভাগ্য-ক্রমেই এরূপ ঘটনা হইয়াছে, আমি কেবল ইহাতে উপলক্ষমাত্র। আমি সুমেরুকেও ভক্ষণ করিতে পারি, তোমার এই বালকের ত কথাই নাই, কেবল তোমার গৃহে সর্ব্বদা পূজিত হই বলিয়াই সন্তোষ-প্রযুক্ত ইহাকে তোমারে প্রত্যর্পণ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী এই সকল কথা কহিয়া ঐ স্থান হইতেই অন্তর্হিতা হইল। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার জাতকর্ম্ম সমস্ত করাইলেন এবং সমস্ত মগধ রাজ্যে রাক্ষসী-উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আদেশ দিলেন। অপিচ, ব্রহ্মার তুল্য ঐ নরপতি "জরা-রাক্ষসী ইহাকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছে, অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হউক্," এইরূপ স্থির করিয়া সেই বালকের নামকরণ করিলেন। মগ-

ধাধিপতির ঐ মহাতেজস্বী পুত্র প্রশস্ত আকার ও বলসম্পন্ন হইয়া আহুতি-প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সুতরাং শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় জনক জননীর আনন্দ-বর্দ্ধন হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহাতপা ভগবান্ চণ্ডকৌশিক পুনর্ব্বার মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজা বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে যথোচিত হৃষ্ট হইয়া অমাত্য, পুরোহিত, পত্নীদ্বয় ও পুত্রের সহিত নির্গমন-পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয়াদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। হে ভরতনন্দন! ঐ মহীপতি রাজ্যের সহিত সেই পুত্রটি তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধরাজের ঐ পূজা গ্রহণ করিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি দিব্য নয়ন দ্বারা এ সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি; তোমার এই পুত্র ভবিষ্যতে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাঁর যাদৃশ রূপ, সত্ত্ব, বল ও পরাক্রম হইবে তাহা শ্রবণ কর! তোমার এই পুত্র ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ও বিক্রম-সম্পন্ন হইয়া তৎ সমুদায়ই প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। গরুড় উড্ডীন হইলে অন্য বিহঙ্গমগণ তাহার গতির যেমন অনুকরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কোন নরপতিই ইহাঁর সদৃশ বীর্য্যশালী হইতে পারিবেন না; যে সকল ব্যক্তি ইহাঁর প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইবে। হে মহীপতে! দেবতারাও যদি ইহাঁর উদ্দেশে শস্ত্র সমস্ত বিমোচন করেন, তবে পর্ব্বতে আহত নদীবেগের ন্যায় তৎ সমুদায়ও ইহাঁর পীড়াকর হইবে না; ইনি সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের উপরে প্রদীপ্ত হইবেন। সূর্য্য যেমন সকল জ্যোতিঃপদার্থের প্রভানাশক, তদ্রূপ ইনি সকল ভূপালবর্গের সৌভাগ্যপ্রভা বিলুপ্ত করিবেন। শলভ-সকল যেমন অগ্নিতে পতিত হইয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করে, সেইরূপ সমৃদ্ধ-বলবাহনশালী রাজন্যগণ ইহাঁকে অতিক্রম করিতে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বর্ষাকালে নদনদীপতি সমুদ্র যেমন উচ্ছ্বসিত জলশালিনী নদীসকলকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ ইনি সমুদয় রাজগণের সমৃদ্ধ শ্রীসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বশস্যধরা বিপুলতরা বসুন্ধরা যেমন শুভাশুভ সকলই ধারণ করেন, সেইরূপ মহাবলবান্ জরাসন্ধ চাতুর্ব্বর্ণের ধারয়িতা হইবেন। শরীরীগণ যেমন সর্ব্বভূতের আত্মভূত বায়ুর বশবর্ত্তী থাকে, সেইরূপ সমুদায় নরপতিগণ ইহাঁর আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন। অধিক কি, সকললোকমধ্যে অতিবলান্বিত এই মগধরাজ জরাসন্ধ ত্রিপুরান্তকর সংসারহর মহাদেব রুদ্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন।

হে শত্রুনাশন! মুনি এইরূপ কহিতে কহিতেই যেন স্বকীয় কোন কার্য্যের চিন্তা করত নরপতি বৃহদ্রথকে বিদায় করিলেন। মগধরাজও নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। জরাসন্ধ রাজ্যাভিষিক্ত হইলে পরে রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়ের সহিত তপোবনে প্রস্থান করিলেন। হে প্রজানাথ! পিতা ও মাতৃদ্বয় বনগমন করিলে জরাসন্ধ স্বকীয় বীর্য্যবলে সকল পার্থিবদিগকে বশীভূত করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ বৃহদ্রথ তপোবনে বহুকাল তপস্যা করিয়া ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। নবীন নৃপতি জরাসন্ধ কৌশিকের বাক্যানুরূপ সমস্ত বরলাভ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। হে ভরতনন্দন! তৎকালে জরাসন্ধের আত্মীয় মহীপতি কংস বসুদেবতনয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা জন্মিল। বলবান্ মগধরাজ ঐ শত্রুতাবশত গিরিব্রজ হইতে একটা প্রকাণ্ড গদা নবনবতিবার সঞ্চালন করিয়া মথুরায় অবস্থিত, অদ্ভুত কর্ম্মা

কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শোভনা গদা নবনবতি যোজনান্তে মথুরার নিকট পতিতা হইল। পুরবাসীরা সম্যক্‌রূপে দৃষ্টি করিয়া গদাপাতের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিল। মথুরা-সন্নিহিত যেস্থানে ঐ গদা পতিত হয়, তাহা গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল। মহারাজ! হংস ও ডিম্ভক নামে যে দুইব্যক্তি জরাসন্ধের সহায় ছিল, তাহারা শস্ত্রের অবধ্য, মন্ত্রণা-বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং নীতিশাস্ত্র-বিশারদ ছিল। ঐ মহাবলশালী বীরদ্বয়ের কথা আমি পূর্ব্বেই আপনকার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছি যে, হংস ডিম্ভক ও স্বয়ং জরাসন্ধ এই তিন জনে মিলিত হইলে বোধ হয় ত্রৈলোক্যও তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। কুকুর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পরাক্রান্ত হইয়াও কেবল এই কারণবশত নীতির নিমিত্ত জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ অধ্যায় ও মন্ত্রণা প্রকরণ সমাপ্ত।

জরাসন্ধবধ প্রকরণ।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্ভক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং কংসও সসহায়ে নিহত হইয়াছে, অতএব এই সময় জরাসন্ধবধের প্রশস্তকাল উপস্থিত। সমুদায় সুরাসুরগণও তাহাকে প্রকাশ্য সমরে পরাজয় করিতে পারেন না; অতএব আমার বিবেচনায় উহাকে বাহুযুদ্ধেই জয় করা কর্ত্তব্য। আমাতে নীতি আছে, ভীমেতে বল আছে এবং অর্জ্জুনও আমাদিগের রক্ষক হইবেন; অতএব অগ্নিত্রয় যেমন যজ্ঞ সাধন করে, তদ্রূপ আমরা জরাসন্ধের বিনাশ সাধন করিব। আমরা তিনজনে নির্জ্জনে তাহার সন্নিহিত হইলে, সে আমাদিগের মধ্যে এক জনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। অবমাননা লোভ-প্রকাশ ও বাহুবীর্য্য দর্শনে দর্পিত হইয়া সে অবশ্যই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। লোকে স্বভাবত সমুদ্ধত হইলেও মৃত্যু যেমন তাহার নাশক হয়, তদ্রূপ মহাবলশালী মহাবাহু ভীমসেনও ঐ উদ্ধত-স্বভাব জরাসন্ধের নিধন সাধনে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! আপনি যদি আমার হৃদয়জ্ঞ হয়েন এবং আমার প্রতি যদি আপনকার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্ব না করিয়া ভীমার্জ্জুনকে আমার নিকট ন্যাস-স্বরূপে অর্পণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নারায়ণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া এবং ভীমার্জ্জুনকে প্রফুল্লবদনে অবস্থিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অমিত্রনাশন, অচ্যুত! তুমি আমাকে এমন কথা বলিও না! তুমি পাণ্ডবদিগের নাথস্বরূপ, আমরা তোমারই আশ্রিত। হে গোবিন্দ! তুমি যাহা বলিতেছ সকলই যুক্তি-সিদ্ধ হইতেছে; কারণ, লক্ষ্মী যাহাদিগের প্রতি বিমুখী, তুমি কদাচ তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী হও না। হে জগৎপতে! তোমার নিদেশবর্ত্তী থাকায় আমার এইরূপ মনে হইতেছে, যেন আমি জরাসন্ধকেও বধ করিয়াছি, মহীপতিগণকেও মুক্ত করিয়াছি এবং রাজসূয় যজ্ঞও লাভ করিয়াছি। হে পুরুষোত্তম! এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর; যেহেতু তোমাদিগের তিনজন ব্যতিরেকে আমি ধর্ম্মার্থকাম-বিহীন রোগার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণে উৎসাহ করিতে পারি না। আমার স্থিরনিশ্চয় এই যে, যেমন কৃষ্ণব্যতীত পার্থ থাকিতে পারেন না এবং পার্থবিনা কৃষ্ণও থাকিতে পারেন না, সেইরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের অজেয় ত্রিলোকমধ্যে কেহই নাই। অপিচ, এই শ্রীমান্ বৃকোদরও বলবান্‌দিগের মধ্যে প্রধান; এই মহাযশা বীরবর তোমাদিগের সহিত মিলিত হইলে কি না করিতে পারেন? উত্তমনায়ককর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই বলসমূহ উত্তমরূপে কার্য্য-সমাধা করে; নায়কবিহীন সৈন্যকে পণ্ডিতেরা জড় অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব বিচক্ষণ সেনানী-দিগেরই সৈন্য পরিচালন করা কর্ত্তব্য। যেখানে নিম্নভূমি, বুদ্ধিমান্ লোকেরা সেই দিকেই জল লইয়া যান; ধীবরেরাও, যেখানে ছিদ্র থাকে, সেইস্থানে জল লইয়া যায়; এইরূপ, বিচক্ষণ সেনানীগণ শত্রুর নিম্নতা ও ছিদ্রবিচার করিয়া সৈন্যচালন করেন। অতএব আমরা নয়বিধিজ্ঞ, পুরুষকার-সম্পন্ন, ত্রিলোক-বিশ্রুত গোবিন্দকে অবলম্বন করিয়া অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করিব। যিনি কার্য্য-সিদ্ধির প্রার্থনা করেন, তিনি এতাদৃশ বুদ্ধি, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সমন্বিত কৃষ্ণকেই তদ্বিষয়ে অগ্রসর করিবেন। পৃথানন্দন অর্জ্জুনও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত ঈদৃশ গুণসম্পন্ন যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেরই অনুগমন করুন এবং ভীমও অর্জ্জুনের অনুগামী হউন। এরূপ হইলেই নীতি, বল ও জয় বিক্রম-বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিপুলতেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন তিন-ভ্রাতার সুহৃদ্গণের রুচিরবাক্য দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বর্চ্চস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধরাজের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের দেহ সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় স্বভাবত অতিতেজস্বী ছিল, তাহাতে আবার জ্ঞাতি-কার্য্য নিমিত্ত তৎকালে তাঁহারা রোষভরে সন্তপ্ত হওয়ায় তৎসমুদায় অতিমাত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। যুদ্ধে অপরাজিত ভীম-পুরঃসর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এক কার্য্যে সমুদ্যত দেখিয়া জরাসন্ধবধের প্রতি লোকের আর কোন সন্দেহই রহিল না; কেননা ঐ দুই মহাত্মাই সমুদয় কার্য্য-প্রবর্ত্তনের ঈশ্বর; কেবল কার্য্য সকলের নহে, উহাঁরা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষেরও প্রবর্ত্তক। ঐ কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীমসেন কুরু-দেশ হইতে প্রস্থান করত কুরুজাঙ্গলের মধ্যদিয়া রমণীয় পদ্মসরোবরে গমন করিলেন, পরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত্ত এবং এক পর্ব্বতকস্থ নদী সমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা মনোরমা সরযূ অতি-ক্রমপূর্ব্বক পূর্ব্ব-কোশলদেশ সমুদায় দর্শন করিয়া মিথিলা এবং মালা ও চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া সেই অক্ষয় উৎসাহসম্পন্ন বীরত্রয় তখন পূর্ব্বাভি-মুখে প্রস্থান করত কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল-স্বরূপ মগধরাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সলিল-সমাকীর্ণ, গোধন-পূর্ণ ও মনোহর-বৃক্ষ-বিশিষ্ট গোরথ-নামক পর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইয়া মগধরাজের পুরী দর্শন করিলেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, মগধ-রাজ্যের মহানগর কেমন সুন্দররূপে শোভা পাই-তেছে! উহা বিলক্ষণ পশুসম্পন্ন, নিয়ত জলযুক্ত, উপদ্রবশূন্য এবং সুন্দর গৃহসমূহে সুশোভিত। উচ্চ শৃঙ্গান্বিত, শীতলদ্রুম-বিশিষ্ট, পরস্পর সং-যুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক এই পঞ্চ মহাশৈল যেন একযোগ হইয়া গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। শাখা সমুদায়ের অগ্র-ভাগে কুসুম-সমাকীর্ণ, সুগন্ধ-পূর্ণ, মনোহর, কামি-জন-প্রিয়, লোধ্রবনরাজি ঐ শৈল সকলকে যেন লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে সংশিতব্রত মহাত্মা গৌতম মুনি শূদ্রাণী ঔশীনরীতে কাক্ষীবান্-প্রভৃতি পুত্র সমস্ত উৎপাদন করিয়াছিলেন। গৌত-মের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত হইয়াও ঐ বংশ যে ঐ ভবনে রাজবংশ ভজনা করিতেছে, ইহা কেবল রাজাদিগের প্রতি গৌতমের অনুগ্রহ বলিতে হই-বেক। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ বঙ্গাদি রাজগণও এই গৌতমের আবাসে আসিয়া আনন্দিত হইতেন। ঐ দেখ, গৌতমাশ্রমের সমী-পে লোধ্র ও পিপ্পল বনরাজিসমূহ মনোরমরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই স্থানে অর্ব্বুদ ও শক্রবাপী

নামে দুই শক্রতাপন নাগ এবং স্বস্তিক ও মুনি-নাগেরও আলয় আছে। ভগবান্ মনু মাগধদিগকে মেঘনিবহের অপরিহার্য্য করিয়াছেন, কস্মিন্ কালেও ইহাদিগের জলকষ্ট হয় না; এবং কৌশিক ও মণিমান্‌ও ইহাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে দুরাধর্ষ রমণীয় পুরোত্তম লাভ করিয়া জরাসন্ধ অনুপম অর্থসিদ্ধির প্রতি কোন আশঙ্কা করে না; কিন্তু অদ্য আমরা আক্রমণ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ উক্তি করিয়া বিপুল-বলশালী বৃষ্ণিকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন তিন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া মাগধ পুরোদ্দেশে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ, সর্ব্বদা উৎসবান্বিত, অন্যের অধৃষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ-পরিপূরিত গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরদ্বারের নিকটস্থ না হইয়া, বৃহদ্রথ রাজের পরিজন ও নগরবাসি প্রজাবর্গের পূজিত, মাগধদিগের সুরুচির, সমুন্নত চৈত্যকশৃঙ্গ ভেদ করিলেন। ঐ স্থানে রাজা বৃহদ্রথ, মাংসাদ ঋষভদৈত্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে হননপূর্ব্বক তদীয় চর্ম্মদ্বারা ভেরীত্রয় আচ্ছাদন করিয়া নিজপুরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ ভেরীত্রয়ের এরূপ বৃহৎ আকৃতি ছিল যে একবার আঘাত করিলে একমাস পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ের শব্দ শ্রুত হইত। উক্ত ভেরী সমস্ত দিব্য-পুষ্পে অবকীর্ণ হইয়া যে স্থানে নিনাদিত হইত, জরাসন্ধের বধাভিলাষী কৃষ্ণ-প্রভৃতি তদীয় মস্তকে যেন আঘাত করত মাগধদিগের সুরুচির সেই চৈত্যকশৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, সুবিপুল ও সুমহৎ যে পুরাতন শৃঙ্গ গন্ধ-মাল্যাদিদ্বারা সতত অর্চ্চিত হইত, উক্ত বীরত্রয় বিপুলবাহুবল-সহকারে তাহা অভিহত করত পাতিত করিলেন এবং তৎপরে হৃষ্টান্তঃকরণে মাগধপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

এমন সময়ে বেদপারগ পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কতকগুলি দুর্নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া নরপতি জরাসন্ধকে তৎসমুদায় প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে গজোপরি আরোহণ করাইয়া নীরাজনা অর্থাৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা আরতি করিলেন। প্রতাপবান্ রাজা জরাসন্ধও ঐ অকল্যাণ-শান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিয়মস্থ হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতক-ব্রতধারী, নিরায়ুধ, বাহুমাত্র অস্ত্রবিশিষ্ট কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় নগরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-নন্দন! তাঁহারা রাজপথে যাইতে যাইতে আপণ, ভক্ষ্যদ্রব্য ও মাল্য সকলের সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ, বিপুলতর উত্তম শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। রাজমার্গে তাদৃশী সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া সেই মহাবলপরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণ মালাকারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্যসকল গ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে বিচিত্ররাগযুক্ত বসন, মাল্য ও সুমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী হইয়া, হিমালয়স্থ সিংহ-সকল যেমন গোষ্ঠ নিরীক্ষণ করত গমন করে, তদ্রূপ জরাসন্ধের ভবনে আগমন করিলেন। মহারাজ! সেই সংগ্রামশালী বীরত্রয়ের চন্দনাগুরুচর্চ্চিত বাহু সকল শালস্তম্ভ-সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। মাগধপুরবাসী জনগণ তাঁহাদিগকে প্রকাণ্ড মত্ত-হস্তিতুল্য, শালস্কন্ধের ন্যায় উন্নত এবং কবাট-তুল্য প্রশস্ত-বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি জনসমাকীর্ণ কক্ষ্যাত্রয় অতিক্রম করিয়া অব্যথিত-হৃদয়ে অহঙ্কারভরে জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভাবসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া "আপনাদিগের শুভাগমন হউক" এইরূপ সম্ভাষণ-পূর্ব্বক পাদ্য মধুপর্ক ও গো-প্রদানের উপযুক্ত, পূজনীয় কৃষ্ণাদিকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। হে জনমেজয়! তৎকালে পার্থ ও ভীম মৌনভাবে রহিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ জরাসন্ধকে এই কথা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা নিয়মস্থ আছেন,

এজন্য এক্ষণে কোন কথা কহিবেন না, অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে তোমার সহিত সমালাপ করিবেন। রাজা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় স্থাপিত করিয়া রাজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; পরে অর্দ্ধরাত্র উপস্থিত হইলে সেই দ্বিজাতিগণ-সন্নিধানে আগমন করিলেন। মহারাজ! সমরবিজয়ী নরপতি জরাসন্ধের জগদ্বিখ্যাত এই দৃঢ়ব্রত ছিল যে স্নাতক ব্রাহ্মণেরা যদি অর্দ্ধরাত্রেও উপস্থিত হয়েন, তথাপি ঐ সময়ে তিনি শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নৃপতিসত্তম জরাসন্ধ কৃষ্ণাদি-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের অদ্ভুতবেশ দর্শনে বিস্মিত হইলেন। হে ভরতসত্তম! যজ্ঞশালায় অবস্থিত সেই শত্রুনাশন নরশ্রেষ্ঠেরা রাজা জরাসন্ধকে দর্শন করিবামাত্র পরস্পর মুখাবলোকন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, রাজন্! তোমার নির্ব্বিঘ্নে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হউক্! জরাসন্ধ কৃত্রিম-ব্রাহ্মণবেশধারী যাদব ও পাণ্ডবদিগকে উপবেশন করিতে কহিলেন। তাঁহারাও সকলে উপবিষ্ট হইয়া মহাযজ্ঞীয় অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শোভায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

হে কুরুনন্দন! অনন্তর নরাধিপতি সত্যপ্রতিজ্ঞ জরাসন্ধ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ-প্রভৃতিকে নিন্দাবাদ করত কহিলেন, এই নরলোকমধ্যে সর্ব্বতোভাবে আমার বিদিত আছে যে, স্নাতকব্রতধারী ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ-ধর্ম্ম প্রবেশকাল ব্যতীত কদাচ মাল্যাদি ধারণ করেন না; কিন্তু দেখিতেছি তোমরা পুষ্পধারণ করিতেছ; অধিকন্তু তোমাদিগের ভুজতলে জ্যাঘাত-চিহ্ন রহিয়াছে; অতএব তোমরা কে? তোমরা ক্ষত্রিয়-তেজ ধারণ করিতেছ, অথচ এইরূপ বিচিত্ররাগযুক্ত বসন ও অবৈধ মাল্যানুলেপন ধারণ করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছ। অতএব তোমরা কে সত্য করিয়া বল! যেহেতু রাজগণের পক্ষে সত্যই সমধিক শোভা পায়। তোমরা রাজার অনিষ্টাচরণ হইতে নির্ভয় হইয়া চৈত্যক ভূধরের শৃঙ্গ ভেদ করত কি নিমিত্ত অদ্বার দিয়া ছদ্মবেশে এস্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছ? ব্রাহ্মণের বীর্য্য বাক্যেতেই বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, কর্ম্মেতে নহে; সুতরাং তোমাদিগের এই কর্ম্মটি বিলিঙ্গস্থ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব অদ্য তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত কর। অপিচ, তোমরা এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কি নিমিত্ত মৎপ্রদত্ত বিধিসম্মত সৎকার গ্রহণ করিতেছ না এবং আমার নিকটে আসিবারই বা প্রয়োজন কি?

জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে মহামনা বক্তৃবর শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ-গম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত হও! হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেই স্নাতকব্রতী হইতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের বিশেষ ও অবিশেষ উভয় প্রকার নিয়ম সকলও থাকে; তন্মধ্যে বিশেষনিয়মধারী ক্ষত্রিয় সতত সৌভাগ্য-লাভ করেন। অপিচ, পুষ্পবন্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয় শ্রীমন্ত হয়, এই নিমিত্ত আমরা পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াছি। হে বৃহদ্রথনন্দন! ক্ষত্রিয়গণ বাহুদ্বারা যাদৃশ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কথায় তাদৃশ নহে; অতএব তাঁহাদের উচ্চারিত বাক্য কখন প্রগল্ভ হয় না। হে রাজন্! বিধাতা ক্ষত্রিয়বর্গের বাহুদ্বয়েই স্ববীর্য্য স্থাপন করিয়াছেন; যদি তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্য নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ লোকেরা শত্রুর গৃহে অদ্বার দিয়া এবং বন্ধুর গৃহে দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, ইহাই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধান; আর ইহাও অবগত হও যে, কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশে রিপুর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা তৎপ্রদত্ত পূজাগ্রহণ করি না, ইহা আমাদের চির-প্রসিদ্ধ নিয়ম।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
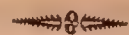
জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্

সময়ে তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, স্মরণ হয় না; এবং তোমাদের প্রতি যে কোন অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, ইহা চিন্তা করিয়াও দেখিতে পাই না। যদি অপকার করিয়া না থাকি, তবে নিরপরাধে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু মনে করিতেছ, সত্য করিয়া বল, যেহেতু সত্যবাক্য কহাই সাধুদিগের নিয়ম। দেখ, ধর্ম্মার্থের উপঘাত-জন্য মনের সন্তাপ জন্মে; অতএব মহারথ ক্ষত্রিয় ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি নিরপরাধ মনুষ্যের প্রতি ঐ ধর্ম্মার্থ উপঘাতের আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহ পাপিদিগের গতি প্রাপ্ত হয় এবং কল্যাণ হইতেও আপনাকে বিচ্যুত করে। ত্রিলোকমধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মই সাধুব্যবহারী লোকদিগের পক্ষে শ্রেয়ান্; ধর্ম্মজ্ঞেরা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্মকেই অধিকতর প্রশংসা করিয়া থাকেন; আমিও সংপ্রতি নিয়তাত্মা হইয়া সেই স্বকীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছি এবং প্রজাদিগের নিকটেও নিরপরাধ আছি, তথাপি তোমরা আমার প্রতি ধর্ম্মার্থ উপঘাতের আরোপ করিতেছ; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমরা প্রমাদ-প্রযুক্তই এরূপ জল্পনা করিতেছ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! কুলধুরন্ধর কোন একব্যক্তি কুলকার্য্য বহন করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে আমরা তোমার উপর আক্রমণ করিয়াছি। হে রাজন্! তুমি জনসমাজস্থ সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়াছ; তাদৃশ ক্রূরতর অপরাধ করিয়া কি প্রকারে আপনাকে অনপরাধী মনে করিতেছ? হে নৃপসত্তম! রাজা হইয়া সাধুরাজাদিগকে কি বলিয়া হিংসা করিতে পারে? কিন্তু তুমি সেই রাজগণকে নিগৃহীত করিয়া রুদ্র দেবতার উদ্দেশে বলিদান করিতে অভিলাষী হইতেছ। হে জরাসন্ধ! তোমার আচরিত সেই পাপ আমাদিগকেও স্পর্শ করিতে পারে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মের পরিরক্ষণেও সমর্থ। বলিদাননিমিত্ত নরহত্যা করা ত কদাচ দৃষ্ট হয় নাই, তবে তুমি কি বলিয়া নরবলিদ্বারা শঙ্কর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে বাসনা করিতেছ? অহে জরাসন্ধ! তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এই নিমিত্তই সবর্ণ হইয়া সবর্ণদিগের পশুসংজ্ঞা করিতে মানস করিয়াছ; তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি আর এরূপ করিতে পারে? যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; অতএব আমরা আর্ত্তদিগের অনুসরণ-পরায়ণ হইয়া জ্ঞাতিগণের বৃদ্ধিনিমিত্ত জ্ঞাতি-ক্ষয়কারী তোমাকে বিনষ্ট করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! তুমি যে মনে করিয়া থাক, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে তোমা ভিন্ন বীরপুরুষ আর কেহই বিদ্যমান নাই, সে কেবল তোমার নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্য্যয়মাত্র; কেননা স্বকীয় বংশমর্য্যাদা জানিয়া শুনিয়া কোন্ আত্মবান্ ক্ষত্রিয় রাজা রণে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক অতুল অক্ষয় স্বর্গলাভের বাসনা না করেন? হে নরবর! তুমি ইহা নিশ্চয় জান যে স্বর্গ উদ্দেশ করিয়াই ক্ষত্রিয়গণ রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকসমুদায় পরাজয় করেন। মহৎ বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপস্যা ও যুদ্ধে মৃত্যু এ সমস্তই স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ; তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নাদিতে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুতে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; ইহা স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যভিচারী কারণ। যুদ্ধে মৃত্যু সাক্ষাৎ ইন্দ্রসম্বন্ধীয় প্রাসাদস্বরূপ; ইহা নিয়তই গুণসমূহে পরিপূর্ণ; এইরূপ মৃত্যুলাভ করিয়াই ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাজয় করত জগৎপালন করিতেছেন। হে রাজন্! তোমার বিগ্রহ যেমন স্বর্গপথের উপযোগী, তেমন আর কাহার হইতে পারে! যেহেতু উহা বিপুলমাগধ সৈন্যসমূহের সাহায্যে বহুলবলদর্পে পরিপূর্ণ। ফলত হে নরেশ্বর! তুমি অন্য লোকদিগকে অবজ্ঞা করিও না, কেননা মনুষ্যমাত্রেতেই বীর্য্য আছে; তোমার সমান বা তদপেক্ষাও অধিক তেজ ধারণ করেন, এমন কতশত পুরুষ বিদ্যমান আছেন। এ বিষয়

যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত রহিয়াছে, সেই পর্য্যন্তই তোমার তেজ হইতে পারে; কিন্তু হে রাজন্! এ তেজ আমাদিগের বিলক্ষণ সহনীয়, এই নিমিত্তই আমি এ কথা বলিতেছি। হে মাগধ! তুমি সদৃশ লোকদিগের নিকটে অভিমান ও দর্প পরিহার কর; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক যমালয়ে গমন করিও না! দেখ, দম্ভোদ্ভব কার্ত্তবীর্য্য উত্তর বৃহদ্রথ-প্রভৃতি বলসম্পন্ন ভূপতিগণ আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠলোকদিগকে অবমাননা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। আমরা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহি, কেবল ছলনাদ্বারা তোমাকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়াছি। আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুরাজের পুত্র। হে মগধ-রাজ! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; হয় সমুদয় নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দাও, না হয় শমনভবনে প্রস্থান কর।

জরাসন্ধ কহিলেন, অহে কৃষ্ণ! আমি জয় না করিয়া কোন নরপতিকেই গ্রহণ করি না; পরাজিত না হইয়া কোন্ব্যক্তি এস্থানে আবদ্ধ থাকে? এবং এমন ক্ষত্রিয়ই বা এখানে কে আছে যে আমা-কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের উপজীব্য-ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে, বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রু সমুদায় বশীভূত করিয়া তাহা-দিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেক। অতএব হে কৃষ্ণ! আমি দেবতার উদ্দেশে ক্ষত্রিয়গণকে আহরণ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুস্মরণ করত সংপ্রতি ভয়প্রযুক্ত কি বলিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে পারি? তবে যে তুমি যুদ্ধের কথা বলিতেছ, আমি ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদ্বারা সৈন্যের সহিত অথবা একাকী একজনের, দুইজনের বা তিনজনের সহিত একবারে বা পৃথক্ পৃথক্ যে কোন প্রকারে হউক যুদ্ধ করিতে সম্মত আছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ এইরূপ কহিয়া ভীমকর্ম্মা কৃষ্ণাদির সহিত যুদ্ধাভিলাষী হওয়ায় তখন স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করিতে আদেশ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই উপস্থিত যুদ্ধে তিনি কৌশিক ও চিত্রসেন-নামক সেনাপতি-দ্বয়কে স্মরণ করিলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে এই নর-লোকে লোকে তাহাদিগেরই "হংস ও ডিম্ভক" এই লোকসমাদৃত নামদ্বয় উল্লেখ করিত। হে ভূপতে! হলধরানুজ, পুরুষশার্দ্দূল, সত্যসন্ধ, বশিপ্রবর, বিভু, মধুসূদন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বলশালিশ্রেষ্ঠ, শার্দ্দূলসদৃশ-বিক্রান্ত, ভূমণ্ডলমধ্যে ভীমপরাক্রান্ত মহীপতি জরা-সন্ধকে সমরে ভীমেরই বধ্য, যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রতিপালন করত স্বয়ং তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
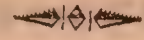
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বক্তৃবর যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধার্থে কৃতসংকল্প রাজা জরাসন্ধকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! আমাদিগের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার বাসনা হয়? কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হই-বেন? কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে মহাতেজা মগধরাজ জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তখন পুরোহিত গোরোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গলিকদ্রব্য সমস্ত লইয়া বেদনা-নিবারক ও চৈতন্য-সম্পাদক উত্তম উত্তম ঔষধ সমুদায় ধারণ করত যুদ্ধেচ্ছু জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম-পরাক্রম মতিমান্ রাজা জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করত যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইলেন। তিনি কিরীট মোচন ও কেশবন্ধন করিয়া উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বেগে গাত্রো-ত্থান করিলেন, এবং ভীমকে কহিলেন, ভীম! তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, দেখ, শ্রেষ্ঠব্যক্তির নিকটে পরাজিত হওয়াও শ্রেয়ঃ কল্প। শত্রুমর্দ্দন মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া বল-নামক অসুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল,

তদ্রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর বলশালী ভীমসেন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সমর-বাসনায় জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী, বাহুমাত্র-শস্ত্রধারী, সেই নরশার্দ্দূল বীরদ্বয় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে পরস্পর মিলিত হইলেন। প্রথমত তাঁহারা পরস্পর করগ্রহণ-পূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাঘাত দ্বারা রাজভবনের প্রকোষ্ঠ কম্পিত করত তাহাতে আস্ফোটন করিতে লাগিলেন, পরে করযুগল দ্বারা স্কন্ধে বারম্বার সমাঘাত বিঘাত করিয়া অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ-পূর্ব্বক পুনরায় আস্ফালন করিতে থাকিলেন এবং চিত্রহস্তাদি অর্থাৎ হস্তের আকুঞ্চন প্রসারণ মুষ্টীকরণ-প্রভৃতি ও কক্ষাবন্ধন করিয়া গলদেশে গলদেশে ও কপোলে কপোলে অভিঘাত দ্বারা অগ্নিকণা সকল বিনির্গত করত যেন বজ্রের সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। হে বিভো! সেই বাহুমাত্র-প্রহরণধারী বীরদ্বয় মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে, পরস্পর করসংপীড়ন-পূর্ব্বক গর্জ্জনকারী বারণযুগলের ন্যায় বাহুপাশাদি বিবিধ প্রকার বন্ধন করিয়া উরোহস্ত অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত, পূর্ণকন্তু অর্থাৎ গ্রথিত-অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মস্তক-পীড়ন-প্রভৃতি যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ-পূর্ব্বক পরস্পর মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং চপেটাঘাতে আহত হইয়া ক্রোধপরীত সিংহযুগলের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। পরস্পর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ও বাহুযুগল দ্বারা বাহুযুগল সমাপীড়ন এবং সকল বাহু দ্বারা উদর আবরণ করিয়া পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুশিক্ষিত উভয় বীর কটি, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ সংকুচিত করত করযুগল দ্বারা পরস্পর উদর আবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলসমীপে আনয়ন-পূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর আক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বমর্য্যাদা অতিক্রমকারী পৃষ্ঠভঙ্গ, সংপূর্ণ মূর্চ্ছা, বাহুদ্বয় দ্বারা পূর্ণকন্তু, তৃণপীড় ও মুষ্টিসহ ইচ্ছানুরূপ পূর্ণযোগ-প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

হে নরশার্দ্দূল! তাঁহাদিগের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত তৎকালে পুরবাসী সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, এমন কি স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ সকলেও সেই স্থানে সমবেত হইল। জনসমূহে সমাকীর্ণ হওয়ায় তথায় তিলার্দ্ধমাত্র স্থান রহিল না। অনন্তর যুদ্ধপ্রবৃত্ত বীরদ্বয়ের ভুজাঘাত, নিগ্রহ ও প্রগ্রহহেতুক বজ্র ও পর্ব্বতের সম্পাততুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই মহাবলপরাক্রান্ত এবং যুদ্ধবিষয়ে পরমহর্ষযুক্ত, সুতরাং পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া পরস্পরের ছিদ্রলাভে সমুৎসুক ছিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ জনসঙ্কুল রঙ্গভূমিতে জনগণকে উৎসারণ-পূর্ব্বক বলশালী ভীম ও জরাসন্ধের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রকর্ষণ আকর্ষণ অনুকর্ষণ বিকর্ষণ-প্রভৃতি বহুবিধ বন্ধকৌশল দ্বারা পরস্পর আকর্ষণ এবং জানু দ্বারা অভিঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুদৃঢ়বক্ষ, দীর্ঘভুজ, বাহুযুদ্ধনিপুণ বীরদ্বয় ঘোরতর শব্দ দ্বারা পরস্পর ভর্ৎসনা করত লৌহময়-পরিঘতুল্য বাহুসকল দ্বারা সমাশ্লেষ এবং সংশ্লিষ্ট-পাষাণ-সদৃশ কঠিনতর প্রহারনিকর দ্বারা অভিঘাত করিতে থাকিলেন। মহাত্মা ভীম ও জরাসন্ধের ঐরূপ যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম তিথিতে আরব্ধ হইয়া ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত দিবারাত্র অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল; পরে চতুর্দ্দশী রাত্রিতে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত হইলেন। জনার্দ্দন রাজাকে যুদ্ধক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমকে যেন উদ্বোধন করত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! যুদ্ধে পরিশ্রান্ত শত্রুকে পীড়া দিতে পারা যায় না; কেননা সম্পূর্ণরূপে পীড়িত হইলে সে আপনার জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে; অতএব এ অবস্থায় রাজাকে পীড়া দেওয়া তোমার

উচিত হয় না, তুমি সমানভাবে ইহাঁর সহিত বাহু-যুদ্ধ কর। কৃষ্ণকর্ত্তৃক ভঙ্গিক্রমে এইরূপ উক্ত হইয়া পরবীরহন্তা বৃকোদর জরাসন্ধের তাদৃশ অবস্থা বোধে তাঁহাকে বধ করিতে বাসনা করিলেন। অনন্তর অন্যের অজিত সেই জরাসন্ধকে জয় করিবার নিমিত্ত বলশালিশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন সমধিক উৎসাহ ধারণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
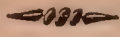
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন জরাসন্ধের বিনাশ-বাসনায় মহোৎসাহ আশ্রয় করিয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে যদুশার্দ্দূল কৃষ্ণ! এই পাপাত্মা এখনও বদ্ধপরিকর ও সতেজ রহিয়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা আমার উচিত হয় না। পুরুষপুঙ্গব কৃষ্ণ বৃকোদরের এই কথা শুনিয়া জরাসন্ধের বধোদ্দেশে তাঁহাকে যেন ত্বরান্বিত করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভীম! তোমার যে পরম দৈববল আছে এবং পবন হইতে তুমি যে বল লাভ করিয়াছ, অদ্য জরাসন্ধের প্রতি তাহা শীঘ্র প্রদর্শন কর। শত্রুমর্দ্দন মহাবল ভীমসেন এইরূপ উক্ত হইয়া তখন বলসম্পন্ন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন-পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি ঐরূপে তাঁহাকে শতবার ভ্রমণ করাইয়া জানু দ্বারা তদীয় পৃষ্ঠদেশ অবনত করত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং এইরূপে তাঁহাকে নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের এবং গর্জ্জনকারী ভীমের সর্ব্বপ্রাণি-ভয়াবহ এরূপ তুমুল শব্দ উত্থিত হইল যে তাহাতে মগধবাসী সমুদয় লোকই বিত্রস্ত হইল; এমন কি, গর্ভবতী স্ত্রীগণের গর্ভস্রাব পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর রবে মাগধেরা এইরূপ অনুমান করিল যে বুঝি হিমাচল ভগ্ন হইয়া পড়িল, অথবা পৃথিবী বিদীর্ণা হইতেছে।

অনন্তর শত্রুবিমর্দ্দন ভ্রাতৃত্রয় রাত্রিকালে গতাসু জরাসন্ধকে নিদ্রিতের ন্যায় রাজদ্বারে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকান্বিত রথযোজন-পূর্ব্বক আরোহণ করিয়া এবং ভীমার্জ্জুনকে আরোহণ করাইয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। রত্নভাজন ভূপালগণ মহাভয় হইতে মোচিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নানা রত্ন উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। শস্ত্রসম্পন্ন, শত্রুজয়কারী, সকল রাজগণ-কর্ত্তৃক অজেয়, বারম্বার প্রহার-সামর্থ্য-হেতুক অরিবর্গের উৎকর্ষধ্বংসকারী, উভয়হস্তে সমযোদ্ধা, উত্তম সোদরবান্, দর্শনীয় অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথি করত সেই দিব্যরথে আরোহণ করিয়া সমস্ত রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে অক্ষতশরীরে নির্গত হইলেন। যোদ্ধৃবর ভীমার্জ্জুন আরোহণ করাতে এবং কৃষ্ণ সারথি হওয়াতে সকল ধনুর্দ্ধারিগণের অজেয় সেই রথবর অতিশয় শোভিত হইল। বৃহস্পতি-পত্নী তারকা যাহাতে আময় অর্থাৎ বিনাশ-হেতু হয়েন, সেই সংগ্রামকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যে রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া চলিলেন। তপ্তকাঞ্চনকান্তি, কিঙ্কিণীজালমালা-পরিকীর্ণ, মেঘধ্বনিতুল্য গভীর-নিনাদযুক্ত, শত্রুনাশন যে জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র নবনবতি সংখ্যক দানববর্গকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি সেই রথ লাভ করিয়া পরমহর্ষান্বিত হইলেন। মাগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীমার্জ্জুনের সহিত সেই রথে অবস্থিত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। হে ভরতনন্দন! দিব্যহয়-চতুষ্টয়-যোজিত বায়ুতুল্য বেগবিশিষ্ট সেই দিব্যরথ কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! ঐ রথবরে দেবনির্ম্মিত, শ্রীমান্, ইন্দ্রধনুর প্রভাতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, এক উৎকৃষ্ট ধ্বজ এত উচ্চে নিবিষ্ট ছিল যে রথের সহিত তাহার স্পর্শ হইত না, এবং উহা একযোজন দূর হইতে লোকের দৃষ্টিগোচর হইত।

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, এবং গরুড়ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুজঙ্গভোজী গরুত্বান্ বিস্তৃতানন, মহানাদযুক্ত, ধ্বজবাসী ভূতগণের সহিত সেই রথবরে অবস্থান করিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে সেই রথধ্বজ যেন উচ্ছ্রিত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, এবং সহস্রকিরণ-পরিকীর্ণ মধ্যাহ্নকালীন আদিত্যের ন্যায় অধিকতর তেজোবিশিষ্ট হইয়া প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে রাজন্! সেই দিব্যধ্বজবর বৃক্ষেতে সংলগ্ন হয় না, এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারাও বিদ্ধ হয় না; মনুষ্যেরা তাহাকে কেবল দর্শন করে মাত্র। নরপতি বসু বাসবের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বসুর নিকট হইতে বৃহদ্রথ যাহা লাভ করিয়াছিলেন, এবং বৃহদ্রথের পর জরাসন্ধ যাহা পাইয়াছিলেন, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত সেই জলদতুল্য ধ্বনিবিশিষ্ট দিব্যরথে আরোহণ করিয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন। সেই মহাবাহু মহাযশা পুণ্ডরীকাক্ষ গিরিব্রজ হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক বহিঃপ্রদেশে কোন সমতল স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলেন। হে রাজন্! তথায় নগরবাসী ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি জনগণ বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সৎকার করিলেন, এবং বন্ধনবিমুক্ত ভূপালেরাও তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে সেই রাজগণ স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো, দেবকীনন্দন! ভীমার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া অদ্য যে আপনি জরাসন্ধ-স্বরূপ ঘোরহ্রদে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন রাজগণের উদ্ধার সাধন দ্বারা ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন, ইহা আপনকার পক্ষে বিচিত্র নহে! হে বিশ্বব্যাপক যদুনন্দন! আমরা সুদারুণ গিরিদুর্গে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে আপনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিলেন! হে পুরুষব্যাঘ্র! আমরা একান্ত প্রণত রহিয়াছি, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন; আপনি যে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিবেন তাহা দুষ্কর হইলেও নৃপেরা সম্পন্নই করিয়াছেন জ্ঞান করুন!

মহামনা হৃষীকেশ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনারা সকলে ইহা অবগত হইয়া সেই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত সাম্রাজ্য লাভেচ্ছু নৃপবরের সাহায্য করুন। হে নৃপসত্তম! অনন্তর সেই পৃথিবীশ্বর নরপালগণ সুপ্রীতমানসে তাঁহার সেই বাক্য স্বীকার করিয়া সকলেই "তাহাই করিব" এই কথা বলিলেন, এবং তাঁহাকে রত্ন সমস্তও প্রদান করিলেন। যদুনন্দন গোবিন্দ তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া কথঞ্চিৎ তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। জরাসন্ধপুত্র মহামনা সহদেবও পুরোহিতকে অগ্রে করত অমাত্য ও স্বজনগণের সহিত নির্গমন-পূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে প্রণত হইয়া বহুরত্ন প্রদানপুরঃসর নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করিলেন। তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেই ভয়ার্ত্ত নৃপকুমারকে অভয়প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন, এবং হর্ষসহকারে সেই স্থানেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। মহাবাহু দ্যুতিমান্ জরাসন্ধনন্দন, কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের সহিত সৎকারসহকারে সখিত্বলাভ করিয়া এবং সেই মহাত্মগণকর্ত্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মাগধপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ভীমার্জ্জুনের সহিত পরম শোভাসমন্বিত হইয়া প্রচুররত্ন সংগ্রহপূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর অচ্যুত ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজসমীপে আগমন-পূর্ব্বক প্রীতচিত্তে কহিলেন, হে নৃপসত্তম! ভাগ্যক্রমে ভীমসেন জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রাজগণও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন! হে ভারত! ভাগ্যক্রমে ভীমার্জ্জুন কুশলযুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে স্বনগরে পুনরাগমন করিলেন!

তদনন্তর যুধিষ্ঠির পরমহৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া তাঁহাকে এবং ভীমার্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন। জরাসন্ধ নিহত হওয়ায় অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃদ্বয়বিহিত জয়লাভ করিয়া সকল ভ্রাতৃগণের সহিত হর্ষানুভব করিতে লাগিলেন। পরে ভ্রাতৃবর্গে সমবেত হইয়া তিনি সমাগত নরাধিপদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গন বন্দনাদি করিয়া সৎকার ও পূজাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। নরপালগণ তখন যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হৃষ্টমনে নানা যানবাহনে স্ব স্ব দেশে সত্বর প্রস্থান করিলেন। হে ভারত! মহাবুদ্ধি পুরুষশার্দ্দূল জনার্দ্দন তৎকালে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক স্বীয়-শত্রু জরাসন্ধকে এইরূপে নিপাতিত করিয়াছিলেন। সেই অরিন্দম বুদ্ধিপূর্ব্বক জরাসন্ধকে নিহত করাইয়া ধর্ম্মরাজপ্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, ধৌম্য, পৃথা, কৃষ্ণা ও সুভদ্রাকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, সেই দিব্যরথ দ্বারাই দশদিক্ নিনাদিত করত স্বীয় নগরে প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর দেবকীনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ তৎকালে সুবিপুল জয়লাভ এবং রাজগণকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক গমন করিলে পর ঐ কর্ম্ম দ্বারা পাণ্ডবদিগের যশঃসৌরভ অধিকতর সংবর্দ্ধিত হইল; তদ্দ্বারা তাঁহারা দ্রৌপদীর পরম প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন। হে ভারত! ঐ সময়ে প্রজাপালন কীর্ত্তির উপযোগী ধর্ম্মার্থকাম-সংযুক্ত যে কোন কর্ম্ম উপযুক্ত হয়, রাজা যুধিষ্ঠির তাহা ধর্ম্মত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ও জরাসন্ধ-বধপ্রকরণ সমাপ্ত।
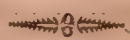
দিগ্বিজয়-প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয়তূণদ্বয়, রথ, ধ্বজ ও সভা লাভ করিয়া সমধিক সাহসী হওয়ায় যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! ধনু, অস্ত্র, বিপুলবীর্য্য, সহায়, দুর্গ, যশ ও সৈন্য, এই সমস্ত অভিলষিত দুষ্প্রাপ্য বস্তু আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; এ অবস্থায় ভাণ্ডার বৃদ্ধি করাই আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতেছে; অতএব হে নৃপোত্তম! আমি সমুদয় রাজন্যগণকে করপ্রদ করিব; শুভতিথিতে, শুভনক্ষত্রে, শুভমুহূর্ত্তে উত্তরদিক্ জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিব।

ধনঞ্জয়ের বচন শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভরতপ্রবর পার্থ! তুমি উপযুক্ত বিপ্রগণকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক শত্রু সকলের শোক এবং সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন-নিমিত্ত শুভযাত্রা কর, অবশ্যই অভীষ্টলাভ করিবে; তোমার নিশ্চয় বিজয় হইবে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের এই কথায় অর্জ্জুন মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অগ্নিপ্রদত্ত অদ্ভুতকর্ম্ম-সম্পাদক দিব্যরথে আরোহণ-পূর্ব্বক বিজয়যাত্রা করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, ইহাঁরাও সকলে ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সসৈন্যে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! ইন্দ্র-নন্দন অর্জ্জুন উত্তরদিক্, ভীম পূর্ব্বদিক্, সহদেব দক্ষিণদিক্ এবং অস্ত্রজ্ঞ নকুল পশ্চিমদিক্ জয় করিলেন। এদিকে প্রভাবসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যে সুহৃদ্গণে পরিবৃত থাকিয়া পরম সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
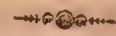
জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন, কেননা তাঁহাদিগের মহচ্চরিত্র শ্রবণ করত আমার আর পরিতৃপ্তি হইতেছে না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা এক সময়েই এই বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন, অতএব প্রথমত ধনঞ্জয়ের বিজয়বিবরণ আপনকার নিকটে বর্ণন করি।

মহাবাহু ধনঞ্জয় অগ্রে কুলিন্দদেশস্থ মহীপালগণকে অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা স্ববশে আনয়ন করেন, পরে আনর্ত্ত, কালকূট ও কুলিন্দদিগকে জয় করিয়া মহীপতি সুমণ্ডলকে সসৈন্যে পরাজিত করিলেন। হে রাজন্! শত্রুতাপন সব্যসাচী সেই সুমণ্ডলের সহিত সমবেত হইয়া শাকলদ্বীপ ও পৃথিবীপতি প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিলেন। সপ্তদ্বীপমধ্যে শাকলদ্বীপে যে সকল নরপতি বসতি করেন, সসৈন্য তাঁহাদিগের সহিত অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধারিদিগকেও পরাজিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের সকলের সহিত মিলিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ আক্রমণার্থে ধাবিত হইলেন। হে বিশাম্পতে! ঐ দেশে ভগদত্ত নামে মহান্ রাজা ছিলেন; তাঁহার সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অন্যান্য অনুপদেশবাসী বহুসংখ্য যোধগণের সহিত সমবেত ছিলেন। ঐ নরেশ্বর অষ্টাহ যুদ্ধের পর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনঞ্জয়কে সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো, কৌরবনন্দন! তুমি পাকশাসনের আত্মজ, সুতরাং সংগ্রামের শোভাসম্পাদক; অতএব এতাদৃশ বীর্য্যপ্রকাশ করা তোমার উপযুক্তই বটে। হে তাত! আমি মহেন্দ্রের সখা এবং যুদ্ধেও তাঁহা অপেক্ষা হীন নহি, তথাপি সমরে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিলাম না! হে মহাবাহো, পাণ্ডবেয়! এক্ষণে তোমার অভিপ্রেত কি, আমি তোমার কি করিব, তাহা ব্যক্ত কর। হে বৎস! তুমি যে কথা বলিবে আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, কুরুগণমধ্যে প্রধানতম ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং বিপুলদক্ষিণাপ্রদ যাগশীল; তাঁহার সাম্রাজ্যলাভ হয়, ইহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আপনি তাঁহারে কর প্রদান করুন। আপনি আমার পিতৃসখা, বিশেষত আমার দ্বারা প্রীত হইতেছেন; সুতরাং আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি না, আপনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রদান করুন।

ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি আমার যেরূপ প্রীতিপাত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ; অতএব আমি অবশ্যই এ সমস্ত অনুষ্ঠান করিব; এতদ্ভিন্ন তোমার আরও কি করিতে হইবে বল।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
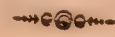
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগদত্তের উক্ত বাক্য শ্রবণে ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি এই কর্ম্মটি স্বীকার করিলেই সমস্ত সম্পাদন করা হইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ধনঞ্জয় এইরূপে প্রাগ্জ্যোতিষ জয় করিয়া তদপেক্ষা আরও উত্তরদিকে প্রস্থিত হইলেন এবং অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি, সমস্তই জয় করিয়া লইলেন। হে রাজন্! তিনি সমুদয় পর্ব্বত ও তত্রত্য নরাধিপগণকে পরাজিত, বশায়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া সকলের নিকট হইতেই ধনসমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক গম্ভীর মৃদঙ্গরব, রথচক্রধ্বনি ও মাতঙ্গগণের নিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত ঐ সমস্ত নরেন্দ্রগণ-সমভিব্যাহারে উলূকবাসী বৃহন্তসমীপে উপগত হইলেন। তখন বৃহন্ত ত্বরান্বিত হইয়া চতুরঙ্গিণী-সেনার সহিত সেই নগর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয় ও বৃহন্তের ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু পরিশেষে বৃহন্ত পাণ্ডবের বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। সেই দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতেশ্বর কুন্তীতনয়কে নিতান্ত অসহনীয় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধনগ্রহণপূর্ব্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন উলূকরাজের রাজ্য অবস্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই সেনাবিন্দুকে রাজ্যবিচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুকুল ও উত্তর-উলূকদেশ-সমুদায় এবং তত্রত্য রাজগণকে

স্ববশে আনয়ন করিলেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজের শাসনে প্রভাবসম্পন্ন মহাতেজা কিরীটী সেইস্থানে অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণ দ্বারাই ঐ পঞ্চ দেশ ও রাজন্যগণকে পরাজিত করেন। তিনি সেনাবিন্দুর রাজধানী দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া চতুরঙ্গবলের সহিত তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই পরাজিত সমস্ত রাজগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া পুরুবংশীয় নরপতি পুরুষবর বিশ্বগশ্বের প্রতি যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন, এবং পর্ব্বতীয় মহারথ শূরবীর-দিগকে সমরে পরাজয় করিয়া সেনা দ্বারা উক্ত পৌরবের রক্ষিত রাজধানী জয় করিয়া লইলেন। বিশ্বগশ্বকে এবং পর্ব্বতবাসী দস্যুদিগকে সংগ্রামে সংপূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন উৎসবসঙ্কেত-নামক সপ্তবিধ ম্লেচ্ছজাতীয়দিগকে জয় করিলেন, পরে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষত্রিয় বীরদিগকে এবং দশজন ক্ষুদ্ররাজার সহিত লোহিত নরপতিকে পরাজিত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ত্রিগর্ত্ত দারু কোকনদ-প্রভৃতি বহুদেশীয় বহুল ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে কুন্তীতনয়ের অনুবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে কুরুনন্দন রমণীয়া অভিসারী নগরী জয় করিয়া লইলেন এবং উরগাবাসী রোচমানকেও সমরে পরাভূত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রকুমার কিরীটী সংগ্রামে বিচিত্র আয়ুধনিকরে সুরক্ষিত রমণীয় সিংহপুর বলপূর্ব্বক বিলোড়িত করিয়া ফেলিলেন, তাহার পর সকল সৈন্যসমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমালদিগকেও প্রমথিত করিলেন। তৎপরে পরম বিক্রম প্রকাশ করত তিনি ঘোরতর সমর-সহকারে দুরাসদ বাহ্লীকদিগকে বশবর্ত্তী করিলেন এবং প্রধান প্রধান সৈন্য লইয়া দরদ ও কাম্বোজ-দিগকেও জয় করিলেন। মহারাজ! যে সমস্ত দস্যু পূর্ব্বোত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল এবং যাহারা বনে নিবসতি করিত, প্রভাবসম্পন্ন ফাল্গুন তাহাদিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন। লোহ, পশ্চিম-কাম্বোজ ও উত্তর-ঋষিক, ইহারা সকলে এক-যোগ হইয়াছিল; ইন্দ্রনন্দন তাহাদিগকেও বিজিত করিলেন। ঋষিকদিগের সঙ্গেও তাঁহার অতিভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল। বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারকা যে যুদ্ধে বিনাশহেতু হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় পার্থ ও ঋষিকগণের পরমযুদ্ধ হইয়াছিল। হে রাজন্! পুরুষ-র্ষভ ধনঞ্জয় তখন ঋষিকদিগকে রণাঙ্গনে বিজিত করিয়া তাহাদিগের নিকটে শুকোদরতুল্য হরিদ্বর্ণ আটটি ঘোটক উপায়ন-স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং উত্তর ও পশ্চিমদেশজাত, ময়ূরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, বেগ-শালী ও দ্রুতগামী অন্যান্য অশ্বসমস্তও কররূপে সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি সংগ্রামে নিষ্কুট-গিরি ও হিমালয় পরাজয়-পূর্ব্বক শ্বেতপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া সেনানিবেশ করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
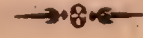
বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তকর মহাসমর-সহকারে কিন্নরগণের আবাসভূমি দ্রুমপুত্র-পরি-রক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজিত ও করায়ত্ত করি-লেন। ঐ দেশ জয় করিয়া ইন্দ্রকুমার গুহ্যকরক্ষিত হাটক-নামক দেশে অব্যগ্রচিত্তে সসৈন্যে উপনীত হইলেন। সান্ত্ব দ্বারা গুহ্যকদিগকে নির্জ্জিত করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট মানস-সরোবর ও ঋষিকুল্যা-সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন কুরুনন্দন কিরীটী মানস-সরোবরের সন্নিহিত হইয়া হাটক-দিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশও পরাজয় করিলেন। তথায় তিনি গন্ধর্ব্বনগর হইতে তৎ-কালে তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডুক-নামক অসংখ্য অশ্বরত্ন করস্বরূপে লাভ করিলেন। বাসবনন্দন সব্যসাচী পরিশেষে উত্তর-হরিবর্ষ-সমীপে উপনীত হইয়া সেই দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। ঐ স্থানে মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে এই কথা বলিল, হে পৃথাপুত্র! এই পুর জয় করিতে তুমি কদাচ সক্ষম হইবে না; অতএব হে অচ্যুত! যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, তবে এস্থান হইতে নিবৃত্ত

হও, এই পর্য্যন্তই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য হইয়া যে ব্যক্তি এই নগরে প্রবেশ করে, সে নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। হে বীর অর্জ্জুন! আমরা তোমার দ্বারা প্রীত হইতেছি; তোমার যথেষ্ট বিজয়লাভ হইয়াছে, সংপ্রতি এস্থানে আর কিছুই জেতব্য দৃষ্ট হয় না; কেননা এ দেশ উত্তর কুরু, এস্থলে যুদ্ধের প্রসক্তিই নাই। হে কৌন্তেয়! এস্থানে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি কিছুই দেখিতে পাইবে না, যেহেতু মনুষ্যশরীরে এখানে কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিবার সাধ্য নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভারত! তবে যদি এস্থলে আর কোন কার্য্যসাধনের বাসনা থাকে, প্রকাশ করিয়া বল, তোমার কথানুসারে আমরা অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।

হে রাজন্! তখন অর্জ্জুন ঈষৎহাস্য করত তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সাম্রাজ্য-অভিলাষ করিতেছি; তোমাদিগের এই দেশ যদি মনুষ্যের অগম্য হয়, তবে আর আমি ইহাতে প্রবেশ করিব না, তোমরা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ পণ্য দ্রব্য করস্বরূপে প্রদান কর। অনন্তর তাহারা দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য ক্ষৌম ও দিব্য অজিনসমস্ত করস্বরূপে তাঁহাকে প্রদান করিল। মহারাজ! সেই পুরুষব্যাঘ্র বীরবর অর্জ্জুন এইরূপে ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত অসংখ্য সংগ্রাম করিয়া উত্তরদিক্ জয় করিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত রাজগণকে পরাজিত ও করায়ত্ত করিয়া সকলের নিকট হইতে বহুবিধ ধনরত্ন এবং তিত্তিরি, কল্মাষ, শুকপক্ষতুল্য ও ময়ূর-সদৃশ নানাপ্রকার বাতবেগী অশ্বসমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন, এবং সেই ধনবাহনসমস্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—•—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সময়ে অর্জ্জুন বিজয়ার্থে যাত্রা করেন, সেই সময়ে শত্রুশোক-বর্দ্ধনকারী, বীর্য্যসম্পন্ন, প্রতাপবান্, ভরতশার্দ্দূল ভীমসেনও ধর্ম্মরাজের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দনশীল সন্নাহসমন্বিত করিতুরগরথসঙ্কুল সুবিপুল-বলচক্রে পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব প্রথমত পাঞ্চালদিগের মহানগরে উপনীত হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, পরে অল্পকালমধ্যে গণ্ডক ও বিদেহদিগকে জয় করিয়া দশার্ণদিগকে পরাভূত করিলেন। ঐস্থানে দশার্ণরাজ সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত লোমহর্ষণ সুমহৎ বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাবলশালী মহাত্মা সুধর্ম্মার সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি সুবহুল সৈন্য-সহকারে ধরণীকে যেন কম্পমানা করত আরও পূর্ব্বদিকে চলিলেন। হে রাজন্! বলিশ্রেষ্ঠ বীরবর বৃকোদর অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে অনুচরবর্গের সহিত সমরে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিলেন। তাঁহাকে জয় করিয়া মহাবীর কুরুনন্দন অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারাই পূর্ব্বদেশ জয় করিলেন। অনন্তর দক্ষিণদিকে সুবিস্তীর্ণ পুলিন্দনগরে গমন করিয়া তিনি নরাধিপ সুকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্ত্তী করিলেন। হে জনমেজয়! তৎপরে ভীম ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে মহাবীর্য্য শিশুপালের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। পরন্তপ চেদিপতিও পাণ্ডুকুমারের সেই অভিপ্রেত অবগত হইয়া নগর হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সংকারসহকারে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! তখন সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ও চেদিশ্রেষ্ঠ উভয়ে মিলিত হইয়া উভয় কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নৃপতে! অনন্তর চেদিরাজ স্বরাষ্ট্রবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সহাস্যবদনে ভীমকে কহিলেন, হে অনঘ! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ অধ্যবসায় অব-

লম্বন করিতেছ? তখন ভীম তাঁহার নিকটে ধর্ম্ম-রাজের অভিপ্রেত-বিষয় বর্ণন করিলেন। নরাধিপ শিশুপালও তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ভীম তথায় ত্রয়োদশ রাত্রি বাস করিয়া শিশুপাল-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া বলবাহন-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
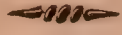
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অরিন্দম বৃকোদর কুমাররাজ্যে শ্রেণিমান্‌কে এবং কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে জয় করিলেন। অযোধ্যাতে মহাবল ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘযজ্ঞকে তিনি অনতিতীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারাই পরাভূত করিলেন। তৎপরে সেই প্রভাব-সম্পন্ন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ গোপালকক্ষ, উত্তর-কোশল ও মল্ল-দিগের অধিপতি পার্থিবকেও পরাভূত করিলেন। তদনন্তর হিমালয়ের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে সমুদায় জলোদ্ভব দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ বৃকোদর এইরূপে বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন।

বলিপ্রবর মহাবীর্য্য ভীমপরাক্রম মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন বলপূর্ব্বক ভল্লাট দেশ ও তৎসন্নি-হিত শুক্তিমৎ পর্ব্বত পরাজিত করিলেন, পরে সমরে অপরাঙ্মুখ কাশিরাজ সুবাহুকে বশবর্ত্তী করিলেন; তৎপরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সুপার্শ্বদেশস্থ রাজ-পতি ক্রথকে বলাৎকারে পরাস্ত করিলেন; তাহার পর মৎস্যদেশবাসী ও উপদ্রবশূন্য নির্ভীক মহাবল মলদদিগকে পরাভূত করিয়া সমস্ত পশুভূমি জয় করিয়া লইলেন, এবং তথা হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক মদধার মহীধর ও সোমধেয়দিগকে নির্জ্জিত করিয়া উত্তরমুখ হইয়া চলিলেন। বলবান্ কুন্তীতনয় তথায় বলপ্রকাশ-পূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন এবং ভর্গদিগের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণিমৎ-প্রভৃতি বহুল ভূমিপালগণকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি অনতি-আয়াস-সহকারে ভোগবান্ পর্ব্বত ও দক্ষিণমল্লদিগকে শীঘ্রই পরাস্ত করিলেন; শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে সান্ত্বপূর্ব্বক বি-জিত করিলেন; বিদেহদেশেশ্বর জগতীপতি রাজা জনককে অনতি-তীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা পরাজয় করিলেন এবং শক ও বর্ব্বরদিগকে ছলনা-পূর্ব্বক হস্তগত করিয়া লইলেন। বীর্য্যবান্ পাণ্ডুনন্দন বিদেহদেশে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রপর্ব্বত-সন্নিহিত কিরাতদিগের সাত জন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন, পরে স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মাগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন; তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীশ্বরগণকে বিজিত করিয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত সমবেত হই-য়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন, এবং জরাসন্ধ-নন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকেই সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হই-লেন। হে ভারত! পাণ্ডবপ্রবর বৃকোদর চতুরঙ্গ-বলভরে ধরণীকে যেন কম্পমানা করত শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরযুদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহাকে সংগ্রামে নির্জ্জিত ও বশীকৃত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে পরাজয় করিলেন। মহারাজ! অনন্তর তিনি মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে বাহু-বীর্য্য-সহকারে মহাসমরে নিহত করিলেন; পরে পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ-নিবাসী রাজা মহৌজা, প্রখরপরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছ-দিগকেও পরাভূত করিলেন।

মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুবিধ দেশ বিজয় ও সর্ব্বত্র হইতে ধনসংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগরতীর-প্রভৃতি জলপ্রধান-দেশবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছনরপতিদিগকে বিবিধ রত্ন

ও চন্দন অগুরু বস্ত্র কম্বল মণি মুক্তা কাঞ্চন রজত বিদ্রুম-প্রভৃতি মহামূল্য বস্তুজাত করপ্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। ম্লেচ্ছাধিপেরা তৎকালে কোটি কোটি-সংখ্যক সুবিপুল ধনবর্ষণ দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তখন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া সেই সমস্ত ধন ধর্ম্মরাজকে অর্পণ করিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
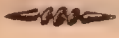
বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেবও ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া ভীমার্জ্জুনের সমকালেই মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেই প্রভাবসম্পন্ন বলশালী কুরুবীর প্রথমে শূরসেনদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক মৎস্যরাজকে বশীভূত করেন, পরে অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে বিজিত ও করপ্রদ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে তিনি নরাধিপ সুকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্ত্তী করিয়া পশ্চিম মৎস্যরাজ্য ও পটচ্চরদেশ জয় করিলেন; নিষাদভূমি, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোশৃঙ্গ ও পৃথিবীপতি শ্রেণিমান্‌কে বলাৎকারেই জয় করিলেন, এবং নবরাষ্ট্র নির্জ্জিত করিয়া কুন্তিভোজের প্রতি ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সহদেব চর্ম্মণ্বতী নদীতীরে জম্ভকরাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্ব্বে শত্রুতা থাকায় বাসুদেব ঐ নৃপনন্দনকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই রাজপুত্র সহদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সুমহাবল সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তথায় সেক ও অপর সেকদিগকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বহুবিধ রত্নসমূহ কর লইয়া তিনি তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা-সন্নিহিত দেশসমুদায়ে যাত্রা করিলেন। প্রতাপবান্ মাদ্রী-নন্দন তথায় প্রচুর সৈন্যনিকরে পরিবৃত অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ-নামক বীরদ্বয়কে সমরে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে রত্নসমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক ভোজকটপুরে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! তথায় দুরাধর্ষ ভীষ্মকরাজের সহিত দুই দিবস যুদ্ধ হইল; পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে বিজিত করিয়া কোশলাধিপতি, বেণ্বাতটের অধীশ্বর, কান্তারকবর্গ ও পূর্ব্বকোশলস্থ নরপতিগণকে সমরে পরাজয় করিলেন; পরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে এবং মারুধকে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিয়া বলাৎকারে মুঞ্জগ্রাম অধিকার করিলেন; তৎপরে নাচীন ও অর্ব্বুক নরপতিদিগকে এবং তৎপ্রদেশবাসী সমুদয় আরণ্যক রাজগণকে পরাভূত করিয়া নরেশ্বর বাতাধিপকে বশবর্ত্তী করিলেন; অনন্তর পুলিন্দদিগকে রণে জয় করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নকুলানুজ মহাবাহু সহদেব পাণ্ড্যরাজের সহিত এক দিবস যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পরাজয় সাধনপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। তথায় লোকবিশ্রুতা কিষ্কিন্ধ্যা-নাম্নী গুহার সন্নিহিত হইয়া তিনি বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সপ্তাহ সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর সেই মহাত্মা বানরদ্বয় সহদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে পাণ্ডবশার্দ্দূল! তুমি সর্ব্বপ্রকার রত্ন সংগ্রহ করিয়া গমন কর; ধীমান্ ধর্ম্মরাজের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক! অনন্তর পরবীরহন্তা প্রতাপবান্ পাণ্ডুনন্দন নরশ্রেষ্ঠ সহদেব রত্নসমুদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিয়া তথায় নীলরাজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঐ যুদ্ধটি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইল; তাহাতে বিস্তর সৈন্যক্ষয় এবং নিজেরও প্রাণসংশয় হইয়া উঠিল; কারণ, ভগবান্ হুতাশন নীলরাজের সহায়তা করিতেছিলেন। ঐ কারণে সহদেবের সৈন্যমধ্যে তখন অশ্ব, রথ, হস্তী, পুরুষ ও কবচ-

সমস্ত জাজ্বল্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে জনমেজয়! কুরুনন্দন সহদেব তাহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইলেন; তদ্বিষয়ে কিরূপ প্রতিকার করা কর্ত্তব্য কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্র! সহদেব যজ্ঞার্থে যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি তাহাতে কি নিমিত্ত শত্রুতা করিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ হুতাশন পরদার-পরায়ণ বলিয়া গৃহীত হন। নীলরাজের একটি পরম সুন্দরী কুমারী ছিল; সে অগ্নির উদ্দীপন-নিমিত্ত পিতার অগ্নিহোত্র-সমীপে নিয়ত অবস্থান করিত। তাহার মনোহর ওষ্ঠপুট-বিনির্গত সমীরণ দ্বারা অগ্নি যে পর্য্যন্ত বিধূয়মান না হইতেন, সে পর্য্যন্ত ব্যজন দ্বারা বীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। তাহাতে সেই সুদর্শনা ললনার প্রতি ভগবান্ অগ্নি যে আসক্ত হইয়াছেন, ইহা নীলরাজের এবং অপর সকলেরও নিশ্চয় হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণরূপে যদৃচ্ছাক্রমে রমণ-পরায়ণ হইয়া তিনি সেই বরারোহা উৎপললোচনা কন্যাকে কামনা করিলেন; পরন্তু ধার্ম্মিক নীলনরপতি তখন শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। ভগবান্ হব্যবাহন তাহাতে কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বিস্মিত-চিত্তে ধরাবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন; পরে যথাকালে তদ্রূপ প্রণত হইয়া সেই বিপ্ররূপী বহ্নিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অভীষ্টপ্রদের অগ্রগণ্য ভগবান্ বিভাবসু নীলরাজের সেই সুলোচনা কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া উক্ত নরপতির প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মহীপতি নীলরাজও স্বীয় সৈন্য-মধ্যে কখন ভয় না হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়া লইলেন। মহারাজ! সেই অবধি যে কোন নরপতিগণ উক্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া বল-পূর্ব্বক ঐ নগরী জয় করিতে অভিলাষ করিতেন, তাঁহারা অগ্নি-কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতেন। হে কুরুকুলোদ্বহ! সেই মাহিষ্মতীপুরীতে তৎকালে অবলাদিগকেও কেহ ইচ্ছা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিত না; কেননা স্ত্রীগণের অপ্রতিবারণ-বিষয়ে অগ্নি বরপ্রদান করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা স্বৈরিণী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে তথায় বিচরণ করিত। হে ভরতর্ষভ মহারাজ! তদবধি রাজারাও অগ্নির ভয়ে সর্ব্বদা সেই পুরী পরিবর্জ্জন করিতেন। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা সহদেব স্বীয় সৈন্যগণকে অগ্নিপরীত ও ভয়ার্ত্ত দেখিয়াও অচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। তিনি শুচি হইয়া আচমন-পূর্ব্বক তৎকালে এইরূপে অগ্নিকে স্তুতিগর্ভ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

সহদেব কহিলেন, হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! তোমাকে নমস্কার; আমার এই সমারম্ভ কেবল তোমারই নিমিত্ত। হে পাবক! তুমি যজ্ঞস্বরূপ, সুতরাং তুমিই দেবতাদিগের মুখ! তুমি পবিত্র কর বলিয়া পাবক এবং হব্যবহন কর বলিয়া হব্যবাহন নাম ধারণ করিয়াছ! তোমার নিমিত্তেই বেদসকলের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তুমি জাতবেদা হইয়াছ! হে বিভাবসো! তুমিই চিত্রভানু, সুরেশ, অনল, স্বর্গদ্বারস্পর্শী, হুতাশন, জ্বলন, শিখী, বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ, প্লবঙ্গ, ভূরিতেজাঃ, কুমারসূ, ভগবান্, রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকৃৎ! হে অগ্নে! তুমি আমাকে তেজঃ-প্রদান কর, বায়ু প্রাণদান করুন, পৃথিবী আমার বলাধান করুন এবং জলসকল মঙ্গলবিধান করুন। হে জলোৎপাদক মহাসত্ত্ব সুরেশ্বর জাতবেদঃ অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ; অতএব আমাকে সত্য-জ্যোতিতে পবিত্র কর! দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞে নিয়ত সুন্দররূপে হবন করিয়া থাকেন, তত্রত্য সত্যজ্যোতিতে আমাকে পবিত্র কর। তুমি ধূমকেতু, শিখী, পাপবিনাশী, বায়ু হইতে সম্ভূত এবং সর্ব্বপ্রাণীতে নিত্যকাল অবস্থিত; সংপ্রতি সত্যজ্যোতিতে আমাকে পবিত্র কর! হে ভগবন্ অগ্নে! আমি শুচি হইয়া প্রীত-

চিত্তে তোমাকে এইরূপ স্তব করিলাম, এক্ষণে আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান কর!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র পাঠ করত বিভু অগ্নিকে হবন করেন, তিনি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও সতত দান্ত হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন। হে ভারত! পুরুষব্যাঘ্র মাদ্রী-কুমার সহদেব "হে হব্যবাহন! যজ্ঞবিষয়ে এপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা তোমার উচিত নহে" এই কথা বলিয়া ধরাতলে কুশাস্তরণ-পূর্ব্বক সেই উদ্বেগযুক্ত ভয়ার্ত্ত সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্নির উদ্দেশে উপবেশন করিলেন। অগ্নিও, যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতিক্রম করে না, তদ্রূপ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি সেই কুরুনন্দন নরদেব সহদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা-পূর্ব্বক ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন, হে কুরুকুলতিলক! গাত্রোত্থান কর! আমি তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত আছি, কেবল পরীক্ষার নিমিত্তে এইরূপ করিলাম। হে ভরতসত্তম পাণ্ডুনন্দন! এই নীলরাজের কুলে যে পর্য্যন্ত বংশধর সন্তান বিদ্যমান থাকিবে, তদবধি আমাকে এই পুরী রক্ষা করিতে হইবে; পরন্ত তোমার মনের যাহা অভিলষিত তাহাও আমি সম্পন্ন করিব।

হে ভরতর্ষভ! তখন সহদেব হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থানপূর্ব্বক অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে পাবকের পূজা করিলেন। অনন্তর পাবক প্রতিগমন করিলে পর পৃথিবীশ্বর নীলরাজা তদীয় আজ্ঞানুসারে যোধপতি নরব্যাঘ্র সহদেবসমীপে উপগত হইয়া তাঁহারে সৎকারসহকারে অর্চ্চনা করিলেন। বিজয়ী মাদ্রীতনয় সেই পূজা প্রতিগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহাকে করায়ত্ত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ত্রৈপুররাজাকে বশবর্ত্তী করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিলেন, পরে কৌশিকাচার্য্য সুরাষ্ট্রাধিপতি আকৃতিকে মহাযত্নসহকারে স্ববশে আনয়ন করিলেন, এবং সুরাষ্ট্ররাজ্যে অবস্থিত হইয়াই ভোজকটস্থ, মহামাত্র, ধীমান্, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সখা, ভীষ্মকরাজ রুক্মীর নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনিও বাসুদেবের মুখাবেক্ষায় তখন পুত্রের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। মহাতেজা মহাবল যোধপতি সহদেব তাঁহার নিকট হইতে রত্নসমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি শূর্পারক, তালাকট ও দণ্ডকদিগকে হস্তগত করিয়া লইলেন, পরে সাগরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত নরপতিগণ, নিষাদবর্গ, পুরুষাদ-সমুদায়, কর্ণপ্রাবরণ-সমস্ত, নররাক্ষসযোনি কালমুখসকল, সমস্ত কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রদ্বীপ, রামকপর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল নরপতিকে বশবর্ত্তী করিয়া দূতগণদ্বারাই অরণ্যবাসী কেরক-নামক একপাদ মনুষ্য-সমুদায়, সঞ্জয়ন্তী নগরী এবং পাষণ্ড ও করহাটক দেশ বশায়ত্ত ও করপ্রদ করিলেন। অপিচ তিনি পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ ও উষ্ট্রকেরলদিগকে এবং রমণীয়া আটবীপুরী ও যবনদিগের নগর, এ সমস্তও দূতগণদ্বারা বশীকৃত ও করপ্রদ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অরিন্দম ধীমান্ ধর্ম্মাত্মা মাদ্রবতীপুত্র সাগরকূলে উপনীত হইয়া পুলস্ত্য-নন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকটে প্রীতিপূর্ব্বক দূতসমস্ত প্রেরণ করিলেন। তিনিও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। প্রভাবসম্পন্ন ধীমান্ বিভীষণ সহদেবের সেই শাসন সময়ের উপযুক্তই বিবেচনা করিলেন, সেই হেতু তাঁহার নিকটে বিবিধ রত্ন, চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহামূল্য বস্ত্র ও মহাধন মণিসমস্ত পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর প্রতাপবান্ ধীমান্ সহদেব স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ অরিন্দম সহদেব এইরূপে বলাৎকার, সান্ত্ববাদ ও বিজয় দ্বারা পার্থিবগণকে নির্জ্জিত ও করপ্রদ করণানন্তর কৃতকর্ম্মা হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, এবং স্বোপার্জ্জিত সমস্ত ধন

ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! এক্ষণে নকুলের বিজয় ও কর্ম্মসমস্ত বর্ণন করিব; সেই প্রভাবসম্পন্ন বীরবর যেপ্রকারে বাসুদেবের বিজিত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। মতিমান্ নকুল মহতী সেনাসমভিব্যাহারে খাণ্ডব-প্রস্থ হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ উদ্দেশ করিয়া প্রচণ্ড সিংহনাদ, যোধগণের গর্জ্জন ও রথ-চক্রনিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি কার্ত্তিকের প্রেমাস্পদ ধনধান্য-সমন্বিত, গোধনপূর্ণ, মহাসমৃদ্ধ, রমণীয় রোহিতক পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন। তথায় শৌর্য্যসম্পন্ন মত্তময়ূরকদিগের সহিত তাঁহার মহাসংগ্রাম হইল। তৎপরে মহাদ্যুতি পাণ্ডুনন্দন সমস্ত মরুভূমি, বহুল ধনধান্যযুক্ত শৈরীষক ও মহেত্থদেশ এবং রাজর্ষি আক্রোশকে বশীকৃত করিলেন। আক্রোশের সহিত তাঁহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর তিনি দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চ কর্পট এবং মাধ্যমিক ও বাটধান দ্বিজগণকে জয় করত প্রস্থান করিলেন, তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেত-নামক ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। সিন্ধুকূলাশ্রিত মহাবল গ্রামণীয়গণ, সরস্বতী-তীরস্থ শূদ্র ও আভীরসকল, মৎস্যজীবী ও পর্ব্বত-বাসী-সমুদায়, সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর-জ্যোতিষ এবং দিব্যকট ও দ্বারপাল নগর, এ সমস্ত তিনি বলাৎকারেই বশীকৃত করিলেন এবং রামঠ হারহূণ ও পশ্চিমদেশস্থ অপরাপর সমুদায় নরপতি-গণকে শুদ্ধ শাসনমাত্রেই বশায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! মহাদ্যুতি যোধপতি নকুল তথায় অবস্থিত হইয়াই বাসুদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনিও যাদবগণের সহিত তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বলবান্ মাদ্রী-কুমার মদ্রদিগের রাজধানী শাকলে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশ করিলেন। হে রাজন্! সেই নরপতি সৎকারযোগ্য যোধ-পতি নকুলের সমুচিত সৎকার করিলে পর, তিনি ভূরি ভূরি রত্নসংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইলেন, পরে সাগরগর্ত্তস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশায়ত্ত করিলেন। বিচিত্র উপায়জ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল পার্থিব-গণকে বশীকৃত এবং বহুল রত্নজাত সংগৃহীত করিয়া পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! দশ সহস্র উষ্ট্র অতিকষ্টে সেই মহাত্মার মহামূল্য ধনভার বহন করিয়াছিল।

ভরতপ্রবর শ্রীমান্ মাদ্রীপুত্র নকুল এইরূপে বাসুদেব-বিনির্জ্জিত, বরুণপালিত, পশ্চিমদিক্ বিজয় করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থগত বীরবর যুধিষ্ঠির-সমীপে পুনরাগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সমুদায় ধন নিবেদন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ও দিগ্বিজয় প্রকরণ সমাপ্ত।

রাজসূয় প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রজা-রক্ষণ, সত্যপ্রতিপালন ও শত্রুবিনাশন-জন্য প্রজাগণ আপন আপন কর্ম্মে নিরত রহিল। যথাবিহিত করগ্রহণ এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজা-শাসন করায় পর্জ্জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষিতে লাগিলেন; সুতরাং জনপদও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজার পুণ্য-কর্ম্ম-প্রভাবে রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; বিশেষত পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য, এ সকলের সম্যক্ উন্নতি হইল। মহারাজ! নিয়ত-ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব-কালে দস্যু ও বঞ্চকেরাও পরস্পর মিথ্যা কথা কহিত না, এবং রাজার প্রণয়ভাজন জনগণের মুখেও মিথ্যা বাক্য শ্রুত হইত না। তৎকালে অনা-

বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয়, অকালমৃত্যু, এ সমস্ত ছিল না। সামন্ত ভূপতিগণ প্রিয়কার্য্যসম্পাদন, উপাসনা অথবা স্বাভাবিক উপহারপ্রদান করিবার নিমিত্তই রাজসমীপে উপগত হইতেন, অন্য কার্য্য অর্থাৎ জয়াদির উদ্দেশে নহে। ধর্ম্মানুগত ধনাগম দ্বারা তাঁহার বিশাল ভাণ্ডারের এতাদৃশী বৃদ্ধি হইয়াছিল যে শত শত বৎসরেও তাহার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কুন্তীনন্দন মহীপতি যুধিষ্ঠির আপনার ধন ও ধান্যাদির পরিমাণ বিশেষরূপে জানিয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত স্থিরসংকল্প হইলেন। তাঁহার সুহৃদেরাও সকলে পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত হইয়া কহিলেন, "বিভো! আপনকার যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে, অতএব সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠান করুন।" তাঁহারা সকলে এইরূপ জল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, বেদাত্মা, দর্শনের অবিষয়ীভূত বলিয়া বিজ্ঞদিগের অবধারিত, স্থিতিশীলদিগের অগ্রগণ্য, জগতের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা, সমস্ত বৃষ্ণিগণের প্রাকার অর্থাৎ পরিরক্ষক, আপৎকালে অভয়প্রদ, শত্রুনাশন, কেশিসূদন, পুরুষপ্রবর কেশব ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত নানাবিধ ধনসমূহ সংগ্রহ করিয়া বসুদেবকে সেনাধিপত্যে সম্যক্‌রূপে নিযোজনপূর্ব্বক বিপুল বলনিকরে পরিবৃত হইয়া রথনির্ঘোষ দ্বারা পুরোত্তম খাণ্ডবপ্রস্থ নিনাদিত করত তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং পাণ্ডবদিগের সেই পরিপূর্ণ অক্ষয় রত্নসাগরস্বরূপ অপর্য্যাপ্ত ধনরাশি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করত শত্রুদিগের শোকাবহ হইলেন। সূর্য্যশূন্য-প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে, অথবা নির্ব্বাতস্থানে বায়ু সঞ্চরণ করিলে, তত্রত্য জনগণ যেমন আহ্লাদিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতপুরী অসীমহর্ষযুক্তা হইল। পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহানন্দভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও যথাবিধি সৎকার করিয়া পরিশেষে, তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিয়া ধৌম্য দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ এবং ভীমার্জ্জুন ও নকুল-সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ! কেবল তোমা হইতেই সমুদায় পৃথিবী আমার বশবর্ত্তিনী রহিয়াছে এবং তোমারই প্রসাদে আমি এই অসীম ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছি; অতএব হে যদুকুলতিলক, মহাবাহো, মাধব! আমি তোমার এবং অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই উপার্জ্জিত সমস্ত ধন, হুতাশন ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে ব্যয় করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রশস্তচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান কর! হে গোবিন্দ! তদ্বিষয়ে তুমি আপনাকে দীক্ষিত কর, যেহেতু তুমি যজ্ঞ করিলেই আমি নিষ্পাপ হইব। অথবা হে বিভো! এই ভ্রাতৃগণের সহিত আমাকে দীক্ষিত হইতে অনুজ্ঞা কর, তোমা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞের ফলভাগী হইতে পারিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম বর্ণন করত তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! আপনিই সম্রাট্ হইবার উপযুক্তপাত্র, অতএব আপনিই মহাযজ্ঞ রাজসূয় সমাপন করুন, আপনি ফলপ্রাপ্ত হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইব। আমি আপনকার মঙ্গলসাধনে তৎপর রহিয়াছি, আপনি অভিলষিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং আমাকেও কোন কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আমি আপনকার সমস্ত আদেশ সম্পন্ন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে হৃষীকেশ কৃষ্ণ! আমার ইচ্ছামাত্রেই তুমি যখন উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সংকল্পও সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভও নিশ্চয় হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের

নিমিত্ত সাধনসমস্ত সংগ্রহ করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর শত্রুনিসূদন ধর্ম্মরাজ যোধপ্রবর সহদেবকে এবং সমস্ত সচিবদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়া যে সমস্ত বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তদনুরূপ উপকরণ-সকল, মাঙ্গলিক দ্রব্য-সমুদায় এবং ধৌম্যের আদিষ্ট যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার যথাক্রমে ও যথোপযুক্তরূপে সত্বর আনয়ন করাও; অর্জ্জুনসারথি ইন্দ্রসেন, বিশোক ও পুরু ইহাঁরা আমার প্রিয়কামনায় অন্নাদির আহরণে নিযুক্ত থাকুন; এবং ব্রাহ্মণগণের মনোহর ও প্রীতিকর হয়, রসগন্ধসমন্বিত এরূপ কাম্যবস্তু-সমস্ত প্রস্তুত করুন।

যোধশ্রেষ্ঠ সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই আদেশ বাক্যের সমকালেই সমুদায় সম্পন্ন করিয়া তাঁহারে নিবেদন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সত্যবতী-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বেদতুল্য মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে ঋত্বিক্‌কর্ম্মে নিযোজিত করিলেন, এবং স্বয়ং ঐ যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়গোত্রের শ্রেষ্ঠ সুসামা-নামক ঋষি উদ্গাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বসুপুত্র পৈল ও ধৌম্য হোতা এবং তাঁহাদিগের বেদবেদান্ত-পারগ শিষ্য ও পুত্রবর্গ হোত্রগাতা হইলেন। তাঁহারা স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক উক্ত যজ্ঞবিধির উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ অর্থাৎ সংকল্প করিয়া সেই বিস্তীর্ণ যজ্ঞভূমির যথাশাস্ত্র পূজা করিলেন। পরে শিল্পকরেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবতাদিগের মন্দিরতুল্য সুগন্ধযুক্ত ও সুপ্রশস্ত গৃহসমস্ত নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর পুরুষপ্রবর রাজসত্তম রাজা যুধিষ্ঠির মন্ত্রী সহদেবকে তৎক্ষণমাত্র আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি নিমন্ত্রণের নিমিত্ত শীঘ্রগামী দূতসকল শীঘ্র প্রেরণ কর! সহদেব তখন রাজার আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাষ্ট্রস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ, ভূমিপাল ও বৈশ্যগণকে আমন্ত্রণ কর এবং মানভাজন শূদ্রদিগকেও আনয়ন কর, এইরূপ আজ্ঞা দিয়া দূতসকল প্রেরণ করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শীঘ্রগামী দূতগণ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সহদেবের নিদেশানুসারে সকলকে নিমন্ত্রণ করিল এবং তদ্ভিন্ন কি আত্মীয় কি পর, এরূপ অনেকানেক লোককেও সঙ্গে করিয়া আনিল। হে ভারত! তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়ের নিমিত্ত যথাকালে দীক্ষিত করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত এবং সহস্র সহস্র বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃবর্গ, জ্ঞাতি-সমুদায়, সুহৃদ্বৃন্দ, সচিব-নিচয়, নানাদেশ-সমাগত মনুষ্যেন্দ্র ক্ষত্রিয়-সমস্ত ও অমাত্য-সকলের সহিত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ নানাদেশ হইতে তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র শিল্পী-সকল ধর্ম্মরাজের আদেশে অনুচরসহ সেই সমস্ত বিপ্রগণের পৃথক্ পৃথক্ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ঐ সকল গৃহে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত ছিল, এবং বসন্তাদি সমুদয় ঋতুর কার্য্যই বিরাজমান ছিল। হে রাজন্! ব্রাহ্মণেরা নরপাল-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করত বহুতর কথাপ্রসঙ্গে ও নটনর্ত্তকাদি দর্শনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন! ভোজন ও সম্ভাষণকারী সেই সমস্ত প্রহৃষ্টচিত্ত মহাত্মা বিপ্রগণের মহান্ কোলাহলধ্বনি তথায় অনবরতই শ্রুত হইতে থাকিল। ফলত, তথায় "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এইরূপ সমালাপই নিরন্তর কর্ণগোচর হইত। হে ভারত! ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগকে শতসহস্র গোধন, শয়ন, কাঞ্চন ও মহিলাগণ পৃথক্ পৃথক্ প্রদান করিলেন। স্বর্গে শতক্রতুর ন্যায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই যজ্ঞ এইরূপে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপ এবং আপনার প্রতি যাঁহারা অনুরক্ত সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণকে আনিবার নিমিত্ত নকুলকে হাস্তিনপুরে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমরবিজয়ী পাণ্ডু-নন্দন নকুল হস্তিনা নগরে গমন করিয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও দ্রোণাচার্য্য-প্রভৃতিকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রসর করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমানসে যজ্ঞের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! যজ্ঞাভিজ্ঞ অন্যান্য শত শত ক্ষত্রিয়েরাও ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবার্ত্তা শ্রবণে ঐ যজ্ঞসভা ও ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সন্তুষ্টমনে নানাবিধ মহামূল্য রত্নসমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক নানা দিগ্‌দেশ হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধন-প্রভৃতি সমস্ত ভ্রাতৃগণ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, মহারথী কর্ণ, বলশালী শল্য, মহাবল বাহ্লিক, সোমদত্ত, কুরু-বংশীয় ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল, অশ্বত্থামা, কৃপ, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুত্রসহ দ্রুপদ, বসুধাধিপ শাল্ব, সাগরতীরবর্ত্তী জলপ্রধান-দেশস্থ সমস্ত ম্লেচ্ছ-গণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারথ নরপতি ভগদত্ত, পর্ব্বতীয় রাজগণ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গেশ্বর, আকর্ষ, কুন্তল, মালব-দেশীয় ভূপালবৃন্দ, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়বর্গ, সিংহল-সকল, কাশ্মীরদেশীয় ভূমিপতি, মহাতেজা কুন্তিভোজ, পার্থিব গৌরবাহন, বাহ্লিক-দেশীয় অপরাপর সমুদায় শৌর্য্যসম্পন্ন নরপতিগণ, পুত্রদ্বয়ের সহিত বিরাট, মহাবল মাবেল্ল, সমর-দুর্ম্মদ মহাবীর্য্য সপুত্র শিশুপাল এবং নানা জনপদেশ্বর রাজা ও রাজপুত্র-সমুদায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে সমাগত হইলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, উল্মুক, নিশঠ, অঙ্গাবহ এবং বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য বীর্য্যসম্পন্ন মহারথগণ, সকলেই আগমন করিলেন। এই সমস্ত ও অপরাপর মধ্যদেশীয় বহুসংখ্য রাজগণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাগত হইলেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজের আদেশে তাঁহাদিগকে বহুল-ভক্ষ্য-ভোজ্যসমন্বিত, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহে সুশোভিত বাসগৃহ-সমস্ত প্রদত্ত হইল। ধর্ম্মনন্দন স্বয়ং সেই মহাত্মা নরপতিগণের পূজা করিলেন; পরে তাঁহারা সৎকৃত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন। ঐ সকল বাসগৃহ কৈলাসশিখর-সদৃশ মনোহর, নানা দ্রব্যবিভূষিত, সুনির্ম্মিত শুভ্রবর্ণ অত্যুন্নত প্রাকার-নিকরে সর্ব্বদিকে সমাবৃত, সুবর্ণজাল-পরিকীর্ণ, মণিকুট্টিম-শোভিত, সুখে আরোহণ করা যায় এরূপ সোপানপঙ্‌ক্তি-সমন্বিত, মহামূল্য আসন ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট, মাল্যদাম-সমাকীর্ণ, উত্তম অগুরুগন্ধে-সুবাসিত, হংস ও সুধাংশু-সদৃশ শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক-যোজন দূর হইতেও উত্তম দর্শনীয়, অসংকীর্ণ, সমান দ্বারযুক্ত, নানাপ্রকার উপকরণ-সমূহ-সমন্বিত এবং অবয়ব-নিবহে বহুতর ধাতুনিবদ্ধ হওয়ায় হিমাচল-শিখররাজির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল। সমাগত ভূপালগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পরিশেষে প্রচুর দক্ষিণাপ্রদ, বহুল সদস্য-সমুদায়ে পরিবৃত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিলেন। মহারাজ! সমুদয় পার্থিববর্গ ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে সমাকীর্ণ সেই সভামণ্ডপ তৎকালে অমরনিকরে পরিবৃত স্বর্গপৃষ্ঠের ন্যায় অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
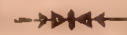
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে এই কথা বলিলেন, এই যজ্ঞে আপনারা আমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে অনুগ্রহ করুন; এস্থানে আমার যে প্রভূত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে, ইহা আপনাদিগেরই জ্ঞান করুন, এবং সকলে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছানুসারে আমারে পরিচালিত করুন! দীক্ষিত পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরিশেষে সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন।

ভক্ষ্যভোজ্যের অধিকারে তিনি দুঃশাসনকে নিযোজিত করিলেন; ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যা-নিমিত্ত অশ্বত্থামাকে কহিলেন; রাজগণের প্রতিপূজার্থে সঞ্জয়কে নিযোজিত করিলেন; কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠিত হইল কি না তাহার পরিজ্ঞান-বিষয়ে মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য থাকিলেন; হিরণ্য, সুবর্ণ ও রত্ন-সমুদায়ের পর্য্যবেক্ষণে এবং দক্ষিণা-প্রদানে যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যকে নিযোজিত করিলেন, এবং অন্যান্য পুরুষশ্রেষ্ঠদিগকেও সেই সেই কর্ম্মের ভারার্পণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ, ইহাঁরা নকুলকর্ত্তৃক সমানীত হইয়া তথায় স্বামীর ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা ক্ষত্তা বিদুর ব্যয়কারক হইলেন, এবং দুর্য্যোধন সর্ব্বপ্রকার উপহার প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সর্ব্বলোকের বর্ত্তনাধার হইয়াও উৎকৃষ্ট-ফল-প্রাপ্তি-বাসনায় ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে স্বয়ং নিযুক্ত রহিলেন।

সভা ও ধর্ম্মরাজকে সন্দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া তথায় সহস্রের অল্প উপহার কেহই আর আহরণ করেন নাই; সকলেই বহুল-রত্নদান দ্বারা ধর্ম্মরাজকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। "কুরুরাজ যুধিষ্ঠির মদীয় রত্নপ্রদান দ্বারাই যেন যজ্ঞনির্ব্বাহ করিতে পারেন" পরস্পর এইরূপ স্পর্দ্ধমান হইয়াই রাজগণ ধনপ্রদান করিলেন। মহারাজ! দর্শ-নার্থী দেবগণের বিমানাগ্র-সম্বলিত বহুল-বলসংবৃত উত্তরকালস্থায়ী প্রাসাদসমুদায়, ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিমানপুঞ্জ, ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান-সমস্ত, ভূপালবর্গের নিমিত্ত বিরচিত নানা রত্নযুক্ত পরম সমৃদ্ধিসমন্বিত বিমান-সদৃশ বিচিত্র দিব্য বাসগৃহ-নিবহ এবং নিরতিশয় শ্রীসমৃদ্ধি-সহকারে সমাগত রাজগণ দ্বারা মহাত্মা কুন্তীকুমারের সেই সভামণ্ডপ অতিমাত্র শোভিত হইল। অনন্তর যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্য্যে বরুণদেবের সমকক্ষ হইয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত, ষড়গ্নি-সাধ্য-রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সকল লোককেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু প্রদান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। সেই মহাসমারোহে কত অন্ন ও কতপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য যে প্রস্তুত হইয়াছিল, কত শত কৃতাহার ব্যক্তিদিগের যে সম্বাধ হইয়াছিল এবং কতপ্রকার রত্নোপহার যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। মন্ত্রে ও প্রক্রিয়ায় বিশারদ মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞব্যাপার অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। দেবতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও সেই যজ্ঞে দক্ষিণা, অন্ন ও মহাধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেন, এবং অপরবর্ণ-সমুদায়ের লোকেরাও পরিতৃপ্ত ও পরম-হর্ষান্বিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ও রাজসূয় প্রকরণ সমাপ্ত।

অর্ঘাহরণ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যজ্ঞান্ত অভিষেক-দিবসে সৎকারভাজন মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ ভূপালবর্গের সহিত অন্তর্ব্বেদীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্রহ্মসদনে দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত অমরনিকরের ন্যায় নারদ-প্রভৃতি মহাত্মগণ রাজর্ষিবৃন্দের সহিত সেই অন্তর্ব্বেদীতে সমাসীন হইয়া অতীব শোভিত হইতে লাগিলেন। সেই অমিততেজস্বী ঋষিগণ তৎকালে কর্ম্মাবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনারম্ভ করিলেন। অনেকেই তথায় "ইহা এইরূপ হইবে; না, এরূপ হইতে পারে না; ইহা অবশ্যই এইরূপ, অন্যথা হইবার নহে;" পরস্পর এই প্রকার বিতণ্ডা-বাদ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র-নিশ্চিত তর্কসহকারে লঘু অর্থের গৌরব এবং গুরু অর্থের লাঘব করিতে থাকিলেন। শ্যেনপক্ষীরা যেমন আকাশগত আমিষ আক্রমণ করে, তদ্রূপ কোন কোন মেধাবী পুরুষ অন্যের উদাহৃত অর্থ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল ভাষ্যাভিজ্ঞগণের বরিষ্ঠ কোন কোন মহাব্রত ব্রাহ্মণেরা বিচারপ্রসঙ্গে ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্যসকলের সমালাপ করত রমণ

করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বেদসম্পন্ন দেবদ্বিজ-মহর্ষিগণে সমাকীর্ণা হওয়ায় সেই বিস্তীর্ণা বেদী বিমল-নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমতী হইল। যুধিষ্ঠিরের সদনস্থ সেই অন্তর্ব্বেদী-সন্নিধানে তৎকালে কোন শূদ্র বা ব্রতহীন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল না।

হে মনুজেশ্বর! দেবর্ষি নারদ লক্ষ্মীসম্পন্ন ধীমান্ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবিধান-জনিতা সেই লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় ক্ষত্রিয়কুলের সেই সমাগম সন্দর্শন করত চিন্তা-পরায়ণ হইলেন, এবং ব্রহ্মার ভবনে অংশাবতরণ-বিষয়ে যাহার আন্দোলন হইয়াছিল, সেই পুরা-বৃত্ত-কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। হে পুরুষপ্রবর, কুরুনন্দন! সেই ক্ষত্রিয়সমাজকে দেবতাদিগেরই সমাগম জানিয়া নারদ মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে স্মরণ করিলেন; ভাবিলেন, পূর্ব্বে যিনি দেবগণকে "তোমরা মর্ত্যলোকে জন্মিয়া পরস্পর হতাহত করত পুনর্ব্বার স্বীয় স্বীয় লোকপ্রাপ্ত হইবে" স্বয়ং এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই অনির্দ্দেশ্য ভূতকর্ত্তা পরপুরবিজয়ী সুরশত্রুবিনাশন সাক্ষাৎ বিভু নারায়ণ স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন। জগতের প্রভু ভগবান্ শম্ভু নারায়ণ সমুদয় দেবতাদিগকে উক্তরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুসদনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নক্ষত্র-গণমধ্যে তারাপতির ন্যায় বংশধর-বরিষ্ঠ পুরুষো-ত্তম ধরাতলে অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের বংশে পরম লক্ষ্মী-সহকারে সুশোভিত হইয়াছেন। ইন্দ্র-প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, অরিসংহারী সেই হরি সম্প্রতি মানুষবৎ প্রতীয়মান হইয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইনি এতাদৃশ বলসমন্বিত এই সমুদ্ভূত ক্ষত্রিয়কুল পুন-র্ব্বার সংহার করিয়া লইবেন! ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ নারদ যজ্ঞযাজী নারায়ণ হরিকে ঈশ্বর জানিয়া এইরূপ চিন্তার অনুসরণ করত ধীমান্ ধর্ম্ম-রাজের সেই মহাযজ্ঞে সবহুমানে অবস্থিত রহিলেন।

মহারাজ! অনন্তর ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক যুধিষ্ঠির! রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর; দেখ, আচার্য্য, ঋত্বিক্, স্নাতক, সম্বন্ধী, মিত্র ও নৃপতি, এই ছয়ব্যক্তি অর্ঘ্য-প্রদানের যোগ্যপাত্র; পণ্ডিতেরা বলেন, অভ্যাগত হইয়া সংবৎসর সহবাস করিলেই ইহাঁদিগকে অর্ঘ্য দেয় হয়; এই ভূপালবৃন্দ বহুকাল আমাদিগের নিকটে সমাগত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁদিগের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ্য আহরণ কর; পরন্ত ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই অগ্রে প্রদান কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কুরুনন্দন, পিতামহ! আপনি কোন্ অসাধারণ ব্যক্তিকে অগ্রে অর্ঘপ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা আ-মারে বলুন!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনু-তনয় বীর্য্য-বান্ ভীষ্ম বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া বৃষ্ণিকুলসম্ভূত কৃষ্ণকে ভূমণ্ডলমধ্যে প্রধান অর্চ্চনীয় বিবেচনা করিলেন; কহিলেন, যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জ-মধ্যে ভাস্কর সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বান্, তদ্রূপ ইনি এই সমস্ত রাজগণমধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম দ্বারা সমধিক উদ্ভাসমান প্রতীয়মান হইতেছেন; সূর্য্য-হীন-প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ুসঞ্চার হইলে যেরূপ হয়, কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের এই সভামন্দিরও তদ্রূপ উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অনন্তর প্রতাপবান্ সহদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে সেই বৃষ্ণিকুমারকে প্রধান অর্ঘ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। পরন্ত মহাবলসম্পন্ন চেদিরাজ শিশুপাল বাসুদেবের প্রতি সেই পূজা সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি সভা-মধ্যে ভীষ্ম ও ধর্ম্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শিশুপাল কহিলেন, হে কৌরব্য! মহাত্মা মহীপতিগণ এস্থানে বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্ণি-তনয় রাজার ন্যায় রাজপূজা পাইবার যোগ্য হইতে পারে না। অহে যুধিষ্ঠির! তুমি যে ইচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিলে, এরূপ আচরণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের উপযুক্ত হইল না। অহে পাণ্ডবগণ! তোমরা বালক, কিছুই জান না; ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম-পদার্থ; এই অল্পদর্শী নদীপুত্রও স্মৃতিবহির্ভূত হইয়াছেন। হে ভীষ্ম! তোমার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রিয়কামনায় কার্য্য করিলে, লোকসমাজে সাধুগণের অত্যন্ত অবজ্ঞাভাজন হয়েন। তোমরা সমস্ত মহী-পতিগণমধ্যে রাজ নামের অনধিকারী দাশার্হকে যেরূপ অর্চ্চনা করিলে, এ কি প্রকারে তাদৃশ পূজার যোগ্য হইতে পারে? হে কুরুপুঙ্গব! কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া যদি পূজা করিয়া থাক, তবে বৃদ্ধ বসুদেব বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার পুত্র কি প্রকারে পূজাযোগ্য হইল? অথবা যদি প্রিয়ার্থী ও অনুবর্ত্তী বলিয়া বসুদেব-তনয় পূজিত হইয়া থাকে, তবে দ্রুপদ উপস্থিত থাকিতে মাধব কি প্রকারে পূজা-যোগ্য হইল? অথবা হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া যদি পূজা করিয়া থাক, তবে দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্ণিকুমারকে কি নিমিত্ত অর্চ্চনা করিলে? অথবা ঋত্বিক্ মনে করিয়া কৃষ্ণকে যদি পূজা করিয়া থাক, তবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনু-তনয় ভীষ্ম বিদ্যমান থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে কুরুনন্দন! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীরচূড়ামণি অশ্বত্থামা উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? পুরুষসত্তম রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন এবং ভারতাচার্য্য কৃপ উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুমকে অতিক্রম করিয়া তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মকরাজ, লক্ষণসম্পন্ন পাণ্ড্য নরপতি, নৃপবর রুক্মী, একলব্য ও মদ্রাধিপতি শল্য উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? অপিচ, এই মহাবল কর্ণ সকল ভূপালগণমধ্যে বলশ্লাঘী এবং ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের প্রিয়শিষ্য; হে ভারত! যিনি আত্মবল অবলম্বন করিয়া রাজগণকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়াছেন, সেই কর্ণকে অতিক্রম করিয়া তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চ্চনা করিলে? হে কুরুশার্দ্দূল! এই বাসুদেব, না ঋত্বিক্ না আচার্য্য না রাজা কিছুই নহে, তবে যে তুমি ইহারে অর্চ্চনা করিলে শুদ্ধ প্রিয়কামনা ভিন্ন তাহার অন্য কারণ আর কি হইতে পারে? হে ভারত! এই মধুসূদনকে প্রধান-রূপে অর্চ্চনা করাই তোমাদিগের যদি উদ্দেশ্য ছিল, তবে অবমান করিবার জন্য রাজগণকে কেন এখানে আনয়ন করিলে?—আমরা ভয়, লোভ বা সান্ত্বনার নিমিত্ত এই মহাত্মা কুন্তীকুমারকে কর-প্রদান করিয়াছি এমন নহে, ইনি ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সাম্রাজ্যকামনা করিতেছেন, এই নিমিত্তেই সকলে ইহাঁরে কর দিয়াছি; কিন্তু ইনি আমাদিগকে অপ-মানিত করিলেন!—হে রাজন্! রাজলক্ষণের অনধি-কারী এই কৃষ্ণকে তুমি যে রাজসমাজে অর্ঘদ্বারা অর্চ্চনা করিলে, শুদ্ধ অবমান ভিন্ন ইহার অন্য কারণ আর কি হইতে পারে?—ফলত ধর্ম্মাত্মা বলিয়া ধর্ম্মপুত্রের যে যশঃসঞ্চার হইয়াছে, তাহা বিনা কারণেই হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কারণ, বৃষ্ণিকুল-জাত যে এই দুরাত্মা পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা জরা-সন্ধকে অন্যায়ে নিহত করিয়াছে, তাদৃশ ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির প্রতি কোন্ ধর্ম্মাত্মা পুরুষ এরূপ অযোগ্য পূজার নিয়োগ করিতে পারেন? কৃষ্ণকে অর্ঘ নিবেদন করায় অদ্য যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতাও অপ-গত হইল এবং কৃপণতাও প্রদর্শিত হইল।—অহে মাধব! তপস্বী কুন্তীতনয়েরা যদিও ভীত ও কৃপণ হইল, তথাপি তুমি যাদৃশ পূজার যোগ্যপাত্র তাহা তোমারও বোধগম্য করা উচিত ছিল। অথবা ঘৃত-

নিস্রব প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর যেমন নির্জ্জনে ভোজন করত তৃপ্তিলাভ করে, তদ্রূপ তুমি আপনার অ-যোগ্য অর্চ্চনা বহুজ্ঞান করিতেছ; তাহা না হইলে তুমি অযোগ্য হইয়া কৃপণগণ-কর্তৃক প্রদত্ত এই পূজা কি প্রকারে স্বীকার করিলে? অহে জনার্দ্দন! আমি যে অবমানের কথা বলিলাম ইহা কিছু রাজেন্দ্র-গণের প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে না; নিশ্চয় বোধ হইতেছে কৌরবেরা তোমাকেই অবমানিত করি-তেছে। অহে মধুসূদন! ক্লীবের পক্ষে দারপরিগ্রহ এবং অন্ধের পক্ষে রূপদর্শন যেমন অসঙ্গত, রাজা না হইয়া তোমার রাজার ন্যায় অর্চ্চনাও সেইরূপ উপহাসের বিষয়। যাহা হউক, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও দেখা গেল, ভীষ্ম যাদৃশ তাহাও দৃষ্ট হইল, এবং বাসুদেব যেরূপ তাহাও জানা গেল; যাহার যেমন গুণাগুণ সমস্তই প্রকাশিত হইল।

শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরমা-সন হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রাজগণ-সমভিব্যা-হারে সভা হইতে তখন নির্গত হইলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শিশুপাল-সমীপে সত্বর ধাবিত হইলেন, এবং সান্ত্বনা-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই মধুর বাক্যের উক্তি করিলেন। “হে মহীপাল! আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, ইহা আপনকার উপযুক্ত হয় নাই; ইহাতে পরম অধর্ম্ম এবং নিরর্থক কর্কশতা প্রকাশ পাইতেছে। হে রাজন্! শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম পরম-ধর্ম্ম বোধগম্য করিতে পারেন না, ইহা কদাচ সম্ভবে না; অতএব অন্যথাজ্ঞানে আপনি ইহাঁকে অবজ্ঞা করিবেন না। দেখুন, আপনা অপেক্ষা বৃদ্ধতম এই সমস্ত বহুল ভূপালগণ কৃষ্ণের অর্চ্চনা সহ্য করিতে-ছেন, সেইরূপ আপনিও তাহা সহ্য করুন। হে চেদীশ্বর! কুরুনন্দন ভীষ্ম কৃষ্ণের স্বরূপ যথার্থরূপে সবিশেষ অবগত আছেন; ইনি কৃষ্ণকে যেরূপ জানেন আপনি উহাঁকে সেরূপ জ্ঞান করেন না”।

ভীষ্ম কহিলেন, সকল লোকমধ্যে বৃদ্ধতম কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অভিমত হয় না, এতাদৃশ ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। রণকারিশ্রেষ্ঠ যে ক্ষত্রিয়পুরুষ কোন ক্ষত্রিয়কে সমরে পরাজয়-পূর্ব্বক বশবর্ত্তী করিয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি তাহার গুরু হয়েন। যদুনন্দনের তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামে পরাভূত না হইয়াছেন, এই রাজসমাজে আমি এমন একজন মহীপালকেও দেখিতে পাই না। এই মহাবাহু অচ্যুত কেবল আমাদিগেরই অর্চ্চনীয় নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ্চ-নীয়; কারণ, অনেকানেক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সমরে কৃষ্ণ-কর্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছেন, এবং সমগ্র বিশ্বই ইহাঁতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব বৃদ্ধ-বৃন্দ বিদ্যমান থাকিতেও আমি কৃষ্ণকেই অর্চ্চনা করিলাম, অপর সকলকে নহে। হে রাজন্! তদ্বি-ষয়ে তোমার এরূপ উক্তি করা উচিত হয় নাই, এতা-দৃশী বুদ্ধি আর কদাচ যেন না হয়। আমি অনে-কানেক জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের উপাসনা করিয়াছি, সমা-গত সেই সমস্ত সজ্জনগণের কথাপ্রসঙ্গেই গুণরাশি শ্রীকৃষ্ণের সাধুসম্মত অনন্ত গুণসমূহ শ্রবণ করিয়াছি; অপিচ, এই ধীসম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মাবধি যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের সংকীর্ত্তনও বহুবার আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। অহে চেদিরাজ! সকল ভূমণ্ডলে সাধুগণ-সমর্চ্চিত সর্ব্বভূতসুখাবহ জনার্দ্দনকে আমরা কেবল ইচ্ছানুসারে অথবা সম্বন্ধ কি উপকারের অনুরোধে অর্চ্চনা করি এরূপ কদাচ মনে করিও না; ইহাঁর যশ, শৌর্য্য ও জয়বৃত্তান্ত বিশেষরূপে জানিয়াই আমরা ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকি। এই সভামধ্যে অত্যন্ত বালক হইলেও কোন ব্যক্তিকে আমরা পরীক্ষা করিতে অবশিষ্ট রাখি-নাই, পরন্তু গুণবৃদ্ধ মানবগণকেও অতিক্রম করিয়া হরিই আমাদিগের মতে প্রধান অর্চ্চনীয় হইয়া-ছেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের

মধ্যে সমধিক-বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুরধন-ধান্যসম্পন্ন এবং শূদ্রদিগের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিই পূজনীয় হয়েন; পরন্তু গোবিন্দের পূজ্যতা-বিষয়ে বেদবেদাঙ্গ-বিজ্ঞান ও অধিক বল, এই দুইটি হেতু সমবেত হইয়াছে; কারণ, মনুষ্যলোকমধ্যে কেশব অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন? দান, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, উত্তমা বুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি ও পুষ্টি, এই সমস্ত গুণাবলি কৃষ্ণেতে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব হে ভূপালগণ! এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন, আচার্য্য, পিতা, গুরু, অর্ঘভাজন, অর্চ্চনীয় অচ্যুত যে অর্চ্চিত হইয়াছেন ইহাতে আপনারা সকলে অনুমোদন করুন! হৃষীকেশ ঋত্বিক্, গুরু, কন্যাদানের উপযুক্ত, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয়, এ সমস্তই হইয়াছেন, এই নিমিত্তই আমরা ইহাঁর অর্চ্চনা করিলাম। কৃষ্ণই সর্ব্বলোকের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ; কৃষ্ণের নিমিত্তই এই চরাচরবিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনিই অব্যক্তা প্রকৃতি, কর্ত্তা, সনাতন এবং সর্ব্বভূতের অতীত; এই নিমিত্তই অচ্যুত পূজ্যতম হইয়াছেন। বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয়, সকলই কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহসমুদায়, দিগ্মণ্ডল, বিদিক্সমস্ত, সকলই কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দঃসকলের গায়ত্রী, মনুষ্যদিগের রাজা, নদীসমুদায়ের সাগর, নক্ষত্রনিচয়ের চন্দ্র, জ্যোতিঃপুঞ্জের আদিত্য, পর্ব্বতনিবহের সুমেরু এবং বিহঙ্গগণের গরুড় মুখস্বরূপ, তদ্রূপ কি ঊর্দ্ধ কি তির্য্যক্ কি অধ, জগতের যাবতী গতি নিরূপিত আছে, সেই দেবাদি সমুদায় লোকমধ্যে ভগবান্ কেশবই মুখস্বরূপ হইয়াছেন। পরন্তু এই অবিজ্ঞ পুরুষ শিশুপাল বালকতা-প্রযুক্ত কৃষ্ণকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই নিমিত্তই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বদা এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া থাকে। যে কোন মতিমান্ মানব উৎকৃষ্ট ধর্ম্মসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি যেমন ধর্ম্মকে দৃষ্টি করেন, এই চেদিরাজ তাদৃশ দৃষ্টি করিতে পারে না। এই বালকবৃদ্ধসম্বলিত মহাত্ম পার্থিবগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণকে অর্চ্চনার অযোগ্য বিবেচনা করেন, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাঁকে পূজা না করিয়া থাকেন? অথবা এই পূজা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া শিশুপালের যদি নিশ্চয় হয়, তবে অন্যায় পূজায় যাহা ন্যায্য হইতে পারে, এ স্বচ্ছন্দে তাহার অনুষ্ঠান করুক।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
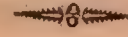
বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম এইরূপ বক্তৃতা করিয়া নিরস্ত হইলে পর সহদেব তদ্বিষয়ে এই অর্থযুক্ত উত্তর বাক্যের উক্তি করিলেন, হে ভূপালগণ! অপরিমেয়-পরাক্রমসম্পন্ন কেশিনাশন কেশবকে আমি যে পূজা করিলাম, তোমাদিগের মধ্যে যে কোন নরপতি ইহা সহ্য করিতে না পারেন, "আমি তাদৃশ সমুদয় বলিষ্ঠব্যক্তিদিগের মস্তকে এই পাদনিক্ষেপ করিলাম" আমার এইরূপ উক্তিতে তিনি সম্যক্ প্রত্যুত্তর করুন। অপিচ, যে কোন নৃপতিগণ মতিমান্ বলিয়া গণনীয়, তাঁহারা এই আচার্য্য, পিতা, গুরু, অর্চ্চনীয়, অর্ঘদানের উপযুক্তপাত্র শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় অনুমোদন করুন।

বুদ্ধিসম্পন্ন মানভাজন বলিষ্ঠ সাধুরাজগণ-সমক্ষে সহদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে পদ প্রদর্শিত হইলে পর তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং "সাধু সাধু" এইরূপ আকাশবাণী উচ্চারিত হইতে লাগিল। সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তা, সর্ব্বলোকবেত্তা, নারদ সকল ভূতগণমধ্যে এই স্পষ্টতর বাক্যের উক্তি করিলেন, যে সকল মনুষ্য পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণকে অর্চ্চনা না করিবে, তাহারা জীবন্মৃত বলিয়া পরিজ্ঞেয়, কদাচ সম্ভাষণের যোগ্য নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের বিশেষজ্ঞ নরদেব সহদেব পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করিয়া সেই কর্ম্ম সমাপন করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ প্রধানরূপে অর্চ্চিত হইলে, শত্রুনাশন শিশুপাল অতিলোহিত-নয়নে কোপভরে নরাধিপগণকে কহিলেন, সেনানায়ক আমি যখন বিদ্যমান রহিয়াছি, তখন আর তোমরা কি বিবেচনা করিতেছ? এস, সকলে সুসজ্জিত হইয়া সমবেত বৃষ্ণি ও পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে অবস্থান করি। চেদিপুঙ্গব শিশুপাল এইরূপে সেই সমুদায় রাজগণকে সম্যক্ উৎসাহিত করিয়া পরিশেষে যজ্ঞ-বিঘাতের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত শিশুপাল-প্রভৃতি রাজগণ সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণবদন দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া তৎকালে তাঁহারা সকলেই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও কৃষ্ণের অর্চ্চনা সিদ্ধ না হয়, তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। আত্মনিশ্চিত নির্ব্বেদ-প্রযুক্তই ভূপালগণ এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন। সিংহ-সকলের মুখ হইতে আমিষ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে তাহারা গর্জ্জন করত যেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিপ্রকাশ করে, উক্ত রাজগণের সুহৃদেরা তৎকালে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলে, তাঁহাদের মূর্ত্তিও সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেই সৈন্যরূপ-প্রবাহযুক্ত অপরিসীম অক্ষয় রাজসাগর যুদ্ধের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, ইহা কৃষ্ণ তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় ও অর্ঘাহরণ প্রকরণ সমাপ্ত।

শিশুপালবধ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তদ্রূপ বিপুলতেজা শত্রুহন্তা যুধিষ্ঠির সেই নৃপতিমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত সাগরতুল্য অবলোকন করিয়া মতিমান্দিগের অগ্রগণ্য কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসিলেন, হে পিতামহ! এই বিশাল রাজসাগর রোষভরে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, অতএব এবিষয়ে যেরূপ প্রতিকার কর্ত্তব্য তাহা আমারে বলুন! যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন না হয় এবং প্রজাগণের সর্ব্বত্র মঙ্গল হয়, সংপ্রতি তৎসমুদায় উপায়ের উপদেশ করুন!

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর কুরুপিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিলেন, হে কুরুশার্দ্দূল! তুমি ভয় করিও না; কুক্কুর কি কখন সিংহকে বিনষ্ট করিতে পারে? এবিষয়ে সুনিশ্চিত শুভপন্থা পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। সিংহ প্রসুপ্ত থাকিলে কুক্কুরেরা যেমন তৎসমীপে সমাগত হইয়া সকলে মিলিয়া শব্দ করিতে থাকে, এই রাজারাও সেইরূপ গর্জ্জন করিতেছে। সিংহ-সমীপে কুক্কুরদিগের ন্যায় এই নৃপতিমণ্ডল প্রসুপ্ত বৃষ্ণি-সিংহের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া সাতিশয় রোষভরে চীৎকার করিতেছে। নিদ্রাগত সিংহের ন্যায় অচ্যুত যে পর্য্যন্ত জাগরিত না হইতেছেন, সেই পর্য্যন্তই নৃসিংহ চেদিপুঙ্গব ইহাদিগকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। হে তাত! অল্পবুদ্ধি শিশুপাল সমুদায় পার্থিবগণকে সর্ব্বথা যমালয়ে লইয়া যাইবার বাসনা করিতেছে! হে ভারত! শিশুপালের এই যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে বুদ্ধিশালিশ্রেষ্ঠ, কুন্তীতনয়! এই দুর্ব্বুদ্ধি-চেদিরাজের এবং সমস্ত ভূপালবর্গেরই বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ফলত, এই নরব্যাঘ্র মাধব যে যে ব্যক্তিকে যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, চেদিপতির ন্যায়, তাহাদের এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয়ই তখন ঘটিয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! নারায়ণ ত্রিভুবনমধ্যে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ সমস্ত ভূতবর্গেরই উৎপত্তি ও নিধনের কারণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া নরপতি চেদীশ্বর তাঁহাকে তখন তীক্ষ্ণাক্ষর বাক্যসমস্ত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীষ্ম! তুমি কি বৃদ্ধ হইয়া কুলের কলঙ্ককারী হইয়াছ? বহুতর বিভীষিকাদ্বারা সমুদয় পার্থিবগণকে ভীষিত করত লজ্জা বোধ করিতেছ না কেন? অথবা আজন্ম নপুংসকের স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া ঈদৃশ ধর্ম্মহীন অর্থের উক্তি করা তোমার উপযুক্তই বটে; যেহেতু তুমি সমস্ত কুরুগণের প্রধান। যাহাদিগের তুমি অগ্রণী হইয়াছ, সেই কৌরবেরা, যেমন একখানি নৌকা অন্য নৌকাতে সংবদ্ধা হয়, অথবা যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, অবিকল তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের পূতনাঘাত-প্রভৃতি কর্ম্মসকল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত ও মূর্খ, এই নিমিত্তেই কেশবকে স্তব করিতেছ; ঈদৃশ স্তুতিবাদ-সমুৎসুক হওয়ায় তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুষ্যেরাও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই এই গোপালকে কি বলিয়া স্তব করিতে সমুৎসুক হইতেছ? অহে ভীষ্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একটা শকুনি বধ করিয়া থাকে, অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ, যদি এ চেতনাশূন্য কাষ্ঠের শকট পদদ্বারা নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কর্ম্ম করা হইয়াছে? অহে ভীষ্ম! বল্মীক-পিণ্ডতুল্য গোবর্দ্ধন গিরি যদিও এ সপ্তাহকাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নহে। "পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতে করিতে ইনি বিস্তর অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন," তোমার এই কথা শুনিয়া সকলে বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন। অহে ধর্ম্মজ্ঞ! যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির অন্ন এ ভোজন করিয়াছিল, সেই কংসকেই নিহত করিয়াছে, ইহা কি মহাশ্চর্য্যের বিষয় নহে? রে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা তুমি জান না; সংপ্রতি তোমাকে আমি এই যে এক কথার উপদেশ করিতেছি, বোধ হয়, সাধুদিগের কথাপ্রসঙ্গে তুমি কখনই ইহা শ্রবণ কর নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুগণ, সজ্জন ব্যক্তিকে নিয়ত এইরূপ অনুশাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি, এবং যাহার অন্ন ভোজন করা যায় ও যাহার আশ্রয়ে বাস করা যায়, তাহাদিগের উপর কদাচ শস্ত্রপাত করিবেক না; কিন্তু অহে ভীষ্ম! লোকমধ্যে তোমাতে তৎসমুদায় ব্যর্থ দৃষ্ট হইতেছে। রে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না এই মনে করিয়া তুমি আমার সমক্ষে কেশবের স্তব করত তাহাকে জ্ঞানবৃদ্ধ, বৃদ্ধ, মহান্ ইত্যাদি নানাপ্রকার আরোপিত-বাক্যে বর্ণন করিতেছ। অহে ভীষ্ম! গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী হইয়াও তোমার বাক্যে যদি পূজনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত উপদেশবাক্য আর স্থান পায় কোথায়? অহে ভীষ্ম! যে ব্যক্তি এবম্ভূত, সে কিপ্রকারে স্তুতিযোগ্য হইতে পারে? "ইনি প্রাজ্ঞগণের অগ্রগণ্য; ইনি জগতের প্রভু" তোমার এই প্রকার প্রশংসা-বাক্যে জনার্দ্দনও এ সমস্তই সত্য মনে করিয়া আপনাতে তৎসমুদায়ের সম্ভাবনা করিতেছে; কিন্তু বস্তুত সে সকলই মিথ্যা। গায়ক ব্যক্তি বহুবার গান করিলেও সঙ্গীত তাহাকে শাসন করিতে পারে না; ভুলিঙ্গ বিহঙ্গের ন্যায় সমুদয় প্রাণিবর্গই আপন আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার এই প্রকৃতিও নিতান্ত জঘন্যা, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অপিচ, কৃষ্ণ যাহাদিগের প্রধান অর্চ্চনীয় এবং তুমি যাহাদিগের পথপ্রদর্শক, সেই পাণ্ডবদিগের প্রকৃতি যে তোমার অপেক্ষাও অধিকতর পাপীয়সী এ কথার উল্লেখ

করা বাহুল্যমাত্র। ফলত, তুমি ধর্ম্মবান্ হইয়াও সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় অধর্ম্মজ্ঞ হইয়াছ; কেননা ধর্ম্মাবেক্ষায় তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, কোন্ জ্ঞানগরিষ্ঠ ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠ জানিয়া তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন? অহে ভীষ্ম! অম্বানাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা কাশিরাজ-দুহিতা অন্য ব্যক্তিকে কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রাজ্ঞমানী হইয়া কিপ্রকারে তাহারে অপহরণ করিয়াছিলে? তোমার ভ্রাতা নরপতি বিচিত্রবীর্য্য সাধুদিগের পথানুবর্ত্তী হইয়া তোমার অপহৃতা সেই কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তুমি এমনি প্রাজ্ঞমানী যে, তোমার সাক্ষাতেই বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাদ্বয়ে অন্য ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সজ্জনাচরিত পথানুসারে সন্তান-সমস্ত উৎপাদিত হইয়াছিল। অহে ভীষ্ম! তোমার ধর্ম্ম কি আছে? তোমার এই ব্রহ্মচর্য্য নিরর্থক; হয় মোহ, না হয় ক্লীবত্বপ্রযুক্ত তুমি ইহা ধারণ করিতেছ সন্দেহ নাই। অহে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না; তুমি ধর্ম্মের যেরূপ ব্যাখ্যা কর, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি কখনই পণ্ডিতদিগের উপাসনা কর নাই। দেখ, দেবারাধনা, দান, অধ্যয়ন ও ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞ, এ সমস্ত অপত্যফলের ষোড়শাংশেরও তুল্য হইতে পারে না। অহে ভীষ্ম! বহুতর ব্রতোপবাস দ্বারা যে কিছু পুণ্যসঞ্চয় হয়, পুত্রহীন ব্যক্তির সে সমুদায়ই নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইয়া যায়। তুমিও পুত্রহীন হইয়া বৃদ্ধ হইয়াছ এবং মিথ্যাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ, অতএব হংসের ন্যায় সংপ্রতি জ্ঞাতিগণ হইতে বধপ্রাপ্ত হও। অহে ভীষ্ম! জ্ঞানবিশারদ অন্যান্য মানবেরাও পূর্ব্বে এইরূপ কহিয়াছেন; আমি সম্যক্‌রূপে তোমার নিকটে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সমুদ্রসমীপে একটা বৃদ্ধ হংস থাকিত। সে অত্যন্ত অধর্ম্মচারী ছিল, অথচ ধর্ম্মকথা কহিয়া পক্ষীদিগকে উপদেশ দিত। সত্যবাদী বিহঙ্গমগণ "তোমরা ধর্ম্মাচরণ কর, অধর্ম্ম করিও না" তাহার এই বাক্য সতত শ্রবণ করিত। অহে ভীষ্ম! শুনিতে পাই সমুদ্রজলচারী অন্য অন্য অণ্ডজেরাও ধর্ম্মার্থে তাহার আহার আহরণ করিয়া দিত, এবং সকলেই তাহার নিকটে নিজ নিজ অণ্ডসমস্ত বিন্যস্ত করিয়া চরিতে চরিতে সাগরসলিলে নিমগ্ন হইত। সেই পাপকারী হংস স্বীয় কর্ম্মে বিলক্ষণ সতর্ক থাকিয়া প্রমাদযুক্ত উক্ত বিহঙ্গগণের অণ্ডসমুদায় ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই সকল ডিম্বের ক্ষয় হইলে অপর এক মহাপ্রাজ্ঞ পক্ষী মনে মনে শঙ্কান্বিত হইল, এবং কোন দিন প্রত্যক্ষেও সেই ব্যাপার অবলোকন করিল। পরে হংসের পাপাচরণ সন্দর্শনে পরমদুঃখার্ত্ত হইয়া সেই পক্ষী সকল পক্ষীর নিকটে তাহা ব্যক্ত করিল। অহে কুরুশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই বিহঙ্গমগণ প্রত্যক্ষে দৃষ্টি করিয়া সমীপে আগমনপূর্ব্বক ঐ মিথ্যাচারী হংসকে তখন বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অহে ভীষ্ম! তুমিও সেই হংসের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছ, অতএব পক্ষীরা যেমন তাহাকে নষ্ট করিয়াছিল, তদ্রূপ এই ভূমিপালেরাও ক্রোধ-পরীত হইয়া তোমাকে নিহত করিতে পারেন। অহে ভরতপুত্র! পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবিষয়ে একটি গাথার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহাও তোমার নিকটে আমি সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতেছি। "রে হংস! কামাদি দ্বারা তোর অন্তরাত্মা অভিহত হইলেও তুই ধর্ম্মজল্পনা করিতেছিস্, কিন্তু ডিম্বভক্ষণরূপ এই অপবিত্র কর্ম্মই তোর বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।"

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
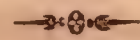
শিশুপাল কহিলেন, এই কৃষ্ণকে দাস জ্ঞান করিয়া যিনি ইহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করেন নাই, সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ আমার বহুমানভাজন ছিলেন। জরাসন্ধের বিনাশ-সময়ে কেশব ও ভীমার্জ্জুন যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা কোন্ ব্যক্তি

সৎকর্ম্ম মনে করিতে পারে? এই কৃষ্ণ অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া ছল-সহকারে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া ভূপতি জরাসন্ধের প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিল। এই দুরাত্মাকে তিনি প্রথমত পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে এ তখন ধর্ম্মাত্মা হইয়া আপনার ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার-পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করে নাই। অহে কুরুপুত্র! জরাসন্ধ কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়কে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলে কৃষ্ণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। রে মূর্খ! তোমার মতানুসারে এ যদি জগতের কর্ত্তাই হইবে, তবে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্যক্‌রূপে অবগত হয় না কেন? আমার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিচ তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতেছ, তথাপি ইহারা তাহা সাধু জ্ঞান করিতেছে। অথবা স্ত্রীস্বভাবাপন্ন ও গতবয়স্ক হইয়া তুমি যখন ইহাদিগের সর্ব্বার্থ-প্রদর্শক হইয়াছ, তখন আর ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই নহে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহার সেই কঠোরাক্ষরযুক্ত বহুতর কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া বলশালিশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ ভীমসেন কোপান্বিত হইলেন। তাঁহার সেই কমলদল-সদৃশ স্বভাবত বিস্তৃত ও লোহিত নেত্রযুগল ক্রোধভরে অতিমাত্র বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সমুদায় পার্থিবগণ ত্রিকূট-শিখরবর্ত্তিনী ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় তাঁহার ললাটোপরি ত্রিশিখা ভ্রুকুটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোপভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করায় তাঁহার মুখমণ্ডল যেন যুগান্তে সকল-লোক-কবলীকরণেচ্ছু করাল কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই মহামনা বেগে উৎপতিত হইতেছেন, এমত সময়ে, শশিভূষণ যেমন ষড়াননকে ধারণ করেন, তদ্রূপ মহাবাহু ভীষ্মই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! পিতামহ ভীষ্ম ভীমকে নিবারিত করিয়া বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহার ক্রোধবেগ প্রশান্ত করিয়া দিলেন; কেননা সমুদ্বেল মহাসাগর বর্ষান্তে যেমন তটভূমি উল্লঙ্ঘন করে না, তদ্রূপ অরিন্দম বৃকোদর ভীষ্মের বাক্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরন্তু ভীমসেন ক্রোধপূর্ণ হইলেও বীরবর শিশুপাল স্বীয় পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। হে অরিন্দম! সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে গ্রাহ্য করে না, সেইরূপ বৃকোদর বেগ-সহকারে পুনঃ পুনঃ উৎপতিত হইবার উপক্রম করিলেও তাঁহার নিমিত্ত তিনি চিন্তা করিলেন না। ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রতাপবান্ চেদিরাজ হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, অহে ভীষ্ম! উহাকে ছাড়িয়া দাও; এই নরাধিপেরা উহাকে, বহ্নিদ্বারা পতঙ্গের ন্যায়, মদীয় প্রভাবানলে বিনির্দ্দগ্ধ হইতে অবলোকন করুন! অনন্তর চেদিপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কুরুসত্তম ভীষ্ম ভীমসেনকে পশ্চাদুক্ত এই কথা বলিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল ত্রিলোচন ও চতুর্ভুজ হইয়া চেদিরাজকুলে জন্মিয়াছিল এবং জন্মিবামাত্র গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করত চীৎকার করিয়াছিল; তাহাতে ইহার জনক জননী বান্ধবগণের সহিত ত্রাসযুক্ত হইয়া তাদৃশ বিকৃত লক্ষণ দর্শনে ইহারে পরিত্যাগ করিতে মানস করেন। অনন্তর ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত ব্যাকুলিতচিত্ত সেই নরপতির প্রতি এই আকাশবাণী উচ্চারিত হয়, "হে নৃপতে! তোমার এই যে পুত্রটি জন্মিয়াছে, এ সমধিক বলবান্ ও শ্রীমান্ হইবে; অতএব ইহা হইতে তোমার ভয়ের বিষয় নাই, তুমি অব্যগ্রচিত্তে এই শিশুকে পালন কর! হে নরাধিপ! তোমার যত্নে ইহার মৃত্যু হইবে না, ইহার মৃত্যুকাল এখনো উপস্থিত হয় নাই, শস্ত্র দ্বারা যিনি ইহাকে বিনষ্ট করিবেন, তিনি উৎপন্ন

হইয়াছেন।” এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া জননী পুত্রস্নেহে অতিমাত্র সন্তাপিতা হইয়া সেই অদৃশ্য-ভূতের উদ্দেশে তখন এই কথা বলিলেন, আমার পুত্রের প্রতি যিনি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সেই ভগবান্, দেবতাই হউন বা অন্য কোন প্রাণীই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি যথার্থ করিয়া আর একটি কথা বলুন; কোন্ ব্যক্তি এই পুত্রের বিনাশক হইবে, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি! অনন্তর পুনর্ব্বার এই দৈববাণী হইল, “যিনি ক্রোড়ে লইলে এই বালকের অতিরিক্ত ভুজদ্বয় পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ-যুগলের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইবে, এবং যাঁহাকে অবলোকন করিয়া ইহার ললাটস্থ এই তৃতীয় লোচন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনিই ইহার সংহারক হইবেন।”

ত্রিলোচন চতুর্ভুজ বালক এবং তাহার প্রতি উদাহৃত দৈববাণীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত পার্থিবগণ দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন। চেদিরাজ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া তৎকালে প্রত্যেক নরপতির ক্রোড়ে পুত্র সমর্পণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সহস্র সহস্র রাজ-গণের অঙ্কদেশে সমারূঢ় হইয়াও শিশু সেই দৈব-বাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইল না। দ্বারকায় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যদুনন্দন মহাবল বলরাম ও জনার্দ্দন যদুকুমারী পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ করি-বার উদ্দেশে তখন চেদিনগরে উপাগত হইলেন, এবং শ্রেষ্ঠতানুসারে রাজা ও রাজ্ঞীকে যথান্যায়ে অভিবাদন ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই বীরদ্বয় অর্চ্চিত হইলে পর রাজমহিষী অধিকতর প্রীতি-সহকারে দামোদরের ক্রোড়ে স্বয়ং পুত্র সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্কদেশে নিহিত হইবামাত্র তাহার অতি-রিক্ত ভুজদ্বয় স্খলিত হইল এবং সেই ললাটজাত নেত্রটিও নিমগ্ন হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাজ্ঞী ব্যথিতা ও ত্রাসযুক্তা হইয়া কৃষ্ণের নিকটে বর-প্রার্থনা করত কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আমি ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি, আমাকে একটি বর প্রদান কর, যেহেতু তুমি আর্ত্তদিগের আশ্বাসস্থল এবং ভীতদিগের অভয়প্রদ! পিতৃস্বসার এইরূপ কাতর-বাণী শ্রবণে যদুনন্দন কৃষ্ণ তাঁহাকে আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি! ভয় করিবেন না, আ-মার নিকটে আপনকার ভয়ের বিষয় নাই; হে ধর্ম্মজ্ঞে! আমি কি বর প্রদান করিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন; সাধ্যই হউক বা অসাধ্যই হউক, আমি অবশ্যই আপনকার বাক্য রক্ষা করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজ-মহিষী তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবল যদুশার্দ্দূল! আমার নিমিত্তে তোমাকে শিশুপালের সমুদায় অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে; হে প্রভো! ইহাই আমার প্রার্থনা। কৃষ্ণ কহিলেন, হে পিতৃস্বসঃ! আপনকার পুত্র বধার্হ হইলেও আমি ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব, অতএব আপনি শোকে মন করিবেন না।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভীম! এইরূপে গোবিন্দের বরে দর্পিত হইয়াই এই অতিমন্দবুদ্ধি পাপাত্মা নরপাল শিশুপাল তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
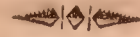
ভীষ্ম কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন হইলেও চেদিপতি যে বুদ্ধিসহকারে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, বোধ হয়, এ বুদ্ধি ইহার নহে; ইহা জগদ্ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই অভিসন্ধি সন্দেহ নাই। কালগ্রস্তদেহ এই কুলাঙ্গার অদ্য আমাকে যেরূপ তিরস্কার করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ নরেন্দ্র সেরূপ করিতে সাহসী হয়েন? এই মহাবাহু নিঃসন্দেহ কৃষ্ণের তেজেরই অংশ; নারায়ণ নিশ্চয়ই সেই তেজোভাগ প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে কুরুশার্দ্দূল! এই নিমিত্তই এই দুর্ব্বুদ্ধি চেদি-

পতি আমাদিগের সকলকে অবজ্ঞা করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় অতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর চেদীশ্বর ভীষ্মের সেই বাক্য তখন সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় উত্তর করিতে লাগিলেন।

শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীষ্ম! তুমি বন্দীর ন্যায় সতত উত্থিত হইয়া যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, সেই কেশবের যে প্রভাব আমাদের শত্রুবর্গের তাদৃশ প্রভাবই হউক! অহে ভীষ্ম! পরের স্তব করিতেই তোমার মন যদি রত হয়, তবে রাজগণকে ত্যাগ করিয়া এই জনার্দ্দনকে স্তব করিতেছ কেন? যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে বিদারিত করিয়াছিলেন, সেই এই পার্থিবসত্তম বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতিবাদ কর! অথবা যে মহাবাহুর এই স্বভাবসিদ্ধ দেবনির্ম্মিত দিব্য কুণ্ডলযুগল এবং অভিনবভানুতুল্য-প্রভান্বিত দিব্য কবচ বিরাজিত হইতেছে, যিনি বাসব-সদৃশ-পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে বিজিত ও ভিন্নদেহ করিয়াছিলেন, অঙ্গরাজ্যের অধ্যক্ষ, বাহুবলে সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষসদৃশ, সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ সেই এই কর্ণকে স্তব কর! অহে ভীষ্ম! স্তুতিবাদের যোগ্যপাত্র দ্বিজসত্তম দ্রোণ ও অশ্বত্থামা, এই দুই মহারথ পিতাপুত্রের সতত তোষামোদ কর! আমার বোধ হয়, এই দুই জনের মধ্যে এক জন ক্রুদ্ধ হইলে চরাচরসম্বলিত সকল ভূমণ্ডল নিঃশেষ করিতে পারেন। অহে ভীষ্ম! সমরে দ্রোণের বা অশ্বত্থামার তুল্য হইতে পারেন, আমি এমন এক জন রাজাকেও দেখিতে পাই না; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহাঁদিগকে স্তব করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না। সসাগরা বসুন্ধরামধ্যে যিনি অতুল্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই মহাভুজ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে, কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথকে, লোকে বিখ্যাতপরাক্রম কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে এবং ভারতাচার্য্য মহাবীর্য্য শরদ্বৎকুমার বৃদ্ধ কৃপকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? ধনুর্দ্ধারীদিগের অগ্রগণ্য পুরুষোত্তম মহাবীর্য্য রুক্মীকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? মহাবীর্য্য ভীষ্মক, ভূমিপতি দন্তবক্র, যূপধ্বজ ভগদত্ত, মগধেশ্বর জয়ৎসেন, বিরাট, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, অবন্তীপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, সুমহাভাগ শঙ্খ, মহামানী বৃষসেন, বিক্রমসম্পন্ন একলব্য ও মহারথ মহাবীর্য্য কলিঙ্গরাজ, ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? অহে ভীষ্ম! সর্ব্বদা স্তুতিবাদ করিতেই তোমার যদি মানস হয়, তবে শল্য-প্রভৃতি মহীপালগণকে স্তব কর না কেন? অহে নৃপ! পূর্ব্বে ধর্ম্মবাদী বৃদ্ধগণের কথাপ্রসঙ্গে তুমি কোন কথাই যখন শ্রবণ কর নাই, তখন আর আমি বাক্যব্যয় করিয়া কি করিতে পারি? অহে ভীষ্ম! আপনার নিন্দা বা প্রশংসা এবং পরের নিন্দা বা স্তুতিবাদ যে আর্য্যদিগের আচারসিদ্ধ নহে, এ কথা তুমি কখনই শ্রবণ কর নাই। স্তবের অযোগ্য এই কেশবকে তুমি যে মোহবশত ভক্তিপূর্ব্বক নিরন্তর স্তব করিতেছ, ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে। অহে ভীষ্ম! কেবল ইচ্ছানুসারে তুমি কংসের পশুপালক ভৃত্য দুরাত্মা পুরুষেতে কি বলিয়া সমস্ত জগতের সমাবেশ করিতেছ? অথবা এই বুদ্ধি, ভূলিঙ্গ বিহঙ্গের ন্যায় তোমার প্রকৃতির অনুযায়িনী নহে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। অহে ভীষ্ম! ভূলিঙ্গ-নাম্নী এক পক্ষিণী হিমালয়ের পরপার্শ্বে থাকে; তাহার অর্থবিরুদ্ধ বিগর্হিত বচনপুঞ্জ নিরন্তর শ্রুতিগোচর হয়। "কেহ সাহসিক কর্ম্ম করিও না" সে সর্ব্বদাই এইরূপ রটনা করে, কিন্তু আপনি যে অত্যন্ত সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা আর বোধগম্য করে না। সেই অল্পচেতনা পক্ষিণী ভোজনাসক্ত সিংহের মুখ হইতে দন্তান্তর-বিলগ্ন মাংসখণ্ড-সকল চঞ্চুদ্বারা আকর্ষণ

করিয়া লয়। অহে ভীষ্ম! সিংহের ইচ্ছাতেই সে যে জীবিতা থাকে, তাহার আর সংশয়মাত্র নাই; রে অধর্ম্মিষ্ঠ! তুমিও সেইরূপ কপট বাক্যের উক্তি করিয়া থাক; ভূপালগণের ইচ্ছাক্রমেই তুমি জীবিত রহিয়াছ, সন্দেহ নাই; কেননা লোকবিদ্বিষ্ট কর্ম্ম করিতে তোমার মত অন্য কেহই আর বিদ্যমান নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর চেদিপতির কটুতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম তাঁহার শ্রুতিগোচরেই এই কথা বলিলেন, হাঁ, আমি এই সকল মহীপালগণের ইচ্ছাতেই জীবিত রহিয়াছি বটে, কিন্তু এই নরাধিপগণকে আমি তৃণের সঙ্গেও গণনা করি না।

ভীষ্ম এই কথা বলিবামাত্র নৃপতিগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন মহাধনুর্দ্ধারী পুরুষ লোমাঞ্চিত হইলেন, কেহ কেহ ভীষ্মকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা তাঁহার সেই কথা শ্রবণে কহিলেন, "এই পাপাত্মা ভীষ্ম বৃদ্ধ হইয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে; হে নৃপতিগণ! এই ক্রোধপরীত দুর্ম্মতি ভীষ্মকে পশুর ন্যায় হত্যা করাই ভাল; অথবা সকলে মিলিয়া ইহাকে শুষ্কতৃণাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেল।" অনন্তর কুরুপিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম রাজগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, অহে ভূপালগণ! আমি দেখিতেছি, বাক্যের শেষ হইবার নহে, উত্তরোত্তর যত কহিবে ততই কথা চলিবে, পরন্তু সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি, সকলে মনোযোগ-পূর্ব্বক তৎসমুদায় শ্রবণ কর। আমার পশুবদ্বিনাশই হউক বা তৃণাগ্নি দ্বারা দহনই হউক, কিন্তু তোমাদিগের মস্তকে এই সম্পূর্ণ পাদনিক্ষেপ করিলাম। অক্ষয়সত্ত্বসম্পন্ন গোবিন্দকে আমরা পূজা করিয়াছি এবং তিনিও এই উপস্থিত আছেন, অতএব মরণের নিমিত্তে যাহার বুদ্ধি ত্বরান্বিতা হইতেছে, সে গদাচক্রধর মাধব কৃষ্ণকে অদ্য যুদ্ধার্থে আহ্বান করুক এবং তৎক্ষণাৎ নিপাতিত হইয়া এই দেবের দেহমধ্যেই বিলীন হউক।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়াই মহাবিক্রান্ত চেদিরাজ বাসুদেবের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, অহে জনার্দ্দন! তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আইস, আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অদ্য পাণ্ডবদিগের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই নিহত করিব। অহে কৃষ্ণ! তুমি রাজা না হইলেও যাহারা নরপতিগণকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে অর্চ্চনা করিয়াছে, সেই পাণ্ডবদিগকে আমি তোমার সঙ্গেই সর্ব্বথা বিনষ্ট করিব সন্দেহ নাই। রে দুর্ম্মতে! তুমি রাজা নহ, দাস; সুতরাং কোনক্রমেই অর্চ্চনার যোগ্য হইতে পার না; তথাপি যাহারা বালকতা-প্রযুক্ত যোগ্যের ন্যায় তোমাকে পূজা করিয়াছে, আমার মতে তাহারা নিশ্চয়ই বধার্হ। রাজশার্দ্দূল শিশুপাল অমর্ষভরে এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তাঁহার এইরূপ উক্তির পর কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সমক্ষে সমস্ত পার্থিবগণকে মৃদুভাবে এই কথা বলিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! এই নিষ্ঠুরাত্মা যাদবীপুত্র অস্মদাদি যাদবগণের পরমশত্রু; আমরা ইহার কোন অপকার-চেষ্টা করি না অথচ এ আমাদিগের অহিতাচরণেই প্রবৃত্ত হয়। আমরা প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিয়া এই নিষ্ঠুরকারী আমার পিতৃ-ভাগিনেয় হইয়াও দ্বারকা নগরী দগ্ধ করিয়াছিল। হে নরাধিপগণ! পূর্ব্বে ভোজরাজ রৈবতক-ভূধরে বিহার করিতেছিলেন, এই দুরাচার তাঁহার অনুযাত্রদিগকে হনন ও বন্ধন করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিয়াছিল। আমার জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এই পাপাত্মা দিগ্বিজয়ার্থে উৎসৃষ্ট, রক্ষকগণে পরিবৃত,

যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। তপস্বী অক্রূরের ভার্য্যা এস্থান হইতে সৌবীররাজ্যে প্রতিগমন করিতেছিলেন, এই দুরাচার, অনভিলাষিণী হইলেও সেই মহিলাকে মোহবশত হরণ করিয়াছিল। অপিচ মাতুলের প্রতি নৃশংসকারী এই শিশুপাল কপটতা-পূর্ব্বক করূষরাজের বেশদ্বারা দেহাচ্ছাদন করিয়া উক্ত রাজার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টা বিশালাধীশ্বর-তনয়া ভদ্রাকে হরণ করিয়াছিল। কেবল পিতৃস্বসার নিমিত্তে আমি এই সুমহৎ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকি; পরন্তু অদ্য সমুদায় রাজগণ-সন্নিধানে ইহা যে উপস্থিত হইল, এ একপ্রকার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে; কারণ, আমার প্রতি ইহার যে অত্যন্ত ব্যতিক্রম, অদ্য তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং এ পরোক্ষে আমার যে সমস্ত অনিষ্টাচরণ করিয়াছে তৎসমুদায়ও শ্রবণ করিলেন। সে যাহা হউক, অদ্য সমগ্র রাজমণ্ডলমধ্যে বধযোগ্য এই নরাধমের গর্ব্বাধীন যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল, ইহা আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। এই মূর্খ মূঢ়তাযুক্ত মরণাভিলাষী হইয়া রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু শূদ্রের বেদশ্রবণের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করিতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সমবেত নরাধিপগণ বাসুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই চেদিরাজকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ শিশুপাল তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, অহে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে মদর্থে-নির্দ্দিষ্টা রুক্মিণীর কথা এই সভামধ্যে, বিশেষত রাজগণ-সমক্ষে পরিকীর্ত্তন করত তোমার লজ্জা হইতেছে না কেন? অহে মধুসূদন! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি পুরুষমানী হইয়া আপনার স্ত্রীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া সাধুসমাজে পরিকীর্ত্তন করে? অহে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা হয়, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, না হয়, না কর; তুমি ক্রুদ্ধই হও, বা প্রসন্নই হও, তোমা হইতে আমার কি হইবে?

শিশুপাল এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন মনে মনে দৈত্যগর্ব্বখর্ব্বকারী সুদর্শন চক্র স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র চক্র হস্তগত হইলে বাক্যবিশারদ ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন, হে মহীপালগণ! আমি যে কারণে ইহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলাম তাহা শ্রবণ করুন। ইহার জননী আমার নিকটে "ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে" এই বর চাহিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছিলাম; হে পার্থিবগণ! এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল, অতএব আপনাদিগের সাক্ষাতেই আমি ইহারে বিনষ্ট করিব। অরিবিনাশন যদুশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে চক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহাবাহু শিশুপাল যেন বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইলেন। মহারাজ! তখন নরপতিগণ দেখিতে পাইলেন, গগণতল হইতে ভাস্করের ন্যায় শিশুপালের কলেবর হইতে উৎকৃষ্ট তেজঃপুঞ্জ উৎপতিত হইল। হে নরাধিপ! অনন্তর সেই তেজোরাশি লোকনমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে বন্দনা করিয়া তাঁহার দেহমধ্যে লীন হইল। মহাবাহু পুরুষোত্তমেতে সেই তেজ যে প্রবিষ্ট হইল, ইহা দেখিয়া সমস্ত ভূপালগণ আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন। কৃষ্ণ চেদিপতিকে নিহত করিলে বিনামেঘে বারিবর্ষণ, প্রজ্বলিত বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সেই অনির্ব্বচনীয় সময়ে কোন কোন ভূপালগণ জনার্দ্দনকে নিরীক্ষণ করত তদ্বিষয়ে কিছুই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, কেহ কেহ অমর্ষভরে করে করে পেষণ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া দশনাবলি দ্বারা অধর দংশন করিতে থাকিলেন, কেহ কেহ বা গোপনভাবে বৃষ্ণিনন্দনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় নরপতি অতিশয় কুপিত এবং অপরে মধ্যস্থ হইলেন; মহর্ষিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে কেশবের স্তুতিবাদ করত প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ব্রাহ্মণ-

গণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মহামনা পার্থিববর্গ কৃষ্ণের বিক্রম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা দমঘোষ-নন্দন বীরবর মহীপতি শিশুপালের সংস্কার কার্য্য সৎকার সহকারে অচিরে নির্ব্বাহ কর। তাঁহারাও তখন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত নরেন্দ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তৎকালে মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদি রাজ্যের অধিকারে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর বিপুল-তেজস্বী কুরুরাজের সেই সুখারম্ভ, সর্ব্ব সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, প্রভূত ধন ধান্য ও অন্নবিশিষ্ট, বহুল ভক্ষ্যান্বিত, রাজসূয় মহাযজ্ঞ কেশব-কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ায় শান্তবিঘ্ন ও যুবকবৃন্দের প্রীতিকর হইয়া সুশোভিত হইল এবং যুধিষ্ঠির তাহা সম্পন্নও করিলেন। মহাবাহু ভগবান্ জনার্দ্দন শৌরি শার্ঙ্গ-চক্রগদাধারী হইয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই যজ্ঞ রক্ষা করিলেন।

তদনন্তর ক্ষত্রিয়কুল-সম্ভূত সমস্ত পার্থিবগণ যজ্ঞান্তে অভিষিক্ত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, আজমীঢ়! আপনি সৌভাগ্যক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন; সাম্রাজ্য আপনকার করতলস্থ হইল! হে রাজেন্দ্র! এই কর্ম্মটি দ্বারা আপনি আজমীঢ়দিগের যশঃসম্বর্দ্ধন এবং বিপুলতর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেন! হে নরব্যাঘ্র! আমরা সর্ব্বকামনা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পূজিত হইয়াছি, সংপ্রতি নিবেদন করিতেছি, সকলে স্বীয় স্বীয় রাষ্ট্রে গমন করিব; অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি প্রদান করুন!

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নরেন্দ্রগণের এই কথা শ্রবণে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, এই সমস্ত পরন্তপ রাজগণ প্রীতিপ্রযুক্ত আমাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, সংপ্রতি আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রে প্রস্থিত হইতেছেন, অতএব আমাদিগের অধিকার-সীমা পর্য্যন্ত তোমরা এই নৃপোত্তমগণের অনুসরণ কর! ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ ভ্রাতার আদেশ বাক্য স্বীকার করিয়া সমুদায় নরপতিগণের পশ্চাতে যথাযোগ্য একে একে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটরাজের, ধনঞ্জয় মহারথ মহাত্মা যজ্ঞসেনের, মহাবল ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, যোধপতি সহদেব সপুত্র বীরবর দ্রোণাচার্য্যের, নকুল পুত্রসহ সুবল-রাজের, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও সুভদ্রা-নন্দন পর্ব্বতীয় মহারথগণের এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর ক্ষত্রিয়গণের অনুগমন করিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরাও এইরূপে সুপূজিত হইয়া সকলে প্রতিগমন করিলেন। সমুদায় রাজেন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে পর প্রতাপবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন হে কুরুনন্দন! সৌভাগ্যক্রমে আপনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সমাপ্ত করিলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি দ্বারকায় গমন করি। জনার্দ্দনের এই কথা শ্রবণে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমি এই প্রধান যজ্ঞ প্রাপ্ত হইলাম। তোমার প্রসাদেই সমগ্র ক্ষত্রিয়কুল আমার বশবর্ত্তী হইলেন, এবং উৎকৃষ্ট উপহার আহরণ করিয়া আমার উপাসনা করিলেন! হে অনঘ! তোমা-ব্যতিরেকে আমি কস্মিন্ কালেও প্রীতিলাভ করিতে পারি না, অতএব তোমার গমনার্থে কি প্রকারে বাক্য বিতরণ করিব! কিন্তু কি করি, তোমাকে দ্বারকা নগরে অবশ্যই গমন করিতে হইবে! ধর্ম্মাত্মা মহাযশা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেই পৃথাসমীপে গমন-পূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে কহিলেন, হে পিতৃস্বসঃ! আপনকার পুত্রেরা সংপ্রতি সাম্রাজ্য প্রাপ্ত, কৃতার্থ ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেন; অতএব আপনি প্রীতিলাভ করুন, এবং আপনকার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে আমিও দ্বারকায় যাত্রা করি। অনন্তর কেশব সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকেও

বিদায়কাল-সমুচিত সম্ভাষণ করিলেন, পরে যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া স্নানাহ্নিক সমাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর মহাবাহু দারুক জলদ-কলেবর-তুল্য সুসজ্জিত রথ যোজন-পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন। তখন মহামনা পুণ্ডরীকাক্ষ গরুড়ধ্বজ রথ উপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিয়া দ্বারবতী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পদব্রজে মহাবল বাসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন বাগ্মিপ্রবর নলিন-লোচন হরি মুহূর্ত্তকাল রথবেগ সম্বরণ করিয়া ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যমসম্পন্ন হইয়া প্রজাপালন করুন; পর্জ্জন্য যেমন ভূতবর্গের উপজীব্য, মহাবৃক্ষ যেমন বিহঙ্গগণের উপজীব্য এবং পুরন্দর যেমন অমর-নিকরের উপজীব্য, সেইরূপ আপনি বান্ধব-বৃন্দের উপজীব্য হউন! কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির পরস্পর এইরূপ নিয়ম সম্ভাষণ করিয়া পরস্পরের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! যদুপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবল-নন্দন শকুনি, এই দুই নরবর কিছুদিন সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ও শিশুপালবধ-প্রকরণ সমাপ্ত।
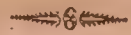
দ্যূতপ্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত-প্রবর! কুরুনন্দন দুর্য্যোধন শকুনির সহিত সেই সভায় বাস করত ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ব্বভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যে সমস্ত দিব্য নির্ম্মাণ-প্রণালী দর্শন করিলেন, পূর্ব্বে হস্তিনা নগরে তাহা আর কস্মিন্‌কালেও দেখিতে পান নাই। সেই মহীপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় কোন দিন সভামধ্যে স্ফটিকময় স্থলভাগের সন্নিহিত হইয়া বুদ্ধি-মোহ-প্রযুক্ত জলশঙ্কা করিয়া স্বীয় বসন উৎকর্ষণ করিলেন, এবং তাহাতে বিমুখ হওয়ায় দুর্ম্মনায়মান হইয়া সভা পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে স্ফটিক-তুল্য নির্ম্মল সলিল-শালিনী স্ফটিকময় কমল-শোভিতা একটী বাপীকে স্থল জ্ঞান করিয়া সবস্ত্রে জলমধ্যে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে জলে নিপতিত হইতে দেখিয়া কিঙ্করেরা অতিশয় হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজাজ্ঞায় তাঁহারে উৎকৃষ্ট বস্ত্র সমস্তও প্রদান করিল। তাঁহার সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া মহাবল ভীমসেন, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব সকলেই তখন হাস্য করিতে লাগিলেন। অমর্ষণ সুযোধন তাঁহাদিগের সেই উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু বাহ্য আকার গোপন করত তৎকালে মুখ তুলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। যেন জল পার হইবেন এই মনে করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বসন উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক স্থলে আরোহণ করিলেন, তাহাতে সকলেই পুনর্ব্বার হাস্য করিয়া উঠিল। একটি বদ্ধাকার স্ফটিকময় দ্বার নিরীক্ষণ করিয়া বিবৃত-বোধে দুর্য্যোধন যেমন প্রবেশোন্মুখ হইবেন অমনি মস্তকে আহত হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন; সেইরূপ স্ফটিকময় বিশাল-কপাটপুট-সংযুক্ত অপর এক বিবৃত দ্বার বদ্ধ বোধ করিয়া করযুগলদ্বারা বিঘট্টিত করত নির্গত হইয়া পতিত হইলেন; আবার তদ্রূপ বিততাকার অন্য এক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সম্বৃত বোধ করিয়া বাস্তবিক দ্বার স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন রাজসূয় মহাযজ্ঞে তাদৃশ অদ্ভুত সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া এবং সভামধ্যে উক্তরূপ বহুবিধ বিপ্রলম্ভ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক অপ্রহৃষ্ট-মানসে হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবদিগের লক্ষ্মী নিরীক্ষণে পরিতাপিত হইয়া

চিন্তাকুলচিত্তে গমন করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের বুদ্ধি পাপে কলুষিত হইয়া উঠিল। হে কুরুকুলধুরন্ধর! মহাত্মা পাণ্ডবগণকে হৃষ্টচিত্ত, সমুদয় পার্থিববর্গকে তাঁহাদিগের বশায়ত্ত ও আবাল বৃদ্ধ সকল লোককেই তাঁহাদিগের হিতনিরত দেখিয়া এবং তাঁহাদিগের সেই পরম মহিমা সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয় বিষাদে বিবর্ণ হইলেন। বিক্ষিপ্ত-চিত্তে গমন করিতে করিতে তিনি ধীমান্ ধর্ম্মরাজের সেই অনুপম সভা ও সমৃদ্ধির বিষয়ই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন কি তৎকালে তিনি এরূপ প্রমত্ত হইয়াছিলেন, যে সুবলনন্দন পুনঃপুন সম্ভাষণ করিলেও তাঁহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। শকুনি তাঁহাকে চলচিত্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতেছ, ইহার কারণ কি? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! মহাত্মা অর্জ্জুনের অস্ত্র-প্রতাপে বিজিত এই সমগ্র ভূমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী হইল এবং দেবলোকে শতক্রতুর ন্যায় সেই মহাদ্যুতি পৃথানন্দনের তাদৃশ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল দেখিয়া অমর্ষে পরিপূর্ণ ও দিনযামিনী দহ্যমান হওয়ায় আমি গ্রীষ্মকালে স্বল্পজলযুক্ত জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছি। দেখুন শিশুপাল যখন কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন, তখন তাঁহার পরিত্রাণের সহায় হয়েন, এমন কোন পুরুষই তথায় বিদ্যমান ছিলেন না। পাণ্ডবোত্থিত বহ্নিদ্বারা দহ্যমান হওয়াতেই রাজগণ বাসুদেবের সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন, নতুবা সে যাদৃশ বিষম অযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছিল কোন্ পুরুষ তাহা ক্ষমা করিতে পারেন? কেবল মহাত্মা পাণ্ডু-পুত্রগণের প্রতাপেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল; তাহার এই এক প্রমাণ দেখুন, নরপতিগণ বিবিধ রত্নসমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ হইয়া মহীপতি কুন্তীপুত্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। আমি ঈর্ষা করিবার যোগ্য নই তথাপি যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ দীপ্তিমতী রাজশ্রী সন্দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া দগ্ধ হইতেছি।

নরপতি দুর্য্যোধন যেন অগ্নিদ্বারা দহ্যমান হওয়ায় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার গান্ধাররাজকে কহিলেন, হে মাতুল! আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না, আমি হয় অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিব, না হয় বিষভক্ষণ করিয়া মরিব; কেন না লোকমধ্যে কোন্ সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুদিগকে উন্নতিশীল এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন? সংপ্রতি পাণ্ডবগণের তাদৃশ সৌভাগ্য সমাগম সন্দর্শনে আমি যে সহ্য করিতেছি ইহাতে আমি না স্ত্রী, না অস্ত্রী, না পুরুষ না নপুংসক কিছুই নহি; কারণ, যদি স্ত্রী হইব, তবে ঈদৃশ নিরর্থক পুরুষাকারে বিড়ম্বিত হইব কেন! যদি স্ত্রী না হইব, তবে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া পুরুষাকার-বিহীন হইব কেন! যদি পুরুষ হইব, তবে সপত্নী-সম্পত্তিসহনশীলা মহিলার ন্যায় সপত্নসম্ভূত-দুঃখরাশি সহ্য করিব কেন! যদি নপুংসক হইব, তবে বৃথা পৌরুষাভিমানী হইব কেন! সুতরাং পুরুষকারাভিমানসত্ত্বেও তাহা যখন প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতেছি, তখন কিছুই নই বৈ আর কি বলিব! সমগ্র বসুন্ধরার আধিপত্য, তাদৃশী ধনসমৃদ্ধি ও তাদৃশ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সন্তপ্ত হইতে না পারেন? আমি একাকী তাদৃশী রাজলক্ষ্মী আহরণ করিতে অসমর্থ এবং সহায় সমস্তও দেখিতে পাই না, এই নিমিত্তই মৃত্যু চিন্তা করিতেছি। কুন্তীপুত্রের মহাজন-সদৃশ সেই বিশুদ্ধ রাজশ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই প্রধান, পুরুষার্থ নিরর্থক। দেখুন, তাহার বিনাশের নিমিত্তে আমি পূর্ব্বে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সে সলিলমধ্যে নলিনের ন্যায় তৎসমুদায়ই অতিক্রম করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল! সুতরাং আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষকারকে নিরর্থক জ্ঞান করিতেছি, যেহেতু পৌরুষাবলম্বী ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ দিন দিন হীয়মান

এবং দৈবাশ্রয়ী পৃথাতনয়েরা বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। হে মাতুল! সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা সন্দর্শনে এবং রক্ষকদিগের সেই উপহাস শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া আমি যেন অগ্নিতে পরিতপ্ত হইতেছি, অতএব আপনি আমাকে মরণে অনুজ্ঞা করুন এবং আমার এই অমর্ষাবেশের কথা ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করুন।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শকুনি কহিলেন, দুর্য্যোধন! যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার অমর্ষ করা কর্ত্তব্য নহে; পাণ্ডবেরা সর্ব্বদা স্বকীয় ভাগ্যই ভোগ করে। দেখ, পূর্ব্বে তুমি তাদৃশ বহুবিধ উপায়দ্বারা বারম্বার তাহাদিগের বিনাশচেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু সেই নরব্যাঘ্রেরা ভাগ্যের সাহায্যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হে রাজন্! তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়াছে, পুত্রগণসহ দ্রুপদকে ও বীর্য্যবান্ বাসুদেবকে পৃথিবীলাভবিষয়ে সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক রাজ্যাংশে বঞ্চিত না হইয়া তাহা লাভ করত স্বকীয় প্রতাপসহকারে বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার সম্ভাবনা কি? ধনঞ্জয় হুতাশনের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া গাণ্ডীব শরাসন, অক্ষয় তূণদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমস্ত লাভ করিয়াছে এবং আপনার বাহুবীর্য্যের সাহায্যে সেই উৎকৃষ্ট কার্ম্মুকদ্বারা সমগ্র মহীপালবর্গকে বশীকৃত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? অপিচ শত্রুতাপন সব্যসাচী অগ্নিদাহ হইতে ময়দানবকে মোচিত করিয়া তৎকর্ত্তৃক সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, এবং সেই ময়ের আদেশক্রমেই কিঙ্কর নামক ভীষণ রাক্ষসেরা সেই সভা বহন করিতেছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনা কি? হে ভারত! তুমি যে অসহায়তার কথা বলিলে তাহা মিথ্যা, যেহেতু এই সমস্ত ভ্রাতৃগণ তোমার বশানুবর্ত্তী রহিয়াছে; মহাধনুর্দ্ধারী বীর্য্যবান্ দ্রোণ ও তাঁহার পুত্র, সূতকুমার কর্ণ, মহারথ কৃপাচার্য্য, পৃথিবীশ্বর সৌমদত্তি, আমি ও আমার সহোদরগণ, আমরা সকলেই তোমার সহায় আছি; এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও সমুদয় বসুন্ধরা জয় কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনকার ও অন্যান্য মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি পাণ্ডবদিগকেই জয় করিব। ইহাদিগকে এক্ষণে জয় করিতে পারিলে মহী, মহীপাল সমুদায় ও মহাধনসম্পন্না সেই সভা, সকলই আমার হইবে। শকুনি কহিলেন, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্রগণ ইহাঁদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবতারাও পারেন না; ইহাঁরা সকলেই মহারথী, মহাধনুর্দ্ধারী, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। তবে, যে উপায় দ্বারা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারা যায় তাহা আমি জ্ঞাত আছি; হে রাজন্! তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং সেই উপায়ই অবলম্বন কর। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! সুহৃদ্বর্গের ও অপরাপর মহাত্মাদিগের প্রমাদকৃত বিনাশ ব্যতিরেকে যদি কোন উপায়দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিতে পারা যায় তবে তাহা আমারে বলুন! শকুনি কহিলেন, কুন্তীনন্দন রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির ক্রীড়া করিতে জানেন না, অথচ দ্যূতে বিলক্ষণ আসক্ত, ক্রীড়ার্থে আহূত হইলে তিনি কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে কুরুকুলতিলক! দ্যূতক্রীড়ায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে, ত্রিভুবন মধ্যে মৎসদৃশ ক্রীড়াদক্ষ আর কেহই নাই; অতএব তুমি দ্যূতার্থে তাঁহাকে আহ্বান কর। হে পুরুষপ্রবর, মহারাজ দুর্য্যোধন! অক্ষক্রীড়ায় আমার যেরূপ কৌশল আছে তাহাতে আমি অবশ্যই তাঁহার রাজ্য এবং সেই দীপ্তিমতী লক্ষ্মী তোমার নিমিত্তে গ্রহণ করিব সন্দেহ নাই; পরন্তু তুমি রাজার নিকটে এই সকল কথা বিজ্ঞাপন কর, তোমার পিতা অনুজ্ঞা করিলেই আমি নিঃসন্দেহ

তাহাদিগকে জয় করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সুবলাত্মজ! আপনিই কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যথান্যায়ে নিবেদন করুন, আমি এ কথা নিবেদন করিতে পারিব না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি গান্ধারীকুমারের সহিত নরপতি যুধিষ্ঠিরের সেই মহাযজ্ঞ রাজসূয় অনুভব করিয়া এবং তাহাতে দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদীয় প্রিয়বাক্য সম্পাদন মানসে আসনে উপবিষ্ট প্রজ্ঞানেত্র মহাপ্রাজ্ঞ জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন-পূর্ব্বক তখন এই কথা বলিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, দীনভাবাপন্ন ও চিন্তানিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি তাঁহার বিষয় বোধগম্য করুন; জ্যেষ্ঠপুত্রের শত্রুসম্ভূত অসহ্য হৃদয়শোক সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া অবগত হইতেছেন না কেন? শকুনির এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যে অতিশয় কাতর হইয়াছ ইহার কারণ কি? হে কুরুসত্তম! যদি সে বিষয় আমার শ্রোতব্য হয় তবে ব্যক্ত কর, এই শকুনি বলিতেছেন, তুমি মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও শীর্ণদেহ হইয়াছ, কিন্তু আমি চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতে পাই না; কেননা এই বিপুল ঐশ্বর্য্য-সমুদায়ই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্বর্গ কদাচ তোমার অপ্রিয়াচরণ করেন না; তুমি উত্তম উত্তম বস্ত্র-সমস্ত পরিধান করিতেছ, উত্তম পলান্ন ভোজন করিতেছ, এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব-সকল তোমাকে বহন করিতেছে, তবে তুমি কি নিমিত্তে পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণকায় হইতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ! মহামূল্য শয্যাসমুদায়, মনোরম রমণীগণ, নানালঙ্কৃত গৃহনিবহ, ইচ্ছানুরূপ বিহারস্থান এ সমস্ত দেবতাদিগের ন্যায় তোমার বচনবদ্ধ রহিয়াছে, তুমি আদেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়, সন্দেহ নাই; অতএব হে বৎস! ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তুমি কি নিমিত্তে শোক করিতেছ? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমি ভোজন, পরিধান করিতেছি সত্য বটে, কিন্তু কুপুরুষের ন্যায় কালপর্য্যয় প্রতীক্ষা করত উগ্রতর অমর্ষও ধারণ করিতেছি। শত্রুর সমৃদ্ধি সহ্য করিতে না পারিয়া যে ব্যক্তি তৎসম্ভূত ক্লেশ হইতে স্বকীয় প্রজাগণকে মুক্ত করিবার আশয়ে তাহাকে অভিভূত করত অবস্থান করেন, তাঁহাকেই পুরুষ বলা যায়। হে ভারত! আমার পর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, সেই সন্তোষই তাহার শ্রী নাশ করে; অভিমান, দয়া ও ভয়ে আবৃত হইয়া সে কদাচ উচ্চপদ লাভ করিতে পারে না। আমি যাহা কিছু ভোগ করি, যুধিষ্ঠিরের শ্রী দেখিয়া তাহা আর প্রীতিকর হয় না; কুন্তীকুমারের অতিদীপ্তিমতী রাজশ্রীই আমার শ্রীর বিবর্ণকারিণী হইয়াছে! এখন কিছু আমি তাহার শ্রী দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার মনোমধ্যে তাহা যেন উত্থানশীল হইতেছে! শত্রুদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়াই আমি মলিন, দীনভাবাপন্ন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছি। যুধিষ্ঠির অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতকদিগকে প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করেন; তদ্ভিন্ন অন্য দশ সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহে প্রতি দিন সুবর্ণপাত্রে উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। কাম্বোজরাজ তাঁহার নিকটে কদলী নামক মৃগসকলের কৃষ্ণ, শ্যাম ও অরুণবর্ণ চর্ম্ম-সমস্ত এবং মহামূল্য কম্বল-সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজভবনে শত শত সহস্র সহস্র অশ্বযোষিৎ, অশ্ব ও গজ এবং ত্রিংশৎ সহস্র উষ্ট্রযোষিৎ বিচরণ করে, যেহেতু রাজন্যগণ উপহার স্বরূপে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। হে পৃথিবীপতে! রাজসূয় মহাযজ্ঞে পার্থিবগণ কুন্তীপুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ প্রচুর রত্নরাশি আহরণ করিয়া-

ছিলেন। ফলত ধীমান্ পাণ্ডুনন্দনের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছিল, পূর্ব্বে আমি আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টিও করি নাই, শ্রবণও করি নাই। হে বিশাম্পতে! শত্রুর সেই অপরিসীম ধনরাশি দর্শন করিয়া নিরন্তর চিন্তাপরায়ণ হওয়ায় আমি আর স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ক্ষেত্রাদি বৃত্তি-ভোগী গোধনসম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণগণ ত্রিখর্ব্ব-সংখ্যক উপহার গ্রহণ করিয়া রক্ষিগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন; ঘৃতপূর্ণ কাঞ্চনময় কমণ্ডলুসকল বলিস্বরূপে আহরণ করিয়াও তাঁহারা প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। অমরাঙ্গনারা বাসবের নিমিত্তেও যাহা ধারণ না করেন, সমুদ্র বরুণ-সম্বন্ধীয় সেই মধু কাংস্যপাত্রস্থ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে আহরণ করিয়াছিলেন। সহস্র সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত, বহুরত্নবিভূষিত সমুদ্র-জলপূর্ণ শৈক্য ও শঙ্খোত্তম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় দৃষ্টি করিয়া আমার গাত্রে যেন জ্বর আসিয়াছিল। হে তাত, ভরতর্ষভ! শৈক্য লইয়া লোকে পূর্ব্ব দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করে, এবং পশ্চিম সমুদ্রেও যায়, কিন্তু খেচরজাতি ব্যতিরেকে উত্তর সাগরে কেহই গতিবিধি করিতে পারে না; অর্জ্জুন সে স্থানেও দণ্ড-প্রচার করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছিল। বিশেষত ঐ যজ্ঞে আরও যে একটি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন; ভোজনে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণের লক্ষসংখ্যা পূর্ণ হইলে নিয়ত এক এক বার শঙ্খধ্বনি হইবে, তদ্বিষয়ে এইরূপ সঙ্কেত স্থাপিত হইয়াছিল; হে ভারত! বারম্বার নিনাদকারী সেই শঙ্খের শব্দ আমি নিরন্তর শ্রবণ করিতাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইত। মহারাজ! দর্শনার্থী বহুল পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হওয়ায় সেই সভামণ্ডপ তারক-নিকর বিরাজিত বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। হে জনেশ্বর! সেই শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডু-তনয়ের যজ্ঞে পৃথিবীপাল পার্থিবগণ বৈশ্যবর্গের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার রত্ন আহরণ করিয়া দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। ফলত যুধিষ্ঠিরেতে যে শ্রী বিরাজ করিতেছে তাহা, কি দেবরাজ কি যম কি বরুণ কি কুবের কাহারও নাই। হে রাজন্! পাণ্ডু-তনয়ের তাদৃশী পরমা শ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ দহ্যমান হইতেছে, আমি কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। দুর্য্যোধনের এই কথায় শকুনি কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম, ভারত! যুধিষ্ঠিরেতে তুমি এই যে অতুল্য লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়াছ, তাহা লাভ করিবার উপায় আমার নিকটে শ্রবণ কর। পৃথিবীমধ্যে আমার মত অক্ষাভিজ্ঞ লোক অতি বিরল; আমি পাশ-ক্রীড়া বিষয়ে জয় পরাজয়ের মর্ম্মজ্ঞ, তদনুসারে পণিত দ্রব্য নির্দ্দেশে অভিজ্ঞ এবং দেশকালাদির বিশেষজ্ঞ; যুধিষ্ঠিরের দ্যূতে প্রীতি আছে বটে, কিন্তু তিনি ক্রীড়া করিতে জানেন না; দ্যূত কিম্বা যুদ্ধের নিমিত্তে আহূত হইলে তিনি অবশ্যই আসিবেন; আমিও কপটাচরণ দ্বারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিব এবং সেই দিব্য সমৃদ্ধি সমানয়নে সমর্থ হইব; অতএব তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুনি এইরূপ উক্তি করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন তৎক্ষণমাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, মহারাজ! এই অক্ষজ্ঞান-পারদর্শী মাতুল দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্রের ঐশ্বর্য্য আহরণে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমার মন্ত্রী তাঁহার পরামর্শে আমি সতত অবস্থিত আছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব; যেহেতু সেই দীর্ঘদর্শী, ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাহাতে উভয় পক্ষের পরম হিত হয় সেইরূপ যুক্তিযুক্ত পরামর্শই বলিবেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আপনকার

সহিত মিলিয়া পরামর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি আমার অভিপ্রেত হইতে আপনাকে নিবর্ত্তিত করিবেন, আপনি নিবৃত্ত হইলে, আমিও নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই; আমি মৃত হইলে আপনি বিদুরের সহিত সুখী হইবেন এবং সমগ্র বসুন্ধরা সম্ভোগ করিবেন; আমাকে লইয়া আপনকার আর কি হইবে!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের সেই প্রণয়োদিত কাতরোক্তি শ্রবণে তদীয় মতে অবস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা করিলেন, আমার আদেশক্রমে শিল্পকরেরা আমার নিমিত্তে একটি সুবিস্তীর্ণা সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বারযুক্তা নয়নকমনীয়া মনোরমা সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ করুক, তৎপরে তোমরা সর্ব্বদেশীয় মণিকারদিগকে আনয়নপূর্ব্বক সেই সভামণ্ডপ ক্রমে ক্রমে রত্নখচিত সুভূষিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন কর। মহারাজ! ভূমিপতি ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের চিত্তশান্তির নিমিত্ত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরে বিদুরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যেরই কর্ত্তব্যতাবধারণ করিতেন না, এবং দ্যূতক্রীড়ায় যে বিস্তর দোষ আছে তাহাও জানিতেন, তথাপি পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ধীমান্ বিদুর সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কলহের দ্বার উপস্থিত হইল, এবং সর্ব্বনাশের মূল উৎপন্ন হইল, এইরূপ বিবেচনায় দ্রুতপদে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমন করিলেন। তিনি মহাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া মস্তকদ্বারা তদীয় চরণযুগলে প্রণতি-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, মহারাজ! আপনকার এইরূপ কার্য্যনিশ্চয়ে আমি অনুমোদন করিতে পারি না; হে প্রভো! যাহাতে পুত্রগণমধ্যে পরস্পর ভেদ না জন্মে তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ক্ষত্তঃ! যদি দেবতারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে আমার পুত্রগণমধ্যে কদাচ পরস্পর কলহ উৎপন্ন হইবে না। অতএব অশুভই হউক বা শুভই হউক, অহিতই হউক আর হিতই হউক, সুহৃদ্দ্যূত প্রবর্ত্তিত হউক; ইহা নিশ্চয়ই দৈবের কর্ম্ম সন্দেহ নাই। হে ভারত! আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিলে দৈববিহিত অনয় কোন ক্রমে ঘটিবে না; অতএব তুমি বাতবেগী তুরঙ্গম-যোজিত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অদ্যই খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! তোমাকে এই কথা বলিতেছি, এই ব্যবসায় আমার এ কথা তোমার বক্তব্য নহে; যদ্দ্বারা ইহা ঘটিতেছে সেই দৈবকেই আমি প্রধান করিয়া মানিতেছি। ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্যে ধীমান্ বিদুর, এ কুল আর রহিল না, এইরূপ চিন্তা করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
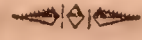
জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যাহাতে তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবর্গের মহানর্থকরী সেই দ্যূতক্রীড়া কি প্রকারে হইয়াছিল? দ্যূত-সভায় কোন্ কোন্ রাজা সভিক ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ক্রীড়াবিষয়ে অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? হে দ্বিজসত্তম! আমার ইচ্ছা হয়, আপনি বিস্তারক্রমে এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, যেহেতু ইহা পৃথিবী বিনাশের মূল।

সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সকলবেদবেত্তা মহামতি ব্যাসশিষ্য, তৎকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারতসত্তম, মহারাজ! যদি আপনকার শ্রবণে স্পৃহা হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার বিস্তারক্রমে এই কথা শ্রবণ করুন।

অম্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের মত অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে নির্জ্জনে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে গান্ধারে! দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, যেহেতু বিদুর ইহার প্রশংসা করিলেন না; এই সুমহাবুদ্ধি কদাচ আমাদিগের অহিত বাক্য বলিবেন না। বিদুর যাহা কিছু বলেন, আমি তাহা পরম হিতকর জ্ঞান করি; অতএব হে পুত্র! তুমি তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান কর, যেহেতু তাহাই তোমার পক্ষে হিতকর বোধ হইতেছে। অমরগুরু দেবর্ষি উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি ধীসম্পন্ন দেবরাজকে যে যে শাস্ত্র বলিয়াছিলেন, মহাকবি বিদুর রহস্যের সহিত তৎ সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন; হে বৎস! আমিও তাঁহার পরামর্শানুসারে নিয়ত কার্য্য করিয়া থাকি। হে নরপতে! মহাবুদ্ধি উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিগণমধ্যে প্রশংসিত, সেইরূপ মেধাবী বিদুর কুরুগণের প্রধান বলিয়া অভিমত; অতএব হে পুত্র! তাঁহার যখন অনভিমত হইতেছে, তখন আর দ্যূতে প্রয়োজন নাই; দ্যূতে সুহৃদ্ভেদ হইতে দেখা যায় এবং সুহৃদ্ভেদে রাজ্যের বিনাশ হয়, অতএব তুমি তাহা পরিত্যাগ কর। পুত্রের প্রতি পিতামাতার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, সেই পিতৃপিতামহ পরম্পরাগত রাজ্যপদে তুমি অধিরূঢ় হইয়াছ, অধ্যয়ন করিয়াছ, শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছ, এবং গৃহমধ্যে সতত লালিত পালিত হইয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি ভ্রাতৃগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোন্ শোভন বস্তু প্রাপ্ত না হইতেছ! যেরূপ উৎকৃষ্ট অশন বসন সাধারণ লোকের অলভ্য, তাহা তুমি লাভ করিয়াছ, পৈতৃক বিশাল রাষ্ট্র বর্দ্ধিত করিয়াছ এবং নিয়ত আজ্ঞা প্রচার করত স্বর্গে দেবেশ্বরের ন্যায় শোভা পাইতেছ, তথাপি কি নিমিত্তে শোক করিতেছ? হে বৎস! তুমি কিছু অজ্ঞান নহ, বেদিতব্য সকল বিষয়ই তোমার বিদিত হইয়াছে, তথাপি দুঃখসাধন এই শোকমূল কি কারণে উৎপন্ন হইল, তাহা আমারে বল!

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি নিতান্ত পাপপুরুষ, এই নিমিত্তেই শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়াও ভোজনাচ্ছাদন করিতেছি, শত্রু-সমৃদ্ধি সন্দর্শনে যে ব্যক্তি অমর্ষ-পরবশ না হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে অধম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে বিভো! এই সাধারণী লক্ষ্মী আমার প্রীতিকরী হইতেছে না, কুন্তীপুত্রেতে রাজলক্ষ্মী দেদীপ্যমানা হইতেছে এবং সমগ্র পৃথিবীই তাঁহার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে দেখিয়া আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছি; অধিক কি বলিব, আমি দারুণ কঠিন হৃদয় বলিয়াই এত দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি! দেখুন নীপ, চিত্রক, কৌকুর, কারস্কর ও লৌহজঙ্ঘেরা যুধিষ্ঠিরের ভবনে যেন দাসবৎ অবনত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সীমান্তবর্ত্তী হিমালয় সাগর জলপ্রায় দেশ-প্রভৃতি সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠির-সদনে পরাভব-প্রাপ্ত হইয়াছে। হে বিশাম্পতে! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সৎকার-পূর্ব্বক রত্ন-গ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্নজাত উপস্থিত হইয়াছিল, তৎ সমুদায়ের পরপার বা অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হে ভারত! সেই ধন গ্রহণ করিতে আমার হস্ত পরাস্ত হইয়াছিল; আমি পরিশ্রান্ত হইলে উপহার-হারকেরা দূরাহৃত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিত। হে ভারত! ময়দানব বিন্দুসরোবর-সন্নিহিত রত্ননিকর দ্বারা তথায় স্ফটিক-কমলাস্তীর্ণ যে একটি কৃত্রিম সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা আমি জল পরিপূর্ণা প্রকৃত সরসীর ন্যায় সন্দর্শন করিয়াছিলাম; সেই জলভ্রমে যেমন বস্ত্র উৎকর্ষণ করিলাম অমনি বৃকোদর আমাকে শত্রুর সমৃদ্ধি-বিশেষ দর্শনে বিমূঢ় ও রত্নবিহীন মনে করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। হে নরাধিপ! যদি আমি সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ এই দণ্ডে বৃকোদরকে নিপাতিত করি, কিন্তু তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত যদি উদ্যম

প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদিগেরও শিশুপালের ন্যায় গতি হয়, সন্দেহ নাই। হে ভারত! সপত্নের সেই উপহাস আমাকে যেন দগ্ধ করিতেছে। আরও দেখুন, আমি কমলশালিনী তাদৃশী আর একটি প্রকৃত বাপীকে শিলাসমা জ্ঞান করিয়া জলমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে অর্জ্জুন ভীমের সহিত আমারে সুস্বরে উপহাস করিয়াছিল এবং দ্রৌপদীও স্ত্রীগণের সহিত আমার মর্ম্মবেদনা প্রদান করত হাস্য করিয়াছিল। আমার বস্ত্র জলে ক্লিন্ন হইলে কিঙ্করেরা রাজার আদেশক্রমে আমাকে অন্য বসনসকল প্রদান করিয়াছিল, তাহাও আমার একটি পরম দুঃখ। হে নরাধিপ! আরও একটা বঞ্চনার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন; বাস্তবিক দ্বার নহে, অথচ দ্বারাকারে নির্ম্মিত, এরূপ এক প্রদেশ দিয়া যেমন নির্গত হইবার উপক্রম করিব, অমনি শিলায় অভিহত হইয়া ললাটদেশে বিলক্ষণ বিক্ষত হইলাম। তখন নকুল সহদেব দূর হইতে আমাকে তথায় আহত হইতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করত উভয়ে মিলিয়া বাহুদ্বারা গ্রহণ করিল, পরন্তু সেই অবস্থায় সহদেব যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমারে বারম্বার এই কথা বলিল, রাজন্! এই দ্বার, এই স্থান দিয়া গমন করুন। মহারাজ! ভীমসেনও সেই অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া আমাকে "অহে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়!" এইরূপ সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিয়াছিল, এই দিকে দ্বার। এতদ্ভিন্ন আমার আরও মনস্তাপের কারণ এই যে পূর্ব্বে যে সকল রত্নের নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করি নাই, তৎসমুদায় সেই সভায় নিরীক্ষণ করিয়াছি।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ভারত! ভূমিপালগণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে নানাস্থান হইতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ধন আহরণ করিয়াছিলেন, এবং আমি যাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। মহারাজ! শত্রুর সেই ধন অবলোকন করিয়া আমি হতবুদ্ধি ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম; সংপ্রতি কোন্ কোন্ দেশ হইতে কতসংখ্যক কি কি প্রকার ধন আহৃত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, অবধান করুন। কাম্বোজরাজ মেষমূষিকমার্জ্জারাদির লোমসম্ভূত, সুবর্ণতন্তু-বিচিত্রিত বহুসংখ্য উত্তম উত্তম উত্তরীয় বসন ও চর্ম্মসমস্ত, তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় চিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও শুকনাসিক তিন শত অশ্ব এবং পীলু, শমী ও ইঙ্গুদফলদ্বারা পরিপুষ্ট তিন শত উষ্ট্র-যোষিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! বলীবর্দ্দপোষক ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরা সকলে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রীতিনিমিত্ত ত্রিখর্ব্বসংখ্যক উপহার গ্রহণ করিয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। ক্ষেত্রাদি-বৃত্তিভোগী গোধন-সম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণগণ ঘৃতপূর্ণ কাঞ্চনময় কমণ্ডলু-সকল বলিস্বরূপ আহরণ করিয়াও প্রবেশ-লাভ করিতে পারেন নাই। সমুদ্রতীর-নিবাসী শূদ্রেরা কার্পাসিক-নিবাসিনী শ্যামা কৃশাঙ্গী দীর্ঘকেশী স্বর্ণাভরণ-ভূষিতা শত সহস্র দাসী, উত্তম ব্রাহ্মণদিগের উপযুক্ত রাঙ্কব ও অজিন-সমস্ত এবং গান্ধারদেশ-জাত অশ্বসমূহ, এই সকল উপহার সংগ্রহ-পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিল। সিন্ধুপারে ও সমুদ্রতীরস্থ গৃহোদ্যানে উৎপন্ন যে সকল মনুষ্যেরা দেব-মাতৃক ও নদী-মাতৃক ধান্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবেরা বহুবিধ রত্ন, হিরণ্য, ছাগ, মেষ, গো, উষ্ট্র-প্রভৃতি পশুবর্গ, ফলজাত মধু ও নানাবিধ কম্বল উপহার লইয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারে অবস্থিত ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ম্লেচ্ছদিগের অধীশ্বর শৌর্য্য-সম্পন্ন বলবান্ মহারথ রাজা ভগদত্ত যবনগণের সহিত বায়ুতুল্য বেগশালী শীঘ্রগামী সুজাত অশ্ব-সমূহ ও অন্য অন্য বলিসমুদায় গ্রহণ করিয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন। তখন সেই প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মহা-

মূল্য মণিময় ভূষণ ও নির্ম্মল গজদন্তনির্ম্মিত মুষ্টি-বিশিষ্ট অসিসমূহ প্রদান করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। এতদ্ভিন্ন তথায় আমি নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত, দ্বিনেত্র, ত্রিনেত্র, ললাটনেত্র, ঔষ্ণীক, অন্তবাসী, রোমক, নরভক্ষক ও একপাদদিগকে দ্বারে নিবারিত হইতে দেখিয়াছিলাম। করপ্রদানার্থী রাজগণ বঙ্ক্ষুতীর-সম্ভূত, নানাজাতীয়, মহাকায়, কৃষ্ণগ্রীব, দূরগামী, সুশিক্ষিত, দিঙ্মণ্ডল-বিখ্যাত, যথাপ্রমাণ ও মনোহর-বর্ণবিশিষ্ট, দশ সহস্র রাসভ ও বহুল রজত কাঞ্চন উপহার আহরণ করিয়াছিলেন, এবং তৎসমুদায় প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠির-সদনে প্রবিষ্ট হইতে পাইয়াছিলেন। একপাদেরা ইন্দ্রগোপ-কীটতুল্য লোহিতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন-জলদবর্ণ, শক্রধনু-সদৃশ শবলবর্ণ, এইরূপ নানা বর্ণবিশিষ্ট মনের ন্যায় মহাবেগশালী আরণ্য অশ্বসমূহ ও অমূল্য সুবর্ণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিল। চীন, শক, ঔড্র, বর্ব্বর, বনবাসী, বৃষ্ণিবংশীয়, হারহূন, কৃষ্ণহিমাচল-নিবাসী, নীপ, অনূপ-প্রভৃতি বহুবিধ লোকসমূহ তাঁহাকে নানারূপ বহুসংখ্য বস্তু করার্থে প্রদান করিতে সমাগত হইয়া দ্বারে নিবারিত রহিয়াছে দেখিয়াছিলাম। বঙ্ক্ষুতীর-নিবাসীরা কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশপ্রধাবী যথাপ্রমাণ বর্ণ ও সুন্দর-স্পর্শযুক্ত দিঙ্মণ্ডল-বিখ্যাত সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাসভ, ঊর্ণানির্ম্মিত রাঙ্কব কীটজ পট্টজ প্রভৃতি অকার্পাস-সম্ভূত মসৃণ গুচ্ছীকৃত কমল-সদৃশ সহস্র সহস্র বস্ত্র, কোমল মেষচর্ম্ম, শাণিত সুদীর্ঘ অসি, ঋষ্টিক ও পরশ্বধ, পশ্চিমদেশ-সমুৎপন্ন নিশিত পরশু, বিবিধ গন্ধরস ও সহস্র সহস্র রত্নপ্রভৃতি সম্পূর্ণ উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে নিবারিত ছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমশ ও শৃঙ্গী মানবেরা দূরগামী বহুসংখ্য মহাগজ, অর্ব্বুদ অশ্ব, বহুশত পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ-প্রভৃতি বিবিধ বলি সংগ্রহ করিয়া দ্বারে নিবারিত ছিল। পূর্ব্বদেশাধীশ্বর নরপতিগণ মহামূল্য আসন, শয়ন ও যান, মণিকাঞ্চন-বিচিত্রিত গজদন্তনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুবর্ণ পরিষ্কৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-সমাবৃত সুশিক্ষিত অশ্বসম্পন্ন বিবিধাকার রথ, বিচিত্র গজ, কম্বল, বহুতর রত্ন ও নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ-প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র, এই সমস্ত মহৎ বস্তু প্রদান করিয়াও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসদনে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
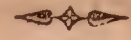
দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অনঘ! ভূপালগণ যজ্ঞের নিমিত্তে যুধিষ্ঠিরকে যে মহান্ ধন-সঞ্চয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই নানাপ্রকার করদানের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহারা সুমেরু ও মন্দর ভূধরের মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদানাম্নী সৈকতিনীর উভয় পার্শ্বে কীচকাখ্য সচ্ছিদ্র বংশের রমণীয় ছায়ায় বসিয়া সুখানুভব করেন, সেই খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গন, ও পর-তঙ্গন ভূপতিগণ পিপীলিকা-সমুদ্ধৃত পিপীলিক নামক দ্রোণ-পরিমিত রাশি রাশি সুবর্ণ আহরণ করিয়াছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পার্ব্বতীয়েরা মনোহর কৃষ্ণবর্ণ ও শশিসদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর-নিকর, হিমাচল-কুসুম-সম্ভূত সুস্বাদু বহুল মধু, উত্তরকুরু হইতে সজল-মাল্য, উত্তর-কৈলাস হইতে ওষধি-সমস্ত ও অন্যান্য উপহার আহরণ-পূর্ব্বক প্রণত-ভাবে অবস্থিত হইয়া নরপতি যুধিষ্ঠিরের দ্বারদেশে নিবারিত ছিল। হে প্রভো! হিমালয়ের উত্তরার্দ্ধে, সূর্য্যোদয়-শিখরে, করূষদেশীয় সমুদ্রপ্রান্তে ও লৌহিত্য-পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভূপালবর্গ এবং ফলমূলাহারী, চর্ম্মপরিধায়ী, ক্রূরশস্ত্রধারী, ক্রূরকর্ম্মকারী, কিরাতদিগকেও আমি তথায় অবলোকন করিয়াছিলাম। মহারাজ! তাহারা ভারে ভারে চন্দন অগুরু ও কৃষ্ণাগুরু, রাশি রাশি চর্ম্ম-রত্ন, সুবর্ণ ও গন্ধদ্রব্য, কিরাতজাতীয় দশ সহস্র দাসী ও মনোহর আকারাদি-বিশিষ্ট দূরদেশজাত মৃগ

বিহঙ্গ-সকল আহরণ করিয়া এবং গিরিকদর হইতে সঞ্চিত বিপুল তেজোযুক্ত স্বর্ণ ও অপরাপর সম্পূর্ণ উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারে নিবারিত ছিল। হে বিশাম্পতে! কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, শূর, বৈয়ামক, ঔডুম্বর, দুর্ব্বিভাগ, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকাচন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব, বশস্তি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, কুকুর, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য ও গয়, এই সমস্ত সুজাতি, গোষ্ঠীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। হে ভারত! বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক, দ্রৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, শৈশব ও বহুসংখ্য কর্ণপ্রাবারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজশাসনানুসারে দ্বারপালগণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিলেন যে, "আপনারা যদি কালপ্রতীক্ষা করিতে পারেন এবং যদি সুন্দর উপহার আহরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দ্বার প্রাপ্ত হইবেন।" অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে, কাম্যক সরোবরের উভয় পার্শ্বে উৎপন্ন লাঙ্গলদণ্ডতুল্য দন্তযুক্ত, কাঞ্চনকক্ষ, কুথাচ্ছাদিত হওয়ায় যেন পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শৈলসদৃশ, নিত্যমত্ত, কবচাবৃত, সহিষ্ণুতা-সম্পন্ন, সৎকুলজাত দশ শত কুঞ্জর প্রদান করিয়া দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইতে পাইয়াছিলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মানববর্গ ও অপরাপর মহাত্মাগণ তথায় রত্নজাত আহরণ করিয়াছিলেন। হে কুরুনন্দন মহারাজ! ইন্দ্রানুচর চিত্ররথনামা গন্ধর্ব্বরাজ বাতবেগী চারিশত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হৃষ্টচিত্তে আম্রপত্রতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, স্বর্ণমালী একশত ঘোটক দিয়াছিলেন। শূকর নামক ম্লেচ্ছদিগের কৃতী অধিপতি বহুশত গজরত্ন অর্পণ করিয়াছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট উপহারের নিমিত্ত দুই সহস্র হেমমালী মত্ত বারণ আহরণ করিয়াছিলেন। হে নরাধিপ! রাজা বসুদান পাংশুরাষ্ট্র হইতে ষড়্‌বিংশতি হস্তী, বেগ ও সত্ত্বসম্পন্ন বয়ঃস্থ দুই সহস্র কাঞ্চনমালী অশ্ব ও অপর সমুদায় উপহার সংগ্রহ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে নিবেদন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী সস্ত্রীক দশ সহস্র দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়্‌বিংশতি রথ, এমন কি সমুদায় রাজ্যই পাণ্ডবদিগকে যজ্ঞার্থে নিবেদিয়াছিলেন। বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবও অর্জ্জুনের মান বর্দ্ধন করত চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট মাতঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের আত্মা এবং ধনঞ্জয়ও কৃষ্ণের আত্মা; অর্জ্জুন কৃষ্ণকে যাহা কিছু বলেন, কৃষ্ণ তৎসমুদায়ই নিঃসংশয়ে সম্পন্ন করিতে পারেন, এমন কি তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত স্বর্গলোকপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং অর্জ্জুনও কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। চোলরাজ ও পাণ্ড্যরাজ মলয়গিরি হইতে হেমকুম্ভ-সমাহৃত সুগন্ধ চন্দনরস, দর্দ্দুর ভূধর হইতে চন্দনাগুরুসম্ভার, সমুজ্জ্বল মণিরত্ন ও কাঞ্চনবিরাজিত সূক্ষ্মবস্ত্র এই সমস্ত সংগ্রহ-পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াও দ্বারলাভ করিতে পারেন নাই। সিংহলেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাকলাপ এবং শত শত গজ কম্বল উপহার দিয়াছিলেন। লোহিতাপাঙ্গ শ্যামাঙ্গ মানবেরা মণিখণ্ড-সমাবৃত তৎসমুদায় আস্তরণ গ্রহণপূর্ব্বক নিবারিত হইয়া দ্বারে অবস্থিত ছিল। যুধিষ্ঠিরের প্রীতিনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ, বিনির্জ্জিত ক্ষত্রিয়বর্গ, বৈশ্যসমুদায় এবং শূদ্রসকলেও উপহার দিয়াছিল। প্রীতি ও বহুমানপ্রযুক্ত সমুদয় ম্লেচ্ছেরাও যুধিষ্ঠির-সমীপে গমন করিয়াছিল। এইরূপে উত্তম মধ্যম ও অধম সর্ব্বপ্রকার কুলসম্ভূত সর্ব্ববর্ণেরই তথায় সমাগম হইয়াছিল। নানা দেশসম্ভূত নানা জাতীয় লোকে সমাকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইয়াছিল যুধিষ্ঠির-সদনে যেন সকল ভূমণ্ডলেরই একত্র সমাবেশ হইয়াছে। মহীপালগণ শক্রদিগকে নানা-

প্রকার বহুসংখ্য উপহার প্রদান করিলেন দেখিয়া দুঃখভরে আমার মরণেচ্ছা জন্মিয়াছিল। হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের যে সমস্ত ভৃত্য আছে এবং যুধিষ্ঠির যাহাদিগের পক্কাপক্ক ভোজন সন্নিধান করিয়া থাকেন, তাহাদের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনপদ্ম অযুতসংখ্যক গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য, এক অর্ব্বুদ রথী এবং অসংখ্য পদাতি আছে। কোন স্থানে অপক্ক খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও বা পরিবেশিত ও পুণ্যাহ নির্ঘোষ নিঃসৃত হইতেছে। ফলত আমি যুধিষ্ঠির-সদনে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে কাহাকেও অভুক্ত, অপীত, অনলঙ্কৃত বা অসৎকৃত দৃষ্টি করি নাই। অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক বিপ্রদিগকে যুধিষ্ঠির প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেছেন এবং তাঁহারাও সুপ্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার শত্রুক্ষয়-কামনা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠির-নিলয়ে দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতি সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। হে বিশাম্পতে! কুব্জ বামনপর্য্যন্ত সমস্ত লোকেই ভোজন করিল কি কেহ অভুক্ত থাকিল, তাহা জানিবার নিমিত্তে দ্রৌপদী স্বয়ং অভুক্তা থাকিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে। হে ভারত! বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত পাঞ্চালগণ, আর সখিত্ব-হেতুক অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ এই দুই পক্ষই কেবল কুন্তীপুত্রকে কর-প্রদান করেন না, নতুবা অপর সকলেই তাঁহার করপ্রদ হইয়াছেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
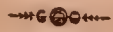
দুর্য্যোধন কহিলেন, যে সমস্ত মহানুভব রাজেন্দ্রগণ সত্যসন্ধ, মহাব্রত, পর্য্যাপ্ত বিদ্য, বক্তা, বেদান্ত ও যজ্ঞসাগরের পারদর্শী, ধৃতিমন্ত, লজ্জাবন্ত, ধর্ম্মাত্মা ও যশস্বী, সেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজারাও যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন। দক্ষিণার্থে রাজগণ-কর্তৃক সমানীত, কাংস্য-নির্ম্মিত এক এক দোহনপাত্র-সম্বলিত, বহুসহস্র আরণ্য-গোধন স্থানে স্থানে অবলোকন করিলাম। হে ভারত! অভিষেকের নিমিত্তে, নরপতিগণ তথায় অব্যাকুলিত-চিত্তে নানাপ্রকার ভাণ্ডসমস্ত সৎকার-পূর্ব্বক স্বয়ং উত্তোলন করিয়া আহরণ করিলেন। বাহ্লীকরাজ কাঞ্চন-বিভূষিত রথ আহরণ করিলেন। রাজা সুদক্ষিণ তাহাতে কাম্বোজ-সম্ভূত শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় যোজিত করিলেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিমান্ হইয়া অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কাষ্ঠ এবং চেদিরাজ স্বয়ং উত্তোলন-পূর্ব্বক ধ্বজ আহরণ করিলেন। দাক্ষিণাত্য মহীপতি কবচ, মগধরাজ মাল্য ও উষ্ণীষ, মহাধনুর্দ্ধারী বসুদান ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক গজেন্দ্র, মৎস্যরাজ সুবর্ণবদ্ধ অক্ষসমস্ত, একলব্য পাদুকাযুগল, অবন্তীরাজ অভিষেকার্থ বহুবিধ জল, চেকিতান তূণ, কাশিরাজ ধনু এবং শল্য শিক্যধৃত কাঞ্চন-ভূষিত, মুষ্টিযুক্ত অসি উপাহরণ করিলেন। অনন্তর সুমহাতপা ধৌম্য ও ব্যাস নারদ, দেবল ও অসিত মুনিকে অগ্রে করিয়া অভিষেককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া অভিষেক-সমীপে উপবেশন করিলেন। জামদগ্ন্যের সহিত অন্য বেদপারগ মহাত্মারাও, সুরলোকে সপ্তর্ষিগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গমন করেন, সেইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণা-প্রদায়ী যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে গমন করিলেন। তৎকালে সত্যবিক্রম সাত্যকি তাঁহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং নকুল সহদেব শুভ্রবর্ণ চামরযুগল ধারণ করিলেন। পূর্ব্বকল্পে প্রজাপতি ইন্দ্রকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা-কর্তৃক নিষ্কসহস্রদ্বারা সুনির্ম্মিত বরুণ সম্বন্ধীয় সেই শঙ্খ সমুদ্র শিক্যোপরি ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে আহরণ করিয়াছিলেন। সেই শঙ্খদ্বারা কৃষ্ণ তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন, দেখিয়া আমি মোহে অভিভূত হইলাম। হে তাত! লোকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-সমুদ্রে

গমন করে এবং দক্ষিণ-সমুদ্রেও যায়, কিন্তু উত্তর সমুদ্রে খেচরজাতি ব্যতিরেকে কেহই গতিবিধি করিতে পারে না; পাণ্ডবেরা সে স্থানেও শাসন প্রচার করিয়াছে! তথাকার শত শত শঙ্খ মঙ্গলার্থে নিনাদিত হইতে লাগিল; তৎসমুদায় সমাধ্মাত হইয়া অতিশয় শব্দ বিস্তার করিল, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যাহাদিগের স্বকীয় তেজ কিছুমাত্র নাই, এরূপ মহীপালেরা সেই শব্দে ভূতলে পতিত হইল। তখন সত্ত্বসম্পন্ন বীর্য্যবন্ত ও পরস্পর প্রিয়দর্শন ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ, এই আট জন সেই সকল ভূপালদিগকে বিচেতন ও আমাকে হতবুদ্ধি হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল।

হে ভারত! অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিদিগকে স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত পঞ্চশত বৃষ দান করিল। ফলত প্রভাব-সম্পন্ন কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় এইরূপে রাজসূয় লাভ করিয়া যাদৃশ নিরতিশয় পরমশ্রীসম্পন্ন হইয়াছেন, না রন্তিদেব, না নাভাগ, না যৌবনাশ্ব, না মনু, না বেণপুত্র পৃথুরাজা, না ভগীরথ, না যযাতি, না নহুষ, কেহই সেরূপ হইতে পারেন নাই। হে বিভো ভারত! হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পৃথাতনয়ে ঈদৃশী শ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার জীবন ধারণ কিপ্রকারে শ্রেয়জ্ঞান করিতেছেন! হে নরাধিপ! অন্ধ ব্যক্তি হলচালনার্থে যুগবন্ধন করিলে তাহা যেমন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বিধাতা অন্ধ হইয়াই বিপরীতভাবে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ যুগ্মের বন্ধন করিয়াছেন; দেখুন, কনিষ্ঠদিগের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে, আর জ্যেষ্ঠেরা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। হে কুরুপ্রবীর! এইরূপ দেখিয়া আমি সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচন করিয়াও স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, সেই জন্যই এপ্রকার কৃশ, বিবর্ণ ও শোকান্বিত হইতেছি।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
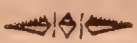
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! তুমি আমার সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ব্ভজাত, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্বেষ করিও না, যেহেতু দ্বেষীব্যক্তি এরূপ অসুখ পায় যে মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির কপটাচরণে অনভিজ্ঞ, তুল্য-ধনসম্পত্তি, তুল্য-মিত্র, বিশেষত অবিদ্বেষী; অতএব তোমার মত ব্যক্তি কিপ্রকারে তাহার প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? হে পুত্র! যুধিষ্ঠিরের যেরূপ অভিজন ও বীর্য্য, তোমারও সেইরূপ, তবে তুমি মোহ-প্রযুক্ত কি নিমিত্তে ভ্রাতার শ্রী কামনা করিতেছ! এরূপ লোলুপ হইও না, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না। তবে যদি তাদৃশী যজ্ঞসম্পত্তি আকাঙ্ক্ষা কর, তবে পুরোহিতেরা তোমারও সপ্ততন্তু-নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ভূপাল-মণ্ডলী বহু মান-পূর্ব্বক তোমার নিমিত্তেও প্রীতিসহকারে বিপুল ধন ও রত্নাভরণ সমস্ত আহরণ করিবেন। হে তাত! পরধনে অত্যন্ত স্পৃহা করা নিতান্ত নীচাশয়ের কর্ম্ম; যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মস্থ হইয়া স্বীয় ধনে সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই সুখ লাভ করেন। পরধন লাভে চেষ্টা না করা, স্বকর্ম্মে নিত্য উদ্যম এবং লব্ধধনের রক্ষণ, ইহাই কল্যাণের লক্ষণ। বিপত্তিকালে অব্যাকুলিত, কার্য্যদক্ষ, নিয়ত উদ্যম-সম্পন্ন, অপ্রমত্ত ও বিনীতাত্মা মনুষ্যই নিয়ত কুশল দর্শন করেন। দেখ, পাণ্ডুপুত্রেরা তোমার বাহুস্বরূপ, অতএব তাহাদিগকে ছেদন করিও না, এবং ভ্রাতৃগণের সেই ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহেও লিপ্ত হইও না। হে রাজন্! পাণ্ডুর পুত্রদিগের প্রতি কদাচ দ্বেষ করিও না, তোমার ভ্রাতার সমগ্র ধন যেরূপ, তোমারও সেইরূপ; হে তাত! মিত্রদ্রোহে মহান্ অধর্ম্ম; দেখ, যাঁহারা তোমার পিতামহ, তাঁহারাই তাহাদিগের পিতামহ। হে ভরতপ্রবর! তোমার চিত্ত যদি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে যজ্ঞেতে ধনদান, প্রেমাস্পদ কামনা-সকলের অনুভব এবং

নিরাতঙ্ক হইয়া কামিনীগণের সহিত বিহার করত শান্তি লাভ কর।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, দর্ব্বী যেমন সূপের রসাস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বহুবিষয়ের শ্রবণ আছে, কিন্তু নিজের ধিষণা কিছুমাত্র নাই, সে কখন শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে পারে না; পরন্তু আপনি জানিয়া শুনিয়াও এক নৌকায় নিবদ্ধ অপর নৌকার ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া আমাকে মোহযুক্ত করিতেছেন; স্বার্থবিষয়ে আপনকার কি মনোযোগ নাই, না আমার প্রতি আপনি দ্বেষ করিতেছেন? ফলত আপনকার শাসনানুসারে চলিলে এই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আর নিস্তার নাই; যেহেতু আপনি পাশক্রীড়ায় শত্রুধন-হরণরূপ উপস্থিত কার্য্যকে ভাবী অর্থাৎ বহুকালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহার পথদর্শক, পরের শিক্ষানুসারে চলে, তাহার পথভ্রম হওয়া অতি সহজ, তাদৃশ নায়কের পদানুগামী পুরুষেরা কিপ্রকারে যথার্থ পথে গমন করিতে পারে? হে রাজন্! আপনি পরিণতবুদ্ধি, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও স্বকার্য্য সাধনে সমুদ্যত আমাদিগকে বারম্বার বিমোহিত করিতেছেন! দেখুন, বৃহস্পতি কহিয়াছেন, লোকব্যবহার হইতে রাজ্যব্যবহার স্বতন্ত্র; অতএব রাজা অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদাই স্বার্থ চিন্তা করিবেন। মহারাজ! ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় জয়েতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তাহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক অবশ্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; আপনার বৃত্তি বলিয়া যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে আর বিচার কি? হে ভরতর্ষভ! সারথি যেমন প্রতোদদ্বারা অশ্বদিগকে বশবর্ত্তী করে, সেইরূপ শত্রুর প্রদীপ্তশ্রী-গ্রহণেচ্ছু ক্ষত্রিয় পুরুষ সকলদিকই বশাধীন করিবেন; গুপ্তই হউক বা প্রকাশ্যই হউক, যে কোন উপায়দ্বারা শত্রু-বিনাশ করা যায়, তাহাই শস্ত্রজ্ঞদিগের শস্ত্র বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়, তাহা শস্ত্র নহে। হে নরেন্দ্র! কে শত্রু, কে মিত্র, তাহার কিছু লেখ্য বা পরিমাণ নাই, যে যাহাকে সন্তাপ দেয় সেই তাহার শত্রু বলিয়া উল্লিখিত হয়। হে রাজন্! অসন্তোষই সম্পত্তির মূল, এই জন্য আমি তাহা অবলম্বন করিতেছি; যে ব্যক্তি সমুন্নতির নিমিত্ত যত্ন করেন, তিনিই পরম নয়বান্। ঐশ্বর্য্যে বা ধনেতে মমতা করা কর্ত্তব্য নহে, কেননা পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে হরণ করিতে পারে, যেহেতু বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবরাজ বাসব, দ্রোহাচরণ করিব না, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন; শত্রুর প্রতি এই প্রকার সনাতন ব্যবহার তাঁহার অভিমত ছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিয়াছিলেন। সর্প যেমন গর্ত্তশায়ী ভেকাদি জন্তুসকলকে গ্রাস করে, সেইরূপ অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী সন্ন্যাসী এই দুইব্যক্তিকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখেন। হে বিশাম্পতে! পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ শত্রু কেহই নাই; যাহার সহিত সমান-ব্যবসায় সেই শত্রু, অন্যে নহে। বর্দ্ধমান শত্রুপক্ষকে যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপেক্ষা করে, ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রুই তাহার মূলোচ্ছেদক হয়। বৃক্ষের মূলজাত বল্মীক যেমন অচিরে তাহাকে সংহার করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র শত্রুও পরাক্রমে অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে প্রতিপক্ষকে শীঘ্রই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। হে আজমীঢ়! শত্রুর লক্ষ্মী আপনকার যেন প্রীতিকরী না হয়; দেখুন, সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের নয়রূপ এই ভারটি মস্তকদ্বারা বহনীয়। যে ব্যক্তি জন্ম-প্রভৃতি জীবদেহাদির স্বাভাবিকী বৃদ্ধির ন্যায় অর্থের বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে নিঃসন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকেন, ফলত বিক্রমই সদ্যোবৃদ্ধির কারণ। পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইলে আমার আর সুখে নিদ্রা হইবে না; আমি, হয় সেই

শ্রী লাভ করিব, না হয় যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিব। হে রাজন্! আমাদিগের উন্নতির স্থিরতা নাই, কিন্তু পাণ্ডবেরা নিয়তই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, অতএব এরূপ অবস্থায় আমার জীবন ধারণের আর প্রয়োজন কি?

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
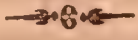
শকুনি কহিলেন, হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই যে লক্ষ্মী অবলোকন করিয়া তুমি সন্তাপিত হইতেছ, আমি দ্যূতদ্বারা তাহা হরণ করিয়া লইব। হে রাজন্! সংপ্রতি তাঁহাকে আহ্বান কর; দেখ, অভিজ্ঞপুরুষ অক্ষক্ষেপ করত অক্ষত হইয়া অনভিজ্ঞব্যক্তিকে জয় করিয়া থাকেন। হে ভারত! পণই আমার ধনুক, অক্ষসকলই শর, অক্ষের হৃদয়ই জ্যা এবং কপটতা আমার রথ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! এই অক্ষাভিজ্ঞ মাতুল দ্যূতক্রীড়াদ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে রাজশ্রী আহরণ করিতে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাহাতে অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা ভ্রাতা বিদুরের শাসনে অবস্থিত আছি, অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কার্য্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কৌরব! বিদুর পাণ্ডবদিগের হিতকার্য্যে যেরূপ নিযুক্ত আছেন, আমাদিগের সেরূপ নহেন, সুতরাং তিনি নিঃসংশয়ে উপস্থিত কার্য্য হইতে আপনকার বুদ্ধি অপনীত করিবেন। হে কুরুনন্দন! অন্যের বুদ্ধিবল অবলম্বন করিয়া পুরুষ আপনার কার্য্যারম্ভ করিবেক না, কেননা কার্য্যবিষয়ে দুইজনের মত সমান হয় না। মন্দ ব্যক্তি দ্যূতাদি ভয়জনক ব্যাপার পরিহারপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন ক্লিন্ন কীটের ন্যায় বিনা চেষ্টায় অবস্থিত থাকিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্ত ব্যাধিসকলও প্রতীক্ষা করে না এবং যমও প্রতীক্ষা করেন না, অতএব যাবৎ সুস্থ থাকিবেক তাবৎকালপর্য্যন্তই মঙ্গললাভের অনুষ্ঠান করিবেক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলিষ্ঠব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কোন প্রকারেই আমার রুচি হয় না, দেখ, শত্রুতা বিকার জন্মাইয়া দেয় এবং তাহাই অলৌহনির্ম্মিত শস্ত্র হইয়া উঠে। হে রাজপুত্র! কলহের অতিভয়ানক প্রয়োজক দ্যূতরূপ অনর্থকে তুমি অর্থ জ্ঞান করিতেছ; যেকোন প্রকারে হউক একবার তাহা প্রবৃত্ত হইলেই তীক্ষ্ণধার অসি ও সায়ক সমুদায়ের সৃষ্টি করে। দুর্য্যোধন কহিলেন, পুরাকালীন পুরুষেরা দ্যূতব্যবহার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিনাশ বা যুদ্ধব্যাপার নাই, অতএব সংপ্রতি শকুনির বাক্যে আস্থা করিয়া আপনি শীঘ্র সভানির্ম্মাণের আজ্ঞা প্রদান করুন। দেখুন, দেবনে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের শত্রু পরাভবরূপ বিশিষ্ট স্বর্গদ্বার অনাবৃত হইবে; ফলত তদনুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগের সেইরূপ অনায়াস-সাধ্য স্বর্গলাভ হওয়াই উপযুক্ত, এরূপ হইলে আপনার সহিত পাণ্ডবদিগেরও তুল্যতা হইবে, অতএব আপনি তাহাদিগের সহিত দুরোদরের অনুষ্ঠান করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, ইহাতে আমার রুচি হইতেছে না, হে নরেন্দ্র! যাহা তোমার প্রিয় হয়, তাহাই কর, কিন্তু সেই কথানুসারে কার্য্য করিয়া পশ্চাত্তাপিত হইবে, যেহেতু ঈদৃশ অধর্ম্মানুগত বাক্য কখন শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। বুদ্ধিবিদ্যানুগামী দূরদর্শী বিদুর এ সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয় জীবনান্তকর সেই এই মহৎ ভয় দৈবাধীন উপস্থিত হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দৈববিমূঢ়চেতা মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র দৈবকেই শ্রেষ্ঠ ও দুস্তর মনে করিয়া এই কথার উল্লেখপূর্ব্বক পুত্রবাক্যে অবস্থিত হইয়া ভৃত্যবর্গকে বিশেষরূপে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা

নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সহস্রস্তম্ভ যুক্ত, কাঞ্চন বৈদূর্য্যাদি বিচিত্রিত, শতদ্বার-বিশিষ্ট, দৈর্ঘ্য বিস্তারে এক এক ক্রোশ পরিমিত, তোরণস্ফাটিক নামে একটি উৎকৃষ্ট সভামণ্ডপ শীঘ্র নির্ম্মাণ কর। তখন প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সুনিপুণ সহস্র সহস্র শিল্পিগণ তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণে ত্বরান্বিত, নিঃশঙ্ক ও নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অবিলম্বে তাদৃশী সভা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তথায় সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিল। অনন্তর তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে সেই অল্পকাল-মধ্যে নিষ্পন্ন, বহুরত্ন সমাকীর্ণ, স্বর্ণ-খচিত নানাবর্ণ আসন সমন্বিত, রমণীয়, বিচিত্র সভাগৃহের কথা রাজসমক্ষে নিবেদন করিল। তৎপরে বিদ্যাবান্ নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রি-প্রধান বিদুরকে এই কথা বলিলেন, তুমি আমার আদেশানুসারে রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এস্থানে আনয়ন কর; তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া আমার এই বহু-রত্ন-সমন্বিতা, মহামূল্য শয্যাসন-সম্পন্না, বিচিত্রা সভা সন্দর্শন করুন এবং ইহাতে সুহৃদ্দ্যূতের আরম্ভ হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মত জানিয়া এবং দৈবকে দুস্তর মানিয়াই এইরূপ করিলেন; পরন্তু বিজ্ঞপ্রবর বিদুর অন্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়া ভ্রাতার বাক্যে অনুমোদন না করিয়া এই কথা বলিলেন, রাজন্! আপনকার এই আদেশ-বাক্য আমার অনুমোদিত হইতেছে না, আপনি কদাচ এরূপ করিবেন না, আমি কুলনাশ হইতে ভীত হইতেছি; হে নরেন্দ্র! আমার এই শঙ্কা হইতেছে যে, দ্যূতজন্য আপনকার পুত্রেরা বিচ্ছিন্ন হইলে নিশ্চয়ই কলহ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! যদি দৈবপ্রতিকূল না হন, তবে কলহ আমাকে তাপিত করিতে পারিবেক না; দেখ, এই সমস্ত বিশ্ব স্বাধীন নহে, দৈববশে স্থাপয়িতা বিধাতার নিয়োগানুসারেই চেষ্টিত হইতেছে; অতএব আমার শাসনক্রমে অদ্য তুমি কুন্তীনন্দন দুর্দ্ধর্ষ রাজা যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া বিদুর সুশিক্ষিত মহাবেগ-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বলিষ্ঠ অশ্বগণদ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থে মহামনা পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রস্থিত হইলেন। সেই মহাবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা, নরনাথ যুধিষ্ঠিরের রাজধানীর পথ অবলম্বন করিয়া তাহার সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক স্তুতিপাঠক দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পরে কুবের সদন-সদৃশ রাজগৃহ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির-সমীপে উপনীত হইলেন। অজমীঢ়নন্দন সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথাবৎ পূজা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! আপনকার চিত্তের অপ্রসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে; আপনি কুশলে আসিয়াছেন ত? ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাঁহার প্রতি অনুকূল আছে ত? প্রজারাও ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছে?

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত ইন্দ্রকল্প মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী আছেন; তিনি বিনীত পুত্রগণদ্বারা প্রীত, শোকশূন্য ও দৃঢ়চিত্ত থাকিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধনে নিরত রহিয়াছেন। পরন্তু কুরুরাজ তোমাকে কুশল ও ধনাদির অনপচয়-বিষয়ক প্রশ্ন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছেন, "হে পুত্র! তোমার ভ্রাতৃগণের এই সভাটি তোমার সভারই তুল্যরূপা হইয়াছে, অতএব তুমি আগমনপূর্ব্বক ইহা অবলোকন কর। হে পার্থ! ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এই সভায় সুহৃদ্দ্যূতের অনুষ্ঠান ও রমণ কর; তোমাদিগের সমাগমে আমরাও প্রীতিযুক্ত হইব, এবং সমাগত

সমস্ত কৌরবেরাও হর্ষানুভব করিবেন।” হে নৃপতে! মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র তথায় যে সকল দ্যূতকার নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি সেই ধূর্ত্তদিগকে সন্নিবিষ্ট দেখিবে, এই নিমিত্তেই আমি এখানে আসিয়াছি, অতএব সেই রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগের কলহ হইবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া কোন্ ব্যক্তি দুরোদরে প্রবৃত্তি করে? আপনিই বা কি উপযুক্ত বোধ করেন, বলুন, আমরা সকলেই আপনকার বাক্যে অবস্থিত আছি। বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং ইহার নিবারণ-বিষয়ে যত্নও করিয়াছিলাম, তথাপি রাজা আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব হে বিদ্বন্! ইহা শুনিয়া যাহা শ্রেয় হয়, কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিদুর! রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভিন্ন তথায় আর কোন্ কোন্ ধূর্ত্তেরা ক্রীড়ার্থে উপস্থিত আছে? যাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমরা শত শত ধন-দ্বারা ক্রীড়া করিব, সেই দ্যূতকারদিগের কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। বিদুর কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অক্ষ-তত্ত্বাভিজ্ঞ, কৃতহস্ত, মর্য্যাদা অতিক্রম-পূর্ব্বক ক্রীড়াকারী, গান্ধাররাজ শকুনি, রাজা বিবিংশতি, চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয়, এই সকল দ্যূতকার তথায় উপস্থিত আছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে মহাভয়ঙ্কর কপটাচারী ধূর্ত্ত দ্যূতকার-সকল তথায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; পরন্তু তাহা বলিয়া আমি আর কি করিব! বিধাতার আদিষ্ট দৈবের বশেই এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা কদাচ স্বাধীন নহে। হে কবে! পিতা সততই পুত্রের ইচ্ছানুগামী হইয়া থাকেন, সুতরাং পুত্রপক্ষপাতী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আমি দুরোদর দেবনে ইচ্ছা করি না, তবে আপনি আমাকে যেরূপ বলেন আমি অবশ্যই তাহা করিব; অপিচ শকুনি প্রগল্‌ভ হইয়া যদি আমাকে সভাতে আহ্বান না করেন, তবে অনিচ্ছু হইয়া আমি তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিব না, আহূত হইলে কদাচ পরাঙ্মুখ হই না, ইহাই আমার চিরন্তন ব্রত নিরূপিত আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, বিদুরকে এইরূপ কহিয়া অবিলম্বে যাত্রার উপযোগী সমুদায় আয়োজন করিতে আজ্ঞা প্রদান-পূর্ব্বক পরদিন আত্মীয়-বর্গ, দ্রৌপদীপ্রভৃতি মহিলাগণ ও অনুচরদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। “কোন তেজঃপদার্থ আপতিত হইয়া যেমন চক্ষুর শক্তি লোপ করে, সেইরূপ দৈবই মনুষ্যের বুদ্ধিমোষণ করে; মনুষ্য যেন পাশদ্বারা বদ্ধ হইয়া বিধাতার বশবর্ত্তী হয়;” এই কথা বলিয়া পৃথানন্দন অরিন্দম যুধিষ্ঠির সেই আহ্বানের প্রতি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া বিদুরের সহিত চলিলেন। কালের নিয়মানুসারে ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পরবীরহন্তা রাজা পাণ্ডুতনয় বাহ্লীকদত্ত রথোপরি আরূঢ়, পরিচ্ছদ্‌যুক্ত ও রাজলক্ষ্মী-দ্বারা দীপ্যমান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করত ভ্রাতৃবর্গের সহিত হাস্তিন-পুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া সেই ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ মহাবাহু বিভু, ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রথমত তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামার সহিত মিলিত হইয়া যথান্যায়ে বন্দন আলিঙ্গনাদি করিলেন, পরে সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, শকুনি, দুঃশাসন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, জয়দ্রথ, সমুদায় কুরুগণ ও যে সমস্ত ভূপালবর্গ তথায় পূর্ব্বেই সমাগত হইয়াছিলেন, সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিলেন। তৎপরে সেই মহাবাহু সকল ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া ধীসম্পন্ন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি তারানিকরে সতত পরিবৃতা রোহণীর ন্যায় স্নুষাগণ-সংবৃতা পতিব্রতা দেবী গান্ধারীকে সন্দর্শন ও অভিবাদন করিলেন এবং গান্ধারীও তাঁহাকে প্রতিনন্দিত করিলেন। পরি-

শেষে যুধিষ্ঠির বৃদ্ধ পিতা প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার ও ভীমসেন-প্রভৃতি অপর চারিজন কৌরবনন্দন পাণ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবেরা সকলের অনুমতি লইয়া রত্নান্বিত গৃহসমুদায়ে প্রবেশ করিলেন; তথায় উপগত হইলে দুঃশলা-প্রভৃতি মহিলাগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দ্রৌপদীর দেদীপ্যমানা পরমা সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূসকলে অসন্তুষ্টচিত্তা হইলেন। পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ স্ত্রীদিগের সহিত সমালাপ করিয়া ব্যায়াম-পূর্ব্বক নিত্য কৃত্য সমস্ত ও বেশভূষা করিলেন, পরে দিব্য চন্দনে চর্চ্চিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া কল্যাণ-মানসে ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সুরুচির অন্ন ভোজন করিয়া শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; তৎপরে যাহা কিছু লাভ করিতে হয় তাহা প্রাপ্তি-পূর্ব্বক প্রীত হইয়া রমণীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। পরপুর-বিজয়ী কুরুপুঙ্গবগণের সেই পুণ্যরজনী রতিবিহার-প্রসঙ্গে অতিবাহিতা হইল। তাঁহারা সুখে শয়ান, বিশ্রান্ত ও বন্দিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রাতঃকালে যথা সময়ে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, পরে আহ্নিক কৃত্য সমাপনানন্তর কিতবগণের অভিনন্দনসহকারে রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
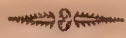
বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ সভাপ্রবেশানন্তর সমস্ত পার্থিববর্গের সহিত মিলিত হইয়া পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে বন্দনা এবং বয়ঃক্রমানুসারে সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন সম্ভাষণাদি করিয়া মহামূল্য আস্তরণ-যুক্ত যথাযোগ্য পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ও সমুদায় নরেন্দ্রগণ উপবেশন করিলে তথায় সুবলাত্মজ শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, রাজন্! পাশক্রীড়ার্থী ও তদ্দর্শনেচ্ছু পার্থিবগণে সভা সমাকীর্ণা হইয়াছে; সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব এক্ষণে অক্ষনিক্ষেপ-পূর্ব্বক ক্রীড়ার নিয়ম করা উচিত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! কপট পাশক্রীড়া অতিশয় পাপকর্ম্ম, ইহাতে ক্ষত্রিয়-পরাক্রমও দৃষ্ট হয় না এবং নিশ্চিত নীতিও নাই, তবে আপনি দ্যূতের প্রশংসা করিতেছেন কেন? দেখুন, প্রবঞ্চনায় কিতবের যে কিছু গৌরব, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহার প্রশংসা করেন না, অতএব হে শকুনে! নৃশংসের ন্যায় আমাদিগকে অন্যায়ে পরাজিত করিবেন না। শকুনি কহিলেন, যে মহামতি কিতব জয়পরাজয় বিবেচনায় অভিজ্ঞ, প্রতিপক্ষের প্রতারণায় প্রতিকারজ্ঞ এবং অক্ষসম্বন্ধীয় বহুবিধ চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত, তিনিই দ্যূতের মর্ম্ম জানেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে সকলই সহ্য করেন। হে পার্থ! অক্ষেতে জয় পরাজয় ব্যবহাররূপ যে পণ তাহাই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে এবং তাহাই ইহাতে দোষ বলিয়া গণ্য হয়; অতএব হে রাজন্! তুমি শঙ্কা করিও না, আইস আমরা ক্রীড়া করি; আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি কি পণ রাখিবে তাহার নিরূপণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি স্বর্গাদিলোক প্রাপক এই সমস্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি বিষয়েই নিয়ত সঞ্চরণ করেন, সেই অসিত মুনিপুত্র মুনিসত্তম দেবল এইরূপ কহিয়াছেন যে, কিতবদিগের সহিত কপটতাপূর্ব্বক পাশক্রীড়া করা অতিশয় পাপকর্ম্ম; ধর্ম্মসহকারে যুদ্ধে জয় লাভ করাই উত্তম ক্রীড়া, দ্যূতক্রীড়া উত্তম নহে। আর্য্যপুরুষেরা ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচরণ করেন না; ক্রূরতা ও শঠতাশূন্য যুদ্ধ করাই সৎপুরুষের ব্রত। হে শকুনে! আমরা যে ধনদ্বারা শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণের উপকার সাধন শিক্ষা করিতে বিশেষরূপে যত্ন পাইয়া থাকি, আপনি মর্য্যাদা অতিক্রম-পূর্ব্বক ক্রীড়া

করত তাহা অপহরণ করিয়া লইবেন না, শত্রু-দিগকে বৃথা পরাজয় করিবেন না। প্রতারণা-দ্বারা আমি সুখ বা ধনসমস্ত কামনা করি না; প্রতারণা-পরায়ণ না হইলেও কিতবের এই ব্যবহার কখন প্রশংসিত হইতে পারে না।

শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দেখ, জিগীষারূপ নিকৃতি-সহকারে শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়দিগের নিকটে গমন করেন, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ নিকৃতি-সহকারেই অতত্ত্বজ্ঞের সমীপে উপনীত হন, এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিকৃতি-সহকারে অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে যাইয়া থাকেন; তাদৃশী নিকৃতিকে লোকে নিকৃতিই বলে না। সেইরূপ অক্ষে সুশিক্ষিত পুরুষই অক্ষ লইয়া নিকৃতি-সহকারে অনভিজ্ঞের সন্নিহিত হন, সুতরাং তাহাও নিকৃতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির! নিকৃতি-সহকারেই কৃতাস্ত্র পুরুষ অকৃতাস্ত্রের নিকটে এবং বলিষ্ঠ দুর্ব্বলের নিকটে উপগত হন; এইরূপ সকল কর্ম্মেতেই নিকৃতি-পূর্ব্বক ব্যবহার হয়; অতএব তুমিও এইরূপে আমার নিকটে আসিয়া যদি নিকৃতি মনে কর—যদি দ্যূতক্রীড়ায় তোমার ভয় হয়, তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আহূত হইলে নিবৃত্ত হই না, আমার এই ব্রত নির্দ্ধারিত আছে; হে রাজন্! বিধাতাই বলবান্, আমিও দৈবের বশবর্ত্তী রহিয়াছি; সংপ্রতি এই জনসমাজে কাহার সহিত আমার ক্রীড়া হইবে, এবং আমার প্রতিপক্ষে পণ রাখিতে পারে, এমন আর কোন্ সভিক বিদ্যমান আছে, বল, পরে দ্যূতারম্ভ কর। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমি ধন-রত্নসমস্ত প্রদান করিতেছি, আমার এই মাতুল শকুনি আমার নিমিত্তে ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, অন্যদ্বারা অন্যের দ্যূতক্রীড়া আমার বুদ্ধিতে অসঙ্গত প্রতীত হইতেছে; হে বিদ্বন্! তুমিও ইহা স্বীকার কর, তবে যদি একান্ত অভিলাষ হয় আরম্ভ হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যূতারম্ভ স্থির হইলে পর সেই সমাগত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সকলেই সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। হে ভরতনন্দন! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহামতি বিদুর অনতিহৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। মহারাজ! মহাভাগ দেবগণ একত্র সমবেত হইলে স্বর্গের যে প্রকার শোভা হয়, সেই সিংহগ্রীব মহাতেজস্বী নরপতিগণ সমাগত হইয়া যুগ্ম যুগ্ম ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচিত্রবর্ণের ভূরি ভূরি আসন-সমস্ত গ্রহণ করিলে ঐ সভারও তাদৃশী শোভা হইল। ফলত তাঁহারা সকলেই ভাস্বরমূর্ত্তি শৌর্য্যসম্পন্ন ও বেদজ্ঞ। দর্শকগণ উপবেশন করিলে পর সুহৃদ্দ্যূতের আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্ দুর্য্যোধন! সাগরাবর্ত্ত-সম্ভূত, উৎকৃষ্ট কনকবিভূষিত এই যে সুদৃশ্য বহুমূল্য মণিময় হার এই ধন আমার পণ রহিল, তুমি যে ধনদ্বারা আমার সহিত ক্রীড়া করিবে, তোমার সেই প্রতিপণিত বস্তু কৈ? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার মণিসমস্তও আছে এবং বহুসংখ্য ধনও আছে, কিন্তু অর্থে আমার মৎসরতা নাই, সে যাহা হউক তুমি এই পণ জয় করিয়া লও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অক্ষ-তত্ত্বজ্ঞ শকুনি সেই অক্ষ-সমস্ত গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল!

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।
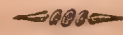
যুধিষ্ঠির কহিলেন, শকুনে! কেবল কপটতাদ্বারা তুমি যে দুরোদরে জয়লাভ করিলে এই নিমিত্তেই কি গর্ব্বিত হইতেছ? ভাল আইস আমরা সহস্র সহস্র পণ রাখিয়া ক্রীড়া করি; আমার নিষ্কসহস্র-পরিপূরিত মঞ্জুষা-সমুদায়, কোষ, অক্ষয় ধন ও অনেকানেক স্বর্ণরৌপ্যময় ধাতু আছে, হে রাজন্! এই ধন আমার পণ রহিল, ইহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের এই কথায়

শকুনি সেই কুরুকুলধুরন্ধর, অক্ষয়সত্ত্বসম্পন্ন, মহীপতি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, জলদ ও জলধিতুল্য নিনাদযুক্ত, সহস্ররথসদৃশ, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুন্দর চক্র ও উপস্কর-সমন্বিত, শ্রীমান্, কিঙ্কিণীজাল-ভূষিত, হৃদয়াহ্লাদন, যে রাজরথ আমাদিগকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে, এবং কোন ভূচর ব্যক্তি যাহাদের পদবিক্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, রাষ্ট্রপ্রশংসিত, এরূপ উৎকৃষ্ট অষ্ট অশ্ব যাহাকে বহন করে, সেই জয়শীল পবিত্র রথবর এবার আমার পণ রহিল; রাজন্! তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার ভদ্রিকা কম্বু-কেয়ূর নিষ্কপ্রভৃতি নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় অলঙ্কারে বিভূষিতা, মহার্হ মাল্যাভরণা, রুচিরবসনা, চন্দনচর্চ্চিতা, চতুঃষষ্টিকলায় বিশারদা, বিশেষত নৃত্যগীতবিষয়ে সুনিপুণা, এক লক্ষ যুবতী দাসী আছে; আমার আদেশানুসারে তাহারা দেব দ্বিজ ও রাজগণের সেবা করিয়া থাকে; হে রাজন্! এবারে সেই দাসীরূপ ধন আমার পণ রহিল, আমি তাহার দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নিয়তপ্রাবার-বসন ও সুমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী, কার্য্যদক্ষ, অনুকূল, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, ও জিতেন্দ্রিয় শতসহস্র তরুণবয়স্ক দাস আছে, তাহারা পাত্রহস্তে করিয়া দিবারাত্র অতিথিদিগকে ভোজন করায়, হে রাজন্! এবারে সেই দাসরূপ ধন আমার পণ রহিল, তাহারদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! আমার সুবর্ণকক্ষ, অলঙ্কৃত, পদ্মক-রঞ্জিত, হেমমালী, সুদন্ত, রাজ-বহনোচিত, সমরে সর্ব্বপ্রকার শব্দ সহনশীল, লাঙ্গলদণ্ডেরন্যায় দন্তযুক্ত, মহাকায় নবমেঘ-সদৃশ সহস্রসংখ্য মত্ত হস্তী আছে, তাহারা সকলেই পুরভেদনে সমর্থ এবং সকলেরই আট আট হস্তিনী আছে; হে রাজন্! এবারে সেই ধন আমার পণ রহিল, তাহারদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সুবলতনয় শকুনি যেন উপহাস করত তাঁহাকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার যে পরিমাণে হস্তী আছে, রথও সেই পরিমাণে আছে, তৎসমুদায় হেমদণ্ডান্বিত, পতাকী, সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত এবং বিচিত্রযোধী রথিসমূহে উপপন্ন; সেই সকল রথী যুদ্ধ করুক আর না করুক প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা-পর্য্যন্ত মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হে রাজন্! এবারে সেই রথরূপ ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, কৃতবৈর তুষ্টচিত্ত শকুনি তাঁহাকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির বলিলেন, অরিন্দম চিত্ররথ যুদ্ধে জিত ও পরাভূত হওয়ায় তুষ্ট হইয়া গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে প্রীতি-পূর্ব্বক যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব-সম্বন্ধীয় সেই হেমমালালঙ্কৃত তিত্তিরি কল্মাষ অশ্ব-সমস্ত এবারে আমার পণ রহিল; হে রাজন্! সেই ধন দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার দশ সহস্র শ্রেষ্ঠ রথ ও শকট আছে; তৎসমুদায় নানাপ্রকার বাহনদ্বারা সংযোজিত হইয়াই থাকে;

অপিচ প্রতিবর্ণ হইতে সহস্র সহস্র সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়া সংগৃহীত ষষ্টিসহস্র বীরপুরুষ রহিয়াছে; তাহারা সকলেই বিপুলোরস্ক, বীরপরাক্রম, ক্ষীর-পায়ী ও শালিতণ্ডুল-ভোজী; হে রাজন্! এবারে এই ধন আমার পণ রহিল, তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আ-মার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার তাম্র-পাত্রে পরিবৃত চারিশত নিধি আছে; তাহার এক একটি, অমূল্য শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জাতরূপ স্বর্ণের পঞ্চ-দ্রোণ পরিমিত; হে রাজন্! এবারে সেই ধন আ-মার পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষ-নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল!

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে সর্ব্বস্বাপহারী ঘোর দুরোদর প্রবর্ত্তিত হইলে, সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন, মহারাজ! মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধে যেমন রুচি হয় না; তদ্রূপ মদীয় বাক্য শ্রবণে আপনকার রুচি না হইতে পারে, তথাপি আমি যাহা বলিতেছি তা-হাতে বিশেষরূপে প্রণিধান করুন! ভারতকুল-বিনাশকারী পাপাত্মা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে জন্মিবামাত্র যখন গোমায়ুর ন্যায় বিকটস্বরে শব্দ করিয়াছিল, তখন এ নিশ্চয়ই আপনাদিগের ধ্বংসহেতু সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহমধ্যে বাস করি-তেছে, আপনি মোহ-প্রযুক্ত তাহা বুঝিতেছেন না; সম্প্রতি শুক্রাচার্য্যের নীতিবাক্য আমার নিকটে শ্রবণ করুন। মধুব্যবসায়ী ব্যক্তি মধু পাইয়া প্র-পাত আর বোধগম্য করিতে পারে না, মধুলোভে পর্ব্বতের সেই উত্তুঙ্গভাগে আরোহণ করিয়া সে মধুতেই নিমগ্ন হয়, সুতরাং পতনও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দুর্য্যোধনও মধুর ন্যায় অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হইয়া হিতাহিত পর্য্যালোচনা করিতেছে না, মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়া শীঘ্রই যে বিনষ্ট হইবে তাহা আর বুঝিতে পারিতেছে না। মহা-রাজ! আপনকার বিদিত আছে, পূর্ব্বে ভোজগণ-মধ্যে অসমঞ্জসীভূত কংসকে অন্ধক, যাদব ও ভো-জেরা সমবেত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে শত্রুবিনাশী কৃষ্ণ তাহাকে নিহত করিলে পর জ্ঞাতিরা সকলে আনন্দিত হইয়া শত শত বৎসর বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। সেইরূপ আপনকার নিয়োগক্রমে সব্যসাচী সুযোধনকে নি-গৃহীত করুন; এই পাপাত্মার নিগ্রহে কৌরবগণ সুখে আনন্দ অনুভব করিতে থাকুন। হে রাজন্! একটা কাকের বিনিময়ে এই পাণ্ডবরূপ ময়ূরদিগকে ক্রয় করুন; শৃগালের পরিবর্ত্তে শার্দ্দূল সকলকে ক্রয় করুন, অনর্থক শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না। দেখুন, সকল প্রাণীর অভিপ্রায়জ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর শুক্রাচার্য্য জম্ভাসুরের পরিত্যাগ-নিমিত্ত মহাসুরদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "কুলরক্ষার্থে একজন পুরুষকে পরিত্যাগ করিবেক, গ্রামরক্ষার্থে কুলত্যাগ করিবেক, জনপদের নিমিত্তে গ্রাম পরিত্যাগ করিবেক, এবং আপনার নিমিত্তে পৃথিবীপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেক।" হে পরন্তপ! কোন রাজা সুবর্ণ-নিষ্ঠীবনকারী বনস্থ কতকগুলি পক্ষীকে লোভপ্রযুক্ত নিজগৃহে বাস করাইয়া নি-পীড়িত করিয়াছিল। উপভোগ ও লোভে অন্ধ হওয়ায় হিরণ্যার্থী হইয়া সে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কালের মঙ্গলই সদ্যো বিনষ্ট করিয়াছিল। অতএব হে কুরুসত্তম! আপনি মোহাত্মা ও অর্থ-কামী হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রোহাচরণ করি-বেন না; করিলে সেই পক্ষিহন্তা পুরুষের ন্যায় পশ্চাৎ তাপিত হইবেন। হে ভারত! মালাকার

যেমন উদ্যানে বৃক্ষসকলের প্রতি স্নেহ করত পুনঃ পুনঃ পুষ্প চয়ন করে, তদ্রূপ আপনি পাণ্ডবরূপ-পাদপসকল হইতে ক্রমশ-সঞ্জাত কুসুমাবলি গ্রহণ করুন, অঙ্গার-কারীর ন্যায় তাহাদিগকে সমূলে দগ্ধ করিবেন না! হে রাজন্! সমবেত পার্থদিগের প্রতিপক্ষে কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? অন্যের কথা দূরে থাকুক, অমরগণের সহিত সাক্ষাৎ অমরনাথও পারেন না।

ঊনষষ্টি অধ্যায় সমাপ্ত।
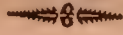
বিদুর কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া মহা কলহের মূল; উহাতে পরস্পর ভেদ জন্মে, সুতরাং উহা কেবল ভয়ের নিমিত্তই উপস্থিত হয়; এই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন তাহা আশ্রয় করিয়া ভয়ঙ্কর শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে। ভীষণ সেনাসমন্বিত প্রতীপবংশ-জাত শান্তনুনন্দনগণ ও বাহ্লিক-প্রভৃতি রাজবর্গ সকলেই দুর্য্যোধনের অপরাধে কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। বৃষভ যেমন মদভরে আপনার শৃঙ্গ আপনি ভগ্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ এই দুর্য্যোধন মত্ততা-প্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে মঙ্গলকে দূরীকৃত করিতেছে। হে রাজন্! যেমন বালক-পরিচালিত তরণীতে আরোহণ করিয়া মনুষ্য সমুদ্রমধ্যে ঘোর-বিপদে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি স্বয়ং বীর ও কবি হইয়া স্বীয় প্রজ্ঞাকে অবজ্ঞা করত পরের চিত্তানুবর্ত্তন করে, তাহারও তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করত জয়ী হইতেছে, তাহাতে আপনি অতিশয় প্রীত হইতেছেন; কিন্তু এইরূপ জয় হইতেই যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে, এবং তাহাতেই পুরুষের বিনাশ উপস্থিত হয়। আপনি দ্যূতরূপ এই যে আকর্ষ সুন্দররূপে প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার ফল কেবল নীচগামী; ইহাতে কেবল সম্পূর্ণ মনঃপীড়া আপনকার হৃদয়ে মন্ত্রণা দ্বারা লব্ধপদ হইয়াছে; স্বীয়বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ হয়, যদিও আপনি এরূপ চিন্তা করেন নাই, তথাপি ইহা আপনকার অভিমত হইয়াছে।—হে প্রতীপ-বংশ-সম্ভূত শান্তনুনন্দনগণ! তোমরা কৌরবদিগের সভামধ্যে এই পণ্ডিতোচিত বাক্য শ্রবণ কর, মন্দমতি দুর্য্যোধনের অনুবর্ত্তী হইয়া ঘোরতর প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিও না। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমদে অভিভূত হইয়া যদি ক্রোধ সম্বরণ না করেন, তাহা হইলে যখন বৃকোদর, সব্যসাচী ও নকুলসহদেব সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন, তখন সেই তুমুল-সময়ে তোমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হইবে?—হে মহারাজ! আপনি ধনের আকর, দ্যূতক্রীড়া না করিয়াও আপনি মনে মনে যত ধন ইচ্ছা করেন, ততই পাইতে পারেন; পাণ্ডবদিগের নিকটে যদি বহু ধন জয় করেন, তাহাতেই আপনকার কি হইবে? আপনি সামান্য ধনে অভিলাষী না হইয়া পাণ্ডবদিগকেই অমূল্য ধন-স্বরূপে লাভ করুন! সুবল-তনয়ের ক্রীড়া-বৃত্তান্ত আমরা অবগত আছি; এই পার্ব্বতীয়, দ্যূতে বিলক্ষণ ছলনা জানেন; হে ভারত! শকুনি যথা হইতে আসিয়াছেন, সেই স্থানেই প্রস্থান করুন, আপনি পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধকাণ্ডে প্রবৃত্ত করিবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের কুৎসা করত সর্ব্বদা শত্রুদিগের যশ লইয়াই শ্লাঘা করিয়া থাক; হে বিদুর! যাহারা তোমার প্রিয়পাত্র তাহা আমরা জানি, তুমি নিয়তই আমাদিগকে মূর্খের ন্যায় অবজ্ঞা কর। ইষ্টজয়ে ও অনিষ্ট পরাজয়ে যাহার অভিলাষ, সে ব্যক্তি যে প্রকারে নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োগ করে, তদ্দ্বারাই তাহাকে বিশেষরূপে জানা যায়; তোমার জিহ্বা ও মনই তোমার হৃদয়স্থ আশয় ব্যক্ত করিয়া দিতেছে; আমাদিগের প্রতি তোমার মনের প্রতিকূলতা আছে বটে, কিন্তু আন্তরিক প্রাতিকূল্য অপেক্ষা বাহ্য প্রাতিকূল্য গুরুতর। হে ক্ষত্তঃ! তোমাকে যেন সর্পের ন্যায় আমরা ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়াছি;

তুমি মার্জ্জারের ন্যায় পোষকের হিংসা করিতেছ; দেখ, পণ্ডিতেরা বলেন স্বামিদ্রোহ অপেক্ষা অধিকতর পাপ আর নাই; সেই ঘোরপাপ হইতে তোমার ভয় হইতেছে না কেন? হে ক্ষত্তঃ! আমরা শত্রুদিগকে জয় করিয়া মহৎফল প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে তুমি আমাদিগকে কঠোর বাক্য বলিও না; শত্রুদিগের সহিত সখ্য করিতে তুমি বিলক্ষণ সমুৎসুক, সেই মোহ-প্রযুক্তই বারম্বার আমাদিগের দ্বেষ করিয়া থাক। মনুষ্য অযোগ্য কথা বলিয়া লোকের শত্রু হইয়া উঠে, এবং শত্রুর প্রশংসাস্থলে গুহ্য বিষয় গোপন করিয়া রাখে; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আশ্রিত হইয়া কি বলিয়া আমাদিগের বাধা জন্মাইতেছ? তোমার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, এস্থলে তুমি তাহাই বলিতেছ। অহে বিদুর! তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার এই মন আমরা জানিতেছি, তুমি বৃদ্ধদিগের নিকটে জ্ঞান শিক্ষা কর, লোক মধ্যে যে যশ নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা রক্ষা কর, পরের কার্য্যে ব্যাপৃত হইও না। অহে বিদুর! আমি কর্ত্তা, এরূপ মনে করিয়া আমাদিগকে আর অবজ্ঞা করিও না এবং পরুষ-বাক্য-সকলও প্রয়োগ করিও না; যাহাতে আমার হিত হয়, তাহা কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, অতএব হে ক্ষত্তঃ! তুমি সহনশীল ব্যক্তিদিগকে আর ক্ষিপ্ত করিও না। এক ব্যক্তিই সকলের শাসনকর্ত্তা আছেন, দ্বিতীয় শাস্তা নাই; সেই শাস্তা গর্ভ-শয্যায় শয়ান পুরুষকেও শাসন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহারই শাসনের অনুবর্ত্তী রহিয়াছি; জল যেমন নিম্নদেশে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ তিনি আমাকে যে প্রকার নিয়োগ করিতেছেন, আমি সেইরূপই হইতেছি। যে ব্যক্তি মস্তক-দ্বারা শৈল ভেদ করে এবং সর্পকে ভোজন করায় তাহার বুদ্ধিই তদীয় কার্য্য-সকলের অনুশাসন করে; তদ্রূপ দ্যূতক্রীড়া অনিষ্টকর হইলেও আমার বুদ্ধিই আমাকে ইহাতে প্রবৃত্ত করিতেছে। পরন্ত যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে শাসন করে, সে তাদৃশ অযুক্ত শাসন-দ্বারা শত্রুপ্রাপ্ত হয়; মিত্রতার অনুবর্ত্তন করিলেও পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করেন। যে মনুষ্য অতিদাহ্য পদার্থ কর্পূর প্রজ্বলিত করিয়া অতিশীঘ্র তাহার প্রশমনার্থে ধাবিত না হয়, সে তাহার ভস্মও কুত্রাপি অবশিষ্ট দেখিতে পায় না; তদ্রূপ আমরা পাণ্ডবদিগের বৈরানল উদ্দীপিত করিয়া সত্বর তাহার নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিলে উহারা সমূলে নির্ম্মূল হইতে পারিবে। অহে ক্ষত্তঃ! পরপক্ষীয়, বিদ্বেষকারী, বিশেষত অহিত মনুষ্যকে কদাচ নিজগৃহে বাস দিবেক না; অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর; অসতী স্ত্রীকে সুন্দররূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

বিদুর কহিলেন, রাজন্! এতাদৃশ কারণে অর্থাৎ পরুষোক্তি-সহকারে নীতিশিক্ষা প্রদানে যাহারা আশ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের চরিত্র কিরূপ তাহা তুমি সাক্ষীর ন্যায় পক্ষপাত-শূন্য হইয়া ব্যক্ত কর; ফলত রাজাদিগের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তাহারা অগ্রে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মুষল-দ্বারা আঘাত করে। রে সুমন্দবুদ্ধে রাজপুত্র! তুমি আপনাকে পণ্ডিত, আর আমাকে মূর্খ মনে করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি আশ্রিত পুরুষকে সৌহৃদ্যে স্থাপিত করিয়া পরে দূষিত করে, তাহাকেই মূর্খ বলা যায়। ফলত শ্রোত্রিয়ের গৃহে ভ্রষ্টা স্ত্রীর ন্যায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে কখনই কল্যাণ-পথে উপনীত করা যায় না; হে ভরতর্ষভ! ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক পতির প্রতি কুমারীর যেমন স্পৃহা হয় না, সেইরূপ তোমার হিতোপদেষ্টার প্রতি রুচি হইতেছে না। হে রাজন্! অতঃপর তুমি যদি হিতাহিত সমস্ত-কার্য্যে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে স্ত্রী, জড়, পঙ্গু ও তাদৃশ লোক-সমুদায়কে জিজ্ঞাসা করিও। সংসারমধ্যে সুপ্রিয়ভাষী পাপীয়ান্ মনুষ্য অনায়াসে পাওয়া

যায়, কিন্তু অপ্রিয় অথচ পথ্য, এরূপ বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। যে ব্যক্তি প্রভুর প্রিয়-অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন, এবং অপ্রিয় হইলেও পথ্য কথা সকল বলেন, তাঁহার দ্বারাই রাজা সহায়বান্ হয়েন। মহারাজ! যাহা সাধুদিগেরই পেয়, অসতেরা যাহা পান করিতে পারে না, সেই অব্যাধি-জনিত, কটুদ্রব্য-জাত, মর্ম্মচ্ছেদী, তাপজনক, কীর্ত্তি-বিলোপী, রুক্ষ, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট ঔষধের তুল্য মন্যুপান করিয়া প্রশান্ত হও! আমি নিয়তই সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের যশ ও ধন কামনা করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমার যাহা হইবার তাহাই হউক; তোমাকে আমার এই নমস্কার; ব্রাহ্মণেরা আমার স্বস্তি নির্দ্দেশ করুন! হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত পুরুষ দৃষ্টিবিষ আশীবিষদিগকে কদাপি কোপিত করিবেন না, এই উপদেশ বাক্যটিই আমি যত্ন-সহকারে তোমাকে বলিতেছিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
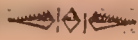
শকুনি কহিলেন, হে কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির! তুমি পাণ্ডবদিগের অনেক ধন হারিলে, এক্ষণে যদি আর কোন ধন অপরাজিত থাকে, তাহা ব্যক্ত কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলপুত্র শকুনে! আমি জানি আমার অসংখ্যেয় ধন আছে, পরন্তু তুমি কি নিমিত্ত ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি অযুত, প্রযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, মধ্য, পরার্দ্ধ বা তদপেক্ষাও অধিক পণ রাখ; হে রাজন্! এই ধন আমার পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! পর্ণাশা হইতে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বপর্য্যন্ত আমার বহুসংখ্য গো, অশ্ব, ধেনু ও অসংখ্য ছাগ মেষ-প্রভৃতি যে কিছু ধন আছে, এবারে তৎসমুদায় পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপরের ধন এবং ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য পুরুষ-সমুদায় আমার অবশিষ্ট ধন রহিয়াছে, এবারে এই ধন আমার পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! এই সমস্ত রাজনন্দনগণ যদ্দ্বারা বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, ঐ কুণ্ডল নিষ্ক-প্রভৃতি সমুদায় রাজবিভূষণ এবারে আমার পণ রহিল, এই ধনদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ, যুবাপুরুষ নকুল, এবারে একমাত্র পণীভূত হইলেন, ইহাঁকেই আমার ধনস্বরূপ জ্ঞান কর! শকুনি কহিলেন, রাজন্ যুধিষ্ঠির! তোমার প্রিয়পাত্র রাজপুত্র নকুল আমাদিগের বশতাপন্ন হইলেন, এক্ষণে তুমি আর কি পণদ্বারা ক্রীড়া করিবে!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া শকুনি সেই অক্ষসমস্ত গ্রহণ করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন, এবং ইহলোকে পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছেন, পণের

অযোগ্য সেই রাজপুত্র আমার প্রীতিপাত্র হইলেও যেন অপ্রিয়ের ন্যায় আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! হে রাজন্! তোমার প্রীতিভাজন এই মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে আমি ত জয় করিয়া লইলাম, বোধ হয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাদিগের অপেক্ষা তোমার অধিক প্রীতিপাত্র হইবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি যে নীতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সৌহৃদ্যবিশিষ্ট আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিতে অভিলাষী হইতেছ, ইহাতে নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! মত্ত হইলে মনুষ্য গর্ত্তে নিপতিত হয়, আর যে ব্যক্তি প্রকৃষ্টরূপে মত্ত হয় সে স্থাণুর ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে ভরতর্ষভ! তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ, অতএব তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার অযুক্তবাক্যে ক্ষমাপ্রদর্শন কর! হে যুধিষ্ঠির! কিতবেরা ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সমস্ত প্রলাপবাক্যের উক্তি করিয়া থাকে, তৎসমুদায় জাগ্রদবস্থায় দূরে থাকুক, তাহারা স্বপ্নেও কখন দেখিতে পায় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! শত্রুগণ-বিজেতা বলশালী যে রাজপুত্র নৌকার ন্যায় হইয়া আমাদিগকে সমরসাগরের পারে উপনীত করেন, সেই লোকবীর ফাল্গুন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! রাজন্ যুধিষ্ঠির! পাণ্ডবগণমধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধারী এই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে আমি ত জয় করিলাম, এক্ষণে পণের উপযুক্ত যে ধন অবশিষ্ট আছে, তোমার প্রীতিভাজন সেই ভীমসেনদ্বারা ক্রীড়া কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! দানবারি বজ্রধারীর ন্যায় যিনি একমাত্র আমাদিগের নেতা এবং সংগ্রামে অগ্রণী; যিনি বক্রদর্শী, সন্নতভ্রূ, মহাত্মা, সিংহস্কন্ধ ও সর্ব্বদা অমর্ষান্বিত; বাহুবলে যাঁহার তুল্য পুরুষ আর বিদ্যমান নাই; যে অরিবিনাশী এই ভূমণ্ডলমধ্যে গদাধারীদিগের অগ্রগণ্য, সেই রাজনন্দন ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীড়া করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, এই আমার জিত হইল! হে কৌন্তেয়! তুমি বিস্তর ধন, হয়, হস্তী, এমন কি ভ্রাতৃগণকে পর্য্যন্ত হারিলে; এক্ষণে যদি তোমার অপরাজিত আর কিছু ধন থাকে, তাহা ব্যক্ত কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি সমস্ত ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ এবং প্রেমাস্পদ, সংপ্রতি আপনি পরাজিত হইলে যে কর্ম্ম করিতে হয়, আমি স্বয়ং জিত হইয়া তাহাই করি!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বনপূর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! রাজন্! তুমি যে আপনাকে পরাজিত করিলে, এটি অতিশয় পাপকর্ম্ম হইল; অবশিষ্ট ধন থাকিতে আত্মপরাজয় অবশ্যই পাপহেতু সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষনিপুণ শকুনি পণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তথায় অবস্থিত লোকবীরগণ-সন্নিধানে পাণ্ডবদিগের পৃথক্ পৃথক্ পরাজয়বৃত্তান্ত উল্লেখ-পূর্ব্বক পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রেয়সী এখনও আর একটি অপরাজিত পণ রহিয়াছে, অতএব তুমি পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ রাখ, তাহার দ্বারা আপনাকে পুনর্ব্বার জয় করিয়া লও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি না খর্ব্বাকৃতি, না দীর্ঘা, না কৃশা, না স্থূলা, সেই নীলকুটিল-কুন্তলা, শারদপদ্মপলাশ-

নয়না, শারদোৎপলগন্ধা, রূপে শারদোৎপলসেবিনী লক্ষ্মীর এবং লাবণ্য-সৌভাগ্যাদিরূপিণী শ্রীর সদৃশী পাঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। হে সৌবল! পুরুষ লক্ষ্মীতুল্য-গুণশালিনী যাদৃশী স্ত্রী কামনা করে, কি দয়া, কি রূপসম্পত্তি, কি শীলসম্পত্তি, সর্ব্বাংশেই যিনি তাদৃশী হইতে পারেন; মনুষ্য অনুকূলা, প্রিয়ম্বদা ও ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধি-প্রয়োজিকা যাদৃশী স্ত্রী ইচ্ছা করে, তাদৃশ সমস্ত গুণেই যিনি উপপন্না হইয়াছেন; যিনি সকলের শেষে শয়ন ও অগ্রে জাগরণ করেন, এবং গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত সকল লোকেরই তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন; যাঁহার ঘর্ম্মবিন্দুযুক্ত মুখমণ্ডল কমল ও মল্লিকার ন্যায় শোভা পায়; বেদীসদৃশ সুমধ্যমা, দীর্ঘকেশা, তাম্রবদনা, অনতিলোমান্বিতা এবম্বিধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাঞ্চাল-নন্দিনী দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিলে সভাস্থ বৃদ্ধগণের মুখ হইতে "ধিক্ ধিক্" এইরূপ বাক্যই নির্গত হইতে লাগিল; হে রাজন্! সমুদায় সভা একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; রাজগণের শোকোদয় হইল; ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতির ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল; বিদুর মস্তক ধারণ-পূর্ব্বক যেন গতচেতন হইয়া অধোমুখে ভুজ-ঙ্গের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে চিন্তাপরা-য়ণ হইয়া রহিলেন; পরন্তু ধৃতরাষ্ট্র সম্যক্ হৃষ্ট হইয়া "জিত হইল কি? জিত হইল কি?" পুনঃ পুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বাহ্য আকারে মনের ভাব আর গোপন করিতে পারি-লেন না। কর্ণ, দুঃশাসনাদির সহিত অতিমাত্র হর্ষান্বিত হইলেন, কিন্তু অপর সভ্য-সকলের নেত্র হইতে বারি বিগলিত হইতে লাগিল। জয়াভিমানী মদোদ্ধত সুবল-তনয় "এই ত জিতিলাম!" এই কথা বলিয়া সেই অক্ষ-সমস্ত পুনরায় গ্রহণ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! আইস, পাণ্ডব-দিগের মনোমোহিনী প্রণয়িনী রমণী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর; সেই অপুণ্যশীলা শীঘ্র আসিয়া গৃহ-মার্জ্জনা করুক, এবং তথায় দাসীদিগের সহিত অব-স্থান করুক। বিদুর কহিলেন, রে মন্দমতে! তুমি নিতান্ত মূঢ়, এই নিমিত্তই এরূপ দুর্ব্বাক্যের উক্তি করিলে; তুমি যে পাশে বদ্ধ হইতেছ, তাহা আর তোমার বোধ হইতেছে না; তুমি যে প্রপাতে লম্বমান হইয়াছ, তাহা আর জানিতে পারিতেছ না; তুমি মৃগ হইয়া ব্যাঘ্রদিগকে অতিমাত্র কো-পিত করিতেছ। রে সুমন্দাত্মন্! সম্পূর্ণ কোপা-বিষ্ট মহাবিষ আশীবিষ-সকল তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তাহাদিগকে আরও কোপিত করিয়া তুমি যমালয়ে গমন করিও না। আমার বিবেচনায় কৃষ্ণা কোনক্রমে দাসীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যেহেতু যুধিষ্ঠির প্রভুত্ববিহীন হইয়া তাঁহাকে পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন।—বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়া করিতেছে; দ্যূত যে মহাভয়-ঙ্কর বৈরের নিমিত্ত হয়, এ বিনাশকালে মত্ত হইয়া তাহা আর বুঝিতেছে না। পরের মর্ম্মভেদী ও পরুষবাদী হইবেক না; দ্যূতাদি নীচকর্ম্মদ্বারা শত্রুকে বশবর্ত্তী করিবেক না; এবং মনুষ্যের যে বাক্য দ্বারা অন্যের উদ্বেগ হইতে পারে, তাদৃশী দগ্ধকারিণী নরকসাধনী বাণী কদাচ উচ্চারণ করি-বেক না। এক জনের মুখ হইতে অত্যুক্তি-সমস্ত উচ্চারিত হয়, তদ্দ্বারা আহত হইয়া আর একজন দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে; সেই সকল বাক্য-ময় শল্য অন্যের মর্ম্মস্থানেই পতিত হয়; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পরের প্রতি কদাচ তাহা প্রয়োগ করিবেন না।—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, একটা ছাগ কোন মৎস্যঘাতীর পিষ্টাবৃত বড়িশ গিলিয়াছিল, তাহাতে মৎস্যঘাতী ঐ ছাগের মস্তক ভূমিতে রাখিয়া সূত্রদ্বারা সেই শস্ত্র আকর্ষণ করাতে উহার

কণ্ঠচ্ছেদ হইয়া গেল; অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত তুমি তদ্রূপ ঘোরতর শত্রুতা করিও না। তুমি যাদৃশ দুর্ব্বাক্য বলিতেছ, পৃথাতনয়েরা এরূপ কোন কথাই বলেন না; কুক্কুরের ন্যায় নীচ লোকেরাই কি বানপ্রস্থ, কি গৃহমেধী, কি পরিপূর্ণ-বিদ্যাবিশিষ্ট তপস্বী, সকলকেই সর্ব্বদা এই প্রকার কটূক্তি করিয়া থাকে।—শঠতা যে নরকের ভয়ঙ্কর দ্বারস্বরূপ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না; দ্যূতক্রীড়ার উদ্যোগে কুরুদিগের মধ্যে অনেকেই দুঃশাসনের সহিত তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। যদি অলাবু-সকল চিরকালই জলে নিমগ্ন হইয়া থাকে, শিলা-সকল প্লাবিত হয়, এবং নৌকা-সকল সলিলে মগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের মূঢ় পুত্র দুর্য্যোধন আমার পথ্যরূপ বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করে না; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ কুরুগণের অন্তকারী হইবে। যখন সুহৃদ্বর্গের যুক্তি-সম্মত হিতকর ও পথ্যরূপ বাক্য-সমস্ত শ্রুত হইতেছে না, কেবল লোভেরই বৃদ্ধি হইতেছে, তখন অবশ্যই সুদারুণ সর্ব্বহর বিনাশ উপস্থিত হইবে।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন দর্পভরে মত্ত হইয়া "ক্ষত্তাকে ধিক্" এই দুর্ব্বাক্যের উক্তি করত সভাস্থ প্রাতিকামীর প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং প্রধান প্রধান আর্য্যগণমধ্যে তাহাকে এই কথা বলিলেন, প্রাতিকামিন্! তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার ভয় নাই, এই ক্ষত্তা কেবল ভীত হইয়াই বিপরীত কথা বলেন, বিশেষত ইনি সর্ব্বদাই আমাদিগের অবনতি কামনা করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সূততনয় প্রাতিকামী এইরূপ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কুক্কুর যেমন সিংহসদনে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের বাসভবনে শীঘ্র প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মহিষী দ্রৌপদীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিল, দ্রৌপদি! যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে মত্ত হওয়ায় দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন, অতএব তুমি ধৃতরাষ্ট্রের আলয়ে চল; হে যাজ্ঞসেনি! আমি তোমাকে দাসীকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত লইয়া যাইব। দ্রৌপদী কহিলেন, প্রাতিকামিন্! তুমি এরূপ কথা কি-প্রকারে বলিতেছ? কোন্ রাজপুত্র ভার্য্যাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে? দ্যূতমদে মত্ত হওয়ায় রাজা যুধিষ্ঠির নিঃসন্দেহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার কি আর কিছু পণের দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, যখন তাঁহার আর কিছু পণের বস্তু ছিল না, তখনই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন; হে রাজপুত্রি! সেই রাজা প্রথমে ভ্রাতৃগণকে, পরে স্বয়ং আপনাকে, তৎপরে তোমাকে পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি একবার যাও, সভামধ্যে সেই কিতবের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি অগ্রে আপনাকে হারিয়াছেন, না আমাকে? হে সূতনন্দন! অগ্রে ইহা জানিয়া আইস, তার পর আমাকে লইয়া যাইও; আমি রাজার অভিপ্রেত জানিয়া অগত্যা দুঃখিত মনে গমন করিব!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন প্রাতিকামী সভায় প্রতিগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সেই বাক্য বর্ণন করিল; নরেন্দ্রগণমধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে সে এই কথা বলিল, দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, "কাহার প্রভু হইয়া তুমি আমাদিগকে দ্যূতে হারিয়াছ? অগ্রে কি আপনাকে হারিয়াছ, না আমাকে?" প্রাতিকামী এই কথা বলিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির যেন হতচেতন ও নির্জ্জীবের ন্যায় হইয়া রহিলেন, তাহাকে ভাল, কি মন্দ, কোন কথাই প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, পাঞ্চালী এই খানেই আসিয়া এই প্রশ্নের উল্লেখ করুক, তাহার ও ইহাঁর যে কিছু কথা হয়, এই খানেই সকলে শ্রবণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সূত প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশানুগামী হইয়া রাজভবনে গমন-পূর্ব্বক যেন ব্যথিতান্তঃকরণে দ্রৌপদীকে বলিল, রাজপুত্রি! ঐ সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ করি কৌরবগণের সংহারদশা উপস্থিত হইল; হে রাজনন্দিনি! লঘুচেতা দুর্য্যোধন যখন তোমাকে সভামধ্যে লইয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, তখন আর তিনি সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিলেন না। দ্রৌপদী কহিলেন, বিধাতা এইরূপ বিধানই করিয়াছেন, পণ্ডিত ও মূর্খকে সুখ ও দুঃখ ভজনা করে; পরন্তু লোকে ধর্ম্মকেই একমাত্র পরম পদার্থ বলে, তিনি রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমাদিগের শান্তি-বিধান করিবেন। সেই ধর্ম্ম যেন কৌরবদিগকে পরিত্যাগ না করেন! তুমি সভ্যগণের নিকটে গমন করিয়া আমার এই ধর্ম্মানুগত বাক্য জিজ্ঞাসা কর, সেই নীতিমন্ত বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা সকলে নিশ্চয় করিয়া যাহা বলেন, আমি অবশ্যই তাহা করিব। প্রাতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই কথা শুনিয়া সভায় গমন-পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিল; পরন্তু সভ্যেরা দুর্য্যোধনের একান্ত আগ্রহ বুঝিয়া অধোমুখে রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই অভিপ্রেত শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর নিকটে একজন বিশ্বাসী দূতকে এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে, "পাঞ্চালী যদিও রজস্বলা, সুতরাং অধোনীবী ও এক বস্ত্রা হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সম্মুখবর্ত্তিনী হউন।" হে রাজন্! সেই ধীমান্ দূত কৃষ্ণার ভবনে সত্বর গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের নিশ্চিত মত নিবেদন করে। এদিকে প্রাতিকামীর বাক্য শ্রবণে দুঃখ-সমন্বিত দীনভাবাপন্ন মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যে নিতান্ত আবদ্ধ হওয়ায় কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের বিষণ্ণমুখাবলোকন-পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া সূতকে কহিলেন, প্রাতিকামিন্! এইখানেই উহাকে আনয়ন কর, কৌরবেরা উহার প্রত্যক্ষে প্রশ্নের উত্তর করুন। দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর প্রাতিকামী তাঁহার বশানুগামী হইলেও দ্রুপদনন্দিনীর কোপ হইতে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সভ্যদিগকে কহিল, আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব? তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, দুঃশাসন! আমার এই অল্পচেতা সূতপুত্র বৃকোদর হইতে ভয় পাইতেছে, অতএব তুমি স্বয়ং যাজ্ঞসেনীকে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর; অস্বাধীন শত্রুগণ তোমার কি করিবে? অনন্তর সেই রাজপুত্র ভ্রাতার আজ্ঞা শ্রবণে লোহিতনয়নে সমুত্থিত হইয়া মহারথ পাণ্ডবগণের বাস-ভবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল, পাঞ্চালি! এস এস, তুমি পরাজিতা হইয়াছ; হে কৃষ্ণে! এখন লজ্জা পরিহার-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর; হে বিশাল-কমললোচনে! এখন কুরুগণকে ভজনা কর, আমরা ধর্ম্মানুসারে তোমাকে লাভ করিয়াছি, এস, সভায় চল। দুঃশাসন এইরূপ কহিলে পর দ্রৌপদী সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক করদ্বারা অশ্রু-বিবর্ণ মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া যে স্থানে কুরুপুঙ্গব বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ ছিলেন, তথায় অতিকাতরভাবে ধাবমানা হইলেন। তাহাতে দুঃশাসন রোষভরে গর্জ্জন করিতে করিতে বেগে তাঁহার পশ্চাতে অভিসরণ করিল, পরে সেই নরেন্দ্রমহিষীকে নীলবর্ণ তরঙ্গিত সুদীর্ঘকেশপাশে ধারণ করিল। রাজসূয় মহাযজ্ঞের অভিষেক সময়ে যাহা মন্ত্রপূত সলিলে সিক্ত হইয়াছিল, এখন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র পাণ্ডবদিগের বীর্য্য পরিভব করিয়া বলপূর্ব্বক সেই কেশকলাপ গ্রহণ করিল! কৃষ্ণা অসামান্য-নাথবতী হইলেও দুরাত্মা দুঃশাসন সেই অতিকাতরা দীর্ঘকেশীকে যেন অনাথার ন্যায় বলপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিয়া, বায়ু যেমন কদলীকে কম্পিত করে, তদ্রূপ আকর্ষণ করিতে

লাগিল! সেইৰূপে আকৃষ্যমাণা হওয়ায় দ্রৌপদী অঙ্গযষ্টি অবনমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, রে মন্দবুদ্ধে! আমি রজস্বলা হইয়াছি; রে দুরাত্মন্! আমার একমাত্র পরিধেয় রহিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় আমারে সভায় লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নহে। কৃষ্ণা এই কথা বলিলে পর দুঃশাসন তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে ধারণ-পূর্ব্বক বলসহকারে নিগৃহীত করিয়া পশ্চাদুক্ত দুর্ব্বাক্যের উক্তি করিল; যাজ্ঞসেনী অতি করুণ স্বরে নারায়ণ ও নরাবতার কৃষ্ণ ও জিষ্ণুকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন কহিল, যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও, অথবা বিবস্ত্রাই হও, দ্যূতে পরাজিতা হইয়া আমাদিগের দাসী হইয়াছ, সুতরাং তোমার যথারুচি, দাসীগণ-মধ্যেই বাস করিতে হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃশাসন আকর্ষণ করায় বিকীর্ণকুন্তলা ও পতিতার্দ্ধবসনা লজ্জাশীলা কৃষ্ণা অমর্ষভরে দহ্যমানা হইয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন, রে নিষ্ঠুর-কর্ম্মকারিন্! সভাস্থিত এই সমস্ত অধীত-শাস্ত্র ক্রিয়াবন্ত রাজগণ সকলেই ইন্দ্রকল্প এবং সকলেই আমার গুরুস্থানীয় ও গুরু; অতএব ইহাঁদিগের অগ্রে এ অবস্থায় অবস্থান করিতে আমার কোন ক্রমে উৎসাহ হয় না; রে অনার্য্যচরিত! আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না, ক্ষান্ত হ, আর আকর্ষণ করিস্ না; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোর সহায় হয়েন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোরে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মে অবস্থিত আছেন; ধর্ম্মও অতিসূক্ষ্ম পদার্থ; বিচক্ষণ মানবেরাই তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন; পরন্তু আমি বাক্য-দ্বারাও ভর্ত্তার গুণগণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পরমাণুমাত্র দোষ স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি না। আমি রজস্বলা হইলেও এই কুরুবীরগণ-মধ্যে তুই যে আমাকে পরিকর্ষণ করিতেছিস্ ইহা দারুণ অকার্য্য, কিন্তু ইহাতে কেহই তোরে ভর্ৎসনা করিতেছেন না; বোধ হয় সকলেই তোর এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। হা ধিক্! সমুদায় কৌরবগণ যখন সভামধ্যে অবলীলা-ক্রমে স্বধর্ম্ম-সীমা উল্লঙ্ঘিত হইতে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভরতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, এবং ক্ষত্র-ধর্ম্মজ্ঞদিগের চরিত্রও দূষিত হইয়াছে। দ্রোণ ও ভীষ্ম সত্বহীন হইয়াছেন, এই মহাত্মা বিদুরেরও সত্বলোপ হইয়াছে! হা! প্রধান প্রধান কুরুবৃদ্ধেরাও রাজার এই উগ্রতর অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমধ্যমা পাঞ্চালী সেইৰূপ করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কটাক্ষদ্বারা কুপিত ভর্ত্তৃগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং সেই বিষম কটাক্ষপাতে কোপ-পরীতাঙ্গ পাণ্ডবদিগকে একবারে সন্দীপিত করিয়া তুলিলেন। লজ্জা ও কোপ-সহকারে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষ-দ্বারা তাঁহাদিগের যাদৃশ দুঃখ হইল, সমস্ত রাজ্য ধন ও প্রধান প্রধান রত্নজাত অপহৃত হইলেও তাদৃশ দুঃখ হয় নাই। এদিকে দুঃশাসন কৃষ্ণাকে দীনভাবাপন্ন ভর্ত্তৃগণের প্রতি অবলোকন করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত "দাসী দাসী" এই কথা বলিতে লাগিল, তিনি বেদনায় অচেতন প্রায় হইলেন। কর্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করত দুঃশাসনের সেই কথায় সম্যক্ প্রশংসা করিলেন এবং সুবলের পুত্র গান্ধাররাজও তাহাকে সেইৰূপে অভিনন্দিত করিলেন। পরন্তু কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন-ভিন্ন তথায় আর যে সকল সভ্য ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণাকে সভামধ্যে পরিকৃষ্যমাণা দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে সুভগে! অস্বতন্ত্র ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, অথচ পত্নীর উপরেও ভর্ত্তার প্রভুতা আছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত তোমার এই প্রশ্নের

যথার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। দেখ, যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধি-সম্পন্না অখিল বসুন্ধরা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে পারেন না; উনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি পরাজিত হইলাম," তন্নিমিত্ত আমি এই প্রশ্নের বিবেচনা করিতে অসমর্থ হইতেছি। অপিচ শকুনি মনুষ্যগণ-মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, কুন্তীনন্দন তাঁহার সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; বিশেষত শকুনির ক্রীড়া যে প্রতারণা, যুধিষ্ঠির তাহাও মনে করেন না; তন্নিমিত্তই আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছি না। দ্রৌপদী কহিলেন, কৌশল-সম্পন্ন প্রতারণা-পরায়ণ দ্যূতপ্রিয় দুষ্টাত্মা অনার্য্য লোকেরা দ্যূতে অনভ্যস্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া যখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তখন আর ইনি কিপ্রকারে স্বয়ং পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন? প্রতারণা-প্রবৃত্ত অশুদ্ধচিত্ত ধূর্ত্তেরা সকলে মিলিত হইয়া কুরুপাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এই নিমিত্তই উনি পরাজিত হইয়াও তাহাদিগের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পশ্চাৎ তাহা জানিয়াছেন। সে যাহা হউক, পুত্র ও পুত্রবধূগণের অধীশ্বর এই সমস্ত কুরুগণ সভামধ্যে অবস্থিত আছেন, ইহাঁরা সকলে উপস্থিত বিষয় ও মদীয় বাক্য সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচন করিয়া আমার এই প্রশ্নটির যথাবৎ সিদ্ধান্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনতাপন্ন পতিগণের প্রতি অবলোকন করত রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে সেইরূপ উক্তিকারিণী পাঞ্চালীকে দুঃশাসন কর্কশ, অপ্রিয় ও কটুবাক্য-সমস্ত কহিতে লাগিল। বৃকোদর তাদৃশ অযোগ্য দুর্দ্দশাপন্না রজস্বলা উত্তরীয়-বসনহীনা ও আকৃষ্যমাণা কৃষ্ণাকে এবং যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অতিমাত্র কাতর ও পরিশেষে কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভীম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় কিতবদিগের আলয়ে অনেক বেশ্যা থাকে, সেই পুংশ্চলীদিগকেও পণ রাখিয়া তাহারা ক্রীড়া করে না; তাহাদিগের প্রতিও দয়া থাকে। দেখুন, কাশিরাজ যে ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভূপালগণ যে সমস্ত ধন, রত্ন, বাহন, কবচ ও আয়ুধ-নিচয় উপহার দিয়াছিলেন, শত্রুরা শঠতা-সহকারে তৎসমুদায় রাজ্য, এমন কি, আপনাকে ও আমাদিগকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইয়াছে; তাহাতেও আমার কোপ হয় নাই, যেহেতু আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু; পরন্তু দ্রৌপদীকে যে পণ রাখিয়াছিলেন, এইটি আমার অত্যন্ত ব্যতিক্রম বোধ হইতেছে, যেহেতু এই রাজবালা কোন ক্রমে এরূপ দুরবস্থার যোগ্যা নহেন, কিন্তু পাণ্ডবদিগকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনার নিমিত্তে অকৃতাত্মা নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ-কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমানা হইতেছেন। হে রাজন্! কেবল ইহাঁর নিমিত্তে আপনার উপরে আমার এই ক্রোধ নিপাতিত হইতেছে, আমি আপনার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিয়া দিব;—সহদেব! অগ্নি আনয়ন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! আপনি ত পূর্ব্বে আর কখন এরূপ কথা বলেন নাই, বোধ হয় নৃশংস শত্রুগণ আপনার ধর্ম্মগৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছে! শত্রুদিগের মনস্কাম পূর্ণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; আপনি উত্তম ধর্ম্মেরই আচরণ করুন; ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করা কোন্ ব্যক্তির উচিত হইতে পারে? শত্রুগণ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া রাজা ক্ষত্রিয়ব্রত স্মরণ করত পরের ইচ্ছায় যে ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা ত আমাদিগের মহতী কীর্ত্তির বিষয়ই হইয়াছে! ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ইনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়াছেন ইহা যদি না জানিতাম, তাহা হইলে বলাৎকারেই ইহাঁর বাহুদ্বয় একত্র করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবদিগকে সেইরূপ দুঃখিত এবং কৃষ্ণাকে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র বিকর্ণ এই প্রকার বক্তৃতা করিলেন, হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যে কথা বলিলেন, আপনারা তাহার উত্তর করুন; বাক্যের বিচার না করিলে আমাদিগের সদ্য নরক হইবে। কুরুগণমধ্যে বৃদ্ধতম ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, ইহাঁরা উভয়ে মিলিত হইয়া কিছুই বলিলেন না; মহামতি বিদুরও কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। সকলের আচার্য্য দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ-নন্দন ও কৃপ ইহাঁরাও কি নিমিত্তে প্রশ্নের উত্তর না করিলেন? পরন্তু যে সকল মহীপালগণ সর্ব্বদিক্ হইতে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা কাম ক্রোধ পরিহার-পূর্ব্বক যথামতি উত্তর করুন। শোভনা দ্রুপদ-তনয়া বারম্বার এই যে কথা বলিলেন, পার্থিবগণ কাহার কোন্ পক্ষ, বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তর বাক্য বলুন।

এইরূপে বিকর্ণ সমুদয় সভাসদ্‌গণকে বহুবার বলিলেন, কিন্তু সেই মহীপতিগণ তাঁহাকে ভাল মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। সকল ভূপালবর্গের প্রতি বারম্বার সেই প্রকার উক্তি করিয়া বিকর্ণ করে করে নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, হে ধরাপালগণ! হে কৌরব-বর্গ! তোমরা প্রশ্নের উত্তর কর আর নাই কর, এ বিষয়ে আমি যাহা ন্যায্য মনে করিতেছি তাহা অবশ্যই বলিব। হে নরবরগণ! পণ্ডিতেরা ক্ষিতি-পতিদিগের মৃগয়া, পান, দ্যূতক্রীড়া ও স্ত্রীসম্ভোগে অতিশয় আসক্তি, এই চারি প্রকার ব্যসন বর্ণন করেন; এই সকল ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কার্য্য করে; তাদৃশ অযুক্ত লোকের অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, লোকে তাহা প্রামাণিক মনে করে না। এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও কিতবগণ-কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া ঘোর ব্যসনে অবস্থান করত দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন। অপিচ অনিন্দিতা পাঞ্চালী সমস্ত পাণ্ডবগণের সাধারণী পত্নী; বিশেষত যুধিষ্ঠির অগ্রে আপনাকে হারিয়া পশ্চাৎ ইহাঁরে পণ রাখেন; আরও দেখ, কৃষ্ণাকে পণ রাখিবেন, যুধিষ্ঠির আপনিও এ কথা মনে করেন নাই, পণার্থী সুবলপুত্রই ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়া দেন; অতএব এই সমস্ত বিচার করিয়া আমি ইহাঁকে বিজিতা বলিয়া স্বীকার করি না।

বিকর্ণের এই কথা শ্রবণে সভ্যদিগের মহান্ কল কল ধ্বনি উত্থিত হইল; সকলেই তাঁহার প্রশংসা এবং সুবল-তনয়ের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে সেই শব্দ নিরস্ত হইলে কর্ণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া রুচির বাহুদণ্ড আন্দোলিত করত এইরূপ বক্তৃতা করিলেন। কর্ণ কহিলেন, হে বিকর্ণ! এই সভামধ্যে বহুতর বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অরণী-সম্ভূত অগ্নি যেমন তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারই বিনাশক হয়, তুমিও সেইরূপ হইতেছ। এই সমস্ত সভ্যগণ কৃষ্ণা-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও কিছুই বলিলেন না, সকলেই এই দ্রুপদ-তনয়াকে ধর্ম্মত বিজিতা মনে করিতেছেন। কিন্তু হে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র! কেবল তুমিই অতিশয় বালকতা-প্রযুক্ত রোষে বিদীর্ণ হইতেছ, যেহেতু বালক হইয়াও সভামধ্যে বৃদ্ধ-সমুচিত সম্ভাষণ করিতেছ। হে দুর্য্যোধনানুজ! ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহাও তুমি যথার্থরূপে জান না, যেহেতু জয়লব্ধা কৃষ্ণাকে তুমি বিজিতা নহে বলিয়া নিতান্ত মন্দবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছ। হে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়! যুধিষ্ঠির যখন সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়াছে, তখন আর তুমি কি বলিয়া কৃষ্ণাকে অবিজিতা মনে করিতেছ? হে ভরতর্ষভ! দ্রৌপদীও সর্ব্বস্বের অন্তর্গতা সন্দেহ কি? অতএব ধর্ম্মজিতা কৃষ্ণাকে তুমি কিপ্রকারে জিতা নহে বলিয়া স্থির করিতেছ? শকুনি কথায় কথায় দ্রৌপদীর নামোল্লেখ করিলেন, পাণ্ডবদিগেরও তাহাকে পণ রাখা অভিমত হইল, তবে কি কারণে তোমার বিবেচনায় কৃষ্ণা অবিজিতা হইতেছে? তবে যদি মনে কর, উহাকে একবস্ত্রে সভাস্থলে আনাতে অধর্ম্ম হই-

য়াছে, তদ্বিষয়েও আমার এই উত্তম বাক্য শ্রবণ কর। হে কুরুনন্দন! দেবতারা স্ত্রীলোকের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন; কিন্তু এই পঞ্চালী অনেকের বশগামিনী হওয়ায় বন্ধকী বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; সুতরাং আমার বিবেচনায় ইহার সভাস্থলে আনয়ন বা একাম্বরধারিতা অথবা বিবস্ত্রতা কিছুই বিচিত্র নহে। ফলত, পাণ্ডবদিগের যে কিছু ধন ছিল, তাহাই বল, এই দ্রৌপদীর কথাই বল, আর পাণ্ডবদিগের কথাই বা বল, সুবলনন্দন তৎসমুদায় ধনই ধর্ম্মানুসারে দ্যূতক্রীড়ায় জয় করিয়া লইয়াছেন।—দুঃশাসন! এই প্রাজ্ঞমানী বিকর্ণ নিতান্ত বালক; তুমি পাণ্ডবদিগের ও দ্রৌপদীর বস্ত্র সমস্ত আহরণ কর ত। হে ভারত! কর্ণের সেই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন উন্মোচন পূর্ব্বক সভাতলে উপবেশন করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যাজ্ঞসেনী পরিত্রাণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি ও নরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; অনন্তর মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ! দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসন আকর্ষণ করিতে থাকিলে তদ্রূপ অপর বস্ত্র অনেকানেক প্রকাশিত হইতে লাগিল। হে প্রভো! ধর্ম্মের পরিপালন-হেতুক নানারাগ-রঞ্জিত শত শত বসন-সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল; তাহাতে সেই সভাস্থলে ঘোরতর আরাব-সম্বলিত হলহলা শব্দ উঠিল। মনুষ্যলোকে সেই অদ্ভুততম ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সভাস্থ সমস্ত মহীপালগণ দুঃশাসনের কুৎসা করত দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বৃকোদর সেই রাজগণমধ্যে ক্রোধভরে করে করে নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠদ্বয় কম্পমান করিয়া ঘোরতর নিনাদ-সহকারে উৎকট দিব্য করিলেন।

ভীমসেন কহিলেন, হে ভুবনবাসি ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা আমার এই বাক্য গ্রহণ করুন; আমি যে কথা বলিতেছি, পূর্ব্বে অন্য কোন মনুষ্য ইহার আর উক্তি করে নাই এবং পরেও আর কেহ কখন ইহা বলিতে পারিবে না। হে ক্ষিতিপতিগণ! আপনাদিগের সমক্ষে এই কথা বলিয়া আমি যদি ইহা সম্পন্ন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্বপিতামহগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সমরে এই পাপাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি ভারতাধম দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বলপূর্ব্বক ভেদ করিয়া যদি রুধির পান করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন পূর্ব্বপুরুষদিগের গতিভ্রষ্ট হই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহার সেই লোমহর্ষণ অতিভয়ঙ্কর উৎকট বাক্য শ্রবণ করিয়া সভ্যেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের কুৎসা করত তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। এ দিকে যখন সভামধ্যে রাশি রাশি বস্ত্র সঙ্কলিত হইল, তখন দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া উপবেশন করিল। অনন্তর তথায় কুন্তীতনয়দিগকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া সভাস্থ নরদেবগণের লোমহর্ষণ ধিক্কার শব্দ উত্থিত হইল। সজ্জনগণ "কৌরবেরা কৃষ্ণাকৃত প্রশ্নের উত্তর করিল না," এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক সভাসদ্গণকে নিবারণ করিয়া এই কথা বলিলেন, হে সভ্যগণ! দ্রৌপদী প্রশ্ন করিয়া অনাথার ন্যায় এইরূপ নিরতিশয় রোদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা তাহার উত্তর দিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্ম পীড়িত হইতেছেন। দেখুন, আর্ত্ত ব্যক্তি যেন প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভায় আগমন করে, সভ্যেরা সত্য ধর্ম্মদ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন। অনন্তর সেই পীড়িত পুরুষ সভ্যদিগের নিকটে ধর্ম্মপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে; তাঁহারাও কামক্রোধের বল অতিক্রম করিয়া সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেন। হে নরাধিপগণ! বিকর্ণ যথাবুদ্ধি প্রশ্নের উত্তর করিয়াছেন, এক্ষণে

আপনারাও নিজ নিজ মতি অনুসারে সেই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করুন। যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল-ভাগী হয়েন; আর যিনি বিচার-স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়াও অযথা উত্তর করেন, তিনি মিথ্যার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করেন, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ ও অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা মুনির সংবাদরূপ এই পুরাতন ইতিহাসটি এ বিষয়ে উদাহরণ দিয়া থাকেন।

দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তৎকালে কন্যালাভেচ্ছায় তাঁহারা "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ" পরস্পর এইরূপ বিবাদ করিয়া প্রাণপর্য্যন্ত পণ রাখিয়াছিলেন। এই প্রকার প্রশ্ন-বিবাদ হওয়ায় তাঁহারা প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের দুই জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর কর। প্রহ্লাদ সুধন্বাকে অবলোকন করত উত্তর কথনে ভীত হইলেন; তাহাতে সুধন্বা ক্রোধে ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, প্রহ্লাদ! যদি তুমি মিথ্যা বল কিম্বা কিছুই না বল, তাহা হইলে বজ্রধারী সুরপতি বজ্র-দ্বারা তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন। সুধন্বা সেইরূপ কহিলে পর প্রহ্লাদ ব্যথিত ও অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসার্থে মহাতেজস্বী কশ্যপ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কি দৈব কি আসুর কি ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মই বিশেষরূপে অবগত আছেন, সম্প্রতি এই একটি ধর্ম্ম-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তর না করে, অথবা মিথ্যা নির্দ্দেশ করে, তাহার পরলোক-সমস্ত কিপ্রকার হয়? এই প্রশ্নটির উত্তর আমারে বলুন।

কশ্যপ কহিলেন, অভিজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ বা ভয়-প্রযুক্ত প্রশ্ন-সকলের উত্তর না দেয়, সে আপনার উপরে সহস্র-সংখ্যক বারুণ পাশ নিক্ষিপ্ত করে; অপিচ সাক্ষী থাকিয়া যে ব্যক্তি চক্ষে যাহা দেখে বা কর্ণে যাহা শুনে, তদ্বিষয়ে শৈথিল্যাচরণ করত সাক্ষ্য দেয়, সেও বরুণ-সম্বন্ধীয় সহস্র পাশে আপনাকে নিগড়িত করে। প্রতিসম্বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার এক একটি পাশ বিমুক্ত হয়; অতএব সত্য বৃত্তান্ত জানিয়া সরল হৃদয়ে সত্য বলাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া যে সভায় শরণাপন্ন হন, তথাকার সভ্যেরা যদি তাঁহার শল্যচ্ছেদন না করে, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই সেই শল্য-দ্বারা বিদ্ধ হয়। যে সভায় সভাসদ্বর্গ নিন্দিত কর্ম্মের নিন্দা না করে, তথাকার প্রধান পুরুষ সেই পাপকর্ম্মীদিগের অর্দ্ধেক পাপ হরণ করে, এবং চতুর্থাংশ পাপকারীর প্রতি, আর চতুর্থাংশ সভ্যদিগের প্রতি পতিত হয়। পরন্তু যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তি নিন্দিত হয়, তথাকার প্রধান পুরুষ নিষ্পাপ হয়েন এবং সভ্যেরাও নিষ্কৃতি লাভ করেন, কেবল পাপকর্ত্তাই পাপভাগী হইয়া থাকে। হে প্রহ্লাদ! যাহারা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা বলে, তাহারা ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট করে। যাহার ধন অপহৃত হয়, যাহার পুত্র নিহত হয়, যে ঋণী থাকে, যে ব্যক্তি সঙ্গিভ্রষ্ট হয়, যে স্ত্রী পতিবিহীনা হয়, রাজকরে যাহার সর্ব্বস্বান্ত হয়, যে নারী বন্ধ্যা হয়, যাহাকে ব্যাঘ্রে আহত করে, যে রমণীকে সপত্নী-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, এবং সাক্ষীরা যে ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করে; সেই সকল লোকের যে যে দুঃখ, দেবতারা তৎসমুদায় সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; মিথ্যা উত্তর দাতা সেই সমস্ত দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণ-হেতুক সাক্ষিত্ব হয়; অতএব সত্য কথা বলিলেই সাক্ষী ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে অপরিহীন হয়।

কশ্যপের বচন শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ পুত্রকে কহিলেন, বিরোচন! তোমা অপেক্ষা সুধন্বা শ্রেষ্ঠ,

আমা অপেক্ষা অঙ্গিরাঃ শ্রেষ্ঠ এবং তোমার মাতা অপেক্ষা সুধন্বার জননী শ্রেয়সী; সুতরাং এই সুধন্বা তোমার প্রাণের অধীশ্বর। সুধন্বা কহিলেন, তুমি যে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-মর্য্যাদায় অবস্থিত রহিলে, একারণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার এই পুত্র শতবৎসর জীবিত থাকুক। বিদুর কহিলেন, হে সভাসদ্গণ এইরূপ পরম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া আপনারা সকলে দ্রৌপদী-কৃত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কি, তাহা বিবেচনা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুরের বক্তৃতা শ্রবণে পার্থিবগণ কিছুই বলিলেন না; তখন কর্ণ দুঃশাসনকে কহিলেন, দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের কথায় দুঃশাসন কম্পমানা, লজ্জাবতী, পাণ্ডবদিগের প্রতি করুণ-পরিদেবিনী তপস্বিনী যাজ্ঞসেনীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
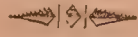
দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে নরাধম দুঃশাসন! কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা কর্;—এই বলিষ্ঠ দুঃশাসন বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করত আমাকে বিহ্বলা করিয়াছিল, সুতরাং আমার পূর্ব্বের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই; সম্প্রতি কুরুসভামধ্যে এই গুরুজনগণকে অভিবাদন করিতেছি; আমি যে পূর্ব্বে ইহা করি নাই, এ অপরাধ আমার হইতে পারে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুঃশাসন সমধিক আকর্ষণ করায় সভাতলে পতিতা, তাদৃশ দুরবস্থার অযোগ্যা তপস্বিনী কৃষ্ণা দুঃখভরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হা! পূর্ব্বে স্বয়ম্বর-সমাজে সমাগত নরপতিগণ যাহাকে রঙ্গমধ্যে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আর কুত্রাপি দেখিতে পান নাই, সেই আমি অদ্য সভাস্থলে উপনীতা হইলাম! হা! পূর্ব্বে গৃহমধ্যে যাহাকে বায়ু ও সূর্য্য পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন না, সেই আমি অদ্য সভাস্থ জনসমাজে দৃশ্যমানা হইতেছি! হা! পূর্ব্বে অন্তঃপুরে যাহাকে সমীরণ স্পর্শ করিলেও পাণ্ডবেরা সহিতে পারিতেন না, অদ্য সেই কৃষ্ণাকে দুরাত্মা দুঃশাসন স্পর্শ করিতেছে, তথাপি পাণ্ডবেরা সহ্য করিতেছেন! এই কৌরবেরাও ঈদৃশ ক্লেশের অযোগ্যা স্নুষা ও দুহিতা ক্লিশ্যমানা হইতেছে দেখিয়াও সহ্য করিয়া রহিয়াছেন! ইহাতে বোধ হয়, কালের গতি বিপরীত হইয়াছে! সৎকুল-প্রসূতা সাধ্বী স্ত্রী হইয়া আমি যে অদ্য সভামধ্যে প্রবেশ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে! হা! রাজগণের ধর্ম্ম কোথায় রহিল! আমরা শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বতন পুরুষেরা ধর্ম্মপত্নীকে সভায় আনিতেন না; এক্ষণে পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কৌরবগণেতে নষ্ট হইল; তাহা না হইলে আমি পাণ্ডবগণের মহিষী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং বাসুদেবের সখী হইয়া নরেন্দ্রগণ-সমাজে উপনীত হইব কেন! হে কৌরবগণ! আমি ধর্ম্মরাজের সবর্ণা ভার্য্যা; সংপ্রতি আমি দাসী, কি অদাসী, তাহা আপনারা বলুন; আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। কুরুকুলের যশোবিলোপী ক্ষুদ্রাশয় দুঃশাসন আমাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতেছে; হে কৌরবগণ! আমি আর অধিক ক্ষণ তাহা সহ্য করিতে পারিব না! হে নৃপতিবর্গ! আমার অভিলাষ এই যে আপনারা আমাকে পরাজিতা, কি অজিতা, যাহাই মনে করেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন; হে সত্তমগণ! আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই স্বীকার করিব!

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মের পরমাগতি, লোকমধ্যে মহাত্মা বিজ্ঞ মানবেরাও জানিতে পারেন না। লোকে বলবান্ পুরুষ যাহাকে ধর্ম্ম মনে করে, বাস্তবিক অধর্ম্ম হইলেও তাহাই ধর্ম্ম হয়, আর দুর্ব্বলোক্ত পরম ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়েন। জয়-পরাজয়রূপ উপস্থিত ব্যাপা-

রের গৌরব এবং তোমার এই প্রশ্নের সূক্ষ্মতা ও দুরবগাহতা-প্রযুক্ত আমি নিশ্চয় করিয়া ইহার বিচার করিতে পারিতেছি না। ফলত যখন সকল কৌরবেরাই লোভ-মোহ-পরতন্ত্র হইয়াছে, তখন অবশ্যই অচিরকাল-মধ্যে এই কুলের বিধ্বংস হইবে সন্দেহ নাই। হে কল্যাণি! তুমি যাঁহাদিগের বধূ হইয়াছ, অস্মৎকুল-প্রসূত সেই সাধুপুরুষেরা ব্যসন-দ্বারা অতিমাত্র আহত হইলেও ধর্ম্মপথ হইতে পরিচ্যুত হয়েন না। হে পাঞ্চালি! তুমিও যে, কষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কেবল ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ, ঈদৃশ চরিত্র তোমার উপযুক্তই বটে। দ্রোণ-প্রভৃতি এই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ বৃদ্ধ মানবেরা যেন গতাসুর ন্যায় অবনত হইয়া শূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি আমার বিবেচনায় তোমার এই প্রশ্ন-বিষয়ে যুধিষ্ঠিরই প্রমাণ; তুমি পরাজিতা কি অজিতা, তাহা উনি স্বয়ং ব্যক্ত করুন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী পাঞ্চালী কুররীর ন্যায় আর্ত্তা হইয়া তথায় সেইরূপ বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন দেখিয়াও মহীপতিগণ দুর্য্যোধনের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন পার্থিববর্গের সেই মৌনীভাব অবলোকন-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত পাঞ্চালরাজ-তনয়াকে কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তোমার স্বামী মহাবল ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব ও নকুলের উপরে তোমার এই প্রশ্ন নির্ভর করুক; ইহাঁরাই তোমার বাক্যের উত্তর করুন। হে পাঞ্চালি! তোমার নিমিত্তে ইহাঁরা সকলেই আর্য্যগণ-মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুন এবং মিথ্যাবাদী করুন, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে। অপিচ ধর্ম্মে অবস্থিত মহাত্মা ইন্দ্রকল্প ধর্ম্মতনয় আপনিই বলুন, উনি তোমার স্বামী কি অস্বামী; উহাঁর বাক্যানুসারে তুমি শীঘ্র একপক্ষ আশ্রয় কর, কারণ, সভাস্থিত এই উদারসত্ত্ব কৌরবগণ সকলেই তোমার দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছেন, তোমার অল্পভাগ্য স্বামিগণের মুখাবেক্ষণ করিয়া যথার্থ উত্তর করিতে পারিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভ্যেরা সকলে তৎকালে উচ্চৈঃস্বরে দুর্য্যোধনের বাক্যে প্রশংসা করিলেন এবং পরস্পর শব্দ করত নেত্র-সঙ্কেত করিতে লাগিলেন; আর এক পক্ষে হা হা শব্দে আর্ত্তনাদ হইতেও লাগিল। কুরুরাজের সেই মনোহর বাক্য শ্রবণে সভাস্থ কৌরববর্গের হর্ষ হইল; সমুদয় পার্থিবচয় ধর্ম্মনিষ্ঠ কুরুশ্রেষ্ঠকে প্রশংসা করত প্রীতি-যুক্ত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির কি বলিবেন, এই প্রতীক্ষায় সমস্ত রাজন্যেরাই মুখ-মণ্ডল বক্রীকৃত করিয়া তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন এবং সমরে অপরাজেয় পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কি বলিবেন, ভীমসেন ও নকুল সহদেবই বা কি বলিবেন, এইরূপ অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইয়া থাকিলেন। সেই কল কল শব্দ নিরস্ত হইলে পর ভীমসেন চন্দনচর্চ্চিত সুরুচির দিব্য হস্ত পরিচালন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, আমাদিগের গুরু এই মহামনা ধর্ম্মরাজ যদি আমাদিগের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা এই কুলের প্রতি ক্ষমা করিতাম না; ইনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার ঈশ্বর, এমন কি প্রাণেরও অধীশ্বর; ইনি যদি আপনাকে পরাজিত মনে করেন, তবে আমরাও নিঃসন্দেহ পরাজিত হইয়াছি, তাহা না হইলে পাঞ্চালীর এই কেশপাশ স্পর্শ করিয়া পদদ্বারা ভূতলস্পর্শী কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তি আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া মুক্ত হইতে পারে? আমার এই পরিঘতুল্য আয়ত ও বর্ত্তুল ভুজ-যুগল অবলোকন কর; ইহার মধ্যে পতিত হইয়া দেবরাজও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। কি করি, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এবং জ্যেষ্ঠের গৌরবে নিরুদ্ধ রহিয়াছি, বিশেষত অর্জ্জুন বারম্বার নিবারণ করিতেছেন, এই নিমিত্তেই বিষম

সঙ্কটে প্রবৃত্ত হইতেছি না, নতুবা ধর্ম্মরাজ অনুমতি করিলে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে সংহার করে, সেইরূপ এই পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে চপেট-রূপ খড়্গ-দ্বারা এখনি নিষ্পেষণ করিয়া ফেলি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে বলিলেন, ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
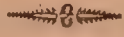
কর্ণ কহিলেন, সভামধ্যে ভীষ্ম বিদুর আর কৌরবদিগের গুরু, এই তিনজন যেন সধন অর্থাৎ স্বাধীন হইয়া রহিয়াছেন; ইহাঁরা স্বামীকে দুষ্টতম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ইহাঁর বৃদ্ধি-কামনা করেন না, কেবল তিরস্কার করিয়াই থাকেন।—ভদ্রে দ্রৌপদি! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে, অস্বাধীন দাস, পুত্র ও নারী এই তিনজন অধন, অর্থাৎ ইহাদের নিজস্ব কিছুই থাকে না, ইহারা যাহা কিছু লাভ করে, তাহা স্বামীরই হয়; তুমিও সেই অধন-দাসের নিকৃষ্টা পত্নী; দাসের সকল ধনই প্রভুর অধীন হয়; অতএব তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজার পরিবার-বর্গের সেবা কর, সংপ্রতি এই কার্য্যই তোমার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; হে রাজপুত্রি! এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাই তোমার স্বামী, পার্থেরা নহে। হে ভাবিনি! যাহা হইতে দ্যূতক্রীড়ায় দাসীত্ব প্রাপ্ত না হও, এরূপ অন্য ব্যক্তিকে শীঘ্র পতিত্বে বরণ কর; দেখ, পতিবরণ-বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিত্ব নিন্দনীয় নহে, বিশেষত দাসীর পক্ষে তাহা চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে; অতএব তোমারও তাহাই হউক। হে যাজ্ঞসেনি! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব পরাজিত হইয়াছে এবং তুমিও দাসী হইয়াছ; সেই পরাজিত দাসেরা তোমার আর পতি হইতে পারে না। আহা! কুন্তীতনয় কি মনুষ্য জন্মেতে কিছু প্রয়োজন বোধ করে না, এবং পরাক্রম ও পৌরুষকে কি অবহেলা করে যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই দুহিতাকে সভামধ্যে পণ রাখিয়া দুরোদরমুখে সমর্পণ করিল!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের সেই কথা শুনিয়া অতিক্রোধী ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের অনুগত ও ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকায় কেবল ক্রোধ-লোহিত নয়নে তাঁহাকে যেন দগ্ধ করত অতিশয় কাতর হইয়া তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, রাজন্! আমি সূতপুত্রের প্রতি কুপিত হইতে পারি না, কেন না আমরা সত্যই দাসত্বে নিবিষ্ট হইয়াছি; কিন্তু হে নরেন্দ্র! আপনি যদি কৃষ্ণাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুরা আমাকে এরূপ উক্তি করিতে পারিত?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন মৌনভাবে অবস্থিত অচেতনপ্রায় যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন, রাজন্! ভীমার্জ্জুন ও নকুল-সহদেব তোমার শাসনে অবস্থিত আছে, এক্ষণে তুমিই প্রশ্নের উত্তর কর, কৃষ্ণাকে যদি অপরাজিতা মনে কর, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল। যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কহিয়া ঐশ্বর্য্যমদ-মোহিত দুর্য্যোধন স্বীয় বসন উৎকর্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পাঞ্চালীর প্রতি নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক রাধানন্দনের গর্ব্ব-বর্দ্ধন এবং ভীমকে যেন প্রধর্ষণ করত দ্রৌপদীর সাক্ষাৎকারে কদলীদণ্ড ও গজশুণ্ড সদৃশ, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন বজ্রতুল্য-সার-বিশিষ্ট বাম ঊরু প্রদর্শন করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন লোহিত লোচন-যুগল উৎফালন-পূর্ব্বক সভাকে যেন বিদারিত করত রাজগণ-সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, মহাসমরে আমি গদা-দ্বারা তোমার এই ঊরু যদি ভগ্ন করিয়া না ফেলি, তাহা হইলে বৃকোদর যেন পিতৃগণের সহিত সলোকতা প্রাপ্ত না হয়। বৃক্ষ দগ্ধ হইতে থাকিলে, তাহার কোটর-সকল হইতে যেমন অগ্নিজ্বালা নির্গত হয়, সেইরূপ ক্রোধপরীত ভীম-

সেনের সমুদায় ইন্দ্রিয় হইতে অগ্নিশিখা-সমস্ত বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন বিদুর কহিলেন, হে প্রতীপ-বংশীয় পার্থিবগণ! এই দেখুন, ভীমসেন হইতে মহাভয় উপস্থিত; অতএব আপনারা ইহা নিশ্চয় বোধগম্য করুন, ভারতগণ-মধ্যে এই যে পরম অনয় উৎপন্ন হইল, ইহা দৈবই অগ্রে প্রেরণ করিলেন। হে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ! তোমরা মর্য্যাদা অতিক্রম-পূর্ব্বক এই দ্যূতক্রীড়া করিলে, যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রীকে পণীভূত করিয়া বাদানুবাদ করিতেছ; ইহাতে তোমাদের সমগ্র যোগক্ষেম নষ্ট হইল;— হা! কৌরবেরা পাপময় মন্ত্রসমস্ত মন্ত্রণা করিতেছে! হে কৌরবগণ! তোমরা মদুক্ত এই ধর্ম্ম শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম কর, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে সভা সম্যক্‌রূপে দূষিতা হয়েন; দ্যূতপ্রবৃত্ত যুধিষ্ঠির যদি আত্ম-পরাজয়ের পূর্ব্বে ইহাঁরে পণ রাখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাঁর প্রভু হইতেন; স্বয়ং অনীশ্বর হইয়া যাহা পণ রাখে, সেই ধন জয় করিয়া লইলে আমার বিবেচনায় তাহা স্বপ্নলব্ধ ধনের তুল্য হয়; অতএব হে কৌরববর্গ! তোমরা শকুনির কথা শুনিয়া এই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না!

দুর্য্যোধন কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! আমি ভীমের, অর্জ্জুনের ও নকুল-সহদেবের বাক্যে আস্থান্বিত আছি; উহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুক, তাহা হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৌরবগণ! কুন্তী-নন্দন মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাদিগের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু ইনি স্বয়ং পরাজিত হইয়া কাহার প্রভু হইতে পারেন, তাহা আপনারাই অবধারণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে একটা গোমায়ু অগ্নিহোত্র-গৃহে উচ্চৈঃ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং গর্দ্দভ ও বিকটাকার পক্ষি-সকল তাহার সেই রবের প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। তত্ত্ববেদী বিদুর ও সুবল-নন্দিনী গান্ধারী সেই ঘোর শব্দের মর্ম্মাবধারণ করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, ইহাঁরাও অবগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "স্বস্তি স্বস্তি" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর গান্ধারী ও বিদ্বান্ বিদুর সেই ঘোর উৎপাত অবলোকন করিয়া কাতরভাবে তখন রাজসমীপে নিবেদন করিলেন; তৎপরে রাজা পুত্রকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, রে দুর্ব্বিনীত, মন্দবুদ্ধে, দুর্য্যোধন! তুই যখন সভামধ্যে কুরুপুঙ্গবগণের ভার্য্যা, বিশেষত ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে কটূক্তি করিতেছিস্, তখন তুই উৎসন্ন হইলি। এইরূপ কহিয়া তত্ত্ববুদ্ধি মনীষী ধৃতরাষ্ট্র বান্ধবগণের বিনাশ সম্ভাবনায় হিতান্বেষী হইয়া প্রজ্ঞাদ্বারা পর্য্যালোচনানন্তর পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে পাঞ্চালি! তুমি আমার বধূগণমধ্যে প্রধানা, ধর্ম্ম-পরায়ণা ও সাধ্বী; অতএব তোমার যাহা বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে বর কামনা কর। দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! যদি আমারে বর দান করেন, তবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, সর্ব্ব-ধর্ম্মানুগামী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। অনভিজ্ঞ কুমারেরা আমার পুত্র মনস্বী প্রতিবিন্ধ্যকে "এই দাসপুত্র" এ কথাটি যেন না বলে! অন্য পুরুষ কুত্রাপি যেরূপ হইতে পারে নাই, পূর্ব্বে এরূপ রাজপুত্র হইয়া যে ব্যক্তি রাজগণ-কর্তৃক লালিত হইয়াছে, তাহার "দাসপুত্র" নাম উপযুক্ত হয় না! ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি যাহা বলিতেছ, এইরূপই হউক; হে ভদ্রে! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দান করিতেছি, তাহা কামনা কর; তুমি একটি বর লাভের যোগ্যা নহ, একারণ আমার মন অপর বর বিতরণ করিতেছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজন্! আমি এই প্রার্থনা করি যে, রথ ও শরাসন-সহ ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও নকুল সহদেব দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হউন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাভাগে নন্দিনি!

তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই হউক; সম্প্রতি তুমি আমার নিকটে তৃতীয় বর কামনা কর, দুই বর-দ্বারা তোমার সৎকার করা হয় নাই, যেহেতু তুমি আমার সমস্ত বধূগণমধ্যে গরিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা। দ্রৌপদী কহিলেন, ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের নিদান, অতএব অপর বর লইতে আমার উৎসাহ হয় না; হে রাজসত্তম! আমি তৃতীয় বর গ্রহণের যোগ্যা নহি। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতেরা বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়-মহিলার দুই বর, ক্ষত্রিয়ের তিন-বর এবং ব্রাহ্মণের শত বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রাজন্! আমার স্বামিগণ নিতান্ত নীচদশা প্রাপ্ত হইয়া সংপ্রতি উত্তীর্ণ হইলেন, পরে পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা শুভ লাভ করিতে পারিবেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ণ কহিলেন, মনুষ্যলোকে রূপে বিখ্যাত যে সমস্ত রমণীগণের কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও এতাদৃশ কর্ম্ম কখন শুনিতে পাই নাই। কুন্তী-তনয় ও ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ অতিমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলে, দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণা এস্থলে পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তিস্বরূপা হইল। পাণ্ডবেরা তরণীশূন্য অগাধ বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইতেছিল, এই পাঞ্চালী নৌকাস্বরূপা হইয়া উহা-দিগকে পারপ্রাপ্ত করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, "পত্নী পাণ্ডুপুত্রদিগের গতি" এইরূপ কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিক্রোধী ভীমসেন নিতান্ত দুর্ম্মনা হইয়া অর্জ্জু-নকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! দেবলমুনি বলিয়াছেন যে, যত কাল প্রজা-সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা, লোক-প্রকাশক এই তিনটি জ্যোতি পুরু-ষেতে নিয়ত অনুগত আছে। শরীর গতপ্রাণ ও চৈতন্যশূন্য হইয়া অপবিত্র হইলে জ্ঞাতিগণ যখন ইহা পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন এই তিনটি জ্যো-তিই পুরুষের কার্য্যকারক হয়। হে অর্জ্জুন! আমা-দিগের ভার্য্যার অবমাননা-হেতুক সেই জ্যোতি অভিহত হইল; অভিমৃষ্টা পত্নীর গর্ব্ভজাত অপত্য কিপ্রকারে আমাদিগের কার্য্য-কারক হইবে! অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভারত! নীচলোকে কটুবাক্য-সমস্ত বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা কদাচ তাহা লইয়া অন্দোলন বা তাহার প্রত্যুত্তর করেন না। শত্রুরা বৈরাচরণ করিলেও, যাঁহার স্বয়ং প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সাধু মানবগণ প্রতি-কারের উপায়জ্ঞ হইলেও তাহা মনে করেন না, তাহাদিগের সদাচরণ-সমস্তই কেবল স্মরণ করিয়া থাকেন।

অর্জ্জুনের কথায় শান্ত না হইয়া বৃকোদর যুধি-ষ্ঠিরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই সমা-গত শত্রু-সকলকে সভামধ্যেই নিপাতিত করি, না এখান হইতে নির্গত হইয়া উহাদিগকে সমূলে সং-হার করিব? অথবা এবিষয়ে বাদানুবাদ বা আদেশ-বাক্যের প্রয়োজন কি, অদ্যই ইহাদিগকে এইখানে নিহত করিয়া ফেলি, আপনি এই পৃথিবী শাসন করুন। এই কথা বলিয়া ভীমসেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত, মৃগগণ-মধ্যে সিংহের ন্যায় বারম্বার কটাক্ষ-পাত করিতে লাগিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাঁ-হার প্রতি নিরীক্ষণ করত সান্ত্বনা করিতে থাকিলে সেই বীর্য্যবান্ মহাবাহু কেবল অন্তর্দ্দাহেই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! ক্রোধপরীত বৃকো-দরের কর্ণাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়চয় হইতে ধূম, স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল। যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-দ্বারা দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির বাহুদ্বারা সেই বাহুশালীকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, এরূপ উদ্ধত হইও না, নিঃশব্দে অবস্থান কর। কোপসংরক্ত-নেত্র মহাবাহু ভীমকে নিবারিত করিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমাদিগের ঈশ্বর, অতএব আজ্ঞা করুন, আমরা আপনকার কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিব; হে ভারত! আমরা চিরকালই আপনকার শাসনানুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে অজাত-শত্রো! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমরা স্বকীয় সম্পত্তির সহিত স্বরাজ্য শাসন কর। হে তাত! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব মদুক্ত এই পরম শ্রেয়স্কর পথ্য অনুশাসন-বাক্যও হৃদয়ঙ্গম কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি অবধারণ করিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণেরও উপাসনা করিয়া থাক; হে ভারত! যেখানে বুদ্ধি, সেই খানেই ক্ষমা, অতএব তুমি শান্তি অবলম্বন কর; দেখ, কাষ্ঠের উপরেই কুঠার পাতিত হইয়া থাকে, প্রস্তরাদিতে তাহা পতিত হয় না। যাঁহারা শত্রুকৃত বৈরাচরণ স্মরণ করিয়া না রাখেন, দোষপরিহার-পূর্ব্বক গুণ সমস্তই দর্শন করেন, এবং বিরোধ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। কেহ বৈরাচরণ করিলেও সৎপুরুষেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না, সেই ব্যক্তির সুকৃত-সমস্তই কেবল স্মরণ করেন এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়াই পরের উপকার করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! বিবাদস্থলে নরাধমেরা কটূক্তি কহিয়া থাকে এবং মধ্যম পুরুষেরা সেই পরুষ-বাক্য উক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করে; কিন্তু কেহ অহিতকর কঠোর বাক্য-সমস্ত বলুক আর নাই বলুক, ধৈর্য্য-সম্পন্ন উত্তম পুরুষেরা কদাচ তাহার আন্দোলন বা প্রত্যুত্তর করেন না। সজ্জনগণ আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া পরের সুখ দুঃখ বিশেষরূপে জানিতে পারেন, এ কারণ কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাহা মনে না করিয়া তাহার সদাচরণ-সমস্তই স্মরণ করেন। প্রিয়দর্শন সাধু মানবেরা কদাচ অর্থ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন না; তুমিও এই সজ্জন-সমাজে সেইরূপ আর্য্য-সমুচিত আচরণ করিয়াছ। হে তাত! সম্প্রতি দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুরতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না, গুণগ্রহণ-বাসনায় তুমি মাতা গান্ধারীকে ও আমাকে অবলোকন কর। হে ভারত! এই উপস্থিত বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতার প্রতি দৃষ্টি রাখ! আমি মিত্রগণের দর্শন লালসায় এবং পুত্রদিগের বলাবল পরীক্ষার্থে বুদ্ধি-পূর্ব্বক এই দ্যূতক্রীড়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের অনুশাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ধীমান্ বিদুর যাহাদিগের মন্ত্রী, সেই কৌরবেরা কোনক্রমে শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ভীমসেনে পরাক্রম, অর্জ্জুনে ধৈর্য্য, এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবে বিশুদ্ধ গুরুশুশ্রূষা নিয়ত অনুগত আছে। হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে অধিষ্ঠান কর; ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার সমুচিত সদ্ভাব হউক এবং ধর্ম্মে তোমার মন আস্থান্বিত থাকুক!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণার সহিত মেঘসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া হর্ষান্বিত-মানসে পুরোত্তম ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূতপ্রকরণ ও ঊনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অনুদ্যূত প্রকরণ।

জনমেজয় কহিলেন, পাণ্ডবেরা ধনরত্ন-সমুদায়ের সহিত স্বভবন-গমনে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন অবগত হইয়া তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের মন কিরূপ হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে গমনের অনুমতি করিয়াছেন শুনিয়া দুঃশাসন শীঘ্র ভ্রাতৃসমীপে গমন করিল। হে ভরতর্ষভ! সেই ভরতশ্রেষ্ঠ অমাত্যসহ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া দুঃখার্ত্তচিত্তে এই কথা বলিল,

হে মহারথগণ! আমরা দুঃখে ইহা হস্তগত করিলাম, ঐ বৃদ্ধ নষ্ট করিয়া দিলেন; তিনি জয়লব্ধ সমুদয় দ্রব্যসঞ্চয় শত্রুসাৎ করিয়াছেন, ইহা আপনারা অবগত হউন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি নির্জ্জনে মিলিত হইয়া মানপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের প্রতিকারার্থে বিচিত্রবীর্য্য-তনয় মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে সত্বর অভিগমন-পূর্ব্বক মনোহর বচন-বিন্যাস করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! দেবপুরোহিত বিদ্বান্ বৃহস্পতি শক্র-সমীপে নীতিপ্রসঙ্গ করত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি শ্রবণ করেন নাই? হে শত্রু-নাশন! যাহারা কৌশল বা বলদ্বারা সতত অহিতাচরণ করে, সেই শত্রুদিগকে সর্ব্বোপায়ে নিহত করা কর্ত্তব্য। অতএব আমরা পাণ্ডবদিগের ধনদ্বারা সমস্ত পার্থিবগণকে পূজিত করিয়া যদি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই, তাহাতে আমাদিগের কি হানি হইবে? সংহারার্থে সমুপস্থিত ক্রোধপরীত আশীবিষ সর্প-সকলকে কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে? হে তাত! কোপাবিষ্ট পাণ্ডবেরা শস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া ক্রোধান্বিত সর্প-সকলের ন্যায় আপনাদিগের নিঃশেষে ধ্বংস করিবে সন্দেহ নাই, যেহেতু আমরা শুনিলাম, অর্জ্জুন সন্নাহযুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট তূণদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইতেছে, বারম্বার গাণ্ডীব গ্রহণ করিতেছে এবং নিশ্বাস ত্যাগ করত নিরীক্ষণ করিতেছে; বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়া শীঘ্র স্বরথ যোজন-পূর্ব্বক গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া নির্গত হইয়াছে; নকুল খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্র-সদৃশ চর্ম্ম ধারণ করিয়া প্রস্থিত হইয়াছে এবং সহদেব ও যুধিষ্ঠিরও ইঙ্গিতদ্বারা সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। হে রাজন্! তাহারা বহুল শস্ত্র ও পরিচ্ছদযুক্ত রথসমস্তে আরোহণ করিয়া ঘোটকদিগকে বলপূর্ব্বক কশাঘাত করত সৈন্যসংগ্রহার্থে নির্গত হইয়াছে। তাহাদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, তাহাতে কদাচ তাহারা ক্ষমা করিবে না; তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দ্রৌপদীর সেই নিদারুণ ক্লেশ উপেক্ষা করিতে পারে? অতএব হে পুরুষর্ষভ! আপনকার মঙ্গল হউক, আমরা বনবাসের নিমিত্ত পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত ক্রীড়া করি! এইরূপে তাহাদিগকে বশীকৃত করিতে সমর্থ হইব। দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া, হয় তাহারা, না হয় আমরা চর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ সংবৎসরে অজ্ঞাত থাকিয়া সজন প্রদেশে বাস করিব; যদি জ্ঞাত হই, তবে তাহারাই কি, আর আমরাই কি পুনর্ব্বার অপর দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিব, এইরূপ নিয়মে দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হউক; পাণ্ডবেরা অক্ষনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় এইরূপ দ্যূতক্রীড়া করুক। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এক্ষণে ইহাই আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যেহেতু এই শকুনি বিদ্যার সহিত অক্ষসম্পত্তি বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। হে রাজন্! তাহারা যদি ত্রয়োদশ বর্ষ ব্রতপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আমরা রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া মিত্রসমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক বলবিশিষ্ট দুরাধর্ষ বিপুল সৈন্যগণকে সৎকৃত করিয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিব; অতএব হে পরন্তপ! ইহাতে আপনকার প্রবৃত্তি হউক! ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তবে তাহাদিগকে শীঘ্র প্রত্যানয়ন কর; যদি তাহারা অধিক দূর গিয়া থাকে, তথাপি ফিরাইয়া আন; পাণ্ডবেরা আসিয়া পুনর্ব্বার এইরূপ দ্যূতক্রীড়া করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, বিদুর, অশ্বত্থামা, বীর্য্যবান্ যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, ভীষ্ম, মহারথ বিকর্ণ, সকলেই বলিলেন, দ্যূতে প্রয়োজন নাই, শান্তি অবলম্বন করুন; কিন্তু পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সমুদায় সুহৃদ্গণের অনিচ্ছাতেও পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পুত্র-স্নেহে শোককর্ষিতা ধর্ম্মযুক্তা গান্ধারী জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন, এই কুলপাংসন পুত্র জন্মিবামাত্র যখন গোমায়ুর ন্যায় বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন এ অবশ্যই এই কুলের ধ্বংসকারী হইবে, অতএব ইহাকে পরলোক-প্রাপ্ত করাই শ্রেয়; হে ভারত! আপনি বিদুরের সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করুন। স্বীয় দোষে মহাবিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইবেন না। হে প্রভো! আপনি অশিষ্ট মূর্খদিগের মতে মত দিবেন না;—কুলের ঘোরতর সংহারের প্রতি কারণ হইবেন না! হে ভরতর্ষভ! বদ্ধ সেতু ভগ্ন করিতে এবং নির্ব্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে কে উৎসাহ করে? প্রশান্ত পৃথাপুত্রদিগকে কোন্ ব্যক্তি কোপিত করিতে প্রবৃত্ত হয়? হে আজমীঢ়! আপনি সকলই স্মরণ করিতেছেন, তথাপি আমি পুনর্ব্বার আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে শাস্ত্র কখন শুভ বা অশুভের নিমিত্ত অনুশাসন করিতে পারে না। হে রাজন্! যাহার মতি বালকের ন্যায়, সে কোন ক্রমেই বৃদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব আপনিই আপনার পুত্রদিগের কার্য্য-দর্শী হউন; তাহারা আপনকার পরামর্শানুসারে চলুক, মর্য্যাদাভঙ্গ করিয়া যেন চিরকালের নিমিত্ত আপনাকে পরিত্যাগ না করে। হে রাজন্! এক কালে সকলের বিনাশ না হয়, একারণ আপনি আমার বাক্যে এই কুলপাংসন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন; হে নরাধিপ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত পূর্ব্বে যে ইহা করেন নাই, তাহার ফল এক্ষণে উপস্থিত হইল অবধারণ করুন; এই ফল কুল-সংহারের হেতুভূত হইবে। অতএব আপনকার শান্তি, ধর্ম্ম ও নয়-বিশিষ্টা স্বাভাবিকী যে বুদ্ধি তাহাই অবলম্বন করুন, প্রমাদযুক্ত হইবেন না; দেখুন, যে রাজলক্ষ্মী ক্রূর কর্ম্ম-দ্বারা সঞ্চিতা হয়, তাহার শীঘ্রই বিধ্বংস হইয়া যায়, আর যাহা মৃদুতা-দ্বারা আহৃত হয়, তাহা ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া পুত্রপৌত্রাদি পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মদর্শিনী গান্ধারীকে কহিলেন, যদি কুলের বিনাশ হইবার হয় স্বচ্ছন্দে হউক, আমি নিবারণ করিতে পারি না; উহারা যাহা ইচ্ছা করিতেছে, তাহাই হউক, পাণ্ডবেরা প্রত্যাগমন করুক এবং তাহাদিগের সহিত আমার পুত্রেরা পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করুক।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
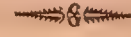
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রাতিকামী ধীসম্পন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে অতিদূরগত পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিল, হে ভারত! আপনকার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া দিয়াছেন যে, হে পাণ্ডুনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির! সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে, আইস, অক্ষনিক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিধাতার নিয়োগক্রমে ভূতগণ শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যদিচ পুনর্ব্বার আমাকে দ্যূতক্রীড়া করিতে হয়, তথাপি তদুভয়ের নিবৃত্তি কস্মিন্ কালেও নাই। একে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান, তাহাতে স্থবিরের নিয়োগানুসারে তাহা হইয়াছে, সুতরাং বিনাশ-কর জানিলেও আমি কোন ক্রমে তাহা অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত নিবৃত্ত হইলেন; শকুনির প্রতারণা অবগত হইলেও তিনি পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থে গমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! মহারথ পাণ্ডবগণ সুহৃদ্বর্গের অন্তঃকরণ ব্যথিত করত পুনর্ব্বার সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সর্ব্বলোক-সংহারার্থে দৈব-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভের নিমিত্ত যথাসুখে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শকুনি কহিলেন, ভো ভরতশ্রেষ্ঠ! বৃদ্ধ রাজা তোমাদিগের ধন যে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা প্রশং-

সার বিষয়ই হইয়াছে; সংপ্রতি একটি মহাধন পণ নিরূপণ করাগিয়াছে শ্রবণ কর। যদি আমরা তোমাদিগের নিকটে দ্যূতে পরাজিত হই, তাহা হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ বৎসরে সজন প্রদেশে প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব, যদি জ্ঞাত হই, তবে আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব; আর যদি তোমরা আমাদিগের নিকটে নির্জ্জিত হও, তাহা হইলেও চর্ম্ম পরিধান করিয়া কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিবে; ত্রয়োদশ বৎসর পরিসমাপ্ত হইলে, হয় এ পক্ষ, না হয় ও পক্ষ পুনরায় যথোচিত নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে। হে ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আইস, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার অক্ষনিক্ষেপ-পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত দ্যূতক্রীড়া কর। অনন্তর সভ্যেরা উদ্বিগ্নমনা হইয়া সকলেই হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক আবেগ-সহকারে সভামধ্যে তখন এই কথা বলিলেন, অহো ধিক্! এই ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বুদ্ধিদ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, বান্ধবেরা ইহাঁকে মহৎ ভয়ের বিষয় অবগত করিয়া দিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ বহুপ্রকার জনপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও মহাবুদ্ধি নরাধিপ যুধিষ্ঠির লজ্জা ও ধর্ম্ম-সংযোগ-হেতুক পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুগণের বিনাশ বুঝি নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকিবে, এইরূপ চিন্তা করত তিনি জানিয়া শুনিয়াই পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্তি করিলেন; কহিলেন হে শকুনে! স্বধর্ম্ম পরিপালনে প্রবৃত্ত মদ্বিধ ক্ষত্রিয় দ্যূতে আহূত হইয়া কিপ্রকারে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? অতএব আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। শকুনি কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! বনবাসের নিমিত্ত বহুল ধেনু, গো, অশ্ব, অশেষ ছাগ, মেষ, গজ, কোষ, হিরণ্য, দাস, দাসী, সকলই আমাদিগের এই একমাত্র পণ রহিল; পরাজিত হইলে, হয় তোমরা না হয় আমরা অরণ্যে আশ্রিত হইয়া বাস করিব এবং ত্রয়োদশ বৎসরে কোন জনাকীর্ণ প্রদেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব; হে নরর্ষভগণ! আইস, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্রীড়া করি।

হে ভারত! বনবাসের নিমিত্ত উক্ত পণের কথা একবারমাত্র উত্থাপিত হইলেই যুধিষ্ঠির তাহা স্বীকার করিলেন, সুবল-পুত্র শকুনিও অক্ষনিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল!

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
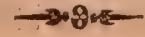
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরাজিত পৃথাপুত্রেরা বনবাসার্থে দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে অজিন উত্তরীয়-সমস্ত গ্রহণ করিলেন। সেই অরিন্দমগণ হৃতরাজ্য ও অজিন-সংবৃত হইয়া বনবাসের নিমিত্ত প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া দুঃশাসন তখন এই কথা বলিল, মহাত্মা রাজা দুর্য্যোধনের সাম্রাজ্য আরব্ধ হইল, পাণ্ডুপুত্রেরা পরাজিত হইয়া পরম বিপত্তি প্রাপ্ত হইল। শত্রুগণদ্বারা আমরা যে সমধিক শ্রেষ্ঠ হইলাম, এই নিমিত্তই এই গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রীড়াশীল পুরুষেরা অদ্য স্থলশূন্য সমান পথ দিয়া প্রস্থান করিল। পার্থেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে নিপাতিত হইল, সুখ ও রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই যাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়দিগকে উপহাস করিয়াছিল, সেই পাণ্ডবেরা পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে যাইবে। ইহারা যেরূপ নিয়মে সুবল-নন্দনের পণ স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তদনুসারে ইহাদিগের উষ্ণীষ কবচ কিরীটাদি চাকচক্যময় বিচিত্র সন্নাহ ও দিব্য বসন-সমস্ত উন্মোচন করিয়া ফেল এবং সকলকেই রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দাও। "ত্রিভুবন-মধ্যে আমাদিগের সদৃশ পুরুষ আর বিদ্যমান নাই," এইরূপ বুদ্ধিতে যাহারা সর্ব্বদাই আত্মশ্লাঘা করিত, সেই পাণ্ডবেরা সংপ্রতি শস্যহীন তিলের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য হইয়া

আপনাদিগকে তাহারই বিপরীত জ্ঞান করিবে। যজ্ঞে দীক্ষিত মনস্বিগণের ন্যায়, বলিষ্ঠ পাণ্ডবদিগের এই যে রুরুচর্ম্ম-বসন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অদীক্ষিত অসভ্য জাতিদিগের যেমন চর্ম্মবসন, তদ্রূপই বোধ কর। সোমবংশীয় মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন স্বয়ম্বরে স্বীয় কন্যা পাঞ্চালীকে পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিয়া কিছু-মাত্র সুকৃত করেন নাই, কেন না যাজ্ঞসেনীর পতি এই পার্থেরা ক্লীব।—হে যাজ্ঞসেনি! তুমি নির্ধন, বাসস্থান-বিহীন, তুচ্ছপরিধান ও অজিনোত্তরীয় পাণ্ডবদিগকে অরণ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কি প্রীতি পাইবে? এই সমাজ-মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় অন্য পতি বরণ কর। এই সমবেত কৌরবগণ সকলেই ক্ষান্ত, দান্ত ও বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন; ইহাঁদিগের মধ্যে তুমি একজনকে পতিত্বে বরণ কর; উপস্থিত দশাবিপর্য্যয় তোমাকে যেন আকর্ষণ না করে। শস্য-হীন তিল, চর্ম্মময় মৃগ ও তণ্ডুলশূন্য তৃণধান্য যেমন নিষ্ফল, পাণ্ডবেরাও সকলে সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, অতএব পতিত পাণ্ডবদিগকে তুমি কেন উপাসনা কর? ষণ্ডতিল-সকলের উপাসনা করা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র।

নৃশংস দুঃশাসন পৃথানন্দনগণকে এইরূপ পরুষ-বাক্য-সমস্ত শ্রবণ করাইল। অতিক্রোধী ভীমসেন সেই সকল কথা শুনিয়া রোষভরে অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়া, হিমাচলস্থ সিংহ যেমন শৃগালের অভি-মুখবর্ত্তী হয়, সেইরূপ সহসা তাহার সন্নিহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভর্ৎসনা করত কহিলেন, অরে ক্রূর! তুই পাপজন-সেবিত অসম্বদ্ধ বাক্যের প্রলাপ করি-তেছিস্; কেবল শকুনির বিদ্যাবলেই তুই রাজগণ-মধ্যে এরূপ গর্ব্বপ্রকাশ করিতেছিস্; বাক্যরূপ শরনিকর-দ্বারা তুই যেমন আমাদিগকে নিরতিশয় মর্ম্মপীড়া দিতেছিস্, সেইরূপ সমরে আমি তোর মর্ম্মচ্ছেদন করত ইহা স্মরণ করাইয়া দিব, এবং যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশানুগামী হইয়া রক্ষক-রূপে তোর অনুবর্ত্তন করিতেছে, তাহাদিগকেও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অজিনবাসিত বৃকোদর, ধর্ম্মানুরোধে বৈরনির্যাতনের পথ বদ্ধ থাকায় কেবল বাক্যদ্বারা এই প্রকার ভর্ৎসনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃশাসন তাঁহাকে "ওরে গরু! ওরে গরু!" এইরূপ আহ্বান করত নির্লজ্জ হইয়া কুরুগণমধ্যে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল। ভীমসেন কহি-লেন, রে নৃশংস দুঃশাসন! তুই কি পরুষোক্তি করিতে পারিস্? প্রতারণাদ্বারা ধনলাভ করিয়া কোন্ ব্যক্তির শ্লাঘা করা উচিত হয়? সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যদি রক্তপান করিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথানন্দন বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন করিতে না পায়। আমি তোরে এই সত্যকথা বলিতেছি যে, শত্রুসংহারে লালসা-ন্বিত সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে রণে নিহত করিয়া অচিরে শান্তিলাভ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সভা হইতে নির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন হর্ষভরে লীলাসম্বলিত স্বীয় গতিদ্বারা সিংহতুল্য-গমনশীল ভীমসেনের গতির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তখন বৃকোদর অর্দ্ধকায় আব-র্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রে মূঢ়! ইহাতেই কৃতার্থ হইলি এমন মনে করিস্ না, কেন না আমি তোকে সসহায়ে ও সবান্ধবে নিহত করিবার সময়ে স্মরণ করাইয়া দিয়া শীঘ্রই ইহার প্রত্যুত্তর করিব। অভিমানী বলবান্ ভীম আপনার অবমান পর্য্যা-লোচন করিয়া এইরূপে ক্রোধসম্বরণ-পূর্ব্বক যুধি-ষ্ঠিরের পশ্চাদ্গামী হইয়া নির্গমন করিতে করিতে কৌরবগণের সভায় এই কথা বলিলেন, আমি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব, ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করি-বেন, আর সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে নিপাতিত করিবেন। সভামধ্যে আমি আরও এই এক মহৎ বাক্যের উল্লেখ করিতেছি, যদি আমাদিগের যুদ্ধ

ঘটনা হয়, তবে দেবতারা অবশ্যই ইহা সত্য করিবেন; আমি গদাদ্বারা সমরে এই পাপাত্মা সুযোধনকে নিপাতিত করিব এবং পদদ্বারা ভূতলে ইহার মস্তকোপরি অধিষ্ঠান করিব; অপিচ মৃগরাজ যেমন ক্ষুদ্র পশুর রক্তপান করে, তদ্রূপ এই বাক্যশূর নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রুধির পান করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! সজ্জনগণের অধ্যবসায় কথায় জানা যায় না; অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে যে কাণ্ড হইবে, তাহা উহারা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, তখন পৃথিবী দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজন দুরাত্মার রক্তপান করিবেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃকোদর! আপনকার নিয়োগানুসারে সমরে আমি অসূয়াকারী, বিদ্বেষী, কটুভাষী ও মিথ্যাশ্লাঘাপূর্ণ কর্ণকে নিপাতিত করিব। ভীমের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন-বাসনায় অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, আমি সংগ্রামে শরনিকর-দ্বারা কর্ণকে ও তাহার অনুগামী সহায়বর্গকে নিহত করিব; অপিচ অন্য যে কোন নরপতিগণ বুদ্ধিমোহ-প্রযুক্ত আমার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগের সকলকেও আমি বাণদ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিব; আমার এই প্রতিজ্ঞা যদি অন্যথা হয়, তবে হিমাচলও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে, সূর্য্যও প্রভাশূন্য হইতে পারেন, এবং চন্দ্র হইতেও শৈত্যগুণ অপগত হইতে পারে। অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর দুর্য্যোধন যদি সম্যক্ সৎকার-পূর্ব্বক রাজ্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে অবশ্যই এই সত্য সফল হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থ এই কথা বলিলে পর মাদ্রবতী-নন্দন শ্রীমান্, প্রতাপবান্, সহদেব সুবল-তনয়ের বধাভিলাষী হইয়া বিপুল বাহুদণ্ড পরিচালন-পূর্ব্বক ক্রোধলোহিত-নয়নে পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এইরূপ উক্তি করিলেন। সহদেব কহিলেন, গান্ধারগণের যশোবিলোপী অরে মূঢ়! তুমি যেগুলাকে অক্ষ বলিয়া মনে করিতেছ, ওসকল অক্ষ নহে, নিশিত বাণ; তুমি সমরে ঐ শরসমস্ত বরণ করিয়াছ। ফলত তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে উদ্দেশ করিয়া ভীম যেরূপ বলিলেন, আমি অবশ্যই সে কর্ম্ম করিব; অতএব যদি তোমার কিছু কর্ত্তব্য থাকে তবে এই সময়ে সে সকল করিয়া লও। হে সৌবল! তুমি যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরে অবস্থিত হও, তাহা হইলে আমি বলসহকারে যুদ্ধে নিশ্চয়ই তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিব সন্দেহ নাই। হে মনুজেন্দ্র! সহদেবের বচন শ্রবণে অতিসুন্দরমূর্ত্তি নকুলও এই কথা বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের যে সকল পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যে অবস্থিত হইয়া দ্যূতক্রীড়া-সময়ে এই দ্রুপদ-নন্দিনীকে কঠোর কটুবাক্য-সমস্ত শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই কালপ্রেরিত মরণাভিলাষী দুর্ব্বৃত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমি বিলক্ষণরূপে শমন-সদন সন্দর্শন করাইব। ধর্ম্মরাজের নিদেশক্রমে আমি দ্রৌপদীর ক্লেশ-সমুদায় স্মরণ করত পৃথিবীকে অচিরেই ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্যা করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই বিশালবাহু পুরুষব্যাঘ্রেরা সকলে এইরূপ বিস্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
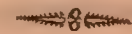
যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভরতবংশীয় সমুদায় ব্যক্তিগণের নিকটে বিদায় লইতেছি; বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অন্যান্য নরপতি-সকল, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয় সমুদয় পুত্রগণ, যুযুৎসু, সঞ্জয় ও অপর সভাসদ্বর্গ, সকলকেই আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছি, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাসদ্গণ তখন লজ্জায় অবনত হইয়া রহিলেন, যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিলেন

না; কেবল মনে মনেই তাঁহারা সেই ধীমানের কল্যাণ-চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, কল্যাণী রাজনন্দিনী আর্য্যা পৃথা, সুকুমারী, বৃদ্ধা ও চিরকাল সুখসেবিতা, সুতরাং অরণ্য-গমনের যোগ্যা নহেন; অতএব হে পার্থগণ! তিনি এই স্থানে আমার ভবনে সৎকৃতা হইয়া অবস্থান করিবেন, ইহা তোমরা অবগত হও, তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনাময় হউক। পাণ্ডবেরা কহিলেন, হে অনঘ! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য পিতৃব্য ও পরম আশ্রয়-স্থান; অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। হে বিদ্বন্! আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য, যেহেতু আপনি আমাদিগের পরম গুরু; হে মহামতে! সংপ্রতি আর যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহারও বিধান করুন। বিদুর কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমার এই মত বিশেষরূপে অবগত হও; অধর্ম্মদ্বারা পরাজিত হইলে কেহ পরাভবজন্য ব্যথিত হয় না। তুমি ধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে বিজেতা, ভীমসেন শত্রুগণের নিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহীতা, সহদেব সংযমী, ধৌম্য উত্তম বেদজ্ঞ, এবং ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীও ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুনিপুণা; তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও প্রিয়কারী, সুতরাং শত্রুগণ-কর্ত্তৃক অভেদ্য হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে; তোমাদিগের এ অবস্থায় কে না স্পৃহা করিতে পারে? হে ভারত! তোমার এই যোগসাধন সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের আকর; শক্রসদৃশ শত্রুও ইহা সহ্য করিতে পারে না। পূর্ব্বে হিমাচলে মেরুসাবর্ণি, বারণাবত নগরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভৃগুতুঙ্গে পরশুরাম ও দৃষদ্বতী নদীতীরে শম্ভু তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন; তুমি অঞ্জন পর্ব্বতে মহর্ষি অসিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলে এবং কল্মাষী-তীরবাসী ভৃগুরও শিষ্য হইয়াছিলে; সংপ্রতি নারদ ও তোমার এই পুরোহিত ধৌম্য সতত তোমার জ্ঞানদর্শী হইবেন। হে পাণ্ডব! পরলোক-বিষয়ে ঋষিপূজিত সেই উপদেশ তুমি পরিত্যাগ করিও না। তুমি বুদ্ধিতে ইলাপুত্র পুরূরবাকে, শক্তিতে অন্য নরপতিগণকে এবং ধর্ম্মের উপাসনায় ঋষিগণকে জয় করিয়া থাক, অতএব ইন্দ্রের গুণ বিজয়ে, যমের গুণ কোপ-সম্বরণে, কুবেরের গুণ দানে এবং বরুণের গুণ সংযমে কৃতসংকল্প হও; অপিচ চন্দ্র হইতে আহ্লাদকারিতা, জল হইতে উপজীব্যতা, পৃথিবী হইতে ক্ষমা, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমগ্র তেজ, বায়ু হইতে বল ও সমুদয় ভূতবর্গ হইতে আত্মসম্পত্তি-সমস্ত লাভ কর। তোমাদিগের নিরাময় মঙ্গল হউক! সংপ্রতি শুভগমন কর, পুনরায় আগত হইলে তোমাদিগকে সন্দর্শন করিব। হে যুধিষ্ঠির! আপদ্ধর্ম্ম, অর্থকৃচ্ছ্র ও সমস্ত কার্য্য-বিষয়ে তুমি সর্ব্বদা যথোপযুক্তরূপে আচরণ করিও। হে কৌন্তেয়! সংপ্রতি বিদায় প্রাপ্ত হইলে, শুভগমন কর। হে ভারত! পূর্ব্বে তোমরা কিছুমাত্র পাপাচরণ করিয়াছ, এ কথা কেহই বলিতে পারে না, অতএব আমরা অবশ্যই তোমাকে কৃতার্থ ও কল্যাণযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে দেখিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর এইরূপ উক্তি করিলে সত্যবিক্রম পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির "যে আজ্ঞা," বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে নমস্কার করিয়া প্রস্থিত হইলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রস্থানোন্মুখী পাঞ্চালী দুঃখে অতিমাত্র কাতরা যশস্বিনী কুন্তীসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহার ও তথায় অন্য যে সকল মহিলাগণ ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সকলকে যথাযোগ্য বন্দন ও আলিঙ্গন করিয়া তিনি গমনে উদ্যতা হইলে পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনাদ উঠিল। দ্রৌপদীকে গমন করিতে দেখিয়া কুন্তী অতিশয়

সন্তপ্তা হইয়া শোকগদ্গদ বচনে অতিকষ্টে এই কথা বলিলেন, বৎসে! তুমি শীল ও আচারসম্পন্না এবং স্ত্রীধর্ম্মসকলের অভিজ্ঞা; অতএব এই ঘোর বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। হে শুচিস্মিতে! তুমি স্বামিগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহার উপদেশ করিবার আর প্রয়োজন নাই, যেহেতু তুমি সাধ্বী ও গুণবতী; তোমার গুণে কুলদ্বয় অলঙ্কৃত হইয়াছে। হে অনঘে! তোমার কোপানলে কৌরবেরা যে দগ্ধ হয় নাই, তাহাতে ইহাদিগকে ভাগ্যবন্ত বলিতে হইবে। হে বৎসে! আমার শুভানুধ্যানে বর্দ্ধিতা হইয়া তুমি পথে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে গমন কর; দেখ, অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে সাধ্বী স্ত্রীদিগের চিত্তবিকার জন্মে না; গুরুতর ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করিবে। বনবাসসময়ে আমার পুত্র সহদেবকে তুমি সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিও, এই ঘোর ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া এই অভিমানীর মন যেন কখন অবসন্ন না হয়!

ঋতুমতী একবসন-ধারিণী মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী "যে আজ্ঞা," বলিয়া অজস্র-বিগলিত-বাষ্পাকুললোচনে বিনির্গতা হইলেন। তিনি বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে লাগিলেন, কুন্তীও দুঃখভরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রদিগকে অবলোকন করিলেন; দেখিলেন, তাঁহাদিগের আভরণ ও বসন-সমস্ত হরণ করিয়া লইয়াছে, রুরুচর্ম্মদ্বারা তাঁহাদিগের শরীর আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাঁহারা লজ্জায় কিঞ্চিৎ অবনতমুখ হইয়া রহিয়াছেন, শত্রুরা অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং সুহৃদ্গণ তাঁহাদিগের নিমিত্তে শোক করিতেছেন। অতিস্নেহবতী কুন্তী তদবস্থান্বিত পুত্রসকলের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গন করত শোকাকুলচিত্তে বহুতর বিলাপোক্তি করিতে লাগিলেন; কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা অনুত্তম ধর্ম্ম ও চরিত্রসমন্বিত, আচার ও মর্য্যাদা-বিভূষিত, মহানুভাব, গুরুভক্ত এবং সতত দেবারাধন ও যজ্ঞসাধনপরায়ণ; তথাপি কিপ্রকারে তোমাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইল! হায়! একি বিধিবিপর্য্যয়! কাহার অপকার চিন্তা করিয়া তোমাদিগের এই পাপ ঘটনা হইল, আমি বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি না! ইহাকে আমারই ভাগ্যের দোষ বলিতে হইবে! আমি তোমাদিগের জননী হইয়াছি বলিয়াই তোমরা উত্তম গুণযুক্ত হইয়াও নিরতিশয় দুঃখ ও আয়াসভোগী হইলে! তোমরা বীর্য্যে, সত্ত্বে, বলে, উৎসাহে ও তেজে কৃশ নহ, এক্ষণে সম্পত্তি-বিনাশে কৃশ হইয়া কিপ্রকারে দুর্গম বনে বাস করিবে! চিরকাল বনমধ্যেই তোমাদিগকে বাস করিতে হইবে, ইহা যদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি আর পাণ্ডুর পরলোকান্তে শতশৃঙ্গ হইতে হস্তিনায় আসিতাম না! পুত্রবিষয়িণী মনোবেদনা না পাইয়া যিনি স্বর্গগমনের ইচ্ছাকেই প্রীতিকরী বোধ করিয়াছিলেন, তোমাদিগের সেই পিতাকে আমি ধন্য জ্ঞান করিতেছি; তাঁহার তাদৃশ তপস্যা ও মেধা ছিল বলিয়াই মরণেচ্ছা হইয়াছিল! সেই ধর্ম্মবেদিনী মাদ্রীকেও আমি অদ্য ধন্যা বলিয়া মানিতেছি; বোধ হয়, তাহার অতীন্দ্রিয়-বিষয়ে জ্ঞান ছিল, একারণ সে পরম গতি লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারেই কল্যাণ-শালিনী হইয়াছে! হায়! আমার জীবনের প্রতি যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতিই আমাকে রতি, মতি ও গতিতে বঞ্চিতা করিয়াছে! আমার জীবন কেবল সম্পূর্ণ ক্লেশভোগের নিমিত্তই হইয়াছে! আমাকে ধিক্! হে বৎসগণ! তোমরা আমার অতিশয় প্রীতিভাজন ও সাধু; আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না! আমি অতিকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি! আমি তোমাদিগের সঙ্গে বনে যাইব! হা কৃষ্ণে! কেন আমাকে পরিত্যাগ কর! হায়! জীবনের ধর্ম্ম এই যে, ইহার বিনাশ হইয়া থাকে; তবে কি আমার

বিনাশ-বিধান করিতে বিধাতা বিস্মৃত হইয়াছেন! তাহাতেই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না! হা কৃষ্ণ! হে দ্বারকাবাসিন্! হে রামানুজ! তুমি কোথায় রহিলে! এই ঘোর দুঃখ হইতে আমাকে ও এই নরোত্তমগণকে পরিত্রাণ করিতেছ না কেন! লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি অনাদি ও অনন্ত; যে সকল মনুষ্যেরা তোমাকে একান্তচিত্তে চিন্তা করে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর; তবে সেই প্রবাদ এখন মিথ্যা হইল কেন! আমার এই পুত্রেরা সত্যধর্ম্ম, মাহাত্ম্য, যশ ও বীর্য্যের অনুবর্ত্তী, সুতরাং দুঃখভোগের যোগ্য নহে; ইহাদিগের প্রতি দয়া করা তোমার উচিত!—হায়! নীতি ও অর্থাভিজ্ঞ কুলনাথ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাদি বিদ্যমান থাকিতে কিপ্রকারে এই আপদ্ উপস্থিত হইল! হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ! শত্রুরা তোমার সচ্চরিত্র পুত্রদিগকে দ্যূতে পরাজয়-পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করিতেছে, তুমি কিপ্রকারে ইহা উপেক্ষা করিতেছ!—বৎস সহদেব! নিবৃত্ত হও! তুমি যে আমার শরীর অপেক্ষাও প্রিয়! আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকা উচিত! হে মাদ্রেয়! আমাকে পরিত্যাগ করিও না! তোমার এই ভ্রাতৃগণ যদি একান্তই সত্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হয়, গমন করুক, তুমি এই খানেই থাকিয়া আমার পরিত্রাণজন্য পরম ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ এইরূপ বিলাপকারিণী কুন্তীকে সান্ত্বনা ও বন্দনা করিয়া নিরানন্দমানসে বনবাসের নিমিত্তই প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্ষত্তা বিদুর স্বয়ং অতিশয় কাতর হইলেও সেই শোকাতুরা কুন্তীকে হেতুগর্ভ বচনাবলিদ্বারা আশ্বাসিতা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ দ্যূতমণ্ডলে কৃষ্ণার পরিকর্ষণ ও বনগমনের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কৌরবদিগকে অতিশয় নিন্দা করত সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং করতলে মুখকমল ধারণ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তখন পুত্রগণের অনয় চিন্তা করত উদ্বিগ্নহৃদয় হইয়া কোনক্রমে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি চঞ্চল-চিত্তে চিন্তা করিতে করিতে শোকে ব্যাকুলমনা হইয়া "শীঘ্র আগমন কর," এই বলিয়া বিদুরের নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের নিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন-মানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অম্বিকা-নন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেন শঙ্কান্বিত হইয়া সেই সমাগত দীর্ঘদর্শী বিদুরকে জিজ্ঞাসিলেন, হে ক্ষত্ত! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কিপ্রকারে গমন করিতেছেন এবং ধৌম্য ও যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কিরূপে যাইতেছেন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; তাঁহাদিগের গমনের প্রকার-সমস্ত তুমি বর্ণন কর। বিদুর কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বস্ত্রদ্বারা মুখাচ্ছাদন-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন; ভীম বিশাল বাহুযুগল অবলোকন করিতে করিতে যাইতেছেন; সব্যসাচী বালুকা বিকিরণ করিতে করিতে রাজার অনুগামী হইতেছেন; মাদ্রীকুমার সহদেব মুখ লিপ্ত করিয়া যাইতেছেন; লোকমধ্যে পরমদর্শনীয়মূর্ত্তি নকুল সর্ব্বাঙ্গে ধূলিলেপনপূর্ব্বক বিহ্বলচিত্তে রাজার অনুগমন করিতেছেন; আয়ত-নয়না দর্শনীয়া কৃষ্ণা কেশকলাপদ্বারা মুখাবরণ করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগামিনী হইতেছেন; এবং ধৌম্য হস্তে কুশ লইয়া যম-দেবতাসংক্রান্ত ভীষণ সামমন্ত্র-সমস্ত গান করিতে করিতে পথিমধ্যে গমন করিতেছেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! পাণ্ডবেরা ত নানা প্রকার আকার-ভঙ্গী করিয়া প্রস্থিত হইতেছে; পরন্তু কি কারণে তাহারা এরূপ করিয়া যাইতেছে, তাহা আমারে বল।

বিদুর কহিলেন, হে ভারত! আপনকার পুত্রগণ-কর্ত্তৃক স্বয়ং প্রতারিত এবং রাজ্য ও ধন-সমস্ত অপহৃত হইলেও ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেছে না। তিনি আপনকার পুত্রদিগের প্রতি নিয়তই দয়াবান্; সংপ্রতি তাহাদিগেরই প্রতারণায় রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ক্রোধে নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিতেছেন না। "আমি ঘোরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া পাছে প্রজাগণকে নিঃশেষে দগ্ধ করি," এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মুখাবরণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। হে ভরতর্ষভ! ভীম যে প্রকারে যাইতেছেন, তাহাও আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। "বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই," এই মনে করিয়া বাহুসম্পত্তি-দর্পিত ভীমসেন শত্রুদিগের প্রতি বাহুধনের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতে করিতে প্রস্থিত হইতেছেন। সব্যসাচী অর্জ্জুন সমর-সময়ে শরসম্পাতের নিদর্শন প্রদর্শন করত বালুকা বিকিরণ করিতে করিতে রাজার অনুগামী হইতেছেন। হে ভারত! সংপ্রতি সিকতা-সকল তাঁহার হস্ত হইতে যেমন অনায়াসে অজস্র বিনির্গত হইতেছে, সেইরূপ শত্রুগণের প্রতি তিনি অনায়াসে অবিরত-শরবর্ষ নিপাতিত করিবেন। হে ভরত-নন্দন! "অদ্য যেন কেহ আমার মুখ চিনিতে না পারে," এই মনে করিয়া সহদেব বদন লেপন-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন। হে প্রভো! "পথিমধ্যে আমি যেন রমণীগণের মন হরণ না করি," এই ভাবিয়া নকুল সর্ব্বাঙ্গে ধূলিলেপন করিয়া যাইতেছেন। রজস্বলা, শোণিতাক্ত একমাত্র আর্দ্র বসন-ধারিণী, মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন যে, যাহাদের নিমিত্ত আমার এই দশা হইল, তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা ত্রয়োদশ বৎসরের পর পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও প্রিয়-জনগণ নিহত হইলে সকলের তর্পণ করিয়া এইরূপ বহুশোণিত-লিপ্তাঙ্গী ও মুক্তকেশী হইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে। হে ভারত! প্রজ্ঞা-সম্পন্ন পুরোহিত ধৌম্য নৈর্ঋতকোণাভিমুখে কুশ ধারণ করিয়া যমদৈবত সাম-সমস্ত গান করত অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তিনি "কৌরবেরা সংগ্রামে নিহত হইলে তাহাদিগের গুরুগণ এইরূপে সাম গান করিবেন," এই কথা বলিয়াই গমন করিতেছেন। পুরবাসী জনগণ অতিমাত্র দুঃখার্ত্ত হইয়া হাহাকার রবে পুনঃ পুন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছে যে, "দেখ, আমাদিগের অধীশ্বরগণ ঈদৃশ দুরবস্থায় গমন করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধ কৌরবেরা লোভ-প্রযুক্ত পাণ্ডুর উত্তরাধিকারী-দিগকে রাষ্ট্র হইতে যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের বালকের ন্যায় এই ব্যবহারকে ধিক্! হা! পাণ্ডুনন্দনগণ-বিরহে আমরা সকলেই অনাথ হইলাম! লোভপরতন্ত্র দুর্ব্বিনীত কৌরবদিগের প্রতি আমাদিগের প্রীতি কি!" হে নরেন্দ্র! মনস্বী কৌন্তেয়গণ উক্তপ্রকার আকার-লক্ষণদ্বারা মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করত বন প্রস্থান করিয়াছেন। সেই নরবরেরা ঐরূপে হস্তিনা হইতে নির্গত হইলে পর বিনামেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল; ভূমিকম্প হইতে লাগিল; পর্ব্বকাল না হইলেও রাহু আদিত্যকে গ্রাস করিল; নগরকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া উল্কাপাত হইল; এবং মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়স-সকল দেবালয়, চৈত্য, প্রাকার ও অট্টালিকায় বসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হে রাজন্! আপনকার কুমন্ত্রণায় ভরতকুলের বিনাশার্থে এইরূপ অসামান্য ঘোরতর মহোৎপাতসমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুর উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সুবিপুল-ব্রাহ্মলক্ষ্মী-বিরাজিত দেবর্ষিসত্তম নারদ মহর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে কৌরবদিগের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই ভয়ঙ্কর বাক্যের উক্তি করিলেন

যে, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে কৌরবেরা দুর্য্যোধনের অপরাধহেতুক ভীমার্জ্জুনের বলদ্বারা বিনষ্ট হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি আকাশমার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে আশ্রয়স্থান বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহার হস্তেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া দিলেন। তৎপরে দ্রোণ অমর্ষণ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সমুদায় ভারতগণকে কহিলেন যে, ব্রাহ্মণেরা দেবপুত্র পাণ্ডবগণকে অবধ্য বলিয়া থাকেন; পরন্ত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা সমুদয় রাজমণ্ডলীর সহিত সম্পূর্ণ ভক্তিসহকারে শরণাপন্ন হইয়া আমাকে অবলম্বন করিলেন, সুতরাং আমার যেমন শক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে; আমি কোনক্রমেই ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কি করি দৈবই সমধিক বলবান্। হে কৌরবগণ! পাণ্ডুপুত্রেরা ধর্ম্মত পরাজিত হইয়া বনে যাইতেছেন; তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর তথায় বাস করিবেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে রোষ ও অমর্ষের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণ দুঃখজন্য মহতী শত্রুতার নির্যাতন করিবেন, সন্দেহ নাই।—হে ভারত! পূর্ব্বে সখ্যসংগ্রামে আমি দ্রুপদ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলাম, সেই কোপে তিনি আমার বধোদ্দেশে পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যাজ ও উপযাজের তপস্যায় বেদীমধ্যগত হুতাশন হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা অনিন্দিতা কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সেই দেবদত্ত পুত্র শরাসন, শর ও কবচধারী হইয়া উৎপন্ন হয়; আমি মরণ-ধর্ম্মশীল, সুতরাং ঐ ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে আমার মহাভয় রহিয়াছে। হে নরর্ষভ! দ্রুপদ-তনয় পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছে; অতএব আমাকে নিতান্তই প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়া তোমার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, যেহেতু সে যে আমার বিনাশের নিমিত্তে উৎপন্ন, ইহা আমিও শুনিয়াছি এবং লোকমধ্যেও সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তোমাকে মহান্ হত্যাকাণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমার নিমিত্তে নিশ্চয়ই সেই কালপর্য্যয় আগত-প্রায় হইল! অতএব তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া যাহাতে শ্রেয় হয় তাহা কর, পাণ্ডবদিগকে বনে পাঠাইলে বলিয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য মনে করিও না। তোমাদিগের এই সুখ, হেমন্তকালে তালবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী; অতএব হে ভারত! তোমরা বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ভোগ্য বস্তুসকলের সম্ভোগ কর।—হে ভারতগণ! কৃষ্ণা যখন সভায় উপনীতা হইয়াছিলেন, তখন তত্ত্বদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যে কথা বলিয়াছেন, পরিণামে তোমাদিগের তাহাই ঘটিবে।—হে রাজন্! পাঞ্চালরাজের দুহিতা দৈবসম্ভূতা অনুত্তমা লক্ষ্মীস্বরূপা যে এই পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইতেছেন, অমর্ষণ পৃথানন্দনেরা, মহাধনুর্দ্ধারী বৃষ্ণিগণ, অথবা অমিত তেজস্বী পাঞ্চালবর্গ, কেহই তাঁহার পরিক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ বাসুদেবকর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া বীভৎসু পুনর্ব্বার আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল ভীমসেন গদাগ্রহণপূর্ব্বক সঞ্চালন করিতে করিতে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় সমাগত হইবেন। অনন্তর ধীসম্পন্ন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নরাধিপেরা কোনক্রমে সুস্থির থাকিতে পারিবেন না এবং ভীমের গদাবেগও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই হেতু পৃথাপুত্রদিগের সহিত বিগ্রহে আমার কদাচ রুচি হয় না, আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদাই সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। হে দুর্য্যোধন! অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তোমাকে মহান্ হত্যাকাণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহা অবধারণ করিয়া যাহা উচিত হয় কর; যদি তোমার

মত হয়, তবে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে নিবদ্ধ হও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণের বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিলেন, ক্ষত্তঃ! গুরু উত্তম বলিতেছেন, তুমি পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আন; সেই বৎসগণ যদি একান্তই নিবৃত্ত না হয় তবে সৎকৃত ও ভোগবন্ত হইয়া শস্ত্র, রথ ও পদাতির সহিত গমন করুক।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।
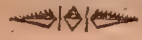
বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা দুরোদরে পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র চিন্তাবিষ্ট হইলেন। তিনি আসনে উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চঞ্চলচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য হইতে অরণ্যে প্রবাসিত করিয়া বসুসম্পূর্ণা সম্পূর্ণ বসুন্ধরার একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, তবে আর এখন অনুশোক করিতেছেন কেন?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুদ্ধ-বিশারদ ও মিত্র-সম্পন্ন মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের বিরোধ হইবে তাহাদিগের আর শোকের অপ্রতুল কি!

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এই যে মহান্ বিরোধ উপস্থিত, যাহাতে সমুদয় মনুষ্যলোক উৎসন্নপ্রায় হইবে, ইহা আপনকারই পুণ্য-প্রকাশ; যেহেতু আপনকার পুত্র অতি দুরাত্মা নির্লজ্জ দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও "পাণ্ডবদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন কর" এই বলিয়া সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিয়াছিল। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব প্রদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ্ধি হরণ করিয়া লন; তাহাতে সে বিপরীত ভাবসমস্তই দেখিতে পায়। বুদ্ধি কলুষিতা হইলে বিনাশ উপস্থিত হয়; বিনাশ উপস্থিত হইলে নয়ের ন্যায় প্রতীয়মান বাস্তবিক অনয় হৃদয় হইতে অপগত হয় না। তাহার বিনাশের নিমিত্তে তৎকালে অনর্থসকল অর্থরূপে এবং অর্থসমস্ত অনর্থরূপে প্রতীত হইয়া উঠে এবং সেইরূপ প্রত্যয়েই তাহার রুচি হয়। কাল কিছু স্বয়ং দণ্ড উত্তোলন করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; কালের বল এইমাত্র যে, তদ্দ্বারা বিপরীত অর্থের দর্শন হয়। দুরাত্মারা তপস্বিনী পাঞ্চালীকে সভামধ্যে পরিকর্ষণ করিয়া এই লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুলকাণ্ড প্রাপ্ত হইল! দুর্দ্যূতদেবী দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সেই অযোনিসম্ভূতা, অগ্নির কুলে উৎপন্না, রূপবতী, সর্ব্বধর্ম্মবেদিনী মনস্বিনীকে পরাভব-পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিতে পারে? আহা! স্ত্রীধর্ম্মিণী শোণিত-পরিপ্লুতা একবস্ত্রা বরারোহা পাঞ্চালী সভামধ্যে উপনীতা হইলে পর পাণ্ডবদিগের মুখাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেখিলেন, তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রী, সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু হইতে বঞ্চিত ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং ধর্ম্মপাশে নিগড়িত হওয়ায় এইরূপ প্রতীত হইতেছেন, যেন তাঁহাদিগের বিক্রম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই! তৎকালে দুর্য্যোধন ও কর্ণ তাদৃশ দুরবস্থার অযোগ্যা দুঃখিতা ও ক্রোধপরীতা কৃষ্ণাকে কুরুসভামধ্যে বিস্তর কটূক্তি করিয়াছিল। হে রাজন্! এই সমস্ত ব্যাপার তুমুল অনর্থের মূল বলিয়া আমার বোধগম্য হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রৌপদীর কাতরকটাক্ষে সমগ্র মহীমণ্ডলও দগ্ধ হইতে পারে; এখন কি আর আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে! ভারতকুলের মহিলারা, পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মচারিণী রূপযৌবনশালিনী পাঞ্চালনন্দিনীকে সভাগামিনী হইতে দেখিয়া সকলেই গান্ধারীর সহিত সমবেত হইয়া ভৈরবরবে রোদন করিয়াছিল, এবং প্রজাবর্গের সহিত এখনও নিত্য নিত্য অনুশোক করিতেছে। ব্রাহ্মণেরাও দ্রৌপ-

দীর পরিকর্ষণে কুপিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সায়াহ্ণ সময়ে কেহই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন নাই। তখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত ও মহান্ বজ্রনিনাদ হইয়াছিল, অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাসকল পতিত হইয়াছিল, এবং রাহুগ্রহ প্রজাগণের ঘোরতর ভয় উৎপাদন করত অকালে সূর্য্যকে গ্রাস করিয়াছিল। অপিচ ভরতকুলের অকল্যাণের নিমিত্তে তৎকালে রথশালায় হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ধ্বজসমস্ত বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র-গৃহে শৃগালসকল ঘোরনিনাদে রোদন করিয়াছিল, এবং গর্দ্দভেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল। হে সঞ্জয়! অনন্তর মহামনা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে কৃষ্ণাকে বলিলাম, তোমার যে কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, আমি সেই বরপ্রদানে প্রস্তুত আছি। তাহাতে পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের দাসত্ব-মোচন প্রার্থনা করিলেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে রথ ও শরাসনের সহিত স্বাধীন হইতে অনুজ্ঞা দিলাম। অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর কহিলেন, "কৃষ্ণা যে আপনাদিগের সভায় উপনীতা হইলেন, ইহাই ভারতকুলের অন্তিমদশা হইল। পাঞ্চাল-রাজের দুহিতা দৈবসম্ভূতা অনুত্তমা লক্ষ্মীস্বরূপা যে এই পাঞ্চালী পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইতেছেন, এই অমর্ষণ পৃথানন্দনেরা, মহাধনুর্দ্ধারী বৃষ্ণিগণ অথবা মহারথ পাঞ্চালবর্গ, কেহই তাঁহার পরিক্লেশ সহ্য করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ধনঞ্জয় সেই সত্যসন্ধ বাসুদেব-কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া অবশ্যই আগমন করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল ভীমসেন দণ্ডধারী অন্তকের ন্যায় গদা সঞ্চালন করিতে করিতে সমাগত হইবেন। অনন্তর ধীসম্পন্ন অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নরাধিপেরা কোনক্রমেই সুস্থির থাকিতে পারিবেন না এবং ভীমের গদাবেগও সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই হেতু পৃথাপুত্রদিগের সহিত সন্ধি করাই আমার নিরত অভিমত হয়, বিগ্রহ নহে; আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদাই সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি। তাহার এই এক প্রমাণ দেখুন, বৃকোদর বাহুমাত্র শস্ত্রদ্বারা, মহাদ্যুতি বলসম্পন্ন রাজা জরাসন্ধকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। অতএব হে ভরতর্ষভ মহারাজ! পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই আপনকার কর্ত্তব্য; আপনি বিনা-বিতর্কে উভয় পক্ষের সংযোগ-বিধান করুন, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।" হে সঞ্জয়! বিদুর এইরূপ ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত হিতবাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি পুত্রহিতৈষী হইয়া তাহা গ্রহণ করি নাই।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ও অনুদ্যূত প্রকরণ সমাপ্ত।

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইল।